প্রাচ্যবাণী গবেষণা-গ্রন্থমালা

দ্বাদশ পুষ্প।

ভাগবতধর্মের প্রাচীন ইতিহাস

(দ্বিতীয় খণ্ড)

শ্রীমৎ-স্বামী বিদ্যারণ্য

(পূর্বাশ্রমে)
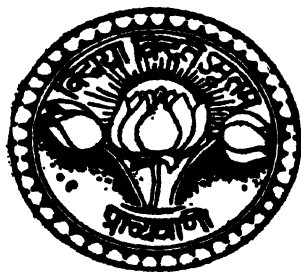
ডক্টর-বিভূতিভূষণ দত্ত,

(এম্-এস্‌সি, পি, আর, এস্, ডি, এস্‌সি)

কর্তৃক বিরচিত

কলিকাতা, ১৯৬৩

প্রাচ্যবাণী মন্দিরের পক্ষ হইতে
ডক্টর-যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী
কর্তৃক প্রকাশিত

প্রাপ্তিস্থান

১। প্রাচ্যবাণী-মন্দির
৩নং ফেডারেশন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯

২। মহেশ লাইব্রেরী
২।১নং শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলেজ স্কোয়ার,
কলিকাতা-১২

৩। দাসগুপ্ত এণ্ড কোং
৫৪।৩নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

৪। চক্রবর্তী চ্যাটার্জী এণ্ড কোং
১৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১১

৫। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার
৩৮নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

আরো অন্যান্য সুপ্রসিদ্ধ পুস্তকের দোকান।

॥ মূল্য : কুড়ি টাকা ॥

মুদ্রণালয়—
প্রাচ্যবাণী মুদ্রণালয়
৩নং ফেডারেশন ষ্ট্রীট, কলিকাতা
ফোন : ৩৫-১৯৯৫

ভাগবতধর্মের প্রাচীন ইতিহাস

বিষয় নির্দ্দেশিকা

অষ্টম অধ্যায়

নবম অধ্যায়

দশম অধ্যায়

একাদশ অধ্যায়

বিষয় নির্দ্দেশিকা

দ্বাদশ অধ্যায়

ত্রয়োদশ অধ্যায়

"শ্রদ্ধাঞ্জলি"

সর্বজনবরেণ্য শ্রীমৎ স্বামী বিদ্যারণ্য প্রণীত "ভাগবতধর্মের ইতিহাস" নামক গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত করতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি। এই অপূর্ব গ্রন্থের পরিচয় দেবার সাধ্য আমার নেই। কিন্তু যাঁরাই এই গ্রন্থের সামান্যমাত্র অংশও পাঠ করবেন, তাঁরাই যে অমৃতপথের সন্ধান পাবেন, তা নিঃসন্দেহ।

আমাদেব অশেষ-শ্রদ্ধাভাজন: পবমস্নেহশীল, ডাঃ বিনোদবিহারী দত্ত এবং তাঁর সুযোগ্য ভ্রাতা পরমশ্রদ্ধেয় শ্রীসুবিমল দত্তের নিকট আমরা চিরকৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ হয়ে রইলাম। তাঁরা সানুগ্রহে তাঁদের পরপুজ্যপাদ ভ্রাতৃবর রচিত এই অমূল্য গ্রন্থখানি আমাদের প্রকাশিত করতে অনুমতি দান করে আমাদের অশেষ কল্যাণ সাধন করেছেন।

প্রাচ্যবাণী
৩ নং ফেডারেশন ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—৯
১৫ই জানুয়ারী, ১৯৬২

যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী

পঞ্চচামরেণ

বিভূতিভূষণ-বন্দনম্

জগজ্জনৈকভূষণং তমোবিনাশপূষণং,
সমগ্রভূততোষণং ত্রিতাপমূলশোষণম্।
শিবং শ্মশানবাসিনং রবীন্দুবহ্নিলোচনং,
বিমুক্তভোগবাসনং ভজে বিভূতিভূষণম্॥

যতীন্দ্রবিমল-চতুর্ধুরীণস্য॥

ভাগবতধর্মের প্রাচীন ইতিহাস

অষ্টম অধ্যায়

ভাগবতধর্মের রূপান্তর

((বিষ্ণু) ভাগবতপুরাণে)

কালক্রমে ভাগবতধর্ম অত্যন্ত রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছিল, দেখা যায়। ভাগবতধর্মের মূল স্বরূপ নিরূপণই বর্তমান গ্রন্থের মুখ্য উদ্দেশ্য। সুতরাং উহার রূপান্তরের সম্যক্ পর্যালোচনার প্রয়োজন ঐখানে নাই,—তাহা বস্তুতঃ এই গ্রন্থের উদ্দেশ্যের বহির্ভূত। তথাপি তাহার যৎকিঞ্চিৎ সংক্ষেপে নির্দেশ করা উচিত মনে করি। কেননা, তাহাতে এই গ্রন্থ রচনার প্রয়োজনীয়তা সমধিক উপলব্ধি হইবে। প্রথম প্রথম পরিবর্তনসমূহেরই যৎকিঞ্চিৎ আমরা প্রদর্শন করিব। অর্বাচীন কালের শোচনীয় পরিবর্তনের কথা বলিব না।

ইহা প্রথমে বলা উচিত বোধ হয় যে সংসারের প্রায় সকল প্রাচীন ধর্মেরই কালক্রমে স্বল্পবিস্তর পরিবর্তন হইয়াছে দেখা যায়। কোন কোন ধর্ম ত কেবল নামমাত্রেই রহিয়াছে; কেননা, উহার মূল সিদ্ধান্তসমূহ,—যেমন দার্শনিক, তেমন ধার্মিক, উভয় প্রকার সিদ্ধান্তসমূহই প্রায় সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। তাঁহার ধর্মের যে ঐ প্রকার শোচনীয় পরিণাম হইতে পারিবে—তাঁহার উক্তির যে অত দুর্ব্যাখ্যা ও দুরুপযোগ হইতে পারিবে, প্রতিষ্ঠাতার মনে তাহা কখনও আসে নাই। এই সকল বিবেচনা করিলে, ভাগবতধর্মেরও যে পরিবর্তন হইয়াছে, তাহাতে আশ্চর্যান্বিত হওয়ার কিছুই থাকে না।

ভাগবতধর্মের রূপান্তরের প্রমাণ 'মহাভারতে'ও পাওয়া যায়। তদন্তর্গত নারায়ণীয়াখ্যানের প্রমাণমূলে পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে প্রাচীন ভাগবতধর্মে ব্যূহবাদ প্রপঞ্চিত হইয়াছিল; পরন্তু ব্যূহের সংখ্যা সম্বন্ধে তদনুযায়িগণের মধ্যে মতভেদ ছিল। 'গীতা'য় এবং 'বার্ষ্ণেয়াধ্যাত্মে' ব্যূহবাদের উল্লেখ নাই। তখন ইহাও প্রদর্শিত হইয়াছে যে—বেদান্তের এবং সাংখ্যমতের সৃষ্টিক্রমদ্বয়ের সমন্বয় করিয়া ভাগবতধর্মের সৃষ্টিক্রম প্রপঞ্চিত হইয়াছিল; হয়ত ঐ সমন্বয় সাধন করিতে গিয়াই নারায়ণীয়াখ্যানে ব্যূহবাদ প্রপঞ্চিত হইয়াছিল; এবং 'গীতা'য় ব্যূহবাদ না থাকিলেও উক্ত সমন্বয় আছে,—কিঞ্চিৎ ভিন্ন প্রকারে তাহা সাধিত হইয়াছে। সুতরাং সৃষ্টিক্রম বিষয়ে বেদান্তমত এবং সাংখ্যমতের সমন্বয় 'নারায়ণীয়াখ্যানে' এবং 'গীতা'য় ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে করা হইয়াছে। বার্ষ্ণেয়াধ্যাত্মে ঐ বিষয়ের কোন প্রচেষ্টা দেখা যায় না। 'গীতা'তে কিছু কিছু সাম্প্রদায়িক ভাব দৃষ্ট হয়। অন্য দেবতার উপাসনা তথায় নিষিদ্ধ না হইলেও, বাসুদেবের উপাসনা হইতে উহার নিকৃষ্টতা প্রদর্শিত হইয়াছে। তাহাতে সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতার বীজ বপিত হইয়াছে। পরন্তু নারায়ণীয়াখ্যান ঐ বিষয়ে সম্যক্‌রূপে উদার।

ভাগবতধর্ম যখন প্রথম প্রবর্তিত হইয়াছিল, তখন উহাতে ঐ সকল মতান্তর অবশ্যই ছিল না। উহারা কালান্তরে আসিয়া পড়িয়াছে। যাহা হউক, ইহা বিশেষভাবে প্রণিধান

কর্তব্য যে তদ্ব্যতীত অপর কোন বিষয়ে পরিবর্তনের কোন প্রমাণ বর্তমান 'মহাভারতে' পাওয়া যায় না। তাহাতে এই অনুমান নিশ্চিত হয় যে বর্তমান 'মহাভারত' রচনার পূর্বে মূল ভাগবতধর্মে দুই তিনটি অমুখ্য বিষয়ে কিঞ্চিৎ পরিবর্তন আসিয়া পড়িলেও, উহার মুখ্য দার্শনিক সিদ্ধান্ত তখন পর্যন্ত অক্ষুণ্ণই ছিল। আচার্যপরম্পরার পার্থক্য আলোচনা করত আমরা প্রদর্শন করিয়াছি যে মূলভাগবতধর্ম নারাণীয়াখ্যান রচনার পূর্বে একান্তধর্ম, সাত্বতধর্ম, প্রভৃতি কতিপয় শাখায় বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। পরন্তু উহাদের দার্শনিক সিদ্ধান্ত ভিন্ন ভিন্ন ছিল বলিয়া অনুমান করিবার কোন হেতু পাওয়া যায় না। তাহাতে অনুমান হয় যে কতিপয় ধার্মিক সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে স্বল্পাধিক মতভেদ লইয়া ঐ সকল শাখাভেদ প্রবর্তিত হইয়াছিল। অতি সাধারণ বিষয় লইয়া ধর্মের উপভেদ প্রবর্তিত হওয়ার দৃষ্টান্ত পরে পরে বহু পাওয়া যায়। মূল ভাগবতধর্মেরও সেই প্রকারে উপভেদ হইয়াছিল বোধ হয়।

'(বিষ্ণু)ভাগবতপুরাণে'র প্রারম্ভে বিবৃত[1] একটা আখ্যান হইতে ঐ বিষয়ে আরও সন্ধান পাওয়া যায়। তাহাতে বর্ণিত হইয়াছে যে পরমর্ষি ব্যাস সর্ব বর্ণের ও আশ্রমের মনুষ্যগণের হিতার্থ বেদ, ইতিহাস এবং পুরাণ সংগ্রহ করেন। কলিকালের স্বল্পপ্রাণ এবং স্বল্পমেধা মনুষ্য সমগ্র বেদ সম্যগ্‌রূপে ধারণ করিতে সমর্থ হইবে না বুঝিতে পারিয়া তিনি প্রজাবর্গের শ্রেয়স্কর বৈদিক যজ্ঞসমূহের অনুষ্ঠানের সন্ততির উদ্দেশ্যে এক বেদকে চারি ভাগে বিভক্ত করেন।[2] স্ত্রী, শূদ্র এবং পতিত দ্বিজগণের বেদের পঠনে ও শ্রবণে অধিকার ছিল না। সেই হেতু বৈদিক কর্মের অনুষ্ঠান দ্বারা শ্রেয় অর্জন করিতে তাহারা সমর্থ ছিল না। তাহারাও যাহাতে শ্রেয় লাভ করিতে পারে সেই উদ্দেশ্যে তিনি 'ভারত' রচনা করেন। 'ভারত'-ব্যপদেশে তিনি বেদার্থই ব্যাখ্যা করিয়াছেন, যাহাতে স্ত্রীশূদ্রাদিগণও শ্রেয়ঃপ্রাপক ধর্মাদি জানিতে পারে।[3] এই প্রকারে সর্বভূতের শ্রেয়োলাভের জন্য সতত সর্বান্তঃকরণে প্রবৃত্ত হইলেও এবং ব্রহ্মতেজসম্পন্নদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম হইলেও তাঁহার অন্তর পরিতৃপ্ত হইল না। তাঁহার মনে হইতে লাগিল যে তখনও যেন তাঁহার কর্ম অসম্পন্ন রহিয়াছে।[4] একদা সরস্বতীনদীর তীরে একান্তে বসিয়া তিনি উহার কারণ চিন্তা করিতেছিলেন। "যে ভাগবতধর্মসমূহ ভগবান্ অচ্যুতের প্রিয়, এবং সেই হেতু পরমহংসগণের অবশ্য প্রিয় সেই

---

১) (বিষ্ণু)ভাগপু, ১।৪—৫ অধ্যায়   ২) ঐ, ১।৪।১৮—৯   ৩) ঐ, ১।৪।২৯

৪) "অসম্পন্ন ইবাভাতি" (ঐ, ১।৪।৩০'২)

দেবর্ষি নারদ ব্যাসকে জিজ্ঞাসা করেন

"জিজ্ঞাসিতমধীতং চ যত্তদ্‌ব্রহ্ম সনাতনম্।
অথাপি শোচস্যাত্মানমকৃতার্থ ইব প্রভো ॥" (১।৫।৪)

'হে প্রভু, আপনি সনাতন ব্রহ্মকে জানিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন এবং (সম্যক্) অধিগত ও হইয়াছেন। অনন্তরও আপনি নিজেকে অকৃতার্থের ন্যায় শোক করিতেছেন কেন?' তাৎপর্য এই যে আত্মবিৎ শোকাতীত হয় ("তরতি শোকমাত্মবিৎ")। তিনি সম্যক্ কৃতার্থ হন, কেননা, তাঁহার অপর কিছু জানিবার বা পাইবার থাকে না। ইহাই শ্রুতি বলিয়াছেন। ব্রহ্মকে সম্যক্ অবগত হইবার পরও ব্যাস অকৃতার্থের ন্যায় শোক করিতেছেন কেন?—নারদ তাহা জানিতে চাহেন।

সকল কি (অদ্যাপিও) ঠিক ঠিক নিরূপিত হয় নাই?"[১] এমন সময়ে দেবর্ষি নারদ তথায় আসিয়া উপস্থিত হন। ব্যাসের মনোভাব অবগত হইয়া তিনি বলেন,

"হে মুনিবর, ধর্মাদি বিষয়সমূহ আপনি যেমন পূর্ণরূপে বর্ণনা করিয়াছেন, বাসুদেবের মহিমা তেমনভাবে বর্ণনা করেন নাই।"[২]

নৈষ্কর্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জিতং
ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনম্।
কুতঃ পুনঃ শশ্বদভদ্রমীশ্বরে
ন চার্পিতং কর্ম যদপ্যকারণম্॥"[৩]

'যাহাতে কর্মপ্রবৃত্তি নাই[৪] সেই নিরঞ্জন জ্ঞানও, যদি ভগবদ্ভাববিরহিত হয়, তবে শোভা পায় না, উহা ব্যর্থই। সুতরাং (সংসারবন্ধনজনক বলিয়া) সদা অমঙ্গলরূপ কর্ম,—যদ্যপিও বা নিষ্কারণই (অর্থাৎ ফলাকাঙ্ক্ষাদিরহিত) হয়, তথাপি, যদি ঈশ্বরে অর্পিত না হয়, তবে কি প্রকারে (শোভা পাইবে? তাহাও ব্যর্থই)।

"স্বভাবতঃই কর্মানুরক্ত মনুষ্যদিগের জন্য নিন্দিত (সকাম কর্মসমূহ) ধর্মাচরণার্থ অনুশাসন করিয়া আপনি মহান্ ব্যতিক্রম করিয়াছেন। কেননা, ঐ অনুশাসন হইতে 'ইহাই (মুখ্য) ধর্ম'—এইরূপ মনে করিয়া পরাঙ্মুখ জন উহাদের নিষেধ মানিবে না।"[৫]

"এই অনন্তপার বিভুর (স্বরূপ) আনন্দ নিবৃত্তিমার্গ দ্বারা ('নিবৃত্তিত') বিচক্ষণ ব্যক্তিগণই লাভ করিতে পারে। পরন্তু (প্রাকৃতিক) গুণসমূহের দ্বারা প্রবর্তমান অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিগণের ('প্রবর্তমানস্য গুণৈরনাত্মনঃ') (পক্ষে তাহা সম্ভব নহে)। সুতরাং তাহাদিগের জন্য আপনি বিভুর লীলা বর্ণনা করুণ।"[৬]

"স্বধর্ম পরিত্যাগপূর্বক হরির চরণকমল ভজনা করিলে, যদি অপক্ক অবস্থায়ও,—এবং যে কোন স্থলেই বা দেহপাত হয়, তথাপি পরলোকে কোন অমঙ্গল হইতে পারে না। আর যাহারা ভগবানের ভজন করে না, স্বধর্ম পালন দ্বারা তাহাদের কি লাভ হইতে পারে?"[৭] ইত্যাদি। তিনি বলেন,[৮] ব্রহ্মে—ভগবান্ ঈশ্বরে, সমর্পিত কর্ম জীবের সাংসারিক তাপত্রয়ের মহৌষধ। যে দ্রব্য ব্যবহার হেতু রোগ উৎপন্ন হয়, সাধারণভাবে সেই দ্রব্যের

১) "কিং বা ভাগবতা ধর্মা ন প্রায়েণ নিরূপিতাঃ।
প্রিয়াঃ পরমহংসানাং ত এব হ্যচ্যুতপ্রিয়াঃ॥"—(বিষ্ণু)ভাগ, ১।৪।৩১)

২) ঐ, ১।৫।৯

৩) ঐ, ১।৫।১২ চতুর্থ চরণে 'চ' ও 'অকারণম্' যথাক্রমে 'হি' ও 'অনুত্তমম্' পাঠান্তরে এই শ্লোক 'ভাগবত পুরাণে'র উপসংহারে (১২।১২।৫২) সূত কর্তৃক ও উক্ত হইয়াছে।

৪) নিঃ (=নাই)=কর্ম=নিষ্কর্ম; উহারই ভাব 'নৈষ্কর্ম্য'। সুতরাং নৈষ্কর্ম্য জ্ঞান' অর্থ 'যেই জ্ঞানে কর্মের প্রবৃত্তি থাকে না, সেই জ্ঞান।' মূলের 'নৈষ্কর্ম্য' শব্দের এই প্রকার অর্থ না করিলে, উহার অপরাধে উক্ত 'ঈশ্বরার্পিত কর্ম' এবং 'অকারণ বা নিষ্কাম কর্ম' হইতে উহার কোন পার্থক্য এবং শ্রেষ্ঠতা থাকে না। আর তাহা না থাকিলে ঐ বচনের প্রকৃত অভিপ্রায় সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়।

৫) (বিষ্ণু)ভাগ, ১।৫।১৫ ৬) ঐ, ১।৫।১৬ ৭) ঐ, ১।৫।১৭ ৮) ঐ, ১।৫।৩২—৫

প্রয়োগ দ্বারা সেই রোগের নিবৃত্তি হয় না। পরন্তু যথোচিত কৌশলে চিকিৎসা করিলে ঐ পদার্থেরই ব্যবহার দ্বারা ঐ রোগের নিবৃত্তি হইয়া থাকে। সেই প্রকারে, মনুষ্যগণের সমস্ত কর্ম সংস্থতির কারণ বলিয়া সাধারণভাবে কৃত কর্ম দ্বারা তাহাদের সংস্থতি বন্ধ হইতে পারে না। পরন্তু

"ত এবাত্মবিনাশায় কল্পন্তে কল্পিতাঃ পরে ॥"[১]

পরব্রহ্মার্পণ বুদ্ধিতে কৃত হইলে ঐ সকল কর্মই (জীবের) আত্মবিনাশের (অর্থাৎ জীবভাবের বিনাশ হইয়া ব্রহ্মভাবলাভের) কারণ হইয়া থাকে।' কেননা, ভগবৎপরিতোষণ রূপে কর্ম করিলে ভক্তিযোগযুক্ত ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয় এবং তাহাতে মুক্তি হয়।

নারদ ব্যাসকে ভগবানের লীলাকথা বর্ণনা করিতে উপদেশ করেন এবং বলেন যে তাঁহাতেই তাঁহার (ব্যাসের) চিত্ত তৃপ্তি লাভ করিবে।[২] তিনি আরও বলেন, "যাহাদিগের চিত্ত বশীভূত হয় নাই, পরন্তু বিষয়োপভোগের আকাঙ্ক্ষায় মুহুর্মুহু ব্যাকুলিত হইয়া উঠে, ভগবানের লীলার চর্চা ভবসিন্ধুউত্তরণার্থ তাহাদিগের নৌকা বলিয়া পরিদৃষ্ট হয়। কাম এবং লোভ দ্বারা মুহুর্মুহু উপহত চিত্ত মুকুন্দের সেবা দ্বারা যেমন শান্তিলাভ করে, যমাদি যোগোপায়সমূহ দ্বারা তেমন করে না।"[৩] মুকুন্দসেবাপরায়ণ ব্যক্তি সংস্থতি প্রাপ্ত হয় না।[৪] জ্ঞান দ্বারাই মুক্তি হয় সত্য। পরন্তু ভগবান্ স্বয়ং তাঁহার ভক্তকে ঐ জ্ঞান প্রদান করিয়া থাকেন। নারদ ঐ বিষয়ে তাঁহার নিজের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন যে পূর্বে তিনি এক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের দাসীর পুত্র ছিলেন। বাল্যাবস্থাতেই তিনি ব্রাহ্মণের গৃহে চাতুর্মাস্যের জন্য সমাগত মহাত্মাদিগের সেবায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ঐ প্রকারে সেবা দ্বারা তাঁহার চিত্ত কথঞ্চিৎ বিশুদ্ধ হইলে ভগবানের লীলাকথা শ্রবণে তাঁহার রুচি হয়। ঐ মহাত্মাগণ নিত্য কৃষ্ণকথা গান করিতেন। তিনি শ্রদ্ধা সহকারে ঐ সকল শ্রবণ করিতেন। তাহাতে ক্রমে ভগবানে তাঁহার রুচি হয়।

"তস্মিংস্তদা লব্ধরুচের্মহামুনে
প্রিয়শ্রবস্যঃ স্খলিতা মতির্মম।
যয়াহমেতৎ সদসৎ স্বমায়য়া
পশ্যে ময়ি ব্রহ্মণি কল্পিতং পরে ॥"[৫]

'হে মহামুনে, ঐ সময়ে তখন প্রিয়শ্রব ভগবানে রুচি প্রাপ্ত আমার মন স্খলিত (অর্থাৎ নাশপ্রাপ্ত বা নিরুদ্ধ) হয়। তাহাতে আমি ইহা উপলব্ধি করিলাম যে সদসদাত্মক এই জগৎপ্রপঞ্চ পরব্রহ্মস্বরূপ আমাতে আমার নিজ মায়া দ্বারা কল্পিত।' পরে ঐ মুনিগণও তথা হইতে যাত্রা করিবার সময়ে তাঁহাকে "সাক্ষাৎ ভগবান্ কর্তৃক কথিত গুহ্যতম জ্ঞান উপদেশ করেন।[৬]

"যেনৈবাহং ভগবতো বাসুদেবস্য বেধসঃ।
মায়ানুভাবমবিদং যেন গচ্ছন্তি তৎপদম্ ॥[৭]

---

১) (বিষ্ণু)ভাগ, ১।৫।৩৪·২ ২) দেখ—ঐ, ১।৫।২১, ৪০ ; ৬।৩৭
৩) (বিষ্ণু)ভাগ, ১।৬।৩৫—৬ ৪) ঐ, ১।৫।১৯ ৫) ঐ, ১।৫।২৭
৬) ঐ, ১।৫।৩০ ৭) ঐ, ১।৫।৩১

'যাহা দ্বারা আমি বিশ্বস্রষ্টা ভগবান্ বাসুদেবের মায়ানুভাব নিশ্চিতরূপে অবগত হইয়াছিলাম এবং যাহা দ্বারা (মনুষ্যগণ) তাঁহার পদ প্রাপ্ত হয়।'

"ইমং স্বনিগমং ব্রহ্মন্নবেত্য মদনুষ্ঠিতম্।
অদান্মে জ্ঞানমৈশ্বর্য্যং স্বস্মিন্ ভাবং চ কেশবঃ॥"[১]

'হে ব্রহ্মন, আপন উপদেশ মৎকর্তৃক পরিপালিত হইতে দেখিয়া কেশব আমাকে জ্ঞান, ঐশ্বর্য্য (অর্থাৎ অণিমাদিসিদ্ধি) এবং আপনাতে ভাব প্রদান করেন।' নারদ আরও বলেন যে পরে শ্রীহরির চরণকমল ধ্যান করিতে করিতে তাঁহার হৃদয়ে হরির প্রাদুর্ভাব হয়। তাহাতে প্রেমের আতিশয্য হেতু তাঁহার শরীর পুলকিত হয়, তাঁহার চিত্তবৃত্তি সম্যক্ নির্বৃত হয় এবং তিনি আনন্দসাগরে লীন হইয়া যান। তখন তিনি ভগবান্‌কে এবং তাঁহার নিজেকে উভয়কে দেখিতে পাইলেন না। অর্থাৎ ধ্যাতা, ধ্যেয় এবং ধ্যান এই ভেদ ত্রিপুটির ভান তখন তাঁহার রহিল না।[২]

কথিত হইয়াছে যে এই বলিয়া দেবর্ষি নারদ অন্তর্হিত হন। তখন পরমর্ষি ব্যাস সমাহিত চিত্তে ঐ বিষয়ের মনন করিতে থাকেন। এই প্রকারে ভক্তিযোগ দ্বারা তাঁহার চিত্ত সম্যক্ বিশুদ্ধ এবং একাগ্র হইলে, তিনি "পরমপুরুষকে এবং উঁহাতে অপাশ্রিত মায়াকে দর্শন করিলেন। ঐ মায়া দ্বারা সংমোহিত হইয়া জীব (প্রকৃতপক্ষে) পর (অর্থাৎ পরব্রহ্ম এবং মায়াতীত) হইলেও আপনাকে ত্রিগুণাত্মক বলিয়া মনে করে এবং তৎকৃত অনর্থসমূহ প্রাপ্ত হয়।"[৩] তিনি ইহাও উপলব্ধি করেন যে অধোক্ষজে ভক্তিযোগই ঐ অনর্থসমূহের উপশমের সাক্ষাৎ উপায়।[৪] যাহারা তাহা জানে না, তাহাদিগকে তাহা জানাইবার অভিপ্রায়ে তিনি তদনন্তর "সাত্বতসংহিতা' রচনা করেন। উহা শ্রবণ করিলে মনুষ্যদিগের হৃদয়ে কৃষ্ণের প্রতি ভক্তি উৎপন্ন হয় এবং তাহাতে তাহাদিগের শোক, মোহ এবং ভয় বিদূরীভূত হয়।[৫]

এই আখ্যান হইতে ইহা নিশ্চিতরূপে জানা যায় যে 'মহাভারতে' এবং '(বিষ্ণু)-ভাগবতপুরাণে'—উভয়ত্রই একই ভাগবতধর্ম ব্যাখ্যাত হইয়াছে,[৬] পরন্তু '(বিষ্ণু)ভাগবতপুরাণে'র রচনাকালে ভাগবতধর্মের ধার্মিক সিদ্ধান্ত অনেকটা পরিবর্তিত হইয়াছিল। তখন তত্ত্বজ্ঞান-লাভের সাধনরূপে জ্ঞান এবং কর্ম অপেক্ষা ভক্তিকে অত্যধিক প্রাধান্য দেওয়া হইত। জ্ঞান দ্বারাই অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্ন জীবের মুক্তি হয়। ভক্তি দ্বারাও সেই জ্ঞান পাওয়া যায়। ভগবান্

---

১) (বিষ্ণু)ভাগ, ১।৫।৩৯ ২) ঐ, ১।৬।১৭—৮

৩) "অপশ্যৎ পুরুষং পূর্বং মায়াং তদপাশ্রয়াম্।
যয়া সংমোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাত্মকম্।
পরোঽপি মনুতেঽনর্থং তৎকৃতে চাভিপদ্যতে॥"—(ঐ, ১।৭।৪'২—৫)

৪) "অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ভক্তিযোগমধোক্ষজে।"—(ঐ, ১।৭।৬'১) ; আরও দেখ—১।২।৬

৫) ঐ, ১।৭।৬'২—৭

৬) 'গরুড়পুরাণে' আছে যে 'ভাগবতপুরাণ' 'ভারতে'র তাৎপর্যবিনির্ণয়াত্মক॥
"অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ভারতার্থবিনির্ণয়ঃ।
গায়ত্রীভাষ্যরূপোঽসৌ বেদার্থপরিবৃংহিতঃ॥" ইত্যাদি। (পূর্বে দেখ)

স্বয়ং তাঁহার ভক্তকে ঐ জ্ঞান প্রদান করিয়া থাকেন। 'গীতা'য় ভগবান্ কৃষ্ণ তাহা পরিষ্কার বলিয়াছেন।[১] উক্ত আখ্যানে নারদও স্পষ্টবাক্যে তাহা বলিয়াছেন, এবং তাঁহার ও ব্যাসের অনুভবের দৃষ্টান্ত হইতেও তাহা সিদ্ধ হয়। '(বিষ্ণু)ভাগবতপুরাণে'র অন্যত্রও সেই প্রকার বহু স্পষ্টোক্তি এবং দৃষ্টান্ত আছে। যথা, পরমভাগবত কবি বলিয়াছেন যে নিরন্তর ভগবানের ভজনকারী ভাগবতের (ভগবানে)ভক্তি, (সংসারে)বিরক্তি এবং ভগবজ্ জ্ঞান ("পরেশানুভবঃ", "ভগবৎপ্রবোধঃ")—এই তিনই সঙ্গে সঙ্গে উৎপন্ন হয়, এবং তাহাতে সে পরা শান্তি লাভ করে ;[২] তাহার সংসার-ভয় সর্বপ্রকারে নিবৃত্ত হয়,—সে সম্যক্ অভয় প্রাপ্ত হয়।[৩] পিপ্পলায়ন বলেন, "ভগবান্ বিষ্ণুর চরণ প্রাপ্তির এষণা দ্বারা (বৃদ্ধি প্রাপ্ত) তীব্র ভক্তি (রূপ অগ্নি দ্বারা জীবের) গুণকর্মজ চিত্তমলসমূহ দগ্ধ হয় ; চিত্ত বিশুদ্ধ হইলে (জীব) আত্মতত্ত্ব তেমন সাক্ষাদ্ভাবে উপলব্ধি করে, যেমন নির্মল নেত্রে সূর্যের প্রকাশ (দেখে)।"[৪] সূত বলিয়াছেন, "হরির গুণানুবাদের শ্রবণাদি দ্বারা তাঁহার চরণকমলের অবিস্মৃতি হয়। কৃষ্ণচরণকমলের অবিস্মৃতি সমস্ত অমঙ্গল বিনষ্ট করে এবং শম বিস্তার করে ; তথা চিত্তশুদ্ধি, পরমাত্মভক্তি এবং বিজ্ঞানে (অর্থাৎ বিবিধ ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানে) বৈরাগ্যযুক্ত জ্ঞান (উৎপাদন করে)।"[৫]

আরও কথিত হইয়াছে যে ভক্তি চিত্তশুদ্ধির, বৈরাগ্যের এবং জ্ঞানলাভের অতি সুগম এবং আশুফলপ্রদ সাধন। যথা, দেবগণ বলেন, ভগবানের কথামৃত পান দ্বারা প্রবৃদ্ধ ভক্তি দ্বারা যাহাদের চিত্ত বিশুদ্ধ হইয়াছে, তাহারা অনায়াসে এবং শীঘ্র ("অঞ্জসা") বৈরাগ্যসার জ্ঞানলাভ করত ভগবানে প্রবেশ করে। অপর যে সকল ধীর ব্যক্তিগণ আত্মসমাধিযোগবল দ্বারা বলিষ্ঠা প্রকৃতিকে জয় করত ভগবানে প্রবেশ করেন, তাঁহাদিগকে অধিক পরিশ্রম করিতে হয়। পরন্তু ভগবানের সেবারূপ ভক্তিতে তত পরিশ্রম হয় না। ভক্ত অনায়াসে ভগবানে প্রবেশ করে।[৬] ভগবান্ কপিল বলিয়াছেন,

"বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রয়োজিতঃ।
জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানং যদব্রহ্মদর্শনম্ ॥"[৭]

'ভগবান বাসুদেবের প্রতি প্রযোজিত ভক্তি শীঘ্র (অব্রহ্ম সংসারের প্রতি) বৈরাগ্য এবং ব্রহ্মদর্শন রূপ জ্ঞান উৎপন্ন করে।' দেবর্ষি নারদ বলেন, যে অচ্যুতকথাশ্রয়ী—শ্রদ্ধাসহকারে অচ্যুতের কথা নিত্য শ্রবণ ও পাঠ করে, সে অচিরেই ভক্তিলাভ করে, এবং ভক্তি দ্বারা বৈরাগ্য ও জ্ঞানলাভ

---

১) পূর্বে দেখ। ২) (বিষ্ণু)ভাগপু, ১১।২।৪২—৩
৩) ঐ, ১১।২।৩৩ ৪) ঐ, ১১।৩।৪০
৫) ঐ, ১২।১২।৫৩'২—৫৪ ৬) ঐ, ৩।৫।৪৫—৬
৭) ঐ, ৩।৩২।৩৩
স্বল্পবিস্তর পাঠান্তরে এই বচন '(বিষ্ণু)ভাগবতপুবাণে'র অন্যত্রও পাওয়া যায়। যথা সূত বলিয়াছেন,

"বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রযোজিতঃ।
জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানং যত্তদহৈতুকম্ ॥"—(১।২।৭)

দেবর্ষি নারদ বলিয়াছেন,

"বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ সমাহিতঃ।
সধ্রীচীনেন বৈরাগ্যং জ্ঞানং চ জনয়িষ্যতি ॥"—৪।২৯।৩৭

করে।[১] মহাত্মা সনৎকুমার বলেন, "সন্তগণ হৃদয়গ্রন্থিরূপ কর্মাশয় ভগবান্ বাসুদেবের চরণকমলের প্রতি অনুরাগ বিলাসরূপ ভক্তি দ্বারা যেমন ছিন্ন করেন, বৈরাগ্যবান্ এবং চিত্তনিরোধকারী যতিগণ তেমন পারেন না। এই সংসার-সমুদ্র ষড়্বর্গ (=পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ও মন) রূপ মকর পূর্ণ। সেই হেতু উহা অতীব দুস্তর। যোগাদি দ্বারা উহা উত্তীর্ণ হওয়া অতীব কঠিন। পরন্তু ভগবান্ হরির ভজনীয় চরণকমলকে নৌকা করিলে উহা অনায়াসে উত্তীর্ণ হওয়া যায়।[২] পরম ভাগবত প্রবুদ্ধ বলেন, "এই প্রকারের ভাগবতধর্মসমূহ শিক্ষা করিয়া তদুত্থ ভক্তি দ্বারা নারায়ণপরায়ণ হইয়া মনুষ্য অনায়াসে এবং শীঘ্র ("অঞ্জঃ") দুস্তর মায়া অতিক্রম করে।[৩] প্রহ্লাদ বলেন, যেহেতু অচ্যুত সর্বভূতের আত্মা এবং ইহসংসারের সর্বত্র (প্র)সিদ্ধ, সেইহেতু তাঁহাকে তুষ্ট করিতে বহু আয়াস করিতে হয় না;[৪] আর তিনি তুষ্ট হইলে কিছুই অলভ্য থাকে না।[৫] সুতরাং সমস্ত কিছুই অচ্যুত ভক্তি দ্বারা সহজে পাওয়া যায়।

ইহাও বোধ হয় এইখানে বলা উচিত যে, ভক্তি দ্বারা যে অনায়াসে এবং অচিরে চিত্তশুদ্ধি দ্বারা ভগবল্লাভ হয় বলা হইয়াছে, তাহা অর্থবাদও হইতে পারে। অন্ততঃ তাহা ঐকান্তিক নহে। কেননা, তপস্যাদি সম্বন্ধেও সেই প্রকার উক্তি '(বিষ্ণু)ভাগবতপুরাণে' কখন কখন পাওয়া যায়। যথা, ভগবান্ ব্রহ্মা বলিয়াছেন, "তপস্যারই দ্বারা মনুষ্য সর্বভূতগুহবাসী পরজ্যোতিঃ ভগবান্ অধোক্ষজকে অনায়াসে এবং শীঘ্র ("অঞ্জসা") লাভ করিতে পারে।[৬] ভগবান্ কপিল যেমন বলিয়াছেন যে বাসুদেব-ভক্তি দ্বারা মনুষ্য 'আশু' বৈরাগ্য ও ব্রহ্মদর্শনরূপ জ্ঞান লাভ করে, তেমন তৎপূর্বে ইহাও বলিয়াছেন যে প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেক দ্বারাই লোক অনায়াসে এবং শীঘ্র ("অঞ্জসা") বৈরাগ্য ও জ্ঞানলাভ করত কৈবল্য প্রাপ্ত হয়।[৭] ভগবান্ কৃষ্ণও সেই প্রকার বলিয়াছেন যে সাংখ্যজ্ঞান দ্বারা মনুষ্য বৈকল্পিক (অর্থাৎ জগৎপ্রপঞ্চরূপ) ভ্রমকে "সদ্য" পরিত্যাগ করে;[৮] যেমন আকাশে সূর্যোদয় হইলে অন্ধকার থাকিতে পারে না, তেমন সাংখ্যবিচারসম্পন্ন ব্যক্তির বৈকল্পিক ভ্রম থাকিতে পারে না।[৯] ভগবান্ রুদ্র বলিয়াছেন, "ইহসংসারে সমস্ত শ্রেয় (সাধন) সমূহের মধ্যে জ্ঞানই পরম নিঃশ্রেয়স (সাধন)। জ্ঞানরূপ নৌকা (এই সংসাররূপ) দুষ্পার ব্যসনার্ণবকে সুখে পার হয়।"[১০] নারদব্যাসাদি মুনীশ্বরগণ বাসুদেবকে বলেন, কর্মদ্বারা কর্মবন্ধন পরিত্যাগের ('কর্মণা কর্মনির্হারঃ') সদুপায় ইহাই বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে যে শ্রদ্ধাসহকারে যজ্ঞসমূহ দ্বারা সর্বযজ্ঞেশ্বর ভগবান্ বিষ্ণুকে যজন করিবে। তত্ত্বদর্শিগণকর্তৃক শাস্ত্রদৃষ্টি দ্বারা উহাকেই চিত্তের উপশমের উপায় এবং চিত্তকে প্রসন্নকারক ধর্ম এবং সুগম যোগ বলিয়া দর্শিত হইয়াছে।"[১১]

যাহা হউক ভক্তিকে যে কেবল সহজ এবং আশুফলপ্রদ সাধন বলা হইয়াছে তাহা নহে, আরও বলা হইয়াছে যে উহা অব্যর্থ, সম্যক্ এবং কল্যাণতম, সুতরাং শ্রেষ্ঠতম সাধনও; তৎসদৃশ শিব পন্থা আর নাই। ভগবান্ কপিল বলেন, "যোগীদিগের ব্রহ্মসিদ্ধির জন্য অখিলাত্মা ভগবানের

১) (বিষ্ণু)ভাগপু, ৪।২৯।৩৭—৮
২) ঐ, ৪।২২।৩৯—৪০ ৩) ঐ, ১১।৩।৩৩ ৪) ঐ, ৭।৬।১৯
৫) ঐ, ৭।৬।২৫-১ ৬) ঐ, ৩।১২।১৯ ৭) ঐ, ৩।২৭।২৭—৯
৮) ঐ, ১১।২৪।১ ৯) ঐ, ৭।২৪।২৮ ১০) ঐ, ৪।২৪।৭৫ ১১) ঐ, ১০।৮৪।৩৫—৬

প্রতি প্রযুক্ত ভক্তির সদৃশ শিব পন্থা নাই"[১] ভগবান্ কৃষ্ণ বলিয়াছেন, "হে উদ্ধব, আমার প্রতি বর্দ্ধনশীল ভক্তি আমাকে যেমন প্রাপ্ত করায়, সাংখ্য, যোগ, ধর্ম, স্বাধ্যায়, তপঃ কিংবা ত্যাগ তেমন করায় না। সাধুগণের প্রিয় আত্মা আমি একমাত্র ভক্তি ও শ্রদ্ধা দ্বারাই গ্রাহ্য।"[২] প্রহ্লাদ বলেন, মৌন, ব্রত, শ্রবণ, তপ, স্বাধ্যায়, স্বধর্মপালন, ব্যাখ্যান, একান্তবাস, জপ এবং সমাধি—এইগুলি মোক্ষপ্রদ বলিয়া প্রসিদ্ধ। পরন্তু ঐ সকল প্রায় অজিতেন্দ্রিয় মনুষ্যগণের জীবিকার সাধন হইয়া থাকে; আর দাম্ভিকদিগের জীবিকা-সাধন উহারা কখন হয়, আর কখন হয়ও না।[৩] ভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন, "তপ এবং বিদ্যা উভয়েই বিপ্রদিগের নিঃশ্রেয়স-কর। উহারাই (আবার) দুর্বিনীত কর্তার বিপরীত ফলপ্রদ হইয়া যায়।"[৪] তাৎপর্য এই যে ভক্তি ব্যতীত অপর সাধনসমূহ পতনাশঙ্কারহিত নহে সেই হেতু উহাদিগকে ঐকান্তিক ও অব্যর্থফলপ্রদ বলা যায় না। এবং উহারা শিব পন্থাও নহে।

'গীতা'র মতে যজ্ঞ, দান ও তপস্যা মনুষ্যকে নিশ্চয় পবিত্র করে;[৫] পরন্তু "ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে" ('জ্ঞানের সদৃশ পবিত্রকারক ইহসংসারে কিছুই নিশ্চয় নাই')।[৬] কেননা, সমস্ত পাপকারীদিগের মধ্যে পাপকৃত্তম্ হইলেও মনুষ্য জ্ঞান দ্বারা সমস্ত পাপ হইতে সম্যগ্‌রূপে উত্তীর্ণ হইতে পারে। যেমন সুপ্রজ্জ্বলিত অগ্নি সমস্ত ইন্ধনকে ভস্মসাৎ করে, তেমন জ্ঞানরূপ অগ্নি সমস্ত কর্মকে ভস্মসাৎ করে।[৭] পরন্তু '(বিষ্ণু)ভাগবতপুরাণে'র মতে ভক্তিই পাপী ব্যক্তিকে সম্যক্ পবিত্র করিয়া থাকে—তৎসদৃশ সম্যক্ পবিত্রকারক কিছুই নাই। যথা, ভগবান্ শুকদেব বলিয়াছেন, "ধর্মজ্ঞ এবং শ্রদ্ধাবান্ ধীর ব্যক্তিগণ তপস্যা, ব্রহ্মচর্য, শম, দম, ত্যাগ, সত্য, শৌচ, যম এবং নিয়ম দ্বারা (নিজের) মন, বাণী, ও কায় দ্বারা কৃত পাপ, মহৎ হইলেও নষ্ট করিয়া থাকেন, যেমন দাবানল (বৃহৎ) বাঁশবনকে (ভস্মীভূত করিয়া থাকে)। বাসুদেব-পরায়ণ কেহ কেহ কেবল ভক্তিরই দ্বারা পাপকে সম্পূর্ণতঃ ধ্বংস করে, যেমন ভাস্কর নীহারকে (ধ্বংস করে)। পরন্তু, হে রাজন্, পাপী ব্যক্তি তপস্যাদি দ্বারা তেমন পবিত্র হয় না, কৃষ্ণার্পিতপ্রাণ হইয়া তাঁহার ভক্তগণের সেবা দ্বারা যেমন পবিত্র হইয়া থাকে। নারায়ণপরায়ণ সুশীল সাধুগণ যাহাতে (রমণ করেন সেই) এই (ভক্তি)পন্থা ইহলোকে সধ্রীচীন, কল্যাণময় এবং অকুতোভয়। হে রাজন্, যেমন জলপ্রবাহ সুরাকুম্ভকে নিশ্চিতরূপে পবিত্র করিতে পারে না, তেমন (শাস্ত্রোক্ত) নানাবিধ প্রায়শ্চিত্তসমূহ নারায়ণপরাঙ্মুখ ব্যক্তিকে নিশ্চিতরূপে পবিত্র করিতে পারে না।"[৮] ভাগবতী কথার উপসংহারে তিনি আবার সেই কথা বলিয়াছেন, ভগবান্ পুরুষোত্তম মনুষ্যের কলিকৃত দেশ, দ্রব্য বা ইন্দ্রিয় সম্ভূত সমস্ত দোষ হরণ করেন। শ্রুত, সঙ্কীর্তিত, ধ্যাত, পূজিত, কিংবা আদৃত হইলে ভগবান্ মনুষ্যগণের অযুত জন্মের পাপরাশিকে বিনষ্ট করেন। যেমন সুবর্ণস্থ অগ্নি উহার (অপর) ধাতুজ দুর্বর্ণকে বিনষ্ট করে, সেই প্রকার

---

১) (বিষ্ণু)ভাগ, ৩।২৫।:৯   ২) ঐ, ১১।১৪।২০—২১'১

৩) ঐ, ৭।৯।৪৬   ৪) ঐ, ৯।৪।৭০

৫) "যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্॥"—(গীতা, ১৮।৫'২)

৬) ঐ, ৪।৩৮'২   ৭) ঐ, ৪।৩৬—৭

৮) (বিষ্ণু)ভাগপু, ৬।১।১৩—৮

চিত্তগত বিষ্ণু যোগীদিগের অশুভাশয়কে বিনষ্ট করে। বিদ্যা, তপস্যা, প্রাণনিরোধ, মৈত্রী, তীর্থ, স্নান, ব্রত, দান, জপ, প্রভৃতির দ্বারা অন্তরাত্মা তেমন অত্যন্ত-শুদ্ধি লাভ করে না, ভগবান্ অনন্ত হৃদয়ে স্থিত হইলে যেমন করিয়া থাকে।"[১] ভগবান্ কৃষ্ণ বলিয়াছেন, "হে উদ্ধব, যেমন সুসমৃদ্ধ অগ্নি সমস্ত ইন্ধনকে ভস্মসাৎ করিয়া থাকে, সেই প্রকার মদ্‌বিষয়া ভক্তি সমস্ত পাপরাশিকে সম্পূর্ণ বিনষ্ট করিয়া থাকে।…মন্নিষ্ঠ ভক্তি এমন কি চাণ্ডালাদিকেও পবিত্র করে। কেননা, তাহা সম্ভব। সত্য ও দয়া যুক্ত ধর্ম কিংবা তপস্যা যুক্ত বিদ্যা, যদি মদ্‌ভক্তিবিরহিত হয়, তবে মনুষ্যকে সম্যগ্‌রূপে এবং প্রকৃষ্টরূপে পবিত্র করে না। ভক্তি ব্যতীত —শরীর রোমাঞ্চিত হওয়া ব্যতীত, চিত্ত দ্রবীভূত হওয়া ব্যতীত এবং (নয়নে) আনন্দাশ্রুধারা প্রবাহিত হওয়া ব্যতীত, আশয় কি প্রকারে শুদ্ধ হইবে?[২] কৃষ্ণকে স্তুতি করিতে গিয়া দেবতাগণও বলিয়াছেন, মনুষ্যগণের দুরাশয়সমূহের শুদ্ধি তাঁহার যশ শ্রবণ দ্বারা সম্ভৃত এবং প্রবৃদ্ধ সংশ্রদ্ধা দ্বারা যেমন হইয়া থাকে, বিদ্যা, শাস্ত্রশ্রবণ, স্বাধ্যায়, দান, তপ, কিংবা ক্রিয়া দ্বারা তেমন হয় না।[৩]

ভগবদ্ভক্তি যে মহান্ পাপীকেও পবিত্র করত উদ্ধার করে 'গীতা'য়ও তাহা ব্যাখ্যাত হইয়াছে। কৃষ্ণ বলিয়াছেন, অতি দুরাচারী ব্যক্তিও যদি তাঁহাকে অনন্যভাবে ভজন করিতে আরম্ভ করে; তবে সে শীঘ্রই ধর্মাত্মা হয় এবং শাশ্বত শান্তি লাভ করে।[৪] "হে পার্থ, যে সকল স্ত্রীগণ, বৈশ্যগণ এবং শূদ্রগণ, তথা অপর পাপযোনি ব্যক্তিগণও, আমাকে ব্যপাশ্রয় করত অবস্থান করে, তাহারাও পরাগতি প্রাপ্ত হয়।"[৫] তাহার বিস্তার করিয়া '(বিষ্ণু)-ভাগবতপুরাণে' শুকদেব বলিয়াছেন, কিরাত, হূণ, আন্ধ্র, পুলিন্দ, পুল্কস্, আভীর, কঙ্ক, যবন এবং খস, তথা আরও যে সকল পাপী আছে, তাহারাও ভগবান্‌কে উপাশ্রয়কারীর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াও শুদ্ধ হইয়া যায়।[৬] প্রহ্লাদ বলিয়াছেন, দেবতা, মনুষ্য, অসুর, যক্ষ বা গন্ধর্ব প্রভৃতি যে কেহ ভগবানের চরণ ভজন করে, সে স্বস্তি লাভ করে। ভগবান্‌কে প্রসন্ন করিতে দ্বিজত্ব, দেবত্ব, ঋষিত্ব, সদাচার, বহুজ্ঞতা, দান, তপস্যা, যজ্ঞ, শৌচ, ব্রতসমূহ প্রভৃতির কিছুরই প্রয়োজন নাই। তিনি বিশুদ্ধা ভক্তিরই দ্বারা প্রীত হন। তদ্ভিন্ন অপর সমস্তই বিড়ম্বনা মাত্র।[৭] "বহু দৈত্য, যক্ষ, রাক্ষস, স্ত্রী, শূদ্র, ব্রজবাসী, পক্ষী, খগ এবং মৃগ, তথা বহু পাপী জীব, (অচ্যুতের ভক্তি দ্বারা) অচ্যুতত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে।"[৮] ভগবান্ নিজেই বলিয়াছেন যে তাঁহার অমল যশ শ্রবণরূপ অমৃতসাগরে অবগাহন আচাণ্ডাল (সমস্ত) জগৎকে সদ্য পবিত্র করে ; সেই জন্যই মহাত্মাগণ তাঁহাকে 'বিকুণ্ঠ' বলেন।[৯] দেবহূতি আরও বাড়াইয়া বলিয়াছেন যে ভগবানের নাম "ক্বচিৎ" শ্রবণ, কীর্তন, বন্দন কিংবা স্মরণ করিলেও, এমন কি চাণ্ডালও সদ্য যজ্ঞের অধিকারী হইয়া যায় ("শ্বাদোঽপি সদ্য সবনায় কল্পতে") ; তবে দর্শনের কথা আর কি?[১০]

---

১) (বিষ্ণু)ভাগপু, ১২।৩।৪৫—৮ ২) ঐ, ১১।১৪।১৯, ২১·২—২৩ ; আরও দেখ—১১।১৪।২৫—৬

৩) ঐ, ১১।৬।৯ ৪) গীতা, ৯।৩০—১ ৫) ঐ, ৯।৩২

৬) (বিষ্ণু)ভাগপু, ২।৪।১৮ ; ভগবানের ভক্তের ও মানুষকে পবিত্র করিবার সামর্থ্য আছে তাহা পরে নির্দেশিত হইবে। (পরে দেখ)।

৭) ঐ, ৭।৭।৫০—২ ৮) ঐ, ৭।৭।৫৪ ৯) ঐ, ৩।১৬।৬·১ ১০) ঐ, ৩।৩৩।৬

শুকদেব বলেন, যে অভয় লাভ করিতে ইচ্ছা করে তাহার উচিত সর্বাত্মা ভগবান্ হরির শ্রবণ, কীর্তন এবং স্মরণ করা।[১] কেননা, তাহাই শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত।[২] মহাত্মা কবি বলেন, "ব্রহ্ম হইতে চ্যুত পুরুষের মায়া বশতঃ অস্মৃতি (অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপের অজ্ঞান) এবং বিপর্যয় (অর্থাৎ ব্রহ্মকে জগৎপ্রপঞ্চরূপে বিপরীত জ্ঞান) হয়। (অনন্তর ব্রহ্মভিন্ন) দ্বিতীয় বস্তুতে অভিনিবেশ হেতুই ভয় উৎপন্ন হয়। অতএব বিদ্বান্ ব্যক্তির উচিত গুরুদেবতাত্মা হইয়া একান্ত ভক্তি দ্বারা ব্রহ্মকে ভজন করা।"[৩] বিদুর বলেন, "সমস্ত বেদসমূহ, যজ্ঞসমূহ, তপঃসমূহ এবং দানসমূহ জীবকে অভয় প্রদানের এক কলাও করিতে পারে না।"[৪] সুতরাং সম্যক্ অভয়, তাঁহার মতে, একমাত্র ভক্তি হইতেই লাভ হয়, অপর কোন উপায়ে নহে।

'গীতা'য় স্বধর্মপালনকে বহু প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। যাহারা শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ করিয়া যথেচ্ছভাবে চলে তাহাদিগকে তীব্র নিন্দা করা হইয়াছে। আর উক্ত আখ্যানে নারদ বলিয়াছেন যে ভগবদ্ভক্তি সহকারে ব্যতীত স্বধর্মাচরণ ব্যর্থ; পক্ষান্তরে স্বধর্ম পরিত্যাগ করত ভগবানের ভজন করিলে মঙ্গল প্রাপ্তি হয়। পরমভাগবত করভাজন বলিয়াছেন, "হে রাজন্, যে (শাস্ত্রবিহিত আপন) কর্তব্য কর্মসমূহ পরিত্যাগ করত শরণ্য (ভগবান্) মুকুন্দের শরণ গ্রহণ করিয়াছে, সে দেবগণের পিতৃগণের, ঋষিগণের, ভূতগণের কিংবা অতিথিগণের ও আত্মীয়-স্বজনগণের কাহারও কিঙ্কর থাকে না এবং সে কাহারও নিকট ঋণী থাকে না।"[৫] যদি তাহার দ্বারা কখন কোন "বিকল" হইয়া পড়ে, তবে হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট ভগবান্ হরি অনন্যভাবে তাঁহার চরণভজনকারী প্রিয়ভক্তের সেই সমস্ত বিনষ্ট করিয়া দেন।[৬] তাৎপর্য এই যে ভগবানের অনন্যভক্ত শাস্ত্রীয়বিধিনিষেধের অতীত হয়; সেইহেতু তাহাকে স্বধর্ম পালন করিতে হয় না। কৃষ্ণ বলিয়াছেন,

"আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্ময়োপদিষ্টানপি স্বকান্।
ধর্মান্ সন্ত্যজ্য যঃ সর্বান্ মাং ভজেত স সত্তমঃ॥"[৭]

(শাস্ত্রে আমার দ্বারা উপদিষ্ট[৮] (স্বধর্ম পালনের) গুণসমূহ এবং (ত্যাগের) দোষসমূহ জানিয়াও যে স্বকীয় সর্বধর্মসমূহ সম্যক্ পরিত্যাগ করত আমাকে ভজন করে, সে সত্তম।'

"মর্ত্যো যদা ত্যক্তসমস্তকর্মা
নিবেদিতাত্মা বিচিকীর্ষিতো মে।
তদামৃতত্বং প্রতিপদ্যমানো
ময়াত্মভূয়ায় চ কল্পতে বৈ॥"[৯]

'মর্ত্য মনুষ্য যখন সমস্ত কর্ম পরিত্যাগ করত আমাতে আত্মসমর্পণ করে, তখন আমি উহাকে বিশিষ্ট করিয়া দিই। তখন সে অমৃতত্ব প্রাপ্ত হইয়া নিশ্চয় মৎস্বরূপ হইতে কল্পিত

---

১) (বিষ্ণু)ভাগপু, ২।১।৫ ২) ঐ, ২।১।১১ ৩) ঐ, ১১।২।৩৭
৪) ঐ, ৩।৭।৪১
৫) ঐ, ১১।৫।৪১ ৬) ঐ, ১১।৫।৪২
৭) ঐ, ১১।১১।৩২ ৮) ঐ, ১১।২৯।৩৪ ৯) দেখ—ঐ, ১১।১৪।৩

হয়। অন্যত্র কৃষ্ণ বলিয়াছেন, "সেই পর্যন্ত কর্মসমূহ করিবে, যাবৎ পর্যন্ত নির্বেদ উপস্থিত না হয়, কিংবা যাবৎ পর্যন্ত আমার কথা শ্রবণাদিতে শ্রদ্ধা না জন্মে।"[১] বৃন্দাবনের গোপীদিগের সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে যে তাহারা ভগবানের জন্য লোক (বা লৌকিকাচার), বেদ (বা বৈদিকাচার) এবং স্ব (বা আত্মীয়স্বজন ও ধনসম্পত্ত্যাদি) পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।[২] যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণদিগের কথার[৩] তাৎপর্যও ইহা বোধ হয় যে শাস্ত্রের বিধিনিষেধ কঠোরভাবে পালন অপেক্ষা রাগানুগা ভক্তি শ্রেষ্ঠ। কথিত হইয়াছে যে যজ্ঞে দীক্ষিত কতিপয় ধর্মবিভ্রম ব্রাহ্মণ শাস্ত্রের নিষেধের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া যজ্ঞান্তের পূর্বে কৃষ্ণ কর্তৃক প্রেরিত গোপবালকগণকে অন্ন দিতে অস্বীকার করেন। পরন্তু তাঁহাদের পত্নীগণ কৃষ্ণের নাম শুনিয়া শ্রদ্ধার ও অনুরাগের আবেগে পতি, ভাই, বন্ধু এবং পুত্রগণের নিষেধ উপেক্ষা করিয়া চতুর্বিধ অন্ন পর্যাপ্তরূপে গ্রহণ করিয়া কৃষ্ণের নিকটে উপস্থিত হন এবং তাঁহাকে দর্শন করিয়া পরিতৃপ্ত হন। সেইহেতু তাঁহাদের খুব প্রশংসা করা হইয়াছে। কৃষ্ণের শরণে আগত ঐ ব্রাহ্মণপত্নীগণ তাঁহাকে ছাড়িয়া আপন পতিপুত্রগণের নিকট প্রত্যাবর্তন করিতে অস্বীকার করেন। পরন্তু কৃষ্ণ বুঝাইয়া সুঝাইয়া অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁহাদিগকে ফেরৎ পাঠাইয়া ঐ যজ্ঞে দীক্ষিত ব্রাহ্মণদিগের যজ্ঞ পূর্ণ করান। তাহাতে বলা যায় না যে ভক্তির জন্য স্বধর্ম পরিত্যাগ করান ঐখানে তাঁহার অভিপ্রায় ছিল। ভগবদ্ভক্তি-বিরহিত শুষ্ক অনুষ্ঠান-নিষ্ঠাকে তিনি নিন্দা করিয়াছেন; অথবা বৈধীভক্তি অপেক্ষা রাগানুগা ভক্তিরই শ্রেষ্ঠত্ব তিনি খ্যাপন করিয়াছেন।

স্বধর্ম পরিত্যাগ করতঃ ভগবান্‌কে ভক্তি করার মত তখনও প্রবল হয় নাই বোধ হয়। কেননা, '(বিষ্ণু)ভাগবতপুরাণে' উহা হইতে ভিন্ন মত, এমন কি তদ্বিপরীত মতও পাওয়া যায়। শুকদেব বলিয়াছেন, যে পর্যন্ত সর্বসাক্ষী পরাবর বিশ্বেশ্বরে ভক্তিযোগ উৎপন্ন না হয় সে পর্যন্ত মনুষ্যকে শাস্ত্রবিহিত নিত্যক্রিয়া সম্পাদনের পরই ("ক্রিয়াবসানে") তাঁহার স্থূল রূপ বা বিশ্বরূপ স্মরণ করা উচিত।[৪] সুতরাং তাঁহার মতে স্বধর্মাচরণ ভক্তিলাভের সাধন। কৃষ্ণ আরও সুস্পষ্ট বাক্যে সেই কথা বলিয়াছেন। "যে পর্যন্ত নির্বেদ (অর্থাৎ সংসারে এবং সাংসারিক কর্মে সম্যক্ বৈরাগ্য) না হয়, কিংবা আমার কথা শ্রবণাদিতে শ্রদ্ধা উৎপন্ন না হয়, সেই পর্যন্ত কর্মসমূহ করিতে হইবে।......স্বধর্মপরায়ণ হইয়া ইহলোকে বর্তমান (মনুষ্য) নিষ্পাপ ও শুদ্ধ হইয়া যদৃচ্ছায় বিশুদ্ধ জ্ঞান কিংবা আমাতে ভক্তি প্রাপ্ত হয়।"[৫] মহারাণী সুনীতি বালক ধ্রুবকে বলেন, "স্বধর্মপালন দ্বারা শোধিত এবং তাহাতে অনন্যভাবপ্রাপ্ত আপন চিত্তে পরমপুরুষকে অবস্থাপন করত ভজন কর।"[৬] এই সকল বচন হইতে মনে হইতে পারে যে ভগবানে ভক্তি লাভের পর স্বধর্মাচরণ করিতে হইবে না; কেননা, উহার প্রয়োজন তখন থাকে না। পরন্তু

১) (বিষ্ণু)ভাগপু, ১১।২০।৯

২) রাসের রাত্রিতে অন্তর্দ্ধানের পর পুনঃ মিলিত হইয়া কৃষ্ণ গোপিগণকে বলেন,

"এবং মদর্থোজ্ঝিত—লোক—বেদ—
স্বানাং হি বো ময্যনুবৃত্তয়েঽবলাঃ।" (ঐ, ১০।৩২।২১'১)

৩) ঐ, ১০।২৩ অধ্যায়।

৪) ঐ, ২।২।১৪ ৫) ঐ, ১১।২০।৯, ১১ ৬) ঐ, ৪।৮।২২'২

কোথাও কোথাও ইহা পরিষ্কার উক্ত হইয়াছে যে ভক্তিযোগের সঙ্গে সঙ্গে যমাদি অষ্টাঙ্গ যোগও অভ্যাস করিতে হইবে এবং দৃঢ় নিষ্ঠার সহিত স্বধর্ম ও সম্যক্ পালন করিতে হইবে। যথা, কপিল বলিয়াছেন, "অতএব (মনুষ্য) অসতের পথে (অর্থাৎ মিথ্যা সংসারের চিন্তায়) প্রসক্ত চিত্তকে তীব্র বৈরাগ্য এবং ভক্তিযোগ দ্বারা ধীরে ধীরে (আপন) বশে আনয়ন করিবে। যমাদি যোগাঙ্গসমূহের অভ্যাস করত, শ্রদ্ধান্বিত হইয়া (একমাত্র) আমাকেই সত্য বলিয়া ভাবনা করত, এবং আমার কথা শ্রবণ দ্বারা, সর্বভূতে সমত্ব দ্বারা, নির্বৈর দ্বারা, (মদ্ভিন্ন) অপর বস্তুর প্রসঙ্গ না করিয়া, ব্রহ্মচর্য ও মৌন দ্বারা, বলবান্ স্বধর্ম (পালন) দ্বারা" ইত্যাদি।[১] পরে তিনি বলিয়াছেন, "নিষ্কামভাবে এবং বিশুদ্ধচিত্তে (আচরিত) স্বধর্ম, দীর্ঘ কাল (মৎকথা) শ্রবণ দ্বারা সম্ভৃত আমাতে তীব্র ভক্তি, প্রত্যক্ষ তত্ত্বজ্ঞান, প্রবল বৈরাগ্য, তপোযুক্ত যোগ এবং তীব্র আত্মসমাধি দ্বারা পুরুষের প্রকৃতি অহর্নিশ দগ্ধ হইয়া ধীরে ধীরে তিরোহিত হয়, যেমন অরণি স্বোৎপন্ন অগ্নি দ্বারা ভস্মসাৎ হয়।"[২] কথিত হইয়াছে যে মাতৃগর্ভস্থ কৃষ্ণের স্তুতিতে ব্রহ্মাশিবাদি দেবগণ তথা নারদাদি মুনিগণ, বলেন যে সংসারের সুস্থিতির জন্য তিনি বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণকে আশ্রয় করত মনুষ্যগণের শ্রেয়লাভের উপায় (অবতার) শরীর ধারণ করেন,

"বেদক্রিয়াযোগতপঃসমাধিভি
স্তবার্হণং যেন জনঃ সমীহতে॥"[৩]

'যাহাতে মনুষ্য বেদ, ক্রিয়া, যোগ, তপঃ ও সমাধি (প্রভৃতি সাধনসমূহ) সহকারে (ঐ রূপ আশ্রয়ে) তোমার পূজা করিতে পারে।' "যে ব্যক্তি (লৌকিক ও বৈদিক) ক্রিয়াসমূহ করিবার সময় তোমার চরণারবিন্দে আবিষ্টচিত্ত হইয়া তোমার মঙ্গলময় নামসমূহের এবং রূপসমূহের শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ ও ধ্যান করে, তাহার পুনর্জন্ম হয় না।"[৪] সুতরাং তাঁহাদের মতে শ্রবণকীর্তনাদি ভক্তির সঙ্গে সঙ্গে লৌকিক ও বৈদিক ক্রিয়াকর্ম, তপ, যোগ, প্রভৃতি যথাবিধি অনুষ্ঠান করিতে হইবে। ঐ বিষয়ে দৃষ্টান্তও আছে। কথিত হইয়াছে যে মহারাজ অম্বরীষ ভগবান্ বাসুদেবে এবং তাঁহার সাধু-ভক্তগণে পরমভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং সেই হেতু তিনি জগৎকে লোষ্টবৎ,—স্বপ্নে প্রাপ্ত বস্তুর ন্যায় ("স্বপ্নসংস্তুতম্") মনে করিতেন। তিনি মনকে বাসুদেবের চরণারবিন্দের ধ্যানে, বাণীকে তাঁহার গুণগানে, হাতকে তাঁহার মন্দিরের মার্জনাদিতে, কাণকে তাঁহার সৎকথা শ্রবণে, নেত্রকে তাঁহার মন্দির এবং প্রতিমা দর্শনে, ত্বক্‌কে তাঁহার ভক্তগণের গাত্রস্পর্শে, ঘ্রাণকে তাঁহার নির্মাল্যের গন্ধ গ্রহণে, রসনাকে তাঁহার নৈবেদ্য আস্বাদনে, চরণকে তাঁহার ক্ষেত্রে গমনে, শিরকে তাহার পাদাভিবন্দনে এবং কামকে তাঁহার দাস্যে নিযুক্ত রাখেন, যাহাতে তাঁহার ভগবানে এবং ভক্তগণে সম্যক্ রতি হয়। অর্থাৎ 'গীতা'র ভাষায় তাঁহার মন, প্রাণ, ইন্দ্রিয়সমূহ ও শরীর—সমস্তকেই তিনি ভগবানে অর্পণ করিয়াছিলেন। তথাপি তিনি যথাবিধি রাজধর্ম পালন করিতেন এবং রাজোচিত যাগযজ্ঞাদি যথাবিধি সম্পাদন করেন। তিনি খুব সমারোহের সহিত ঋদ্ধিপ্রাপ্ত অঙ্গসমূহ এবং বহু দক্ষিণার সহিত অনেক অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন। অবশ্য অধিযজ্ঞ

১). (বিষ্ণু)ভাগপু. ৩।২৭।৫—
২) ঐ, ৩।২৭।২১—৩ ; আরও দেখ—৩।২৯।১৫— ৩) ঐ, ১০।২।৩৪'২ ৪) ঐ, ১০।২।৩৭

ঈশ্বরের পূজা রূপেই তিনি ঐ সকল যজ্ঞ করেন।[১] কথিত হইয়াছে যে তিনি যজ্ঞ, দান, এবং স্বধর্ম ভাল প্রকারে অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন।[২] তিনি তপোযুক্ত ভক্তিযোগ দ্বারা এবং স্বধর্ম দ্বারা হরিকে প্রসন্ন করত ধীরে ধীরে সমস্ত সঙ্গ পরিত্যাগ করেন। গৃহপুত্রাদি সমস্ত কিছুই অসৎ বলিয়া তাঁহার বোধ হইতে থাকে। তাঁহার একান্তভক্তিভাব দ্বারা প্রীত হইয়া ভগবান্ হরি ভক্তের অভিরক্ষক এবং তাহার বিরোধীদিগের ভয়াবহ সুদর্শন চক্র তাঁহাকে প্রদান করিয়াছিলেন।[৩] এইরূপে দেখা যায়, অম্বরীষের মত উচ্চ কোটির ভক্তও যথাবিধি স্বধর্ম পালন করিতেন। কৃষ্ণের দিনচর্যার বিবরণ হইতে জানা যায় যে তিনিও সন্ধ্যোপাসনাদি এবং অগ্নিহোত্রাদি শাস্ত্রোক্ত নিত্যকর্মসমূহ প্রতিনিয়ত যথাযথ ভাবে করিতেন।[৪] অপর নৈমিত্তিক কর্মাদিও তিনি করিতেন। সুতরাং কৃষ্ণও স্বধর্মাচরণ করিতেন। উদ্ধবকে তিনি বলেন, "মদাশ্রিত ব্যক্তি মদুক্ত স্বধর্মসমূহে অবহিত থাকিয়া (আপন) বর্ণ, আশ্রম এবং কুলের (উচিত) আচারসমূহ নিষ্কামভাবে সমাচরণ করিবে ;"[৫] "মৎপর ব্যক্তি নিবৃত্ত কর্ম সেবন এবং প্রবৃত্ত কর্ম পরিত্যাগ করিবেক ; (ব্রহ্ম)জিজ্ঞাসায় সম্যক্ প্রবৃত্ত হইয়া কর্মের চোদনাসমূহকে আদর করিবে না ; মৎপর ব্যক্তি যমসমূহ নিরন্তর এবং নিয়মসমূহ কচিৎ কচিৎ (অর্থাৎ দেশ-কালানুসারে এবং যথাশক্তি) সেবন করিবেক" ইত্যাদি।[৬] তাঁহার সিদ্ধান্ত এই যে বর্ণাশ্রমোচিত স্বধর্ম যথাবিধি অনুষ্ঠিত হইলে ভক্তিবানে ভক্তি উৎপন্ন হয়।[৭] উদ্ধবের অনুরোধে তিনি ঐ বর্ণাশ্রমধর্ম বর্ণনা করেন[৮] এবং "যথা স্বধর্মসংযুক্তো ভক্তো মাং সমিয়াৎ পরম্" ('যে প্রকারে স্বধর্ম পালন করিলে ভক্ত পরমতত্ত্ব তাঁহাকে সম্প্রাপ্ত হয়'), তাহাও নির্দেশ করেন।[৯] যেই প্রকার ক্রিয়াযোগ দ্বারা সাত্বতগণ ভগবানের আরাধনা করিয়া থাকে এবং যাহা সর্ব বর্ণ ও আশ্রমের সম্মত ও শ্রেয়োজনক, কৃষ্ণ তাহা বর্ণনা করেন।[১০] উহাতে তিনি বলেন,

"সন্ধ্যোপাস্ত্যাদিকর্মাণি বেদেন চোদিতানি মে।
পূজাং তৈঃ কল্পয়েৎ সম্যক্সঙ্কল্পঃ কর্মপাবনীম্॥"[১১]

'সন্ধ্যোপাসনাদি কর্মসমূহ বেদ সর্বপ্রকারে বিধান করিয়াছেন। (মানুষ) সম্যক্ সঙ্কল্প পূর্বক উহাদিগের কর্মপাবনী আমার পূজা করিবে।' তাঁহার "অত্যন্ত মঙ্গলময় ধর্মসমূহ,—যেগুলি শ্রদ্ধা সহকারে আচরণ করিলে মনুষ্য দুর্জয় মৃত্যুকেও জয় করিতে পারে,—তাহার সেই সুমঙ্গল ধর্মসমূহ বর্ণনা করিতে গিয়া কৃষ্ণ বলেন

"কুর্যাৎ সর্বাণি কর্মাণি মদর্থং শনকৈঃ স্মরন্।
মর্য্যর্পিতমনশ্চিত্তো মদ্ধর্মাত্মমনোরতি॥"[১২]

'আমার ধর্মে যাহার চিত্তের ও মনের রতি হইয়াছে সে চিত্ত ও মন আমাতে সমর্পণ করত আমাকে স্মরণ করিয়া মদর্থেই সর্বকর্মসমূহ ধীরে ধীরে করিতে থাকিবে।'

এইরূপে দেখা যায় যে ভগবানে ভক্তির সঙ্গে সঙ্গে মনুষ্যকে স্বধর্ম যথাশাস্ত্র আচরণ

---

১) (বিষ্ণু)ভাগপু, ৯।৪।১৬—২২ ২) ঐ, ৯।৫।১০ ৩) ঐ, ৯।৪।২৬-৮ ৪) ঐ, ১০।৭০।১—
৫) ঐ, ১১।১০।১ ৬) ঐ, ১১।১০।৪— ৭) ঐ, ১১।১৭।১-২ ৮) ঐ, ১১।১৭ ও ১৮ অধ্যায়
৯) ঐ, ১১।১৮।৪৮ ; পরে দেখ। ১০) ঐ, ১১।২৭ অধ্যায় ; বিশেষ দ্রষ্টব্য ১ ও ৪ শ্লোক
১১) ঐ, ১১।২৭।১১ ১২) ঐ, ১২।২৯।৯

করিতে হইবে,—এই মত তখন প্রবল ছিল এবং বহু প্রচলিত ছিল। কেহ কেহ বোধ হয় অধিকন্তু এমনও মনে করিতেন যে স্বধর্মাচরণ ব্যতীত ভক্তি ব্যর্থ। কেননা, পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে ভক্তি দ্বারা সম্যক্ অভয় লাভ হয়, এবং 'রুদ্রগীতা'য় অজ্ঞানী মনুষ্যের চিত্তমল ও অজ্ঞানান্ধকার বিনাশ পূর্বক চিত্তশুদ্ধি লাভার্থ ভগবানের সাকার রূপের ধ্যানের বিধানের সঙ্গে সঙ্গে ইহাও অতি স্পষ্ট বাক্যে বলা হইয়াছে যে

"যদ্ভক্তিযোগোঽভয়দঃ স্বধর্মমনুতিষ্ঠতাম্॥"[১]

'যাহারা স্বধর্ম অনুষ্ঠান করে, তাহাদিগকেই ভক্তিযোগ অভয় প্রদান করিয়া থাকে।'

যেমন 'গীতা'য়, তেমন '(বিষ্ণু)ভাগবতপুরাণে'ও, ভগবদ্ভজন রূপে স্বধর্মাচরণের মহান্ সার্থক্য ব্যাখ্যাত হইয়াছে। শুকদেব বলেন, স্বধর্ম দ্বারা শ্রদ্ধার সহিত ভগবানের পূজা করিলে চিত্ত শুদ্ধ হয়।[২] ভগবান্ বিষ্ণু রাজা পৃথুকে বলেন, "হে রাজন্, যে নিষ্কাম হইয়া শ্রদ্ধান্বিত চিত্তে স্বধর্ম-দ্বারা নিত্য আমার ভজন করে তাহার মন ধীরে ধীরে প্রসন্ন হয়। সে গুণাতীত, সম্যগ্‌দর্শী ও বিশদাশয় হইয়া আমাতে সমবস্থান-রূপ শান্তি বা ব্রহ্মকৈবল্য প্রাপ্ত হয়।"[৩] কৃষ্ণ উদ্ধবকে বলেন, "যে সর্বভূতে মদ্ভাব রাখিয়া অনন্যভাবে এই প্রকার স্বধর্ম দ্বারা নিত্য আমার ভজন করে সে অচিরে মদ্ভক্তি লাভ করে। হে উদ্ধব, অনপায়িনী ভক্তি দ্বারা সে সর্ব (জগতের) উৎপত্তি ও লয়ের কারণ এবং সর্বলোকমহেশ্বর ব্রহ্ম আমাকে প্রাপ্ত হয়। এই প্রকারে স্বধর্ম (আচরণ) দ্বারা বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া, এবং আমার তত্ত্ব নির্জ্ঞাত হইয়া (মনুষ্য) জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্ন এবং (সংসারে) বিরক্ত হইয়া আমাতে একীভাব প্রাপ্ত হয়। বর্ণাশ্রমীদিগের ধর্ম আচারলক্ষণ। উহা মদ্ভক্তিযুক্ত হইলেই পরম-নিঃশ্রেয়স-কর হয়।"[৪]

শ্রুতিতে আছে ব্রহ্মজ্ঞানী শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধের,—পাপপুণ্যধর্মাধর্মাদির অতীত হয় '(বিষ্ণু)ভাগবতপুরাণে'ও তাহার উল্লেখ আছে।

"ন বেদবাদননুবর্ততে মতিঃ
স্ব এব লোকে রমতো মহামুনেঃ।"[৫]

'আপন স্বরূপে রমণকারী মহামুনির মতি (বিধিনিষেধাত্মক) বেদবচনসমূহের অনুবর্তন করে না।' "মুনয়ো······নিবৃত্তা বিধিষেধতঃ। নৈগুর্ণ্যস্থাঃ" ('নৈগুর্ণ্যভাবে স্থিত (হইয়া শাস্ত্রের) বিধি-নিষেধ হইতে নিবৃত্ত মুনিগণ)।[৬] সুতরাং তাঁহাদিগকে শাস্ত্রবিহিত স্বধর্ম পালন করিতে হয় না। তদনুকরণেই কেহ কেহ বলিয়াছেন যে ভক্তকেও স্বধর্ম পালন করিতে হইবে না। পরন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা সর্ব ভক্তের জন্য নহে, উচ্চতম ভক্তেরই সাজে। নতুবা যিনি সর্ব-ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাকে ভজন করার কথা বলিয়াছেন, সেই কৃষ্ণ আবার বলিতেন না যে তাঁহার ভক্তকে স্বধর্ম পালন করিতে হইবে। ঐ প্রকারে অবস্থাভেদে প্রযুজ্য বলিয়া মনে না করিলে কৃষ্ণের উক্তিসমূহের সমন্বয় হইতে পারে না। তিনি স্বয়ং তাহা পরিষ্কার করিয়া বলিয়াছেন, "যাবৎপর্যন্ত সর্বভূতে মদ্ভাব উৎপন্ন না হয়, তাবৎপর্যন্ত মন, বাণী ও শরীরে বৃত্তিসমূহ

---

১) (বিষ্ণু)ভাগপু, ৪।২৪।৫৩'২
২) ঐ, ৩।৬।৩৩ ৩) ঐ, ৪।২০।৯—১০ ৪) ঐ, ১১।১৮।৪৪—৭
৫) ঐ, ৪।৪।১৯'১ ৬) ঐ, ২।১।৭ ৭) ঐ, ২।১।৭

দ্বারা উপাসনা করিবে।[১] সমস্ত ব্রহ্মস্বরূপই—বৌদ্ধিক বিচার দ্বারা এবং অপরোক্ষানুভূতির দ্বারা ইহা সম্যক্ উপলব্ধি করিয়া সংশয়মুক্ত হইয়া (সর্ব-কর্ম হইতে) উপরত হইবে।"[২]

'মহাভারতো'ক্ত ভাগবতধর্মে নিষ্কামকর্মের অনেক মহিমা আছে। 'গীতা'য় কৃষ্ণ বলিয়াছেন যে যদি নিষ্কামকর্মী ঈশ্বরপরায়ণ হয় তবে উত্তম। আর, '(বিষ্ণু)ভাগবতপুরাণে' নারদের ঐ আখ্যানের মতে ঈশ্বর-ভক্তি-বিরহিত নিষ্কাম কর্ম শোভা পায় না; তাহা ব্যর্থই। উহার উপসংহারে মহাত্মা সূতও ঠিক সেই কথা বলিয়াছেন।[৩]

'(বিষ্ণু)ভাগবতপুরাণে'র মতে মানুষের সমস্ত জ্ঞানের, তথা ধর্মের ও কর্মের, পরম সার্থক্য ভগবানে ভক্তি লাভে। উক্ত আখ্যানে নারদ বলেন, "মনুষ্যের তপস্যার, শাস্ত্রশ্রবণের, যজ্ঞানুষ্ঠানের, সৎকথনের, বিচারের এবং দানের—(অর্থাৎ সমস্ত সৎকর্মের) অবিচ্যুত ফল (ভগবান্) উত্তমশ্লোকের গুণানুবর্ণন বলিয়াই তত্ত্বদর্শী ব্যক্তিগণ কর্তৃক নিরূপিত হইয়াছে।"[৪] শুকদেব বলেন, সাংখ্য, যোগ, স্বধর্মপরিনিষ্ঠা প্রভৃতির পরম ফল "নারায়ণ-স্মৃতি"।[৫] নিজের ও অপর ঋষিমুনিগণের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করত তিনি তাহা বিশদ করিয়াছেন। তিনি বলেন, তিনি স্বয়ং "নৈর্গুণ্যে পরিনিষ্ঠিত হইয়াও" হরিকথা-শ্রবণে সমাকৃষ্ট হন; আরও অনেক মুনি "নৈর্গুণ্যস্থ", সুতরাং "(শাস্ত্রের) বিধিনিষেধ হইতে নিবৃত্ত" হইয়াও হরির গুণানুকথনে রমণ করেন।"[৬] উদ্ধব বলেন, "দান, ব্রত, তপ, হোম, জপ, স্বাধ্যায় এবং সংযম দ্বারা, তথা অপর বিবিধ শ্রেয়সাধন কর্মসমূহ দ্বারা, কৃষ্ণে ভক্তিই সিদ্ধ করা হইয়া থাকে।"[৭] ভগবান্ বিষ্ণু স্বয়ং ব্রহ্মাকে বলেন "পূর্তকর্ম, তপস্যা, যজ্ঞ, দান, যোগ ও সমাধি দ্বারা (প্রাপ্য) মনুষ্যের নিঃশ্রেয়স ফল মৎ-প্রীতিই। ইহাই তত্ত্ববিদ্‌গণের মত।"[৮] সূত বলেন, "বর্ণাশ্রমবিভাগ অনুসারে মনুষ্যগণ কর্তৃক উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত ধর্মের সংসিদ্ধি হরিতোষণই।"[৯] পক্ষান্তরে তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে

"ধর্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্‌সেনকথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্‌যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥"[১০]

'মনুষ্যগণের যেই ধর্ম উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত হইয়াও যদি (ভগবান্) বিষ্বক্‌সেনের কথায় রতি উৎপাদন না করে, তবে তাহা নিশ্চয়ই কেবল শ্রমমাত্র।' উক্ত আখ্যানে নারদও বলিয়াছেন

"যেনৈবাসৌ ন তুষ্যেত মন্যে তদ্দর্শনং খিলম্॥"[১১]

'যদ্দ্বারা উনি (ভগবান্ নারায়ণ) প্রসন্ন হন না, সেই দর্শনকে ব্যর্থ মনে করি।' প্রচেতাগণকেও নি সেই প্রকার বলেন, "যদ্দ্বারা বিশ্বাত্মা ঈশ্বর হরি সেবিত হন, ইহসংসারে মনুষ্যগণের

---

১) তখন সমস্ত কর্ম ভগবদর্থে করিতে হইবে। (ঐ. ১১।২৯।৯; পূর্বে দেখ)

২) (বিষ্ণু)ভাগপু, ১১।২৯।১৭—৮ ৩) ঐ, ১২।১২।৫২

৪) (বিষ্ণু)ভাগপু, ১।৫।২২ ৫) ঐ, ২।১।৬

৬) ঐ, ২।১।৯, ৭ সূত বলিয়াছেন, হরির গুণ এমনই যে আত্মারাম এবং নিগ্রর্ন্থ (অর্থাৎ অবিদ্যাগ্রন্থি-রহিত) মুনিগণও তাহার প্রতি অহৈতুকী ভক্তি করেন।

৭) ঐ, ১০।৪৭।২৪ ৮) ঐ, ৩।৯।৪১

৯) "অতঃ পুংভির্দ্বিজশ্রেষ্ঠা বর্ণাশ্রমবিভাগশঃ।
স্বনুষ্ঠিতস্য ধর্মস্য সংসিদ্ধির্হরিতোষণম্॥"—(ঐ, ১।২।১৩)

১০) ঐ, ১।২।৮ ১১) ঐ, ১।৫।৮·২

সেই জন্ম, কর্মসমূহ, আয়ু, মন ও বাণী (সার্থক মনে করি)। যাহাতে আত্মপ্রদ হরি নাই, মনুষ্যের সেই শৌক্র্য, সাবিত্র ও যাজ্ঞিক—এই তিন জন্ম দ্বারা কি (লাভ)? বেদোক্ত কর্মসমূহের (অনুষ্ঠানে) কিংবা দেবতার (সমান সুদীর্ঘ) আয়ুতেও বা কি? বেদাধ্যয়নে এবং তপস্যায় কি? বাণীসমূহ, চিত্তবৃত্তিসমূহ, নিপুণ বুদ্ধি এবং প্রবল ইন্দ্রিয়তেজ দ্বারাও বা কি? সাংখ্য, যোগ, ন্যাস এবং স্বাধ্যায়েও বা কি? তথা অপর শ্রেয়সাধনসমূহ দ্বারাও বা কি?"[১] অর্থাৎ ভগবানে ভক্তি উদয় না হইলে, ঐ সমস্তই, তাঁহার মতে, বৃথা। তাই তিনি বলেন

"তৎ কর্ম হরিতোষং যৎ সা বিদ্যা তন্মতির্যয়া।"[২]

অর্থাৎ যে কর্ম দ্বারা হরি তুষ্ট হন, সেই কর্মই প্রকৃত ও সার্থক কর্ম; এবং যে বিদ্যা দ্বারা চিত্তবৃত্তি ভগবদাকারা হয়, সেই বিদ্যাই প্রকৃত ও সার্থক বিদ্যা। কৃষ্ণ বলিয়াছেন, "ধর্মো মদ্‌ভক্তিকৃৎ প্রোক্তঃ" (যদ্দ্বারা আমাতে ভক্তি উৎপন্ন হয়, তাহাই ধর্ম বলিয়া কথিত হয়')।[৩] প্রহ্লাদ বলেন, "ধর্ম, অর্থ ও কাম—যাহারা 'ত্রিবর্গ' বলিয়া অভিহিত হয়, তথা, আন্বীক্ষিকী, ত্রয়ী, ন্যায়, দম (বা দণ্ডনীতি) এবং বিবিধ বার্তা—শাস্ত্রের এই সকল সত্য বলিয়া মনে করিব (যদি উহারা) মানুষের নিজের পরম সুহৃৎ পুরুষোত্তমে স্বাত্মার্পণ (করায় অন্যথা উহাদিগকে বৃথা বলিয়া মনে করিব)।"[৪] মহর্ষি মৈত্রেয় বলেন, যে পর্যন্ত ভগবৎ-কথায় রতি না হয়, সেই পর্যন্ত যোগমার্গসমূহ দ্বারা মানুষ অপ্রমত্ত হয় না।[৫] কৃষ্ণ বলেন, যাহারা ভগবানের ভক্ত নহে, তাহারা প্রাণায়ামাদি যোগাঙ্গসমূহের দ্বারা মনকে নাশ করিতে চেষ্টা করিলেও, তাহাদের বাসনা সম্যক্ ক্ষয় হয় না, সেইহেতু উহা পুনঃ উত্থিত হইয়া বিষয়ের প্রতি ধাবিত হয়, দেখা যায়।[৬]

এই পর্যন্ত প্রদর্শিত হইয়াছে যে 'বিষ্ণু)ভাগবতপুরাণে'র মতে মানুষের সমস্ত ধর্মকর্মের,—সমস্ত বিচার ও সদাচারের একমাত্র উদ্দেশ্য ভগবানে ভক্তি অর্জন; ভক্তির পরম ফল সংসারে বৈরাগ্য ও তত্ত্বজ্ঞান; এবং বৈরাগ্য ও জ্ঞানের ফল মুক্তি। উক্ত আখ্যানে নারদ ভক্তি-বিরহিত জ্ঞানের, "যাহাতে কর্মপ্রবৃত্তি নাই, সেই নিরঞ্জন জ্ঞানে"রও নিন্দা করিয়াছেন,—বলিয়াছেন যে উহা শোভা পায় না, উহা ব্যর্থই। মহাত্মা সূতও ঠিক সেই কথা বলিয়াছেন।[৭] কৃষ্ণকে স্তুতি প্রসঙ্গে ব্রহ্মা বলিয়াছেন, যাহারা (কেবল) জ্ঞান লাভের প্রয়াস পরিত্যাগ করতঃ সৎপুরুষ কর্তৃক পরিগীত ভগবদ্‌বার্তা শ্রবণ করতঃ মন, বাণী ও শরীর দ্বারা উহাতে স্থিত হইয়া ভক্তিনত চিত্তে জীবন ধারণ করে ত্রিভুবনে উহারাই ভগবানকেই জয় করে।[৮]

"শ্রেয়ঃসৃতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো
ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে
নান্যদ্‌যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্॥[৯]

'হে বিভু! শ্রেয়োমার্গ তোমার ভক্তিকে পরিত্যাগ করতঃ যাহারা কেবলবোধ লাভের

১) (বিষ্ণু)ভাগপু, ৪।৩১।৯—১২ ২) ঐ, ৪।২৯।৪৯'২ ৩) ঐ, ১১।১৯।২৭'১
৪) ঐ. ৭।৬।২৬ ৫) ঐ, ৪।২৩।১২'২ ৬) ঐ, ১০।৫১।৬১
৭) ঐ, ১২।১২।৫২ ৮) ঐ, ১০।১৪।৩ ৯) ঐ, ১০।১৪।৪

জন্য পরিশ্রম করে, তাঁহাদের ঐ পরিশ্রম মাত্রই শেষ থাকে, অপর কিছুই নহে, যেমন যাহারা স্থূল তূষকে কুটিতে থাকে তাহাদের (পরিশ্রমমাত্রই হয়, অপর কোন সারপদার্থ প্রাপ্তি হয় না)।' ইহ সংসারে পূর্বে বহু যোগী আপন আপন কর্ম ভগবানে অর্পণ করত তল্লব্ধ, তথা ভগবৎকথা দ্বারা প্রাপ্ত, ভক্তি দ্বারাই বিশেষ জ্ঞান লাভ করত ("বিবুধ্য ভক্ত্যৈব") অনায়াসে এবং শীঘ্র ("অঞ্জঃ") ভগবানের পরাগতি প্রকৃষ্টরূপে প্রাপ্ত হইয়াছে। ভগবানের নির্গুণ স্বরূপ অরূপ, নির্বিকার এবং স্বানুভবস্বরূপ। সেই হেতু বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ দ্বারা "অনন্য-বোধ্যাত্মতয়া"ই উহার বিশেষ জ্ঞান লাভ করা যায় ("বিবোদ্ধুমর্হতি") অর্থাৎ উহা উপলব্ধি করা যায়, অপর কোন প্রকারে নহে। পরন্তু জগতের কল্যাণার্থ অবতীর্ণ তাঁহার সগুণরূপের গুণসমূহের পরিমাণ করিতে কেহই সমর্থ নহে। পৃথিবীর রজঃকণাসমূহের, আকাশের হিমকণাসমূহের এবং দ্যুলোকস্থ নীহারিকা-কণাসমূহের ("দ্যুভাসঃ") কেহ কেহ সুদীর্ঘ-কালে বরং গণিয়া ফেলিতে পারে, পরন্তু সগুণ ভগবানের গুণসমূহের পরিমাণ করিতে কেহই পারে না। হৃদয়, বাণী ও শরীর ভগবানে অর্পণ করত ভক্তিনত চিত্তে তাঁহার কৃপার প্রতীক্ষা করত আপন কৃতকর্মের ফল ভোগ করিয়া মাত্র যে জীবনধারণ করে সে মুক্তির দায়ভাক্ হয়।[১]

অভক্তের বহু নিন্দা আছে। ব্রহ্মা বলেন, যাহারা সমাধির দ্বারা চিত্তকে ভগবানের আবেশিত করে তাহারা মহাভয়ঙ্কর এবং সুদুস্তর এই ভবসাগরকে ভগবচ্চরণরূপ নৌকা দ্বারা অনায়াসে পার হইয়া যায়। অনন্ত ভবার্ণব তাহাদের নিকট গোবৎস-পদ-তুল্য হয়। অধিকন্তু তাহারা অপরের জন্য কল্যাণে পথ রাখিয়া যায়। আর যাহারা ভগবানের চরণে আদর করে না, তাহারা মুক্ত হইয়াছে অভিমান করিলেও, বস্তুতঃ মুক্ত হয় নাই। কেননা, যেহেতু ভগবানে তাহাদের ভাব নাই সেই হেতু তাহাদের চিত্ত সম্যক্ শুদ্ধ হয় না। তাই তাহারা অতি কষ্টে পরম পদে গমন করিলেও তথা হইতে পুনঃ অধঃপতিত হয়। পরন্তু যাহারা ভগবানে সুদৃঢ় প্রেম রাখে,—যাহারা ভগবানের আপন জন তাহারা কখনও মার্গভ্রষ্ট হয় না। কেননা, ভগবান্ স্বয়ং তাহাদিগকে সর্বতোভাবে রক্ষা করেন। সুতরাং তাহারা নির্ভয়।[২] অন্যত্র আছে, যে কখনও ভগবৎকথা শ্রবণ করে নাই, সেই মনুষ্য পশু বলিয়া,—কুকুর গ্রাম শূকর' উট ও গাধার সমান বলিয়া কথিত হইয়া থাকে ইত্যাদি।[৩]

কোথাও কোথাও আছে যে ভক্তি জ্ঞান লাভের সাধন নহে, উহা মায়া ও অবিদ্যা বিনাশের, সুতরাং ভগবান্‌কে উপলব্ধির, স্বতন্ত্র মার্গ। কৃষ্ণ উদ্ধবকে বলেন, যাহারা তদুক্ত ভক্তিযোগ দ্বারা নিরন্তর তাঁহার ভজন করে, তিনি তাহাদের হৃদয়ে স্থিত হন; তাহাতে তাহাদের হৃদয়স্থ সমস্ত কামনা বিনষ্ট হয়।[৪]

"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি ময়ি দৃষ্টেঽখিলাত্মনি॥"[৫]

---

১) (বিষ্ণু)ভাগপু, ১০।১৪।৫—৮ ২) ঐ. ১০।২।৩০—৩ ৩) ঐ, ২।৩।১৮—২৪.১; আরও দেখ—১০।২৩।৩৯
৪) (বিষ্ণু)ভাগ, ১১।২০।২৯ ৫) ঐ, ১১।২০।৩০

'সর্বাত্মা আমাকে দর্শন করিলে উহার (অবিদ্যারূপ) হৃদয়গ্রন্থি ভিন্ন হয়, সর্বসংশয় ছিন্ন হয় এবং কর্মসমূহ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়।' "সেইহেতু, বৈরাগ্য ও জ্ঞান ইহ সংসারে মদ্‌ভক্তিযুক্ত এবং মদাত্মক যোগীদিগের প্রায় শ্রেয়(সাধক) হয় না। কর্মসমূহ দ্বারা, তপস্যা দ্বারা, বৈরাগ্য ও জ্ঞান দ্বারা, যোগ দ্বারা, দানধর্ম দ্বারা কিংবা অপর শ্রেয়(সাধন)সমূহ দ্বারা যাহা কিছু প্রাপ্ত হওয়া যায়, তৎসমস্তই আমার ভক্ত মদ্‌ভক্তিযোগ দ্বারা অনায়াসে এবং শীঘ্র ('অঞ্জসা') লাভ করে।"[১] তৎপূর্বে তিনি বলেন, "স্বধর্মে স্থিত ব্যক্তি নিষ্পাপ ও শুদ্ধ হইয়া ইহলোকে বর্তমান থাকিতেই (অর্থাৎ ইহজন্মেই) যদৃচ্ছায় বিশুদ্ধ জ্ঞান কিংবা মদ্ভক্তি প্রাপ্ত হয়।[২] তাহাতেও বুঝা যায় যে তাঁহার মতে জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ মোক্ষলাভের ভিন্ন ভিন্ন পন্থা। উদ্ধব কৃষ্ণকে বলেন, "ত্বৎকর্তৃক উপভুক্ত পুষ্পমালা, চন্দন, বস্ত্র ও অলঙ্কার ধারণকারী এবং তোমার উচ্ছিষ্টভোজী তোমার দাসগণ আমরা তোমার মায়াকে নিশ্চয় জয় করিব। বাতাহারী ঋষিগণ, ঊর্ধ্বরেতা শ্রমণগণ এবং নির্মলচিত্ত ও শান্ত সন্ন্যাসিগণ তোমার ব্রহ্ম নামক ধামে গমন করে। পরন্তু, হে মহাযোগী, কর্মমার্গসমূহে ভ্রমণশীল আমরা তোমার আপন জনগণের সহিত তোমার বার্তা দ্বারা—তোমার কর্মসমূহ, বাণীসমূহ, গতি, দৃষ্টি ও হাস্য-পরিহাসসমূহ স্মরণ ও কীর্তন করত মনুষ্যলোকের বিড়ম্বনস্বরূপ দুস্তর তম উত্তীর্ণ হইব।"[৩] ব্রহ্মা কৃষ্ণকে বলেন, "যদুবংশে অবতীর্ণ হইয়া অনুত্তমরূপ ধারণ করিয়া আপনি জগতের হিতার্থ উদ্দামবৃত্ত কর্মসমূহ করিয়াছেন। হে ঈশ, কলিকালে সাধু মনুষ্যগণ আপনার সেই আচরণসমূহ শ্রবণ এবং কীর্তন করত অনায়াসে এবং শীঘ্র ("অঞ্জসা") অজ্ঞানান্ধকার উত্তীর্ণ হইবে।"[৪] সুতরাং তিনি কেবল ভক্তি দ্বারাই অজ্ঞাননাশের কথা বলিয়াছেন।

কৃষ্ণের কোন কোন উক্তি হইতে মনে হয় যে জ্ঞানই ভক্তির সাধন, ভক্তি জ্ঞানের নহে। কেননা, তিনি উদ্ধবকে বলেন, "যে শ্রৌতবিদ্যাসম্পন্ন আত্মজ্ঞানী, (কেবল) আনুমানিক (বা বৌদ্ধিক বিচার সম্পন্ন) নহে, সে এই পরিদৃশ্যমান জগৎপ্রপঞ্চকে মায়ামাত্র বলিয়া জানিয়া ঐ (বৃত্তি)জ্ঞানকে আমাতে সন্ন্যাস করিবে। আমিই জ্ঞানীর ইষ্ট, স্বার্থ এবং উহাদের হেতু,—স্বর্গ ও অপবর্গ, বলিয়া সম্মত। আমি ব্যতীত অপর কোন বস্তু তাহার প্রিয় নহে। জ্ঞানবিজ্ঞানসংসিদ্ধ ব্যক্তি আমার শ্রেষ্ঠ পদকে জানে। সেই হেতু জ্ঞানী আমার প্রিয়তম।[৫] সে জ্ঞান দ্বারা আমাকে ধারণ করে। জ্ঞানের এক কলা দ্বারা যে সিদ্ধি লাভ হয়, তপ, তীর্থ, জপ, দান এবং অপর পবিত্র সাধনসমূহ দ্বারা তাহা নিশ্চয় সিদ্ধ করিতে পারে না। সেই হেতু, হে উদ্ধব, জ্ঞান দ্বারা স্বাত্মাকে জানিয়া জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্ন এবং ভক্তিভাবিত হইয়া আমাকে ভজন কর।"[৬] পরন্তু ঐ জ্ঞান পরম জ্ঞান নহে। কেননা, পরে উদ্ধবের প্রশ্নে,[৭] কৃষ্ণ বৈরাগ্য

এই বচন ঈষৎপাঠান্তরে 'মুণ্ডকোপনিষৎ' (২।২।৮) হইতে গৃহীত হইয়াছে। তথায় চতুর্থ চরণের পাঠ এই—"তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে।" "দৃষ্ট এবাত্মনীশ্বরে" পাঠান্তরে ইহা '(বিষ্ণু)ভাগবতপুরাণের' অন্যত্রও (১।২।২১) পাওয়া যায়।

১) (বিষ্ণু)ভাগপু, ১১।২০।৩১—৩৩'১ ২) ঐ, ১১।২০।১১ ; আরও দেখ—৬—৭ শ্লোক।

৩) ঐ, ১১।৬।৪৬—৯

৪) দেখ— "প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ॥" (গীতা, ৭।১৭'২)

৫) (বিষ্ণু)ভাগপু, ১১।১৯।১—৫ ৬) ঐ, ১১।১৯।৮

ও বিজ্ঞান সংযুক্ত সনাতন এবং পরম বিশুদ্ধ জ্ঞান, তথা ভক্তিযোগ, ব্যাখ্যা করিয়াছেন।[১] "যদ্দ্বারা সর্বভূতে (পুরুষ, প্রকৃতি, মহত্তত্ব, অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্রা—এই) নব, (মন, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়—এই একাদশ, পঞ্চ(মহাভূত) এবং (সত্ত্ব, রজ ও তম) এই তিন ভাব (—এই ২৮ তত্ত্ব), তথা উহাদিগেতে (অনুস্যূত) এককে (=পরমাত্মতত্ত্বকে)ও, ঈক্ষণ করে—তাহাই আমার নিশ্চিত জ্ঞান। আর যেই এক (পরমাত্মতত্ত্বজ্ঞান) দ্বারা ত্রিগুণাত্মক পদার্থসমূহের উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয় দৃষ্ট হয় না, তাহাই নিশ্চয় বিজ্ঞান।"[২] সুতরাং জ্ঞান দ্বৈতাদ্বৈত(বা দ্বৈত) আর বিজ্ঞান নিশ্চয় অদ্বৈত। অনন্তর তিনি তাঁহাতে ভক্তির পরম কারণ ("মদ্‌ভক্তেঃ কারণং পরম্") বর্ণনা করিয়াছেন,[৩] এবং বলিয়াছেন যে ঐ সকল ধর্ম দ্বারা তাঁহাতে আত্মনিবেদনকারী মনুষ্যগণের তাঁহাতে ভক্তি উৎপন্ন হয়।[৪] "সত্ত্বগুণের বৃদ্ধিহেতু শান্ত চিত্ত যখন (পরম)আত্মা অর্পিত হয়, তখন ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য এবং ঐশ্বর্য সর্বতোভাবে প্রাপ্ত হয়।[৫] 'জ্ঞানং চৈকাত্ম্যদর্শনম্' ('ঐকাত্ম্যদর্শনই জ্ঞান')।[৬] ইহা বিশেষভাবে প্রণিধান করিতে হইবে যে পূর্বে যাহাকে 'বিজ্ঞান' বলা হইয়াছে, এখানে তাহাকে 'জ্ঞান' বলা হইয়াছে। "বিদ্যাত্মনি ভিদাবাধঃ" ('পরমাত্মায় ভেদ বোধ না থাকাই বিদ্যা বা জ্ঞান)।[৭] বিজ্ঞান বা পরম জ্ঞান অভেদ বা অদ্বৈত বলিয়াই তদুদয়ে ভক্তি থাকিতে পারে না। কেননা, ভক্তি উপাস্যোপাসক—ভেদমূলক। কৃষ্ণ পরিষ্কার বলিয়াছেন ভক্তি ঐ পরম জ্ঞানের সাধন। সুতরাং পূর্বোদ্ধৃত বচনে যেই জ্ঞানকে তিনি ভক্তির সাধন বলিয়াছেন, তাহা পরম জ্ঞান হইতে পারে না।

ভক্তি কি ? প্রহ্লাদ বলিয়াছেন ভক্তি "নবলক্ষণা"। যথা,

"শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্ ॥"[৮]

'বিষ্ণুর শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন।' ভক্তির ঐ নয় লক্ষণ প্রহ্লাদের স্বকল্পিত বলিয়া মনে হয় না। কেননা, নারদ-কর্তৃক বিবৃত নারায়ণ ঋষির সনাতন ধর্ম মতে সমস্ত মনুষ্যগণের "ত্রিংশল্লক্ষণবান্" "পরধর্মে"র নয় লক্ষণ ঐ শ্রবণকীর্তনাদি নবলক্ষণা ভক্তি।

"শ্রবণং কীর্তনং চাস্য স্মরণং মহতাং গতেঃ।
সেবেজ্যাবনতির্দাস্যং সখ্যমাত্মসমর্পণম্ ॥"[৯]

প্রহ্লাদ নারদের নিকট নারায়ণীয়ধর্মের উপদেশ পাইয়াছিলেন।[১০] তাহাতে মনে হয় যে ভক্তির ঐ নব লক্ষণ নারায়ণীয় ধর্মোক্তই। প্রহ্লাদ নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে ঐ সকল "ভগবান্ কর্তৃক উক্ত"।[১১] ভগবান্ নারায়ণ ঋষিকেই তিনি লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। প্রবুদ্ধ-

---

১) তাঁহার নিজের স্বীকারোক্তি মতে শরশয্যাগত ভীষ্ম ঐ বিষয়ে যুধিষ্ঠিরকে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই তিনি উদ্ধবের নিকট ব্যাখ্যা করেন। (ঐ, ১১।১৯।১১—৩) ২) ঐ, ১১।১৯।১৪—৫

৩) (বিষ্ণু)ভাগপু, ১১।১৯।১৯—২৩

৪) ঐ, ১১।১৯।২৪ ৫) ঐ, ১১।১৯।২৫ ৬) ঐ, ১১।১৯।২৭·১ ৭) ঐ, ১১।১৯।৪০·২

৮) ঐ, ৭।৫।২৩ ৯) ঐ, ৭।১১।১১ ১০) ঐ, ৭।৭ম অধ্যায়। ১১) ঐ, ৭।৭।২৯—

কর্তৃক ব্যাখ্যাত ভাগবতধর্মসমূহের মধ্যেও উহাদের কতিপয়ের উল্লেখ আছে।[১] প্রহ্লাদ পরে ভক্তির ছয় অঙ্গের কথা বলিয়াছেন।

পরমভাগবত মহাত্মা প্রবুদ্ধ বলিয়াছেন, "ভগবানের পাবন যশের পরস্পর অনুকথন, নিজেদের মধ্যে পরস্পর রতি, পরস্পর তুষ্টি এবং পরস্পর নির্বৃতি; পাপরাশিহারী হরিকে স্মরণ এবং পরস্পরকে স্মরণ করান—এই প্রকার ভক্তি দ্বারা উৎপন্ন ভক্তি দ্বারা ('ভক্ত্যা সঞ্জাতয়া ভক্ত্যা') (ভক্ত) উৎপুলকিত শরীর ধারণ করে।"[২] এইখানে দুই প্রকার ভক্তির উল্লেখ আছে। প্রথমোক্ত ভক্তি সাধন-ভক্তি।[৩] উহার লক্ষণ ঐ বচনের প্রথমাংশে,—'ভগবানের পাবন···স্মরণ করান' বাক্যাংশে নির্দেশিত হইয়াছে। উহা 'বৈধী ভক্তি' নামেও অভিহিত হয়। পরোক্ত ভক্তি ফল-ভক্তি। উহার লক্ষণ এই যে উহা শরীরকে উৎপুলকিত করে। উহা 'অনুরাগাত্মিকা ভক্তি', 'প্রেমলক্ষণা ভক্তি' বা 'প্রেমা-ভক্তি' নামেও অভিহিত হয়।[৪] উহাকে 'পরাভক্তি'ও বলা হয়।[৫] প্রবুদ্ধ আরও বলিয়াছেন, পরোক্ত প্রকারের ভক্তগণ "অলৌকিক"। (ভগবান্) অচ্যুতকে চিন্তা করিতে করিতে তাহারা কখন কাঁদে, কখন হাসে, কখন আনন্দিত হয়, কখন কথা বলে, কখন গায়, কখন নাচে, কখন অজকে (অর্থাৎ লীলাসমূহের) অনুকরণ করে, কখন চুপ থাকে, আর কখন পরম নির্বৃত হইয়া পড়িয়া থাকে।"[৬] পূর্বোক্ত নবলক্ষণা ভক্তি সাধনভক্তিই। প্রহ্লাদ পরে বলিয়াছেন, (১) ভগবানের কথা শ্রবণ, (২) তাঁহার চরণের স্মৃতি (বা ধ্যান), (৩) নমস্কার (৪) স্তুতি, (৫) (তাঁহাকে) কর্ম (অর্পণ) এবং (৬) পূজা এই "ষড়ঙ্গ সংসেবা" ব্যতীত ভগবানে ভক্তিলাভ হইতে পারে না।[৭] ইহা অবশ্যই ফলভক্তি। শ্রবণাদি সাধনভক্তি। প্রবুদ্ধের সতীর্থ পরমভাগবত কবি সিদ্ধ ভক্তের লক্ষণ এই প্রকারে বর্ণনা করিয়াছেন, "ইহলোকে (ভগবান্) চক্রপাণির অতি কল্যাণময় জন্মকর্মসমূহ শ্রবণ করত এবং তদনুসারে কৃত তাঁহার নামসমূহ গান করত বিলজ্জ এবং অসঙ্গভাবে বিচরণ করে। ঐ প্রকার আচরণশীল (ভক্ত) লোকবাহ্য। স্বীয় (প্রভুর) নাম কীর্তন দ্বারা জাত অনুরাগবশতঃ দ্রবিতচিত্ত

---

১) (বিষ্ণু)ভাগপু, ১১।৩।২৭— ; আরও দেখ—১১।১১।৩৪—(কৃষ্ণোক্তি) ১২।১৪—(সূতোক্তি)

২) ঐ, ১১।৩।৩১—২

৩) শ্রবণকীর্তনাদি প্রকৃত পক্ষে ভক্তির সাধন, ভক্তি নহে। সাধনকে সাধ্যের নামে অভিহিত করা, সংস্কৃত ভাষায় প্রাচীন কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। সেই হেতু ভক্তির সাধন শ্রবণকীর্তনাদিকেও ভক্তি বলা হয়। প্রকৃত ভক্তি হইতে পার্থক্য রক্ষার জন্য উহাদিগকে 'সাধন-ভক্তি' বলা হয়। প্রকৃত ভক্তিকে তখন 'পরাভক্তি' বলা হয়।

৪) '(বিষ্ণু)ভাগবতপুরাণে'র ১১।৩।৩১-৩৩ শ্লোকের আধারে স্বকৃত 'বীরমিত্রোদয়ে' মিত্রমিশ্র লিখিয়াছেন, "ভগবদর্পণবুদ্ধ্যানুষ্ঠিতভাগবতধর্মৈর্বিশুদ্ধান্তঃকরণস্য উৎপন্নশ্রদ্ধাতিশয়স্য পুরুষ-ধুরন্ধরস্য ভগবচ্ছ্রবণকীর্তনাদিসাধনভক্তেরনুবৃত্তৌ ভগবতি পরমপ্রেমলক্ষণাঽনুরাগাত্মিকা ফলভক্তিরুৎপদ্যতে, তদা পরমপ্রেমাস্পদভগবন্মূর্তিস্ফূর্তিশ্চ উৎপদ্যতে। অতএব ভগবদ্‌ভক্তেঃ পরমপুরুষার্থত্বম্।" ('বীরমিত্রোদয়', ২১ খণ্ড (ভক্তিপ্রকাশ), কাশী, চৌখাম্বা সং, ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দ, ১৩ পৃষ্ঠা)। কিঞ্চিৎ পরে তিনি লিখিয়াছেন, "উক্ত দ্বিধা ভক্তিঃ, অনুরাগাত্মিকা ফলভক্তিঃ সাধনভক্তিশ্চেতি। তত্র ফলভক্তিঃ সাধনানুষ্ঠানাদেব সিদ্ধেতি ন বিধেয়া, ফলে বিধ্যভাবাৎ। সাধনভক্তিস্তু নবধা বিহিতা "শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ" ইত্যাদি। (৭।৫।২৩-৪)"।

৫) দেখ—ঐ, ১০।৩৩।৪০ ; ১১।২৯।২৮

৬) (বিষ্ণু)ভাগপু, ১১।৩।৩২

৭) ঐ, ৭।৯।৫০

হইয়া সে উচ্চস্বরে কখন হাসে, আবার কখন কাঁদে, কখন চীৎকার করে, কখন গায়, এবং কখন পাগলের ন্যায় নাচে।"[১] প্রহ্লাদ বলিয়াছেন, (কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য—এই) ছয় শত্রুকে নিঃশেষরূপে জয় করত শ্রবণকীর্তনাদি দ্বারা ভক্তি করিতে করিতে মনুষ্যের "ভগবান্ বাসুদেবে রতি" সম্যক্ প্রাপ্ত হয়। তখন ভগবানের লীলাবিগ্রহসমূহ দ্বারা কৃত কর্মসমূহ ও বীর্যসমূহ এবং তাঁহাদের অতুল গুণসমূহ শ্রবণ করত অতি হর্ষে তাহার শরীর রোমাঞ্চিত হয়, নয়নে অশ্রুধারা বহে এবং কণ্ঠ গদ্‌গদ হয়। উৎকণ্ঠা বশতঃ সে উচ্চস্বরে কখন গান করে, আর কখন ক্রন্দন করে, কখন নাচিতে থাকে। গ্রহগ্রস্তের ন্যায় নির্লজ্জভাবে আপন মনে কখন হাসে, কখন কাঁদে, কখন ধ্যান করে, আর লোক দেখিলেই বন্দনা করে। মুহুর্মুহ দীর্ঘশ্বাস লইতে লইতে 'হে হরি, হে জগৎপতি, হে নারায়ণ', ইত্যাদি বলিতে থাকে।[২] প্রহ্লাদ স্বয়ং ঐ বিষয়ে দৃষ্টান্ত। কথিত হইয়াছে যে "ভগবান্ বাসুদেবে তাঁহার "নৈসর্গিকী রতি" হইয়াছিল। বাল্য বয়সেই তিনি খেলাধুলা ছাড়িয়া ভগবানের ধ্যানে তন্ময় হইয়া জড়বৎ বসিয়া থাকিতেন। তাঁহার মন কৃষ্ণরূপ গ্রহ দ্বারা গ্রস্থ হওয়াতে জগতের ভান তাঁহার থাকিত না। চলাফেরা, খাওয়া, শোওয়া, বলা ইত্যাদি ক্রিয়া করিতে থাকিলেও, ভগবানে তন্ময়তা হেতু উহাদিগের কোন ভান তাঁহার হইত না। ভাবের উদ্বেলতা হেতু প্রহ্লাদ কখন হাসিতেন, কখন কাঁদিতেন, ইত্যাদি।[৩] ঐ বিষয়ে আরও অনেক দৃষ্টান্ত আছে। কথিত হইয়াছে যে পরমভক্ত ধ্রুব বৃদ্ধ বয়সে

"মন্যমান ইদং বিশ্বং মায়ারচিতমাত্মনি।
অবিদ্যারচিতস্বপ্নগন্ধর্বনগরোপমম্॥"[৪]

এই বিশ্বপ্রপঞ্চকে অবিদ্যা দ্বারা রচিত, স্বপ্ন ও গন্ধর্বনগরের তুল্য,—মায়া দ্বারা আত্মাতে আরোপিত, বলিয়া মানিতে লাগিলেন। তখন তিনি আপন পুত্রকে সিংহাসনে বসাইয়া স্ত্রীপুত্রাদি সমস্ত পরিত্যাগ করত বদরিকাশ্রমে চলিয়া যান। সেই খানে সমস্ত ইন্দ্রিয়কে দমন করত প্রথমে ভগবানের স্থূলরূপে চিত্তধারণ করেন। অনন্তর ধীরে ধীরে উহাকে সমাধিতে বিলীন করিয়া দেন। এইরূপে ভগবান্ হরিতে ভক্তিভাব হেতু আনন্দের উদ্বেলতা বশতঃ তাঁহার নয়ন হইতে অবিরল অশ্রুধারা বহিত, তাঁহার হৃদয় দ্রবীভূত হইয়া যাইত এবং শরীর রোমাঞ্চিত হইত। দেহাভিমান হ্রাস হইয়া যাওয়াতে "আপনার ভানও তাঁহার হইত না।[৫] ধ্রুবের পুত্র উৎকলের অবস্থা সম্বন্ধেও সেই প্রকার বর্ণনা আছে। কথিত হইয়াছে যে "তিনি জন্মতঃ উপশান্তাত্মা, নিঃসঙ্গ এবং সমদর্শী ছিলেন। তিনি আপনাকে সমস্ত লোকে ব্যাপ্ত এবং সমস্ত লোককে আত্মাতে দেখিতেন। অখণ্ড যোগাগ্নি দ্বারা তাঁহার কর্মমলাশয় দগ্ধ হইয়া যায়। অনন্তর স্বরূপকে অবরোধ করিতে করিতে (অর্থাৎ আপন স্বরূপের ভাবে দৃঢ় এবং পরিপূর্ণ রূপে স্থিত হইয়া) তিনি আত্মাকে প্রত্যস্তমিত বিগ্রহ (অর্থাৎ পরিচ্ছিন্ন জীবভাবরহিত,—নিরাকার ও নির্ভেদ), সুতরাং সর্বব্যাপী, তথা অববোধরসৈকাত্ম্য ও আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মনির্বাণ, বলিয়া উপলব্ধি

১) (বিষ্ণু)ভাগপু, ১১।২।৩৯—৪০
২) ঐ, ৭।৭।৩৩—৫ ৩) ঐ, ৭।৪।৩৬—৪১
৪) ঐ, ৪।১২।১৫ ৫) ঐ, ৪।১২।১৭—৮

করেন। আত্মা ভিন্ন অপর কিছুরই ভান তাঁহার হইত না। পথে অজ্ঞানী লোকদিগের নিকট তিনি জড়, অন্ধ, বধির, উন্মত্ত এবং মূকের মতন পরিদৃষ্ট হইতেন। (পরন্তু) তাঁহার মতি (বস্তুতঃ) ঐ প্রকার ছিল না। তিনি প্রশান্তার্চি অগ্নির মতনই ছিলেন। তাঁহার কুলের বৃদ্ধ বৃদ্ধ ব্যক্তিগণ এবং (রাজ্যের) মন্ত্রিগণও তাঁহাকে জড় ও উন্মত্ত বলিয়া মনে করেন।"[১]

কৃষ্ণও উত্তম ভক্তির ঐ লক্ষণ দিয়াছেন। পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে '(বিষ্ণু)ভগবতপুরাণে'র মতে ভক্তি পাপীকে পবিত্র করে,—মানুষের চিত্তকে বিশুদ্ধ করে; তৎসদৃশ পবিত্রকারক অপর কিছুই নাই। কৃষ্ণ বলেন যে উক্ত লক্ষণান্বিত শ্রেষ্ঠ ভক্তিই চিত্তকে বিশুদ্ধ করে। "ভক্তি ব্যতীত,—শরীর রোমাঞ্চিত হওয়া ব্যতীত, চিত্ত দ্রবীভূত হওয়া ব্যতীত এবং (নয়নে) আনন্দাশ্রু-ধারা-প্রবাহ ব্যতীত আশ্রয় কি প্রকারে শুদ্ধ হইবে?"[২]

কপিল ভক্তির কথঞ্চিৎ ভিন্ন লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন। কি প্রকার ভক্তি দ্বারা মনুষ্য, এমন কি নারীও, অনায়াসে এবং অচিরে ("অঞ্জসা") ভগবানের নির্বাণ পদ লাভ করিতে পারে?[৩]—মাতা দেবহূতির এই প্রশ্নের উত্তরে কপিল বলেন, একাগ্রচিত্ত ব্যক্তির শ্রৌতকর্মাচরণশীল জ্ঞানেন্দ্রিয়সমূহের সত্ত্বমূর্তি ভগবানেরই প্রতি যে স্বাভাবিকী বৃত্তি, তাহাই "অনিমিত্তা ভাগবতী ভক্তি"; উহা সিদ্ধি অপেক্ষাও গরীয়সী; যেমন জঠরস্থ অনল ভুক্ত অন্নকে জীর্ণ করে, তেমন উহা জীবকোশকে শীঘ্র জীর্ণ করিয়া থাকে।[৪] পরে তিনি বিস্তার করিয়া বলেন যে প্রকৃতি এবং গুণ অনুসারে মনুষ্যগণের ভাব ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে; সেই হেতু ভক্তিযোগও বহুবিধ। যথা, তামস ভক্তি, রাজস ভক্তি, সাত্ত্বিক ভক্তি ও নির্গুণ ভক্তি। উহাদের প্রত্যেকটি তাহার পূর্ব পূর্বটি হইতে শ্রেষ্ঠতর। তাঁহার গুণ শ্রবণমাত্রেই সর্বভূতের হৃদয়গুহায় অবস্থিত ভগবান্ পুরুষোত্তমের প্রতি, সাগরাভিমুখে গঙ্গার প্রবাহের ন্যায়, যে অবিচ্ছিন্না মনোগতি উহাই নির্গুণ ভক্তি। উহা "অহৈতুকী এবং অব্যবহিতা"।[৫] উহাকে আত্যন্তিকী বা পরা ভক্তিও বলা হইয়াছে। অপর ত্রিবিধ সগুণ ভক্তিতে ভেদভাব ("ভিন্নদৃগ্‌ভাব", পৃথগ্‌ভাব) থাকে।[৬] নির্গুণ ভক্তিতে ভেদভাব থাকে না। তাই আত্যন্তিক ভক্তিযোগ দ্বারা ভক্ত ত্রিগুণকে অতিক্রম করত ভগবদ্‌ভাব প্রাপ্ত হয়। এই প্রকারের ভক্তির দৃষ্টান্ত কপিলের পিতা কর্দম এবং মাতা দেবহূতি। কথিত হইয়াছে যে মহর্ষি কর্দম আত্মৈকশরণ হইয়া অনগ্নি ও অনিকেত হন এবং মৌনালম্বন করত নিঃসঙ্গভাবে পৃথিবীতে বিচরণ করিতেন। তিনি একভক্তি দ্বারা অনুভাবিত হইয়া কার্যকারণাতীত নির্গুণ ব্রহ্মে মন নিযুক্ত করেন। "(তিনি) নিরহঙ্কৃতি, নির্মম, নির্দ্বন্দ্ব, সমদৃক্, স্বদৃক্, প্রত্যক্‌প্রশান্তধী, ধীর এবং প্রশান্তোর্মি সমুদ্রের ন্যায় (হন)। সর্বজ্ঞ এবং প্রত্যগাত্মা ভগবান্ বাসুদেবে পরভক্তিভাব দ্বারা লব্ধাত্মা হইয়া তিনি বন্ধনমুক্ত হন। তিনি ভগবান্ আপনাকে সর্বভূতে এবং সর্বভূতকে ভগবান্ আপনাতে দেখিতেন। ভগবদ্‌ভক্তি যুক্তহেতু তিনি ইচ্ছাদ্বেষরহিত এবং সর্বত্র সমচিত্ত হইয়া ভাগবতী গতি প্রাপ্ত হন।"[৭] মাতা দেবহূতি সম্বন্ধে

---

১) (বিষ্ণু)ভাগপু, ৪।১৩।৭—১১'১

২) ঐ, ১১।১৪।২৩ ৩) ঐ, ৩।২৫।২৮ ৪) ঐ, ৩।২৫।৩২—৩

৫) ঐ, ৩।২৯।১১—২ ৬) ঐ, ৩।২৯।৮—১০

৭) ঐ, ৩।২৯।১৪ ৮) ঐ, ৩।২৪।৪২—৭

কথিত হইয়াছে যে তীব্র ভক্তি ভাব হেতু তাঁহার বৈরাগ্য ও ব্রহ্মজ্ঞান উৎপন্ন হয়। ব্রহ্মভাবে স্থিত হওয়াতে মায়া ও তজ্জনিত গুণভ্রম তাঁহার নিকট হইতে তিরোহিত হয়। তাহাতে তাঁহার জীবভাব নিবৃত্ত হয়। আপন শরীরেরও ভান তাঁহার ছিল না। উহা অপরের দ্বারাই পোষিত হইত এবং মল দ্বারা অবচ্ছন্ন হইয়াছিল। প্রারব্ধভোগান্তে তিনি ব্রহ্মনির্বাণ প্রাপ্ত হন।[১] কপিল বলিয়াছেন জ্ঞানযোগ এবং নির্গুণ ভগবদ্‌ভক্তিযোগ—উভয়েরই ফল একই।[২]

সর্বোত্তম ভক্তির ঐ দুই প্রকার লক্ষণ সমূহের তুলনা করিলে দেখা যায়, অধিকাংশ লক্ষণ উভয়ত্র সামান্য হইলেও, কতকগুলি লক্ষণ বিশেষ বিশেষ,—প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন। কপিল-প্রোক্ত লক্ষণ মতে সর্বোত্তম ভক্ত—তাঁহার পরিভাষায় 'নির্গুণ ভক্ত',—বিশেষ ভাবে শান্ত, স্থির ও ধীর—নিস্তরঙ্গসমুদ্রবৎ ("প্রশান্তোর্মিরিবোদধিঃ"); তিনি জড়বৎ এবং পিশাচবৎও হইতে পারেন, পরন্তু উন্মত্তবৎ নহেন। আর অপরের প্রোক্ত লক্ষণ মতে সর্বোত্তম ভক্ত অত্যধিক ভাবোদ্বেলতা হেতু অশান্ত ও অস্থির—সতরঙ্গসমুদ্রবৎ। তিনি উন্মত্তবৎ,—ভূতাবিষ্ট ব্যক্তিবৎ। তিনি পিশাচবৎও বটে, পরন্তু জড়বৎ নহেন। তিনি কখন কখন জড়বৎ পড়িয়া থাকেন বটে, পরন্তু অতি অল্পকালের জন্যই। কেননা, তিনি বিশেষভাবে ভাবচঞ্চল।

ভক্তির পূর্বোক্ত নয় সাধনের একটির কীর্তনের—ভগবানের গুণসমূহ ও কর্মসমূহের কীর্তনের[৩] মাহাত্ম্য কালক্রমে অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছিল দেখা যায়। নারদ বলিয়াছেন, মহাত্মা মুনিগণের মুখে ভগবান্ হরির অমল যশ কীর্তন শুনিতে শুনিতে তাঁহার মনে তম এবং রজ গুণ নাশক ভক্তি উদয় হয়।[৪] কথিত হইয়াছে যে সঙ্কীর্তিত হইলে ভগবান্ অনন্ত মনুষ্যের হৃদয়ে স্থিত হইয়া তাহার পাপসমূহকে এমন নিঃশেষে বিনষ্ট করে, যেমন বায়ু দ্বারা মেঘ অপসারিত হইলে সূর্য অন্ধকারকে বিনষ্ট করে। কেহ কেহ আবার ভগবানের গুণসমূহ ও কর্মসমূহের পরিবর্তে, হয়ত খুব সহজ ও সংক্ষিপ্ত করিতে, গুণকর্মজ নামসমূহের সঙ্কীর্তনকে অত্যধিক মাহাত্ম্য প্রদান করিত দেখা যায়। তাহাদের মতে, একমাত্র নাম সঙ্কীর্তনই চিত্তশুদ্ধির ও মুক্তির পর্যাপ্ত সাধন। ঐ মতের চরম পরিণতি ইহাতে যে—শ্রদ্ধায় কিংবা হেলায়, জ্ঞানতঃ কিম্বা অজ্ঞানতঃ, একবার মাত্রও ভগবানের নাম লইলে বা শ্রবণ করিলে মানুষ জন্মজন্মান্তরের সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হয়।

"যন্নামসকৃচ্ছ্রবণাৎ পুক্কসোঽপি বিমুচ্যতে সংসারাৎ ॥"[৫]

'তাঁহার নাম একবার মাত্র শুনিলেও চাণ্ডালও সংসার হইতে বিমুক্ত হয়।' ঐ মতবাদিগণ ঐ বিষয়ে অজামিলের দৃষ্টান্ত দিয়া থাকেন। কথিত হইয়াছে যে[৬] কান্যকুব্জ নগরে অজামিল নামে এক ব্রাহ্মণ ছিল। সে আপন পতিব্রতা পত্নীকে পরিত্যাগ করত এক দাসীর জার হয় এবং সর্বপ্রকারে ধর্মকর্ম ভ্রষ্ট হয়। নির্জন পথে পথিকগণকে লুঠ করিয়া, চুরি করিয়া, লোক ঠকাইয়া এবং জুয়া খেলিয়া, তথা অপর নানা গর্হিত উপায়ে, অর্থ সংগ্রহ করিয়া সে জীবিকা-নির্বাহ ও কুটুম্ব-পালন করিত। ঐ দাসীর গর্ভে তাহার দশ পুত্র জন্মে। সর্ব কনিষ্ঠ পুত্রের

১) (বিষ্ণু)ভাগপু, ৩।৩৩।২৩—৩০   ২) ঐ, ৩।৩২।৩২

৩) দেখ—"কীর্তনৈর্গুণকর্মণাম্"—(বিষ্ণু)ভাগপু, ৭।৭।৩১ (প্রহ্লাদ); "শ্রবণং কীর্তনং ধ্যানং হরেরদ্ভুতকর্মণঃ। জন্মকর্মগুণানাং চ"—(ঐ, ১১।৩.২৭ (প্রবুদ্ধ)

৪) ঐ, ১।৫।২৮   ৫) ঐ, ৬।১৬।৪৪.২   ৬) ঐ, ৬।১—৩য় অধ্যায়।

নাম নারায়ণ ছিল। সে পিতামাতার অত্যধিক প্রিয় ছিল। বৃদ্ধ বয়সে মৃত্যু সমুপস্থিত হইলে অজামিল বালক নারায়ণের কথা ভাবিয়া অস্থির হয়। যমদূত আসিয়া যখন তাহার হাতপা বাঁধিতে আরম্ভ করে তখন সে যন্ত্রণায় ও ভয়ে বিহ্বল হইয়া 'নারায়ণ' 'নারায়ণ' করিয়া উচ্চস্বরে পুত্রকে ডাকিতে থাকে। মৃত্যুকালে হরির নাম কীর্তন করিতেছে শুনিয়া বিষ্ণুদূতগণ সহসা সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হন এবং যমদূতগণের হাত হইতে অজামিলকে মুক্ত করেন। যমদূতগণ শ্রৌত ও স্মার্ত ধর্মের কথা, ধর্মরাজ যমের কথা এবং অজামিলের অসংখ্য পাপরাশির কথা তুলিয়া আপত্তি করিলেও বিষ্ণুদূতগণ তাহার কিছুমাত্র শুনিলেন না। তাঁহারা বলেন,[১]

"এই ব্যক্তি (অজামিল) যখন বিবশ হইয়া হরির স্বস্ত্যয়ন নাম উচ্চারণ করিয়াছে, তখন সে কোটি কোটি জন্মেরও পাপসমূহের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছে। যখন সে 'নারায়ণ' এই চারি অক্ষর উচ্চারণ করিয়াছে, তখনই তাহাতে এই পাপীর সমস্ত পাপের প্রায়শ্চিত্ত নিশ্চয় হইয়া গিয়াছে। চোর, সুরাপায়ী, মিত্রদ্রোহী, ব্রহ্মহত্যাকারী গুরুস্ত্রীগামী, এবং স্ত্রী, রাজা, পিতামাতা, ও গো হত্যাকারী, তথা অপর যে সকল পাপী আছে,—সমস্ত পাপীদিগেরই উত্তম প্রায়শ্চিত্ত বিষ্ণুর নামোচ্চারণ—যাহাতে তদ্বিষয়ে মতি হয়। উত্তমশ্লোক হরির গুণখ্যাপক নামসমূহ উচ্চারণ দ্বারা পাপী যেমন বিশুদ্ধ হয়, বেদবাদিগণ কর্তৃক প্রোক্ত (কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণ) ব্রতাদি প্রায়শ্চিত্তসমূহ দ্বারা তেমন বিশুদ্ধ হয় না। (অধিকন্তু) উহারা ঐকান্তিক (ফলপ্রদও) নহে। কেননা, ঐ সকল প্রায়শ্চিত্ত করিলেও মন পুনঃ অসৎপথে ধাবিত হয়। সুতরাং যাহারা কর্মসমূহের আত্যন্তিক বিনাশ ইচ্ছা করে, তাহাদের উচিৎ হরির গুণানুবাদ (করা। কেননা উহা) নিশ্চয় চিত্তশুদ্ধিকারক। অতএব (হে যমদূতগণ) তোমরা ইহাকে লইয়া যাইও না। সে যখন মরণসময়ে ভগবানের নাম গ্রহণ করিয়াছে, তখনই (নিজের) সমস্ত পাপরাশি নিঃশেষে বিনষ্ট করিয়াছে। সঙ্কেতে, পরিহাসে, স্তোভে কিংবা হেলায়ও বিষ্ণুর নাম গ্রহণ সমস্তপাপহারক বলিয়া জান। (ভূমিতে) পড়িয়া গিয়া, পা পিছলাইয়া, (হস্তপদাদি কোন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ভাঙ্গিয়া, (সর্পাদি) দষ্ট হইয়া, (রোগশোকাদি দ্বারা) সন্তপ্ত হইয়া কিংবা আহত হইয়া—(যে কোন কারণ বশতঃই হউক না কেন) মানুষ যদি বিবশবশতঃ 'হরি' এই মাত্র বলে, তবে তাহার যাতনা হওয়া উচিত নহে। (যথোচিত তত্ত্ব) জ্ঞাত হইয়া মহর্ষিগণ গুরু ও লঘু পাপসমূহের জন্য যথাক্রমে গুরু ও লঘু প্রায়শ্চিত্তসমূহ বিধান করিয়াছেন। তপ, দান, জপ, প্রভৃতি সেই সকল প্রায়শ্চিত্তসমূহ দ্বারা কেবল ঐ সকল পাপমাত্র বিনষ্ট হয়। (পরন্তু মানুষের অপর পাপসমূহ বিনষ্ট হয় না। সেই হেতু, ঐ সকল প্রায়শ্চিত্ত করিলেও) তাহার পাপময় হৃদয় (সম্পূর্ণ) শুদ্ধ হয় না। ভগবানে চরণ সেবা দ্বারা তাহাও হইয়া থাকে। উত্তমশ্লোক (ভগবানের) নাম, জ্ঞানতঃ কিংবা অজ্ঞানতঃও, সঙ্কীর্তিত হইলে পুরুষের পাপ দগ্ধ করে, যেমন অগ্নি (জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ উহার সংস্পর্শে আগত বস্তুকে দহন করিয়া থাকে)। কেহ যদি কোন উগ্রবীর্য ঔষধ, উহার গুণ না জানিয়াও, যদৃচ্ছায় সেবন করে, উহা নিজের গুণ প্রকাশ করিবেই। মন্ত্রও (সেই প্রকার ফল প্রদ বলিয়া) উদাহৃত হয়।"

---

১) ঐ, ৬।২।৭—১৯

এইরূপে "ভাগবতধর্ম" উত্তমরূপে এবং বিশেষরূপে ব্যাখ্যা করত বিষ্ণুদূতগণ অজামিলকে যমদূতগণের বন্ধন হইতে ছাড়াইয়া মৃত্যু হইতে বাঁচান। যমদূতগণ যমরাজের নিকটে গিয়া সমস্ত ব্যাপার আমূল নিবেদন করেন। যমরাজ তাহাদিগকে বলেন, "তাঁহার নাম গ্রহণাদি দ্বারা ভগবানে ভক্তিযোগই ইহসংসারে মনুষ্যগণের পরমধর্ম বলিয়া স্মৃত। হে পুত্রগণ, যদ্দ্বারা অজামিলও মৃত্যুপাশ হইতে মুক্ত হইল, সেই হরিনামোচ্চারণের মাহাত্ম্য ত দেখ। ভগবানের গুণকর্মজ নামসমূহের সঙ্কীর্তন মনুষ্যগণের পাপসমূহকে সমূলে বিনাশ করিতে পর্যাপ্ত। তাই পাপী অজামিল মরিতে মরিতে অস্থিরতা বশতঃ 'নারায়ণ' বলিয়া পুত্রকে ডাকিয়াও মুক্তি লাভ করিয়াছে।[১] একমাত্র নাম-সঙ্কীর্তন দ্বারাই যদি মানুষের সমস্ত পাপরাশি বিনষ্ট হইতে পারে, তবে শাস্ত্রকার মহর্ষিগণ তদুদ্দেশ্যে নানা প্রকারের অল্পাধিক কঠোর প্রায়শ্চিত্তসমূহের বিধান করিয়াছেন কেন? এই প্রকার শঙ্কা করা যাইতে পারে। যমরাজ তাহার উত্তর দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, বেদবাদী মহাজনগণের বুদ্ধি মায়া দ্বারা বিমোহিত ছিল, সেই হেতু তাঁহার ভগবন্নাম সঙ্কীর্তনে ঐ মহিমা,—একমাত্র ভগবানের নামকীর্তন দ্বারাই যে মানুষের জন্মজন্মান্তরে সঞ্চিত সমস্ত পাপ রাশি অতি সহজে এবং সমূলে বিনষ্ট হয়, তাহা প্রায় জানিতেন না। তাঁহাদের বুদ্ধি জড়ীভূত হইয়াছিল। তাই তাঁহারা বেদের মধুপুষ্পিত বাণী সমূহ দ্বারা মুগ্ধ হইয়া পাপক্ষালনার্থ (ভগবানের নামকীর্তন ছাড়িয়া) যাগযজ্ঞাদি বড় বড় কর্মে নিযুক্ত হইতেন।[২]

যাহা হউক, ইহা বিশেষ ভাবে প্রণিধান করিতে হইবে যে বিষ্ণুদূতগণ কর্তৃক ব্যাখ্যাত ঐ ভগবন্নামকীর্তন-মাহাত্ম্যকে "ভাগবতধর্ম" বলা হইয়াছে, এবং যমদূতগণ-কর্তৃক ব্যাখ্যাত ধর্মকে "ত্রৈবিদ্যধর্ম" বলা হইয়াছে। আরও কথিত হইয়াছে যে ত্রৈবিদ্যধর্ম গুণাশ্রিত ("গুণাশ্রয়ম্") বা সগুণ, আর ভাগবতধর্ম "শুদ্ধ"।[৩] সুতরাং ভাগবতধর্ম গুণাতীত বা নির্গুণ এবং ত্রৈবিদ্য ধর্ম অশুদ্ধ। পূর্বে ইহা ব্যাখ্যাত হইয়াছে যে পরম ভাগবত প্রবুদ্ধের মতে ভাগবতধর্মের ৩৩ অঙ্গ এবং দেবর্ষি নারদের মতে, ভগবান্ নারায়ণ ঋষি কর্তৃক প্রপঞ্চিত সনাতন ধর্মমতে মানুষের পরম ধর্ম ৩০ লক্ষণ যুক্ত।[৪] প্রহ্লাদও ভগবান্ বাসুদেবে অনায়াসে এবং শীঘ্র রতি উৎপাদনার্থ "ভগবতোদিত" (অর্থাৎ ভগবান্ নারায়ণ ঋষি কতৃক প্রোক্ত) উপায়সমূহের কতিপয়ের স্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছেন এবং 'ইত্যাদি' পদ দ্বারা অপর গুলিকে লক্ষ্য করিয়াছেন।[৫] তাঁহাদের সকলেরই মতে ভগবানের গুণকর্মসমূহের কীর্তন নারায়ণীয় বা ভাগবতধর্মের এক অঙ্গ মাত্র। "যাহা দ্বারা মনুষ্য অনায়াসে এবং শীঘ্র সিদ্ধি লাভ করিতে পারে, হে অচ্যুত, তাহা আমাকে স্পষ্টবাক্যে বলুন"।[৬]—উদ্ধবের এই প্রার্থনায় কৃষ্ণ তাঁহাকে আপনার সুমঙ্গলধর্মসমূহ ("মম ধর্মান্ সুমঙ্গলান্") শুনান,—"যাহাদিগকে শ্রদ্ধা সহকারে আচরণ করত মর্ত্য (মনুষ্য) দুর্জয় মৃত্যুকে জয় করে"।[৭] তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে তাঁহার ঐ ধর্ম নির্গুণ এবং নিষ্কাম।[৮] উহাদের মধ্যে

১) (বিষ্ণু)ভাগপু, ৬।৩।২২-৪ ২) ঐ, ৬।৩।২৫ ; আরও দেখ—৬।৩।১৯-২১।
৩) ঐ, ৬।২।২০ ও ২৪ ৪) পূর্বে দেখ ৫) ঐ, ৭।৭।২৯-৩৩ (পূর্বে দেখ)।
৬) ঐ, ১১।২৯।১-২ ৭) ঐ, ১১।২৯।৮ ; ৮) ঐ, ১১।২৯।২০

শ্রবণকীর্তনাদির উল্লেখ নাই।[১] পরন্তু তাঁহাতে ভক্তির পরম কারণে ("মদ্ভক্তেঃ কারণং পরম্") তিনি উহাদের নাম করিয়াছেন।[২] অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন যে "নামসঙ্কীর্তনাদি দ্বারা" যোগের কোন কোন উপসর্গ শনৈঃ শনৈঃ নষ্ট করা যায়।[৩] পরন্তু "বর্ণাশ্রমাচারবান্দিগের তাঁহার ভক্তিলক্ষণ ধর্মে"র বর্ণনায়—স্বধর্ম যেই প্রকারে অনুষ্ঠান করিলে মনুষ্যের তাঁহাতে ভক্তি হইবে,[৪] "স্বধর্মসংযুক্ত ভক্ত যেই প্রকারে পরতত্ত্ব আমাকে সম্যক্ প্রাপ্ত হইবে,"[৫] তাহার বর্ণনায় তিনি উহাদের নাম করেন নাই। তাঁহার এই প্রকার ভিন্ন ভিন্ন উক্তির তাৎপর্য খুব সম্ভবতঃ এই যে তিনি শ্রবণকীর্তনাদি বেশী প্রাধান্য দিতেন না, উহাদিগকে তিনি ভাগবতধর্মের গৌন অঙ্গ বলিয়া মনে করিতেন। পরন্তু অজামিলের উপাখ্যান হইতে মনে হয় যে প্রাচীন ভাগবতধর্ম পরে পরে অথবা ইহা অধিকতর সম্ভব যে উহার এক অর্বাচীন উপশাখায় ভাগবত-ধর্ম পরে পরে—ভগবন্নাম সঙ্কীর্তন মাত্রে পর্যবসিত হইয়াছিল। ঐ শাখিগণ মহর্ষি অগস্ত্যকে উহার প্রবর্তক মনে করিতেন বোধ হয়। কেননা, শুকদেব বলিয়াছেন যে তিনি মলয়াচলে ভগবান্ অগস্ত্যের মুখে অজামিলের উপাখ্যান বা বিষ্ণুদূতগণের ও যমদূতগণের সংবাদ রূপ "গুহ্য ইতিহাস" শুনিয়াছিলেন,—অগস্ত্য "হরিকে অর্চনা করিতে করিতে" তাঁহাকে উহা বিবৃত করিয়াছিলেন।[৬] টীকাকার শ্রীধর বলেন যে "হরিকে অর্চনা করিতে করিতে" বাক্যাংশের অর্থ 'বিশ্বাস উৎপাদনার্থ পুনঃ পুনঃ হরির চরণ স্পর্শ করিয়া'। অথবা উহার তাৎপর্য ইহাও হইতে পারে যে তাঁহার কথায় শ্রোতার শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস উৎপাদনার্থ অগস্ত্য সময় সময় পর ভগবান্ হরিকে প্রণাম করিতেছিলেন এবং তাঁহার নামে শপথ করিতেছিলেন যে তদুক্ত ঘটনা সত্য। তাহাতে মনে হয় যে হয়তঃ তিনিই ঐ মতের প্রবর্তক।

যাহা হউক, ঐ মত কালক্রমে অপর কোথায় কোথায়ও সংক্রামিত হইয়াছিল বোধ হয়। কেননা, অপর কেহ কেহও তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। ঐ গুহ্য ইতিহাস বর্ণনা প্রসঙ্গে ভগবান্ শুকদেব বলিয়াছেন, "অতএব তীর্থপাদ (ভগবানের) নামসঙ্কীর্তন হইতে শ্রেষ্ঠ মুমুক্ষুদিগের কর্ম-বন্ধনছেদনকারী অপর কোন সাধন নাই। কেননা, উহা হেতু (মনুষ্যের) মন পুনরায় কর্মসমূহে আসক্ত হয় না। তদ্‌ভিন্ন অপর সাধন করিলে মন তম ও রজ গুণ দ্বারা গ্রসিত হয়।[৭] "সেই হেতু, হে কৌরব্য. বিষ্ণুর জগন্মঙ্গল নামের সঙ্কীর্তন বড় বড় পাপেরও ঐকান্তির প্রায়শ্চিত্ত বলিয়া জান। হরির বীর্যসমূহ এবং উদ্দামসমূহ বারংবার শ্রবণ ও কীর্তন-কারী ব্যক্তির চিত্ত সুজাত ভক্তি দ্বারা যেমন শুদ্ধ হয়, ব্রতাদি দ্বারা (তেমন হয় না)। যে কৃষ্ণের চরণকমলের মধু (একবার) পান করিয়াছে সেই ব্যক্তি পুনঃ মায়া দ্বারা বিসৃষ্ট বৃজিনাবহ গুণসমূহে রমণ করে না। পরন্তু অন্য কামহত ব্যক্তি চিত্তমলমার্জনার্থ অপর যে কর্ম করে, তাহা হইতে পুনঃ (চিত্তে) মল উৎপন্ন হইয়া থাকে।"[৮] মহর্ষি দুর্বাসা বলেন যে ভগবানের নাম শ্রবণ মাত্রই মানুষ নির্মল

---

১) (বিষ্ণু)ভাগপু, ১১।২৯।৯—১৯ ২) ঐ, ১১।১৯।১৯-২৪ ; বিশেষ দ্রষ্টব্য ২০ শ্লোক। ১১।১৪শ অধ্যায়ে তিনি নিরপেক্ষ ভক্তিযোগের মহিমা বর্ণনা করিয়াছেন।

৩) ঐ, ১১।২৮।৪০ ৪) ঐ, ১১।১৭.৪-২ ৫) ঐ, ১১।১৮'৪৮

৬) ঐ, ৬।১।২০ ও ৬।৩।৩৫

৭) ঐ, ৬।২।৪৬

৮) ঐ, ৬।৩।৩১-৫ ; আরও দেখ—১২।৩।৪৪

হয়,[১] এবং নামোচ্চারণ করিলে নরকের জীবও মুক্ত হয়।[২] মাতা দেবহূতি বলেন, যাহার—জিহ্বাগ্রে ভগবানের নাম বর্তমান, সেই শ্বপচও শ্রেষ্ঠ ; যে সকল আর্য ভগবানের নাম গ্রহণ করে, তাহারা তপস্যা করিয়াছে, হবন করিয়াছে, স্নান করিয়াছে এবং বেদপাঠ করিয়াছে।[৩] অর্থাৎ তাহাদের তপযজ্ঞাদি শাস্ত্রোক্ত কর্মসমূহ করিবার প্রয়োজন আর নাই। কেননা, ভগবানের নাম জপই পর্যাপ্ত। রাজা চিত্রকেতু ভগবান্ সঙ্কর্ষণের স্তুতিতে বলিয়াছেন যে তাঁহার নাম একবারমাত্র শুনিলেও চাণ্ডালও সংসার হইতে বিমুক্ত হয়।[৪] শৌনকাদি নৈমিষারণ্যবাসী ঋষিগণ বলিয়াছেন, ঘোর সংসার-বন্ধনে নিপতিত মনুষ্য বিবশ হইয়া কৃষ্ণের নাম গ্রহণ করিলে সদ্য উহা হইতে বিমুক্ত হয়।[৫] পরে পরে নামসঙ্কীর্তনের মহিমা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছিল। কোন্ যুগে ভগবানের বর্ণ ও স্বরূপ কি হয় এবং কোন্ নামে ও বিধিতে তাঁহার পূজা হয়,—তাহা বর্ণনা প্রসঙ্গে কথিত হইয়াছে যে কলিযুগে

"কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষা কৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥"[৬]

'(ভগবান্) কান্তিতে কৃষ্ণবর্ণ হন। সুমেধাবী ব্যক্তিগণ অঙ্গ, উপাঙ্গ, অস্ত্র ও পার্ষদযুক্ত কৃষ্ণকে সঙ্কীর্তনপ্রায় যজ্ঞসমূহ দ্বারা পূজা করেন।' "গুণজ্ঞ এবং সারগ্রাহী আর্যগণ কলিকালকে প্রিয় মনে করেন। কেননা, উহাতে একমাত্র সঙ্কীর্তন দ্বারাই সর্ব স্বার্থ লাভ হয়। এই সংসারচক্রে ভ্রাম্যমান দেহিগণের ইহা (নামকীর্তন) অপেক্ষা কোন পরম লাভ নাই। কেননা, ইহা দ্বারা সংসৃতি বিনষ্ট হয় এবং পরম শান্তি লাভ হয়।"[৭] '(বিষ্ণু)ভাগবতপুরাণে'র প্রায় শেষের দিকে শুকদেব বলিয়াছেন, কলিযুগ সমস্ত দোষের আকর হইলেও উহার এক মহৎ গুণ আছে। তাহা এই যে "কীর্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তসঙ্গঃ পরং ব্রজেৎ" ('একমাত্র কৃষ্ণ-কীর্তন দ্বারাই মনুষ্য সমস্ত বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া পরমতত্ত্বে গমন করে')। "সত্যযুগে বিষ্ণুকে ধ্যান করিয়া, ত্রেতাযুগে যজ্ঞসমূহ দ্বারা উঁহাকে যজন করিয়া, এবং দ্বাপরে তাঁহার পরিচর্যা দ্বারা যাহা (প্রাপ্তি হয়), কলিযুগে তাহা হরিকীর্তন দ্বারাই (প্রাপ্তি হয়)।"[৮]

উপরের বিবরণ হইতে পাঠক হয়ত এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইবেন যে '(বিষ্ণু)ভাগবত-পুরাণে'র মতে, অথবা তন্ত্রোক্ত একদেশী মতে, একমাত্র ভগবন্নামসঙ্কীর্তন দ্বারাই মনুষ্য সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারে ;—সুতরাং মুক্তিলাভের জন্য তাহাকে আর কিছুই করিতে হইবে না ; অজামিল ঐ বিষয়ে দৃষ্টান্ত। অজামিলের দৃষ্টান্ত প্রদান ব্যতীতও কেহ কেহ পরিষ্কার বাক্যে সেই প্রকার কথা বলিয়াছেন। অজামিল সম্বন্ধে শুকদেব একবার বলিয়াছেন, সেই দাসীপতি আপন সমস্ত ধর্মকর্ম জলাঞ্জলি দিয়াছিল এবং নিয়মাচরণরহিত হইয়াছিল ; গর্হিত কর্ম হেতু অধঃপতিত হইয়াছিল, নরকে পড়িতে পড়িতেও "সদ্যো বিমুক্তো ভগবন্নাম গৃহ্নন্" ('ভগবানের নাম গ্রহণ করিয়া তৎকালই বিমুক্ত হইয়াছিল')।[৯] পরন্তু আরও গভীর বিচার করিলে দেখা যায় যে ঐ সিদ্ধান্ত সত্য হইবে না,—ঐ সকল উক্তি অর্থবাদমাত্র। কেননা,

---

১) (বিষ্ণু)ভাগপু, ৯।৫।১৬·১ ২) ঐ, ৯।৪।৬২·২
৩) ঐ, ৩।৩৩।৮ ৪) ঐ, ৬।১৬।৪৪·২ ; পূর্বে দেখ। ৫) ঐ, ১।১।১৪
৬) ঐ, ১১।৫।৩২ ৭) ঐ, ১১।৫।৩৬-৭ ৮) ঐ, ১২।৩।৫১-২ ৯) ঐ, ৬।২।৪৫

শুকদেব নিজেই বলিয়াছেন যে বিষ্ণুদূতগণ "তং যাম্যপাশান্নিমুচ্য বিপ্রং মৃত্যোরমূমুচন্" ('সেই বিপ্রকে যমদূতগণের পাশ হইতে মুক্ত করত মৃত্যু হইতে মুক্ত করেন') মাত্র।[১] মৃত্যুর কবল হইতে ঐ প্রকারে রক্ষা পাইবার পর অজামিল আরও অনেক দিন ইহসংসারে বাঁচিয়াছিল। সুতরাং তখন তাহার সংসার-মুক্তি হয় নাই। কথিত হইয়াছে যে যমদূতগণের "পাশ হইতে বিমুক্ত" হইয়া অজামিল নির্ভয় ও প্রকৃতিস্থ হয় এবং বিষ্ণুকিঙ্করগণকে দর্শন হেতু আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া নতশিরে প্রণাম করে। তখন বিষ্ণুকিঙ্করগণও তাহাকে পরিত্যাগ করত সহসা অন্তর্ধান হন। পরন্তু তাঁহাদের মুখে "শুদ্ধ ভাগবতধর্ম" এবং ভগবান্ হরির মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া সে শীঘ্র ভগবানে ভক্তিমান্ হয়। তখন আপন দুষ্কর্মসমূহের কথা স্মরণ করত তাহার মনে "মহান্ অনুতাপ" হয়। সে আপনাকে নানা প্রকারে ধিক্কার দিয়া অবশেষে এই সঙ্কল্প করে যে, এখন হইতে সেই আমি ইন্দ্রিয়, প্রাণ এবং চিত্তকে সংযত করত এমন প্রযত্ন করিব যাহাতে নিজেকে পুনঃ অন্ধতমে নিমজ্জন না করি। অবিদ্যাকামকর্মজ এই বন্ধন পরিত্যাগ করত আত্মবান্, শান্ত, মৈত্র, করুণ এবং সর্বভূতসুহৃৎ হইব। যাহা অধম আমাকে ক্রীড়ামৃগের ন্যায় খেলাইয়াছে, সেই যোষিন্ময়ী আত্মমায়া দ্বারা গ্রস্ত আপনাকে মুক্ত করিব। দেহাদিতে 'আমার, আমি'— এই মিথ্যার্থধী মতি পরিত্যাগ করত ভগবানের কীর্তনাদি দ্বারা শুদ্ধীকৃত মনকে ভগবানে ধারণ করিব।"[২] ক্ষণকালের সাধুসঙ্গে এই প্রকার তীব্র বৈরাগ্য উপস্থিত হইলে পর অজামিল স্ত্রীপুত্রাদির সমস্ত মোহবন্ধন কাটিয়া গঙ্গাদ্বারে গমন করে। সেই দেবস্থানে যোগমার্গ আশ্রয় করত ("যোগমাশ্রিতঃ") আসনে বসিয়া ইন্দ্রিয়সমূহকে প্রত্যাহার করত মনকে আত্মায় (বা চিত্তে) নিযুক্ত করে। অনন্তর আত্মসমাধি (বা চিত্তৈকাগ্রতা) দ্বারা আত্মাকে গুণসমূহ হইতে বিযুক্ত করত "অনুভবস্বরূপ ভগবদ্ধাম ব্রহ্মে" নিযুক্ত করে। ঐ প্রকারে তাহার বুদ্ধি যখন ভগবানে নিশ্চল স্থির হয়, তখন সে সম্মুখে কতিপয় পুরুষকে দেখে। উঁহাদিগকে পূর্বে দেখিয়াছিল বলিয়া চিনিতে পারিয়া সে নতশিরে প্রণাম করে। অনন্তর সে গঙ্গাতীর্থে দেহত্যাগ করত তৎকালই ভগবৎপার্ষদগণের স্বরূপ ধারণ করে এবং ঐ বিষ্ণুকিঙ্করগণের সঙ্গে সোণার বিমানে চড়িয়া আকাশমার্গে বিষ্ণুলোকে গমন করে।[৩] ইহা হইতে দেখা যায়, অজামিলের বিষ্ণুলোক প্রাপ্তির আসন্ন কারণ সংসারে তীব্র বৈরাগ্য এবং প্রত্যাহারধ্যানধারণাদি যোগাঙ্গ দ্বারা ভগবানে চিত্তনিবেশই, ভগবন্নামকীর্তনমাত্র নহে। সমস্ত ব্যাপারটাই অর্থবাদমাত্র বলিয়া মনে হয়। কেননা, কথিত হইয়াছে যে "মরিতে মরিতে পুত্রের নামের ছলে হরির নাম গ্রহণ করিয়া অজামিলও (ভগবানের) ধামে গমন করে। তবে যাহারা শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করে তাহাদের কথা আর কি?"[৪] আবার ইহাও আছে যে জন্মান্তরের পুণ্যফলের প্রভাবেই অজামিলের মত পাপীর মুখে মরণকালে ভগবানের নাম আসিয়াছিল।[৫]

এই প্রসঙ্গে আরও একটা কথা বলা উচিৎ হইবে। কথিত হইয়াছে যে বৃত্রকে বধ করার পর দেবরাজ ইন্দ্র ব্রহ্মহত্যা ভয়ে মহা ভীত হন। তখন ঋষিগণ তাঁহাকে বলেন, "তুমি

১) ঐ, ৬।২।২০·২

২) (বিষ্ণু)ভাগপু, ৬।২।৩৫-৮ ৩) ঐ, ৬।২।৩৯-৪৪ ৪) ঐ, ৬।২।৪৯ ৫) ঐ, ৬।২।৩২.৩

ভীত হইও না। আমরা অশ্বমেধযজ্ঞ দ্বারা তোমার কল্যাণ সাধন করিব। (পরম) পুরুষ, পরমাত্মা, ঈশ্বর বা নারায়ণ দেবকে অশ্বমেধযজ্ঞ দ্বারা যজন করিয়া তুমি (সমস্ত) জগতেরও বধ হইতে মুক্ত হইতে পারিবে। (সুতরাং বৃত্রবধের কথা আর কি?) যাঁহার কীর্তন হেতু ব্রহ্মহত্যাকারী, পিতৃহত্যাকারী, মাতৃহত্যাকারী, আচার্যহত্যাকারী কিংবা গোহত্যাকারী মহাপাপীও, তথা শ্বাদ, পুল্কস, (প্রভৃতির ন্যায় নীচযোনি)ও, শুদ্ধ হয়, তাঁহাকে আমাদের দ্বারা অনুষ্ঠিত অশ্বমেধ মহাযজ্ঞ দ্বারা শ্রদ্ধান্বিত (হইয়া যজন করিলে) তুমি সব্রহ্ম চরাচর (জগৎকে) হনন করিলেও (পাপে) লিপ্ত হইবে না, (সুতরাং) দুষ্টকে বধ হেতু কি (প্রকারে পাপে লিপ্ত থাকিবে?"[১] শুকদেব বলেন যে ঐ বেদবাদী মহর্ষিগণ ইন্দ্রকে পুরুষের আরাধনারূপে অশ্বমেধ-যজ্ঞে দীক্ষিত করেন। সর্বদেবময়াত্মা পুরুষকে অশ্বমেধযজ্ঞ দ্বারা যজন করাতে ইন্দ্রের বৃত্রবধ-জনিত মহান্ পাপপুঞ্জ এমনভাবে বিলীন হয়, যেমন সূর্যোদয়ে নীহার বিলীন হয়। ইন্দ্র সম্যক্ নিষ্পাপ হন।[২] ব্রহ্মহত্যা হইতে ভগবানের কীর্তন দ্বারা শুদ্ধ হওয়া যায়,—ইহা বলা সত্ত্বেও বেদবাদী মহর্ষিগণ ইন্দ্রকে দিয়া অশ্বমেধ মহাযজ্ঞ করান কেন, ইহা জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে। অশ্বমেধ দ্বারা নারায়ণের আরাধনাকে তাঁহারা নামকীর্তন হইতে শ্রেষ্ঠ মনে করিতেন।

ভগবানে পরাভক্তির কথা 'গীতা'য়ও আছে। কৃষ্ণ বলেন, যে ব্যক্তি বিশুদ্ধ বুদ্ধি দ্বারা আপন ইন্দ্রিয়সমূহকে উহাদের বিষয়সমূহ হইতে প্রত্যাহার করত একমাত্র ভগবানে চিত্ত স্থির করে,—মন, বাণী ও কায়কে সংযত করিয়া বৈরাগ্য সমুপাশ্রয় করত নিত্য ভগবদ্ধ্যানপরায়ণ হয়, সে অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম, ক্রোধ, এবং পরিগ্রহ হইতে বিমুক্ত হওত নির্মম ও শান্ত হইয়া ব্রহ্ম হইতে কল্পিত হয়। ব্রহ্মভূত ব্যক্তি সদাসর্বদা প্রসন্নচিত্ত থাকে। যে বস্তু তাহার কাছে নাই, সেই বস্তু প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা সে করেনা। আর যে বস্তু তাহার আছে সেই বস্তু বিনষ্ট কিংবা অপহৃত হইলে, সে শোক করেনা। সে সর্বভূতে সমভাবাপন্ন হয় এবং ভগবানে "পরা ভক্তি" লাভ করে। ঐ পরা ভক্তি দ্বারা সে ভগবানের তত্ত্ব সম্যক্ জ্ঞাত হয় এবং তাহার ফলে সে ভগবানে প্রবেশ করে অর্থাৎ লয় প্রাপ্ত হয়।[৩] সুতরাং 'গীতা'র মতে, পরাভক্তি দ্বারা ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় এবং তাহার ফলে ভগবল্লয় প্রাপ্তি হয়[৪] '(বিষ্ণু)ভাগবতপুরাণে'র প্রারম্ভেও প্রায় সেই কথা আছে। সূত বলিয়াছেন, যখন ভগবানের প্রতি "নৈষ্ঠিকী-ভক্তি" উদয় হয়, "তখন চিত্ত কামলোভাদি তামস ও রাজস ভাবসমূহ দ্বারা বিদ্ধ না হইয়া সত্ত্বগুণে স্থিত হওত প্রসন্ন হয়। এই প্রকারে ভগবদ্‌ভক্তিযোগ হেতু প্রসন্নচিত্ত এবং সঙ্গমুক্ত ব্যক্তির ভগবত্তত্ত্ববিজ্ঞান উৎপন্ন হয়। আত্মস্বরূপ ঈশ্বর দৃষ্ট হইলে নিশ্চয় তাহার হৃদয়গ্রন্থি ভিন্ন হয়, সর্বসংশয় ছিন্ন হয় এবং কর্মসমূহ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়।"[৫] তবে 'গীতা'য় কৃষ্ণ সংসারে বৈরাগ্য এবং নিত্য একাগ্রচিত্তে ভগবানের ধ্যান—এই উভয়কেই পরাভক্তি লাভের কারণ বলিয়াছেন, আর '(বিষ্ণু)ভাগবতপুরাণে' সূত একাগ্রচিত্তে ভগবানের ধ্যান ব্যতীত শ্রবণ, কীর্তন এবং

---

১) (বিষ্ণু)ভাগপু, ৬।১৩।৬-৯ ২) ঐ, ৬।১৩।১৮-২১

৩) গীতা, ১৮।৫১-৫ 'গীতা'র অন্যত্রও (১১।৫৪) আছে যে তাঁহাতে "অনন্যা ভক্তি" দ্বারা মনুষ্য ভগবান্‌কে তত্ত্বত জানিতে পারে এবং তাঁহাকে জানিয়া ও উপলব্ধি করিয়া তাঁহাতে প্রবেশ করে।

৪) (বিষ্ণু)ভাগপু. ১।২।১৯-২১ ৫) ঐ, ১।২।১৪-৮

পূজাকেও, তথা ভগবদ্ভক্তের সেবাকে, তাঁহাতে নৈষ্ঠিকী ভক্তি উৎপত্তির কারণ বলিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন যে ভগবানের নিরন্তর ধ্যানরূপ অসি দ্বারা বিদ্বান্ ব্যক্তিগণ কর্মগ্রন্থি-নিবন্ধন ছিন্ন করেন। ভাগবত মহাপুরুষের সঙ্গ করিলে ভগবানের কথা শ্রবণে রুচি হয়। শ্রদ্ধাপূর্বক তাঁহার কথা যাহারা শ্রবণ করে ভগবান্ তাহাদের হৃদয়ে স্থিত হইয়া অশুভসমূহকে বিনষ্ট করেন এবং অশুভসমূহ বিনষ্ট হইলে ভগবানে "নৈষ্ঠিকী ভক্তি" উৎপন্ন হয়।[১] শুকদেব প্রণব জপ, ধ্যান ও ধারণাকেই ভক্তির হেতু বলিয়াছেন। তিনি বলেন প্রণব জপ করিতে করিতে শ্বাসকে জয় করত মনকে নিয়মন করিতে হইবে। বুদ্ধি বা বিচার সহায়তায় মন দ্বারা ইন্দ্রিয়সমূহকে উহাদের বিষয়সমূহ হইতে প্রত্যাহার করিবে। অনন্তর কর্ম দ্বারা আক্ষিপ্ত মনকে বুদ্ধি দ্বারা একাগ্র করত শুভবিষয়ে লাগাইবে। অব্যুচ্ছিন্নচিত্তে (ভগবানের) এক অবয়ব ধ্যান করিবে। পরে মনকে একেবারে নির্বিষয় করত, কিছুরই চিন্তা করিবে না। তখন মন প্রসন্ন হয়। উহাই বিষ্ণুর পরম পদ। ধীর ব্যক্তি ঐ প্রকারে রজ ও তম গুণ দ্বারা আক্ষিপ্ত মনকে ধারণা দ্বারা নিয়মন করিবে এবং তাহাতে তৎকৃত মল বিনষ্ট হইবে। ঐ প্রকার ধারণাপরায়ণ এবং কল্যাণময় আশ্রয় চিন্তনকারী যোগীর শীঘ্রই ভক্তিযোগ লাভ হয়।[২] 'গীতা'র উপসংহারে কৃষ্ণ বলিয়াছেন, যে তৎকর্তৃক তাহাতে প্রপঞ্চিত "পরম গুহ্য" তাঁহার ভক্তগণের নিকট ব্যাখ্যা করিবে, সে "ভক্তিং ময়ি পরাং কৃত্বা মামৈবৈষ্যত্যসংশয়ঃ" (তাঁহার প্রতি পরাভক্তি করিবে এবং সেই হেতু নিশ্চয় তাঁহাতে প্রবেশ করিবে—ইহাতে কোন সংশয় হইতে পারে না)।[৩] সুতরাং ঐখানে তিনি তত্ত্ব-কীর্তনকে 'পরাভক্তি' বলিয়াছেন। '(বিষ্ণু)ভাগবতপুরাণে' উদ্ধবকে উপদেশের উপসংহারে কৃষ্ণ প্রায় সেই প্রকারে বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি ঐ উপদেশ অব্যগ্রচিত্তে শ্রদ্ধা সহকারে নিত্য শ্রবণ করিবে, "ময়ি ভক্তিং পরাং কুর্বন্ কর্মভির্ন স বধ্যতে" ('সে তাঁহার প্রতি পরাভক্তি করিবে এবং সেইহেতু কর্মসমূহ দ্বারা বন্ধনগ্রস্ত হইবে না)। এইখানে তিনি তত্ত্ব-শ্রবণকেই 'পরা ভক্তি' বলিয়াছেন। প্রকৃত কথা এই যে ভগবত্তত্ত্বজ্ঞানের শ্রবণ ও শ্রাবণ দ্বারা ভগবানে পরাভক্তি লাভ হয়। সাধনকে ঐ স্থলদ্বয়ে সাধ্যের নামে অভিহিত করা হইয়াছে।

'গীতা'য় আছে, ভগবানের দিব্য জন্ম এবং কর্মকে তত্ত্বতঃ জানিলে মনুষ্য দেহত্যাগের পর ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হয়, তাহার পুনর্জন্ম হয় না।[৪] ভগবানের দিব্য জন্ম ও কর্ম তত্ত্বতঃ জানিতে হইলে সমগ্র অধ্যাত্মতত্ত্বের জ্ঞান লাভ করিতে হইবে এবং অধ্যাত্মতত্ত্বজ্ঞান হইলে ভগবৎপ্রাপ্তি হইবেই। সুতরাং 'গীতা' সত্যই বলিয়াছে যে ভগবানের দিব্য জন্মকর্ম তত্ত্বতঃ জানিলে মানুষ মুক্তি লাভ করে। ভগবানের কীর্তনের এবং বন্দনের কথাও 'গীতা'য় আছে।[৫] আরও কথিত হইয়াছে যে যাহারা ঐ প্রকারে নিত্যযুক্ত হইয়া প্রীতিপূর্বক ভগবান্‌কে ভজন করে, ভগবান্ তাহাদের অন্তরে স্থিত হইয়া তত্ত্বজ্ঞান দেন। তাহাতে

১) (বিষ্ণু)ভাগপু, ১।২।১৪-৮
২) ঐ, ২।১।১৭-২১ ; আরও দেখ—২।২।১৪ ৩) গীতা, ১৮।৬৮
৪) গীতা, ৪।৯ ৫) গীতা, ৯।১৪ ও ১০।৯ পূর্বে দেখ।

তাহাদের মনের অজ্ঞানান্ধকার সম্পূর্ণ বিদূরিত হয় এবং তাহারা ভগবানে লয় পায়।[১] '(বিষ্ণু)ভাগবতপুরাণে'ও সেই প্রকারে উক্ত হইয়াছে যে ভগবানের বা তাঁহার লীলাবতারের চরিত্র শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ প্রভৃতি করিয়া মনুষ্য অনায়াসে অজ্ঞানান্ধকার উত্তীর্ণ হইতে পারে।[২] অজ্ঞান অপসারিত হইলে জ্ঞানোদয় হয় এবং জ্ঞানোদয় হইলে মুক্তি হয়। সুতরাং ভগবানের লীলাকথা ও গুণকর্মসমূহের শ্রবণাদি দ্বারা মানুষ মুক্ত হয়। পরন্তু 'গীতা'য় উহাদের রহস্য,—উহাদিগকে তত্ত্বতঃ, জানার কথা আছে, '(বিষ্ণু)ভাগবতপুরাণে' তাহা নাই।

'গীতা'য় আছে, ওঁ এই একাক্ষর ব্রহ্মকে উচ্চারণ করত উহার অভিধেয় ভগবান্‌কে স্মরণ করিতে করিতে দেহত্যাগ করিলে মানুষ পরমগতি প্রাপ্ত হয়।[৩] অর্থাৎ তন্মতে ভগবানের নামোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে ভগবান্‌কেও স্মরণ করিতে হইবে; তবেই পরমগতি লাভ হইবে। 'গীতা'য় আরও ব্যাপকরূপে বলা হইয়াছে যে, যে যেই ভাব স্মরণ করিতে করিতে দেহত্যাগ করে, সে সেই ভাবই প্রাপ্ত হয়। সুতরাং যে ভগবান্‌কে স্মরণ করিতে করিতে দেহত্যাগ করে সে নিশ্চয়ই ভগবান্‌কে পাইবে।[৪] পরন্তু '(বিষ্ণু)ভাগবতপুরাণে' ব্যাখ্যাত নাম-মাহাত্ম্য মতে, যে ভাবেই হউক কেন,--যাহাকেই লক্ষ্য করিয়া হউক না কেন, ভগবানের নামমাত্র উচ্চারণ করিলেই লোক মুক্ত হইতে পারে। যে সারা জীবন ভগবদ্‌বিমুখ রহিয়াছে এবং নানা প্রকার দুরাচারে মত্ত রহিয়াছে, মরণ সময়ে তাহার মনে ভগবদ্‌ভাব উদয় হওয়া এবং সেই ভাবে নিবিষ্ট থাকা প্রায় অসম্ভব। তাই 'গীতা'র উক্ত স্থলে আছে, "সদা মদ্ভাবভাবিত" থাকিতে হইবে; "তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ" ইত্যাদি।[৫] অর্থাৎ সারা জীবন সর্বকর্ম করিতে করিতে তাঁহাকে স্মরণ করিতে অভ্যাস করিতে হইবে। সারা জীবন সদা তদ্ভাবে ভাবিত থাকার সম্যক্ অভ্যাস থাকিলে মরণমুহূর্তেও মন তদ্ভাবভাবিত হইবে, সুতরাং দেহত্যাগান্তে তৎপ্রাপ্তি হইবেই। যে সারা জীবন অসদ্ভাবে কাটাইয়াছে, তাহার মনে অন্তকালে ভগবদ্ভাব বা ব্রহ্মজ্ঞান উদয় হওয়া সাধারণতয়া যদিও প্রায় অসম্ভব, তথাপি প্রারব্ধসংস্কারবেগাদি কোন কারণ বশতঃ কিংবা যদৃচ্ছায়, যদি হয়, তবে সে ব্রহ্মনির্বাণ লাভ করিবেই। ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। 'গীতা'য়ও এই সিদ্ধান্ত আছে,—"স্থিত্বাস্যামন্তকালেঽপি ব্রহ্মনির্বাণমৃচ্ছতি" (অর্থাৎ যদি কেহ মরণকালেও ব্রাহ্মীস্থিতি প্রাপ্ত হয়, তবে সে ব্রহ্মনির্বাণ লাভ করে);[৬] "অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্" ইত্যাদি।[৭] '(বিষ্ণু)ভাগবতপুরাণে'র ভগবন্নামমাহাত্ম্যে ভাবের কথা নাই। তন্মতে যে কোন ভাবে বা ছলে ভগবানের নাম মাত্র উচ্চারণ করিলেই হইল,—তখন মনের ভাব যাহাই হউক কেন, ঐ নামের অভিধেয় মনে যাহাই থাকুক না কেন, অথবা কোন অভিধেয় বিশেষ লক্ষিত না হইলেও তাহাতে কিছু আসে যায় না। সারা জীবনের মহাপাপীর মুখে মরণকালে ভগবানের নাম মাত্র উচ্চারিত হওয়া যে সম্ভব নহে, তাহা ভাগবতকার জানিতেন। তাই তিনি বলিয়াছেন যে পূর্বজন্মের পুণ্যফলেই অজামিলের পক্ষে তাহা সম্ভব হইয়াছিল।

---

১) গীতা, ১০।১০-১১; পূর্বে দেখ।

২) (বিষ্ণু)ভাগপু, ১১।৬।২৪, ৪৮-৯; ১১।২৩।৫৮'২

৩) গীতা, ৮।১৩ ৪) গীতা, ৮।৫-৬ ৫) গীতা, ৮।৭ ৬) ঐ, ২।৭২

৭) ঐ, ৯।৩০-৩২; পূর্বে দেখ।

ভগবান্ বিষ্ণুর বা বাসুদেবের, অথবা আরও বিশেষ করিয়া বলিতে, তাঁহার কৃষ্ণাবতারের, দিব্য জন্মকর্মসমূহের শ্রবণ, কীর্তন ও স্মরণ, এবং তাঁহার দিব্যরূপের ধ্যান—এই কয় প্রকার ভক্তিকে,—নারায়ণীয় ভাগবতধর্মের এই কতিপয় অঙ্গকে '(বিষ্ণু)ভাগবতপুরাণে' অপরগুলি অপেক্ষা অতি বেশী প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। সেই হেতু উহাতে ভগবানের জন্মকর্মসমূহের অতিশয় বিস্তারিত বিবরণ অতি হৃদয়গ্রাহী কবিত্বময় ভাবাবেগপূর্ণ ভাষায় প্রদত্ত হইয়াছে এবং উহাদের শ্রবণকীর্তনাদির মাহাত্ম্য বর্ণনা অর্থবাদের চরম সীমায় পৌঁছিয়াছে। 'মহাভারতে'ও সনাতন ভগবান্ বাসুদেবের মহিমা খ্যাপিত হইয়াছে। উহার প্রারম্ভে সৌতি বলিয়াছেন, "ইহাতে সনাতন ভগবান্ বাসুদেব কীর্তিত হইয়াছেন। তিনিই সত্য এবং ঋত, তথা পবিত্র এবং পুণ্য(কারী)। তিনি শাশ্বত, ধ্রুব এবং সনাতন জ্যোতি পরমব্রহ্ম। মনীষিগণ তাঁহার দিব্য কর্মসমূহ বলিয়া থাকেন। তিনি অসৎ (অবাঙ্মনসগোচর, বিশ্বাতীত) ; আবার সদসদাত্মক (কার্যকারণাত্মক) এই বিশ্ব,—উহার সন্ততি ও প্রবৃত্তি, তথা (জীবের)জন্ম, মৃত্যু ও পুনর্ভব, তাহা হইতে প্রবর্তিত হয়" ইত্যাদি।[১] উপসংহারেও আছে যে 'ভারতে'র আদিতে, মধ্যে এবং অন্তে সর্বত্রই ভগবান্ হরি গীত হইয়াছেন।[২] উহাতে যেমন সনাতন শ্রুতিসমূহ, তেমন দিব্য বিষ্ণুকথাও ব্যাখ্যাত হইয়াছে।[৩] সেইহেতু উহাকে "বৈষ্ণবযশ বলা হইয়াছে।[৪] উহাতে "(কৃষ্ণ)বাসুদেবের মাহাত্ম্য"ও বর্ণিত হইয়াছে।[৫] পরন্তু '(বিষ্ণু)ভাগবতপুরাণে' তাঁহার মাহাত্ম্যের যে আতিশয্য আছে 'মহাভারতে' তাহা নাই। কথিত হইয়াছে যে বিশেষভাবে মহাত্মা পাণ্ডবদিগের, তথা অধিক ধন ও তেজ সম্পন্ন ক্ষত্রিয়দিগের, কীর্তি বিস্তারার্থই পরমর্ষি ব্যাস 'ভারত রচনা করেন।[৬] কৃষ্ণের জীবন-লীলার যতটা পাণ্ডবদিগের সহিত সম্পর্কিত ততটাই 'মহাভারতে' বর্ণিত হইয়াছে। তাঁহার জীবনের অপর ঘটনাবলীর কোন কোনটার উল্লেখ প্রসঙ্গক্রমে করা হইলেও, উহাদের কোন বিবরণ প্রদত্ত হয় নাই। তাঁহার বাল্যলীলার বিবরণ মোটেই নাই। '(বিষ্ণু)ভাগবতপুরাণ' বিশেষভাবে ঐ বালচরিত্রের বিবরণপূর্ণ এবং উহাই কৃষ্ণভক্তগণের সমধিক প্রিয়। কথিত হইয়াছে যে পাণ্ডবরূপ ধর্মময় মহাবৃক্ষের মূল কৃষ্ণ, বেদ ও ব্রাহ্মণ।[৭] সুতরাং পাণ্ডবদিগের ইতিহাসে কৃষ্ণের জীবনচরিতও অনেকটা পাওয়া যায়। উহার স্থানে স্থানে কৃষ্ণকে ভগবান্ বিষ্ণু বা বাসুদেব বলিয়া খ্যাপন করা হইয়াছে, তথাপি ইহাও সত্য যে তিনি 'মহাভারতে'র মুখ্যতম উপজীব্য নহেন। তাই কৃষ্ণের সমগ্র জীবনবৃত্তের কোন সুসম্বন্ধিত বিবরণ উহাতে নাই। 'নারায়ণীয়াখ্যানে' এবং 'গীতা'য় তথা 'মহাভারতের অন্যত্রও ভক্তির মহিমা আছে। পরন্তু '(বিষ্ণু)ভাগবতপুরাণে' ব্যাখ্যাত ভক্তিতে যে অত্যধিক ভাবোদ্বেলতা আছে, তাহা উহাদের ভক্তিতে নাই। মহাভারতে'র ভক্ত

১) মহাভা, ১।১।২৫৮-২৬১

২) "বেদে রামায়ণে পুণ্যে ভারতে ভরতর্ষভ।
আদৌ চান্তে চ মধ্যে চ হরিঃ সর্বত্র গীয়তে॥"—(মহাভা, ১৮।৬।৯৩)

৩) মহাভা, ১৮।৬।৯৪ ৪) মহাভা, ১৮।৬।৯৮ ৫) মহাভা, ১।১।১০০'১

৬) মহাভা, ১৮।৫।৩৯ ৭) মহাভা, ১।১।১১১

বিশেষভাবে অতি প্রশান্ত, স্থির ও ধীর ; '(বিষ্ণু)ভাগবতপুরাণে'র ভক্ত বিশেষভাবে ভাবাবেগ-চঞ্চল,-ভাবোন্মত্ত। 'মহাভারতে'র প্রারম্ভে এবং উপসংহারে উহাকে এই বলিয়া প্রশংসা করা হইয়াছে যে—

"ধর্মে চার্থে চ কামে চ মোক্ষে চ পুরুষর্ষভ।
যদিহাস্তি তদন্যত্র যন্নেহাস্তি ন তৎ ক্বচিৎ॥"[১]

র্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ সম্বন্ধে যাহা উহাতে আছে, তাহা অন্যত্র পাওয়া যাইতে পারে, পরন্তু াহা উহাতে নাই তাহা অপর কোথাও পাওয়া যাইবে না। তথাপি '(বিষ্ণু)ভাগবতপুরাণে'র প্রারম্ভে উক্ত ব্যাস-নারদ-সংবাদে, প্রকারান্তরে ইহা উক্ত হইয়াছে যে 'মহাভারতে' ধর্মাদি বিষয়সমূহের ভাগবতধর্মানুযায়ী ব্যাখ্যা উত্তমরূপে কৃত হইলেও, ভাগবতধর্ম সম্যগ্‌রূপে নিরূপিত হয় নাই ;—ভাগবতধর্মের সম্যক্ বিবরণ উহাতেই আছে, 'মহাভারতে' নাই।

পূর্বোক্ত শ্রবণকীর্তনাদি ব্যতীত আরও কতিপয় সাধন-ভক্তির বা ভক্তির সাধনের উল্লেখ (বিষ্ণু)ভাগবতপুরাণে' কৃষ্ণকপিলাদি মহাপুরুষগণ করিয়াছেন। এইখানে উহাদের দুই একটির উল্লেখ করা উচিত মনে করি। সর্বভূতে ভগবদ্‌বুদ্ধি করাও তাঁহাদের মতে সাধন-ভক্তি। যথা, কৃষ্ণ বলিয়াছেন "সর্বভূতেষু মন্মতি" (অর্থাৎ সর্বভূতে কৃষ্ণ-বুদ্ধি বা ভগবদ্‌বুদ্ধি)ও তাঁহাতে ভক্তিলাভের পরম কারণ।"[২] কপিল বলিয়াছেন, যেই সকল গুণের দ্বারা ভগবদ্ধর্মী মনুষ্যের াশয় সম্যক্ পরিশুদ্ধ হইয়া তাঁহার (বা ভগবানের) গুণ শ্রবণমাত্রেই অনায়াসে এবং শীঘ্র দভিমুখী হয়, অর্থাৎ তাহার "নির্গুণভক্তি"লাভ হয়, সর্বভূতে কপিল-বুদ্ধি ("ভূতেষু মদ্ভাবনয়া") র্থাৎ ভগবদ্‌বুদ্ধি উহাদের অন্যতম।[৩] ভাগবতধর্মের বিবরণে পরমভাগবত প্রবুদ্ধও বলিয়াছেন র্বত্রাত্মেশ্বরান্বীক্ষাং" ('আত্মা-স্বরূপ ভগবান্‌কে সর্বত্র দর্শন') ও এক প্রকার সাধন-ভক্তি।[৪] হ্লাদ বলিয়াছেন, "হরি স্বকৃত মহাভূতাদি দ্বারা কৃত সমস্ত প্রাণীরই জীব-সংজ্ঞিত আত্মা, শ্বর এবং প্রিয়।"[৫]

"ততো হরৌ ভগবতি ভক্তিং কুরুত দানবাঃ।
আত্মৌপম্যেন সর্বত্র সর্বভূতাত্মনীশ্বরে॥"[৬]

সইহেতু, হে দানবগণ, সর্বভূতকে (হরির, সুতরাং) আপনার সমান মানিয়া সর্বভূতাত্মা ঈশ্বর গবান্ হরিকে ভক্তি কর।' সোম প্রচেতাগণকে বলেন, "ঈশ্বর হরি সর্বপ্রাণিগণের দেহাভ্যন্তরে াত্মারূপে আছেন। (সুতরাং) তোমরা সর্বপ্রাণীকে উঁহার অধিষ্ঠান বলিয়া দর্শন কর। প্রকার করিলেই উনি তোমাদের দ্বারা তোষিত (হইবেন)।"[৭] কেবল সমস্ত প্রাণিগণকে ত্র নহে, সমস্ত বিশ্বপ্রপঞ্চকে ভগবানের রূপ বলিয়া ভাবনা করা তাঁহার ভজন বা ভক্তি। বর্ষি নারদ বলেন, অবিদ্যা ও তজ্জনিত কামকর্মাদি বর্তমান থাকিলে, অনাত্মা দেহাদির কর্ম া মনুষ্য বন্ধনগ্রস্ত হয় ; "সেইহেতু উহাদের অপবাদার্থ সমস্ত বিশ্বপ্রপঞ্চকে তদাত্মক (অর্থাৎ

১) মহাভা, ১৮।৫।৫০ ('ভরতর্ষভ' ও 'ন কুত্রচিৎ' পাঠান্তরে)
২) (বিষ্ণু)ভাগপু, ১১।১৯।২১'২ ৩) ঐ, ৩।১৯।১১-২ ও ১৬ ৪) ঐ, ১১।৩।১৫'১
৫) ঐ, ৭।৭।৪৯ ; পূর্বে দেখ। ৬) ঐ, ৭।৭।৫৩ ৭) ঐ, ৬।৪।১৩

হরিরূপ) বলিয়া দর্শন করিয়া, যাঁহা হইতে ইহার উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় হয়, সেই হরিকে সর্বান্তঃকরণে ভজন কর।"[১] 'গীতা'তে আছে জ্ঞানী ভক্তই চরমে উপলব্ধি করেন যে "বাসুদেবঃ সর্বং" ('সমস্ত বাসুদেবই')। 'গীতা'র জ্ঞানীভক্ত 'নারায়ণীয়াখ্যানে'র একান্তভক্ত। সুতরাং উহাদের মতে, সর্বত্র বাসুদেবদর্শন শ্রেষ্ঠতম একান্তভক্তির লক্ষণ বা ফল-ভক্তির লক্ষণ।[২] (বিষ্ণু)-ভাগবতপুরাণেও আছে "একান্তভক্তি র্গোবিন্দে যৎ সর্বত্র তদীক্ষণম্" ('সর্বত্র তাঁহাকে দর্শনই গোবিন্দে একান্তভক্তি')।[৩] যাহা সিদ্ধের লক্ষণ, তাহা সাধকের সাধ্য। মানুষ সাধনাবস্থায় যদি সর্বত্র ভগবদ্‌বুদ্ধি করিতে অভ্যাস করে, তবে সিদ্ধ অবস্থায়ও অনায়াসে,—স্বভাবতঃই তাহা করিবে। তাই '(বিষ্ণু)ভাগবতপুরাণে' উক্ত হইয়াছে যে সর্বত্র ভগবদ্‌বুদ্ধি করা সাধন-ভক্তি। ঐ সাধন পূর্ণ হইলে,—সর্বত্র ভগবদ্দর্শন দৃঢ় অভ্যস্ত হইলে ভক্তি একান্ত, অনন্য বা অব্যভিচারী হয়।

অপর সাধন-ভক্তি জীবের সেবা। প্রহ্লাদ বলিয়াছেন, ভগবান্ বাসুদেবে অনায়াসে এবং অচিরে রতি উৎপাদনার্থ ভগবান্ নারায়ণ ঋষি-কর্তৃক প্রোক্ত উপায়সমূহের একটি এই,—

"হরিঃ সর্বেষু ভূতেষু ভগবানাস্ত ঈশ্বরঃ।
ইতি ভূতানি মনসা কামৈস্তৈঃ সাধু মানয়েৎ ॥"

'ঈশ্বর ভগবান্ হরি সর্বপ্রাণীতে (আত্মারূপে বর্তমান) আছেন। ইহা ভাবিয়া সর্বভূতকে অন্তরে অন্তরে, তথা (বাহিরে) উহাদিগের প্রয়োজনীয় বস্তুসমূহ প্রদান করতঃ, সম্মান করিবে। জীবের সেবা যে ভগবানেরই সেবা তাহা পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। সুতরাং এইখানে তাহার পুনরুল্লেখের, কিংবা অধিক বিস্তার-করণের, প্রয়োজন নাই। পরন্তু তাহাতে নিশ্চিতরূপে সিদ্ধ হয় যে, জীবের সেবাও এক প্রকার সাধন-ভক্তি।

কেহ কেহ মনে করেন যে ভক্তি, '(বিষ্ণু)ভাগবতপুরাণে'র মতে, কেবল ভগবৎপ্রাপ্তির বা তত্ত্বজ্ঞানলাভের সুগম ও শ্রেষ্ঠ সাধন-মাত্র নহে, উহা সাধ্যও; উহা মুক্তি অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। ঐ অনুমানের সমর্থনে তাঁহারা এই সকল প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া থাকেন—ভগবান্ কপিল বলিয়াছেন, "(নির্গুণ ভক্ত) জনগণ আমার সেবা ব্যতীত সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য, সারূপ্য এবং একত্ব (বা সাযুজ্য) মুক্তি' এমন কি প্রদত্ত হইলেও, গ্রহণ করে না। সেই ভক্তিযোগই আত্যন্তিক বলিয়া কথিত হয়।[৪] ভগবান্ কৃষ্ণও সেই প্রকার বলিয়াছেন, "যাহার চিত্ত (একমাত্র) আমাতেই অর্পিত, (সেই একান্ত ভক্ত) আমাকে বিনা অপর কিছুরই বাঞ্ছা করে না। ব্রহ্মার পদ, ইন্দ্রের পদ, সার্বভৌম রাজ্য, সমস্ত ভূমণ্ডলের আধিপত্য, কিংবা যোগসিদ্ধি, এমন কি, মোক্ষও ('অপুনর্ভবং') সে বাঞ্ছা করে না"[৫] "কর্ম, তপস্যা, জ্ঞান ও বৈরাগ্য, যোগ বা দানধর্ম, তথা শ্রেয়ঃ-প্রাপক অপর সাধনসমূহ দ্বারা, যাহা কিছু,—স্বর্গ, অপবর্গ, কিংবা আমার পরমধাম পাওয়া যায়, তৎসমস্তই আমার ভক্ত, যদি কথঞ্চিৎ ইচ্ছা করে,—আমার ভক্তিযোগ দ্বারা

---

১) (বিষ্ণু)ভাগপু, ৪।২৯।৭৮-৯

২) পূর্বে দেখ। ৩) ঐ, ৭।৭।৫৫·২

৪) ঐ, ৩।২৯।১৩-১৪·১ ৫) ঐ, ১১।১৪।১৪

অনায়াসে, ও শীঘ্রই এবং সম্পূর্ণতঃ পাইতে পারে। (পরন্তু) ধীর ও সাধু আমার একান্তী ভক্তগণ কিছুই বাঞ্ছা করে না; এমন কি আমি দিলেও, অপুনর্ভব কৈবল্যও বাঞ্ছা করে না।"[১] ঐ প্রকার বচন '(বিষ্ণু)ভাগবতপুরাণে' আরও কতিপয় আছে। যথা, ভগবান্ বিষ্ণু বলেন, "(আমার ভক্তগণ) আমার সেবা দ্বারা পূর্ণ(কাম)। তাই আমার সেবা দ্বারা প্রাপ্য সালোক্যাদি (মুক্তি)চতুষ্টয়কেও তাহারা ইচ্ছা করে না। কালে বিনষ্টশীল অপর (পদার্থের) কথা আর কি?"[২] মহর্ষি মৈত্রেয় বলিয়াছেন, ভগবানের একান্তভক্তের সর্বার্থ "ভগবদীয়ত্বেন" (অর্থাৎ ভগবানের নিজজন হইয়া যাওয়াতে) নিশ্চয় পরিসমাপ্ত হয়। সুতরাং সে পরম নির্বৃতি লাভ করে। সেইহেতু সে অপর কিছুই আশা করে না। এমন কি, আত্যন্তিক পরমপুরুষার্থ অপবর্গকেও,—স্বয়ং উপস্থিত হইলেও, সে আদর করে না।[৩] তিনি আরও বলিয়াছেন,—"ভগবান্ ভজতাং মুকুন্দো মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ ন ভক্তিযোগম্" ('ভগবান্ মুকুন্দ (আপন) ভক্তগণকে কখন কখন মুক্তি দিয়া দেন, পরন্তু ভক্তিযোগ দেন না')।[৪] তাহাতে তিনি ভক্তিকে মুক্তি অপেক্ষা দুর্লভ এবং শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন। ভগবান্ শুকদেব বলিয়াছেন,—

"মহতাং মধুদ্বিট্সেবানুরক্তমনসামভবোঽপি ফল্গুঃ॥"[৫]

মধুসূদনের সেবায় অনুরক্তচিত্ত মহাপুরুষের দৃষ্টিতে অপুনর্ভবও ব্যর্থ।' কৃষ্ণকে স্তুতি প্রসঙ্গে নাগপত্নীগণ বলেন, "যাহারা তোমার চরণরজের শরণ গ্রহণ করিয়াছে, তাহারা ব্রহ্মার পদ, স্বর্গলোক, সার্বভৌমরাজ্য, সমস্ত ভূমণ্ডলের আধিপত্য, যোগসিদ্ধি, কিংবা অপুনর্ভব—কিছুই বাঞ্ছা করে না।"[৬] মহর্ষি মার্কণ্ডেয় সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে যে অব্যয়পুরুষ ভগবানে পরাভক্তি লাভ করত তিনি কিছুরই এমন কি, মোক্ষেরও কামনা করিতেন না।[৭] ভগবান্ রুদ্র বলেন, "অদ্ভুতকর্মা হরির দাসানুদাস নিস্পৃহ মহাত্মাদিগের মাহাত্ম্য" এই যে

"নারায়ণপরাঃ সর্বে ন কুতশ্চন বিভ্যতি।
স্বর্গাপবর্গনরকেষ্বপি তুল্যার্থদর্শিনঃ॥"[৮]

নারায়ণপরায়ণ সকলে কোথাও হইতে ভয়ভীত হয় না। (কেননা, তাহারা) স্বর্গে, অপবর্গে এবং নরকেও তুল্যার্থদর্শী।' অর্থাৎ তাহাদের দৃষ্টিতে যেমন স্বর্গ, তেমন মোক্ষও, নরকের তুল্য; নরকে গমন যেমন কাহারও অভিপ্রেত নহে, তেমন স্বর্গ কিংবা মোক্ষপ্রাপ্তিও নারায়ণের ভক্তের অভিপ্রেত নহে।

তথাপি ঐ অনুমান সত্য নহে। কেননা, কিঞ্চিৎ বিচার করিলে নিশ্চিতরূপে উপলব্ধি হয় যে ঐ সকল বচনের তাৎপর্য প্রকৃতপক্ষে মুক্তি অপেক্ষা ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব খ্যাপনে নহে; নিষ্কামতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনার্থ ঐ সকল অর্থবাদমাত্র। কেননা, নির্গুণ ভক্ত বা একান্তীভক্ত মুক্তিলাভ করে বলিয়া যেমন কপিল, তেমন কৃষ্ণও,[৯] ঐ সকল বচনের পরে

১) (বিষ্ণু)ভাগপু, ১১।২০।৩২-৪
২) ঐ, ৯।৪।৬৭ ৩) ঐ, ৫।৬।১৭ ৪) ঐ, ৫।৬।১৮'২ ৫) ঐ, ৫।১৪।৪৪-২
৬) ঐ, ১০।১৬।৩৭; আরও দেখ—১০।৮৭।২১ (বেদস্তুতি)। ৭) ঐ, ১২।১০।৬
৮) ঐ, ৬।১৭।২৮ ৯) ঐ, ১১।২০।৩৭

বলিয়াছেন। অপরেও সেই প্রকার বলিয়াছেন। উক্ত বচনের অব্যবহিত পরে, কপিল বলিয়াছেন,

"যেনাতিব্রজ্য ত্রিগুণং মদ্ভাবায়োপপদ্যতে।"[১]

অর্থাৎ আত্যন্তিক ভক্তি দ্বারা গুণত্রয় অতিক্রম করত আমার স্বরূপ হইয়া যায়। 'মদ্ভাব' শব্দ প্রয়োগ হইতে ইহা শঙ্কা করা যায় না যে ঐ অবস্থায় পরমাত্মার ও মুক্তাত্মার মধ্যে কোন প্রকার ভেদ থাকে বলিয়া কপিলের মনে ছিল। কেননা, তিনি পরমাত্মার ও জীবাত্মার বাস্তব ভেদ মানিতেন না। তিনি বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি নিজের ও পরমাত্মার মধ্যে কিঞ্চিৎ মাত্রও ভেদ করিয়া থাকে, সেই ভেদদর্শীকে মৃত্যু ঘোর ভয় প্রদান করিয়া থাকে।[২] সুতরাং তাঁহার মতে একান্ত ভক্ত পরমাত্মাই হয়। তিনি অতীব স্পষ্ট বাক্যেও তাহা বলিয়াছেন,—ভক্ত, তাহার অনিচ্ছা সত্ত্বেও, ভক্তিদ্বারা ভগবানের সহিত ঐকাত্মতা লাভ করে। "আমার পাদসেবায় অভিরত এবং মদর্থে কর্মকারী কেহ কেহ আমার সহিত ঐকাত্মতা স্পৃহা করে না। ঐ সকল ভাগবত একত্রিত হইয়া প্রেম সহকারে আমার পৌরুষ কর্মসমূহ পরস্পর আলোচনা করে। হে মাতা, ঐ সকল ভক্ত আমার প্রীতিপদ ও বরপ্রদ প্রসন্ন বদন এবং অরুণ লোচনযুক্ত দিব্য রূপসমূহ দর্শন করিতে থাকে এবং উহাদের সহিত স্পৃহণীয় বাণী বলে। ঐ সকল দর্শনীয় অঙ্গাবয়ব, উদার হাস্যবিলাস, (মনোহর) বাম কটাক্ষ এবং (মধুর) বাণী দ্বারা হতচিত্ত এবং হতপ্রাণ ব্যক্তিগণকে আমার ভক্তি তাহারা ইচ্ছা না করিলেও আমার সূক্ষ্ম গতি (অর্থাৎ আমার নির্গুণ নির্বিশেষ স্বরূপের সহিত একীভাব) প্রকৃষ্টরূপে প্রাপ্ত করায়।"[৩] কৃষ্ণ বলিয়াছেন, মর্ত্য মনুষ্য যখন সমস্ত কর্ম পরিত্যাগ করত তাঁহাতে আত্মসমর্পণ করে, তখন অমৃতত্ব প্রাপ্ত হইয়া নিশ্চয় তৎস্বরূপ হইতে সমর্থ হয়।[৪] ভক্তিযোগের চরম ধ্যেয় যে মুক্তিলাভ তাহা অপরেও বলিয়াছেন। যথা, নারদ বলেন, যে ইন্দ্রিয়রতিতে বিরক্ত, তাহার উচিত মুক্তির জন্য আত্যন্তিক ভক্তিযোগ দ্বারা ভগবানের ভজন করা।[৫] স্বায়ম্ভুব মনু বলেন, মানুষের ভক্তি দ্বারা

"সম্প্রসন্নে ভগবতি পুরুষঃ প্রাকৃতৈর্গুণৈঃ।
বিমুক্তো জীবনির্মুক্তো ব্রহ্মনির্বাণমৃচ্ছতি॥"[৬]

'ভগবান্ সম্যক্ প্রসন্ন হইলে মনুষ্য প্রাকৃত গুণসমূহ হইতে বিমুক্ত হওত জীবভাব হইতে নির্মুক্ত হইয়া ব্রহ্মনির্বাণ লাভ করে।' কথিত হইয়াছে যে নিষ্কিঞ্চন এবং আত্মারাম মুনিবর্গ অপবর্গলাভার্থ ভগবান্ সঙ্কর্ষণ কর্তৃক প্রোক্ত ভাগবতধর্ম আশ্রয় করেন।[৭] সুতরাং ভাগবতধর্মের চরম লক্ষ্য জীবকে মুক্তি প্রদান করা। তথাপি কপিলকৃষ্ণাদি যে পূর্বোক্ত প্রকার বলিয়াছেন, তাহার প্রকৃত রহস্য এই যে সর্বোত্তম ভক্তি, কপিলের কথায়, "অনিমিত্ত"[৮]—"অহৈতুকী এবং অব্যবহিত"[৯] আর

---

১) (বিষ্ণু)ভাগপু, ৩।২৯।১৪'২

২) "আত্মনশ্চ পরস্যাপি যঃ করোত্যন্তরোদরম্।
তস্য ভিন্নদৃশো মৃত্যুর্বিদধে ভয়মুল্বণম্॥"—(ঐ, ৩।২৯।২৬)

৩) ঐ, ৩।২৫।৩৪-৬ ; আরও দেখ—"ভজন্ত্যনন্যয়া ভক্ত্যা তান্ মৃত্যোরতিপারয়ে॥" (ঐ, ৩।২৫।৪০'৩

৪) ঐ, ১১।২৯।৩৪ ; পূর্বে দেখ। ৫) ঐ, ৪।৮।৬১

৬) ঐ, ৪।১১।১৪ ৭) ঐ, ৬।১৬।৪০ ৮) ঐ, ৩।২৫।৩৩

৯) ঐ, ৩।২৯।১২'২ ; আরও দেখ—"অহৈতুক্যপ্রতিহতা" (১।২।৬)[সূত]

কৃষ্ণের কথায়, "নিরাশীষ এবং নিরপেক্ষ" [১],—"অনপেক্ষিত"[২], হইতে হইবে। 'গীতা'তেও তাহা ব্যক্ত হইয়াছে। ভগবান্ মুক্তি প্রদান করিতে চাহিলে, তাহা গ্রহণ করিলে পাছে কামনা প্রকাশ পায়,—ভক্তি সকারণ ও সাপেক্ষ হইয়া পড়ে, তাই বলা হইয়াছে যে তাহা গ্রহণ করে না। আচার্য মধুসূদন সরস্বতী বলিয়াছেন, ভক্তির পরমোৎকর্ষতাই কৃতকৃত্যতা লাভের হেতু; পরবৈরাগ্য না হইলে, ভক্তির পরমোৎকর্ষতা হয় না। '(বিষ্ণু) ভাগবতপুরাণে' যে মোক্ষপর্যন্ত সকল ফলে পরমভক্তের উপেক্ষা বা অনাদরের কথা আছে, তাহা পরমবৈরাগ্যের চিহ্ন।[৩] আচার্য রূপগোস্বামী বলেন "ভুক্তিমুক্তিস্পৃহারূপ পিশাচী যাবৎপর্যন্ত হৃদয়ে থাকে, তাবৎপর্যন্ত তাহাতে ভক্তিসুখের উদয় কি প্রকারে হইবে?"[৪] পরমভাগবত প্রহ্লাদ ত এমনও বলিয়াছেন যে যেমন ভগবান্ হইতে কিছু পাইবার বাঞ্ছা করা ঐকান্তিক ভক্তের পক্ষে উচিত নহে, তেমন তাহাকে কিছু দিতে যাওয়া ভগবানের পক্ষে উচিত নহে। "যে তোমার নিকট হইতে কোন কামনার (পূর্তির) আশা রাখে সে ভৃত্য নহে, সে নিশ্চয়ই বণিক্। স্বামী হইতে আপন কামনার প্রাপ্তির আশাকারী ভৃত্য নিশ্চয় ভৃত্য নহে, আর যে স্বামী ভৃত্যের উপর স্বামিভাব ইচ্ছা করত তাহাকে ধনাদি কাম্যবস্তু দিতে চাহে সে স্বামী স্বামীই নহে। আমি তোমার নিষ্কাম ভক্ত এবং তুমি আমার অপাশ্রয়রহিত স্বামী। ইহা ব্যতীত আমাদের মধ্যে রাজা ও সেবকের (সম্পর্কের) ন্যায় অপর কোন প্রকার অর্থ নাই।"[৫]

প্রসঙ্গক্রমে ইহা বলা উচিত যে মোক্ষে আসক্তি ত্যাগের উল্লেখ অন্যত্রও আছে। আচার্য শঙ্করের 'মতে, উহা 'গীতা'য়ও আছে। তথায় কৃষ্ণ বলিয়াছেন, "যে ব্রহ্মে অর্পণ করত এবং সঙ্গ ত্যাগ করত কর্মসমূহ করে সে (কর্মজ) পাপসমূহ দ্বারা লিপ্ত হয় না।"[৬] শঙ্কর মনে করেন যে এই বচনে কৃষ্ণ কর্মযোগীর মোক্ষরূপ ফলেও সঙ্গত্যাগ কর্তব্য বলিয়া লক্ষ্য করিয়াছেন ("মোক্ষেঽপি ফলে সঙ্গং ত্যক্ত্বা")। 'যোগবাসিষ্ঠরামায়ণে' মহর্ষি বসিষ্ঠ বলিয়াছেন, "আত্মমৌনী বিদ্বান্ বন্ধ এবং মোক্ষ উভয় কল্পনা পরিত্যাগ করত যন্ত্রচালিতের ন্যায় ব্যবহার করিবেন।"[৭] যেমন বন্ধবুদ্ধি এবং এষণা, তেমন মোক্ষবুদ্ধিও তাঁহার মতে, "তুচ্ছ"।[৮] মোক্ষের আকাঙ্ক্ষা উৎপন্ন হইলেই মন সবল হয়; আর মন ও মননের প্রবলতায় শরীর উৎপন্ন হয়। সুতরাং তাহাতে মোক্ষ উৎপন্ন হইতে পারে না।[৯] প্রকৃত কথা, তাঁহার মতে, "স্ববৈরাগ্যবিবেকাভ্যাং কেবলং ক্ষপয়েন্মনঃ"[১০] অর্থাৎ নিজ বৈরাগ্য এবং বিবেক দ্বারা মনকে নাশ করাই মানুষের একমাত্র কর্তব্য। কোন বস্তুকে প্রাপ্তির ইচ্ছা করিলে,—মনন করিলে, মনোনাশ হইতে পারে না। অধিকন্তু তাঁহার মতে, মোক্ষ নিত্য-প্রাপ্ত। সুতরাং উহাকে প্রাপ্তির ইচ্ছা মূর্খতা। "হে রাম,

---

১) (বিষ্ণু)ভাগপু, ১১।২০।৩৫; আরও দেখ—১১।২০।৩৭ ২) ঐ, ১১।১৪।২৬

৩) 'ভক্তিরসায়ন্', মধুসূদন সরস্বতী-প্রণীত, পণ্ডিত শ্রীদুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থের সংস্করণ, বঙ্গভাষান্তর সহ ৬৮-৭১ পৃষ্ঠা। "এতাদৃশমোক্ষপর্যন্ত সকলফলনিরপেক্ষস্বরূপে পরবৈরাগ্যে সতি ফলান্তরে প্রেম্ণোঽনুদয়াৎ পরমানন্দরূপেণ পরমাত্মন্যেব প্রেমপরাকাষ্ঠামারোহতি।" (৭১ পৃষ্ঠা)

৪) 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু', ১।২।১৫ ৫) ঐ, ৭।১০।৪'২-৬

৬) গীতা, ৫।১০ ৭) 'যোগবাসিষ্ঠরামায়ণ', ৫।৭৩।৩৪ ৮) ঐ, ৫।৭৪।৮'১

৯) ঐ, ৫।৭৪।৯ ১০) ঐ, ৫।৭৪।৮'২

যাবৎপর্যন্ত বিমল প্রবোধ উদিত না হয়, তাবৎপর্যন্ত সে (মনুষ্য) মূর্খতা, দীনতা এবং ভক্তি বশতঃ মোক্ষের অভিলাষ করে।”[১]

কেবল নিজেরই মুক্তির প্রচেষ্টাকে প্রহ্লাদ স্বার্থপরতা বলিয়াছেন। ভগবান্ নৃসিংহের স্তুতিতে তিনি বলিয়াছেন,—

“প্রায়েণ দেবমুনয়ঃ স্ববিমুক্তিকামা
মৌনং চরন্তি বিজনে ন পরার্থনিষ্ঠাঃ।
নৈতান্ বিহায় কৃপণান্ বিমুমুক্ষ একঃ”[২]

‘হে দেব, প্রায় মুনিগণ আপনারই মুক্তি কামনায় একান্তে বসিয়া মৌন আচরণ (বা মনন) করেন। পরের হিত কামনায় তাঁহাদের নিষ্ঠা নাই। (পরন্তু) এই দুঃখী (সংসারী) জনগণকে পরিত্যাগ করিয়া আমি একেলা মুক্ত হইতে ইচ্ছা করি না।’ ইহা বিশেষ প্রণিধান কর্তব্য যে এই বাক্যে প্রহ্লাদ মুমুক্ষুতামাত্রকে নিন্দা করেন নাই। উহা হইতে বরং বুঝা যায় যে তিনি মুমুক্ষু। ঐ বচনের পূর্বে, তথা পরেও, তিনি অতীব পরিষ্কার বাক্যে সেই কথা বলিয়াছেন। “হে দীনবৎসল, স্বকর্ম দ্বারা বদ্ধ হইয়া যাহাতে আমি গ্রাসকারীদিগের মুখে নিক্ষিপ্ত হইয়াছি, সেই উগ্র এবং দুঃসহ সংসারচক্রের নিপীড়ন হইতে আমি ভীত হইয়াছি। হে শ্রেষ্ঠতম, তুমি প্রীত হইয়া কখন আমাকে তোমার মোক্ষৈকশরণ পাদমূলে আহ্বান করিবে?”[৩] “তৎসঙ্গভীতো নির্বিণ্ণো মুমুক্ষুস্ত্বামুপাশ্রিতঃ” (অর্থাৎ সংসারিক ভোগের প্রতি আমার স্বাভাবিক আসক্তি দেখিয়া ভীত হওত নির্বেদ প্রাপ্ত হইয়া আমি মোক্ষকামনায় তোমার শরণ গ্রহণ করিয়াছি।[৪] তবে সংসার দুঃখে নিপতিত অপর জীবগণকে পরিত্যাগ করিয়া তিনি একা মুক্ত হইতে চাহেন না। তাই সমস্ত জীববর্গকে মুক্ত করিবার জন্য তিনি সর্বান্তঃকরণে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন।[৫] “নান্যং ত্বদন্যশরণং ভ্রমতোঽনুপশ্যে”[৬] অর্থাৎ সংসারচক্রে ভ্রাম্যমান্ এইজীবগণের মুক্তির জন্য তুমি ব্যতীত অপর কোন শরণ যোগ্য ব্যক্তি আমি দেখিতেছি না। এই সকল উক্তি দৃষ্টে বলা যায় না যে প্রহ্লাদ মুক্তি চাহেন না। ঐ বচনে তিনি ভগবানের নিকট আপনার ন্যায় সকল প্রাণীরই মুক্তি কামনা করিয়াছেন। সুতরাং উহার প্রকৃত তাৎপর্য করুণার বা সর্বভূতহিতে রতির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

ভাবপ্রবণ ব্যক্তির ভাবোক্তির আতিশয্য ‘(বিষ্ণু)ভাগবতপুরাণে’, তথা অন্যত্র, আরও দেখা যায়। যথা, করুণামূর্তি মহাত্মা রন্তিদেব এক সময়ে বলেন, “আমি ভগবানের নিকট অষ্টৈশ্বর্যযুক্ত পরাগতি কিংবা অপুনর্ভব কামনা করি না। আমি নিখিলদেহধারিগণের অন্তঃকরণে স্থিত থাকিয়া উহাদের দুঃখ (সহন করিতে) চাহিতেছি, যাহাতে উহারা দুঃখরহিত হয়।”[৭] মহাত্মা শিবি সেই প্রকারে বলেন, “আমি রাজ্য কামনা করি না; স্বর্গও না, মোক্ষও

---

১) ‘যোগবাসিষ্ঠরামায়ণ’, ৫।৭৩।৭৭

২) (বিষ্ণু)ভাগপু, ৭।৯।৪৪ ৩) ঐ, ৭।৯।১৬ ৪) ঐ, ৭।১০।২ ৫) ঐ, ৭।৯।৪১-২

৬) ঐ, ৭।৯।৪৪*২

৭) “ন কাময়েঽহং গতিমীশ্বরাৎ
পরামষ্টর্দ্ধিযুক্তামপুনর্ভবং বা।

না। দুঃখতপ্ত প্রাণীদিগের দুঃখনাশ আমি কামনা করি॥ ভগবান্ রুদ্র বলেন "ভগবৎ-সঙ্গীর সঙ্গের ক্ষণার্ধের সহিত আমি স্বর্গের তুলনা করি না; অপুনর্ভবেরও নহে। সুতরাং মনুষ্যদিগের ভোগের কথা আর কি?"[১] প্রচেতাগণও প্রায় সেই কথা বলিয়াছেন।[২]

আরও একটা বলা উচিত। ঐ সকল ভক্তগণ যাহাকে ভক্তির পরমোৎকর্ষতা বা পরা-ভক্তি বা সাধ্যভক্তি বা প্রেমা ভক্তি বলেন,—যাহাতে বা যে অবস্থায় মুক্তিরও আকাঙ্ক্ষা থাকে না, তাহাও প্রকৃত পক্ষে মুক্তিই। '(বিষ্ণু)ভাগবতপুরাণে'র কোন কোন স্থলে তাহা অতি স্পষ্ট বাক্যে উক্ত হইয়াছে। যথা, উহার এক স্থলে ভগবান্ শুকদেব অপবর্গের স্বরূপ এই প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—

"যোঽসৌ ভগবতি সর্বভূতাত্মন্যনাত্ম্যেঽনিরুক্তেঽনিলয়নে পরমাত্মনি বাসুদেবেঽনন্যনিমিত্তভক্তিযোগলক্ষণো নানাগতিনিমিত্তাবিদ্যাগ্রন্থিরন্ধনদ্বারেণ যদা হি মহাপুরুষপুরুষপ্রসঙ্গঃ।"[৩] উহা তাহা যাহা সর্বভূতাত্মা ভগবানে,—অনাত্ম্যে (অর্থাৎ আত্ম্য বা চিত্তজ বা মনঃকল্পিত নহে, পরন্তু স্বতঃসিদ্ধ; অথবা চিত্তজ রাগাদি-দোষ-রহিত), অনিরুক্ত ও নিরাধার পরমাত্মায়,—বাসুদেবে অনন্যনিমিত্তভক্তিযোগলক্ষণ। (জীবের) নানাবিধ (সংসার) গতির হেতুভূত অবিদ্যা গ্রন্থির ছেদন দ্বারে,—যখন মহাপুরুষের (ভক্ত) পুরুষগণের সহিত প্রকৃষ্ট সঙ্গ হয়, তখন (উহা লাভ হয়)।' মহাভাগবত প্রহ্লাদ ভগবৎ-সাক্ষাৎকারকে অপবর্গ মনে করিতেন দেখা যায়। কেননা, দৈত্য-বালকগণকে তিনি বলেন, "হে দৈত্যগণ, সেইহেতু বিষয়পরায়ণ দৈত্যগণের সঙ্গ অতি দূরে (অথবা শীঘ্র) পরিত্যাগ করত আদিদেব নারায়ণের সমীপে উপনীত হও। (কেননা,) সেই অপবর্গ মুক্তসঙ্গ ব্যক্তিগণের (ও) ইষ্ট।"[৪] মহাত্মা সূতও সেই প্রকার বলিয়াছেন, "(জীব) যে এই প্রকারে এই বিবেকরূপ অস্ত্র দ্বারা মায়াময় অহঙ্করণরূপ আত্মবন্ধন ছিন্ন করতঃ অচ্যুতাত্মাকে অনুভব করত অবস্থান করে, তাহাকেই,—হে অঙ্গ, (পণ্ডিতগণ) আত্যন্তিক সংপ্লব বলেন।"[৫] 'আত্যন্তিক সংপ্লব বা লয় শব্দের অর্থ 'মুক্তি'ই।[৬] ভগবৎসাক্ষাৎকারই তাঁহাতে পরা-

আর্তিং প্রপদ্যেঽখিলদেহভাজা—

মন্তঃস্থিতো যেন ভবন্ত্যদুঃখাঃ॥" (ঐ, ৯।২১।১২

১) (বিষ্ণু)ভাগপু, ৪।২৪।৫৭

২) ঐ, ৪।৩০।৩৪＝৪।২৪।৫৭ (প্রথম চরণে "তুলয়াম লবেনাপি" পাঠান্তরে)

৩) ঐ, ৫।১৯।১৯

৪) ঐ, ৭।৬।১৮ ; তাঁহার মতে ঐ আদিদেব "কেবলানুভবানন্দস্বরূপ পরমেশ্বর"—(ঐ, ৭।৬।২৩)

৫) ঐ, ১২।৪।৩৪ 'অচ্যুতাত্মাকে অনুভব' পদের তাৎপর্য 'অচ্যুতনামক পরমাত্মাকে অনুভব' কিংবা আপন অচ্যুতস্বরূপের অনুভব হইতে পারে।

৬) দেখ—"আত্যন্তিকশ্চ মোক্ষাখ্যঃ"—(বিষ্ণুপু, ৬।৩।২·২)

"নিরস্তাতিশয়াহ্লাদসুখভাবৈকলক্ষণা।

ভৈষজ্যং ভগবৎপ্রাপ্তিরেকাত্যন্তিকী মতা॥"—(ঐ, ৬।৫।৫৯)

এই সকল প্রমাণমূলে জীবগোস্বামীও স্বীকার করিয়াছেন যে 'আত্যন্তিক সংপ্লব' মুক্তিই ('প্রীতিসন্দর্ভ' ('ভাগবতসন্দর্ভ', ৬৭৪ পৃষ্ঠা)। আরও দেখ—'তত্ত্বসন্দর্ভ' (ঐ, ৪৭ পৃষ্ঠা)।

প্রীতি বা প্রেমাভক্তি।[১] সুতরাং প্রেমা ভক্তি মুক্তিই। গজেন্দ্র ভগবান্‌কে 'অপবর্গ' বলিয়াছেন।[২] কেহ কেহ ভগবচ্চরণকে "অপবর্গশরণ" ('অপবর্গভূত শরণ')[৩] বা "আপবর্গ্যশরণ" ('মুক্তদিগের শরণ')[৪] বলিয়াছেন। প্রকৃত পক্ষে ভবেরই অপবর্গ হয়। "ভবাপবর্গার্থ" লোকে ভগবান্‌কে ভজন করে বা তাঁহার শরণ গ্রহণ করে।[৫] যেহেতু তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া জীব ভবের অপবর্গ করে বা অপবর্গ লাভ করে সেই হেতু তিনি অপবর্গ। রুক্মিণী তাঁহাকে "অনৃতাপবর্গ" ('অনৃতের বা সংসারের অপবর্গ" বা নাশ') বলিয়াছেন।[৬] কৃষ্ণের স্বোক্তিমতে তিনি "অপবর্গেশ" ও "অপবর্গসম্পদ"।[৭]

ঐ সকল বচন আচার্য জীবগোস্বামীও উদ্ধৃত করিয়াছেন।[৮] তিনি স্বীকার করিয়াছেন যে প্রথম বচনের (শুকদেবের উক্তির) তাৎপর্য এই যে "অপবর্গো ভক্তিঃ" ('ভক্তি অপবর্গই')। উহার সমর্থনে তিনি দুইটি পুরাণ-বচনও উদ্ধৃত করিয়াছেন।[৯] উহাদের একটি 'স্কন্দপুরাণে'র (রেবাখণ্ডের),—

"নিশ্চলা ত্বয়ি ভক্তির্যা সৈব মুক্তির্জনার্দন।
মুক্তা এব হি ভক্তাস্তে তব বিষ্ণো যতো হরে।"

'হে জনার্দন, যাহা তোমাতে নিশ্চলা ভক্তি তাহা নিশ্চয় মুক্তি। কেননা, হে বিষ্ণু, হে হরি, মুক্তগণই তোমার (প্রকৃত) ভক্ত'। অপরটি 'পদ্মপুরাণে'র (উত্তরখণ্ডের),—

"বিষ্ণোরনুচরত্বং হি মোক্ষমাহুর্মনীষিণঃ"

'বিষ্ণুর অনুচরত্বকেই মনীষিগণ মোক্ষ বলেন।' জীবগোস্বামী বলেন, উক্ত দ্বিতীয় বচনে প্রহ্লাদ "শ্রীভগবৎসাক্ষাৎকারের মুক্তিত্ব" খ্যাপন করিয়াছেন। "অত্র নারায়ণস্যাপবর্গত্বং তৎ-সাক্ষাৎকৃতাবেব পর্যবস্যতি। তস্যা এব সংসারধ্বংসপূর্বকপরমানন্দপ্রাপ্তিরূপত্বাৎ" ইত্যাদি (এইখানে নারায়ণে অপবর্গত্ব নিশ্চয় তৎসাক্ষাৎকারে পর্যবসিত হয়। যেহেতু উহারই সংসারকে ধ্বংস পূর্বক পরমানন্দপ্রাপ্তি-রূপত্ব ইত্যাদি)।

ইহা বিশেষভাবে প্রণিধান কর্তব্য যে ঐ প্রথমোদ্ধৃত বচনে শুকদেব বলিয়াছেন যে সংসৃতির হেতুভূত অবিদ্যাগ্রন্থি ছেদন পূর্বক ঐ পরা ভক্তি লাভ হয়।[১০] অবিদ্যা এবং তজ্জনিত সংসৃতির বিনাশকেই মুক্তি বলা হয়। তাই ঐ পরাভক্তিকে মুক্তি বা অপবর্গ বলা হইয়াছে।[১১] অপরেও সেই প্রকার বলিয়াছেন। যথা, মহাভাগবত প্রহ্লাদ বলিয়াছেন, মহান্ ভক্তিযোগ

---

১) দেখ—'প্রীতিসন্দর্ভ' ('ভাগবতসন্দর্ভ', ৬৭৫-৬ পৃষ্ঠা)।

২) (বিষ্ণু)ভাগপু, ৮।৩।১৫ ৩) "তে অঙ্ঘ্রিমূলং—অপবর্গশরণং"—(ঐ, ১।৯।১৬) [প্রহ্লাদ]

৪) "আপবর্গ্যশরণং তব পাদমূলং"—(ঐ, ৪।৯।৮·২) [ধ্রুব]

৫) দেখ—ঐ, ১০।৬৩।৪৪ ; ১০।৬৪।২৬ ৬) ঐ, ১০।৬০।৪৩ ৭) ঐ, ১০।৬০।৫২ ও ৫৩

৮) দেখ—'ভগবৎসন্দর্ভ' ('ভাগবতসন্দর্ভ ১৭৬ পৃষ্ঠা); 'ভক্তিসন্দর্ভ' (ঐ, ৪৫৩ পৃষ্ঠা); 'প্রীতিসন্দর্ভ' (ঐ, পৃষ্ঠা, ৬৭৪, ৬৮৪, ৬৯৭

৯ 'ভক্তিসন্দর্ভ' (ঐ, ৪৫৩ পৃষ্ঠা); 'প্রীতিসন্দর্ভ' (ঐ, ৬৯৭ পৃষ্ঠা)

১০) ভক্তি যে '(বিষ্ণু)ভাগবতপুরাণে'র মতে, অবিদ্যাবিনাশের স্বতন্ত্র মার্গ, তাহা পূর্বেও প্রদর্শিত হইয়াছে।

১১) জীবগোস্বামী বলিয়াছেন, "এষ এব চ মুক্তিশব্দার্থঃ, সংসারবন্ধচ্ছেদপূর্বকত্বাৎ।"—('প্রীতিসন্দর্ভ' ('ভাগবত-সন্দর্ভ' ৬৭৪ পৃষ্ঠা); "অপবৃজ্যতে যেনেতি নিরুক্ত্যা ইতিভাবঃ।" (ঐ, ৬৯৭ পৃষ্ঠা)।

দ্বারা মনুষ্যের "বীজানুশয়" সমূলে বিনষ্ট হয় এবং অধোক্ষজের সম্যক্ প্রাপ্তি হয়; "অধোক্ষজালম্ভ ইহসংসারে অশুভাত্মা শরীরীদিগের সংস্মৃতি-চক্র-শাতন; বিদ্বান্‌গণ জানেন, তাহাই ব্রহ্মনির্বাণরূপ আনন্দ ('তদ্‌ব্রহ্ম-নির্বাণসুখং বিদুর্বুধাঃ।"[১]

'(বিষ্ণু)ভাগবতপুরাণে' কিঞ্চিৎ প্রকারান্তরেও বলা হইয়াছে যে পরাভক্তি মুক্তিই। যথা, ভগবান্ কপিল বলিয়াছেন, স্বাভাবিকী ও অনিমিত্তা ভাগবতী ভক্তি" তাহাই "জরয়ত্যাশু যা কোশং নিগীর্ণমনলো যথা" 'যাহা (দেহ) কোশকে সত্বর জীর্ণ করে, যেমন (জঠরের) অনল ভুক্তদ্রব্যকে জীর্ণ করে')[২] "যেনাতিব্রজ্য ত্রিগুণং মদ্ভাবায়োপপদ্যতে" ('যাহা দ্বারা (জীব) ত্রিগুণ অতিক্রম করতঃ মদ্ভাব অর্থাৎ ভগদ্ভাব লাভ করিতে সমর্থ হয়')।[৩] মহারাজ পৃথু বলিয়াছেন, যে ভগবানের চরণ আশ্রয় করিয়াছে, তাহার সমস্ত মনোমল নিঃশেষে ধৌত হইয়া যায়; সে (বিষয়ে)অসঙ্গ এবং (ভগবানের) বিজ্ঞান ও সাক্ষাৎকারযুক্ত হয়; এবং "ন সংস্মৃতিং ক্লেশবহাং প্রপদ্যতে" ('ক্লেশপ্রদ সংস্মৃতি প্রাপ্ত হয় না')।[৪] ঋষভদেব পক্ষান্তরে বলিয়াছেন,

"প্রীতির্যাবন্ময়ি বাসুদেবে
ন মুচ্যতে দেহযোগেন তাবৎ॥"[৫]

অর্থাৎ যাবৎ পর্যন্ত বাসুদেবে প্রীতি না হয়, তাবৎপর্যন্ত দেহযোগ হইতে মুক্ত হয় না। সুতরাং তাঁহার মতে বাসুদেবে প্রীতি হইলে, দেহবন্ধন হইতে মুক্তি হয়। যেহেতু পরাভক্তি হইলে দেহবন্ধন বিনষ্ট হয়, আর সংস্মৃতিপ্রাপ্ত হয় না এবং ব্রহ্মত্ব লাভ হয় সেইহেতু উহা মুক্তিই। তাই পরাভক্তিকে "নিঃশ্রেয়স", "নির্বৃতি", "পরমানির্বৃতি" প্রভৃতিও বলা হয়। ঐ সকল সংজ্ঞা সাধারণতঃ মুক্তিকে বুঝায়। দেবহুতি বলিয়াছেন যে ভক্তিদ্বারা নির্বাণরূপ ভগবৎপদ শীঘ্র লাভ হয়।[৬]

আরও একটি কথা এখানে বিবেচ্য। '(বিষ্ণু)ভাগবতপুরাণে'র প্রারম্ভে উক্ত হইয়াছে যে "নিঃশ্রেয়সায় লোকস্য" ('লোকের নিঃশ্রেয়সার্থই') পরমর্ষি ব্যাস উহাকে রচনা করিয়াছিলেন।[৭] উহার উপসংহারে উক্ত হইয়াছে যে উহা "কৈবল্যৈকপ্রয়োজনং" (অর্থাৎ উহার প্রয়োজন একমাত্র কৈবল্য);[৮] "ভক্তি সহকারে উহার শ্রবণ, পঠন ও বিচারণ পরায়ণ মনুষ্য বিমুক্ত হয়।"[৯] উহা শ্রবণের পর মহারাজ পরীক্ষিৎ শুকদেবকে বলেন যে তিনি "সিদ্ধ" হইয়াছেন; "হে ভগবান্, আমি তক্ষকাদি মৃত্যুসমূহ হইতে (আর) ভয় করি না; (কেননা), আমি আপনার দ্বারা প্রদর্শিত অভয় এবং নির্বাণ ব্রহ্মে প্রবিষ্ট হইয়াছি।"[১০] টীকাকার শ্রীধরস্বামী বলিয়াছেন যে ঐ নির্বাণ কৈবল্যরূপ; সেই হেতু তাহা অভয়। সুতরাং তাঁহার নিজের উক্তি মতে পরীক্ষিৎ সিদ্ধিলাভ করেন, নির্বাণ বা কৈবল্য লাভ করেন, ব্রহ্মে প্রবিষ্ট হন। সূত বলিয়াছেন যে তিনি (পরীক্ষিৎ) "ব্রহ্মভূত" হন।[১১] তারপর ইহা কথিত হইয়াছে

---

১) (বিষ্ণু)ভাগপু, ৭।৭।৩৬-৭ ২) ঐ, ৩।২৫।৩৩ ৩) ঐ, ৩।২৯।১৪ ৪) ঐ, ৪।২১।৩২
৫) ঐ, ৫।৫।৬'২ ৬) ঐ, ৩।২৫।২৮
৭) (বিষ্ণু)ভাগপু, ১।৩।৪০'১ ৮) ঐ, ১২।১৩।১২'২ ৯) ঐ, ১২।১৩।১৮'২
১০) ঐ, ১২।৬।৫ ১১) ঐ, ১২।৬।১০, ১৩

যে '(বিষ্ণু)ভাগবতপুরাণে'র দশ লক্ষণের একটি মুক্তি।[১] এইরূপে উপক্রম ও উপসংহার, তথা লক্ষণ-নির্দেশ ও দৃষ্টান্ত, হইতে নিশ্চিতরূপে জানা যায় যে '(বিষ্ণু)ভাগবতপুরাণে'র একমাত্র উদ্দেশ্য মানুষকে নিঃশ্রেয়স, কৈবল্য, মুক্তি, নির্বাণ বা সিদ্ধি প্রাপ্ত করান, তাহাকে ব্রহ্মে প্রবেশ করান বা ব্রহ্মভূত করা। উহার উদ্দেশ্য মানুষকে পরাভক্তি লাভ করান বলিয়া কিংবা উহার লক্ষণ পরাভক্তি বলিয়া কোথাও পরিষ্কার বলা হয় নাই। মুক্তির স্বরূপ উহাতে এই প্রকারে ব্যাখ্যাত হইয়াছে,—

"মুক্তির্হিত্বাঽন্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ।"[২]

'(অবিদ্যা কর্তৃক অধ্যস্ত) অন্যথা-রূপ পরিত্যাগ করত স্বরূপে ব্যবস্থিতিই মুক্তি।' উহাই কৈবল্য। কেননা, ভগবান্ কপিলদেব বলিয়াছেন, "আমার ভক্ত ধীর ব্যক্তি, আমার মহান্ প্রসাদে, আত্মসাক্ষাৎকার দ্বারা ('স্বদৃশা') ছিন্নসংশয় ও প্রতিবুদ্ধার্থ হইয়া, অনায়াসে কৈবল্যাখ্য স্বসংস্থান (অর্থাৎ স্বস্বরূপে সম্যক্ অবস্থান) এবং মদাশ্রয় নিঃশ্রেয়স প্রাপ্ত হয়। লিঙ্গশরীর নাশ হয় বলিয়া তাহাতে গমন করিয়া (অর্থাৎ সেই অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া) যোগী ইহসংসারে পুনরাবর্তন করে না।"[৩] ভগবান্ বলিয়াছেন,

"যদা রহিতমাত্মানং ভুতেন্দ্রিয়গুণাশয়ৈঃ।
স্বরূপেণ ময়োপেতং পশ্যন্ স্বারাজ্যমৃচ্ছতি॥"[৪]

'(মানুষ) যখন নিজেকে ভুতেন্দ্রিয়গুণাশয়সমূহ-রহিত এবং (সেই) স্বরূপে আমার সহিত একীভূত বলিয়া উপলব্ধি করে, তখন স্বারাজ্য লাভ করে (অর্থাৎ স্বীয় চিৎস্বরূপে স্থিত যয়)।'[৫]

'(বিষ্ণু)ভাগবতপুরাণে'র এক স্থলে উক্ত হইয়াছে যে "প্রকৃতি হইতে পর",—"পরাবর-সমূহের পরম" তত্ত্ব আত্মাই কৈবল্য। তাহা নিরুপাধিক বলিয়া কেবলানুভবানন্দস্বরূপ। সেই হেতু তাহাকে 'কৈবল্য' বলা হয়। মানুষ মায়াকে অতিক্রম করিয়া ঐ কৈবল্যস্বরূপ আত্মায় স্থিত হয়।[৬] যেহেতু তাহা পরমতত্ত্ব, সেই হেতু ততোধিক শ্রেষ্ঠগতি মানুষের আর হইতে পারে না। তাই ভগবান্ কপিলদেব বলিয়াছেন উহা মানুষের "আত্যন্তিকী গতি"।[৭] আচার্য জীবগোস্বামী 'কৈবল্য' সংজ্ঞার একাধিক প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি বলেন,[৮] কেবল শব্দের অর্থ 'শুদ্ধ'; উহার ভাব অর্থাৎ শুদ্ধত্বই কৈবল্য। পরমতত্ত্বের জ্ঞানই শুদ্ধত্ব। সুতরাং 'কৈবল্য' শব্দের তাৎপর্য "পরমতত্ত্বজ্ঞানানুভব"। অথবা পরমের স্বভাবই 'কৈবল্য' সংজ্ঞার দ্বারা অভিহিত হয়। যেমন 'স্কন্দপুরাণে' উক্ত হইয়াছে,

"ব্রহ্মেশানাদিভির্যৎ প্রাপ্তুং নৈব শক্যতে॥
স যৎস্বভাবঃ কৈবল্যং স ভবান্ কেবলো হরে॥"

---

১) (বিষ্ণু)ভাগপু, ২।৯।৪৩ ; ২।১০।১—২

২) ঐ, ২।১০।৬ ৩) ঐ, ৩।২৭।২৮-৯ ৪) ঐ, ৩।১০।৩০

) "তদা চ মিথ্যাজ্ঞাননিবৃত্তৌ মুচ্যতে ইত্যাহ—যদেতি। ভূতাদিভির্বিরহিতমাত্মানং জীবং শুদ্ধ-ত্বং-পদার্থং স্বরূপেণ স্বস্তাত্মভূতেন ময়া তৎপদার্থেন উপেতমেকীভূতং পশ্যন্ ভবতি তদা স্বারাজ্যং মোক্ষং প্রাপ্নোতি।"
)

৫) (বিষ্ণু)ভাগপু, ১।৭।২৩ ও ১১।৯।১৮ ৬) ঐ, ৩।২৭।২৯

৭) 'প্রীতিসন্দভ'', ভাগবতসন্দর্ভ', ৬৭৭ পৃষ্ঠা)

'ব্রহ্মা, শিব, প্রভৃতিও যাঁহাকে পাইতে সমর্থ হন না, তিনি যৎস্বভাব তাহা কৈবল্য। হে হরি, সেই তুমি কেবল।' কখন কখন স্বার্থিকতদ্ধিতান্ত দ্বারা পরমকে কৈবল্য বলা হইয়াছে। যথা শ্রীদত্তাত্রেয়শিক্ষায় আছে, "কেবলানুভবানন্দসন্দোহো নিরুপাধিকঃ" ইত্যাদি।[১] "তথাপি উভয় প্রকারেই তাৎপর্য নিশ্চয় তদনুভবই, অথবা তৎস্বভাবই। উহাকে অনুভব করাইতেই এই শাস্ত্র প্রবৃত্ত হইয়াছে।"[২] অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন,[৩] '(বিষ্ণু)ভাগবতপুরাণে'র "কৈবল্যৈক-প্রয়োজনং" বাক্যের 'কৈবল্য' শব্দের অর্থ যদি 'শুদ্ধত্ব' করা হয়, তবে উহার তাৎপর্য 'ভগবৎ-প্রীতি'ই হইবে; কেননা, "তৎপ্রীত্যেকতাৎপর্যা এব পরমশুদ্ধাঃ" 'পূর্বে 'ভক্তিসন্দর্ভে'ও 'শুদ্ধ' শব্দ দ্বারা 'ঐকান্তিক ভক্ত'ই (অভিহিত হইয়াছে বলিয়া) প্রতিপাদিত হইয়াছে।"[৪] অথবা ঐখানে 'কৈবল্য, শব্দ দ্বারা যদি 'ভগবান'ই কিংবা 'তৎস্বভাব'ই উক্ত হইয়া থাকে, তথাপি "প্রীতিমতামেব" ('প্রীতিমানদিগেরই')। কেননা, ভক্তের "প্রীতিতেই বিশ্রান্তি" হয়। "বস্তু-তন্তুকন্যায়েন কৈবল্যাদিশব্দাঃ শুদ্ধভক্তিবাচকতাপ্রধানা এব" (পরন্তু উক্ত যুক্তিতে কৈবল্যাদি শব্দসমূহ বস্তুতঃ শুদ্ধভক্তিবাচকতাপ্রধানই')। "যথাবর্ণবিধানমপবর্গশ্চ" ইত্যাদি বচনে তাহাই বলা হইয়াছে।[৫] এক স্থলে তিনি বলিয়াছেন, কৈবল্য = "মোক্ষাখ্য শ্রীবৈকুণ্ঠলক্ষণ আত্মা।"[৬] ইহাও বলা উচিত যে '(বিষ্ণু)ভাগবতপুরাণে' মুক্তিকে পর ব্রহ্ম বা পরমাত্মা হইতে ভিন্নও বলা হইয়াছে। কেননা, কথিত হইয়াছে যে উহার দশ লক্ষণের একটি,—দশম লক্ষণ 'আশ্রয়', নবম লক্ষণ 'মুক্তি';[৭] পরব্রহ্ম বা পরমাত্মাই 'আশ্রয়' বলিয়া অভিহিত হয়,[৮] সর্গাদিমুক্তিপর্যন্ত নব লক্ষণ; দশম লক্ষণ পরমাত্মার "বিশুদ্ধ্যর্থই"; মহাত্মাগণ শ্রুত্যাদিতে তাহা পরিষ্কার বর্ণনা করিয়াছেন।[৯] প্রকৃত তত্ত্ব এই যে অবিদ্যা এবং তজ্জনিত দেহাদি, তথা কর্মাদি, দ্বারা আত্মা বন্ধনগ্রস্ত হয়; আর ঐ সমস্ত অপগত হইলে মুক্ত হয়। সুতরাং অবিদ্যাদি বন্ধন হইতে মুক্তিই প্রকৃত মুক্তি। অবিদ্যাদি আত্মার স্বরূপগত নহে। উহারা আগন্তুক, এবং জীবের প্রকৃত স্বরূপকে আবৃত করে। সুতরাং উহাদের দ্বারা জীব বন্ধনগ্রস্ত হয়। তাই উহাদের হইতে মুক্ত হইলে জীব আপন স্বরূপ পুনঃপ্রাপ্ত হয়। সুতরাং মুক্তির ফলে স্বরূপপ্রাপ্তি হয়। স্বরূপ-প্রাপ্তির সাধন মুক্তিকেই আবার স্বরূপপ্রাপ্তি বলা হইয়াছে। অবিদ্যাদি হইতে মুক্ত হইলে আত্মা কেবল হয়। সুতরাং মুক্তি বা স্বরূপ-প্রাপ্তি কৈবল্য-প্রাপ্তি বা কৈবল্য। মুক্ত জীব পরমাত্মা হয়। সুতরাং পরমাত্মাভবনই স্বরূপ-প্রাপ্তি বা মুক্তি। অতএব কখন কখন বলা হয় যে পরমাত্মাই কৈবল্য।

এইরূপে পুনরায় প্রদর্শিত হইল যে '(বিষ্ণু)ভাগবতপুরাণে' পরাভক্তিকে কখন কখন

১) (বিষ্ণু ভাগপু, ১১।৯।১৮ ২) 'প্রীতিসন্দর্ভ' ('ভাগবতসন্দর্ভ', ৬৭৭ পৃষ্ঠা)

৩) 'প্রীতিসন্দর্ভ' ('ভাগবতসন্দর্ভ,' ৬৯৬-৭ পৃষ্ঠা)

৪) দেখ—'কৈবল্য শব্দে অভিহিত 'শুদ্ধত্ব' তাৎপর্যত "শুদ্ধভক্তত্বে" পর্যবসিত হয়। 'প্রীতিসন্দর্ভে' তাহা ব্যাখ্যাত হইবে। ('তত্ত্বসন্দর্ভ') (ভাগবতসন্দর্ভ, ৩৮ পৃষ্ঠা)।

৫) উদ্ধৃত প্রতীক '(বিষ্ণু)ভাগবতপুরাণে'র বচনেরই। (৫।১৯।১৮-৯; পূর্বে দেখ)

৬) 'ভগবৎসন্দর্ভ' (ভাগবতসন্দর্ভ, ৭৪ পৃষ্ঠা) ৭) (বিষ্ণু)ভাগপু, ২।৯।৪৩; ১০।১

৮) ঐ, ২।১০।৭; আরও দেখ—২।১০।৯ ৯) ঐ, ২।১০।২

মুক্তির সাধন, আর কখন কখন বা মুক্তি স্বয়ংই, বলা হইয়াছে। টীকাকার আচার্য শ্রীধরস্বামীও তাহা স্বীকার করিয়াছেন।[১] আচার্য জীবগোস্বামীও তাহা মানেন। ঐ বিষয়ে তাঁহার কতিপয় উক্তি পূর্বে উদ্ধৃত হইয়াছে। এইখানে অপর কতিপয় উক্তি উদ্ধৃত হইতেছে। যথা, ভগবান্ কপিল কর্তৃক ব্যাখ্যাত নিগুর্ণ-ভক্তি সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন

"তস্মাৎ স এব চাত্যন্তিকফলতয়া ভবতীত্যপবর্গ ইত্যর্থঃ।......নন্থ গুণত্রয়াত্যয়পূর্বক-ভগবৎসাক্ষাৎকার এবাপবর্গ ইতি চেৎ তস্যাপি তাদৃশধর্মত্বং সিদ্ধমেব" ইত্যাদি।[২] অন্যত্রও তিনি ভগবৎসাক্ষাৎকারকে মুক্তি বলিয়াছেন।

"তস্মাৎ স্বচ্ছচিত্তানামেব (ভগবৎ) সাক্ষাৎকারঃ, স এব চ মুক্তিসংজ্ঞ ইতি স্থিতম্।"[৩]

"অথৈতস্যাং ভগবৎসাক্ষাৎকারলক্ষণায়াং মুক্তৌ জীবদবস্থামাহ" ইত্যাদি।[৪]

"পরমতত্ত্বসাক্ষাৎকারলক্ষণ তজ্জ্ঞানই পরমানন্দ-প্রাপ্তি। উহা নিশ্চয় পরমপুরুষার্থ। তাহার (অর্থাৎ পরমতত্ত্ববিষয়ক) অজ্ঞান নির্বীজরূপে গেলে স্বাত্মাজ্ঞাননিবৃত্তি এবং আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি স্বতঃই সম্পন্ন হয়।"[৫] ভগবান্ সনৎকুমার বলিয়াছেন, "তত্রাপি মোক্ষ এবার্থ আত্যন্তিকতয়েষ্যতে" (অর্থাৎ মোক্ষই পুরুষের আত্যন্তিক অর্থ বা প্রয়োজন বলিয়া কথিত হয়)।[৬] তদনুসরণে, তথা মৈত্রেয়ীর বচন[৭] মূলে জীবগোস্বামী বলেন, "সেই এই মুক্তিই আত্যন্তিকপুরুষার্থ বলিয়া উপদিষ্ট হয়।......এই প্রকারে পরমতত্ত্বসাক্ষাৎকারাত্মক সেই মোক্ষের পরমপুরুষার্থ সিদ্ধ হওয়াতে" ইত্যাদি।[৮] ঐ ভগবৎসাক্ষাৎকার বা পরমতত্ত্বসাক্ষাৎকারই তাঁহার মতে ভগবৎপ্রীতি বা উহার ফল। তিনি বলেন, "পুরুষপ্রয়োজন সুখপ্রাপ্তি এবং দুঃখনিবৃত্তি পর্যন্ত। পরন্তু শ্রীভগবৎপ্রীতিতে সুখত্ব এবং দুঃখনিবর্তকত্ব আত্যন্তিক বলিয়া কথিত হয়।"[৯] সেই প্রীতি দ্বারাই আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি হইয়া থাকে, যেই প্রীতি ব্যতীত তৎস্বরূপের এবং তদ্‌ধর্মান্তরবৃন্দের সাক্ষাৎকার সম্পন্ন হয় না। যথায় তাহা আছে, তথায় (উহা) অবশ্যই সম্পন্ন হয়। যতটা প্রীতি-সম্পত্তি, ততটাই তৎসম্পত্তি।......ভগবানের এবং তাঁহার গুণবৃন্দের স্বরূপ নিশ্চয় পরমসুখ। আবার সুখ নিরুপাধিক প্রীত্যাস্পদ। সুতরাং তদনুভবে প্রীতিরই মুখ্যত্ব। সেই কারণে পুরুষের উচিত সর্বদা উহারই অন্বেষণ করা। তাহাতে সিদ্ধ হয় যে উহাতেই পুরুষার্থ পরমতম।"[১০] ঐ ভগবৎপ্রীতিই জীবগোস্বামীর মতে পরাভক্তি—"ভক্তিঃ প্রীতিলক্ষণা"[১১] সুতরাং পরাভক্তি মুক্তিই। আনন্দমাত্র ভগবান্ প্রত্যগাত্মায় পরমাভক্তি হইলে অবিদ্যাগ্রন্থি ছিন্ন হয়।[১২] অতএব পরাভক্তির ফল মুক্তি।

---

১) যথা, তিনি লিখিয়াছেন, "ভক্তের্মুক্তিফলত্বং প্রপঞ্চয়তি" (ঐ, ১।২।১৫ টীকা)। আরও দেখ—৩।২৫।৩৩, ৩।২৯।১৪ ; প্রভৃতির টীকা।

২) 'ভক্তিসন্দর্ভ' ('ভাগবতসন্দর্ভ', ৫৯১-১ পৃষ্ঠা)। ৩) ('প্রীতিসন্দর্ভ' (ভাগবতসন্দর্ভ', ৬৯০ পৃষ্ঠা।

৪) ঐ, ৬৯১ পৃষ্ঠা। ৫) 'প্রীতিসন্দর্ভ' (ভাগবতসন্দর্ভ, ৬৭৪ পৃষ্ঠা)। ৬) (বিষ্ণু)ভাগপু, ৪।২২।৩৫'১

৭) "যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্যাম্"—(বৃহউ, ২।৪।৩ ; ৪।৫।৪)।

৮) 'প্রীতিসন্দর্ভ' (ভাগবতসন্দর্ভ ৬৭৫ পৃষ্ঠা) ৯) ঐ, (ঐ, ৬৭৩ পৃষ্ঠা)। ১০) ঐ, (ঐ, ৬৭৫ পৃষ্ঠা)

১১) ঐ, (ঐ, ৬৯৮ পৃষ্ঠা)। আরও দেখ—"ভক্ত্যা তৎকথারুচেরেব পরারস্থারূপায়া প্রেমলক্ষণয়া।" ('ভক্তি-সন্দর্ভ' (ভাগবতসন্দর্ভ, ৪৫৪ পৃষ্ঠা) ভক্তিসূত্রসমূহেও সেই প্রকার কথিত হইয়াছে।

১২) (বিষ্ণু)ভাগপু, ৪।১১।৩০ ; 'ভক্তিসন্দর্ভ' (ভাগবতসন্দর্ভ, ৫১৭ পৃষ্ঠা)

এইরূপে ভগবৎপ্রীতিকে ও ভগবৎসাক্ষাৎকারকে বারংবার মুক্তি এবং পরমপুরুষার্থ বলা সত্ত্বেও জীবগোস্বামী কখন কখন মুক্তি হইতে ভগবৎপ্রীতির শ্রেষ্ঠত্ব খ্যাপনও করিয়াছেন। (অথ মুক্তিভ্যো ভগবৎপ্রীতেরাধিক্যং বিব্রিয়তে")।[১] ঐ বিষয়ে তিনি একটি প্রমাণও উপস্থিত করিয়াছেন,—"অনিমিত্তা ভাগবতী ভক্তিঃ সিদ্ধের্গরীয়সী" ('অহৈতুকী ভাগবতী ভক্তি সিদ্ধি বা মুক্তি হইতেও শ্রেষ্ঠ')।[২] ঐ সকল স্থলে তিনি 'মুক্তি' শব্দকে কিঞ্চিৎ ভিন্ন, অথবা আরও বিশেষ করিয়া বলিলে, কিঞ্চিৎ সঙ্কীর্ণ অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। আমরা তাহা প্রদর্শন করিব। তিনি বলিয়াছেন, "অংশের (জীবের) অংশীকে (পরমাত্মাকে) প্রাপ্তি দুই প্রকারে (হয় বলিয়া) যোজনা করিতে হইবে। প্রথম মায়ার বৃত্তি অবিদ্যার নাশের অনন্তর ব্রহ্মপ্রাপ্তি। উহা কেবলতৎস্বরূপশক্তিলক্ষণ তদ্বিজ্ঞানের আবির্ভাব মাত্র। উহা, উপাসনার ভেদ অনুসারে, স্বস্থানেই হইতে পারে, অথবা ক্রমে সর্বলোক,—সর্ব আবরণ, অতিক্রমণের অনন্তরও হইতে পারে। দ্বিতীয় ভগবৎপ্রাপ্তি। সেই বিভুর অসর্বপ্রকটের তাহাতে আবির্ভাব হইলে পর বৈকুণ্ঠে সর্ব-প্রকট সেই বিভু দ্বারা অচিন্ত্যশক্তি প্রভাবে স্বচরণারবিন্দসান্নিধ্য-প্রাপণ দ্বারা (ভগবৎ-প্রাপ্তি হয়)। তাহা এই প্রকারে স্থিত হওয়াতে ঐ মুক্তি উৎক্রান্তদশায়, তথা জীবদ্দশায়ও হয়। এই প্রকারে পরমতত্ত্বসাক্ষাৎকারাত্মক সেই মোক্ষের পরমপুরুষার্থত্ব সিদ্ধ হওয়াতে পুনরায় বিবেচনা করা যাইতেছে। ঐ পরমতত্ত্ব দ্বিধা আবির্ভূত হয়,—অস্পষ্টবিশেষত্বরূপে এবং স্পষ্ট-স্বরূপভূতবিশেষত্বরূপে। তত্র ব্রহ্মাখ্য অস্পষ্টবিশেষ-পরতত্ত্বের সাক্ষাৎকার হইতেও ভগবৎ, পরমাত্মা প্রভৃতি আখ্যায় অভিহিত স্পষ্টবিশেষ তাহার সাক্ষাৎকারের উৎকর্ষ 'ভগবৎসন্দর্ভে'··· প্রদর্শন করিয়াছি।[৩] এইখানেও ('প্রীতিসন্দর্ভে') অপর কথায় তাহা প্রদর্শন করিব। সুতরাং, তত্রাপি, পরমাত্মাদিলক্ষণনানাবস্থভগবৎ-সাক্ষাৎকারই নিশ্চয় পরম।

"তত্র তত্ত্বং দ্বিধা স্ফুরতি ভগবদ্রূপেণ ব্রহ্মরূপেণ চেতি। চিচ্ছক্তিরপি দ্বিধা তদীয় স্বয়ংপ্রকাশাদিময়-ভক্তিরূপেণ তন্ময়জ্ঞানরূপেণ চ। ততো ভক্তিময়শ্রুতয়ো ভগবতি চরন্তি জ্ঞানময়শ্রুতয়ো ব্রহ্মণীতিসামান্যতঃ সিদ্ধান্তিতম্।"[৪]

'সেই (পরম)তত্ত্ব ভগবদ্রূপে এবং ব্রহ্মরূপে—এই দুই রূপে স্ফুরিত হয়। চিচ্ছক্তিও দুই রূপে (স্ফুরিত হয়)—তদীয় স্বয়ংপ্রকাশাদিময় ভক্তিরূপে এবং তন্ময় জ্ঞানরূপে। সেইহেতু ভক্তিময় শ্রুতিসমূহ ভগবানে বিচরণ করে (অর্থাৎ তদ্বিষয়ক), আর জ্ঞানময় শ্রুতিসমূহ ব্রহ্মে। সামান্যতঃ ইহা সিদ্ধান্তিত হইল।' "এই প্রকারে শ্রীভগবান্ই অখণ্ডতত্ত্ব। তাদৃশ (অর্থাৎ তাঁহাকে সেই প্রকৃত স্বরূপে উপলব্ধি করার) যোগ্যতার অভাব হেতু কোন কোন সাধকগণের নিকট তিনি সামান্যাকারে উদয় হন। সেই অসম্যক্স্ফূর্তিই ব্রহ্ম।"[৫] এই প্রকারের বচন

১) 'প্রীতিসন্দর্ভ' (ভাগবতসন্দর্ভ, ৬৯৬ পৃষ্ঠা)

২) 'ভগবৎসন্দর্ভ' (ভাগবতসন্দর্ভ' ১৫৫ পৃষ্ঠা) অনূদিত বচন কপিলদেবের। (বিষ্ণু)ভাগপু' ৩।২৫।৩৩

৩) পরেও তিনি বলিয়াছেন, "ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হইতে ভগবৎসাক্ষাৎকারের উৎকর্ষ 'ভগবৎসন্দর্ভে'...দর্শিত হইয়াছে।" ঐ, (ঐ, ৬৯০ পৃষ্ঠা) দেখ—'ভগবৎসন্দর্ভ' (ভাগবতসন্দর্ভ, ১৪৭ পৃষ্ঠা)।

৪) 'ভগবৎসন্দর্ভ' (ভাগবতসন্দর্ভ, ১৭৮ পৃষ্ঠা)। ৫) ঐ, (ঐ. ১৫৫ পৃষ্ঠা)

আরও অনেক আছে।[১] জীবগোস্বামী কখন কখন 'মুক্তি', 'কৈবল্য', প্রভৃতি সংজ্ঞাকে ঐ ব্রহ্মসাক্ষাৎকার বা ব্রহ্মানুভব মাত্রে নিবদ্ধ রাখিয়াছেন। যথা, তিনি লিখিয়াছেন "ব্রহ্মকৈবল্য-রূপং মোক্ষম্", "কেবল্য নির্বিশেষস্ত ব্রহ্মণঃ শুদ্ধজীবাভেদেন জ্ঞানং কৈবল্যম্" ('কেবল বা নির্বিশেষ ব্রহ্মের শুদ্ধজীবের সহিত অভেদ জ্ঞান কৈবল্য')।[২] ঐ অর্থেই মুক্তিকে তিনি ভগবৎপ্রীতি হইতে নিকৃষ্ট বলিয়াছেন। "অতএব কৈবল্যাৎ মোক্ষাদপ্যেকঃ শ্রেষ্ঠো যো ভগবৎ-প্রীতিলক্ষণোঽর্থঃ" (অর্থাৎ ভগবৎপ্রীতি কৈবল্য বা মোক্ষ হইতেও শ্রেষ্ঠ এবং উহাই পরম পুরুষার্থ)।[৩] শাস্ত্রে সালোক্যসামীপ্যাদিকেও মুক্তি বলা হয়। জীবগোস্বামী উহাদিগকেও অঙ্গীকার করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, লিঙ্গদেশ হইতে উৎক্রমণের পর অপবর্গ-শরণ ভগবচ্চরণে গমন জীবের অন্তিম অবস্থা; এবং উহাই মুক্তি। ঐ মুক্তি পঞ্চবিধ—সালোক্য, সার্ষ্টি, সারূপ্য, সামীপ্য ও সাযুজ্য। উহারা সকলেই গুণাতীত এবং অনাবৃত্তিরহিত (অর্থাৎ ঐ সকল প্রাপ্ত হইলে ইহসংসারে আর পুনরাবর্তন করিতে হয় না)। উহারাও ব্রহ্মকৈবল্য হইতে শ্রেষ্ঠ।

"তত্রৈষাং সালোক্যাদীনামনবচ্ছিন্নভগবৎপ্রাপ্তিরূপতয়া তৎসাক্ষাৎকারবিশেষত্বেন ব্রহ্ম-কৈবল্যাদাধিক্যং প্রাচীনবচনৈঃ সুতরামেব সিদ্ধম্। অতএব ক্রমমুক্তিবৎ ক্রমভগবৎপ্রাপ্তৌ ব্রহ্মপ্রাপ্ত্যনন্তরভাবিত্বমপি কচিৎ শ্রূয়তে।"[৪]

অর্থাৎ অনবচ্ছিন্নভাবে ভগবৎপ্রাপ্তিরূপতা হেতু তৎসাক্ষাৎকারবিশেষ বলিয়া সালোক্যাদি পঞ্চবিধ মুক্তির ব্রহ্মকৈবল্য হইতে আধিক্য প্রাচীন বচনসমূহ দ্বারা নিশ্চয় সিদ্ধ হয়। কখন কখন ইহাও শুনা যায় যে ক্রমমুক্তির ন্যায় ক্রমভগবৎপ্রাপ্তিতে ব্রহ্মপ্রাপ্তির অনন্তরই উহাদের প্রাপ্তি হয়। অনন্তর তিনি বলিয়াছেন যে ভগবৎপ্রীতি ঐ সকল মুক্তি হইতে শ্রেষ্ঠ ("অথ মুক্তিভ্যো ভগবৎপ্রীতেরাধিক্যং বিব্রিয়তে")। যদিও ভগবৎপ্রীতি ব্যতীত উহাদিগকে লাভ করা যায় না, তথাপি কেহ কেহ মনে করে যে সালোক্যাদি প্রাপ্তির তাৎপর্য নিজের দুঃখের নাশের জন্যই সামীপ্যাদি লক্ষণ সম্পত্তিতে মাত্র, ভগবৎপ্রীত্যর্থই নহে। তাই ভগবৎপ্রীতি হইতে উহারা ন্যূন।[৫]

মুক্তিকৈবল্যাদি সংজ্ঞাসমূহকে যে জীবগোস্বামী সর্বদা ঐ প্রকার সঙ্কীর্ণ অর্থে ব্যবহার করেন নাই, ভগবৎপ্রীতি অর্থেও যে তিনি উহাদের ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। আর এক প্রকারেও সিদ্ধ করা যায় যে ভগবৎপ্রীতি তাঁহার মতে মুক্তি। তাহা

---

১) দেখ—S. K. De, Early Hist. Vaisnava Faith etc. পৃষ্ঠা ২০৭-৮, ২২২-৪

২) 'ভক্তিসন্দর্ভ' ('ভাগবতসন্দর্ভ' ৪১৮ পৃষ্ঠা)। আরও দেখ,—

"ব্রহ্মজ্ঞানং দ্বিবিধানাং জায়তে। তত্র ভগবদুপাসকানামানুষঙ্গিকত্বেন ব্রহ্মোপাসকানাং স্বতন্ত্রত্বেন। ভগবদু-পাসকৈস্তু ভগবচ্ছক্তিরূপয়া ভক্ত্যা কিঞ্চিদ্‌ভেদেনৈব গৃহ্যতে।…ব্রহ্মোপাসকৈস্তু পূর্ববদভেদেনৈব গৃহ্যতে।" (ঐ, ৫১৯-২০ পৃষ্ঠা)

৩) 'প্রীতিসন্দর্ভ' (ভাগবৎসন্দর্ভ, ৬৯৭ পৃষ্ঠা) ৪) ঐ, (ঐ, ৬৯৫ পৃষ্ঠা)

৫) "তত্র যদ্যপি তৎপ্রীতিং বিনা তা অপি ন সন্ত্যেব তথাপি কেষাঞ্চিত্তেষাং স্বস্ত দুঃখহানৌ সামীপ্যাদিলক্ষণ-সম্পত্তাবপি তাৎপর্যং ন তু শ্রীভগবত্যেবেতি তেষু ন্যূনতা।" (ঐ, ৬৯৬ পৃষ্ঠা)

উল্লেখ করা উচিত বোধ হয়। জীবগোস্বামীর মতে, হরিভক্তি মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ, আগন্তুক নহে ; সুতরাং নিত্য। যথা, তিনি বলিয়াছেন,

"তস্মাৎ সুতরামেব সর্বেষাং শ্রীহরিভক্তির্নিত্যেত্যায়াতম্।"[১]

"তস্মাৎ ভক্তের্মহানিত্যত্বেনাপ্যভিধেয়ত্বমাযাতম্।······জীবানাং স্বভাবসিদ্ধা সৈবেতি ব্যাখ্যেয়ম্।"

"ইয়মকিঞ্চনাখ্যা ভক্তিরেব জীবানাং স্বভাবত উচিতা। স্বাভাবিকতদাশ্রয়া হি জীবাঃ।"[২] 'এই ভক্তি,—যাহা অকিঞ্চন (ভক্তি) নামে কথিত হয় তাহা, (করা) জীবগণের স্বভাবতঃই উচিত। কেননা, জীবগণের তদাশ্রয় স্বাভাবিক।' পরন্তু অবিদ্যা বশতঃ জীব আপন স্বরূপ বিস্মৃত হইয়াছে এবং তদ্ধেতু ভগবদ্ভক্তিবিমুখ হইয়াছে। সুতরাং ঐ জীব যখন আবার ভগবানে পরাভক্তি লাভ করে, তখন সে স্বরূপ প্রাপ্ত হয় মাত্র। সংসারদশায় অন্যথারূপ পরিত্যাগ করত স্বরূপে স্থিতিকে '(বিষ্ণু)ভাগবতপুরাণে' মুক্তি বলা হইয়াছে ("মুক্তির্হিত্বান্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ")।[৩] জীবগোস্বামীও তাহা মানিয়াছেন।[৪] তাহাতে প্রকারান্তরে ইহা প্রতিজ্ঞাত হইয়া পড়িয়াছে যে ভগবদ্ভক্তি মুক্তিই।

'গীতা'য় কৃষ্ণ বলিয়াছেন, অনন্যা বা অব্যভিচারী ভক্তিদ্বারা মনুষ্য গুণত্রয়কে অতিক্রম করত "ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে" ('ব্রহ্ম হইতে কল্পিত হয়' অর্থাৎ নিশ্চয় ব্রহ্ম হইবেই)।[৫] '(বিষ্ণু) ভাগবতপুরাণে' কপিল এবং কৃষ্ণও প্রায় সেই প্রকার কথা বলিয়াছেন।[৬] ভগবানে অনন্যা ভক্তি দ্বারা মানুষের মন ভগবন্ময় হয় এবং ভগবানে তন্ময় হইলে মানুষ ভগবান্ হয়।[৭] কৃষ্ণ বলেন, "বিষয়ের ধ্যানশীল চিত্ত বিষয়ে আসক্ত হয়, আর আমাকে অনুস্মরণশীল চিত্ত আমাতেই প্রবিলয় প্রাপ্ত হয়।[৮] '(বিষ্ণু)ভাগবতপুরাণে' আরও আছে যে ভক্তি ব্যতীত অপর উপায়েও ভগবানে তন্ময়তা আসিতে পারে। ভগবান্ সমদর্শী। সুতরাং কে কি ভাবে তাহাতে মনো-নিবেশ করে, তাহা তিনি লক্ষ্য করেন না। যে কোন ভাবেই হউক না কেন, যে তাঁহাতে তন্ময় হয়, সেই তাঁহাকে পায়,—তিনি হইয়া যায় বা তাঁহাতে লয় পায়। দেবর্ষি নারদ দৃষ্টান্ত দ্বারা উহা বিশদ্ করিয়াছেন, "ভ্রমর দ্বারা দেওয়ালে (মৃত্তিকাবৃত হইয়া) রুদ্ধ কীট ভয় ও দ্বেষ বশতঃ (ভ্রমরকে স্মরণ করত) তৎসরূপতা লাভ করে (অর্থাৎ ভ্রমর হইয়া যায়)। সেই প্রকার মায়ামনুষ্য ঈশ্বর ভগবান্ কৃষ্ণে বৈর হেতু নিরন্তর তাঁহার চিন্তা করিতে করিতে (শিশুপাল)

১) 'ভক্তিসন্দর্ভ' ('ভাগবতসন্দর্ভ', ৫০৬ পৃষ্ঠা)

২) 'ভক্তিসন্দর্ভ' ('ভাগবতসন্দর্ভ', ৫৫২ পৃষ্ঠা)

৩) পূর্বে দেখ।

৪) 'প্রীতিসন্দর্ভ' ('ভাগবতসন্দর্ভ', ৬৭৪ পৃষ্ঠা)

৫) গীতা, ১৪।২৬

৬) (বিষ্ণু)ভাগপু, ৩।২৯।১৪·২ (কপিল) (পূর্বে দেখ) ; ১১।২৯।৪৪ (কৃষ্ণ)

৭) গীতা, ৯।৩৪ আচার্য শঙ্করও বলিয়াছেন

"ভাবিতং তীব্রবেগেন যদ্বস্তু নিশ্চয়াত্মনা।
পুমাংস্তদ্ধি ভবেচ্ছীঘ্রং জ্ঞেয়ং ভ্রমরকীটবৎ॥"

—(অপরোক্ষানুভূতি, ১৪০ শ্লোক)

৮) (বিষ্ণু)ভাগপু, ১১।১৪।২৭

পাপ হইতে মুক্ত হইয়া তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়াছে।[১] যেমন ভক্তি বশতঃ তেমন কাম, দ্বেষ, ভয় কিংবা স্নেহ বশতঃও ঈশ্বরে মন আবিষ্ট করত কামাদিজন্য পাপ পরিত্যাগ করিয়া বহুজন ভগবদ্-গতি প্রাপ্ত হইয়াছে। গোপীগণ কাম দ্বারা, কংস ভয়ে, শিশুপালাদি রাজাগণ দ্বেষ বশতঃ, বৃষ্ণিবংশীয়গণ সম্বন্ধ হেতু, তোমরা (যুধিষ্ঠিরাদি) স্নেহহেতু এবং আমরা ভক্তি দ্বারা (তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়াছি)"[২] তিনি বলেন, "সেই হেতু বৈরানুবন্ধ, নির্বৈর (=প্রেমাদি), ভয়, স্নেহ কিংবা কাম যে কোন প্রকারেই হউক না কেন (ভগবানে চিত্ত নিবেশ করিবে), অপর কিছুই দেখিবে না।"[৩] তিনি আরও বলেন যে

"যথা বৈরানুবন্ধেন মর্ত্যস্তন্ময়তামিয়াৎ।
ন তথা ভক্তিযোগেন ইতি মে নিশ্চিতা মতিঃ॥[৪]

'মনুষ্য বৈরানুবন্ধ দ্বারা (ভগবানে) যেমন তন্ময়তা প্রাপ্ত হইতে পারে, ভক্তিযোগ দ্বারা তেমন পারে না। ইহাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস।' ভক্তি ব্যতীত কামাদি দ্বারাও যে মানুষ ভগবানে তন্ময়তা লাভ করিতে পারে এবং তন্ময়তা লাভ হইলেই যে মানুষ ভগবৎস্বরূপ হইয়া যায় তাহা আরও কেহ কেহ বলিয়াছেন। যথা শুকদেব বলিয়াছেন, "যাহারা (ভগবান্) হরিতে নিত্য কাম ক্রোধ, ভয়, স্নেহ, ঐক্য কিংবা সৌহার্দ্য ভাব রাখে তাহারা নিশ্চয় তন্ময়তা প্রাপ্ত হয়।[৫] শিশুপালের আত্মার কৃষ্ণে বিলীন হওয়া সম্বন্ধে তিনি বলেন, তিন জন্মের নিরন্তর বৈরভাব হেতু দ্বেষপূর্ণ বুদ্ধিতে "ধ্যায়ংস্তন্ময়তাং যাতো ভাবো হি ভবকারণম্" (ভগবানের ধ্যান করিতে করিতে তন্ময়তা প্রাপ্ত হইয়াছে। কেননা, ভাবই (ধ্যাতার ধ্যেয়রূপ) ভবনের কারণ)[৬] অবধূত দত্তাত্রেয় বলেন, "মনুষ্য স্নেহ, দ্বেষ কিংবা ভয় বশতঃও সর্বান্তঃকরণে যেই যেই বিষয়ে মনকে ধারণ করে তত্তৎসরূপতা প্রাপ্ত হয়। কীট ভ্রমর দ্বারা ভিত্তিগাত্রস্থ (মৃত্তিকাগর্ভে) প্রবেশিত হইয়া উহাকে ধ্যান করিতে করিতে, পূর্বরূপ পরিত্যাগ না করিয়াও (অর্থাৎ সেই দেহেই), তৎসাত্মতা প্রাপ্ত হয়।"[৭] আবার কেহ কেহ বলিয়াছেন যে ভগবানের প্রতি দ্বেষ কামাদি ভাবও ভক্তি। বলি কৃষ্ণকে বলেন, কেহ বৈর দ্বারা আর কেহ কাম দ্বারা তাঁহাকে ভক্তি করিয়া তাঁহার সারূপ্য বা তদাত্মতা লাভ করিয়াছে, যাহা তাঁহার সমীপস্থায়ী সত্ত্বপ্রধান দেবতাগণেরও দুর্লভ।[৮] ভগবানে তন্ময়তা পূর্ণতয়া না হইলে, উহাতে কিছু ন্যূনতা থাকিলে,

---

১) কথিত হইয়াছে শিশুপাল কৃষ্ণের সাযুজ্য লাভ করেন (৭।১।১৩), কৃষ্ণে "লয়মীয়তুঃ" (৭।১।১৯)। "চৈদ্য-দেহোত্থিতং জ্যোতির্বাসুদেবমুপাবিশৎ" (১০।৭৪।৪৫'১) সুতরাং এইখানে 'কৃষ্ণে লয় প্রাপ্তি' অর্থে 'কৃষ্ণকে প্রাপ্তি' বাক্য প্রয়োগ করা হইয়াছে। পরেও উক্ত হইয়াছে শিশুপাল ও দন্তবক্র "হরৌ বৈরানুবন্ধেন পশ্যতস্তে সমীয়তুঃ।" (৭।১০।৩৮) আরও দেখ—৭।১০।৩৯-৪০

২) (বিষ্ণু)ভাগপু, ৭।১।২৭-৩০ ৩) ঐ, ৭।১।২৫ ৪) ঐ, ৭।১।২৬

৫) ঐ, ১০।২৯।১৫ ৬) ঐ, ১০।৭৪।৪৬

৭) ঐ, ১১।৯।২২-৩ মূলে আছে "পূর্বরূপমসন্ত্যজন্"। শ্রীধরস্বামী বলেন, "নিত্যন্তায়মভিপ্রায়ঃ। যদা তেনৈব দেহেনান্তসারূপ্যং দৃশ্যতে তদা কিং বক্তব্যং দেহান্তরেণ সারূপ্যং ঘটত ইতি।"

৮) "কেচনোদ্বদ্ধবৈরেণ ভক্ত্যা কেচন কামতঃ।
ন তথা সত্ত্বসংরব্ধা সন্নিকৃষ্টাঃ সুরাদয়ঃ॥"
(বিষ্ণু)ভাগপু, ১০।৮৫।৪৩)

ভক্তের ভগবন্নির্বাণ হইবে না,—তাহাকে তাহার কৃত কর্মের ফল ভোগ করিতে হইবে উহার দৃষ্টান্ত রাজা বেন। তিনিও শিশুপাল এবং দন্তবক্রের ন্যায় ভগবান্‌কে নিন্দা করিতেন। পরন্তু সেই হেতু তাঁহার ভয়ঙ্কর নরকে অধঃপতন হয়।[১] তন্ময়তা পরিপূর্ণ হইলে ইহশরীরেই ধ্যাতার ধ্যেয়রূপতা বোধ হয়। তাহারও দৃষ্টান্ত আছে। রাসের রাত্রিতে কৃষ্ণ অন্তর্ধান হইয়া গেলে সমুপস্থিত গোপীগণ অত্যন্ত ব্যাকুলচিত্তে কৃষ্ণের নানা লীলা ভাবিতে ভাবিতে তন্ময় হইয়া যায়। তাহাদের কাহারও কাহারও তন্ময়তা এত পূর্ণ হয় যে তাহারা "অসাবহং" (অর্থাৎ ঐ কৃষ্ণ আমিই) বলিয়া বোধ করিতে লাগিল, এবং তাহা বাহিরে প্রকাশ করত কৃষ্ণের সেই সেই লীলা অনুকরণ করিতে লাগিল ("রমাপতেস্তাস্তা বিচেষ্টা জগৃহুস্তদাত্মিকাঃ)।[২] এক গোপী বলে, "কৃষ্ণোঽহং পশ্যত গতিং ললিতাং" ('আমি কৃষ্ণ, আমার ললিত গতি দেখ')।[৩]

ভক্তির ন্যায় ভক্তেরও মহিমা '(বিষ্ণু)ভাগবতপুরাণে' অত্যধিক উপগীত হইয়াছে। ভক্তের মহিমা বাড়াইতে এমনও বলা হইয়াছে যে ভগবান্ স্বয়ং ভক্তের অধীন,—ভক্তের দাস। কথিত হইয়াছে যে ভগবান্ বিষ্ণু দুর্বাসা ঋষিকে বলেন, "হে দ্বিজ! আমি ভক্তের পরাধীন,—অস্বতন্ত্রের ন্যায়। সাধু ভক্তগণ আমার হৃদয় অধিকার করিয়া লইয়াছে। আমি ভক্তজনপ্রিয়। হে ব্রহ্মন্, আমি যাহাদের পরাগতি সেই সকল সাধু ভক্তগণকে ব্যতীত আমি আত্মাকে এবং আত্যন্তিক শ্রীকেও অভিলাষ করি না।"[৪] "যেমন পতিব্রতা স্ত্রী সাধু পতিকে বশ করিয়া লয়, তেমন আমাতে নিবদ্ধ-হৃদয় সমদর্শী সাধুগণ আমাকে বশীভূত করিয়া লইয়াছে।"[৫] কথিত হইয়াছে যে একবার মহর্ষি দুর্বাসা ভগবান্ বিষ্ণুর পরম ভক্ত রাজা অম্বরীষকে সামান্য অপরাধে কঠোর শাপ দেন। ঐ শাপ অম্বরীষকে লাগে নাই। পরন্তু, পক্ষান্তরে, ভক্তের রক্ষক বিষ্ণুর সুদর্শনচক্র ভক্তদ্রোহী দুর্বাসাকে শাস্তি দিতে প্রধাবিত হয়। তাহাতে ভয়ভীত হইয়া দুর্বাসা আপন প্রাণ বাঁচাইতে আশ্রয়ের আশায় দিক্‌বিদিকে দৌড়িতে থাকেন। আকাশে, পৃথিবীতে, পাতালে এবং স্বর্গাদি নানা দেবলোকে গিয়াও তিনি স্বস্তি পাইলেন না। সুদর্শন চক্র সর্বত্রই তাঁহার পিছে পিছে চলে। ভগবান্ ব্রহ্মা এবং মহাদেবের শরণে গিয়াও কোন ফল হইল না। তাঁহারাও দুর্বাসাকে বিষ্ণুচক্র হইতে রক্ষা করিতে পারিবেন বলিয়া ভরসা দিতে পারিলেন না। অনন্তর মহাদেবের পরামর্শে তিনি স্বয়ং বিষ্ণুর শরণ গ্রহণ করেন। তিনিও পূর্বোক্ত প্রকার বলিয়া আপন অসামর্থ্য জ্ঞাপন করেন এবং অম্বরীষের নিকট যাইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতে দুর্বাসাকে পরামর্শ দেন। তদনুসারে দুঃখসন্তপ্ত দুর্বাসা অম্বরীষের নিকটে গিয়া, তাঁহার পায়ে পড়িয়া, কৃপা ভিক্ষা করেন। অম্বরীষের প্রার্থনায় সুদর্শনচক্র শান্ত হয়। তখন দুর্বাসাও সুস্থ হন। তিনি

শ্রীধরস্বামী বলেন, "উদ্বদ্ধবৈরেণ যা ভক্তিস্তয়া। কেচনেতি চৈদ্যাদয়ঃ। কামতো ভক্ত্যা গোপ্যাদয়ো যথা সন্নিকৃষ্টত্বদাত্মতাং গতাঃ" ইত্যাদি।

১) ঐ, ৭।১।১৬,

২) ঐ, ১০।৩০।২-৩; "লীলা ভগবতস্তাস্তা হ্যনুচক্রুস্তদাত্মিকাঃ" (১০।৩০।১৪'১)

৩) ঐ, ১০।৩০।১৯

৪) ঐ, ৯।৪।৬৩-৪

৫) ঐ, ৯।৪।৬৬

অম্বরীষকে আশীর্বাদ দেন এবং প্রশংসা করেন।[১] ভগবদ্ভক্তকে বিরোধীর উৎপাত হইতে বাঁচাইবার কৌশলও ইহা হইতে পারে। কৃষ্ণ উদ্ধবকে বলেন, "তুমি (অর্থাৎ তোমার মত ভক্ত) আমার যেমন প্রিয়তম, ব্রহ্মা, শঙ্কর, সঙ্কর্ষণ, শ্রী, কিংবা আত্মাও আমার তেমন প্রিয়তম নহে।"[২]

পূর্বে ইহা প্রদর্শিত হইয়াছে যে '(বিষ্ণু)ভগবতপুরাণে'র মতে ভগবানে ভক্তি পাপী ব্যক্তিকে সম্যক্ পবিত্র করে,—তৎসদৃশ সম্যক্ পবিত্রকারক কিছুই নাই। ভক্তের মহিমা বাড়াইতে তথায় এমনও বলা হইয়াছে যে ভক্তও সকলকে পবিত্র করে। কৃষ্ণ বলেন, "যাহার বাণী গদ্‌গদ্ এবং চিত্ত দ্রবীভূত হয়, যে বারংবার কখনও কাঁদে, কখনও হাসে এবং কখন নিঃসঙ্কোচে উচ্চস্বরে গান করে ও নাচে,—সেই মদ্‌ভক্তিযুক্ত পৃথিবীকে পবিত্র করে।"[৩] তিনি ঐ বিষয়ে অর্থবাদের চূড়ান্ত করিয়াছেন।

"নিরপেক্ষং মুনিং শান্তং নির্বৈরং সমদর্শনম্
অনুব্রজাম্যহং নিত্যং পূয়েয়েত্যঙ্‌ঘ্রিরেণুভিঃ ॥"[৪]

(তাঁহার) চরণধূলি দ্বারা আমি পবিত্র হইয়া যাইব,—এই মনে করিয়া আমি নিরপেক্ষ, শান্ত, নির্বৈর এবং সমদর্শী মুনির পিছে পিছে সদা সর্বদা গমন করি।'[৫]

ব্রহ্মানন্দ লাভের জন্য 'মহাভারতে' নিবৃত্তিমার্গের বিধান করা হইয়াছে। নারদ বলেন যে অতি অল্প লোকেই,—যাহারা সম্পূর্ণ জিতেন্দ্রিয়, সুতরাং জাগতিক বিষয়সমূহের দ্বারা যাহাদের চিত্ত বিচলিত হয় না, সেই বিচক্ষণ ব্যক্তিগণই নিবৃত্তিমার্গ অনুসরণ করিতে পারে। পরন্তু যাহারা সেই প্রকার নহে,—যাহারা ইন্দ্রিয়সমূহকে সম্পূর্ণতঃ জয় করিতে পারে নাই,—যাহাদের চিত্ত এখনও গুণসমূহে প্রধাবিত হয়, তাহাদের পক্ষে ঐ মার্গ অনুসরণ করা অতীব কঠিন,—প্রায় সম্ভব নহে। তাহাদের পক্ষে ভক্তিমার্গই সুগম। কৃষ্ণ বলিয়াছেন, যাহারা সংসারে নির্বিণ্ণ হইয়াছে এবং সেইহেতু সহজে কর্ম পরিত্যাগ করিয়াছে, তাহাদেরই জ্ঞানযোগ; যাহাদের চিত্তে নির্বেদ উৎপন্ন হয় নাই,—উহা নানা কামনা-বাসনা পূর্ণ, সেই সকাম ব্যক্তিগণের জন্য কর্মযোগ, আর যাহারা পূর্ণ নির্বেদও প্রাপ্ত হয় নাই এবং বিষয়ে অতি আসক্তও নহে, পরন্তু স্বভাবতঃই

---

১) (বিষ্ণু)ভাগপু, ৯।৪।১৩—৯।৫ম অধ্যায়। ২) ঐ, ১১।১৪।১৫

৩) (বিষ্ণু)ভাগপু, ১১।১৪।২৪ ; আরও দেখ—১।১।১৫ ৪) ঐ, ১১।১৪।১৬

৫) ব্রাহ্মণেরও অতি উচ্চ প্রশংসা আছে। যথা ভগবান্ শঙ্কর মহর্ষি মার্কণ্ডেয়কে বলেন, "ব্রাহ্মণগণ সাধু, শান্ত, নিঃসঙ্গ, প্রাণীবৎসল, নির্বৈর, সমদর্শী এবং আমাদের একান্তভক্ত। লোকসমূহের সহিত লোকপালগণ তাহাদিগকে বন্দনা, পূজা ও উপাসনা করে। আমি, ভগবান্ ব্রহ্মা এবং স্বয়ং ঈশ্বর হরিও তাহা করেন। তাহারা আমাতে, বিষ্ণুতে, ব্রহ্মাতে, আপনাতে ও (অপর) জনেতে অণুমাত্রও ভেদ দেখেন না। সেই হেতুতেই আমরা তোমাদিগকে পূজা করি। তীর্থসমূহ কেবল জলময় নহে এবং দেবতা কেবল চেতনাবিরহিত (মূর্তিসমূহ) নহে। (ব্রাহ্মণগণও দেবতা এবং তীর্থ)। উহারা বহু কালে পবিত্র করিয়া থাকে। আর তোমরা দর্শনমাত্রেই (পবিত্র করিয়া থাক)। যাহারা চিত্তসমাধান, তপ, স্বাধ্যায় ও সংযম দ্বারা আমাদের বেদময় রূপ ধারণ করে, সেই ব্রাহ্মণগণকে নমস্কার করি। তোমাদের শ্রবণ কিংবা দর্শন দ্বারা মহাপাপিগণও,—অন্ত্যজগণও শুদ্ধ হয়। সম্ভাষণাদি দ্বারা (যে হয়, তাহাতে) আর কি?" (ঐ, ১২।১০।২০-৫)

ভগবৎ-কথাদি শ্রবণে শ্রদ্ধা করে, তাহাদের জন্য ভক্তিযোগ।[১] এইরূপে দেখা যায়, ভক্তিযোগ মধ্যমমার্গ। আর বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে নারদ ভক্তির প্রাধান্য গাইতে গিয়া নিবৃত্তিমার্গকে নিন্দা করেন নাই, উহা কঠিন বলিয়াছেন মাত্র। তবে, নিবৃত্তিমার্গের প্রশংসাও '(বিষ্ণু)ভাগবতপুরাণে'র কোন কোন স্থলে পাওয়া যায়। যথা, কৃষ্ণ বলিয়াছেন, নিবৃত্তং কর্ম সেবেত প্রবৃত্তং মৎপরস্ত্যজেৎ" ('মৎপর ব্যক্তি নিবৃত্ত কর্ম করিবে, প্রবৃত্ত কর্ম পরিত্যাগ করিবে।[২] "সাধু কিংবা অসাধু কোন কর্ম করিবে না, কোন কিছু বলিবে না এবং কোন কিছুর ধ্যান করিবে না। এই প্রকার বৃত্তিদ্বারা আত্মারামও মুনি হইয়া জড়বৎ বিচরণ করিবে।"[৩] ভক্তি দ্বারা যে সংসারে বৈরাগ্য উৎপন্ন হয়,—ভক্তির ফল যে বৈরাগ্য ও জ্ঞান, তাহা পূর্বে বলা হইয়াছে।

'গীতা'য় কৃষ্ণ অর্জুনকে বলেন, যে আচার্যের উপাসনা জ্ঞানলাভের উপায়সমূহের অন্যতম ;[৪] "ইহা জান যে প্রণিপাত, সেবা এবং পরিপ্রশ্ন দ্বারা তত্ত্বদর্শী জ্ঞানিগণ তোমাকে সেই জ্ঞান উপদেশ করিবেন।"[৫] এইখানে বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতে হইবে যে "জ্ঞানিগণ" এই বহু-বচনান্ত পদ হইতে সিদ্ধ হয় যে, 'গীতা'র মতে, জ্ঞানলাভার্থ শিষ্য একাধিক জ্ঞানীকে গুরু করিতে পারে। গীতাতত্ত্বোপদেশের পূর্বে অর্জুন কৃষ্ণকে বলেন, 'কার্পণ্য হেতু আমার স্বভাব অপহত হইয়াছে ; আমার চিত্ত মোহগ্রস্ত হইয়াছে ; সুতরাং আমি ধর্মাধর্ম নিরূপণ করিতে পারিতেছি না,—কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছি। তাই তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি। আমার পক্ষে যাহা শ্রেয় হইবে তাহা নিশ্চয় করিয়া বল। আমি তোমার শিষ্য,—তোমার শরণাপন্ন হইলাম। আমাকে কর্তব্যোপদেশ কর।'[৬] প্রত্যেক শিষ্যকে এই প্রকারে গুরুর শরণ গ্রহণ করিতে হইবে—ইহাই গীতার সিদ্ধান্ত বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। অর্জুন বার বার প্রশ্ন করিয়া আপন শঙ্কা নিবৃত্ত করিয়াছেন,—কৃষ্ণের যে যে উক্তিতে তাঁহার সংশয় হইয়াছে, তাহা মিঠাইয়াছেন। নারায়ণীয়াখ্যানে গুরুমাহাত্ম্য সম্বন্ধে বিশেষ কিছু নাই। 'মহাভারতে'র অন্যত্র একটা কথা আছে। কোন সময়ে মহারাজ মরুত্তের গুরু স্বার্থের লোভে তাঁহাকে ত্যাগ করেন। তাহাতে তিনি বলেন,

"গুরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্যাকার্যমজানতঃ।
উৎপথপ্রতিপন্নস্য পরিত্যাগো বিধীয়তে॥"[৭]

'যদি কোন গুরু কর্তব্যাকর্তব্য বিচার না করিয়া অহঙ্কার-দৃপ্ত হইয়া উল্টা পথে চলে, তবে তাহাকে পরিত্যাগ করা উচিত।' এই বচন প্রাচীনকালে প্রসিদ্ধ ছিল। ভীষ্মের উক্তি হইতে তাহা জানা যায়।[৮] তিনি আপন গুরু পরশুরামকে উহা বলেন। স্বল্পবিস্তর পাঠভেদে

১) (বিষ্ণু)ভাগপু, ১১।২০।৭-৮   ২) ঐ, ১১।১০।৪'১   ৩) ঐ, ১১।১১।১৭
৪) গীতা, ১৩।৭'২   ৫) গীতা, ৪।৩৪   ৬) গীতা, ২।৭

৭) মহাভা, ৫।১৭৮।৪৮ 'মহাভারতে'র অন্যত্র আছে যে, ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে বলেন, মরুত্তের বচনে 'পরিত্যাগো বিধীয়তে' স্থলে 'দণ্ডো ভবতি শাশ্বতঃ' পাঠ ছিল। (মহাভা, ১২।৫৭।৭

৮) মহাভা, ৫।১৭৮।৪৭

'মহাভারতে'র অন্যত্রও উহা পাওয়া যায়।[১] চতুর্থ চরণের "ন্যায্যং ভবতি শাসনম্" পাঠান্তরে উহা বাল্মীকির 'রামায়ণে'ও আছে।[২] ভীষ্ম কৃষ্ণকে বলেন,

"সময়ত্যাগিনো লুব্ধান্ গুরূনপি চ কেশব।
নিহন্তি সমরে পাপান্ ক্ষত্রিয়ঃ স হি ধর্মবিৎ ॥"[৩]

'হে কেশব, যে ক্ষত্রিয় সময়াচারত্যাগী, লোভী কিংবা পাপী গুরুগণকে যুদ্ধে নিহত করে, সেও নিশ্চয় ধর্মজ্ঞ।' গুরু সম্বন্ধে প্রাচীন ভাগবতধর্মেরও সিদ্ধান্ত ঐ প্রকারই বলিয়া মনে করা যায়। পরন্তু রূপান্তরিত ভাগবতধর্মে শিষ্যের গুরুকে ভগবান্ বলিয়া মনে করিবার কথা আছে। যথা '(বিষ্ণু)ভাগবতপুরাণে' আছে, কৃষ্ণ উদ্ধবকে বলেন, গুরুগৃহে বাসী ব্রহ্মচারী "আচার্যকে আমিই বলিয়া মনে করিবে। তাহাকে কখনও অশ্রদ্ধা করিবে না। সাধারণ মনুষ্য মনে করিয়া তাহাকে অসূয়া করিবে না। গুরু সর্বদেবময়।"[৪] পরে উদ্ধব উহার প্রতিধ্বনি করিয়া কৃষ্ণকে বলেন যে, তিনিই (কৃষ্ণই) আচার্যরূপে মনুষ্যগণের আভ্যন্তরিক ও বাহ্য মল সংশোধন করত তাহাদিগকে তাহাদের স্বরূপ সাক্ষাৎকার করান।[৫] কৃষ্ণ সুদামাকে বলেন, জ্ঞানদাতা গুরু তাঁহারই (অর্থাৎ ভগবানেরই) সমান, বর্ণাশ্রমধর্মিগণ ভগবৎস্বরূপ গুরুর ("ময়া গুরুণা") উপদেশে অনায়াসে ভবসাগর উত্তীর্ণ হয়।[৬] "সর্বভূতাত্মা আমি যেমন গুরুশুশ্রূষা দ্বারা তুষ্ট হই, যজ্ঞ, ব্রহ্মচর্য, তপস্যা কিংবা উপশম (= সন্ন্যাস) দ্বারা তেমন তুষ্ট হই না।[৭]

নারায়ণীয়াখ্যানোক্ত ভাগবতধর্মে সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা ছিল না। তথায় অতীব স্পষ্ট-বাক্যে কথিত হইয়াছে যে ব্রহ্মা, শিব, প্রভৃতি যে কোন দেবতারই উপাসনা করা যাউক না কেন, তাহাতে নারায়ণের উপাসনা হইয়া থাকে। 'গীতা'তে বিষ্ণুভক্তিকে অপর দেবতার ভক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে মনে হয়। সুতরাং উহাতে তাবন্মাত্র সাম্প্রদায়িকতা আছে বলা যায়। পরন্তু ইহাও বিশেষভাবে স্মরণ কর্তব্য যে উহাতে অপর দেবতার ভক্তিকে নিন্দা করা হয় নাই, তাহা প্রতিষিদ্ধ হয় নাই। বরং তাহারও প্রশংসা আছে।[৮] '(বিষ্ণু)-ভাগবতপুরাণে'ও সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা নাই। তথায় বারংবার বলা হইয়াছে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব—একেই তিন কর্মনাম মাত্র।[৯] শিবের স্তুতিতে ব্রহ্মা বলিয়াছেন যে বিশ্বজগতের যোনি ও বীজ স্বরূপ যে শক্তি ও শিব (বা প্রকৃতি ও পুরুষ) হইতে পর যে "নিরন্তর ব্রহ্ম" তাহা তিনিই (শিবই) এবং তিনিই জগতের ঈশ্বর। ভগবান্ শিবই উর্ণনাভের ন্যায় ক্রীড়াচ্ছলে শিব ও শক্তিরূপে এই বিশ্ব সৃজন, পালন এবং সংহার করেন।[১০] বিষ্ণুও নিজের

---

১) যথা দেখ, মহাভা, ১।১৪২।৫৪'২-৫৫ (চতুর্থ চরণে "ন্যায্যং ভবতি শাসনম্") ১২।৫৭।৭ (চতুর্থ চরণ "দণ্ডো ভবতি শাশ্বতঃ") ; ১২।১৪০।৪৮ ('উৎপথং প্রতিপন্নস্য দণ্ডো ভবতি শাসনম্' পাঠান্তরে)।

২) 'বাল্মীকির 'রামায়ণ', ২।২১।১৩

৩) মহাভা, ১২।৫৫।১৬

৪) (বিষ্ণু)ভাগপু, ১১।১৭।২৭

৫) ঐ, ১১।২৯।৬'২

৬) ঐ, ১০।৮০।৩২-৩

৭) ঐ, ১০।৮০।৩৪

৮) পূর্বে দেখ।

৯) (বিষ্ণু)ভাগপু, ১।২।২৩ ; ৪।১।২৭.৩০ ; ৪।৭।৫১

১০) ঐ, ৪।৬।৪২-৩

সম্বন্ধে সেই প্রকার বলিয়াছেন, "আমিই ব্রহ্মা ও শর্ব। আমিই জগতের পরম কারণ আত্মা, ঈশ্বর এবং উপদ্রষ্টা। (আবার) আমি স্বয়ংদৃক্ এবং অবিশেষণ। হে দ্বিজ, সেই আমি গুণময়ী আত্মমায়াতে সমাবিষ্ট হইয়া বিশ্বের সৃজন, পালন এবং সংহার করত ক্রিয়োচিত সংজ্ঞাসমূহ ধারণ করি।"[১] সুতরাং শিবে ও বিষ্ণুতে কোন বাস্তব ভেদ নাই। বিষ্ণু অতীব স্পষ্টবাক্যে তাহা বলিয়াছেন, "সেই অদ্বিতীয় ব্রহ্মে,—কেবল পরমাত্মায়, অজ্ঞজনই ব্রহ্মা, রুদ্র, (বিষ্ণু), এবং ভূতবর্গকে ভিন্নরূপে ('ভেদেন') দেখিয়া থাকে। যেমন মানুষ আপন শির, হাত, প্রভৃতি অঙ্গসমূহে কখনও 'ইহা অন্য'—এই প্রকার ভেদবুদ্ধি করে না, তেমন মৎপর (ব্যক্তি) ভূতসমূহের মধ্যে (সেই প্রকার বুদ্ধি করে না)। হে ব্রহ্মন্, যে একরূপ (ব্রহ্মাদি) তিনের, তথা সর্বভূতের, ভেদ দর্শন করে না, সে নিশ্চয় শান্তিলাভ করে।[২] ভগবান্ কপিল বলিয়াছেন,

"যথেন্দ্রিয়ৈঃ পৃথগ্দ্বারৈরর্থো বহুগুণাশ্রয়ঃ।
একো নানেয়তে তদ্বদ্ভগবান্ শাস্ত্রবর্ত্মভিঃ॥"[৩]

'যেমন (রূপরসাদি) বহুগুণের আশ্রয় একই বস্তু নানা ইন্দ্রিয় দ্বারসমূহ দ্বারা নানা প্রকারে প্রতীত হয়, তেমন একই ভগবান্ নানা শাস্ত্রোক্ত মার্গসমূহ দ্বারা নানা প্রকারে প্রতীত হয়।' যজ্ঞ, দান, তপ, স্বাধ্যায়, বিচার, মন ও ইন্দ্রিয়ের বিজয়, প্রভৃতি কর্মসমূহ দ্বারা, তথা কর্মসমূহের সন্ন্যাস দ্বারা, অষ্টাঙ্গযোগ ও ভক্তিযোগ দ্বারা;—অন্য প্রকারে বলিলে, প্রবৃত্তিপরক ও নিবৃত্তিপরক ধর্ম দ্বারা এবং দৃঢ় বৈরাগ্য ও আত্মতত্ত্বাববোধ দ্বারা—অর্থাৎ সর্ব প্রকার সাধন দ্বারা একই স্বপ্রকাশ ভগবান্ নির্গুণ ও সগুণরূপে প্রাপ্ত হওয়া যায়।[৪] অক্রূরকৃত কৃষ্ণস্তুতিতে আছে যে যোগিগণ অধ্যাত্ম, অধিভূত ও অধিদৈবযুক্ত ঈশ্বর মহাপুরুষরূপে, কর্মকাণ্ডী দ্বিজগণ বেদোক্ত যজ্ঞসমূহ দ্বারা নানা দেবতারূপে, জ্ঞানিগণ সর্বকর্মসন্ন্যাস করত উপশান্ত হইয়া জ্ঞানযজ্ঞ দ্বারা জ্ঞানস্বরূপ রূপে, অপরে (পাঞ্চরাত্রিকগণ) ভগবৎপ্রোক্ত বিধিতে তন্ময় হইয়া বহুমূর্ত্যাত্মক একমূর্তিরূপে, এবং শৈবগণ শিবোক্তমার্গে শিবরূপে একই ভগবানের উপাসনা করিয়া থাকে।[৫] অক্রূর আরও বলেন,

"সর্ব এব যজন্তি ত্বাং সর্বদেবময়েশ্বরম্।
যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যদ্যপ্যন্যধিয়ঃ প্রভো॥"[৬]

'হে প্রভু, যাহারা (তোমা ব্যতীত) অন্য অন্য দেবতাগণের ভক্ত, তাহারা যদিও অন্যবুদ্ধিসম্পন্ন (অর্থাৎ অন্য দেবতার উপাসনা করে বলিয়া মনে করে) তথাপি তাহারা সকলেই নিশ্চয় তোমারই উপাসনা করিয়া থাকে; (কেননা তুমি) সর্বদেবময় ঈশ্বর।' সর্বদেবতার উপাসনা যে একই ভগবানেরই উপাসনা তাহা একটা দৃষ্টান্ত দ্বারা সুন্দর ও পরিষ্কাররূপে বুঝান হইয়াছে। "যেমন পর্বতোৎপন্ন নদীসমূহ বর্ষার জলে আপূরিত হইয়া সর্বদিক্ হইতে একই সমুদ্রে প্রবেশ

---

১) (বিষ্ণু)ভাগপু, ৪।৭।৫০-১
২) ঐ) ৪।৭।৫২-৪
৩) ঐ, ৩।৩২।৩৩
৪) ঐ, ৩।৩২।৩৪-৬
৫) ঐ, ১০।৪০।৪-৮
৬) ঐ, ১০।৪০।৯

করে, তেমন, হে প্রভু, (শাস্ত্রোৎপন্ন বিভিন্ন) উপাসনামার্গসমূহ পরিশেষে একমাত্র তোমাতেই প্রবেশ করে।"[১] এই দৃষ্টান্ত কৃষ্ণও দিয়াছেন। তিনি বলেন, "যেমন নদীসমূহ সমুদ্রান্ত (অর্থাৎ অন্তে সমুদ্রে নিপতিত হইয়া লয় প্রাপ্ত হয়), তেমন মনীষিদিগের স্বাধ্যায়, যোগ, সাংখ্য, ত্যাগ, তপ, দম এবং সত্য—(এই ভিন্ন ভিন্ন মার্গসমূহ) এতদন্ত (অর্থাৎ অন্তে চিত্তনিরোধ এবং অজ্ঞান নাশ করত এই পরমতত্ত্ব সাক্ষাৎকার করাইয়া পরিসমাপ্ত হয়)।"[২] উপাস্য যখন বস্তুতঃ সর্বপ্রকার এক এবং উপাসনামার্গ দ্বারা যখন একমাত্র তাঁহাকেই লাভ হয়, তখন ভিন্ন ভিন্ন উপাসনা-মার্গের প্রয়োজন কি? শাস্ত্র কেন ঐ সকল প্রবর্তিত করিয়াছেন? এই প্রকার প্রশ্নসমূহের উত্তরও অক্রূরের স্তুতিতে আছে। আব্রহ্মস্থাবরান্ত প্রাকৃত জনগণ ভগবানের প্রকৃতির সত্ত্বাদিগুণত্রয়গ্রস্ত। সেই হেতু লোকের স্বভাব ভিন্ন ভিন্ন হয়। ঐ গুণপ্রবাহ অবিদ্যাজনিত বটে। পরন্তু উহা দেবতা মনুষ্য, তির্যক্, প্রভৃতি সমস্ত যোনিতে প্রবৃত্ত। ভিন্ন ভিন্ন স্বভাবের লোকের জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের উপাসনা প্রবর্তিত হইয়াছে। ভগবান্ স্বয়ং অবিদ্যাতীত। তিনি সর্বাত্মা, সর্ববুদ্ধিসাক্ষী এবং সমদৃষ্টি সম্পন্ন। সুতরাং কে কোন্ মার্গে তাঁহাতে প্রবেশ করিয়াছে তাহার বিচার তিনি করেন না। সুতরাং তাঁহাতে পৌঁছিতে মানুষ যে কোন মার্গ আশ্রয় করিতে পারে।[৩] ভগবান্ স্বরূপতঃ গুণাতীত, আর জীব গুণবদ্ধ। গুণবদ্ধ বলিয়াই জীবগণ গুণাতীত ভগবানের স্বরূপ সহজে অবগত হইতে পারে না।[৪] তাই স্ব স্ব গুণজ স্বভাব বশে তৎসম্বন্ধে নানা প্রকার ধারণ করিয়া থাকে। তাহাতে ভগবৎপ্রাপ্তির উপায় ভিন্ন ভিন্ন হইয়াছে। স্বায়ম্ভুব মনু বলেন, একই ভগবান্‌কে কেহ কেহ কর্ম বলে, কেহ কেহ স্বভাব বলে, কেহ কেহ কাল বলে, কেহ কেহ দৈব বলে এবং অপরে কাম বলে।[৫] এইখানে ব্রহ্মাবিষ্ণুশিবাদি দেবতার বা ঈশ্বরের নামোল্লেখ না করিয়া কেবল কর্মাদি জড়বস্তুসমূহের উল্লেখের তাৎপর্য এই যে তথা-কথিত অনীশ্বরবাদী,—জড়কারণ-বাদিগণও যখন কর্মাদি বিভিন্ন নামে একই পরমতত্ত্বকে অভিহিত করিয়া থাকে, তখন চেতন ঈশ্বরকারণবাদিগণের আর কথা কি? সুতরাং সমস্ত বাদিগণই প্রকৃতপক্ষে একই পরমতত্ত্বকে উপাসনা করিয়া থাকে, যদিও তাহাদের নানা জনে উহাকে নানা প্রকারে ব্যাখ্যা করিয়া থাকে এবং সেইহেতু নানা নামে অভিহিত করিয়া থাকে। এই মূল সিদ্ধান্তের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ব্যাখ্যা-ভেদ ও নামভেদ হেতু বাদিগণের পরস্পরের মধ্যে বিরোধ করা উচিত নহে। ইহাই স্বায়ম্ভুব মনুর উপদেশের সারসিক তাৎপর্য।

সাম্প্রদায়িক উদারতার স্বপক্ষে এবং বিদ্বেষের বিপক্ষে এই শিক্ষোপদেশ সত্ত্বেও যে বিরোধ কখনও কখনও কোথাও না কোথাও স্বল্পবিস্তর হইত না তাহা নহে। কখনও কখনও কাহারও কাহারও ব্যক্তিগত রাগদ্বেষ সাম্প্রদায়িক রাগদ্বেষরূপে খাড়া হইয়া উঠিতে চাহিত। তাহার এক দৃষ্টান্ত প্রজাপতি দক্ষ ও ভগবান্ শিবের বিরোধ। মহাভারতের ও পুরাণের বিভিন্ন স্থলে উহার একাধিক রূপ দেখা যায়। '(বিষ্ণু)ভাগবতপুরাণে'র বিবরণ[৬] হইতে জানা যায় যে উহা

১) "যথাদ্রিপ্রভবা নদ্যঃ পর্জন্যাপূরিতাঃ প্রভো।
বিশন্তি সর্বতঃ সিন্ধুং তদ্বত্বাং গতয়োঽন্ততঃ॥"—(ঐ, ১০।৪০।১০)

২) (বিষ্ণু)ভাগপু, ১০।৪৭।৩৩   ৩) ঐ, ১০।৪০।১১-২

৪) ঐ, ১০।৪০।৩   ৫) ঐ, ৪।১১।২২

৬) ঐ, ৪।২-৭ অধ্যায়

মূলতঃ ব্যক্তিগত বিরোধই ছিল। কোন এক লৌকিক শিষ্টাচারে শিবের ত্রুটি দেখিয়া তাঁহার শ্বশুর প্রজাপতি দক্ষ ভীষণ ক্রুদ্ধ হন। দক্ষ কট্টর বৈদিক কর্মবাদী ছিলেন। আর শিব ছিলেন জ্ঞানবাদী, এবং সেইহেতু কর্মকাণ্ডের প্রতি, তথা তদনুযায়ী লোকাচারের প্রতি, তাঁহার কতেকটা শিথিলভাব ছিল মনে হয়। যদিও শিব ইচ্ছাপূর্বক ঐ লৌকিক শিষ্টাচারমর্যাদা ভঙ্গ করেন নাই,[১] তথাপি ক্রোধাবিষ্ট দক্ষ উহাতে কর্মবাদের প্রতি জ্ঞানবাদের উপেক্ষা ও তাচ্ছিল্য বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন এবং বৈদিক সমাজ হইতে শিবকে ও তদনুযায়িগণকে বহিষ্কার করিতে প্রচেষ্টা করেন। শিবানুযায়ী নন্দীশ্বরাদি দক্ষকে এবং তাঁহার অনুযায়িগণকে এই বলিয়া নিন্দা করেন যে তাঁহাদের দৃষ্টি সর্বদা শারীরিক সুখভোগে নিবদ্ধ এবং সেইহেতু তাঁহারা ভেদদৃষ্টিবান্। তাঁহারা বিষয় সুখভোগের লালসায় কূটধর্মময় গৃহস্থাশ্রমে আসক্ত থাকিয়া বেদবাক্যে ভ্রান্তবুদ্ধি হইয়া কর্মতন্ত্র বিস্তার করেন। বেদের মনোমুগ্ধকর পুষ্পিতবাণীসমূহ দ্বারা তাঁহাদের চিত্ত উন্মথিত হইয়াছে। "বিদ্যাবুদ্ধিরবিদ্যায়াং কর্মময্যামসৌ জড়ঃ" ('ঐ জড়বুদ্ধি (দক্ষ) কর্মময়ী অবিদ্যাকে বিদ্যা বলিয়া মনে করে')। "বুদ্ধ্যাপরাভিধ্যায়িন্যা বিস্মৃতাত্মগতিঃ পশুঃ" (অর্থাৎ তাঁহার বুদ্ধি সর্বদা অপরাবিদ্যার অভিধ্যানে নিবিষ্ট, সেইহেতু তিনি আত্মতত্ত্ব বিস্মৃত হইয়া পশুবৎ মূর্খ হইয়াছেন)। তাঁহারা আরও বলেন যে, ভগবান্ শিব কাহারও সহিত দ্রোহ করেন না।[২] দক্ষের অনুযায়িগণের মধ্যে মহর্ষি ভৃগু প্রত্যুত্তরে বলেন যে বেদ এবং ব্রাহ্মণ মনুষ্যগণের ধর্মের মর্যাদা বিধারক সেতুস্বরূপ। "এষ এব হি লোকানাং শিবঃ পন্থাঃ সনাতনঃ" ('ইহাই (বেদমার্গই) মনুষ্যগণের সনাতন শিবপন্থা ')। পূর্ব পূর্ব পুরুষগণও ইহা অনুসরণ করিয়াছিলেন। যাহারা বেদোক্ত এবং সৎপুরুষগণ কর্তৃক অনুসৃত ঐ সনাতন পরমশুদ্ধ মার্গকে নিন্দা করে, তাহারা পাষণ্ড। শিবভক্তগণ ও তাঁহাদের অনুযায়িগণ ঐ সচ্ছাস্ত্রের পরিপন্থী বলিয়া পাষণ্ডী।[৩] এইরূপে দেখা যায় দক্ষ ও শিবের ব্যক্তিগত বিরোধকে তদনুযায়িগণ বেদের কর্মকাণ্ডীয় ও জ্ঞানকাণ্ডীয়, প্রবৃত্তিমার্গীয় ও নিবৃত্তিমার্গীয়, তথা গৃহস্থাশ্রমীয় ও সন্ন্যাসাশ্রমীয়, সাম্প্রদায়িক বিরোধ বলিয়া মনে করিতে থাকে। দক্ষ স্বয়ং উহার জন্য দায়ী। কেননা, তিনিই প্রথমে শিবকে নিন্দা করিতে গিয়া বলেন যে উনি (শিব) "লুপ্তক্রিয়" (অর্থাৎ বৈদিক ক্রিয়া লোপকারী) এবং "ভিন্নসেতু" (অর্থাৎ বৈদিক লোকমর্যাদা মার্গভেদকারী কিংবা তাহা হইতে ভিন্ন মর্যাদামার্গের প্রবর্তক) ; উনি শ্মশানবাসী ও তমোস্বভাব। "শিবাপদেশো হ্যশিবো মত্তো মত্তজনপ্রিয়ঃ" (অর্থাৎ 'তিনি শিবনামে এবং শিবমার্গের উপদেষ্টা বলিয়া খ্যাত হইলেও প্রকৃত পক্ষে অশিব ; মত্ত এবং মত্তজনপ্রিয়।)[৪] সুতরাং তিনিই প্রথমে উহাকে সাম্প্রদায়িক রূপ প্রদান করেন। দক্ষানুযায়ী মহর্ষি ভৃগু বলেন যে ভগবান্ বিষ্ণুই তাঁহাদের সনাতন বেদমার্গের প্রমাণ।[৫] মহর্ষি মৈত্রেয়ের উক্তি হইতেও জানা যায় যে তাঁহাদের যজ্ঞের

১) পরে ভগবান শিব নিজেই বলিয়াছেন যে তাঁহার দৃষ্টি সর্বদা অন্তর্মুখীন থাকে বলিয়া বহির্জগতের ভান তাঁহার কম হয় এবং সেই হেতু লৌকিক ব্যবহারে কখন কখন তাঁহার ত্রুটি হয়। (ঐ, ৪।৩।২৪)

২) ঐ, ৪।২।২১-৫

৩) ঐ, ৪।২।২৭-৩২

৪) (বিষ্ণু)ভাগপু, ৪।২।১৩-৬

৫) "যৎপ্রমাণং জনার্দনঃ"—(ঐ, ৪।২।৩১'২)

উপাস্যদেব ঋষভ হরিই।[১] "যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ"—এই শ্রুতিবচন মূলেই বোধ হয় যজ্ঞবাদিগণ ভগবান্ বিষ্ণুকেই আপনাদের ইষ্টদেব মনে করিতেন। যাহা হউক, তাহাতে ঐ বিরোধ শৈবের ও বৈষ্ণবের বিরোধ বলিয়া মনে হয়। পরন্তু উহা প্রধানতয়া কর্মবাদী ও জ্ঞানবাদীর বিরোধ। কেননা, পরে মহর্ষি মৈত্রেয়ও বলিয়াছেন যে "শিবদ্বেষী" দক্ষ "ধূমপথশ্রমস্ময়" (অর্থাৎ বৈদিক ধূমপথে বা যাগযজ্ঞে বহু অভ্যাস বশতঃ গর্বিত)।[২] দক্ষের কন্যা শিবের পত্নী সতীও সেই প্রকারে বলিয়াছেন যে দক্ষের ঐশ্বর্য যজ্ঞশালায় লব্ধ এবং ভোগপরায়ণ ধূমমার্গিগণ উহা ভোগ করেন।[৩] পক্ষান্তরে শিব সম্বন্ধে তিনি বলেন যে তিনি (শিব) সর্বাত্মক,—সেইহেতু সমস্ত প্রাণিগণের প্রিয় আত্মা; সেইহেতু "মুক্তবৈরক" (অর্থাৎ কাহার প্রতি তিনি দ্বেষভাব রাখেন না);[৪] ততোধিক তিনি "বিশ্ববন্ধু"।[৫] সতী বলেন, "আত্মায় রমণশীল মহামুনির মতি (বিধিনিষেধাত্মক) বেদবাদের অনুবর্তন করে না। যেমন দেবতা ও মনুষ্যের গতি ভিন্ন ভিন্ন (—দেবতা আকাশে বিচরণ করে, আর মনুষ্য পৃথিবীতে, তেমন আত্মরতি মনুষ্যের ও বেদরতি মনুষ্যের গতি বা ধ্যেয় তত্ত্ব ও আচরণ ভিন্ন ভিন্ন)। সেইহেতু আপন ধর্মে স্থিত ব্যক্তি পরধর্মে স্থিত ব্যক্তিকে নিন্দা করিবে না। প্রবৃত্ত ও নিবৃত্ত উভয়বিধ কর্ম সত্য। কেননা, উভয়েই বেদাশ্রিত। অধিকন্তু বেদ উভয়ের পার্থক্য বিবেচনা করিয়া ও ভিন্ন ভিন্ন অধিকারীর জন্য উহাদিগকে বিধান করিয়াছেন। এই প্রকারে পরস্পর-বিরোধী বলিয়া একই কর্তাতে উহারা যুগপৎ থাকিতে পারে না। সেই প্রকারে ব্রহ্মে (বা ব্রহ্মভূত শিবে) ঐ কর্মদ্বয়ই থাকিতে পারে না।"[৬] তিনি আরও বলেন যে শিবানুযায়িগণের ঐশ্বর্য "অব্যাক্তলিঙ্গ এবং অবধূত-সেবিত"।[৭] যাহা হউক, ভগবান্ শিব ঐ পরিণাম দেখিয়াই যেন কিঞ্চিৎ বিমনা হইয়া আপন অনুযায়িগণসহ দক্ষের যজ্ঞস্থল হইতে, নীরবে চলিয়া যান। দক্ষের ঐ কঠোর দুর্বাক্য সত্ত্বেও তিনি অবিচলিত ছিলেন,—কিছুই বলেন নাই। তিনি প্রকৃত পক্ষে বিষ্ণুদ্বেষী ছিলেন না। কেননা, পরে তিনি বলিয়াছেন, "বিশুদ্ধ সত্ত্বই (চিত্ত বা সত্ত্বগুণ) 'বসুদেব' নামে অভিহিত হইয়া থাকে। তাহাতেই পরমপুরুষ অনাবৃত (অর্থাৎ মায়ারূপ আবরণবিরহিত শুদ্ধ) স্বরূপে প্রকাশিত হয়। সেই সত্ত্বেই আমি অধোক্ষজ (অর্থাৎ বিষয়জগৎ হইতে ইন্দ্রিয়গণকে প্রত্যাহার করত জ্ঞাতব্য) ভগবান্ বাসুদেবকে মনে মনে বিশেষরূপে ধারণ করি।"[৮] যাহা হউক, কথিত হইয়াছে যে জামাতার প্রতি শ্বশুরের ঐ বিদ্বেষ দীর্ঘকাল ছিল।[৯] দক্ষের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে উহা ক্রমে বাড়িয়া উঠে। উহারই পরিণামে দক্ষের বৃহস্পতিসবে অপমানিত হইয়া সতী দেহত্যাগ করেন। তাহাতে শিবেরও ধৈর্যচ্যুতি হয়। তিনি ভীষণ ক্রুদ্ধ হন।

১) (বিষ্ণু)ভাগপু, ৪।২।৩৪ ২) ঐ, ৪।৪।১০·২ ৩) ঐ, ৪।৪।২১
৪) ঐ, ৪।৪।১১ ৫) ঐ, ৪।৪।১৫·২
৬) ঐ, ৪।৪।১৯-২০ ৭) ঐ, ৪।৪।২১

৮) ঐ, ৪।৩।২৩ শিবকে নিন্দাচ্ছলে দক্ষ বলেন যে তিনি "অটত্যুন্মত্তবন্নগ্নো ব্যুপ্তকেশো হসন্ রুদন" (তিনি নগ্নদেহে ও এলোকেশে পাগলের ন্যায় কখন হাসিতে, হাসিতে, আর কখন কাঁদিতে কাঁদিতে পর্যটন করেন')। (ঐ, ৪।২।১৪) ঐ অবস্থা '(বিষ্ণু)ভাগবতপুরাণে'র মতে, বিষ্ণুভক্তেরও ইষ্ট।

৯) ঐ, ৪।৩।১

তাঁহার অনুযায়িগণ গিয়া দক্ষের যজ্ঞ বিধ্বংস করেন, তাঁহাকে বধ করেন এবং তাঁহার অনুযায়ী দেবতাগণ, ঋষিগণ, ব্রাহ্মণগণ প্রভৃতিকে নানা প্রকারে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করত কঠোর শাস্তি প্রদান করেন। দক্ষের ঐ যজ্ঞের যে ঐ প্রকার শোচনীয় পরিণাম হইবে তাহা ভগবান্ ব্রহ্মা এবং বিষ্ণু পূর্বেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। সেইহেতু তাঁহারা উহাতে উপস্থিত হন নাই। দেবতাগণ, ঋত্বিকাদি সহ, ভয়াকুল চিত্তে ব্রহ্মার নিকটে গমন করেন এবং সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করেন। তিনি বলেন যে ভগবান্ শঙ্কর যজ্ঞভাগের অধিকারী; তাঁহাকে উহা হইতে বঞ্চিত করিয়া তাঁহারা অপরাধ করিয়াছেন।[১] তিনি এই বলিয়া তখন শিবকে প্রশংসা করেন যে "তিনি (শিব) আত্মতন্ত্র। তাঁহার তত্ত্ব, কিংবা তাঁহার বলবীর্যের প্রমাণ, আমি জানি না, তোমরা জান না, এবং মুনিগণাদি অপর যে সকল দেহধারী আছে, তাহারা জানে না। যজ্ঞ তাহাকে জানে না (অর্থাৎ যজ্ঞ দ্বারাও তাঁহাকে যথার্থতঃ জানা যায় না। সুতরাং তাহার) উপায় কে করিতে পারে?"[২] তবে পরিশুদ্ধচিত্তে প্রার্থনা করিলে এবং তাঁহার শরণাপন্ন হইলে তিনি সত্বর প্রসন্ন হন। এই বলিয়া ব্রহ্মা দেবতাদিগকে লইয়া কৈলাসে গমন করেন, স্তুতি দ্বারা শিবকে প্রসন্ন করেন এবং দক্ষাদিকে ক্ষমা করিতে প্রার্থনা করেন।[৩] শিবের বরে মৃত দক্ষ জীবিত হইয়া উঠেন এবং তাঁহার সহকারিগণ স্বস্থ হন। তখন বিধ্বস্ত যজ্ঞ পুনঃ আরম্ভ হয়। এইবার দক্ষের নিমন্ত্রণে ব্রহ্মা এবং শিবও যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হন। "বৃষভধ্বজদ্বেষকলিতাত্মা প্রজাপতি (দক্ষের হৃদয়) তখন শিবকে দর্শন করত শরৎকালীন সরোবরের ন্যায় নির্মল হইয়া যায়।"[৪] তিনি আপন অপরাধ স্বীকার করেন এবং শিবের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন। শিব তাঁহাকে ক্ষমা করেন। তাঁহার ও ব্রহ্মার অনুমতিতে যজ্ঞ আরম্ভ হয়। অনন্তর যজমান দক্ষ এবং তাঁহার পুরোহিতগণ যখন অর্ঘ্যহস্তে বিশুদ্ধ চিত্তে, ভগবান্ বিষ্ণুকে ধ্যান করেন, তখন তিনি সেইখানে প্রাদুর্ভূত হন। দক্ষকে সম্বোধন করিয়া তিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের অভেদ খ্যাপন করেন এবং ভেদদৃষ্টিকে নিন্দা করেন। তাঁহার ঐ উপদেশ পূর্বে উদ্ধৃত হইয়াছে।[৫] ইহা বিশেষভাবে প্রণিধান কর্তব্য যে যদিও দক্ষাদি যজ্ঞবাদিগণ আপনাদিগকে বিষ্ণুর উপাসক বলিয়া এবং যজ্ঞ দ্বারা বিষ্ণুকেই যজন করিতেছিলেন বলিয়া মনে করিতেছিলেন, যতক্ষণ তাঁহাদের মনে শিবের প্রতি দ্বেষ ছিল, ততক্ষণ, তাঁহাদের প্রার্থনা সত্ত্বেও, বিষ্ণু তাঁহাদের যজ্ঞে উপস্থিত হন নাই। যখন তাঁহাদের মন হইতে ঐ দ্বেষ অপসারিত হয় এবং তাঁহাদের পূর্বকৃত অপরাধ তাঁহারা

---

১) (বিষ্ণু)ভাগপু, ৪।৬।৫ ; আরও দেখ—৪।৬।৫০ ১৪) ঐ, ৪।৬।৭

২) শিবের স্তুতি প্রসঙ্গে ব্রহ্মা দক্ষাদি কেবল কর্মবাদিগণকে এই বলিয়া নিন্দা করেন যে যাহাদের বুদ্ধি কেবল কর্মানুষ্ঠানে ব্যাপৃত, তাহারা ভেদদৃষ্টিসম্পন্ন এবং সেইহেতু তাহাদিগের চিত্ত দুষ্ট। পরের সমৃদ্ধি দেখিয়া তাহারা অন্তরে অন্তরে সর্বদা জ্বলিতে থাকে এবং কঠোর দুর্বাক্য দ্বারা পরের হৃদয়কে বিদ্ধ করে। (বিষ্ণু)ভাগপু, ৪।৬।৪৭)। পক্ষান্তরে শিবভক্তগণকে তিনি এই বলিয়া প্রশংসা করেন যে, যাহারা আপন চিত্তকে শিবের শ্রীচরণে অর্পণ করিয়াছে, সে সকল সৎপুরুষগণ সর্বত্র সর্বভূতে শিবকে দর্শন করে ; এবং সেইহেতু তাহারা আপনাতে ও অপর প্রাণীতে অভেদদৃষ্টিসম্পন্ন হয়। ভেদদৃষ্টিসম্পন্ন পশুগণের ন্যায় তাঁহাদের চিত্ত অপরের প্রতি ক্রোধ ও দ্বেষ দ্বারা অভিভূত হয় না। (ঐ, ৪।৬।৪৬)

৩) ঐ, ৪।৭।১০ ৪) পূর্বে দেখ।

শিবকে প্রার্থনা করিয়া ক্ষমা করাইয়া লন, তখনই তাঁহাদের প্রার্থনায় বিষ্ণু প্রাদুর্ভূত হন। এইরূপে দক্ষের দৃষ্টান্ত দ্বারা '(বিষ্ণু)ভাগবতপুরাণ' প্রদর্শন করিয়াছে যে যে ব্যক্তি অপর কোন দেবতার প্রতি দ্বেষবুদ্ধি রাখে সে সর্বপ্রকারের উপাসনা করিয়াও আপন ইষ্টদেবের সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারে না। সেইহেতু তাহার সমস্ত উপাসনা নিষ্ফল হয়, অধিকন্তু উহা কখন কখন অনর্থের আকরও হইয়া থাকে।

ইহা বিশেষ করিয়া প্রণিধান কর্তব্য যে 'মহাভারতে' ভাগবতধর্ম-ব্যাখ্যায় যে যে ত্রুটি হইয়াছে বলিয়া পূর্বোক্ত ব্যাস-নারদাখ্যানে নারদ ব্যাসকে বলেন,—যেই সমস্ত আমরা কিঞ্চিৎ বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছি, এবং '(বিষ্ণু)ভাগবতপুরাণে'র অপরাপর অংশ হইতেও যাহার অনুকূল প্রমাণসমূহ উদ্ধৃত করিয়াছি,—সংক্ষেপে পুনর্বার বলিতে, '(বিষ্ণু)ভাগবতপুরাণে' প্রাচীন ভাগবতধর্মের যে যে রূপান্তর আছে বলিয়া উপরে প্রদর্শিত হইয়াছে, তৎসমস্তই ধার্মিক আচরণ বিষয়ে, পরন্তু দার্শনিক সিদ্ধান্ত বিষয়ে নহে। অপর কথায় বলিলে, তৎসমস্তই সাধন বিষয়ে, সাধ্য পরমতত্ত্ব বিষয়ে নহে। তাহাতে সহজে মনে হয় যে নারায়ণীয়ধর্মের আদ্যাচার্য দেবর্ষি নারদের মতে,—অথবা একেবারে নিঃসন্দিগ্ধভাবে সুনির্দিষ্ট করিয়া বলিলে, '(বিষ্ণু)ভাগবতপুরাণ'কারের মতে, নারায়ণীয়ধর্মের বা ভাগবতধর্মের মৌলিক দার্শনিক সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যায় 'মহাভারতে' কোন ত্রুটি ছিল না। পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে 'মহাভারতে'র মতে নারায়ণীয়ধর্মের দার্শনিক সিদ্ধান্ত অদ্বৈতবাদেই। সমগ্র 'ভাগবতপুরাণে'র দার্শনিক সিদ্ধান্তও বস্তুতঃ তাহাই। যাহা হউক, সেই কথা ছাড়িয়া দিলেও উহার যে যে স্থলে—ভাগবতধর্মের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে বলিয়া অতীব স্পষ্টবাক্যে উক্ত হইয়াছে, সেই সেই স্থলের প্রত্যেকটি হইতেও সুনিশ্চিতরূপে জানা যায় যে প্রাচীন ভাগবতধর্মের দার্শনিক সিদ্ধান্ত অদ্বৈতবাদই। ইতিপূর্বে সে সকল প্রদর্শিত হইয়াছে। পূর্বোক্ত ব্যাস-নারদ-সংবাদ হইতেও সেই সিদ্ধান্ত পাওয়া যায়। কেননা, তথায় আপন অনুভূতি সম্বন্ধে নারদ বলিয়াছেন, "আমি ইহা উপলব্ধি করিলাম যে সদসদাত্মক এই জগৎপ্রপঞ্চ পর-ব্রহ্মস্বরূপ আমাতে আমার নিজ মায়া দ্বারা কল্পিত।" ইহার অন্তর্নিহিত দার্শনিকতত্ত্ব এই যে,—জীব স্বরূপতঃ পরব্রহ্মই, এবং সদসদাত্মক এই জগৎপ্রপঞ্চ তাঁহাতে আত্মমায়া দ্বারা কল্পিত। নারদ পরেও সেই প্রকার বলিয়াছেন যে জগৎ বাসুদেবের "মায়ানুভব" মাত্র। সুতরাং জগৎ মায়িক প্রতিভাসমাত্র, বাস্তব নহে। তিনি আরও বলেন ভগবানের ধ্যান করিতে করিতে তিনি এমন অবস্থা লাভ করেন, যখন ধ্যাতা, ধ্যেয় এবং ধ্যান—এই ভেদত্রিপুটির ভান তাঁহার রহিল না। তাহাতে সিদ্ধ হয় যে ভগবানের পরমস্বরূপ সম্যক্ ভেদবর্জিত বা অদ্বৈত। ব্যাসও ভগবদ্ভক্তি দ্বারা উপলব্ধি করেন যে জীব প্রকৃতপক্ষে পরব্রহ্ম এবং মায়াতীত, পরন্তু মায়া বশতঃ আপনাকে ত্রিগুণাত্মক বলিয়া মনে করিতেছে, এবং সেইহেতু মহান্ অনর্থ প্রাপ্ত হইতেছে। এই সমস্ত একমাত্র অদ্বৈতবাদেরই অনুযায়ী। কপিল বলিয়াছেন যে ভগবান্ বাসুদেবের প্রতি ভক্তি ব্রহ্মদর্শনরূপ জ্ঞান উৎপন্ন করে।[১] সেই জ্ঞানের স্বরূপ তিনি এই প্রকার বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, "এক জ্ঞানমাত্রই পরব্রহ্ম, পরমাত্মা, ঈশ্বর, পুরুষ ও ভগবান্ নামে অভিহিত হয়।

১) (বিষ্ণু)ভাগপু, ৩।৩২।২৩ ; পূর্বে দেখ।

উহাই (দ্রষ্টা)দৃশ্যাদি পৃথক্ পৃথক্ ভাবে প্রতীয়মান হইতেছে।...ব্রহ্ম এক, নির্গুণ এবং জ্ঞান-স্বরূপই। পরাচীন ইন্দ্রিয়সমূহ দ্বারা উহা ভ্রান্তিবশতঃ শব্দাদিধর্মযুক্ত (আকাশাদি) বিষয়প্রপঞ্চ-রূপে অবভাসিত হইতেছে।"[১] পূর্বে ইহা প্রদর্শিত হইয়াছে যে কৃষ্ণের মতেও পরম জ্ঞান অদ্বৈত,—"জ্ঞানং চৈকাত্ম্যদর্শনম্" ('ঐকাত্ম্যদর্শনই জ্ঞান'), "বিদ্যাত্মনি ভিদাবাধঃ" ('পরমাত্মায় ভেদবোধ না থাকাই বিদ্যা বা জ্ঞান')।[২] তিনি পরিষ্কার বলিয়াছেন, দ্বৈতজগৎপ্রপঞ্চ অবস্তু ("দ্বৈতস্যাবস্তুনঃ) 'বাচোদিতং তদনৃতং মনসা ধ্যাতমেব চ" ('যাহা বাণী দ্বারা প্রকাশ করা যায় কিম্বা মন দ্বারা চিন্তা করা যায়, তাহা অনৃত')।[৩]

"ছায়াপ্রত্যাহ্বয়াভাসা হ্যসন্তোঽপ্যর্থকারিণঃ।
এবং দেহাদয়ো ভাবা যচ্ছন্ত্যামৃত্যুতো ভয়ম্ ॥"[৪]

'ছায়া, প্রতিধ্বনি এবং আভাস অসৎ হইলেও (সত্যবৎ প্রতিভাত হয় বলিয়া) যেমন কার্যকারী সেই প্রকার দেহাদি ভাবসমূহ অসৎ হইলেও মরণপর্যন্ত ভয় প্রদান করিয়া থাকে।'

"অর্থে হ্যবিদ্যমানেঽপি সংসৃতির্ন নিবর্ততে।
ধ্যায়তো বিষয়ানস্য স্বপ্নেঽনর্থাগমো যথা ॥"[৫]

'জগৎপ্রপঞ্চ বস্তুতঃ না থাকিলেও, যে ব্যক্তি তদন্তর্গত বিষয়সমূহ চিন্তন করিতে থাকে উহার সংসৃতি নিবৃত্ত হয় না, যেমন স্বপ্নে (কোন পদার্থ বস্তুতঃ না থাকিলেও) অনর্থাগম হইয়া থাকে।' এই সকল নিছক অদ্বৈতবাদই। আর অধিক প্রমাণ উদ্ধৃত করা নিষ্প্রয়োজন মনে করি। এইরূপে প্রদর্শিত হইল যে '(বিষ্ণু)ভাগবতপুরাণে' প্রাচীন ভাগবতধর্মের ধার্মিক সিদ্ধান্তের কিছু কিছু পরিবর্তন হইলেও দার্শনিক সিদ্ধান্তের পরিবর্তন মোটেই হয় নাই।

---

১) (বিষ্ণু)ভাগপু, ৩।৩২।২৬, ২৮ ২) পূর্বে দেখ। ৩) ঐ, ১১।২৮।৪ ৪) ঐ, ১১।২৮।৫
৫) ঐ, ১১।২৮।১৩

নবম অধ্যায়

ভাগবতধর্মের রূপান্তর

(পাঞ্চরাত্রমত)

পাঞ্চরাত্রসংহিতাসমূহে প্রাচীন ভাগবতধর্মের দার্শনিক সিদ্ধান্ত ক্রমে ক্রমে পরিবর্তিত হয়। আমরা অন্যত্র দেখাইয়াছি যে উহাদের আদ্যতম এবং মুখ্যতম বলিয়া খ্যাত সংহিতাত্রয়ের দুইটিতে 'জয়াখ্যসংহিতা'য় এবং 'পৌষ্করসংহিতা'য় প্রপঞ্চিত দার্শনিক তত্ত্ব অদ্বৈতমূলকই।[১] যথা, 'জয়াখ্যসংহিতা'য় উক্ত হইয়াছে যে

"যদিদং পশ্যসি ব্রহ্মন্ মায়য়া নির্মিতং জগৎ।
কালাদিভির্ভেদৈর্ভিন্নং নানাস্বরূপকৈঃ॥"[২]

অর্থাৎ অনন্ত প্রকার ভেদসমূহ দ্বারা ভিন্ন এই পরিদৃশ্যমান জগৎপ্রপঞ্চ মায়া দ্বারা সৃষ্ট। উহা মায়াময় ("অস্মিন মায়াময়ে বিশ্বে")।[৩] 'পৌষ্করসংহিতা'য়ও ঠিক সেই প্রকার উক্তি আছে।

"আক্ষিতের্ভেদভিন্নং বৈ মায়াময়মিদং জগৎ।"[৪]

'ক্ষিতিতত্ত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া (অনন্ত) ভেদভিন্ন এই পরিদৃশ্যমান জগৎ নিশ্চয় মায়াময়।' 'জয়াখ্যসংহিতা'র মতে, ঐ মায়া অবিদ্যা, প্রধান বা প্রকৃতি নামেও অভিহিত হয়। ঐ অবিদ্যা বশতঃই একরস জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্ম নানারূপ হয়। উহা গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা।[৫] তাহাতে মনে হয় যে উহা সাংখ্যদর্শনের প্রকৃতির তুল্য; উহা কোন সদ্‌বস্তুবিশেষ। পরন্তু 'জয়াখ্যসংহিতা'য় আবার ইহাও বলা হইয়াছে যে মায়া ব্রহ্মে বস্তুতঃ নাই, ব্রহ্ম "মায়াবিবর্জিত"।[৬] তিনি মায়াতীত।[৭] ব্রহ্ম প্রকাশ-স্বরূপ, আর অবিদ্যা বা অজ্ঞান তমঃ-রূপ। সুতরাং প্রকাশ-স্বরূপ ব্রহ্মে তমঃ-রূপ অজ্ঞান থাকিতে পারে না।[৮] "আলোক যেমন অন্ধকার হইতে ভিন্ন সেইরূপ ব্রহ্ম অজ্ঞান হইতে ভিন্ন।"[৯] তাহাতে মায়া প্রকৃতপক্ষে বস্তু কিনা সন্দেহ হয়। 'পৌষ্করসংহিতা'য় উক্ত হইয়াছে যে জগৎপ্রপঞ্চ স্বপ্নবৎ মায়াত্মক। "এই প্রকারে ভগবান্ সর্বত্র (অর্থাৎ জগতের সর্ববস্তুতে) সামান্যরূপে বর্তমান আছেন। এই মায়াত্মক রূপ জড়শক্তিগণময় নহে। পরন্তু, হে অব্জসম্ভূত, ইহা নিশ্চয় ভগবানে অন্তর্লীন থাকে। তথা হইতে (ইহা বাহিরে ব্যক্ত হয়)। বিচার করিলে ইহা অচ্যুতভাবপরায়ণ ব্যক্তিগণের নিকট স্বপ্নদৃষ্ট ঐশ্বর রূপের ন্যায় নিত্য অভাবতা প্রাপ্ত হয়।"[১০] মায়াত্মক জগৎ ভগবানে অন্তর্লীন থাকে বলাতে সৎকার্যবাদ স্থাপিত

---

১) 'প্রাচীন অদ্বৈত কাহিনী', ৩য় খণ্ড, দেখ। ২) জয়াখ্যসং, ২।৩১

৩) ঐ, ৪।৮৫·২ ৪) পৌষ্করসং ৩৬।৫·১

৫) ঐ, ৪।৫৩·২—৫৬·১ ৬) ঐ, ৪।১০৬·১ ৭) ঐ, ২।২৬

৮) ঐ, ৪।৬৮·১ ৯) ঐ, ৪।৯৬·২

১০) পৌষ্করসং, ২৭।৬৯২—৪·১

"যতো বিচার্যমানে হি নিত্যমচ্যুতভাবিনাম্।
অভাবত্বমিয়াত্তি স্বপ্নদৃষ্টমিবৈশ্বরম্।" —(২৭।২৯৩·২—৪১)

হয়। অধিকন্তু মনে হইতে পারে যে জগৎ মায়াত্মক হইলেও সত্য। ঐ অনুমান খণ্ডনার্থ বলা হইয়াছে যে বিচার-পরায়ণ জ্ঞানীর দৃষ্টিতে উহা স্বপ্নে-দৃষ্ট ঐশ্বর রূপের ন্যায় নিত্য অভাবতা প্রাপ্ত হয়। সুতরাং জগৎ মিথ্যা। পরেও উক্ত হইয়াছে যে জগৎ জ্ঞান-নাশ্য। "ক্ষিতি হইতে আরম্ভ করিয়া (মন, বুদ্ধি ও অহংকার) ইন্দ্রিয়াখ্য করণগ্রাম এবং (সত্ত্বাদি) গুণান্বিত অব্যক্ত পর্যন্ত—সমস্তই প্রপঞ্চ বলিয়া উক্ত হয়। উহা বিনশ্বর। উহা নানামূর্তিযুক্ত, কর্মীদিগের ভোগক্ষেত্র, সুখদুঃখগুণোপেত, এবং দৃঢ় মোহমায়াময়। ঐ প্রপঞ্চ ক্ষণে ক্ষণে উহাতে আসক্ত ব্যক্তির অজ্ঞান বৃদ্ধি করে। পরন্তু জ্ঞান হইলে উহা বিলয় প্রাপ্ত হয়। সেই হেতু, হে দ্বিজ, উহা নিত্য নহে। উহাকে হেয় বলিয়া সর্বদা ভাবনা কর্তব্য।......হে সত্ত্ববান্‌দিগের শ্রেষ্ঠ, মন, বুদ্ধি, অহংকার এবং সত্ত্ব (অর্থ জীবত্ব)—এই চারিটি, এই অব্যক্ত (অর্থাৎ অব্যক্তাত্মক জগৎপ্রপঞ্চ) ব্রহ্মপ্রাপ্তি দ্বারা নিবর্তিত হয়।"[১] অন্যত্র আছে, যাহারা তত্ত্ববিৎ জ্ঞানী, যাহাদের কর্ম সুনিষ্পন্ন হইয়াছে (অর্থাৎ অবশেষ নাই) এবং যাহারা অদ্বৈতভাব প্রাপ্ত হইয়াছে ("নিষ্কলানাং") তাহাদের জন্য প্রপঞ্চ বিলীন হয় ("বিগলতি"); আর নিত্যাকাররতাত্মা, মন্ত্রক্রিয়ারত এবং দ্বৈতভাবগ্রস্ত ("নানাত্বেন সমাত্মনাং") অপরের জন্য উহা বিকসিত হয় ("বিকাসমেতি")।[২] তাৎপর্য এই যে জগৎ জ্ঞানীর দৃষ্টিতে নাই, অজ্ঞানীর দৃষ্টিতে আছে।

জ্ঞানীর ও অজ্ঞানীর ঐ প্রকার দৃষ্টিভেদেই ব্রহ্মকে কখন কখন নির্বিশেষ, আর কখন কখন সবিশেষ বলা হইয়াছে। "উহা সচ্চিদানন্দস্বরূপ। উহা অনাভাস ও সর্বাভাস। উহা ব্যক্ত (=কার্য) ও অব্যক্ত (=কারণ) ভাব হইতে নির্মুক্ত ও নির্লেপ। এই পরিদৃশ্যমান জগৎপ্রপঞ্চ উহার দ্বারা উহা হইতে অভিব্যক্ত হইয়াছে।"[৩] অজ্ঞানী ব্যক্তিকে ব্রহ্মের উপদেশ করিতে গেলে প্রথমে বলিতে হয় যে উহা জগতের বীজ বা সৃষ্ট্যাদির কারণ। এতাবৎ জ্ঞান উত্তমরূপে অধিগত হইলে, পরে বলিতে হইবে যে ব্রহ্ম প্রকৃত পক্ষে স্বরূপতঃ জগতের বীজ নহে। সুতরাং জগদ্‌বীজকে অবীজ করিতে হইবে। পরন্তু তাহাতে ব্রহ্মের সদ্ভাবের বিলোপ হইবে না,—উহা শূন্যে পর্যবসিত হইবে না ("নান্তর্ধানং যথা যাতি জগদ্‌বীজমবীজকৃৎ")।[৪] তিনি "সকল ও নিষ্কল"[৫], "বিভক্ত ও অবিভক্ত"[৬], "সর্ববর্ণরসান্বিত ও সর্ববর্ণরসহীন"[৭] "সর্ব ও সর্বাতীত"[৮] ইত্যাদি 'পৌষ্করসংহিতা'র মতে ব্রহ্ম প্রকৃত পক্ষে

"বাঙ্‌মাত্রেণৈব ভিন্নস্তু হ্যভিন্নস্ত্বেব তত্ত্বতঃ"[৯]

কেবল বাঙ্‌মাত্রেই ভিন্ন, তত্ত্বতঃ নিশ্চয় অভিন্ন। সুতরাং উহার মতে ব্রহ্ম অদ্বৈতই। 'জয়াখ্য-সংহিতা'র মতে, ব্রহ্মের প্রতীয়মান ভেদ ঔপাধিক। উপচারক্রমেই তিনি বিরাট্ বা বিশ্বরূপ পরমার্থতঃ নহেন।[১০] আবার ইহাও বলা হইয়াছে যে ব্রহ্ম "সর্বোপাধিবিবর্জিত"।[১১] সুতরাং

---

১) পৌষ্করসং, ৫।১৩৪—৭'১, ১৩৮'২—১৩৯'১
২) ঐ, ২২।৫১—২ আরও দেখ—২২।৫৮—৬০
৩) ঐ, ১।৪০'২—৪১
৪) ঐ, ১।৪৪'১
৫) জয়াখ্যসং, ২।২৮'২
৬) ঐ, ৪।৬৭'১
৭) ঐ, ৪।৬৯'১
৮) ঐ, ৪।৬৯'২,৭৪'১
৯) পৌষ্করসং, ২২।২৪'১
১০) জয়াখ্যসং, ৪।১২৫—১৩০
১১) ঐ, ৪।১০৬'২

তাঁহাতে কোন প্রকার উপাধি বস্তুতঃ নাই। অতএব বলিতে হয় যে ঐ সকল উপাধি সত্য নহে; মায়িক। আবার মায়াও ব্রহ্মে বস্তুতঃ নাই। কেননা, তাঁহার স্বরূপ "মায়াবিবর্জিত"।[১] সুতরাং 'জয়াখ্যসংহিতা'র মতেও ব্রহ্ম প্রকৃত পক্ষে অদ্বৈতই।

পরে পরে, অন্ততঃ কোন কোন সংহিতায়, ভিন্ন প্রকার দার্শনিক সিদ্ধান্ত আছে। যথা, 'পরমসংহিতা'য় উক্ত হইয়াছে যে

"আমুক্তের্ভেদ এব স্যাজ্জীবস্য চ পরস্য চ।
মুক্তস্য তু ন ভেদোঽস্তি ভেদহেতোরভাবতঃ॥"[২]

'মুক্তির পূর্ব পর্যন্ত ব্রহ্মের ও জীবের ভেদ নিশ্চয় আছে। পরন্তু (ব্রহ্মের) ও মুক্তের ভেদ নাই। কেননা, (তখন) ভেদের কারণের অভাব।' তখন জীব ব্রহ্ম হইয়া যায়। সুতরাং জীবভাব আর থাকে না,—জীবভাবের সম্পূর্ণ বিলোপ হয়। তাই মুক্তিকে 'পরমসংহিতা'য় "পর নির্বাণ" বলা হইয়াছে।[৩] উপলব্ধ অপর কোন কোন পাঞ্চরাত্রসংহিতায়ও পরিষ্কার বলা হইয়াছে যে ব্রহ্ম এবং মুক্ত জীব অভিন্ন। যথা, 'জয়াখ্যসংহিতা'য় উক্ত হইয়াছে যে "কর্মবর্গের ক্ষয় হইলে মায়াক্রান্তস্বরূপ চিদাত্মক প্রত্যগাত্মা ব্রহ্মের সহিত ঐকাত্মতা লাভ করে।"[৪] তাই উহাতে মুক্তিকে "ব্রহ্মসমাপত্তি" বা ব্রহ্ম-ভবন বলা হইয়াছে।[৫] 'সাত্বতসংহিতা'র মতে, মুক্ত জীব "ব্রহ্ম সম্পদ্যতে;"[৬] পরমেশত্ব লাভ করে।[৭] 'পৌষ্করসংহিতা'র মতে, মুক্তিতে জীব "ব্রহ্মে ঐকাত্মতা লাভ করে,"[৮] "ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন পরম শান্ত পদ লাভ করে"[৯]; অর্থাৎ ব্রহ্মের সহিত "একত্ব লাভ করে,"[১০] "পরব্রহ্মত্ব লাভ করে,"[১১] বা "বাসুদেবত্ব লাভ করে।"[১২] তখন ব্যক্তিত্ব বা ব্রহ্ম হইতে কোন প্রকারে পৃথগ্‌রূপে অস্তিত্ব থাকে না বলিয়া মুক্তিকে লয়,[১৩] নির্বাণ[১৪] বা পরম নির্বাণ[১৫] ও বলা হয়। 'জয়াখ্যসংহিতা'য় নানা প্রকার দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহা বিশদভাবে বুঝান হইয়াছে। "মেঘ হইতে জল বহু ধারায় বিভক্ত হইয়া পতিত হয়। কিন্তু পৃথিবীতে পড়িয়া সকলে ঐক্যতা প্রাপ্ত হয়। সেইরূপ সমস্ত যোগিগণ ব্রহ্মে একত্ব লাভ করে।

১) জয়াখ্যসং, ৪।১০৬'১ ২) পরমসং, ১২।৬৫

৩) পরমসং, ১২।৬৭'২—৬৮ কখন কখন মুক্তিকে কেবল 'নির্বাণ' বলা হইয়াছে। (ঐ, ১।৬২ ; ১৩।১ ; ৩০।২২ ; ইত্যাদি,)

৪) জয়াখ্যসং, ৩।২২ ৫) ঐ, ৪।৫২'১ ৬) সাত্বতসং, ৬।২১৪ ; আরও দেখ—"শব্দব্রহ্ম সম্পদ্যতে স্বয়ম্" ১৭।৪৫২

৭) "পূজনাৎ পরমেশত্বমচিরাদেব গচ্ছতি"—(ঐ, ৯।৬০'১ ঈশ্বরসং, ২৪।১৮৪'১) "ব্রহ্মত্বমেতি বৈ" (সাত্বতসং, ১৭।৪৯৯'২)

৮) "ব্রহ্মণ্যৈকাত্মতাং যাতি অচিরাদেব পৌষ্কর॥"—(পৌষ্করসং, ৩০।১৯'২)
"ব্রহ্মণ্যৈকাত্মতাং ব্রজেৎ" —(ঐ, ২৯।৩৭'২)

৯) "তদভিন্নং পরং শান্তং পদমাপ্নোতি তদ্‌ব্রতী॥"—(ঐ, ৩৩।৭৬'২)

১০) "এবমেকত্বমাপন্নং"—(ঐ, ৩৩।৭৭'১)

১১) "পরং ব্রহ্মত্বমায়াতি তৎকর্মপরমঃ পুমান্।"—(ঐ, ৩০।১৮৩'১)

১২) "প্রাপ্নুবন্তি চ দেহান্তে বাসুদেবত্বমঞ্জসা।"—(ঐ, ৩৬।২৬২'১)

১৩) পৌষ্করসং, ৩১।২৩৩ ১৪) পৌষ্করসং, ২৭।৪'২, ১০'১ ; সাত্বতসং, ১৬।৪'২

১৫) পৌষ্করসং, ২৭।২২৫'২

যেমন বহু ইন্ধন অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইলে দগ্ধ হইয়া বিলীন এবং অলক্ষ্য হয়, সেইরূপ উপাসকগণ ব্রহ্মে গিয়া তাঁহাতে বিলীন হন ; তাঁহারা আর পৃথগ্ভাবে লক্ষিত হন না)। বহু নদনদী হইতে জল সমুদ্রে পতিত হইলে, সমুদ্রজল হইতে উহাদের ভেদ যেমন লক্ষিত হয় না, পরব্রহ্মে গত যোগিগণেরও সেই প্রকার (ভেদ থাকে না)।"[১] এইরূপে দেখা যায়, পাঞ্চরাত্রসংহিতা-সমূহের আদ্যতম এবং মুখ্যতম,—উহাদের রত্নত্রয় বলিয়া খ্যাত সংহিতাত্রয়ের, তথা 'পরম-সংহিতা'র, মতে, মুক্ত জীবের ও ব্রহ্মের ভেদ থাকে না। অপর কোন কোন সংহিতায়ও সেই প্রকার মত পাওয়া যায়। যথা, 'সাত্বতসংহিতা'র ন্যায়, উহার বিস্তার 'ঈশ্বরসংহিতা'য়ও বলা হইয়াছে যে মুক্তিতে জীব ব্রহ্ম হয় ("ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা") ; আরও বিশেষ করিয়া বলা হইয়াছে যে যোগী যখন ধ্যাতা এবং ধ্যেয়ের বিভাগরহিত ভাবে তন্ময়তা লাভ করে, তখন সংবেদ্য-নির্মুক্ত হইয়া ব্রহ্ম হয়।[২] 'ঈশ্বরসংহিতা'য় মুক্তিকে কখন কখন বিষ্ণুর বা ব্রহ্মের সাযুজ্য প্রাপ্তি বলা হইয়াছে।[৩] শ্রুতিতে আছে, যে ব্রহ্মকে জানে, সে ব্রহ্মই হয়।[৪] 'বিষ্ণুসংহিতা'য়ও সেই প্রকারে বলা হইয়াছে যে যে বিষ্ণুর পরমরূপ জানে, সে নিশ্চয় বিষ্ণু।[৫] 'অগ্নিপুরাণো'ক্ত পাঞ্চরাত্রবিবরণেও আছে যে মুক্ত পুরুষ হরিতে লয় প্রাপ্ত হয়।[৬]

গৌড়পাদ শঙ্করাদি অদ্বৈতবাদিগণ এবং ভাস্করাদি ও যাদবপ্রকাশশ্রীপতি প্রভৃতি ক্রমভেদাভেদবাদিগণও জীবের এবং ব্রহ্মের মুক্তির পূর্বে ভেদ, মুক্তিতে অভেদ মানিয়া থাকেন। যাদবপ্রকাশ ও শ্রীপতির মতে ঐ ভেদ স্বাভাবিক। শ্রীপতি কীট-ভ্রমর-ন্যায়ে মুক্ত জীবের ব্রহ্মভবন সমর্থন করিয়া থাকেন। শঙ্কর ও ভাস্করের মতে ঐ ভেদ ঔপাধিক মাত্র, স্বাভাবিক নহে। অধিকন্তু ভেদকারক ঐ উপাধি শঙ্করের মতে মায়িক বা অপারমার্থিক, আর ভাস্করের মতে বাস্তব বা পারমার্থিক। পূর্বোক্ত পাঞ্চরাত্রবাদিগণ ঐ ভেদকে কি প্রকার বলিয়া মনে করিতেন, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা অত্যন্ত কঠিন। আচার্য বাচস্পতিমিশ্র (৮৪১ খ্রীষ্টাব্দ) এবং তৎপূর্বে আচার্য ভাস্কর "আমুক্তের্ভেদ" ইত্যাদি পূর্বোক্ত বচন অনুবাদ করিয়াছেন এবং উহা পাঞ্চরাত্রিকদিগের বচন বলিয়া স্পষ্টতঃ উল্লেখ করিয়াছেন, যদিও তাঁহারা ইহা নির্দেশ করেন নাই যে উহা কোন পাঞ্চরাত্রগ্রন্থের।[৭] প্রাচীন বেদান্তাচার্য ঔডুলোমির মতের সমর্থনরূপে

---

১) জয়াখ্যসং, ৪।১২১—৩

২) ঈশ্বরসং, ৬।৮৭—৮=সাত্বতসং, ৬।২১৩—৪

৩) "বিষ্ণুসাযুজ্যমাপ্নুয়ুঃ" (ঈশ্বরসং ১২।৫৬·২); "সাযুজ্যং পদমাপ্নুয়াৎ" (ঐ, ১৩।৯০·২); "ব্রহ্মসাযুজ্যমাপ্নুয়াৎ" (ঐ, ১৩।১২৬·২)।

৪) "স যো হ বৈ তৎপরমং ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি"—(মুণ্ডকউ, ৩।২।৯)

৫) "যদা পশ্যেৎ পরং তত্ত্বং তদা মুক্তঃ স নান্যথা।

………স এব ভগবান্ বিষ্ণুঃ॥" —(বিষ্ণুসং, ২।৫৩—৪)

"তত্তু তুর্যং পরং রূপং যঃ পশ্যতি স এব সঃ।"—(ঐ, ৯।৭১·১)

৬) কথিত হইয়াছে যে ভগবান্ বিষ্বক্‌সেনের পূজা দ্বারা "মুমুক্ষু সর্বমাপ্নোতি মুমুক্ষুর্লীয়তে হরৌ" (অগ্নিপু, ২৩।৫৯·২)

৭) বাচস্পতিমিশ্রপ্রণীত 'ভামতী' (১।৪।২১) এবং ভাস্করপ্রণীত 'ব্রহ্মসূত্রভাষ্য' (১।৪।২০) দেখ। শেষোক্ত গ্রন্থের কাশীর চৌখাম্বা সংস্করণে 'তু' স্থলে 'চ' পাঠ আছে। পরন্তু 'তু' পাঠই অধিকতর সমীচীন।

তাঁহারা ঐ বচন উপস্থিত করিয়াছেন এবং শ্রুতিতে উল্লিখিত[১] সমুদ্রে নিপতিত নদীসমূহের দৃষ্টান্ত দ্বারা উহা বিশদ করিয়াছেন।[২] তাহাতে বোধ হয় যে তাঁহারা ঐ পাঞ্চরাত্রিকগণকে ঔড়ুলোমির ন্যায় ক্রমভেদাভেদবাদী বলিয়া মনে করিতেন।[৩] এইরূপে ইহা দেখা যায় যে খ্রীষ্টীয় ৯ম শতকের পূর্বে,—কত পূর্বে তাহা নির্ণয় করা যায় না, পাঞ্চরাত্রিকগণের অন্ততঃ কেহ কেহ ক্রমভেদাভেদবাদী হইয়াছিলেন; অথবা আরও ঠিক ঠিক করিয়া বলিলে, ভাস্কর ও বাচস্পতির ন্যায় মনীষিগণ ঐ সকল পাঞ্চরাত্রবাদিগণকে ক্রমভেদাভেদবাদী মনে করিতেন। ইহাও বোধ হয় এইখানে বিশেষ করিয়া বলা উচিত যে দার্শনিক দৃষ্টিতে ভাস্কর ও বাচস্পতি একমত নহেন,—ভাস্কর ক্রমভেদাভেদবাদী, আর বাচস্পতি অদ্বৈতবাদী। অধিকন্তু ভাস্কর স্বয়ং পাঞ্চরাত্রবাদী না হইলেও, তৎপক্ষপাতী ছিলেন বলিয়া মনে হয়। তাঁহারা উভয়ে যখন ঐ পাঞ্চরাত্রসিদ্ধান্ত বিষয়ে একমত তখন উহাকে সহজে উড়াইয়া দেওয়া যায় না।[৪] ভাস্করের মতে, ঔড়ুলোমি জীবকে মুক্তির পূর্বে ব্রহ্ম হইতে "অত্যন্তভিন্ন" মনে করিতেন। সুতরাং তাঁহার মতে, ঐ পাঞ্চরাত্রিকগণও তাহাই মনে করিতেন। পরন্তু উহা সত্য কিনা সন্দেহ। কেননা, আচার্য মধ্ব (জন্ম ১১৯৮ খ্রীষ্টাব্দে) 'পরমসংহিতা'র নিম্নোক্ত বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন,—

"অংশিনস্তু পৃথগ্‌জাতা অংশাস্তস্যৈব কর্মণা।
পুনরৈক্যং প্রপদ্যন্তে নাত্র কার্য বিচারণা॥"[৫]

'পরন্তু কর্ম হেতুতেই অংশী তাঁহার (জীবরূপ) পৃথক্ অংশসমূহ উৎপন্ন হইয়াছে। (উহারা) পুনরায় (তাঁহার সহিত) ঐক্য প্রাপ্ত হয়। এই বিষয় সংশয় করিবে না।' ইহাও ক্রমভেদাভেদ-বাদই। তবে এতন্মতে জীব মুক্তির পূর্বে ব্রহ্ম হইতে "অত্যন্তভিন্ন" নহে।

দশম খ্রীষ্ট শতকের প্রারম্ভে কাশ্মীরনিবাসী ত্রিবিক্রম-সূনু উৎপলাচার্য-বিরচিত 'স্পন্দ-প্রদীপিকায়' ধৃত বচনসমূহ হইতে পাঞ্চরাত্রমতের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাও প্রাচীন ভাগবতমত হইতে কিঞ্চিৎ ভিন্ন। উৎপল 'সাত্বতসংহিতা' ("শ্রীসাত্বতা") হইতে নিম্নলিখিত বচন অনুবাদ করিয়াছেন,—[৬]

---

১) মুণ্ডকউ, ৩।২।৮

২) আচার্য ঔড়ুলোমির মতের ব্যাখ্যা রামানুজও ঐ প্রকারে করিয়াছেন। (শ্রীভাষ্য, ১।৪।২১—২)

৩) পরে প্রদর্শিত হইবে যে 'পরমসংহিতা'র মতে জীবভাব ঔপাধিক। (পরে দেখ)।

৪) 'সূতসংহিতা'র টীকাকার মাধব মন্ত্রী (১৪শ খ্রীষ্টশতকের প্রথম ভাগে) লিখিয়াছেন "পৃথগ্‌ভূতস্যৈব জীবস্য শিবতাদাত্ম্যমুপায়ৈর্ভ্যমিতি কেচন ভ্রান্তাঃ। যদাহুঃ—'আ মুক্তের্ভেদ এব স্যাৎ" ইত্যাদি। ('সূতসংহিতা', ৩।৮।৩৪ টীকা) সুতরাং তিনি মনে করিতেন যে ঐ বচনবাদিগণের মতে মুক্তির পূর্বে জীবেরও ব্রহ্মের ভেদ বাস্তব।

৫) ব্রহ্মসূত্র, ৩।৩।৫৩ মধ্বভাষ্য।

৬) 'স্পন্দপ্রদীপিকা,' উৎপলাচার্য-বিরচিত, বিজয়নগরম্ সংস্কৃত সিরিজ, কাশী, ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দ, ২০ পৃষ্ঠা। এই বচন 'সাত্বতসংহিতা'র কিনা শ্রেডার কিঞ্চিৎ সন্দেহ করিয়াছেন। (Introduction to the Pancaratra, ১৮পৃষ্ঠা) ঐ সন্দেহের হেতু কি তাহা তিনি নির্দেশ করেন নাই। পরন্তু উৎপল স্পষ্টই বলিয়াছেন যে উহা 'শ্রীসাত্বতা'র বচন। ("তথা চ শ্রীসাত্বতা") 'জয়াখ্যসংহিতা'কে উৎপল কখন কখন "শ্রীজয়া" বা "জয়া" বলিয়াছেন দেখা যায়। (যথা-ক্রমে ৯, ১১ ও ৩৪ পৃষ্ঠা দেখ)। তাহাতে বুঝা যায় যে তিনি "শ্রীকালপরা" (৩৩ পৃষ্ঠা) বা কালপরা" (৩৪ পৃষ্ঠা) নামে

"অজ্ঞতাব্যাপকত্বং চ সুখদুঃখাদিবেদনম্।
সর্বজ্ঞস্যাত্মতত্ত্বস্য কর্মচক্রাবলম্বনাৎ॥
গীতা ত্বেষা[১] প্রকৃত্যাখ্যাশুদ্ধিঃ প্রাক্‌কর্মবাসনা।
মায়াঽবিদ্যা ভ্রমো মোহোঽজ্ঞানং মলমিতি ক্বচিৎ॥"

'সর্বজ্ঞ (বিভু এবং সুখদুঃখাদিদ্বন্দ্বাতীত) আত্মতত্ত্বের (জীবভাবে) অজ্ঞতা, অব্যাপকত্ব (বা অণুত্ব) এবং সুখদুঃখাদিসংবেদন কর্মচক্র অবলম্বন বশতঃই। পরন্তু এই অশুদ্ধি 'প্রকৃতি' নামে গীত হইয়া থাকে। কোথাও কোথাও উহা 'প্রাক্‌কর্মবাসনা', 'মায়া', 'অবিদ্যা', 'ভ্রম', 'মোহ', 'অজ্ঞান' বা 'মল' বলিয়াও (গীত হইয়া থাকে)।' ইহা হইতে পরিষ্কার বুঝা যায় যে 'সাত্বত-সংহিতা'র মতে, পরমাত্মাই জীব সাজিয়া বন্ধনগ্রস্ত হইয়াছেন।[২] সুতরাং মোক্ষে জীব যে পরমাত্মা হইবে, তাহা স্বাভাবিকই। আরও দেখ—অনাদি অবিদ্যা জনিত কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ব-বাসনারূপ সহজা অশুদ্ধি বশতঃ সঙ্কুচিত-শক্তি হইয়া পরমাত্মা জীব সাজিয়াছেন এবং যখন সেই অশুদ্ধি-রূপ ক্ষোভ প্রলীন হয়, তখন জীবের পরম পদ হয় অর্থাৎ স্বরূপে স্থিতি হয়,[৩]—ভট্ট কল্লটের এই মতের সমর্থনে উৎপল ঐ বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। সুতরাং উহার তাৎপর্যও অবশ্যই তাহাই বলিয়া মনে করিতে হইবে। অধিকন্তু উৎপল-ধৃত অপর পাঞ্চরাত্রবচনে পরিষ্কার ব্যক্ত হইয়াছে যে মুক্তিতে জীব "ভগবদ্ভূত" হয়; "সর্বজ্ঞ, সর্বদর্শী, সর্বেশ্বর এবং সর্বশক্তিমান্ হয়,"[৪] তখন জীব "পূর্বরূপ" প্রাপ্ত হয় এবং অপর কোন কিছুর সাহায্য ব্যতীতও স্বশক্তিপ্রভাবেই সর্বজ্ঞ ও সর্বকর হয়;[৫] তখন সে সর্বভূতকে আপনাতে এবং আপনাকে সর্বভূতে, তথা উহাদের হইতে আপনাকে পৃথক্ বলিয়া দেখে।[৬] উৎপল বলিয়াছেন, পাঞ্চরাত্র মতে, দ্রষ্টা, দৃশ্য ও দর্শন—সমস্তই বিষ্ণু।[৭] ঐ ভেদত্রিপুটি তাঁহার স্বরূপগত নহে। তাঁহার স্বরূপে উহা

'কালপর-সংহিতা'র, "শ্রীপৌষ্করে" (৩ পৃষ্ঠা) নামে 'পৌষ্করসংহিতা'র এবং "শ্রীবৈহায়সী" (৩৩ পৃষ্ঠা) নামে 'বৈহায়স-সংহিতা'র উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রেডারও তাহা স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং সেই প্রকারে বলিতে হয় যে 'সাত্বত-সংহিতা'কে উৎপল "শ্রীসাত্বতা" বলিয়াছেন। মুদ্রিত 'সাত্বতসংহিতা'য় ঐ বচনের প্রথমাংশ, অর্থাৎ প্রথম শ্লোক আছে (১৮।১৫৭), অপরাংশ নাই। দ্বিতীয় শ্লোক না থাকার হেতু উহার ত্রুটি বলিতে হইবে। অথবা হইতে পারে যে মূল 'সাত্বতসংহিতা'য় কালক্রমে দেশভেদে পাঠভেদ সংক্রমিত হইয়াছিল। কাশ্মীরনিবাসী উৎপল কাশ্মীরে প্রচলিত 'সাত্বতসংহিতা' পাঠ দেখিয়াছিলেন এবং উহাতে ঐ বচনাংশ ছিল। মুদ্রিত 'সাত্বতসংহিতা'র উপজীব্য দাক্ষিণাত্যে প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপি এবং তথাকার পাঠে ঐ বচনাংশ নাই। ইহা বোধ হয় বলা উচিত যে উৎপল কর্তৃক ধৃত 'জয়াখ্যসংহিতা'র এক বচনের পাঠও মুদ্রিত 'জয়াখ্যসংহিতায় নিবদ্ধ পাঠ হইতে স্বল্পবিস্তর ভিন্ন। ('স্পন্দপ্রদীপিকা', ৯ পৃষ্ঠা এবং 'জয়াখ্যসংহিতা', ২০।২৩৩—৯ দেখ)

১) মুদ্রিত পাঠ 'গতীস্বেষা'। তাহা ভুল।
২) 'পৌষ্করসংহিতা'র মতেও ব্রহ্মই জীব সাজিয়াছেন। ('প্রাচীন অদ্বৈত-কাহিনী,' ৩য় খণ্ড,।
৩) 'স্পন্দকারিকা,' ৯ ৪) 'স্পন্দকারিকা, ৮ পৃষ্ঠা।
৫) ঐ, ২২ পৃষ্ঠা।
৬) "পঞ্চরাত্রেঽপি
'যদাত্মনি সর্বভূতানি পশ্যত্যাত্মানং চ তেষু পৃথক্ চ তেভ্যস্তদা মৃত্যোর্মুচ্যতে জন্মনশ্চ'।"—(ঐ, ২৯ পৃষ্ঠা)।
৭) ঐ, ৩৯—৪০ পৃষ্ঠা।

বা অপর কিছুই নাই। তথাপি তিনি স্বেচ্ছায় সমস্তই উৎপন্ন করেন। উৎপল বলেন, 'পৌষ্কর-সংহিতা'য় ঐ বিষয়ে চিন্তামণির দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে। "চিন্তামণিতে কোন কিছুই স্বরূপতঃ উপলব্ধি হয় না। অথচ উহা অভিমত (সমস্ত বস্তু) উৎপন্ন করিয়া থাকে। সর্বশক্তিমান্ ব্রহ্মও সেইরূপ।"[১] আনন্দের উদ্বেলতা বশতঃই নিষ্প্রপঞ্চ ব্রহ্ম সমস্ত প্রপঞ্চ উৎপন্ন এবং বিস্তার করেন, অপর কোন প্রয়োজন বশতঃ নহে। তাহার সমর্থনে উৎপল 'জয়াখ্যসংহিতা'র বচন উপস্থিত করিয়াছেন,—"তত্ত্বনির্মুক্তদেহ কেবল চিদাত্মার যে মহানন্দ উদিত হয়, তাহাই পরা বৈষ্ণবী শক্তি।"[২] যাহা হউক, 'এইরূপে দেখা যায় যে পাঞ্চরাত্রশাস্ত্রের দার্শনিক তত্ত্ববাদ সবিশেষ ব্রহ্মবাদ এবং ক্রমভেদাভেদবাদ বলিয়াই উৎপল মনে করিতেন।

মুক্তি

কোন কোন পাঞ্চরাত্রসংহিতার মতে মুক্ত জীব ভগবানে লয় প্রাপ্ত হয় না,—নির্বাণ লাভ করে না; ভগবান্ হইতে পৃথক্‌রূপে তাঁহার ব্যক্তিত্ব বর্তমান থাকে। উহাদের মতে, মুক্ত জীবগণ "পরম ব্যোমে" বা বৈকুণ্ঠে ভগবানের কিঙ্কররূপে বাস করেন। যথা, 'শ্রীপ্রশ্ন-সংহিতা'য় উক্ত হইয়াছে যে যোগী ব্রহ্মরন্ধ্র পথে দেহত্যাগ করত বিরজা নদী পার হইয়া ভগবানের লোকে (বা বৈকুণ্ঠে) গমন করত ভগবানের রূপ প্রাপ্ত হয় এবং তথায় নিত্য ভগবান্‌কে দর্শন করত সূরিগণ সহ মুদিত হয়।[৩] 'বিষ্বক্‌সেনসংহিতা'য় বিবৃত হইয়াছে যে পরমেশ্বর ভগবান্ জনার্দন শ্রীর সহিত পরমলোক বৈকুণ্ঠে বাস করেন। তথায় ভূদেবী ও নীলাদেবী তাঁহার সেবা করেন। নির্মল এবং নিরুপদ্রব নিত্য এবং মুক্ত জীবগণও হৃষ্টচিত্তে বদ্ধাঞ্জলিপুটে তাঁহার সেবা করেন।[৪] 'ভারদ্বাজসংহিতা'য় আছে, "মোক্ষ নামক দেহের আত্যন্তিক লয় হইলে, তাহা ('তবৈবাস্মীতি' বৃত্তি) পুনঃ 'নিশ্রেয়স', 'পরব্রহ্ম' এবং 'নির্বাণ' বলিয়া উক্ত হয়।"[৫] সুতরাং তন্মতে মনুষ্য যেমন সংসারদশায় প্রপত্তিতে, তেমন মুক্তিদশায়ও, ভগবানের কিঙ্কর থাকে। "সমস্ত (জীব)আত্মাসমূহ স্বতঃই পরমাত্মার দাস। বন্ধনদশায়, তথা মুক্তদশায়, উহাদের অন্য প্রকার লক্ষণ নাই।"[৬] 'অহির্বুধ্ন্যসংহিতা'য় আত্মাকে সোমের সহিত, অথবা আরও বিশেষ করিয়া বলিতে সোমরসের সহিত, তুলনা করা হইয়াছে। সোম বৃক্ষ হইতে সোমকে বা সোমরসকে পৃথক্ করিয়া যজ্ঞাগ্নিতে আহুতি প্রদান করা হইয়া থাকে। সেই প্রকারে ঋষি নিজেকে বা আত্মাকে সাম্য-বৈষম্য-হেতুজ প্রসংখ্যান দ্বারা দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, প্রাণ, ধী, গুণ প্রভৃতি হইতে স্বরূপতঃ বিবিক্ত করিয়া পরমাত্মা-রূপ অগ্নিতে আহুতি প্রদান করেন। "তৎস্থঃ

---

১) পৌষ্করসং ('স্পন্দপ্রদীপিকা'য় ধৃত, ৩ পৃষ্ঠা)
চিন্তামনির দৃষ্টান্ত 'জয়াখ্যসংহিতা'য় আছে। (৪।৬২)

২) জয়াখ্যসং, ১০।৬৯ ('স্পন্দপ্রদীপিকা'য় ধৃত, ১১ পৃষ্ঠা)

৩) শ্রীপ্রশ্নসং, ৩৩।৯৫—৯৬

৪) "………নিত্যৈর্মুক্তৈশ্চ সেবিতঃ।
বদ্ধাঞ্জলিপুটৈর্হৃষ্টৈর্নির্মলৈর্নিরুপদ্রবৈঃ ॥"
(যামুনের 'স্তোত্ররত্নে'র (৩৩শ শ্লোকের) ভাষ্যে বেঙ্কটনাথ কর্তৃক ধৃত 'বিষ্বক্‌সেনসংহিতা'র বচন হইতে)।

৫) ভারদ্বাজসং, ১।৮৯

৬) 'তত্ত্বত্রয় ভাষ্যে ধৃত। (২২ পৃষ্ঠা) এই বচন কোন্ সংহিতার তাহা উল্লিখিত হয় নাই।

স তন্মনা ভূত্বা স্বেনাত্মা সংবিবিৎসতে" ('অনন্তর তিনি তৎস্থ ও তন্মনা স্বরূপে জানিতে ইচ্ছা করেন')।[১] ইহা হইতে মনে হয় যে স্বরূপ প্রাপ্তিতে জীবাত্মার ব্যক্তিত্ব বিনষ্ট হয় না,—থাকে, আত্মা তখন ভগবানে তন্মনা হইয়া থাকে। সোমের উপমা হইতে অনুমান করিতে হয় যে পরমাত্মায় আহুতি প্রদত্ত আত্মার পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে না; কেননা, অগ্নিতে আহুতি-প্রদত্ত সোম নিঃশেষে দগ্ধ হইয়া যায়,—উহার অস্তিত্ব দৃষ্টিগোচর হয় না। তবে 'সংবিবিৎসে' পদ থাকাতে বুঝা যায় যে মুক্তিতেও ব্যক্তিত্ব থাকে। উহার অন্যত্র আছে "ভগবত্তাময়ী প্রোক্তা মুক্তিঃ" ('মুক্তি ভগবত্তাময়ী বলিয়া প্রোক্ত হয়')।[২]

কোন কোন পাঞ্চরাত্রসংহিতার মতে জীব লক্ষ্মীর অংশ। যথা, 'অহির্বুধ্ন্যসংহিতা'র মতে, জীব লক্ষ্মীর ভূতিশক্তির অত্যন্ত ক্ষুদ্র অংশ। 'লক্ষ্মীতন্ত্রে'র মতে, জীব লক্ষ্মীর সঙ্কুচিত অংশ।[৩] বিষ্ণু ও লক্ষ্মীর সম্বন্ধ চন্দ্র ও জ্যোৎস্না, সূর্য ও প্রভা, ধর্মী ও ধর্ম প্রভৃতির ন্যায়; সুতরাং ভেদাভেদই।[৪] অতএব বিষ্ণু ও জীবের পরম সম্বন্ধ ততোধিক হইতে পারে না। তাই মুক্তিতেও জীব বিষ্ণুর সহিত সম্যক্ একত্ব বা অভিন্নত্ব লাভ করিতে পারে না। 'অহির্বুধ্ন্য-সংহিতা'য় বর্ণিত হইয়াছে যে পূর্ণ প্রলয়ে যখন সমস্ত জগৎ-প্রপঞ্চ সম্যক্ বিলীন হয়, তখন "অলক্ষ্যা কার্যতঃ শক্তির্দেবাদ্বিজহতী ভিদাম্" ('কার্যতঃ অলক্ষ্যে শক্তি (পরম)দেব হইতে (আপন) ভেদ পরিত্যাগ করে');[৫] "যেমন ইন্ধনের অভাবে জ্বালা বহ্নিভাব প্রাপ্ত হয়, তেমন সেই পরা বৈষ্ণবী শক্তি ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হয়। পর ব্রহ্ম নারায়ণ এবং সেই শক্তি নারায়ণী। উভয়েই ব্যাপক। (প্রলয়ে) অতিসংশ্লেষ হেতু উভয়ে এক তত্ত্বের ন্যায় ('একং তত্ত্বমিব') থাকে।"[৬] কেহ কেহ মনে করেন যে মুক্ত জীবের 'ব্রহ্মভবন' বা ব্রহ্মের সহিত একীভবন বিষয়ক উক্তিসমূহও সেই প্রকার অর্থে গ্রহণ করিতে হইবে, ততোধিক অর্থে গ্রহণ করিতে পারা যায় না।[৭] পরন্তু প্রলয় ও মুক্তি সম্পূর্ণতঃ ভিন্ন। প্রলয়ের পর জীবের পুনরুৎপত্তি হয়, আর মুক্তজীবের পুনর্জন্ম হয় না। জগতের সৃষ্টিতে এবং প্রলয়ে মুক্তজীবের কোন ভাববিপর্যয় হয় না। 'গীতা'য় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন যে যাহারা "জ্ঞানসমূহের উত্তম জ্ঞান" লাভ করিয়া ইহলোক হইতে পরা সিদ্ধিতে গত",— তাঁহার সাধর্ম্য প্রাপ্ত ("মম সাধর্ম্যমাগতা") তাহারা "সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ" ('সৃষ্টিকালে উৎপন্ন হয় না এবং প্রলয়ে ব্যথিত হয় না' (অর্থাৎ বিনাশপ্রাপ্ত হয় না)।[৮] 'অহির্বুধ্ন্যসংহিতা'য়ও আছে "এই (সংসার)মার্গের পরম পার বৈষ্ণব পদে আশ্রিত তাহারা (মুক্ত জীবগণ) কালকল্লোলসসঙ্কুল এই মার্গে (পুনঃ) প্রবেশ করে না। তাহারা আবির্ভাব-তিরোভাবধর্মভেদবিবর্জিত।"[৯] সুতরাং প্রলয়ের দৃষ্টান্ত মুক্তির প্রতি প্রযুজ্য নহে।[১০]

---

১) অহির্বুধ্ন্যসং, ৫৭।৩৩—৩৮ ২) ঐ, ১৪।৩'১ ৩) পরে দেখ।

৪) অহির্বুধ্ন্যসং,৩।৫, ২৩—৫; ৬।১—২ ৫) ঐ, ৪।৭৪'১—৭৫'১

৬) ঐ, ৪।৭৬'২—৭৮'১

৭) Schrader, Introduction to the Pancaratra, p. 87

৮) গীতা, ৪।১—২ ৯) অহির্বুধ্ন্যসং, ৬।২৮—২৯'১

১০) কোন কোন পুরাণে মুক্তিকেও এক প্রকার প্রলয় বলা হইয়াছে সত্য। তবে জগৎপ্রপঞ্চের প্রলয়—যাহাকে 'প্রাকৃত প্রলয়' বা 'মহাপ্রলয়' বলা হয়, তাহা হইতে পার্থক্য নির্দেশের জন্য মুক্তিকে 'আত্যন্তিক প্রলয়' বলা হয়। প্রাকৃত প্রলয়ের পর জগৎপ্রপঞ্চ পুনঃ উৎপন্ন হয়, আর আত্যন্তিক লয় প্রাপ্ত জীবের পুনঃ জন্ম হয় না।

অধিকন্তু অনেক সংহিতায় জীবকে লক্ষ্মীর অংশ বলা হয় নাই। সুতরাং ব্রহ্মের সহিত একীভবনের ঐ ব্যাখ্যা উহাদের বেলায় খাটিবে না।

শ্রেডার মনে করেন যে পাঞ্চরাত্রসিদ্ধান্ত মতে যে মুক্ত-জীবের ব্যক্তিত্ব থাকে, তাহা অন্য প্রকারেও সিদ্ধ করা যায়। উহার মতে আত্মা ত্রিবিধ—বদ্ধ, মুক্ত ও নিত্য। সংসারী জীব বদ্ধ-আত্মা। যাহারা সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়াছে উহারা মুক্ত। আর যাহারা কখনও সংসারদশা প্রাপ্ত হয় নাই, উহারা নিত্য।[১] মুক্ত-আত্মা এবং নিত্য-আত্মা উভয়েই পরম ব্যোমে বা বৈকুণ্ঠে বাস করে। নিত্য আত্মাগণের উপর বৈকুণ্ঠের কার্যসমূহের ভার ন্যস্ত আছে। ভগবান্-কর্তৃক ন্যস্ত সেই সেই কার্য সুসম্পন্ন করত তাঁহারা ভগবানের কৈঙ্কর্য করেন।[২] শ্রেডার বলেন, "সমস্ত পাঞ্চরাত্রসংহিতাসমূহ (বিষ্বক্সেনাদি) নিত্য বা 'নিত্য-মুক্ত' আত্মাগণের সদ্ভাব মানিয়া থাকে ; সুতরাং ইহা স্বীকার করিতে পারে না যে পূর্বে বন্ধনগ্রস্ত এক আত্মা ভগবানের সহিত উহাদের অপেক্ষাও অধিকতর অপৃথগ্‌ভাবে সংশ্লিষ্ট হইবে।"[৩] এই যুক্তি সারবান্ বলিয়া মনে হয় না। কেননা, 'পাদ্মসংহিতা'য় উক্ত নিত্য জীবগণের উল্লেখ আছে ;[৪] অথচ উহাতে অভেদ মুক্তির কথা আছে।[৫] 'পৌষ্করসংহিতা'য়ও উহাদের উল্লেখ আছে, অথচ মুক্তিকে পরমনির্বাণ, নির্বাণ, ইত্যাদি বলা হইয়াছে।[৬]

এই প্রসঙ্গে আরও একটা কথা বলা উচিত। পূর্বোক্ত নিত্য-আত্মাগণ প্রকৃত পক্ষে নিত্য কিনা সন্দেহ। কেননা, কোন কোন পাঞ্চরাত্রসংহিতায় অতীব স্পষ্টবাক্যে তাঁহাদিগকে জন্মবান্ বলা হইয়াছে। যথা 'পাদ্মসংহিতা'য় আছে যে "অনন্তর সঙ্কর্ষণ হইতে সহস্র-ফণবান্ বলী অনন্ত নাগ উৎপন্ন হন ('জাতঃ') ;"[৭] "(ভগবানের) বাহক,—পক্ষিগণের ইন্দ্র এবং বলবান্দিগের শ্রেষ্ঠ, ছন্দোমূর্তি গরুড় বাসুদেবাদি মূর্তিসমূহ হইতে জন্মগ্রহণ করেন ('অজায়ত') ; কুমুদাদি ভূতেশগণ, সর্ব-পরিষদ্গণসহ, অনিরুদ্ধের পাদ হইতে সহস্রশঃ উৎপন্ন হন ('সমভুবন্')।"[৮] 'বিষ্ণুতিলকসংহিতা'য়ও বর্ণিত হইয়াছে যে কুমুদাদি মহাত্মা অনিরুদ্ধের পাদ হইতে জন্মগ্রহণ করেন ("জজ্ঞিরে")।[৯] "জাতস্য হি ধ্রুবোমৃত্যুঃ" ('জন্মবানের মৃত্যু ধ্রুব')

১) দেখ—'তত্ত্বত্রয়', ২৩ পৃষ্ঠা ; 'যতীন্দ্রমতদীপিকা', ৩২ ও ৩৬ পৃষ্ঠা ; বৃহদ্ব্রহ্মসং, ৪।১০।১২—

২) নিত্য আত্মাগণকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়া থাকে যথা,—

১) বৈকুণ্ঠের দ্বারপাল—চণ্ড, প্রচণ্ড, ধাতা, বিধাতা, জয়, বিজয়, ভদ্র ও সুভদ্র ;

২) বৈকুণ্ঠের প্রহরী —কুমুদ, কুমুদাক্ষ, পুণ্ডরীক, বামন, শঙ্কুকর্ণ, সর্বনেত্র, সুমুখ ও সুপ্রতিষ্ঠ ;

৩) ভগবানের পার্ষদ বা পারিষদ—

অনন্ত (বা শেষ) গরুড় এবং বিষ্বক্সেন—এই তিন নিত্য আত্মাকে কোন কোন সংহিতায় উক্ত তিন কোটির আত্মা হইতে ভিন্ন বলা হইয়াছে, আর কোথাও কোথাও উহাঁদিগকে ভগবানের পার্ষদ বলা হইয়াছে। 'পৌষ্কর-সংহিতা'য় উক্ত হইয়াছে যে চণ্ডাদি-অষ্টক ভগবানের বহিরঙ্গগণ এবং কুমুদাদি-অষ্টক অন্তরঙ্গগণ, সুতরাং শ্রেষ্ঠ (পৌষ্করসং ৪।১৪৭)। তথায় উহাঁদের ধ্যানও বর্ণিত হইয়াছে। (ঐ, ৪।১৬২—১৯৪)

৪) পাদ্মসং, ১।২।৪০—; ৪।২৪—; ইত্যাদি

৫) পরে দেখ। ৬) পূর্বে দেখ।

৭) পাদ্মসং, ১।২।৩৫·২—৩৬·১ = বৃহদ্ব্রহ্মসং, ১।১৩।১৪১

৮) পাদ্মসং, ১।২।৩৮·২—৪০·১ = বৃহদ্ব্রহ্মসং, ১।১৩।১৪৪—৫ ৯) বিষ্ণুতিলকসং, ২।২১—

—এই ন্যায় অনুসারে তাহাদের মৃত্যুও হয় বলিতে হইবে। ইহা সত্য যে কোন পাঞ্চরাত্র-সংহিতায় তাঁহাদের মৃত্যুর উল্লেখ আমরা পাই নাই। মহাভারতপুরাণাদিতে প্রসিদ্ধি আছে গরুড় মহর্ষি কশ্যপের ঔরসে এবং দক্ষ প্রজাপতির কন্যা বিনতার গর্ভে জন্মগ্রহণ করে। '(বিষ্ণু) ভাগবতপুরাণে বর্ণিত হইয়াছে যে বিষ্ণুর পার্ষদ (? দ্বারপাল) জয় ও বিজয় শাপগ্রস্ত হইয়া মর্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করে।[১] 'বৃহদ্‌ব্রহ্মসংহিতা'য় তাহার উল্লেখ আছে,[২] এবং পাঞ্চরাত্রবাদী আচার্য বেঙ্কটনাথও তাহা মানিয়াছেন।[৩] এইরূপে সংসৃতিমান্ বলিয়া তাঁহাদিগকে 'নিত্য-মুক্ত' বলা যায় কি? অথবা ইহা বলিতে হইবে যে দেবতাগণকে যেই প্রকারে অমর বলা হয়, সেই প্রকারেই তাঁহাদিগকে নিত্য বলা হয়। সুতরাং উহা আপেক্ষিক নিত্যতাই। ইহা বলা যাইতে পারে যে পাদ্মাদি সংহিতায় যে কুমুদাদির উৎপত্তির কথা বলা হইয়াছে, তাহা প্রলয়ের পরে সৃষ্টির সময়ে উৎপত্তির কথা। যেমন 'অহির্বুধ্ন্যসংহিতা'য় সৃষ্টিতে ও প্রলয়ে সঙ্কর্ষণাদির উৎপত্তি ও প্রলয় হয় বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, তদুৎপন্ন কুমুদাদির জন্ম এবং মৃত্যুও সেই প্রকার বলা যাইতে পারে। এই প্রকার শঙ্কার বিরুদ্ধে ইহা বলা যাইতে পারে যে (১) '(বিষ্ণু)ভাগবত-পুরাণো'ক্ত জয় ও বিজয়ের জন্ম-মৃত্যু সেই প্রকার নহে; (২) যাহারা প্রাকৃত সৃষ্টি-প্রলয়ে জন্ম-মৃত্যুর অধীন তাহাদিগকে মুক্ত বলা যায় কি? মুক্ত-পুরুষ "সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ" ('সৃষ্টিকালে পুনঃ উৎপন্ন হয় না, আর (ব্রহ্মার) প্রলয়েও ব্যথিত হয় না, অর্থাৎ স্বরূপ হইতে চ্যুত হয় না)।[৪]

এইখানে আরও একটা কথার বিচার কর্তব্য। বৈকুণ্ঠে জয়-বিজয়ের অপরাধ এবং লক্ষ্মী ও সনকাদি মহর্ষি কর্তৃক উহাদিগকে শাপ প্রদান এবং সেইহেতু তাহাদিগের মর্ত্যলোকে জন্ম—এই সকল বিষয়ের বিচার করিলে বুঝা যায় যে বৈকুণ্ঠও রাগদ্বেষাদির অতীত নহে এবং তথা হইতেও পতন হইয়া থাকে। সেই কারণে বৈকুণ্ঠ-প্রাপ্তিকে মুক্তি বলা যায় কি? 'পৌষ্করসংহিতা'য় নব চক্রাব্জে ভগবানের পূজার ফল বর্ণিত হইয়াছে। ভগবান্ বলেন, যে আদ্য চক্রের পূজা করে, সে "মোক্ষফলভাক্" হয়; যে দ্বিতীয়ের পূজা করে সে তাঁহার সামীপ্য প্রাপ্ত হয়; যে তৃতীয়ের পূজা করে সে তাঁহার সালোক্য প্রাপ্ত হয়; যে চতুর্থের পূজা করে, সে সত্যলোকে পূজ্য হয়; যে পঞ্চমের পূজা করে, সে অক্ষয় কাল তপলোকে বাস করে; যে ষষ্ঠ চক্রের পূজা করে, সে জ্ঞানলোকে গমন করে; যে সপ্তমকে অর্চনা করিয়াছে, সে তাঁহার লোক বা বৈকুণ্ঠ প্রাপ্ত হয় ("মল্লোকমবাপ্নুয়াৎ")। যে অষ্টমের পূজা করে, সে বাসবাদির স্বর্গে অমরতা প্রাপ্ত হয়; এবং যে নবম চক্রে তাঁহার পূজা করে, সে শ্বেতদ্বীপে গমন করে।[৫] তাহাতে মনে হয় বৈকুণ্ঠাদি লোক প্রাপ্তি, তথা তাঁহার সালোক্য এবং সামীপ্য প্রাপ্তিও, উহার মতে মুক্তি নহে।

'(বিষ্ণু)ভাগবতপুরাণে' ব্যাখ্যাত হইয়াছে যে ভগবানের সাকাররূপ কল্পিত, তন্ত্রশাস্ত্রে বর্ণিত তাঁহার অঙ্গ, উপাঙ্গ, আয়ুধ, আভূষণ প্রভৃতি কল্পিত।[৬] উহার উপসংহারে মহাত্মা

১) পরে দেখ।
২) বৃহদ্‌ব্রহ্মসং, ১।৭।৭০—১
৩) বেঙ্কটনাথের 'স্তোত্ররত্নভাষ্য', ৬৩ শ্লোক (গ্রন্থাবলী, ৯২ পৃষ্ঠা)
৪) গীতা, ১৪।২'২
৫) পৌষ্করসং, ৮।২০৪—৮
৬) পূর্বে দেখ

সুত বলেন, "ত্রিবৃদ্বেদঃ সুপর্ণাখ্যো যজ্ঞং বহতি পুরুষম্" (অর্থাৎ বেদত্রয়কেই তাঁহার বাহক গরুড় রূপে কল্পনা করা হইয়াছে)।[১]

"বিষ্বক্‌সেনস্তন্ত্রমূর্তির্বিদিতঃ পার্ষদাধিপঃ।
নন্দাদয়োঽষ্টৌ দ্বাঃস্থাশ্চ তেঽণিমাদ্যা হরেগুর্ণাঃ॥"[২]

'পার্ষদাধিপতি বলিয়া বিদিত বিষ্বক্‌সেন তন্ত্রমূর্তি এবং নন্দাদি অষ্ট দ্বারপাল হরির অণিমাদি অষ্ট গুণসমূহ।' সুতরাং এই মত অনুসারে নিত্য-আত্মাগণ কল্পিত।

'পাদ্মসংহিতা'য় মুক্তি সম্বন্ধে উক্ত দ্বিবিধ মতের উল্লেখ আছে। উহাতে অধিকন্তু এক তৃতীয় প্রকার মুক্তিরও কথা আছে। কথিত হইয়াছে যে ভগবান্ বাসুদেব ব্রহ্মাকে বলেন, "হে চতুর্মুখ, (আমার ভক্তগণ) আমার প্রসাদে ভেদ, অভেদ কিংবা মিশ্র রূপে মুক্ত হয়। মুক্তি ত্রিবিধই বলিয়া কথিত হয়। ভেদে মুক্তি কৈঙ্কর্যলক্ষণ। মনুষ্যগণ ইহলোকে যে প্রকারে দেবতার পরিচর্যাপরায়ণ হয় তাহারা সেই প্রকারেই বৈকুণ্ঠে পরমাত্মার (পরিচর্যাপরায়ণ হয়)। মুক্ত আত্মাগণ তাঁহার লোকে সদা তাঁহার সমীপস্থ, সমাহিত, তাঁহার কিঙ্কর এবং তৎপ্রসাদ-পরায়ণ হইয়া বাস করে। পরমাত্মা ও জীবের অত্যন্ত ঐক্যই অভেদমুক্তি। 'সোঽহং' (আমি তিনিই)—এই প্রকারই যাহার (পরমাত্মার সহিত) নিজের একত্ব ভাবনা, তাহার জীবাত্মা ও পরমাত্মার একতাপত্তি হয়।[৩] পরন্তু মিশ্ররূপ (মুক্তির) সিদ্ধান্তে (উপাসক প্রথমে) ভেদভাবে স্থিত থাকিয়া অর্চনাদি দ্বারা পরদেবকে তুষ্ট করত অনন্তর (তাঁহাতে) যুক্ত ও সমাহিত হইয়া একতান বিজ্ঞান দ্বারা চিদ্ঘন পরমাত্মায় ঐক্য প্রাপ্ত হয়। ঐ মুক্তি সাযুজ্যলক্ষণ বলিয়া উক্ত হয়। অণিমাদি অষ্টৈশ্বর্য-প্রাপ্তি কিংবা পরমানন্দপ্রাপ্তি-রূপ মুক্তি সুদুর্লভ। পরন্তু যদি পুরুষের ঈপ্সিত হয় তবে মুক্তি পরমাত্মায় তদ্ভয় উৎপন্ন করে।"[৪] পরে অনাদি বাসুদেবের লোকে বর্ণনায় আছে যে তিনি মণিমণ্ডপে দিব্য শেষভোগাসনে শ্রীদেবী ও ভূদেবীসহ সমাস্থিত হইয়া শোভা পান। সমীপস্থা সেবাপরায়ণা বালব্যজনহস্তা ব্যাপ্ত্যাদি অষ্ট শক্তি দ্বারা তিনি পরিবারিত।[৫] সেনেশাদি পারিষদ্গণ এবং চণ্ডাদি আয়ুধগণ দ্বারা তিনি প্রণামাদি দ্বারা সেব্যমান। সামীপ্যাদিপদস্থিত মুক্তগণ,ও কিঙ্করতাপ্রাপ্ত পঞ্চকালজ্ঞ সিদ্ধগণ, তথা দ্বাদশাক্ষর-চিন্তকগণ, অষ্টাঙ্গযোগসংসিদ্ধগণ, পাঞ্চরাত্রার্থতত্ত্বজ্ঞগণ, ভগবচ্ছেষকর্মনিষ্ঠ মহাত্মাগণ, প্রভৃতি সমীপগ নিত্যতৃপ্ত ও ভগবন্ময় বহু ব্যক্তিগণ কর্তৃক সতত উপাস্যমান।[৬] ঐ সকল মুক্তগণ অবশ্যই পূর্বোক্ত ভেদমুক্তি লাভ করিয়াছেন। অন্যত্র আছে,

"জীবাত্মনঃ পরস্যাপি যদৈক্যমুভয়োরপি।
সমাধিঃ স তু বিজ্ঞেয়ঃ সাধকানাং প্রসাধকঃ॥

---

১) (বিষ্ণু)ভাগপু, ১২।১১।১৯.২ ২) ঐ, ১২।১১।২০

৩) "অভেদমুক্তিরত্যন্তমৈক্যং স্যাৎ পরজীবয়োঃ
আত্মনো ভাবনা চৈকা সোঽহমিত্যেবমাত্মিকা।
যস্য তস্যৈকতাপত্তির্জীবাত্মাপরমাত্মনোঃ॥"—(পাদ্মসং, ১৮।৩১.২—৩২)

৪) ঐ, ১৮।২৮—৩৬.১

৫) ভগবানের অষ্ট শক্তি এই—ব্যাপ্তি, কান্তি, তৃপ্তি, শ্রদ্ধা, বিদ্যা, জয়া, ক্ষমা ও শান্তি। ইহাঁরা চামরধারণ করত ভগবানের সন্নিকটে পূর্বাদি ক্রমে অষ্ট দিকে থাকিয়া তাঁহার সেবা করেন। (পাদ্মসং, ৪।৩।৪১.২—৪২)

৬) ঐ, ১।১২।৬৮.২—৭৪ ; বৃহদ্‌ব্রহ্মসং, ২।৭।১৪২—

"অহমেব পরং ব্রহ্ম তদিদং ধ্যানমাস্থিতঃ।
স্থাণুভূতো দৃঢ়ঃ শশ্বদ্বিষয়ানববুধ্যতে ॥
যথা বাহ্যজলং বারাং প্রবিষ্টং নিশ্চলং নিধিম্।
চলস্বভাবং ত্যজতি তথা জীবঃ প্রলীয়তে ॥"[২]

'জীবাত্মা ও পরমাত্মা—এতদুভয়ের যে ঐক্য, তাহাই সাধকদিগের (মুক্তি) প্রসাধক সমাধি বলিয়া বিজ্ঞেয়। আমি পরব্রহ্মই—এই ধ্যানে আস্থিত দৃঢ় এবং স্থাণুভূত (যোগী) শশ্বৎকাল বিষয়সমূহ জানে না (অর্থাৎ পরব্রহ্মে দৃঢ়ভাবে চিত্তনিবেশ হেতু জগতের ভান তাঁহার কখনও হয় না)। যেমন বাহ্য জলধারা (প্রবাহিত হইয়া) নিশ্চল সমুদ্রে প্রবিষ্ট হইয়া আপন চলস্বভাব পরিত্যাগ করে (এবং সমুদ্রে বিলীন হয়), তেমন (উক্তবিধযোগী) জীব (ব্রহ্মে) প্রলীন হয়।' ইহা অবশ্যই পূর্বোক্ত অভেদমুক্তি। মিশ্রমুক্তির স্বরূপ উক্ত বর্ণনা হইতে পরিষ্কার বুঝা যায় না। কথিত হইয়াছে যে উহা সাযুজ্যলক্ষণা। ঐ বচনের অব্যবহিত পূর্বে ব্রহ্মা জিজ্ঞাসা করেন, তপস্বী ও ভক্তিমান্ পুরুষ কি প্রকার অষ্টৈশ্বর্য লাভ করে? যুঞ্জান মহাত্মার সাযুজ্য কীদৃক্? সমস্ত ঐশ্বর্য প্রাপ্ত হইয়াও কেন প্রতিনিবর্তিত হয়?"[২] এই প্রশ্ন হইতে বুঝা যায় যে সাযুজ্যমুক্ত জীব অষ্টৈশ্বর্য লাভ করে; পরন্তু তাহার পতনও হয়। ঐ প্রশ্নের উত্তরে অষ্ট ঐশ্বর্য ব্যাখ্যা করত ভগবান্ বলেন, "এই অষ্ট ঐশ্বর্য দ্বারা তাহারা (যোগিগণ) যথেপ্সিত বিহার করে ('বিহরন্তি')। পরন্ত যদি সুখনিদ্রাবিমোহিত হইয়া তাহারা ভগবান্‌কে বিস্মৃত হয়, তবে তাহাদিগকে প্রত্যাবর্তন করিতে হয়। তবে তাহারা সৎপুরুষদিগের উৎকৃষ্ট বংশে জন্মগ্রহণ করে। সেইখানে যদি শুদ্ধিকামনায় পুনরায় ভগবানের ভজন করে, তবে মুক্ত হয়।[৩] সমস্ত বর্ণনার সমন্বয় করিলে মনে হয় মিশ্রমুক্তি বা সাযুজ্যমুক্তি ক্রম-মুক্তিই। কেননা, কথিত হইয়াছে যে তাহাতে উপাসক প্রথমে ভেদভাবেই উপাসনা করে এবং তদ্দ্বারা ভগবান্‌কে পরিতুষ্ট করে। ঐরূপে যে মুক্তিলাভ হয় তাহা ভেদমুক্তিই। পূর্বোক্ত ভেদমুক্ত হইতে এই ভেদমুক্তের পার্থক্য এই যে উনি ভগবানের কিঙ্কর মাত্র থাকেন, আর ইনি অষ্টৈশ্বর্যবান্ হইয়া যথেচ্ছ বিহার করেন। অধিকন্তু ঐ অবস্থায়ও পরমাত্মায় গাঢ় তন্ময়তা হেতু ক্রমে পরমাত্মার সহিত ঐক্য বা অভেদ-বোধ লাভ করে। সুতরাং তখন তাঁহার অভেদমুক্তি লাভ হয়। প্রথমে ভেদে পরে অভেদে মুক্তি লাভ হয় বলিয়াই সাযুজ্য মুক্তিকে মিশ্রমুক্তি বলা হইয়াছে।

মুক্তিতে জীবাত্মা ও পরমাত্মার একত্ব বা সম্যক্ অভেদও যে 'পাদ্মসংহিতা'য় মানা হইয়াছে, তাহা পূর্বোদ্ধৃত সাক্ষাৎ উক্তি ব্যতীত অন্য প্রকারেও সিদ্ধ করা যায়। কেননা, উহাতে অদ্বৈতবাদীর ন্যায় উক্ত হইয়াছে যে জীবাত্মা ও পরমাত্মার ঐক্য, তথা একজীববাদ, শ্রুতিসিদ্ধ।

"পরক্ষেত্রজ্ঞয়োরৈক্যমাত্মনোঃ শ্রুতিচোদিতম্ ॥
ক্ষেত্রজ্ঞস্য চ বাহুল্যং দেহভেদাৎ প্রতীয়তে।
একস্যৈব হি বিম্বস্য দর্পণেষু যথা ভিদা ॥

১) পাদ্মসং, ২৫।১৬—৮ ২) ঐ, ১।৮।২০'২—২১ ৩) ঐ, ১।৮।২৬—২৭

ভূতাদিপঞ্চসঙ্ঘাতং ক্ষেত্রং তত্র ব্যবস্থিতঃ।
জীবো যস্তং বিদুঃ প্রাজ্ঞাঃ ক্ষেত্রজ্ঞং পরসংজ্ঞিতম্ ॥"[১]

'পরমাত্মা ও ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মার ঐক্য শ্রুতিচোদিত। যেমন বহু দর্পণে (প্রতিবিম্বন হেতু) একই বিম্বের ভেদ প্রতীতিগোচর হয়, তেমন দেহভেদ বশতঃ ক্ষেত্রজ্ঞের বহুত্ব প্রতীতিগোচর হয়। পঞ্চমহাভুতের সঙ্ঘাতই ক্ষেত্র। যে জীব তথায় ব্যবস্থিত উহাকে প্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণ 'ক্ষেত্রজ্ঞ' বলিয়া জানেন এবং উহাই 'পর' নামে খ্যাত। "যিনি বুদ্ধিবোধ্য নহেন ও অস্পষ্ট (অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহেন, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য) ব্যক্তের উপরে অধিষ্ঠিত, পরাৎপর সেই বিষ্ণুকে বিচারবান্ ব্যক্তিগণ জ্ঞানচক্ষু দ্বারা দেখেন, (কেননা, তিনি) জ্ঞানগোচর ও অক্ষর।"[২] কথিত হইয়াছে যে যেমন জলমধ্যে নিমগ্ন কুম্ভের অন্তরে ও বাহিরে জলই তেমন সর্ববস্তুর অভ্যন্তরে ও বাহিরে অভিব্যাপিয়া এক পরমাত্মাই অবস্থিত আছেন।[৩] ঐ দৃষ্টান্ত হইতে পাছে কেহ মনে করে যে যেমন জলনিমগ্ন কুম্ভের গতি বশতঃ জল চলায়মান হয় সেই প্রকার পরমাত্মার অভ্যন্তরস্থ দেহের চলন হেতু পরমাত্মায়ও চঞ্চলতা উৎপন্ন হয়, তাই পরিষ্কার বলা হইয়াছে যে

"পরস্য ব্যাপিনো দেহচলনাদ্যান্ন বিভ্রমঃ ॥
যথা ঘটস্থমাকাশং নীয়মানে ঘটে সতি।
যাতীতি বস্তুতো নৈব ভেদোঽস্তি পরজীবয়োঃ ॥"[৪]

'দেহের চলনাদি বশতঃ বিষ্ণু পরমাত্মার কোন কম্পনাদি হয় না। যেমন ঘট (স্থানান্তরে) নীত হইলে, ঘটাকাশও তথায় যায় বলা হয়, পরন্তু বিভু আকাশ বস্তুতঃ এক স্থান হইতে অপর স্থানে যায় না, তেমন দেহের স্থানান্তরে গমন হইলে তত্রস্থ জীবাত্মা তথায় যায় বলা হয়, বস্তুতঃ আত্মা বিভু বলিয়া এক স্থান হইতে অপর স্থানে যায় না। পরমাত্মা ও জীবের বস্তুতঃ ভেদ নিশ্চয় নাই।' "পুরুষঃ পরমাত্মাখ্যঃ" ('পুরুষ পরমাত্মা নামে অভিহিত হয়')।[৫] এইরূপে নিশ্চিত জানা যায় যে পরমাত্মা ও জীবের বাস্তব ভেদ নাই; প্রতীয়মান ভেদ দেহোপাধিজনিত। সুতরাং দেহোপাধি ভঙ্গ হইলে পরমাত্মা ও জীবাত্মার কোন ভেদ থাকে না। অতএব মুক্ত-আত্মা ও পরব্রহ্মের কোন ভেদ থাকেনা। তাই পূর্বের জীবভাবসাপেক্ষ দৃষ্টিতে বলা হইয়াছে যে "ব্রহ্ম সম্পদ্যতে যোগী" ('মুক্ত যোগী ব্রহ্ম হয়'),[৬] জ্ঞানের ফল 'নির্বাণ'।[৭]

ব্রহ্মার প্রশ্নের উত্তরে ভগবান্ বলেন, যে পুণ্য ও পাপ হেতু উৎপন্ন সুখ ও দুঃখ ভোগ করে সে সংসারী। সে ব্রহ্মভূয় হইয়া পরা মাত্রা প্রাপ্ত হয় এবং অসত্তম স্থাবরত্ব লাভ করিয়া অপরা মাত্রা প্রাপ্ত হয়। যে পুরুষ সংসারবাসনাতীত এবং কর্মবন্ধনসমূহ হইতে বিমুক্ত, আত্মতৃপ্ত এবং অপর বিষয়ে উদাসীন, সে মুক্ত। সে সদা একরূপ-স্বভাব। সুতরাং তাহার পর কিংবা অপর মাত্রা নাই।[৮] বিহিত বৈদিক কর্মফলকামনায় করিলে মনুষ্য বন্ধনগ্রস্ত হয়, আর

---

১) পাদ্মসং, ১।৬।১৫·২—১৭ ২) ঐ, ১।৬।১৮—১৯·১

৩) ঐ, ১।৬।১৪—১৫·১ এই দৃষ্টান্ত 'জয়াখ্যসংহিতা'য় ও আছে। (৪।৮৭·২—৮৮·১)

৪) ঐ, ১।৬।১৯·২—২০ দেখ জয়াখ্যসং, (৪।৮৮·২—৮৯)

৫) ঐ, ১।৬।৪২·১ ৬) ঐ, ২।৫।২৮·২ ৭) ঐ, ৩।১।১—৩ ৮) ঐ, ১।৪।১০—২

নিস্পৃহ হইয়া করিলে বন্ধনগ্রস্ত হয় না। যাহার জ্ঞান ইন্দ্রিয়নিবন্ধন, সুতরাং বৈষয়িক,[১] সে বন্ধনগ্রস্ত হয়, আর যাহার জ্ঞান পরদেবে, সে মুক্ত হয়।[২] তখন ব্রহ্মা জিজ্ঞাসা করেন,

"মুক্তাত্মনশ্চ ভবতো ভেদঃ কঃ পুরুষোত্তম।
এতদাচক্ষ্ব ভগবন্নাতিগুহ্যং যদি প্রভো॥"[৩]

'হে পুরুষোত্তম, আপনার হইতে মুক্ত আত্মাগণের ভেদ কি? যদি অতিগুহ্য না হয়, তবে, হে ভগবন্, হে প্রভু, তাহা আমাকে বলুন।' তাহাতে ভগবান্ উত্তর করেন,

"অহমেব ভবন্ত্যেতে ন ভেদস্তত্র কশ্চন।
যথাহং বিহরাম্যেব তথা মুক্তাশ্চ দেহিনঃ॥"[৪]

'উহারা আমিই হয়। তাহাতে কিছুমাত্র ভেদ নাই। আমি যেমন বিহার করি, মুক্ত দেহিগণও ঠিক তেমনই (বিহার করে)।' এই উত্তরের প্রথমাংশ হইতে পরিষ্কার অবগতি হয় যে মুক্ত আত্মাগণ ভগবান্ই হন; সুতরাং তাঁহাদের ও ভগবানের মধ্যে কোন প্রকার ভেদ থাকে না, অতএব তাঁহাদের পৃথক্ পৃথক্ ব্যক্তিত্বও থাকে না। পরন্তু অপরাংশে মুক্ত আত্মাগণের ভগবানের ন্যায় বিহারের উল্লেখ থাকাতে বুঝা যায় যে তাঁহাদের পৃথক্ পৃথক্ ব্যক্তিত্ব বর্তমান থাকে এবং ভগবান্ হইতেও তাঁহাদের পার্থক্য থাকে। এইরূপে ঐ উত্তরের পূর্বাপর অংশদ্বয় পরস্পরবিরুদ্ধ বলিয়া প্রতীতি হয়। উভয়াংশের সমন্বয় রক্ষার্থ কেহ কেহ মনে করেন যে ভগবান্ যে প্রথমে অভেদের কথা বলিয়াছেন, তাহা পরে উক্ত বিহারকে বা ভোগকে লক্ষ্য করিয়াই; অর্থাৎ ভোগ বিষয়ে মুক্ত জীব ও ভগবানের মধ্যে কোন ভেদ বা পার্থক্য থাকে না বলাই ভগবানের অভিপ্রায় ছিল বলিয়া তাহারা কল্পনা করেন।[৫] ভগবানের সহিত মুক্ত জীবের ভোগমাত্রে সাম্যের উল্লেখ বাদরায়ণের 'ব্রহ্মসূত্রে'ও আছে।[৬] পরন্তু ঐ উত্তরে ভগবান্ সুস্পষ্টরূপে মুক্ত আত্মাগণ "অহমেব ভবন্তি" ('আমিই হয়') বলিয়াছেন, 'অহমিব ভবন্তি' (আমার ন্যায় বা আমার সমান হয়') বলেন নাই। 'ইব' অর্থে 'এব' শব্দের প্রয়োগ সংস্কৃত ভাষায় কখনও কখনও দেখা যায়, সত্য। পরন্তু উক্ত উত্তরে 'এব' শব্দ সেই প্রকারে 'ইব' অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে বলা যায় না। কেননা, যেখানে 'ইব' শব্দের প্রয়োগ হয় সেইখানে উপমান

১) পদ্মসং, ১।৪।১৪—১৫

২) অন্যত্র আছে, ত্রিগুণাত্মিক প্রকৃতিই মনুষ্যগণের বিষয়। উহার সহিত সংযোগ বশতঃ মনুষ্য বন্ধনগ্রস্ত হয় এবং উহার সহিত বিয়োগ হইলে মনুষ্য মুক্ত হয়। (ঐ, ১।৪।২৪) সুতরাং প্রকৃতির বা তজ্জাত জগতের জ্ঞানই বৈষয়িক জ্ঞান। 'পরমসংহিতা'র ১।৭৫—ও 'পাদ্মসংহিতা'র ১।৪।২২—ভাষা প্রায় সমান।

৩) ঐ, ১।৪।১৬

৪) পদ্মসং, ১।৪।১৭

৫) শ্রেডার বলেন, 'এক জগদ্ব্যাপারমাত্র ব্যতীত অপর সকল বিষয়ে তাহারা আমার ন্যায় হয়'—ইহা বলাই ভগবানের অভিপ্রেত ছিল বলিয়া মনে করাই ঐ উক্তি হইতে সম্ভব হয়। Introduction to the Pancaratra, p.92 "জগদ্ব্যাপারবর্জ্জ প্রকরণদসংনিহিতত্বাচ্চ" বাদরায়ণের 'ব্রহ্মসূত্রে'র এই সূত্রের (৪।৪।১৭) প্রতি তাঁহার লক্ষ্য ছিল বোধ হয়। বেঙ্কটনাথ পূর্ব পক্ষে সেই কথা স্পষ্টতঃ বলিয়াছেন। (পরে দেখ)

৬) "ভোগমাত্রসাম্যলিঙ্গাচ্চ"—(ব্রহ্মসূত্র, ৪।৪।২১)

ও উপমেয়ের ভেদ থাকে। পরন্তু ঐ উত্তরে পরিষ্কার বলা হইয়াছে যে কিছুমাত্র ভেদ থাকে না। আমাদের মনে হয় ভগবান্ দৃষ্টিভেদেই ঐ প্রকার বলিয়াছেন,—প্রথমে অভেদমুক্তির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া তিনি বলিয়াছেন যে মুক্ত আত্মাগণ তিনিই হন,—মুক্তিতে আত্মাগণ ও তাঁহার মধ্যে কোন ভেদ থাকে না। পরে ভেদমুক্তির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া তিনি ভেদের কথা বলিয়াছেন। সুতরাং একপ্রকার মুক্ত আত্মাগণের জন্য তিনি ঐ কথা বলেন নাই। অথবা, যদি মনে করা যায় যে এক প্রকার মুক্ত আত্মাগণের জন্যই তিনি ঐ প্রকার বলিয়াছেন, তবে ঐ মুক্ত আত্মাগণ মিশ্রমুক্ত বা সাযুজ্যমুক্ত। সাযুজ্যমুক্ত আত্মাগণ প্রথমে ভেদমুক্তি, পরে অভেদমুক্তি প্রাপ্ত হন। তাঁহারাই যথেচ্ছ বিহার করেন ("বিহরন্তি যথেপ্সিতম্") বলিয়া ভগবান্ অন্যত্র বর্ণনা করিয়াছেন। ভেদমুক্তগণ ভগবানের কিঙ্কর, সুতরাং ভগবানের ইচ্ছানুযায়ী কর্ম করেন মাত্র।

'পাদ্মসংহিতা'র অপর এক স্থলে বিবৃত হইয়াছে যে, "যেমন কোন নগরের নিবাসিগণ নানা দিকে স্থির নগরদ্বারসমূহ দিয়া উহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করে, সেই প্রকারে উপাসকগণ পরা বিজ্ঞপ্তি দ্বারা সদা পরপুরুষের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে,"[১] "বিষ্ণুর আরাধনাপর, পঞ্চকাল-পরায়ণ, দ্বাদশাক্ষরচিন্তক এবং অষ্টাঙ্গযোগসিদ্ধ ব্যক্তিগণ পূর্বজন্মার্জিত কর্মসমূহ দগ্ধ করত সনাতন (বাসুদেবে) গমন করে। "বাসুদেবাশ্রয় এবং বাসুদেবপরায়ণ মনুষ্য সর্বপাপবিশুদ্ধাত্মা হইয়া সনাতন ব্রহ্মে গমন করে।" মেঘ হইতে নিপতিত বৃষ্টিধারাসমূহ আকাশে পৃথক্ পৃথক্ (থাকে, পরন্তু) ভূমিতে ঐক্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যোগিগণ ব্রহ্মে তদ্বৎ (ঐক্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে)। নদীসমূহের জল রসরূপাদিতে বহুধা ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে। পরন্তু সমুদ্রে প্রবেশ করিলে উহারা (সমুদ্রের) জল হইতে ভিন্ন হয় না। সেই প্রকারেই, হে চতুর্মুখ, মুক্ত আত্মাগণ পরব্রহ্মে একীভাবে অবস্থান করে। তৎসালোক্যাদিও ভাবনা করিবে। হে কমলসম্ভব, এই রহস্য নিষৎ ও উপনিষৎসমূহে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। আমি তোমাকে প্রকাশিত করিয়া বলিয়াছি।"[২] এইখানে প্রদত্ত দৃষ্টান্তদ্বয় হইতে বুঝা যায় যে ব্রহ্মে প্রবিষ্ট মুক্ত আত্মাগণের পরস্পরের মধ্যে, তথা ব্রহ্ম হইতে তাঁহাদের, কোন ভেদ থাকে না। সালোক্যাদির কথা[৩] বলাতে বুঝা যায় যে ব্রহ্মে প্রবিষ্ট সমস্ত মুক্তগণই যে ঐ প্রকারে অভেদভাব প্রাপ্ত হয় তাহা নহে, কাহারও কাহারও ভেদও থাকে। সুতরাং এই বচন হইতেও ভেদমুক্তি এবং অভেদমুক্তি এই দ্বিবিধ মুক্তির সম্ভাবের সন্ধান পাওয়া যায়। দ্বাদশাক্ষর মন্ত্রের পুরশ্চরণের মহিমা বর্ণনায়ও তাহা আছে। বর্ণিত হইয়াছে যে, যে নিত্য দ্বাদশাক্ষর মন্ত্রের অভ্যাস পরায়ণ, সে যদি, মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে, ভগবান্‌কে ধ্যান করিতে করিতে ব্রহ্মরন্ধ্রপথে উৎক্রমণ করত দেহ পরিত্যাগ করে, তবে

১) পাদ্মসং, ১।৬।৪৪·২—৪৫ ; এই দৃষ্টান্ত 'জয়াখ্যসংহিতা'য় (৪।১১৮—১২০) ও আছে।

২) ঐ, ১।৬।৪৯—৫৩ বৃষ্টিধারার এবং সমুদ্রগামী নদীর দৃষ্টান্তও 'জয়াখ্যসংহিতা'য় (৪।১২১,১২৩) প্রদত্ত হইয়াছে। (পূর্বে দেখ)

৩) 'পাদ্মসংহিতা'র অন্যত্র সালোক্য, সামীপ্য, সারূপ্য ও সাযুজ্য—এই চতুর্বিধ মুক্তির উল্লেখ আছে। উত্তরোত্তর পূর্বপূর্ব হইতে শ্রেষ্ঠ। (৪।১২।৭৮—৮০)

"স ব্রহ্ম পরমভ্যেতি বাসুদেবাখ্যমব্যয়ম্ ॥
তৈলে তৈলং ঘৃতে সর্পিঃ ক্ষীরে ক্ষীরং জলে জলম্ ।
তদ্বন্ন ভেদো গৃহ্যেত জীবাত্মপরমাত্মনোঃ ॥
তপ্তলোহে যথা তোয়ং ক্ষণেনৈব প্রলীয়তে ।[১]

সে বাসুদেব নামক অব্যয় পরব্রহ্মে অভিগমন করে। যেমন তৈলে তৈল, ঘৃতে ঘৃত, দুগ্ধে দুগ্ধ এবং জলে জল (পড়িলে) উহাদের ভেদ গৃহীত হয় না, তেমন (জীবাত্মা পরব্রহ্মে অভিগমন করিলে) জীবাত্মা ও পরমাত্মার ভেদ গ্রহণ করা যায় না। উত্তপ্ত লৌহে (নিপতিত) জল (বিন্দু) যেমন ক্ষণ মধ্যেই প্রলীন হয়, (তেমন পরব্রহ্মে গত জীব প্রলীন হয়)। যেমন অগ্নিদগ্ধ বীজসমূহ অঙ্কুর উৎপন্ন করে না, তেমন, হে কমলাসন, (পরব্রহ্মে গত) জীবাত্মা পুনঃ জন্মগ্রহণ করে না। ভগবদ্রূপ প্রাপ্তিই 'সারূপ্য' বলিয়া সাধু ব্যক্তিগণ কর্তৃক উদাহৃত হয়। (বাসু)দেবের সন্নিধিতে থাকিয়া পরিচর্যা দ্বারা সেবা 'সামীপ্য'। বৈকুণ্ঠ নামক পুনরাবৃত্তিবর্জিত (বাসু)দেবের লোকে তদীয় রূপে ('তদীয়েনেতি') বাস 'সালোক্য'।"[২] কিঞ্চিৎ পরে আছে, 'দ্বাদশাক্ষর-চিন্তক মহাভাগবতগণ পুনরাবৃত্তিবর্জিত হইয়া তথায় (বৈকুণ্ঠে), পক্ষীন্দ্র বিম্বক্সেনাদি ও কুমুদাদিগণসহ, মণ্ডপে নিত্য (ভগবানের) সেবা করে। মনুষ্যগণ ইহসংসারে বিষ্ণুর আরাধনাত্মক যে প্রকার কর্ম করিতে করিতে যোগাবলম্বনে মুক্ত হয় পরম পদ প্রাপ্ত হইয়াও সেই সেই কর্ম করিয়া ভগবানের সেবা করে।"[৩] সুতরাং সাধনাবস্থায় ভাবনাভেদ এবং তজ্জনিত কর্মভেদ অনুসারে মুক্তিদশায় অবস্থাভেদ হইয়া থাকে।[৪] যাহারা অভেদভাবনা করে তাহারা অভেদ মুক্তি লাভ করে। অভেদমুক্তিতে জীবের ব্যক্তিত্ব থাকে না। সেই হেতু উহাকে 'নির্বাণ'ও বলা হয়।[৫]

'পরমসংহিতা'র প্রারম্ভে বিবৃত হইয়াছে যে পরম (বা ভগবান্) ব্রহ্মাকে বলেন যে, জ্ঞান দ্বারা সাংসারিক বন্ধন সমূলে ছিন্ন হইলে, "স্বয়মেব পরোজ্ঞাতা নিষ্পন্দমবতিষ্ঠতে" ('জ্ঞানী স্বয়ং পরই হয় এবং তাহাতে নিশ্চল অবস্থিত থাকে')[৬] তখন ব্রহ্মা জিজ্ঞাসা করেন,

"কেন ধর্মেণ ভিদ্যন্তে মুক্তাস্তব শরীরিণঃ ।
এতাদাচক্ষ্ব মে দেব গুহ্যাদ্‌গুহ্যমিদং পরম্ ॥"[৭]

---

১) পদ্মসং, ৪।২৪।১০৩.২—৫.১ ২) ঐ, ৪।২৪।১০৩.২—৮.১

৩) ঐ. ৪।২৪।১২৭—৯

৪) কথিত হইয়াছে যে বাসুদেবের রূপ চতুর্বিধ—মনুষ্য-নির্মিত, আর্ষ (বা ঋষি নির্মিত), দৈব (বা দেবনির্মিত) এবং স্বয়ং-ব্যক্ত। মোক্ষকাম ব্যক্তি সমাহিত হইয়া ঐ চতুর্বিধ মূর্তির সমারাধনা করত চতুর্বিধ মুক্তি লাভ করে। তাহাতে কোন সংশয় নাই। মানুষ মূর্তির আরাধনা দ্বারা সালোক্য, আর্ষমূর্তির আরাধনা দ্বারা সামীপ্য, দৈব মূর্তির সমারাধনা হইতে সারূপ্য এবং স্বয়ং ব্যক্ত মূর্তির সমারাধনা হইতে তুল্য মুক্তি লাভ হয়। (ঐ, ৪।২৪।৮৭—৯০.১)

৫) ঐ, ৩।১।১—৩

৬) পরমসং, ১।৬৭

৭) ঐ, ১।৬৮ এই শ্লোকের কিঞ্চিৎ পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়। 'ধর্মেণ' স্থলে 'রূপেণ' এবং 'গুহ্যাদ্‌গুহ্যমিদং' স্থলে 'গুহ্যাদ্‌ গুহ্যতমং' পাঠভেদে ইহা বেঙ্কটনাথ কর্তৃক উদ্ধৃত হইয়াছে। ('স্তোত্ররত্নভাষ্য', ২০ শ্লোক) তবে ঐ পাঠান্তর হেতু ব্রহ্মার উক্তির তাৎপর্য ভেদ হয় না।

'মুক্তশরীরিগণ তোমা হইতে কোন্ ধর্মে ভিন্ন হয়। হে দেব, গুহ্য হইতে গুহ্যতর তাহা আমাকে বলুন।'[১] উত্তরে পরম অক্ষরশঃ ঠিক তাহাই বলেন, যাহা 'পাদ্মসংহিতা'য় আছে,—"উহারা আমিই হয়। তাহাতে কিছুমাত্র ভেদ নাই। আমি যেমন বিহার করি, মুক্তদেহিগণও ঠিক তেমনই (বিহার করে)।"[২] বেদান্তাচার্য বেঙ্কটনাথ বলেন,[৩] প্রশ্নে 'তব শরীরিণঃ' ('তোমার শরীরিগণ') থাকাতে উত্তরে কথিত ভগবানের সহিত ঐক্য সর্বশরীরিত্বানুগুণ ঐক্যই হইবে; সুতরাং ঐ ঐক্যব্যপদেশে শ্রুতিস্মৃতি-সিদ্ধ পরম সাম্যই বিবক্ষিত বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। রাম ও সুগ্রীবের ঐক্যের কথাও প্রসিদ্ধ আছে। ঐ ভগবদৈক্যও সেই প্রকার বলিয়া মনে করিতে হইবে। অন্যথা "আমি যেমন বিহার করি" ইত্যাদি উক্তিতে দৃষ্টান্তও দার্ষ্টান্তিকের ভেদব্যপদেশ ঘটে না।" অধিকন্তু ঐ বচনে উক্ত মুক্তদিগের বিহার সাম্য-বচন "জক্ষৎ ক্রীড়ন্ রমমাণঃ", "সঙ্কল্পাদেবাস্য পিতরঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি" ইত্যাদি উপনিষৎ-বচনসমূহে উক্ত পরিছিন্ন-ব্যাপার-বিষয়ক। কেননা 'পরমসংহিতা'র অন্তিম পটলে তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে,—

"সাযুজ্যং প্রতিপন্না যে তীব্রভক্তাস্তপস্বিনঃ।
কিঙ্করা মম তে নিত্যং ভবন্তি নিরুপদ্রবাঃ ॥"[৪]

'যে সকল তীব্রভক্ত তপস্বী (আমার) সাযুজ্য প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহারা আমার কিঙ্কর হয় এবং নিত্য নিরুপদ্রব থাকে।' বেঙ্কটনাথ অন্যত্র বলিয়াছেন যে অতএব 'সালোক্য', 'সারূপ্য', প্রভৃতি শব্দের ন্যায় 'সাযুজ্য' শব্দও যুক্সাম্যপর।···পদবাক্যপ্রমাণানভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ সাযুজ্যকে 'ঐক্য' বলিয়া পরিকল্পনা করেন। পরন্তু ঐ ব্যাখ্যা সঙ্গত নহে। যাহারা মনে করে যে 'সাযুজ্য' শব্দে "শরবত্তন্ময়ো ভবেৎ" ইত্যাদি বাক্যে উক্ত সংযোগবিশেষই বিবক্ষিত, অর্থবিরোধাভাবহেতু তাহাদের মত স্বীকার্য।[৫] পূর্বাপর প্রকরণ আলোচনা করিলে দেখা যায় যে 'পরমসংহিতা'র পূর্বোক্ত বচনের অভিপ্রায় বেঙ্কটনাথ ঠিক যথাযথ ব্যাখ্যা করেন নাই, বরং উহার কদর্থ করিয়াছেন। 'পরমসংহিতা'র উপসংহারে দুই প্রকার মুক্তির কথা আছে,—এক সাযুজ্য মুক্তি,

---

১) এই অনুবাদে আমরা 'তব'কে 'ত্বত্ত' অর্থে, পঞ্চম্যর্থে ষষ্ঠী-প্রয়োগ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি। অন্যথা উহার অর্থ হইবে "তোমার মুক্ত শরীরিগণ কোন ধর্ম দ্বারা ভেদভিন্ন হয়।" অধ্যাপক শ্রীকৃষ্ণস্বামী আয়েঙ্গার উহাকে এই প্রকারে ভাষান্তরিত করিয়াছেন—"In what manner are the emancipated, who are your bodies, to be distinguished from the embodied."

২) পরমসং, ১।৬৯

৩) বেঙ্কটনাথের "স্তোত্ররত্নভাষ্য', ২০ শ্লোক

৪) পরমসং ৩০।৪৯ 'যে'ও 'নিত্যং' স্থলে মুদ্রিত পাঠ 'তে' ও 'নিত্যা'। 'নিত্যং' পাঠই অধিকতর সমীচীন। এই বচনের দ্বিতীয় পংক্তি লোকাচার্যের 'তত্ত্বশেখরে'ও উদ্ধৃত হইয়াছে। ('তত্ত্বশেখর,' বেনারস সংস্কৃত সিরিজ, কাশী, ১৯০৫ খৃষ্টাব্দ, ৫৭ পৃষ্ঠা)। তথায়ও 'নিত্যং' পাঠ আছে।

৫) স্তোত্ররত্নভাষ্য, ৬৩ শ্লোক। পুরাণে আছে শিশুপাল কৃষ্ণের শরীরে লয় প্রাপ্ত হয়। যথা পরাশর বলিয়াছেন "তস্মিন্নেব লয়মুপযযৌ" (বিষ্ণুপু, ৪।১৫।১৫) বেঙ্কটনাথ বলেন যে ঐখানে 'লয়' শব্দে জীবপ্রধ্বংস বিবক্ষিত হয় নাই। ঐক্যাপত্তিও বিবক্ষিত হয় নাই। কেননা, 'পরমাত্মাত্মনোর্যোগঃ পরমার্থ ইতীষ্যতে। মিথ্যৈতদন্যদ্দ্রব্যংহি নৈতি তদ্দ্রব্যতাং যতঃ ॥" (বিষ্ণুপু, ২।১৪।২৭) বচনে তাহা প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে। "ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি" ইত্যাদি বচন পরমসাম্যাপত্তিপরক। "নিরঞ্জনঃ পরমসাম্যমুপৈতি," "যথোদকং শুদ্ধে শুদ্ধমাসিক্তং তাদৃগেব ভবতি। এবং মুনের্বিজানত আত্মা ভবতি গৌতম্" "ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত মম সাধর্ম্যমাগতা," ইত্যাদি শ্রুতি-স্মৃতি বচন হইতে তাহা সিদ্ধ হয়।

অপর নির্বাণ মুক্তি। ভগবান্ পরম বলেন, যে ভক্তের উপর তাঁহার অনুগ্রহ হয় সে জন্মের পর জন্মে তাঁহার উপাসনা দ্বারা অধিক হইতে অধিকতর উন্নতি লাভ করে,-অধিক হইতে অধিকতর গুণ উপার্জন করে।[১]

"ততোঽষ্টগুণমৈশ্বর্যমক্লিষ্টমধিগচ্ছতি।
তত্র তিষ্ঠতি বা দীর্ঘং বিহরন্মৎপরায়ণঃ॥
অথবা জ্ঞানমাস্থায় নির্বাণমধিগচ্ছতি।"[২]

'অনন্তর সে অষ্ট গুণৈশ্বর্য সম্পূর্ণত লাভ করে। সে মৎপরায়ণ হইয়া বিহার করত দীর্ঘকাল ঐ অবস্থায় অবস্থান করে, অথবা জ্ঞানে আস্থিত হইয়া নির্বাণ লাভ করে।' যেমন 'পাদ্মসংহিতা'য় তেমন এই গ্রন্থেও উক্ত হইয়াছে যে অষ্টৈশ্বর্য প্রাপ্ত ভক্তের পুনঃ সংসারে পতন হইতে পারে। পরম বলেন, "আমার ভক্তের প্রতি আমার প্রসাদ কখনও ক্ষীণ হয় না,—এই কথা নহে। পুরুষ স্বয়ং আমারই শরণ গ্রহণ করত আমাকে ভক্তি করিয়া (উন্নতি লাভ করিতে করিতে) যদি সুখনিদ্রা দ্বারা দূষিত হইয়া আমাকে বিস্মৃত হয়, তবে, তাহার সমস্ততঃ কিছু না কিছু বিপদ উৎপন্ন হয়। অনন্তর ঐ পুরুষ বিপরীত স্রোতে নিযুক্ত হয়। তখন তাহার মনে নানাবিধ কামনাসমূহ সমুৎপন্ন হয়" ইত্যাদি।[৩] ঐ অধঃপতন হইতে বাঁচিবার একমাত্র উপায়, পরম বলেন, তাঁহাকে বিস্মৃত না হওয়া, অধিকন্তু তাঁহার প্রতি ভক্তি বরাবর বৃদ্ধি করা।[৪] "সেই হেতু সর্ব প্রযত্ন দ্বারা ভক্তিকে নিশ্চয় বাড়াইবে। উহা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া (মনুষ্যকে) নিশ্চয় বিষ্ণুর পরম পদে লইয়া যায়। তত্ত্বদর্শনই উহার বৃদ্ধির কারণ বলিয়া কথিত হয়। আমাকে তত্ত্ব বলিয়া সর্বদা দেখ। তাহাতে আমার প্রতি ভক্তি বৃদ্ধি পাইবে ইত্যাদি"।[৫] পরিশেষে তিনি বলেন, "মদ্ভক্ত, মদনুধ্যায়ী, মন্নিষ্ঠ এবং মৎপরায়ণ (ব্যক্তি) অন্তকালে আমাকে স্মরণ করত আমার সাযুজ্য লাভ করে।[৬] তখন ব্রহ্মা প্রশ্ন করেন, "বিষ্ণুভক্ত যাহা লাভ করে সেই অষ্ট গুণৈশ্বর্য কি? উহা প্রাপ্ত হইয়াও কি মনুষ্য পুনঃ (সংসার পথে) প্রতিনিবর্তিত হয়? নিবৃত্তি হইতে উহার,—যাহা সাযুজ্য বলিয়া (তৎকর্তৃক) কীর্তিত হইয়াছে, তাহার ভেদ কি হয়?"[৭] উহার উত্তরে অণিমাদি অষ্টৈশ্বর্য ব্যাখ্যা করত পরম পুনরায় পূর্বের ন্যায় বলেন,[৮] উহা লাভ করিয়া বহু ব্যক্তি ক্রীড়া করে (অর্থাৎ উপভোগ করে)। তাহারা সকলের প্রভু হয়। কিছুই তাহাদের প্রতিবন্ধক হয় না। (কোন কর্ম হেতু) তাহাদের অপরাধ হয় না। (পরন্তু) তাহাদের পুনর্জন্মও নিবৃত্ত হয় না। এই সকল মনুষ্য আমার ন্যায় সর্বলোকে বিচরণ করে। (পরন্ত) যদি তাহারা সুখনিদ্রাবিমোহিত হইয়া আমাকে বিস্মৃত হয়, তবে কালক্রমে তাহাদের উপঘাত উপস্থিত হয়। আমার প্রতি (পূর্বের) ভক্তি দ্বারা রক্ষা সত্ত্বেও চারিদিক হইতে উপঘাত প্রাপ্ত হইয়া তাহার প্রতিস্রোতে পুন সংসারমার্গে প্রত্যাবর্তন করে। তথায় তাহারা মহাত্মাদিগের শ্রেষ্ঠ বংশে জন্ম লাভ করে এবং সিদ্ধি কামনায় পুনরায় আমাকে ভজন করে।

---

১) পরমসং, ৩০।১৪'২—২০ ২) ঐ, ৩০।২১—২২'১
৩) ঐ, ৩০।২২'২— ৪) ঐ, ৩০।২৮— ৫) ঐ, ৩০।৩৫।৬
৬) ঐ, ৩০।৮০'২—৮১ ৭) ঐ, ৩০।৮২—৮৩ ৮) ঐ, ৩০।৮৮—১০১

'ঐশ্বর্যেঽপি স্থিতো যোগী যদি মামনুবর্ততে।
ততো মুক্তবদেবায়ং সর্বলোকেষু মোদতে॥
সাযুজ্যং প্রতিপন্নাস্তে তীব্রভক্তাস্তপস্বিনঃ।
কিঙ্করা মম তে নিত্যা ভবন্তি নিরুপদ্রবাঃ॥'[১]

'ঐশ্বর্যে স্থিত হইয়াও যোগী যদি আমাকে অনুসরণ করে, তবে সে মুক্তের ন্যায়ই সর্বলোকে আনন্দোপভোগ করে। যে সকল তীব্রভক্ত তপস্বী সাযুজ্য প্রাপ্ত হইয়াছে তাহারা আমার কিঙ্কর হয় এবং নিত্য নিরুপদ্রব থাকে। ভক্ত্যপরাধ-বশতঃই তাহাদের পুনঃ সংসার প্রাপ্তি হয় অন্যথা তাহাদের স্থিতি আমার প্রসাদে নিশ্চয় শাশ্বতী।

'নিবৃত্তাস্তু বিশিষ্যন্তে সর্বেভ্যঃ পুরুষোত্তমাঃ।
সংসারগোচরাতীতা নির্বিশেষাঃ সদা মম॥'[২]

পরন্তু নিবৃত্ত পুরুষোত্তমগণ সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তাহারা সদা সংসারগোচরের অতীত এবং আমা হইতে নির্বিশেষ (অর্থাৎ আমা হইতে তাহাদের কোন বিশেষ বা ভেদ নাই)। তাহাদের কোন প্রমাদ হয় না। সুতরাং পুনর্জন্মও হয় না। ইহাকেই বেদান্তে 'বিষ্ণু পরম পদ' তথা দেহীদিগের 'অপবর্গ 'মুক্তি'ও 'নির্বাণ' বলা হইয়াছে। ইহাই পরা সিদ্ধি, সর্ব গতিসমূহের মধ্যে পরমগতি। হে পিতামহ, অপর সমস্ত গতি সপ্রমাদ। পরন্তু পুরুষগণের স্বভাবভেদহেতু কাহারও কোনটা ঈপ্সিত হয়। সেইহেতু হে পিতামহ, ঐশ্বর্য ও অপবর্গ উভয়েই পৃথক্ ভাবে ইহসংসারে মনুষ্যগণের সম্মত হয়। আমার ভক্তি দ্বারাই তদুভয়কে পাওয়া যায়। পরন্তু (সাধনায়) বর্তমানের সমাধির গুণজ বিভাগহেতু (ফল ভিন্ন ভিন্ন হয়)।" সমাধির গুণজ বিভাগ ব্যাখ্যা করিতে পরম বলেন, মানুষ যখন আপন চিত্তকে কেবল সত্ত্বনিষ্ঠ করে, তখন সে সর্ব প্রযত্নে যোগাঙ্গসমূহ অভ্যাস করে। উহাদিগেতে স্থিত হইয়া সে যদি একাগ্রচিত্তে ভগবান্‌কে ভজন করে তবে তাঁহার তমোগুণ ও রজোগুণ ক্রমে ক্ষয় পাইতে থাকে। ঐরূপে পর পর শ্রেষ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠতর জন্ম লাভ করিয়া তাহার সত্ত্ব ক্রমে পুষ্টিলাভ করিতে থাকে। ঐরূপে যাহার চিত্তবৃত্তিতে রজলেশ থাকে সে সমগ্র ঐশ্বর্য লাভ করে। আর যদি সে কেবল সত্ত্বেই আতিষ্ঠ হয়,—তাহাতে রজের স্পর্শমাত্রও না থাকে, তবে সে মোক্ষ লাভ করে। "ইত্যেষা দ্বিবিধা গতিঃ" (এই প্রকারে ভগবানের ভক্তি দ্বারা মানুষের দ্বিবিধ গতি প্রাপ্তি হয়।'[৩] ব্রহ্মা ও পরমের এই প্রশ্ন-প্রতিবচন হইতে মনে আর কোন সংশয় থাকিতে পারে না যে সাযুজ্য ও নির্বাণ—এই দ্বিবিধ গতি 'পরমসংহিতা'র অভিপ্রেত। সাযুজ্য-প্রাপ্ত ব্যক্তিগণ নানা প্রকারে নানা লোকে বিহার করত উপভোগ করে এবং তাহারা ভগবানের কিঙ্কর থাকে, আর নির্বাণমুক্তগণের ভগবান্ হইতে কোন ভেদ থাকে না ("নির্বিশেষা সদা মম")।' যেহেতু সাযুজ্যমুক্তের পুনঃ সংসারে অধঃপতনের আশঙ্কা থাকে, সেইহেতু তাহা প্রকৃত মুক্তি নহে, মুক্তিবৎই ("মুক্তবদেবায়ং")। 'পরম-সংহিতা'র প্রারম্ভে এই দ্বিবিধ মুক্তিকে লক্ষ্য করিয়াই ভগবান্ বলিয়াছেন যে "উহারা আমিই হয়" ইত্যাদি। এইখানে ইহা বোধ হয় বিশেষভাবে উল্লেখ করা উচিত যে 'পাদ্মসংহিতা'র বিবৃতির সঙ্গে 'পরমসংহিতা'র এই বিবৃতির ভাবের সম্পূর্ণ মিল আছে, ভাষারও কিছু কিছু

১) পরমসং, ৩০।৯৩—৪ ২) ঐ, ৩০।৯৬ ৩) পরমসং, ৩০।১০২—১০৬'১

মিল আছে। তাহাতে একে অপরের নিকট, অথবা উভয়ে অপর কোন তৃতীয় গ্রন্থের নিকট, ঋণী বলিয়া মনে হয়। 'পরমসংহিতা'র মতে, প্রকৃত মুক্তির পরে যে জীবের ও ব্রহ্মের ভেদ থাকে না, তাহা পূর্বেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে।[১] উহাতে ইহাও উক্ত হইয়াছে যে,—কিঞ্চিৎ পরে তাহা প্রদর্শিত হইবে—জীবভাব ঔপাধিক,-ব্রহ্মই উপাধির অধ্যাস বশতঃ জীবরূপে প্রতিভাসিত হইতেছেন। সুতরাং উপাধি বিনষ্ট হইলে জীবভাব বিনষ্ট হইবে, একমাত্র ব্রহ্মই আপন বিশুদ্ধস্বরূপে থাকিবেন। পূর্বের জীবভাব সাপেক্ষে তাহাকে বলা হয় যে মুক্তিতে জীব ব্রহ্ম হয়।

'অগস্ত্যসংহিতা'র (বা অগস্ত্য-সুতীক্ষ্ণ-সংবাদের) মতে, মুক্তজীব রাম বা ব্রহ্মই হয়। "নিবৃত্তিই মুক্তি (···তত্ত্বতঃ সর্বজন্মসুখোচ্ছিত্তি এবং দুঃখোচ্ছিত্তিই ঐ নিবৃত্তিলক্ষণ মুক্তি বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে।"[২] আবার বলা হইয়াছে যে "মুক্তিরাত্মানুন্ধানে চাত্মাবস্থানমেব হি" ('আত্মানুন্ধানের ফলে আত্মারূপে অবস্থানই মুক্তি')।[৩] তার পর আরও বিশদ করিয়া বলা হইয়াছে যে

"সমাধিরথবা জীবব্রহ্মণোরৈক্যচিন্তনং ॥
ব্রহ্মীভূয় স্বয়ং জীবো নিরুদ্ধাসুর্বিলীনভূঃ।
অতোঽপ্যনন্যসদ্ভাবাৎ স্বয়মেবাবশিষ্যতে ॥[৪]

'অথবা জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য-চিন্তনই সমাধি। (তৎফলে) জীব স্বয়ং ব্রহ্ম হয়। তাহার ইন্দ্রিয়-সমূহ নিরুদ্ধ হয় এবং জগৎ বিলীন হয়। অতএব, (তখন), অপর কিছুর সদ্ভাব থাকে না বলিয়া সে স্বয়ংই অবশিষ্ট থাকে।' "যোগাভ্যাসরত, শান্ত, নির্ধূতাশেষকল্মষ এবং ব্রহ্মবিৎ পরিব্রাট্ নিশ্চয়ই ব্রহ্মই হয়, অপর কিছু হয় না।"[৫] উহার মতে মুক্তির পূর্বেও জীব বস্তুতঃ ব্রহ্মই। কেননা,

"অয়মেব পরং ব্রহ্ম নান্যৎ কিঞ্চন বিদ্যতে।
ইদমেব পরং ব্রহ্ম ততোঽন্যন্নাস্তি কিঞ্চন ॥
তদেতদখিলং ব্রহ্ম সত্যং সত্যং প্রকাশতে।[৬]

অর্থাৎ একমাত্র ব্রহ্মই আছে ; ব্রহ্ম ভিন্ন অপর কিছুই নাই ; ব্রহ্মই চরাচর অখিল জগৎপ্রপঞ্চরূপে প্রকাশিত হইতেছেন। যখন অন্তরে ও বাহিরে সর্বত্র রামই তত্তৎরূপে প্রকাশিত হইতেছে,—সমস্তকে রাম বলিয়া ভাবনা করিতে করিতে দেহাদিজ্ঞান প্রবিলীন হয় তখন "একং স্বয়মেবাবশিষ্যতে ॥ ততস্তত্ত্বঃ পরং কিঞ্চিদ্বিদ্যতে না" ('এক স্বয়ংই অবশিষ্ট থাকে ; তদ্ভিন্ন অপর কোন তত্ত্ব থাকে না')।[৭]

---

১) পূর্বে দেখ।

২) অগস্ত্যসং, ১৯।১৭—১, ১৮'২—১৯'১ ৩) ঐ, ১৯।২১'১

৪) ঐ, ২০।২২'২—৩ ৫) ঐ, ২১।১৪

৬) অগস্ত্যসং, ২।১৯—২০ আরও দেখ—

"রাম এবাত্র ভোক্তা চ ভোজ্যমাস্তং ভুজিক্রিয়া ॥"—(ঐ, ১৯।২৩'২

"জীবস্তু ব্রহ্মরূপেণ নির্ধারো বাথ যুক্তিতঃ" প্রত্যাহার। (ঐ, ২০।১৯'১)

৭) ঐ, ২১।৩৯'২—৪০'১

পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে 'পাদ্মসংহিতা'য় বর্ণিত মিশ্রমুক্তি বা সাযুজ্যমুক্তি অদ্বৈতবাদী-সম্মত ক্রমমুক্তি বলিয়া মনে হয়। 'অহির্বুধ্ন্যসংহিতা'য় ক্রমমুক্তির আরও পরিষ্কার পরিচয় পাওয়া যায়। তাহাতে বিবৃত হইয়াছে যে "পরম ব্যোম নির্মল এবং পুরুষ হইতে পর। উহা নিঃসীমসুখসন্তান, অনবদ্য এবং অনাকুল। তথাকার ভোগ সমূহ আনন্দময় এবং (ভোক্তা) জীবগণও আনন্দলক্ষণ। ভাবিতাত্মা মুক্তগণের দেহসমূহ জ্ঞানানন্দময়। সেই দেবগণ (অর্থাৎ দীপ্তিময় মুক্ত জীবগণ) অরবিন্দনেত্র (পরম) পুরুষকে,—তাদৃশ (অর্থাৎ ষাড়্গুণ্য-বিগ্রহবতী) শ্রীর সহিত যুক্ত ষাড়্গুণ্যবিগ্রহদেবকে সদা দর্শন করেন।...বীতকল্মষ তত্ত্বজ্ঞগণ ঐ পদ প্রাপ্ত হইয়া মুক্ত হন। উহাঁরা এসরেণু প্রমাণ, রশ্মিকোটিবিভূষিত এবং আবির্ভাব-তিরোভাব-ধর্মভেদবিবর্জিত। (সংসার) পথের পরমপার বৈষ্ণব পদে সমাশ্রিত তাঁহারা কালকল্লোলসঙ্কুল এই (সংসার) পথে (আর) প্রবেশ করেন না। পূর্বে সংসারে বর্তমান থাকিতে সেই পরমব্যোমবাসী ভক্তগণের যিনি ভগবানের যেইরূপে অনুরক্ত ছিলেন তিনি পরমব্যোমে তাঁহাকে সেইরূপেই দর্শন করেন। সুচির কাল,—কোট্যযপ্রতিসঞ্চর (তথায়) বিহার করত অনন্তর তাঁহারা ষাড়্গুণ্য দিব্য বৈষ্ণব জ্যোতিতে প্রবেশ করেন ('ততো বিশন্তি তে দিব্যং ষাড়্গুণ্যং বৈষ্ণবং যশঃ'।")[১] শ্রুতি ও স্মৃতি সম্মত ক্রমমুক্তি হইতে ইহার এই মাত্র ভেদ আছে যে তন্মতে কল্পান্তে ব্রহ্মলোকবাসী মুক্ত আত্মাগণ ব্রহ্মার সহিত পরম পদে প্রবেশ করে,[২] আর 'অহির্বুধ্ন্যসংহিতা'র মতে তাঁহারা বহু কল্প পরে পরম পদে প্রবেশ করে। 'পরমতত্ত্বনির্ণয়-প্রকাশসংহিতা' নামক এক অতি অর্বাচীন পাঞ্চরাত্রসংহিতায় বিবৃত হইয়াছে যে মহাপ্রলয়ে ভগবান্ বিষ্ণু এক শিশুরূপে প্রলয়সলিলে এক বটপত্রের উপর যোগনিদ্রায় শয়ান থাকেন। তখন সমস্ত জীববর্গ তাঁহার কুক্ষি মধ্যে নিদ্রিত থাকে। মুক্ত জীবগণ উর্ধ্বভাগে, "মুক্তিযোগ্য" জীবগণ মধ্যভাগে, "নিত্যবদ্ধ" জীবগণ নাভির সন্নিকটে এবং "তমোযোগ্য" জীবগণ কটিপ্রদেশে অবস্থিত থাকে। ঐ অবস্থায় জীবগণকে 'নার' বলা হয়।[৩] শ্রেডার মনে করেন যে—ঐ সংহিতা অতি অর্বাচীন গ্রন্থ হইলেও তত্রোক্ত এই সিদ্ধান্ত মহাপ্রলয়ে জীবের অবস্থা সম্বন্ধে পাঞ্চরাত্রশাস্ত্রের মূল সিদ্ধান্ত,—তাহাতে কোন সংশয় নাই; এবং উহা অতি মূল্যবান্ প্রমাণ; তাঁহার প্রধান হেতু এই যে উহা হইতে পরিষ্কার জানা যায় যে পাঞ্চরাত্রশাস্ত্রোক্ত মুক্তি অদ্বৈতবাদীর ক্রমমুক্তির ন্যায় কিছু নহে, যদিও কতিপয় বচন হইতে সেই প্রকার মনে হয়; কেননা, অদ্বৈতবাদীর মতে মহাপ্রলয়ে ব্রহ্মলোকবাসী মুক্তআত্মাগণ ব্রহ্মার সহিত নির্বাণ লাভ করে,—তাঁহাদের ব্যক্তিত্ব থাকে না, আর ঐ সিদ্ধান্ত মতে প্রলয়েও মুক্ত-জীবগণের ব্যক্তিত্ব থাকে; তবে তখন উহারা ভগবানের মধ্যে বীজভাবে থাকে।[৪] শ্রেডারের

১) অহির্বুধ্ন্যসং, ৬।২২·২—৩১·১

২) "তে ব্রহ্মলোকেষু পরান্তকালে,
পরামৃতাঃ পরিমুচ্যন্তি সর্বে॥"—(মুণ্ডকউ, ৩।২।৬·২)
"ব্রহ্মণা সহ তে সর্বে সংপ্রাপ্তে প্রতিসঞ্চরম্।
পরস্যান্তে কৃতাত্মানঃ প্রবিশন্তি পরং পদম্॥"

৩) Schrader, Introduction to the Pancaratra, p. 86

৪) Ibid, p. 86—7

এই অনুমান গ্রাহ্য নহে। তাহার একাধিক হেতু আছে। প্রথমতঃ—ঐ সিদ্ধান্তকে পাঞ্চরাত্র-শাস্ত্রের মূল সিদ্ধান্ত মনে করিবার স্বপক্ষে কোন প্রমাণ তিনি প্রদর্শন করেন নাই। 'পরম-তত্ত্বনির্ণয়প্রকাশসংহিতা' যে অতি অর্বাচীন গ্রন্থ—উহা যে পঞ্চরাত্রের প্রথিত ১০৮ সংহিতা'র মধ্যে নহে, তাহা শ্রেডার স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং সুনিশ্চিত প্রমাণ ব্যতীত তদ্রোক্ত কোন সিদ্ধান্তকে পাঞ্চরাত্রশাস্ত্রের মূল কিংবা প্রাচীন সিদ্ধান্ত মনে করা যায় না। উপরন্তু প্রাচীন পাঞ্চরাত্রসংহিতাসমূহের কোনটাতে তাহার কিংবা তাদৃশ সিদ্ধান্তের উল্লেখ নাই। সুতরাং উহার মৌলিকতা বা প্রাচীনতা প্রমাণ সিদ্ধ নহে। দ্বিতীয়তঃ ব্রহ্মলোকবাসী সকলেই কল্পান্তে ব্রহ্মের সহিত নির্বাণ লাভ করে বলিয়া অদ্বৈতবাদিগণ বলেন না। তাঁহাদের মতে সগুণব্রহ্মোপাসকগণই দেবযানমার্গে ব্রহ্মলোকে গমন করেন এবং কল্পান্তকাল পর্যন্ত তথায় অবস্থান করেন। তথায় থাকিতে থাকিতে যাঁহাদের ইতিমধ্যে নির্গুণব্রহ্মজ্ঞানোদয় হইয়াছে, তাঁহারাই ব্রহ্মার সঙ্গে সঙ্গে নির্বাণ লাভ করেন, আর যাঁহাদের হয় নাই, তাঁহারা সগুণব্রহ্মের মধ্যে বীজভাবে থাকেন এবং নূতন কল্পে আবার জন্মগ্রহণ করেন। অদ্বৈতাচার্য শঙ্কর ঐ প্রকার বলিয়াছেন। যাঁহারা সালোক্যসামীপ্যাদি মুক্তি লাভ করেন, তাঁহারাও মহাপ্রলয়ে বর্তমান থাকেন। সুতরাং প্রলয়ে মুক্ত জীবের সদ্ভাবের উল্লেখ থাকিলেই ক্রমমুক্তিবাদ খণ্ডিত হয় না। তৃতীয়তঃ—'অহির্বুধ্ন্যসংহিতা'র ঐ পূর্বোদ্ধৃত বচনে আছে যে বৈকুণ্ঠবাসী মুক্ত আত্মাগণ বহু কল্প পরে নির্বাণ লাভ করেন। সুতরাং তাঁহাদের নির্বাণলাভের পূর্বে যত মহাপ্রলয় হইয়া গিয়াছে, সেই সময়ে তাঁহারা ভগবানের মধ্যে বীজভাবে থাকেন। সুতরাং মহাপ্রলয়ে মুক্ত জীবের উল্লেখ হইতে ক্রমমুক্তিবাদ খণ্ডন হয় না। আসল কথা, 'পরমতত্ত্বনির্ণয়প্রকাশ-সংহিতা' আমরা দেখি নাই। সুতরাং উহাতে ক্রমমুক্তিবাদ বস্তুতঃ স্বীকৃত হইয়াছে কি হয় নাই তাহা আমরা বলিতে পারি না। আমাদের বক্তব্য এই যে উহার প্রমাণ মূলে যে শ্রেডার অনুমান করিয়াছেন পাঞ্চরাত্রশাস্ত্রে ক্রমমুক্তি স্বীকৃত হয় না, তাহা ভুল হইয়াছে; পাঞ্চরাত্র-শাস্ত্রের কতিপয় বচন হইতে যে ক্রমমুক্তি তৎসম্মত বলিয়া বুঝা যায়, তাহা শ্রেডার স্বীকার করিয়াছেন। ঐ সকল বচনের শ্রুতার্থ পরিত্যাগ করিয়া অশ্রুতার্থ কল্পনা করিবার প্রয়োজ-নীয়তা তিনি অকাট্য প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ করিতে পারেন নাই। 'পৌষ্করসংহিতা'য় আছে যে শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে কোন কোন ধর্মাচরণের ফলে মনুষ্য স্বর্গাদিলোকস্থিতিদিগের ভোগসমূহ যথেচ্ছ ভোগ করত কালান্তরে দৈবেচ্ছা বশতঃ ঊর্দ্ধশিত মহৎ মার্গে বিভুব্রহ্মলোকসমূহে বহুশত কল্প বাস করে। সেইখানে জ্ঞানলাভ করত ভূতলে অবতরণ করিয়া "লয়ং চ সহসা যাতি ভগবত্যমিতাত্মনি" ('সহসা অমিতাত্মা ভগবানে লয় প্রাপ্ত হয়।'[১]

'বিষ্ণুতিলকসংহিতা'য় অক্রমমুক্তিবাদ ও ক্রমমুক্তিবাদ—এই দ্বিবিধ মুক্তিবাদের এক প্রকারে সমন্বয়ের প্রচেষ্টা হইয়াছে মনে হয়। উহাতে উক্ত হইয়াছে যে মুক্তজীব ক্রমে গমন

---

১) পৌষ্করসং, ৩১।২৩০—৩; আরও দেখ—১১।১৫—২০ "অন্তে বুভুক্ষবং সোহং ভক্ত্যা ইহন্তে স্বাত্মলোকবৎ" (১১।২০-২)

করে। "যখন সুপ্রসন্ন শেষের[১] দেহের নিপাত হয়, তখন জীব নির্ধুতকল্মষ হইয়া নিশ্চয় পরব্রহ্মে গমন করে।"[২] কখন কখন বলা হইয়াছে যে ব্রহ্মে গত মুক্ত জীব ব্রহ্ম হয়। "সকল বিশ্ব অনিত্য,—প্রলয়ে বিলীন হয়। সুতরাং পুরুষ মুমুক্ষু হইয়া, চিদ্ঘন ঈশ্বরকে ধ্যান করিয়া এবং ব্রহ্মের আনন্দকে অভ্যাস করিয়া ব্রহ্ম হইবেক ('আনন্দং ব্রহ্মণোঽভ্যস্য ব্রহ্ম ভূয়াৎ পুমানিতি')।'[৩] আর কখন কখন বলা হইয়াছে যে মুক্ত জীব ব্রহ্মে লয় পায়। "মায়া দ্বারা তিরোহিত (স্বরূপ) জীব বহু দেহে পরিভ্রমণ করে। সেইহেতু দেবের সমারাধনা করত,—বিশেষতঃ তপস্যা করত, পরেশের কৃপা লাভ করিয়া মায়া সমুত্তীর্ণ হওয়া উচিত। সেই পরব্রহ্মকে আরাধনা করিয়া তাঁহার শরণাগত হইলে (জীব) শরীরনিপাতান্তে পরব্রহ্মে লয় প্রাপ্ত হয় ('পরে ব্রহ্মণি লীয়তে')। তাঁহাকেই সাক্ষাৎকার কর্তব্য। তিনি ব্যতীত (জীবের) অপর গতি নাই। সুখ ও দুঃখকে সমান মনে করিয়া এবং শীত ও উষ্ণকে সহন করিয়া সেই পরম ব্রহ্মের ধ্যান কর্তব্য। (তাহাতে জীব) দেহ পরিত্যাগ করত পরম ব্যোমে স্বয়ং পরব্রহ্মে লয় প্রাপ্ত হয় ('লীয়তে' পরমে ব্যোম্নি পরস্মিন্ ব্রহ্মণি স্বয়ম্')।"[৪] এই সকল বচন অভেদমুক্তি সূচনা করে। পরন্তু কখন কখন বলা হইয়াছে যে জীব ভগবানের কৌস্তুভে গমন করে। "(প্রলয়ে) জীব কৌস্তুভরূপে ব্রহ্মতেজে বিশ্রান্ত হয়। (সৃষ্টিতে উহা) বাসুদেবের ইহজগতে প্রপঞ্চিত হয়। যে ধ্যানযোগ ও অর্চনা দ্বারা সতত আমার উপাসনা করে, সে এই জগত হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া পুনঃ আমার কৌস্তুভে গমন করে।"[৫] কথিত হইয়াছে যে জীবই ভগবানের কৌস্তুভমণি। "কৌস্তুভ নামক মণি সেই চিদ্ঘন এবং নিরাময় জীবই। ঐ (মণি) রত্ন অনাদি ও অনন্ত, এবং আমাতে সতত অবস্থিত। যেমন দীপ হইতে দীপ বৃদ্ধি পাইয়া (অর্থাৎ এক দীপ হইতে বহু দীপ উৎপন্ন হইয়া) এখানে ওখানে জ্বলিতে থাকে, তেমন উহা হইতে জগতে জীবের বৃদ্ধি (হয়)। অদ্য (তোমার নিকটে ইহা) প্রপঞ্চিত হইল। জীবের বৃদ্ধি জগতে এবং হ্রাস আমাতে, অপর কোথাও নহে। হে চতুরানন, সেই জীবের উৎপত্তিও নাই, মৃত্যুও নাই, (—উহা নিত্য।)"[৬] সুতরাং মুক্তিতে, তথা প্রলয়ে জীব যে কৌস্তুভে গমন করিবে স্বাভাবিকই। যেহেতু জীব, কৌস্তুভমণিই, সেইহেতু কৌস্তুভে গমন উহার স্বরূপপ্রাপ্তি। পূর্বে যে ব্রহ্মভবন ও ব্রহ্মলয়ের কথা আছে, তাহাকে কৌস্তুভ-ভবন ও কৌস্তুভে লয় মনে করিতে হইবে বোধ হয়।

"মণিরত্নে বিলগ্নস্তু সাযুজ্যং গতিরুচ্যতে।"[৭]

---

১) "সংশ্রয়েদ্যো পরং ব্রহ্ম স শেষঃ ব্রহ্মণো ভবেৎ" (অর্থাৎ জীব যখন সম্যক্ প্রকারে ব্রহ্মকে আশ্রয় করে, তাঁহার শরণাপন্ন হয়, তখন তাহাকে ব্রহ্মের শেষ বলা হয়)। ('বিষ্ণুতিলকসং, ১।১০০'১)

২) ঐ, ১।১৩৫— ৩) ঐ, ১।৩২—৩৩'১

৪) ঐ, ১।১১০'২—৪ ৫) ঐ, ২।২৯—৩০

৬) ঐ, ২।৩১—৩ ১।১০৬—৯ শ্লোকেও বলা হইয়াছে যে জীব নিত্য। উহার জন্মমৃত্যু বস্তুতঃ নাই; দেহের গ্রহণ ও ত্যাগকেই উহার জন্ম ও মৃত্যু বলা হয় মাত্র।

৭) ঐ, ২।৫৪'১

'(কৌস্তুভ)মণিরত্নে বিলয়ের সাযুজ্যগতি (হইয়াছে বলিয়া) কথিত হয়।'[১] কৌস্তুভ প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন। সুতরাং কৌস্তুভ হইলে কিংবা কৌস্তুভে লয় হইলেও জীব প্রকৃত ব্রহ্ম হইতে ভিন্নই থাকে। তাই কথিত হইয়াছে যে জিতেন্দ্রিয় যোগিগণ

"ধ্যাত্বা ধ্যাত্বা পরং ব্রহ্ম লীয়ন্তে ব্রহ্মতেজসি।
অগ্নিমধ্যে যথা স্বর্ণং ভাসতে সক্তবৎ পৃথক্ ॥
তথা ব্রহ্মণি লগ্নোঽপি মণিরূপেণ দৃশ্যতে।"[২]

'পর ব্রহ্মের ধ্যান করিতে করিতে ব্রহ্মতেজে লয় প্রাপ্ত হয়। যেমন স্বর্ণ অগ্নি মধ্যে সক্তবৎ (অর্থাৎ অগ্নিময়) হইলেও (উহা হইতে) পৃথগ্‌রূপে ভাত হয়, তেমন (জীব) ব্রহ্মে লগ্ন হইলেও মণিরূপে দৃষ্ট হইয়া থাকে।'[৩] অধিকন্তু কথিত হইয়াছে যে "যথা ব্রহ্ম ভবেন্নিত্যং তথা নিত্যো ভবেৎ পুমান্" ('ব্রহ্ম যেমন নিত্য, পুরুষও তেমন নিত্য')।[৪] সুতরাং উভয়ে কখনও বস্তুতঃ অভিন্ন হইতে পারে না। পরন্তু কৌস্তুভমণি ব্রহ্মে সততই আছে ("অনাদ্যন্তং ভবেদ্রত্নং সততং ময্যবস্থিতম্")।[৫] উহা যেন তাঁহার অঙ্গীভূত। সুতরাং উহাতে লয়কে এক প্রকারে তাঁহাতে লয় বলা যাইতে পারে। এইরূপে ভেদমুক্তির ও অভেদমুক্তির, বাস্তব দৃষ্টিতে না হইলেও অন্ততঃ পারিভাষিক দৃষ্টিতে, সমন্বয় করা হইয়াছে। অথবা অপর কথায় বলিলে, 'বিষ্ণুতিলকসংহিতা'য় পরিকল্পিত মুক্তিবাদে উক্ত উভয়বিধ মুক্তিবাদের পরিভাষা সমভাবে প্রযুজ্য বলিয়া দেখান হইয়াছে।

উপরের বর্ণনা হইতে অনায়াসে মনে হইবে যে 'বিষ্ণুতিলকসংহিতা'র মতে ব্রহ্ম ও জীব বস্তুতঃ ভিন্ন তত্ত্ব। জগৎও সেই প্রকারে উহাদের হইতে ভিন্ন। তাই কথিত হইয়াছে যে "এইখানে ব্রহ্ম, জীব ও জগৎ এই ত্রৈবিধ্য বর্তমান। ব্রহ্ম তেজোরাশি, এই জগৎ ভূতরাশি, এবং উৎপত্তিলয়বর্জিত জীব জ্ঞানরাশি।[৬] আরও কথিত হইয়াছে যে 'এই জগৎ জগৎকর্তা ঐ ব্রহ্মের দ্রব্য। মণিরত্নের (অর্থাৎ জীবের) প্রভাবে নিখিল জগৎ বিকসিত হয়। যখন জীব হইতে বিয়োগ হয়, তখন এই জগৎ মৌন (অর্থাৎ নিষ্ক্রিয়) হয়। ইহা (জীবের সহিত সংযোগ) ক্ষয় হইলে বিশ্বজগৎ পরমাণুতা প্রাপ্ত হয়। এবং ঐ হ্রাসকে গ্রহণ করিয়া সেই অণু (জীব) ব্রহ্মে লয়

---

১) জীবের সারূপ্য, সালোক্য এবং সামীপ্য গতিরও উল্লেখ 'বিষ্ণুতিলকসংহিতা'য় আছে। তবে উহাদিগকে মুক্তি মনে করা হয় নাই। কেননা, কথিত হইয়াছে যে ভগবানের চারিগুণ সত্ত্ব, রজ, তম ও আনন্দ। প্রথম তিনটি দ্বারা জগতের বৃদ্ধি হয় এবং চতুর্থ গুণ দ্বারা জগতের হ্রাস হয়। সত্ত্বাদি গুণত্রয় দ্বারা তিনি জগতের সৃষ্ট্যাদি করেন এবং আনন্দ গুণ দ্বারা পাশ বদ্ধ জীবকে মুক্ত করেন। যে সত্ত্বগুণকে আশ্রয় করত রজ ও তমকে পরিত্যাগ করে, সে ক্রমে তুরীয়কে প্রাপ্ত হইয়া কৌস্তুভে সংযুক্ত হয়। আর যাহাতে সত্ত্ব অধিক, রজ-তম কম, সে যদি ভগবান্‌কে উপাসনা করে তবে সে তাঁহার সারূপ্য লাভ করে। মণিরত্নে বিলয়ের সাযুজ্যগতি বলা হয়। সামীপ্য ও সালোক্য সারূপ্য হইতে নিকৃষ্ট। (ঐ, ২।৪৭—৫৭) আনন্দগুণের অভাব হেতু সারূপ্যকে মুক্তি বলা যায় না।

২) বিষ্ণুতিলকসং' ২।১০০—১০১'১

৩) ব্রহ্ম ও জগতের সম্পর্ক বিষয়েও অগ্নি এবং লৌহপিণ্ডের দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে।

"শক্তিয়ো বহ্নিরয়ঃপিণ্ডাদভিন্ন ইব লক্ষ্যতে ॥
অব্যক্তাৎ পৃথগ্‌ভূতো ব্যক্তমাবৃত্য তিষ্ঠতি।"—(ঐ, ২।৮৮'২—৮৯'১)

৪) ঐ, ১।১০৭'১ ৫) ঐ, ২।৩১'২ ৬) ঐ, ২।৩৪—৩৫'১

প্রাপ্ত হয় ('স্থানঞ্চেব পরমাত্মা সোঽপুনর্ভবণি দীয়তে')।[১] পরে আছে, "হে বৎস, জগৎ অগ্নিবৎ্যে (ধূম) শুক গোময় খণ্ডের (বা ঘুঁটের) তায় রূপে প্রতিভাত হইতেছে (অর্থাৎ উহার রূপ মাত্র আছে, সার আছে বলিয়া মনে হইলেও প্রকৃতপক্ষে সার নাই)। জীবের সহিত সংযোগ ও বিয়োগ বশতঃ জগতের বৃদ্ধি ও হ্রাস হয়। মহদাদি তত্ত্বসমূহও নিশ্চয় নিত্য। তাহাতে কোন সংশয় নাই। উহাদের উৎপত্তিও নাই, বিনাশও নাই; বিকাশ ও সঙ্কোচ হইয়া থাকে মাত্র। উহাদের স্থিতি জগতেই। হে চতুর্মুখ, ইহা গুহ্য।"[২] এইরূপে মনে হয় যে 'বিষ্ণুতিলক সংহিতা'র দর্শন দ্বৈতবাদপরক। পরন্তু, যেমন 'পাদ্মসংহিতা'য়, তেমন উহাতেও উক্ত হইয়াছে যে

"পরক্ষেত্রজ্ঞয়োরৈক্যমাত্মনোঃ শ্রুতিচোদিতম্।
ক্ষেত্রজ্ঞস্য বহুত্বং হি দেহভেদাৎ প্রতীয়তে॥"[৩]

'পরমাত্মা ও ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মার ঐক্য শ্রুতিচোদিত। ক্ষেত্রজ্ঞের বহুত্ব দেহভেদ হেতু প্রতীতিগোচর হয়।' ইহা অবশ্যই অদ্বৈতবাদ তবে ইহাকে প্রসঙ্গক্রমে একদেশীমতরূপে উক্ত বলিয়া মনে করিলে,—যদিও গ্রন্থকার তাহা নির্দেশ করে নাই,—তাঁহার দ্বৈতবাদপরতা রক্ষা পাইতে পারে। পরন্তু প্রধান কথা এই যে তৎসত্ত্বেও তাঁহার পূর্বোক্ত সমন্বয় তৎসম্মত দার্শনিক তত্ত্ববিচারে সুসঙ্গত হয় নাই। কেননা, তাঁহার মতে, পরমতত্ত্ব পরব্রহ্ম "নিরুপম ও নির্মল পরম মহ"; উহা "সর্বাকার" বা "নিরাকার" সুতরাং কৌস্তুভাদি কোন আভূষণ উঁহার নাই। কৌস্তুভ আছে ব্যূহ বাসুদেবের। উভয়ের মধ্যে "চিদ্ঘন ও স্ফটিকপ্রভ" অপর এক বাসুদেব ("বাসুদেবাহ্বয়ং মহঃ") আছেন। তাঁহার কিরীটহারাদির উল্লেখ আছে, পরন্তু কৌস্তুভ আছে কিনা উল্লিখিত হয় নাই। কথিত হইয়াছে যে এই বাসুদেব কোন কারণ বশতঃ পরব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হন এবং তাঁহা হইতে বাসুদেবাদি ব্যূহচতুষ্টয় জন্মগ্রহণ করেন।[৪] কৌস্তুভবান্ বাসুদেবের ও পরব্রহ্মের মধ্যে এই অন্তর থাকাতে পরব্রহ্মে লয়কে কৌস্তুভে লয় বলিয়া ঠিক ঠিক বলা যায় না।

বিশেষ সাবধানতার সহিত নিরীক্ষণ করিলে উপরের আলোচনা হইতে বুঝা যাইবে যে সাযুজ্যমুক্তি সম্বন্ধে পাঞ্চরাত্রসংহিতাসমূহের মধ্যে স্বল্পবিস্তর মতভেদ আছে। 'পরমসংহিতা' এবং 'পাদ্মসংহিতা'র মতে সাযুজ্যমুক্ত ব্যক্তিগণ ভগবানের কিঙ্কররূপে বৈকুণ্ঠে বাস করেন। তাঁহারা অষ্টৈশ্বর্য লাভ করেন, সর্বলোকের প্রভু হন এবং ভগবানের ন্যায় যথেচ্ছ বিহার করেন। অর্থাৎ তাঁহারা ভগবানের সহিত ভোগসাম্য প্রাপ্ত হন। পরন্তু "ভক্ত্যপরাধ" হইলে তাঁহারা পুনরায় সংসৃতি প্রাপ্ত হন। পুনঃ সংসারে অধঃপতনের আশঙ্কা থাকে বলিয়া সাযুজ্যমুক্ত প্রকৃতই মুক্ত নহে, "মুক্তবৎ"ই। নির্বাণই প্রকৃত মুক্তি। সাযুজ্য মুক্তি তাহা হইতে কিঞ্চিৎ নিকৃষ্ট। কেননা, সাযুজ্যমুক্তিতে রজোগুণলেশ থাকে, নির্বাণ মুক্তিতে রজোগুণ একেবারেই থাকে

---

১) বিষ্ণুতিলকসং, ৩৫'২—৩৭ ২) ঐ, ২।১০১'২—১০৩

৩) ঐ, ২।৭৫ মুদ্রিত পাঠ 'ক্ষেত্রজ্ঞস্ত'। উহা অবশ্যই ভুল। 'ক্ষেত্রজ্ঞস্য বহুত্বং হি' স্থলে 'পাদ্মসংহিতা'র 'ক্ষেত্রজ্ঞস্য চ বাহুল্যং' পাঠ আছে। (পূর্বে দেখ)।

৪) পূর্বে দেখ।

না। সাযুজ্যমুক্তিতে ব্রহ্ম হইতে জীবের ভেদ থাকে, আর নির্বাণমুক্তিতে থাকে না। 'অহির্বুধ্ন্য-সংহিতা'র মতেও "বিষ্ণুসাযুজ্য" এবং নির্বাণ ভিন্ন ভিন্ন।[১] পরন্ত উভয়ের মধ্যে ভেদ কোন্ বিষয়ে, তথা বিষ্ণুসাযুজ্য-প্রাপ্তের পুনঃ সংসার-প্রাপ্তির আশঙ্কা আছে কি নাই,—সেই সকল উহাতে পরিষ্কার করিয়া নির্দেশিত হয় নাই। 'বিষ্ণুতিলকসংহিতা'য় বিষ্ণুর কৌস্তভে বিলয় হওয়াকেই সাযুজ্য-মুক্তি বলা হইয়াছে। তাহাও এক প্রকার ভেদমুক্তিই। কথিত হইয়াছে যে যে ব্যক্তি সত্ত্বগুণকে সমাশ্রয় করত রজ ও তমকে পরিত্যাগ করে, সে ক্রমে তুরীয় আনন্দ গুণকে প্রাপ্ত হইয়া ভগবানের কৌস্তভে সংযুক্ত হয়।[২] সুতরাং তন্মতে সাযুজ্যমুক্তিতে সত্ত্বাদি গুণত্রয় থাকে না। অথবা যদি তন্ত্রোক্ত আনন্দগুণকে 'পরমসংহিতা'য় এবং পাদ্মসংহিতা'য় উক্ত সত্ত্বগুণের অন্তর্গত এবং উহার প্রকারভেদ বলিয়া মনে করা যায়, তথাপি ইহা সত্য যে তন্মতে সাযুজ্যমুক্তিতে রজোগুণ থাকে না। অধিকন্ত তন্মতে সাযুজ্যমুক্তের পুনসংসারপ্রাপ্তি আশঙ্কা নাই মনে হয়। সুতরাং এই দুই বিষয়ে উহার সহিত 'পরমসংহিতা'য় এবং 'পাদ্মসংহিতা'র মতভেদ আছে। 'শাণ্ডিল্যসংহিতা'র মতেও সাযুজ্যমুক্তিতে রজোগুণ থাকে না। কেননা, তন্মতে রাজসভক্ত সালোক্যমুক্তি, সাত্ত্বিকভক্ত সারূপ্য, সার্ষ্টি বা সাযুজ্যমুক্তি এবং নির্গুণভক্ত একত্বমুক্তি লাভ করে। শঙ্খচক্রাদি এবং শ্রীবৎস ও কৌস্তভ ব্যতীত ভগবানের সমান রূপ প্রাপ্তিই সারূপ্য মুক্তি। জগদ্ব্যাপারবর্জিত সমান ঐশ্বর্য প্রাপ্তি সার্ষ্টি মুক্তি। তাঁহার সেবা দ্বারা তদানন্দাত্মতা প্রাপ্তি সাযুজ্য মুক্তি। এবং সর্বানন্দানুভূতিরূপ যে তদাত্মতা, তাহা একত্ব। নির্গুণ ভক্তগণ (অর্থাৎ একত্ব-মুক্তগণ) সর্বানন্দময়ী এবং চৈতন্যরূপিণী নিত্যলীলায় প্রবেশ করে।[৩] এইরূপে দেখা যায়, 'শাণ্ডিল্যসংহিতা'র মতে, সর্বপ্রকার মুক্তিই ভেদ মুক্তি। অধিকন্ত উহাতে সার্ষ্টিমুক্তি ও সাযুজ্যমুক্তিকে ভিন্ন ভিন্ন বলা হইয়াছে। 'পরমসংহিতা'য় এবং 'পাদ্মসংহিতা'য় সেই ভেদ করা হয় নাই। 'শাণ্ডিল্যসংহিতা'য় পরিষ্কার বলা হইয়াছে যে তন্ত্রোক্ত নির্গুণমুক্তি বা একত্ব-মুক্তি "ঔপনিষদী মুক্তি" হইতে ভিন্ন।[৪] 'বৃহদ্‌ব্রহ্মসংহিতা'র মতে, "তৎসাম্য (অর্থাৎ ব্রহ্মসাম্য) লক্ষণ মোক্ষসাযুজ্য বলিয়া অভিহিত হয়। তাহাতে ভোগসাম্য প্রাপ্তি হয়। তাহা হইতে পুনরাবৃত্তি হয় না।"[৫] 'বিষ্ণুসংহিতা'য় বর্ণিত হইয়াছে যে "ভক্তি সহকারে দেবকে অনুধ্যান করিবে। তন্নিষ্ঠ এবং তৎপরায়ণ (ব্যক্তি) অন্তকালে তাঁহাকে স্মরণ করত তাঁহার সাযুজ্য লাভ করে। বিরক্ত ব্যক্তি অখিল তত্ত্বসমূহকে পরমাত্মায় বিলয় করত চিত্তকে নির্বিষয় করিয়া উদাসীন হইয়া বিমুক্ত হয়। যোগী ঐশ্বর্যে স্থিত থাকিলেও দেবকে কদাচিৎ বিস্মৃত হইবেক না। যেহেতু অন্যথা কালক্রমে তাঁহার উপঘাত ধ্রুব। যে সকল শুদ্ধচিত্ত ভক্তগণ সাযুজ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারা নিরুপদ্রব এবং নিত্য বিষ্ণুর কিঙ্কর হন। ভক্তি অপরাধ হেতু তাঁহাদের

---

১) অহির্বুধ্ন্যসং, ২৩।৭৭—৮ আরও দেখ ৩৬।৪০, ৪৪—

২) বিষ্ণুতিলকসং, ২।৫১—পূর্বে দত্ত পাদটীকা দেখ।

৩) শাণ্ডিল্যসং ভক্তিখণ্ড, ১।৬।২৪—৭

৪) "নৈবঃ নৈগুণ্যৈর্নির্গুণতা ভেবাং নির্গুণতা তু যা।
নৈব মুক্তিঃ স্মৃতা তত্র ন চৌপনিষদী তু সা॥
পরমানন্দরূপাত্মা মুক্তিলীলাপ্রবেশতঃ।"—(ঐ, ৩।১।৪০—৪১'১)

৫) বৃহদ্‌ব্রহ্মসং, ৪।৮।১২৪

পুনঃ সংসার-প্রাপ্তি হয়। অন্যথা নিশ্চয় স্থিতি হয়, অথবা বৈরাগ্য বশতঃ মুক্তি হয়। পরন্তু নিবৃত্ত তত্ত্বদর্শিগণ সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হন। কেননা, তাঁহাদের কখনও প্রমাদ হয় না, সুতরাং ইহসংসারে জন্মও হয় না।"[১] সুতরাং উহার মতেও সাযুজ্য ঠিক মুক্তি নহে। তাহা আরও পরিষ্কার করিয়া বলা হইয়াছে। "পরন্তু যখন (ভক্ত শুদ্ধ) সত্ত্বে আস্থিত হয়,—কখনও রজ দ্বারা স্পৃষ্ট হয় না, তখন সেই মহাত্মার নিশ্চয় মুক্তি হয় অথবা সাযুজ্য লাভ হয়।"[২]

পাঞ্চরাত্রমতানুযায়ী অর্বাচীন আচার্যগণের মধ্যে যামুন ভগবানে লয়কে সাযুজ্যমুক্তি মনে করিতেন। কেননা, পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে যে ভগবান্ কৃষ্ণ দ্বারা নিহত শিশুপালের সমস্ত পাপরাশি নিঃশেষে দগ্ধ হইয়া যায় এবং তাঁহার আত্মা তৎক্ষণেই কৃষ্ণে লয় প্রাপ্ত হয়,[৩] আর যামুন বলিয়াছেন যে কৃষ্ণ শিশুপালকে সাযুজ্য দান করিয়াছিলেন ("সাযুজ্যদোঽভূঃ")।[৪] তিনি ঐ বিষয়ে 'বিষ্ণুপুরাণ'কে, তথা '(বিষ্ণু)ভাগবতপুরাণ'কে, অনুসরণ করিয়াছেন। কেননা, উহাদিগেতে শিশুপাল কৃষ্ণে যেমন লয় প্রাপ্ত হন বলিয়া উক্ত হইয়াছে, তেমন সাযুজ্য প্রাপ্ত হন বলিয়াও উক্ত হইয়াছে।[৫] সুতরাং উহাদের মতে ভগবানে লয়-প্রাপ্তি এবং সাযুজ্য-প্রাপ্তি অভিন্ন। '(বিষ্ণু)ভাগবতপুরাণে' আরও উক্ত হইয়াছে যে শিশুপাল "হরির স্বাত্ম্য" লাভ করেন,[৬]—"বাসুদেবে উপপ্রবেশ করেন।"[৭] উহাতে ঐ বিষয়ে কীট ও ভ্রমরের দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে। কীট ভ্রমর কর্তৃক ভিত্তিগাত্রে মৃত্তিকা মধ্যে নিরুদ্ধ হইয়া ভয় ও দ্বেষ বশতঃ ভ্রমরকে অনুস্মরণ করিতে করিতে "তৎস্বরূপতা" প্রাপ্ত হয়। তেমন শিশুপাল জাতবিদ্বেষ-হেতু কৃষ্ণকে অনুচিন্তন করিতে করিতে তাঁহাকে প্রাপ্ত হন ("তমাপুরনুচিন্তয়া")।[৮] কিঞ্চিৎ পরে উক্ত হইয়াছে যে শিশুপাল, তথা দন্তবক্র, "অচ্যুতসাত্মতা" প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় বৈকুণ্ঠে হরির পার্শ্বে গমন করেন।[৯] তাঁহারা পূর্বেও বৈকুণ্ঠে জয় ও বিজয় নামে ভগবানের পার্ষদদ্বয় ছিলেন। অপরাধ হেতু ভগবতী লক্ষ্মীর[১০], তথা সনন্দনাদি ব্রহ্মর্ষিগণের,[১১] শাপে তথা হইতে চ্যুত হইয়া

---

১) বিষ্ণুসং, ৩০।৩১'২—৩৭'১

২) বিষ্ণুসং, ৩০।৪২'২—৪৩'১ ; আরও দেখ—৩০।৩৭'২—৩৮

৩) "তস্মিন্নেব লয়মুপযযৌ" (বিষ্ণুপু, ৪।১৫।১৫)
"তস্মিন্নেব ভগবতি···লয়মীয়তুরঞ্জসা ॥"—((বিষ্ণু)ভাগপু, ৪।১।১৯)

৪) যামুনের 'স্তোত্ররত্ন', ৬৩ শ্লোক।

৫) "ভগবতা চ স নিধনমুপনীতস্তত্রৈব পরমাত্মভূতে মনস একাগ্রতয়া সাযুজ্যমবাপ।" বিষ্ণুপু, ৪।১৪।৫২
"সম্প্রাপ্তঃ শিশুপালত্বে সাযুজ্যং শাশ্বতে হরৌ ॥" (ঐ, ৪।১৫।২)
"বাসুদেবে ভগবতি সাযুজ্যং চেদিভূভুজঃ ॥" ((বিষ্ণু)ভাগপু, ৭।১।১৩'২)

৬) (বিষ্ণু)ভাগপু, ৭।১০।৪০,৪১

৭) ঐ, ১০।৭৪।৪৫

'মহাভারতে' বর্ণিত হইয়াছে যে কৃষ্ণ কর্তৃক নিহত শিশুপালের দেহ হইতে এক উজ্জ্বল তেজ নির্গত হইয়া কৃষ্ণকে বন্দনা করে, অনন্তর তাঁহাতে প্রবেশ করে ("কৃষ্ণং লোকনমস্কৃতম্। ববন্দে তত্তদা তেজো বিবেশ চ")। (মহাভা, ২।৪৫।২৬—৯)

৮) (বিষ্ণু)ভাগপু, ৭।১।২৭—৮; ৭।১০।৩৯

৯) ঐ, ৭।১।৪৬ ১০) ঐ, ৩।১৬।৩০

১১) ঐ, ৩।১৫—৬ অধ্যায় ; ৭।১।৩২—৪৬ ; ৭।১০।৩৫—৪০

মর্ত্যলোকে মনুষ্য-জন্ম প্রাপ্ত হন। তিন জন্মে সেই শাপ হইতে মুক্ত হইয়া পুনঃ বৈকুণ্ঠে গিয়া হরির পার্ষদ হন। এই পৌরাণিক বর্ণনা হইতে নিশ্চিত হয় যে ভগবানে প্রবেশ, লয় ও সাযুজ্য-প্রাপ্তি, ভগবানের স্বাত্ম্য লাভ এবং বৈকুণ্ঠ-প্রাপ্তি—এই সকল সংজ্ঞা একার্থকই,—উহাদের তাৎপর্য ভিন্ন ভিন্ন নহে। সুতরাং সাযুজ্যমুক্তি ভেদমুক্তিই। '(বিষ্ণু)ভাগবতপুরাণে'র উক্তি হইতে আরও জানা যায় যে বৈকুণ্ঠ হইতেও মুক্ত জীবের, অপরাধ-হেতু, মর্ত্যলোকে পতন এবং সংসার-ভোগ হইয়া থাকে,—"(প্রাকৃত) দেহেন্দ্রিয়াসুহীন বৈকুণ্ঠপুরবাসীদিগের(ও) (প্রাকৃত) দেহসম্বন্ধপ্রাপ্তি" হয়।[১] "অশ্রদ্ধেয় ইবাভাতি হরেরেকান্তিনাং ভবঃ" ('হরির একান্তী ভক্তদিগের সংসার-জন্ম অশ্রদ্ধেয়ের ন্যায় মনে হয়')।[২] যেমন টীকাকার শ্রীধর বলিয়াছেন, অসম্ভবের ন্যায় বলিয়াই তাহাকে শ্রদ্ধা বা আদর করিতে,—অর্থাৎ শ্রদ্ধার সহিত পরিগ্রহণ করিতে, মন চাহে না। পরন্তু তাহা বস্তুতঃ হইয়া থাকে। সেইহেতু, তাহাতে শ্রদ্ধা না করিয়া পারা যায় না। 'ইব' শব্দ প্রয়োগ করিয়া পুরাণ বলিয়াছে যে উহা একেবারে অসম্ভব, সুতরাং অশ্রদ্ধেয়, নহে। এইরূপে দেখা যায়, এই বিষয়ে '(বিষ্ণু)ভাগবতপুরাণে'র সহিত 'পরমসংহিতা' এবং 'পাদ্মসংহিতা'র সম্পূর্ণ মতৈক্য আছে। কেননা, উহাদিগেরও মতে, সাযুজ্যমুক্তি ভেদমুক্তি এবং ভক্ত্যপরাধ হইলে, বৈকুণ্ঠবাসী ভগবৎকিঙ্কর সাযুজ্যমুক্ত জীবেরও পুনঃ সংসৃতি প্রাপ্ত হয়।

এইখানে একটা শঙ্কা করা যায়। পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে যে শিশুপালের এবং দন্তবক্রের আত্মা কৃষ্ণে প্রবেশ করিয়া,—তাঁহাতে লয় প্রাপ্ত হইয়া বৈকুণ্ঠে গমন করে। তাহা কি প্রকারে সম্ভব হয়? কৃষ্ণে প্রবিষ্ট বা লয়প্রাপ্ত আত্মা কৃষ্ণের সঙ্গেই থাকিবে। কৃষ্ণের দেহত্যাগের পরে, তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে উঁহারাও বৈকুণ্ঠে গিয়াছিলেন,—এই বলিলে শঙ্কা করিবার বিশেষ কিছু থাকিত না। পরন্তু কৃষ্ণ সশরীরে সংসারে বর্তমান থাকিতে তাঁহাতে প্রবিষ্ট বা লয়-প্রাপ্ত আত্মার বৈকুণ্ঠ-প্রাপ্তি কি প্রকারে হইতে পারে, বিবেচ্য। 'মহাভারতে'ও প্রায় সেই প্রকারের এক কথা আছে। কথিত হইয়াছে যে ধর্মাত্মা বিদুর অন্তকালে যোগবলে নিজের দেহ পরিত্যাগ করত যুধিষ্ঠিরের দেহে প্রবেশ করেন ("বিবেশ")।[৩] তাহাতে যুধিষ্ঠির "তখন নিজেকে বহুগুণ বলবান্ মনে করিতে লাগিলেন।"[৪] পরমর্ষি ব্যাসও কিঞ্চিৎ পরে বলেন, বিদুর যুধিষ্ঠিরের দেহে "প্রবিষ্ট"; "যো হি ধর্মঃ স বিদুরো বিদুরো যঃ স পাণ্ডবঃ" ('যিনি ধর্ম তিনিই বিদুর এবং যিনি বিদুর তিনিই যুধিষ্ঠির')।[৫] আবার কথিত হইয়াছে যে, বিদুরের দেহত্যাগের পর দৈববাণী যুধিষ্ঠিরকে বলেন যে "লোকাঃ সান্তানিকা নাম ভবিষ্যন্ত্যস্য" ('ইঁহার সান্তানিক লোক প্রাপ্তি হইবে')।[৬] পরে আছে বিদুর এবং যুধিষ্ঠির ধর্মেই প্রবিষ্ট হন ("আবিশৎ")।[৭] এইখানে ভবিষ্যৎকালসূচক ক্রিয়াপদ ("ভবিষ্যন্তি") থাকাতে ইহা নিশ্চিত বলা যায় না যে 'মহাভারতে'র

শিশুপাল এবং দন্তবক্র যে পূর্বে বৈকুণ্ঠে ভগবানের পার্ষদ ছিলেন এবং শাপবশতঃ তথা হইতে চ্যুত হইয়া মর্তলোকে জন্মগ্রহণ করেন,—এই কথা 'বিষ্ণুপুরাণে' নাই। তাঁহাদের পূর্ব পূর্বাজন্মের অপব ঘটনাবলী সম্বন্ধে '(বিষ্ণু)ভাগবতপুরাণ' হইতে উহার পার্থক্য নাই। (দেখ—বিষ্ণুপু, ৪।১৪।৪৫—৫৩ ও ৪।১৫।১—১৫)

১) (বিষ্ণু)ভাগপু, ৭।১।৩৪ ২) ঐ, ৭।১।৩৩
৩) মহাভা, ১৫।২৬।২৫—৭ ৪) মহাভা, ১৫।২৬।২৯
৫) মহাভা, ১৫।২৮।২১—২ ৬) মহাভা, ১৫।২৬।৩৩
৭) মহাভা, ১৮।৫।২২'২

মতে যুধিষ্ঠিরের মর্ত্যলোকে বর্তমান থাকিতেও তাঁহাতে প্রবিষ্ট বিদুর সাত্ত্বানিক লোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

বেঙ্কটনাথ মনে করেন যে 'সালোক্য' 'সারূপ্য', প্রভৃতি শব্দের ন্যায় 'সাযুজ্য' শব্দও "যুক্সাম্যপর"। তিনি আরও বলিয়াছেন যে কেহ কেহ সাযুজ্যকে ঐক্য বলিয়া মনে করে, তাহারা "পদবাক্যপ্রমাণানভিজ্ঞ"।[১] শ্রীধরস্বামী 'সাযুজ্য' অর্থ 'একত্ব' মনে করিতেন। '(বিষ্ণু)ভাগবতপুরাণে'র একস্থলে সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য, সারূপ্য এবং একত্ব—এই পঞ্চবিধ মুক্তির উল্লেখ আছে।[২] টীকাকার শ্রীধরস্বামী বলেন, "একত্বং সাযুজ্যং"। কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেন, ব্রহ্মসাযুজ্যমুক্তি সালোক্য, সামীপ্য, সার্ষ্টি ও সারূপ্য—এই চতুর্বিধ মুক্তি হইতে ভিন্ন। সালোক্যাদি মুক্ত পরমব্যোম বৈকুণ্ঠে যায়। পরন্তু ব্রহ্ম-সাযুজ্য-মুক্ত তথায় যাইতে পারে না; সে নির্বিশেষ ব্রহ্মে লয় পায়।[৩] আচার্য শঙ্করের মতে 'সাযুজ্য' অর্থ "সযুগ্ভাব একাত্মত্ব";[৪] "সমানদেহেন্দ্রিয়াভিমানত্ব"[৫] বা "একদেহদেহিত্ব"[৬] সুতরাং তাহাতে জীব ও ব্রহ্মের ভেদ থাকে;[৭] সগুণব্রহ্মোপাসনা দ্বারাই সাযুজ্য লাভ হয়।[৮] শ্রুতিমতেও সাযুজ্যমুক্তিতে ভেদ থাকে।[৯]

পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে পরমাদিসংহিতার মতে সাযুজ্য-মুক্ত ব্যক্তি অণিমাদি অষ্টৈশ্বর্যলাভ করে। 'অহির্বুধ্ন্যসংহিতা'য় উক্ত হইয়াছে যে অণিমাদিগুণপ্রাপ্ত যোগীর জগতের সৃষ্ট্যাদি-সামর্থ্য হয়। তিনি

"নিখিলভুবনজন্মস্থেমভঙ্গৈকহেতু-'
ৰ্ভবতি সকলবেত্তা সর্বদৃক্ সর্বশক্তিঃ।"[১০]

---

১) স্তোত্ররত্নভাষ্য, ৬৩ শোক (গ্রন্থাবলী, ৯২ পৃষ্ঠা) (পূর্বে দেখ)।

বেঙ্কটনাথ অন্যত্র আরও পরিষ্কার করিয়া বলিয়াছেন যে 'সাযুজ্য' শব্দের অর্থ "সমানভোগাদিযুক্তত্ব", যেমন "পরমং সাম্যমুপৈতি"—এই শ্রুতিবচনে, "মম সাধর্ম্যমাগতাঃ" এবং "সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ"—এই দুই গীতাবচনে, এবং "ভোগমাত্রসাম্যলিঙ্গাচ্চ"—এই 'ব্রহ্মসূত্রে' খ্যাপিত হইয়াছে। ('সচ্চরিত্ররক্ষা', ১ম অধিকার, (গ্রন্থমালা, ব্যাখ্যানবিভাগ, ৫২ পৃষ্ঠা)।

আরও দেখ 'তত্ত্বমুক্তাকলাপ, ২।৬৭ ; "ন তাবৎসাযুজ্যং ব্রহ্মণি লয়ং" ('ন্যায়সিদ্ধাঞ্জন'

২) (বিষ্ণু)ভাগপু, ৩।২৯।১৩'১

৩) 'চৈতন্যচরিতামৃত', ১।৫। আরও দেখ "সাযুজ্য না লয় ভক্ত যাতে ব্রহ্ম-ঐক্য"। (১।৩

"সালোক্যাদি চারি যদি হয় সেবাদ্বার। তবে কদাচিৎ ভক্ত করে অঙ্গীকার॥
সাযুজ্য শুনিতে ভক্তের হয় ঘৃণাভয়। নরক বাঞ্ছয়ে তবু সাযুজ্য না লয়॥
ব্রহ্মে ঈশ্বরে সাযুজ্য দুইত প্রকার। ব্রহ্মসাযুজ্য হইতে ঈশ্বরসাযুজ্য ধিকার॥"—(ঐ, ২।৬

৪) বৃহউপ, ১।৫।২৩ (শঙ্কর ভাষ্য)   ৫) ঐ. ১।৩।২২(শঙ্কর ভাষ্য)

৬) ছান্দোগ্যউ, ২।২০।২ (শঙ্কর ভাষ্য)   ৭) ব্রহ্মসূত্র, ৪।৪।২১ (শঙ্কর ভাষ্য)   ৮) ঐ, ৪।৪।১৭ (শঙ্কর ভাষ্য)

৯) তৈত্তিব্রা, ১।৪।১০।৭ দেখ।

'বায়ুপুরাণে' (পূর্বার্ধ, ৫৯।১৯) আছে,—

"সদিতি ব্রহ্মণঃ শব্দস্তদ্বন্তো যে ভবন্ত্যুত।
সাযুজ্যং ব্রহ্মণোঽত্যন্তং তেন সন্তঃ প্রচক্ষ্যতে॥"

১০) অহির্বুধ্ন্যসং, ৩২।৫৬'১

'নিখিল ভুবনের জন্ম, স্থিতি ও লয়ের একমাত্র হেতু, তথা সর্বজ্ঞ, সর্বদ্রষ্টা ও সর্বশক্তিমান্ হন।' ইহাতে 'ব্রহ্মসূত্রে'র সহিত বিরোধ হয়। কেননা, তন্মতে ঐশ্বর্যবান্ মুক্তের ঐশ্বর্য জগদ্ব্যাপার ব্যতীত অন্য বিষয়ে।[১] বেঙ্কটনাথাদি পঞ্চরাত্রিকগণও তাহা মানিয়াছেন।[২]

পরে পরে ভেদমুক্তিই পাঞ্চরাত্রশাস্ত্রের সার সিদ্ধান্ত বলিয়া, অন্ততঃ কোন কোন সম্প্রদায়ে পরিগৃহীত হয়, দেখা যায়। কেননা, 'পাঞ্চরাত্ররহস্য' নামক এক অর্বাচীন গ্রন্থে মুক্ত জীবগণের স্বরূপ সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে যে "কর্মসঙ্ঘাতরূপা অবিদ্যা" নিবৃত্ত হইলে, "অনন্তর পুরুষদিগের সর্বজ্ঞত্বাদি কল্যাণগুণসমূহ,—যেইগুলি সংসারহেতু তিরোহিত ছিল, সেইগুলি আবির্ভূত হয়। এই প্রকারে মুক্তদিগের এবং ঈশ্বরের গুণসমূহ সমান হয়। একমাত্র সর্বকর্তৃত্বই তাঁহাদের হইতে (পরম)দেবে অধিক থাকে। মুক্তগণ শেষীরূপী অশেষ ব্রহ্মে শেষরূপী। ঐ বিপশ্চিতগণ তাঁহার সঙ্গে (সমানভাবে) সমস্ত কামসমূহ ভোগ করেন।"[৩] 'বৃহদ্ব্রহ্মসংহিতা' নামক এক অর্বাচীন পাঞ্চরাত্রসংহিতায় মুক্তপুরুষের স্বরূপ সম্বন্ধে অদ্ভুত এবং কৌতুককর বিবরণ আছে। কথিত হইয়াছে যে বৈকুণ্ঠ-গত মুক্ত জীব দ্বিবিধ—কেবল ও সেবক। "কেবলগণ তনুবর্জিত", আর সেবকগণ তনুমান্। তবে মুক্তগণের ঐ তনু প্রাকৃত নহে। কেননা, প্রাকৃত তনু পরিত্যাগ করতই জীব মুক্ত হয়। সেবকগণ আবার দ্বিবিধ—কিঙ্কর ও রূপসেবক। যাহারা ভগবানের কৈঙ্কর্য করে, তাহারা কিঙ্কর; আর যাহারা তাঁহার রূপসেবন করে, তাহারা রূপসেবক। ভগবানের শরীরে গন্ধমাল্যাদি মার্জনলেপনাদি করা কৈঙ্কর্য। নির্নিমেষ নেত্রে প্রেম সহকারে তাঁহাকে বীক্ষণ করা রূপসেবন। বৈকুণ্ঠের শৈল, প্রাসাদ, হর্ম্য, সভা, সোপান, (বিহার)ভূমি, মণিমণ্ডপ, জলাশয়, হংস-সারসাদি পক্ষিগণ, তথা ভগবানের সিংহাসন, আয়ুধ, স্থান, যান, ভূষণ প্রভৃতি ভূতিসমূহ,—সকলই নিত্যমুক্ত এবং কেবলমুক্ত জীবগণ। তাহাতে কোন সংশয় নাই। সকলেই অসঙ্কুচিত-জ্ঞান, সর্বার্থকারী, সমানসম্ভোগী এবং শ্রীমন্ত। স্ব স্ব অভিলাষ অনুসারেই এবং ভগবানেরই প্রসাদে ভক্তগণ বৈকুণ্ঠে ভগবানের সেবার উপযোগী নানা বস্তু হইয়াছেন।[৪] পরে বিবৃত হইয়াছে যে ভগবদ্ভক্তগণের কেহ কেহ বৃক্ষ হইতে অভিলাষ করে, যেন তাহাতে চড়িয়া ভগবান্ বিহার করিতে পারেন, কিংবা তাহার ফুলের মালা ভগবান্ গলায় পরিতে পারেন ও বক্ষে ধারণ করিতে পারেন। কেহ কেহ বিহারভূমি হইতে ইচ্ছা করে, যেন ভগবান্ তাহার উপর বিহার করিতে পারেন। কেহ কেহ চন্দন, কর্পূর, কেশর ইত্যাদি হইয়া তাঁহার সেবা করিতে ইচ্ছা করে। কেহ কেহ ভগবান্‌কে প্রীতি প্রদানার্থ বীণামৃদঙ্গাদি বাদ্যযন্ত্র, তথা শয্যাস্তরণাদি শয়ন দ্রব্য হইতে ইচ্ছা করে। কেহ কেহ ভগবানের দিব্যলীলায় গায়ক, নর্তক, বাদক ও অনুভাবক হইতে ইচ্ছা করে। আর কেহ বা হরির বলয়, অঙ্গদ, ভৃঙ্গার, মঞ্জীর ইত্যাদি হইতে ইচ্ছা করে।[৫] কোন কোন ভক্ত ভগবান্‌কে

---

১) "জগদ্ব্যাপারবর্জং প্রকরণাদসন্নিহিতত্বাচ্চ"—('ব্রহ্মসূত্র', ৪।৪।১৭)

২) 'স্তোত্ররত্নভাষ্য', ২০ শ্লোক (গ্রন্থাবলী, ৫৯—৬০ পৃষ্ঠা)

৩) মাধবাচার্যের 'সর্বদর্শনসংগ্রহে' ধৃত (৫০ পৃষ্ঠা) 'পাঞ্চরাত্ররহস্য'—বচন।

৪) বৃহদ্ব্রসং, ১।২।১০—৭ ৫) ঐ, ১।৮।১০—৬

সমারাধনা করিয়া তাঁহার প্রসাদে মুক্ত হইয়া তাঁহার অঙ্গের বা আভূষণের প্রভা হয়। কথিত হইয়াছে যে শ্রীবৎস নামক জনৈক ব্রাহ্মণ এবং বিষ্ণুধর্মা নামে জনৈক রাজর্ষি নারায়ণ ঋষির আদেশে সাধন করিয়া যথাক্রমে শ্রীবৎস ও কৌস্তভের প্রভা হয়।[১] কথিত হইয়াছে যে শ্বেতদ্বীপবাসী পরমৈকান্তিগণ মুক্ত, বিগতৈষণা, অনিন্দ্রিয় ও নিরাহার; তাঁহারা "ক্ষণাক্ষিপক্ষ্মসংপাতবিয়োগসহনাক্ষম"।[২] সুতরাং তাঁহারা রূপসেবক। "জ্ঞানিগণ ভক্তি দ্বারা গুণবৃত্তিসমূহ হইতে নির্মুক্ত হইয়া ভগবৎসাদৃশ্য প্রাপ্ত হইয়া বৈকুণ্ঠে গমন করে। তাহারা জগদ্ব্যাপার ব্যতীত অপর সমস্ত বিষয়ে ভগবানের সমান ঐশ্বর্য ভোগ করে। মুক্তগণ ভগবদাত্মক।"[৩] "যাহারা ভক্তি দ্বারা বৈষ্ণব লোকে গমন করে তাহাদের পতন নিশ্চয় হয় না।......বিষ্ণুর অনুচরত্বই মুক্তি এবং আমাতে সদ্‌গতি বলিয়া মনে করা হয়। বৈষ্ণবদিগের কর্মবন্ধন ও জন্ম নাই। পরমেশের দাস্য বন্ধন নহে বলিয়া পরিকীর্তিত। হরিদাসগণ সর্ববন্ধনবিনির্মুক্ত ও নিরাময়।"[৪] 'নারদপঞ্চরাত্রে' ('জ্ঞানামৃতসারসংহিতা'য়) আছে "হরিপাদাব্জে লীনতা মুক্তি বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। উহাই নির্বাণ। পরন্তু উহা বৈষ্ণবদিগের সম্মত নহে।"[৫] সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য ও সারূপ্য—এই মুক্তিচতুষ্টয় "ভোগরূপ সুখদ"।[৬] শ্রীহরির ভক্তিরূপ দাস্য সর্বমুক্তি হইতে শ্রেষ্ঠ। উহা সারাৎসার ও পরাৎপর। উহাই বৈষ্ণবগণের অভিমত।"[৭]

জীবের পরিমাণ

জয়াখ্যাদি প্রাচীন পাঞ্চরাত্রসংহিতাসমূহে জীবের পরিমাণ সম্বন্ধে,—উহা স্বরূপতঃ অণু, কিংবা বিভু, কিংবা মধ্যমপরিমাণ তৎসম্বন্ধে স্পষ্টতঃ কিছুই বলা হয় নাই। বদ্ধদশায় জীব যে অণু পরিমাণ বা অতি পরিচ্ছিন্ন, সেই বিষয়ে প্রায় সকলেই এক মত। সুতরাং তৎসম্বন্ধে কেহ কিছু না বলিলে, তাহার কোন ত্রুটি হয় না। যাহারা মানে যে মুক্তিতে জীব ব্রহ্মই হয়, অথবা ব্রহ্মে লয় বা নির্বাণ প্রাপ্ত হয়, তাহাদের ঐ সম্বন্ধে কিছু বলিবার প্রয়োজনও হয় না। কেননা, তাহাদের মতে, মুক্ত জীবের ব্যক্তিত্ব থাকে না; সুতরাং উহার পরিমাণের কথাও তাহাদের পক্ষে উঠে না। পরন্তু যাহাদের মতে মুক্ত জীবের ব্যক্তিত্ব থাকে, উহা কি পরিমাণ,—জীব স্বরূপতঃ কি পরিমাণ?—এই প্রশ্ন প্রকৃত পক্ষে তাহাদেরই মধ্যে উদিত হয় এবং তাহাদিগকেই উহার সমাধান করিতে হয়। যেমন পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে, জয়াখ্যাদি প্রাচীন পাঞ্চরাত্রসংহিতাসমূহের মতে মুক্ত জীব ব্রহ্ম হয় বা ব্রহ্মে লয় পায়। বোধ হয়, সেই কারণেই মুক্ত জীবের পরিমাণ সম্বন্ধে উহাদিগেতে কিছুই বলা হয় নাই।[৮] অর্বাচীন সংহিতাসমূহে

১) বৃহদ্‌ব্রহ্মসং, ১।১৩।২০৯'২—২১২; আরও দেখ—১।২।২৩

২) ঐ, ১।৭।৭৩—নারায়ণীয়াখ্যানের মতে ভগবান্ কখন কখন শ্বেতদ্বীপে প্রকটিত হন এবং তখনই তন্নিবাসী একান্তী ভক্তগণ ভগবান্‌কে দর্শন করেন। সুতরাং তাঁহারা নিত্য ভগবানের রূপ দর্শন করেন না।

৩) ঐ, ২।২।৯৫'২—৭'১ ৪) ঐ, ৩।২।৮৫'২—৮৮'১

৫) 'নারদপাঞ্চরাত্র' (জ্ঞানামৃতসারসং), ২।৭।২

৬) ঐ, ২।৭।৩ ৭) ঐ, ২।৭।৪

৮) তথাপি 'জয়াখ্যসংহিতা'র একস্থলে প্রসঙ্গক্রমে বলা হইয়াছে যে জীববর্গ পরব্রহ্মের "কোট্যংশজা।" (৪।১২৪'২)

ঐ বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত পাওয়া যায়। যথা, 'বিষ্বক্সেনসংহিতা'য় আছে যে "(মুক্ত জীবের) স্বরূপ অণুমাত্র এবং জ্ঞানানন্দৈকলক্ষণ। উহারা ত্রসরেণু-প্রমাণ এবং রশ্মিকোটিবিভূষিত।"[১] 'লক্ষ্মীতন্ত্রে' আছে যে জীব লক্ষ্মীর সঙ্কুচিত অংশ মাত্র।[২] মুক্তিতেও যদি ঐ সঙ্কোচ থাকিয়া যায়, তবে উহার মতে মুক্ত জীব পরিচ্ছিন্ন হইবে। 'শাণ্ডিল্যসংহিতা'র মতে, জীব হরির স্বাভাবিক অংশ,[৩] সুতরাং পরিচ্ছিন্ন। পক্ষান্তরে 'বিষ্ণুসংহিতা'র মতে পুরুষ সর্বব্যাপী।[৪] উহা একপুরুষবাদী।[৫] সুতরাং ঐ এক পুরুষ অবশ্যই বিভু হইবে।

'অহির্বুধ্ন্যসংহিতা'য় উক্ত উভয় মতের উল্লেখ আছে। উহার এক স্থলে আছে যে

"অনাদিরপরিচ্ছেদ্যশ্চিদানন্দময়ঃ পুমান্।
ভগবন্ময় এবায়ং ভগবদ্ভাবিতঃ সদা॥"[৬]

'এই পুরুষ (স্বরূপতঃ) অনাদি, অপরিচ্ছেদ্য (বা বিভু), চিদানন্দময় এবং সদা ভগবন্ময় ও ভগবদ্ভাবিত।' স্বরূপতঃ বিভু, সর্বশক্তিমান্ বা সর্বকর এবং সর্বজ্ঞ হইলেও পুরুষ ভগবানের সঙ্কল্প বশতঃই,—তাঁহার তিরোধান শক্তির[৭] প্রভাবে, অণু, অল্পশক্তিমান্ বা অল্পকর এবং অজ্ঞ বা অল্পজ্ঞ হইয়া সংসারদশা প্রাপ্ত হইয়াছে। "সেই তিরোধানকরী শক্তি নিগ্রহ (শক্তি) নামেও অভিহিত হয়। উহা স্বয়ং জীব-সংজ্ঞক পুরুষকে (অর্থাৎ উহার স্বরূপকে) তিরোহিত করে। আকার, ঐশ্বর্য ও বিজ্ঞানের তিরোভাবন কর্ম হেতু উহা 'মায়া', 'অবিদ্যা', 'মহামোহ' এবং 'মহাতামিস্র' বলিয়াও অভিহিত হয়। 'তম', 'বন্ধ' এবং 'হৃদ্গ্রন্থি' (সংজ্ঞাসমূহ)ও উহার পর্যায়বাচক। আকারের তিরোধান হেতু পুরুষের অণুত্ব কথিত হইয়া থাকে। ঐশ্বর্যের তিরোভাব হেতু অকিঞ্চিৎকরতা স্মৃত হয়। বিজ্ঞানসঙ্কোচবশতঃ পুরুষের অজ্ঞত্ব সমুদাহৃত হয়। বিষ্ণুর সঙ্কল্পরূপ শক্তি দ্বারা তিরোহিত (স্বরূপ) পুরুষঅণু, কিঞ্চিৎকর এবং কিঞ্চিজ্জ্ঞ বলিয়া কথিত হয়।"[৮] এইরূপে স্বরূপ-চ্যুত জীব সংসারচক্রে ঘুরিয়া ঘুরিয়া জন্মজন্মান্তরে নানা দুঃখকষ্ট ভোগ করিতে থাকে। তারপর যখন তাহার উপর ভগবানের দয়া হয়, তিনি অনুগ্রহ-শক্তি দ্বারা জীবকে সংসার-বন্ধন হইতে মুক্তি দেন এবং জীব তখন তাহার স্বরূপ পুনঃ

---

১) "স্বরূপমণুমাত্রং স্যাজ্‌জ্ঞানানন্দৈকলক্ষণম্।
ত্রসরেণুপ্রমাণাস্তে রশ্মিকোটিবিভূষিতাঃ॥"

—(বিষ্বক্সেনসংহিতা (তত্ত্বত্রয়-ভাষ্য, ১১ পৃষ্ঠা)

এই বচনের দ্বিতীয়ার্ধ 'অহির্বুধ্ন্যসংহিতা'য় ও পাওয়া যায়। (পরে দেখ)

২) "প্রমাতা চেতনঃ প্রোক্তো মৎসঙ্কোচঃ স উচ্যতে।"

—('লক্ষ্মীতন্ত্র', ৬।৩৬ (পরে দেখ)।

৩) পরে দেখ। 'শাণ্ডিল্যসংহিতা'য় ইহাও আছে যে "জীব নিরাকার, নিরানন্দ এবং নিষ্ক্রিয়"। (ভক্তিখণ্ড, ১।৭।৪'১) 'নিরাকার' বলিলে বিভু বুঝায়।

৪) "চিন্মাত্রঃ পুরুষো ব্যাপী ব্যাপ্যা পুংস্ত্রিগুণা জড়াঃ।"

—(বিষ্ণুসং, ৪।৬'১)

৫) পরে দেখ। ৬) অহির্বুধ্ন্যসং, ১৪।৬

৭) ভগবানের মুখ্য শক্তিসমূহের বিবরণ পরে দেখ।

৮) অহির্বুধ্ন্যসং, ১৪।১৫'২—২০'১

প্রাপ্ত হয়।[১] সুতরাং মুক্ত জীব বিভু, সর্বজ্ঞ এবং সর্বশক্তিমান্ বা সর্বকর হয়। অন্যত্র আছে যে "প্রকৃতি হইতে বিযুক্ত আত্মার স্বরূপ" "পরম সূক্ষ্ম সর্বগ, সর্বভূৎ, জ্ঞানস্বরূপ, অনাদি, অনন্ত, অবিকারী, নিরাময় ও ধ্রুব; চক্ষু, শোত্র, ত্বক্, পাণি ও পাদ রহিত; নামজাত্যাদিরহিত; অবর্ণ এবং অগুণ হইলেও বিশ্বশ্রব, বিশ্বচক্ষু ও বিশ্বপাণিপাদ; পর, অসক্ত, অচর, শান্ত, স্বয়ংজ্যোতি, অনৌপম্য, দূরস্থ ও অন্তিকচর, জ্ঞানগম্য, নিরঞ্জন, ভূতভর্তৃ, জ্যোতিষ্কদিগের সমজ্যোতি, তমের পর, অক্ষর, সর্বভূতস্থ এবং বিষ্ণুর পরম পদ।"[২] আত্মাই প্রকৃতির সংযোগে জীব হয় এবং বন্ধ-মোক্ষ-ভাগী হয়।[৩] সুতরাং প্রকৃতি-বিযুক্ত আত্মার স্বরূপ বস্তুতঃ মুক্ত জীবেরই স্বরূপ। এই বর্ণনার 'সর্বগ', 'সর্বভূতস্থ' এবং 'দূরস্থ ও অন্তিকচর' শব্দ হইতে সহজে বুঝা যায় যে মুক্ত জীব বিভু হয়। বিশ্বশ্রবাদি সংজ্ঞার তাৎপর্যও তাহাই। ঐ প্রসঙ্গে যোগ দ্বারা আত্মাকে প্রকৃতি হইতে বিযুক্ত করিয়া ভগবানে সমর্পণের,—"আত্মহবি" প্রদানের কথা আছে।[৪] তাহাতে ঐ বর্ণনায় আছে যে, জীব বিষ্ণুর পরম পদ ("তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং") হয়। উহা অবশ্যই বিভু। সুতরাং তাহাতেও সিদ্ধ হয় যে মুক্ত জীব বিভু হয়। 'অহির্বুধ্ন্য-সংহিতা'য় আবার ইহাও উক্ত হইয়াছে যে "তাহারা (মুক্ত জীবগণ) ত্রসরেণু-প্রমাণ এবং রশ্মিকোটিবিভূষিতা।"[৫] কিঞ্চিৎ পরে বিবৃত হইয়াছে বিষ্ণুর শক্তির "কোট্যর্বুদাংশে" ভূতি ও ক্রিয়া নামে দুই শক্তি আছে। ভূতি "নানাভেদবতী"। উহার একটি পুংশক্তি; এবং উহাই 'পুরুষ' নামে কথিত হয়। ঐ পুরুষ কালশক্তি দ্বারা বিকারগ্রস্ত হইয়া সংসার প্রাপ্ত হয়, আবার শাস্ত্রীয় মার্গানুসরণে স্বরূপ প্রাপ্ত হয়।[৬] অন্যত্র আছে ভূতির তিনভাব—অব্যক্তভাব, কালভাব ও পুরুষভাব। ক্রিয়াশক্তি অব্যক্তকে পরিণত করে এবং পুরুষকে ভোজনোদ্যোগ-সমূহ দ্বারা সর্গে সংযুক্ত করে।[৭] ঐ পুরুষ মধুকরের কোশের ন্যায় সমস্ত আত্মার সমষ্টি ("সর্বাত্মনাং সমষ্টির্যা কোশো মধুকৃতামিব")[৮] এবং উহারা স্বসঞ্চিত অনাদিবাসনারেণুসমূহ দ্বারা কুণ্ঠিত। এইরূপে আত্মাসমূহ ভূতিশক্তির ভেদসমূহ মাত্র এবং উহারা সর্বজ্ঞ ও সর্বতোমুখী ("আত্মনো ভূতিভেদাস্তে সর্বজ্ঞাঃ সর্বতোমুখাঃ")। পরন্তু ভগবচ্ছক্তি দ্বারা উহারা অবিদ্যাগ্রস্ত হয়। তখন উহাদের স্বরূপ তিরোহিত হয়,—উহারা চাতুর্বর্ণ্য প্রাপ্ত হয় এবং জীব নামে অভিহিত হয় ও বন্ধমোক্ষভাগী হয়।[৯] "জীবভেদা মুনে সর্বে বিষ্ণুভূত্যংশকল্পিতাঃ" (অর্থাৎ বিভিন্ন জীবসমূহ বিষ্ণুর ভূতিশক্তির অংশসমূহ বলিয়া কল্পিত হয়)।[১০] এইরূপে দেখা যায়, জীবাত্মা

---

১) "স্বেনাভিজায়তে"—(ঐ, ১৪.১১'১, ১২'২)
"স্বেন রূপেণ পূর্বাংস্তান্ প্রাদুর্ভাবয়তি স্বয়ম্ ॥" (ঐ, ৫৩।৬৬'২)

২) অহির্বুধ্ন্যসং, ৩।১৬—১১'১ ৩) ঐ, ৬।৩৫—৮'১

৪) ঐ, ৩১।৪'২—৫'১ ; পরে দেখ।

৫) "ত্রসরেণুপ্রমাণাস্তে রশ্মিকোটিবিভূষিতাঃ ॥"—(ঐ, ৬।২৭'২

৬) ঐ, ১৪।৭-১১'১ ৭) ঐ, ৩।২৮—

৮) অন্যত্র পুরুষকে "অনেক মশকাকীর্ণ উডুম্বর" ফলের সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে। (ঐ, ৯।২৭) কথিত হইয়াছে যে "পুরুষ সর্বাত্মা সর্বতঃশক্তি, সর্বতোমুখ, সর্বজ্ঞ, সর্বগ, সর্ব এবং সর্বকে আবৃত করিয়া অবস্থিত আছে।" (ঐ, ৪।৫৬)

৯) ঐ, ৬।৩৩'২—৩ ১০) ঐ, ৭।৫৯'১ ; আরও দেখ—৭।৭০—৩

ভূতিশক্তির ক্ষুদ্র অংশ। ভূতি লক্ষ্মীর "কোট্যর্বুদাংশ" বা "অল্পায়ুতাংশাংশ"।[১] আর লক্ষ্মী বিষ্ণুর "সহস্রায়ুতকোট্যোঘকোটিকোট্যর্বুদাংশ"।[২] যেহেতু জীব বিষ্ণুর অণু অংশের অণু অংশ, সেইহেতু উঁহা পরমাণু-প্রমাণ। 'অহির্বুধ্ন্যসংহিতা'য় উক্ত হইয়াছে যে জীবের সূক্ষ্ম দেহকে 'পরমাণু' বলা হয়।[৩] তদন্তর্বর্তী জীব পরমাণু-প্রমাণই হইবে।

ভগবান্ বাদরায়ণের 'ব্রহ্মসূত্রে'[৪] আছে যে, শ্রুতি মতে জীব হৃদয়াভ্যন্তরে অবস্থিত, সুতরাং অণু, হইলেও গুণে উহা সর্বশরীরব্যাপী; তাহার দৃষ্টান্ত আলোক (বা প্রদীপ)। প্রদীপ ঘরের এক দেশে অবস্থিত হইলেও উহার প্রভা ঘরের অভ্যন্তরে সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়। তাহার অনুসরণে পাঞ্চরাত্রবাদিগণ জীবের অণুত্ব তথা বিভুত্ব খ্যাপক পাঞ্চরাত্রশাস্ত্রের বচনসমূহের এই সমন্বয় করে যে জীব বস্তুতঃ অণু হইলেও উহার স্বরূপভূত জ্ঞান বিভু।[৫] 'বৃহদ্ব্রহ্মসংহিতা'য়ও উক্ত হইয়াছে যে জীব বস্তুতঃ "অণুরূপ এবং প্রকাশতঃ ব্যাপক।"[৬] "(জীব) স্বরূপতঃ অণুভূত হইলেও প্রকাশ দ্বারা (সর্ব)শরীরগত। যেমন (একদেশস্থ) ভাস্কর প্রভা দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডকে ব্যাপিয়া স্থিত আছে এবং যেমন একদেশস্থিত দীপ সমস্ত গৃহকে আলোকিত করে (তেমন হৃদয়াভ্যন্তরে স্থিত জাব প্রকাশগুণ দ্বারা সর্ব-শরীরে আছে)। (তাই শরীরের) একদেশে স্থিত থাকিয়া হরিচন্দনবিন্দুবৎ (শরীরের যে কোন স্থানে স্থিত বস্তুকে) জানে।"[৭] অপর এক স্থলে আছে মুক্ত পুরুষ পূর্ণত্ব লাভ করে ("পুরুষঃ পূর্ণত্বং প্রতিপদ্যতে")।[৮] উহার সমর্থনে 'শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে'র নিম্নোক্ত বচন উদ্ধৃত হইয়াছে,—

"বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ।
ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্পতে ॥"[৯]

অর্থাৎ জীব কেশের অগ্রভাগের শতভাগের শতভাগের এক ভাগের পরিমাণ বলিয়া বিজ্ঞেয়। উহা আবার অনন্ত হইতে সমর্থ হয়। সুতরাং মুক্তিতে জীব বিভু হয়। রামানুজ মনে করেন যে ঐ শ্রুতিবচনের তাৎপর্য এই যে মুক্তিতে জীব জ্ঞানে বিভু হয়।[১০] শ্রেডার সত্যই বলিয়াছেন যে 'অহির্বুধ্ন্যসংহিতা'র ঐ প্রকার বচনসমূহের বেলায় ঐ যুক্তি প্রয়োগ করা যায় না, সুতরাং অবশ্যই প্রত্যাখ্যান কর্তব্য। কেননা, উহাতে বিভুত্বকে সর্বজ্ঞত্ব হইতে সুস্পষ্টরূপে পৃথক্ করা হইয়াছে।[১১] সুতরাং ইহা নিশ্চিতরূপে স্বীকার করিতে হইবে যে জীবের পরিমাণ সম্বন্ধে

১) অহির্বুধ্ন্যসং, ১৪।৭ ; ৮।৩৬ ২) ঐ, ৩।২৭-৮

৩) "পুর্যষ্টকং তু সূক্ষ্মাখ্যং পরমাণব উচ্যতে।" (ঐ, ২০।৩২'১

৪) 'ব্রহ্মসূত্র', ২।৩।২৫—৭

৫) যথা দেখ—রামানুজের 'শ্রীভাষ্য', ৪।৪।১৫ ; লোকাচার্যের 'তত্ত্বশেখর' (২১ পৃষ্ঠা) ও 'তত্ত্বত্রয়' (২৯-৩০পৃষ্ঠা) বর্বরমুনি-কৃত 'তত্ত্বত্রয়ভাষ্য' (১১-২ পৃষ্ঠা)

"জ্ঞানৈকরূপো জীবোঽয়মনেকোঽণুঃ প্রকীর্তিতঃ।"—(বৃহদ্ব্রহ্মসং, ৪।১০।১০'১)

৬) বৃহদ্ব্রহ্মসং, ২।৩।৩'২ ৭) ঐ, ৪।১০।৪৪-৫

৮) ঐ, ১।৬।২৯'২

৯) শ্বেতউ, ৫।৯—বৃহদ্ব্রহ্মসং, ১।৬।৩০

১০) দেখ—শ্রীভাষ্য, ৪।৪।১৫ ; আরও দেখ—বেঙ্কটনাথের 'চতুঃশ্লোকীভাষ্য', ৪র্থ শ্লোক ('বেদান্তদেশিকগ্রন্থমালা', ব্যাখ্যানবিভাগ, ২৩ পৃষ্ঠা)

১১) Schrader, Introduction to the Pancaratra, p. 90

প্রাচীন পাঞ্চরাত্রিকগণের কেহ কেহ অণুবাদী, আর কেহ কেহ বিভুবাদী ছিলেন। 'অহির্বুধ্ন্য-সংহিতা'য় উভয় মতের উল্লেখ আছে।

'পরমসংহিতা'য় আছে, "প্রকৃতির রূপ (এই প্রকার বলিয়া) কথিত হয়,—অচেতন, পরার্ধা (বা অনন্ত), নিত্য, সততবিকারশীল, ত্রিগুণাত্মক এবং কর্মীদিগের ক্ষেত্র (বা দেহ)। উহার সহিত পুরুষের সম্বন্ধ ব্যাপ্তিরূপে, কেননা, সে (পুরুষ) অনাদি ও অনন্ত এবং পরমার্থরূপে অবস্থিত আছে ('পরমার্থেন তিষ্ঠতি')।"[১] এই বচন উদ্ধৃত করত রামানুজ বলিয়াছেন যে উহা হইতে সিদ্ধ হয় যে জীব নিত্য, উহার স্বরূপোৎপত্তি পাঞ্চরাত্রে প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে।[২] যাহা হউক, তাহাতে দেখা যায় যে উক্ত বচনের পুরুষকে তিনি জীব বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। তাহাতে ইহাও তৎকর্তৃক স্বীকৃত হইয়া গিয়াছে যে জীব বিভু। কেননা, উক্ত বচনে স্পষ্টতঃ বলা হইয়াছে প্রকৃতি অপরিমেয় এবং পুরুষ প্রকৃতিকে ব্যাপিয়া অবস্থিত আছে। সুতরাং পুরুষ বা জীবও অপরিমেয় বা বিভু। উক্ত বচনের ভাব ও ভাষা সাংখ্যশাস্ত্রের। সাংখ্যমতে, প্রকৃতি এবং পুরুষ উভয়েই বিভু। সাংখ্যশাস্ত্রের ভাব ও ভাষা অঙ্গীকার করিয়া 'পরম-সংহিতা' স্বীকার করিয়াছে যে পুরুষ স্বরূপতঃ বিভু।

'লক্ষ্মীতন্ত্রে'র মতে, মুক্ত জীব "অনণু" হয়। উহার মতে জীব লক্ষ্মীর "সঙ্কোচ"। সঙ্কোচ বশতঃই জীবকে অণু বলা হয়। সঙ্কোচ ত্রিবিধ—জ্ঞানের সঙ্কোচ, ক্রিয়ার সঙ্কোচ এবং স্বরূপের সঙ্কোচ। জ্ঞানের সঙ্কোচ হেতু জীব কিঞ্চিজ্‌জ্ঞ, ক্রিয়ার সঙ্কোচ বশতঃ কিঞ্চিৎকর।"[৩] তাই বলা হয় যে

"অশক্তেরণুতারূপঃ ত্রিধৈব ব্যপদিশ্যতে।
অণুঃ কিঞ্চিৎকরশ্চৈব কিঞ্চিজ্‌জ্ঞশ্চায়মিত্যুত॥"[৪]

'অণুতা অশক্ততাই। উহা ত্রিবিধ বলিয়া ব্যপদিষ্ট হয়। সুতরাং এই (জীব) অণু অর্থ উহা কিঞ্চিৎকর এবং কিঞ্চিজ্‌জ্ঞও।' "উহা যখন শুদ্ধবিদ্যাসমাযোগ হেতু সঙ্কোচ পরিত্যাগ করে সমস্ত বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া সর্বতঃ প্রদ্যোতমান হয়, তখন জ্ঞান ও ক্রিয়ার সমাযোগ বশতঃ সর্ববিৎ ও সর্বকৃৎ হয়; এবং অসঙ্কোচ বশতঃ অনণুও হয়; মদ্ভাব প্রাপ্ত হয়।"[৫] তাহাতে মনে হয় যে মুক্ত জীব স্বরূপতঃ বিভু।

ব্রহ্মের ও জীবের সম্বন্ধ

বিশেষ লক্ষ্য করিলে উপরের লেখা হইতে অনায়াসে বোধ হইবে যে ব্রহ্ম, বিষ্ণু বা বাসুদেব এবং জীবের সম্বন্ধ বিষয়ে পাঞ্চরাত্রশাস্ত্রে নানা প্রকার মত আছে। (১) কোন কোন মত অনুসারে জীব লক্ষ্মীর অংশ। 'লক্ষ্মীতন্ত্রে' তাহা সক্ষাদ্‌ভাবে উক্ত হইয়াছে,—কেননা,

---

১) পরমসং, ২।১৮-৯

২) শ্রীভাষ্য, ২।২।৪২ তিনি পরার্ধ্য স্থলে 'পরার্ধা' পাঠ ধরিয়াছেন। আরও দেখ—বেঙ্কটনাথের 'সচ্চরিত্ররক্ষা', ১ম অধিকার (বেদান্তদেশিক গ্রন্থমালা ব্যাখ্যানবিভাগ, ৪৪ পৃষ্ঠা); কাশ্মীরী কেশবভট্টের 'বেদান্তকৌস্তভপ্রভা', ২।২।৪৫

৩) লক্ষ্মীতং, ৭।২৪'২— ৪) ঐ, ৭।২৬

৫) ঐ, ১৩।৩০'২—৩২'১

উহাতে কথিত হইয়াছে জীব লক্ষীর সঙ্কুচিত অংশ।[১] 'অহির্বুধ্ন্যসংহিতা'য় বিবৃত হইয়াছে যে জীব লক্ষীর ভূতিশক্তির অংশ। সুতরাং উহা লক্ষীর অংশ। (২) লক্ষী বিষ্ণুর শক্তি। সুতরাং লক্ষীর অংশ জীব বিষ্ণুরই শক্তিবিশেষ। 'পরমসংহিতা'য় তাহা সাক্ষাদ্ভাবে উক্ত হইয়াছে,—"পরম পুরুষের অপরা শক্তিসমূহ কোশশ জাতি, নাম ও স্বরূপের ভেদ হেতু ভিন্নের ন্যায় স্থিত আছে। স্বোপার্জিত কর্মসমূহ দ্বারা ভৌতিক শরীর প্রাপ্ত হইয়া দীর্ঘকাল সংসারে ভ্রমণ করে। এবং উহারাই সাংসারিক জনগণ।"[২] 'অহির্বুধ্ন্যসংহিতা'য়ও পুরুষকে স্পষ্টতঃই শক্তি বলা হইয়াছে।[৩] (৩) কোন কোন মত অনুসারে জীব বিষ্ণুর ঔপাধিক অংশ। 'পাদ্ম-সংহিতা'য় আছে যে ব্রহ্ম ও জীব স্বরূপতঃ একই; উহাদের মধ্যে কোন ভেদ নাই। সুতরাং উহাতে একজীববাদ খ্যাপিত হইয়াছে; প্রতীয়মান জীববহুত্ব একই বিম্বের বহু দর্শনে দৃষ্ট বহু প্রতিবিম্বের ন্যায় বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ব্রহ্ম ও জীব সম্বন্ধে উহাতে মহাকাশ এবং ঘটাকাশের দৃষ্টান্তও দেওয়া হইয়াছে।[৪] সুতরাং তাহাতে জীব ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব বা অবিচ্ছিন্ন অংশ হয়। বিম্ব-প্রতিবিম্বের দৃষ্টান্ত 'বিষ্ণুসংহিতা'য় প্রদত্ত হইয়াছে।[৫] এইরূপে উহাদের মতে জীব বিষ্ণুর ঔপাধিক অংশ। 'পৌষ্করসংহিতা'য়ও এই মতবাদ আছে। উহাতে বিবৃত হইয়াছে যে ব্রহ্ম হৃদয়স্থ বুদ্ধিদর্পণে উপহিত হইয়া জীব হইয়াছেন; "নিজের একাংশে ভোগ্যবস্তুসমূহ হইয়া স্বয়ংই (জীবরূপে) সেই সকল ভোগ করেন।"[৬] 'পরমসংহিতা'য় বর্ণিত হইয়াছে যে, "সেই জগদ্‌গুরু ভগবান্ পরমাত্মাদেবই দেবতাদি বিভাগে বিভিন্নরূপে ব্যবস্থিত আছে। যেমন ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের দ্রব্যসমূহের আশ্রয় হইলে স্ফটিক মণির রূপ ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া লক্ষিত হইয়া থাকে, তেমন গুণময় (ভিন্ন ভিন্ন) ভাবসমূহের সংযোগে একই পরম পুরুষ ইহজগতে ভিন্নরূপ হয়,—বদ্ধ এবং মুক্তও হয়" ইত্যাদি।[৭] এতন্মতে, পরমাত্মাই উপাধিসম্পর্কে জীব রূপে প্রতিভাসিত হইতেছেন।[৮] ইহা অধ্যাসবাদই। (৪) আবার কোন কোন সংহিতার মতে, জীব বিষ্ণুর বাস্তব অংশ। যথা, 'শাণ্ডিল্যসংহিতায় উক্ত হইয়াছে যে, জীব হরির অংশ,—স্বভাবতঃই তাঁহার দাস।[৯] উহাতে কখন কখন বলা হইয়াছে যে হরি জীবের আত্মা।[১০]

---

১) পরমসং, ২।৫৮-৯ ২) বিশেষ বিবরণ পরে দেখ।

৩) "পুংশক্তিঃ কালমযন্তা পুমান্ সোঽয়মুদীরিতঃ।"

—(অহির্বুধ্ন্যসং, ১৪।১০'১)

৪) পূর্বে দেখ। ৫) পরে দেখ

৬) 'প্রাচীন অদ্বৈতকাহিনী', ৩য় খণ্ড,

৭) পরমসং, ২।৮৭'২—

৮) দেবতাগণকে আবার পরমাত্মার শক্তিও বলা হইয়াছে

"ইত্যেবং দেবতাভেদা জ্ঞেয়াস্তস্যৈব শক্তয়ঃ।"—(ঐ, ২।৯২'২)

সুতরাং জীবও পরমাত্মার শক্তি এবং তাহা ঐ অধ্যাসজনিত প্রাতিভাসিক রূপেই।

৯) "জীবাঃ স্বভাবতো দাসাস্তদংশাশ্চেতনা ইমে॥"—(শাণ্ডিল্যসং ভক্তিখণ্ড, ৩।২।৬'২)

আরও দেখ—"জীবেভ্যো নিজাংশেভ্যঃ"—(ঐ, ১।৬।২৯'২)

১০) "হরির্দেহভৃতামাত্মা সিদ্ধঃ কণ্ঠমণেরিব।"—(ঐ, ১।১।১০'১)

"হরির্দেহভৃতামাত্মা মাতা ধাতা পিতা প্রভুঃ।

সুহৃৎ প্রিয়ঃ ... ... ॥"—(ঐ, ৩।২।৩৪)

তাহাতে দেহ-দেহী-বাদ,—জীবাত্মা হরির দেহ, হরি জীবাত্মার আত্মা—এই মতবাদ খ্যাপিত হইয়াছে বলিয়া নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না।

(৫) কোন কোন সংহিতার মতে, জীব বিষ্ণু কিংবা লক্ষ্মী হইতে ভিন্ন তত্ত্ব। যথা, 'বিষ্ণুতিলকসংহিতা'য় এই মতের উল্লেখ আছে।[১] 'অহির্বুধ্ন্যসংহিতা'য় ঐ মতবাদের উল্লেখ আছে মনে হয়। কেননা, উহাতে বর্ণিত হইয়াছে যে "পরন্তু লোকে চেতনবর্গ দ্বিবিধই বলিয়া পরিকীর্তিত হয়—জ্যায় ও অজ্যায়। এতদ্‌ভিন্ন অপর কোন প্রকারের চেতন পদার্থ নিশ্চয় নাই। যাহাতে কালতঃ এবং গুণতঃ প্রকর্ষ বিদ্যমান, 'জ্যায়' শব্দ মুখ্যবৃত্তিতে তাহাকে বুঝায়। তদ্‌ভিন্ন অপর চেতনবর্গ 'অজ্যায়' বা 'প্রত্যবর' বলিয়া বুধগণ কর্তৃক স্মৃত হয়। অজ্যায়গণও উহার সম্পর্ক শেষ ও শেষীর ন্যায় বলিয়া কথিত হয়। এক পরব্রহ্মই জ্যায়, অপর সমস্ত (চেতন) অজ্যায় বলিয়া স্মৃত হয়।[২] তাঁহার সহিত উহাদের সম্বন্ধ নন্তব্য ও নন্তার (অর্থাৎ নমস্কার্য ও নমস্কর্তার) ন্যায়। পরম শেষী নন্তব্য এবং শেষসমূহ নন্তা বলিয়া কথিত হয়। ঐ নন্তা-নন্তব্য-ভাব (কোন) প্রয়োজনপূর্বক নহে। নীচ ও উচ্চের স্বভাবই ঐ নন্তা-নন্তব্যতাত্মক।"[৩] এই বচনে পরমাত্মা ও জীবাত্মাকে ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া মনে করা হইয়াছে বোধ হয়। অন্যত্র আছে যে প্রাকৃত প্রলয়ে চরাচর জগৎপ্রপঞ্চ পরমপুরুষে প্রলীন হয়, সর্বভূত ভূতাদিতে প্রলীন হয় ("সর্বভূতেষু ভূতাদৌ প্রলীনেষু")। সুতরাং তখন "জগন্ময়" পরমাত্মা পরমপুরুষ ভগবান্ পুণ্ডরীকাক্ষ একাকীই ছিলেন, অপর কিছুই ছিল না। পরন্তু তাহাতে তিনি তুষ্ট হইলেন না। তাই লীলার্থ জগৎপ্রপঞ্চকে পুনঃ সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করেন। "দেব জনার্দন লীলোপকরণ মায়া-সংজ্ঞিত ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিকে সৃষ্টি করত উহার সহিত রমণ করিতে থাকেন। তত্তচ্ছক্তিসমন্বিত উহা নিজের প্রতি ভোগ্য-বুদ্ধি বিস্তার করত সর্বভূতকে মুদিত করে। জীবাত্মা ও পরমাত্মার স্বরূপ আচ্ছদানার্থ উহা বর্তমান। উহা দ্বারা বিবশ হইয়াই এই অখিল জগৎ সংসরণ করে। তদ্ধেতুই মনুষ্য প্রথমে দেহে আত্ম-বুদ্ধি (বা অহং-বুদ্ধি) করে।" ইত্যাদি।[৪] "অবিদ্যা দ্বারা জীবাত্মার ও পরমাত্মার পরম রূপ সম্যক্ আচ্ছাদিত হয়; তাহাদের তত্ত্ববেদন নিবর্তিত হয়।"[৫] এই সকল স্থলেও জীবাত্মা এবং পরমাত্মাকে ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া মনে করা হইয়াছে, বোধ হয়। পরন্তু তাহা ঠিক নহে। কেননা, 'অহির্বুধ্ন্যসংহিতা'র মতে, যেমন জীববর্গ লক্ষ্মীর অংশ,—অথবা আরও বিশেষ করিয়া বলিলে লক্ষ্মীর ভূতিশক্তির অংশ, তেমন মায়া বা অবিদ্যাও লক্ষ্মীর অংশ। সুতরাং লক্ষ্মীর এক অংশ অপর অংশসমূহের উপর ক্রিয়া করে মাত্র,—মোহগ্রস্ত করিয়া উহাদিগকে সংসারবন্ধনগ্রস্ত করে।[৬] অথবা, আরও

---

১) বিষ্ণুতিলকসং, পূর্বে দেখ।

২) "অনয়োর্যোগঃ শেষশেষিতয়েষ্যতে।
অজ্যায়াংসঃ স্মৃতাঃ সর্বে জ্যায়ানেকো মতঃ পরঃ॥"—(অহির্বুধ্ন্যসং, ৫২।৬

ভগবান জৈমিনি বলিয়াছেন, "শেষঃ পরার্থত্বাৎ"। রামানুজ বলেন, "পরগতাতিশয়াধানেচ্ছয়া উপাদেয়ত্বমেব যস্ত স্বরূপং স শেষঃ পরঃ শেষী ('বেদার্থসংগ্রহ', ধরণীধর শাস্ত্রীর সং, ২৩৪—৫ পৃষ্ঠা)।

৩) অহির্বুধ্ন্যসং, ৫২।৩-৮ ৪) ঐ, ৩৮।১০·২—

৫) "অবিদ্যয়া পরং রূপং জীবাত্মপরমাত্মনোঃ॥
সংচ্ছাদ্যতে তয়োস্তত্ত্ববেদনং তু নিবর্ত্যতে।"—(ঐ, ৪৫।৩·২—৪·১ ৬) ঐ, ৬।৩৪—৩৮·১

প্রকৃষ্টরূপে বলিলে বিষ্ণু আপন মায়াশক্তি দ্বারা আপনার, তথা আপন জীব-শক্তির, স্বরূপ আচ্ছাদন করে মাত্র। পূর্বোক্ত বচনেও সেই ভাব নিহিত আছে কিনা বিবেচ্য। যদি থাকে, তবে শেষ-শেষী কিংবা নন্তা-নন্তব্য-ভাব বর্তমান সত্ত্বেও জীব এবং বিষ্ণুকে ভিন্ন ভিন্ন বলা যায় না। 'অহির্বুধ্ন্যসংহিতা'য় আবার ইহাও বিবৃত হইয়াছে যে জীব স্বরূপতঃ বিষ্ণু-সদৃশ,—পূর্ণানন্দস্বরূপ এবং জ্ঞানশক্ত্যাদি সর্বগুণে স্বতঃ বিষ্ণু হইতে হীন নহে।[১] সুতরাং তন্ত্রোক্ত বিষ্ণু ও জীবের শেষী-শেষ-ভাব এবং নন্তব্য-নন্তা-ভাব সংসারদশায় বলিয়া মনে করিতে হইবে। বিষ্ণুর মায়া দ্বারা স্বরূপ হইতে চ্যুত হইবার পরই জীবকে বিষ্ণুর সহিত ঐ সম্বন্ধ স্থাপন করিতে হয়। কথিত হইয়াছে যে "অনাদিবাসনাধীনমিথ্যাজ্ঞান নিবন্ধন আত্মা ও আত্মীয় পদার্থস্থ (অর্থাৎ অহন্তা ও মমতারূপ) স্বাতন্ত্র্য ও স্বত্ব বুদ্ধি" জীবের চিত্তে দৃঢ়ভাবে নিবিষ্ট আছে। তাহা অবশ্যই নিবারণ করিতে হইবে। (অন্যথা মায়া হইতে মুক্তি হইতে পারে না)। 'আমি আমার নহি, আমি স্বতন্ত্র নহি, দেহাদিপদার্থ আমার নহে, আমি পরমাত্মার শেষ' এই প্রকার ভাবনা দ্বারা জীবের সেই সেই বুদ্ধি নিবৃত্ত হয়।[২] ইহা সাংখ্যশাস্ত্র হইতে পরিগৃহীত। ঈশ্বরকৃষ্ণের 'সাংখ্যকারিকা'য় আছে "নাস্মি ন মে নাহং" এই প্রকার ছয় অভ্যাসের ফলে তত্ত্বজ্ঞান উদয় হয়।[৩]

অহির্বুধ্ন্যসংহিতা'য় আছে, "অনাদিবাসনাজাত সেই সেই বিকল্পিত বোধসমূহ দ্বারা দৃঢ়রূপে প্রোথিত স্বাতন্ত্র্য এবং স্বত্ব ধীময় চিত্তকে তত্ত্বদ্বৈষ্ণবসার্বাত্ম্যপ্রতিবোধসমুখ 'নম' এই বাণী দ্বারা নন্তা আপনা হইতে বিদূরিত করে।"[৪] অন্যত্র আছে যে সকল মনুষ্য "ভগবৎকর্মকারী" তাহারা বিবেকজ্ঞান লাভ করিয়া পরম হরিতে প্রবেশ করে আর যাহারা "কর্মান্তরকারী ও ফলাভিধ্যায়ী" তাহারা সংসারে নিবদ্ধ থাকে।[৫] এইরূপে ইহা মনে হয় যে 'অহির্বুধ্ন্য-সংহিতা'র মতে জীবের শেষ ভাবনা বা নন্তা-ভাবনা মায়া ও তৎকার্য বিনাশের উপায়-কৌশল্য মাত্র। 'পরমসংহিতা'য় বিবৃত হইয়াছে যে যদিও পরমাত্মা উপাধি সম্পর্কে জীব সাজিয়াছেন, তথাপি, সাধকদশায় পূজাকালে জীব নিজেকে কিঙ্করূপে পরমাত্মাকে নিবেদন করিবেক।[৬] 'পাদ্মসংহিতায়' জীবব্রহ্মবাদ এবং একজীববাদ শ্রুতিসিদ্ধ বলিয়া খ্যাপিত হইলেও, তথাপি সেই প্রকারে বিহিত হইয়াছে যে সংসারদশায় হরিকে আরাধনা কালে "দাসোঽহং তে জগন্নাথ সপুত্রাদিপরিগ্রহঃ" ('হে জগন্নাথ, পুত্রাদি সমস্ত পরিজন সহ আমি তোমার দাস') বলিয়া আত্মনিবেদন পূর্বক প্রণাম করিবে।[৭] 'অহির্বুধ্ন্যসংহিতা'য়ও আছে যে প্রতিদিন ভগবদারাধনার উপসংহারে প্রণাম করত ভগবানের দাস্য প্রার্থনা করিতে

---

১) " .. .. স্বরূপেণেহ তাদৃশঃ ॥
পূর্ণানন্দস্বরূপো হি চেতনো নিখিলো যতঃ।
অহীনশ্চাপ্যয়ং সর্বৈর্জ্ঞানশক্ত্যাদিভিঃ স্বতঃ ॥"—(ঐ, ৫৪।৩৭'২—৩৮

২) ঐ, ৫২।২৬'২—২৯'১ ৩) সাংখ্যকারিকা, ৬৪ শ্লোক

৪) অহির্বুধ্ন্যসং, ৫২।২৯'২—৩১'১ ৫) ঐ, ৭।৫২—৫৪'১

৬) পরমসং, ৪।৪৫'১ ; আরও দেখ—৩।৪১'১ কথিত হইয়াছে যে প্রতিদিন দেবতাকে স্তুতি করিবার পর "কিঙ্করোঽস্মীতি চাত্মানং দেবায়ৈব নিবেদয়েৎ ॥" (২৩।৫৯'২ ; ২৯।৩৪'২)

১০) পাদ্মসং, ৪।৩।৩৭ ; ১৩।৬১ আরও দেখ—৪।১৬।৬১—২

হইবে।[১] এইরূপে এই সকল সংহিতার মতে ব্রহ্ম ও জীবের শেষীশেষ ভাবাদি আগন্তুক, নিত্য ও স্বাভাবিক, নহে। পরন্তু অপর কোন কোন সংহিতার মতে ব্রহ্ম ও জীবের ঐ সম্বন্ধ নিত্য ও স্বাভাবিক আগন্তুক নহে। যথা, 'শ্রীপ্রশ্নসংহিতা'য় আছে যে "জীবাত্মারও পরমাত্মার শেষশেষীত্ব সম্বন্ধ নিত্যযোগ।"[২] 'বিষ্ণুতত্ত্বসংহিতা'র মতে "আত্মার দাস্য এবং হরির স্বাম্য স্বাভাবিক (আত্মদাস্যং হরেঃ স্বাম্যং")।[৩] 'ঈশ্বরসংহিতা'য় আছে যে "দাসভূতাঃ স্বতঃ সর্বে হ্যাত্মনঃ পরমাত্মনঃ" (অর্থাৎ সমস্ত জীবাত্মা স্বতঃই পরমাত্মার দাস')।[৪] 'শাণ্ডিল্যস্মৃতি'র মতেও জীব স্বতঃই ভগবানের শেষভূত।[৫] 'বৃহদ্ব্রহ্মসংহিত'ায়ও আছে যে জীব নিত্য ভগবানের শেষ বা দাস, আর ভগবান্ শেষী বা স্বামী। উভয়ের এই ভেদ স্বাভাবিক।[৬]

পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে 'জয়াখ্যসংহিতা'র মতে মুক্তিতে জীব ব্রহ্মের সহিত ঐকাত্মতা লাভ করে; উহার "ব্রহ্মসমাপত্তি" হয় এবং ব্যক্তিত্ব থাকে না। পরন্তু উহা মূলতঃ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন তত্ত্ব বলিয়া মনে হয়। কেননা, উহাতে আত্মাকে এই প্রকারে নির্দেশ করা হইয়াছে, "যাহা তাঁহাতে (পরব্রহ্মে) স্থিত ও চিদ্রূপ, (পরন্তু) গুণরাগ দ্বারা রঞ্জিত, (সেইহেতু) স্বসংবেদ্যাদ্যনির্গত, তাহাই, হে দ্বিজ, আত্মা বলিয়া কথিত হয়। আত্মার স্বরূপ জ্ঞানই। পরন্তু মায়া নিশ্চয় উহার রঞ্জিকা।"[৭] যদিও তৎপূর্বে কথিত হইয়াছে যে ঐ চিদ্রূপ আত্মতত্ত্ব ব্রহ্মে অভিন্নভাবে ছিল ("চিদ্রূপমাত্মতত্ত্বং যদভিন্নং ব্রহ্মণি স্থিতম্")[৮] তথাপি উভয়ের মধ্যে আধার-আধেয় ভাব থাকাতে ব্রহ্ম ও আত্মা এক প্রকার ভিন্ন ভিন্ন তত্ত্ব বলিয়া মনে হয়। ঐ আত্মা মায়া দ্বারা আক্রান্ত হইয়া স্বরূপচ্যুত হইয়া অনাদিকাল হইতে বাসনাযুক্ত হইয়া জীব সাজিয়া সংসার-দুঃখ ভোগ করিতেছে।[৯] "সেই পরমেশ্বর ('পুরুষাখ্য অনন্ত') সর্বদেবের (অর্থাৎ চিদ্বর্গের) আশ্রয়। যেমন আকাশ তারকাদিগের তেমন তিনি উহাদিগের অন্তর্যামী। যেমন সেন্ধন পাবক অনিচ্ছায় স্ফুলিঙ্গনিচয় নির্গত করে, তেমন ঐ পরম প্রভু প্রাগ্বাসনানিবদ্ধ ঐ জীবগণকে, উহাদের বন্ধন শান্তির জন্য, স্বদেহ হইতে...।"[১০] কথিত হইয়াছে যে যেমন চুম্বকের প্রভাবে জড় লোহ চলমান হয়, তেমন ঐ চিদ্রূপ আত্মতত্ত্বের প্রভাবে,—

---

১) অহির্বুধ্ন্যসং, ২৮।৭৭—৮০

২) শ্রীপ্রশ্নসং, ১৭।৭

৩) বেঙ্কটনাথের 'স্তোত্ররত্নভাষ্যে' (৫২ শ্লোকের ভাষ্যে ধৃত।

৪) ঐ, মুদ্রিত 'ঈশ্বরসংহিতা'য় ঐ বচন নাই। বেঙ্কটনাথোক্ত 'ঈশ্বরসংহিতা' যামুনোক্ত 'ঈশ্বরসংহিতা' বলিয়া মনে করিবার হেতু আছে। উহা মুদ্রিত এবং প্রচলিত 'ঈশ্বরসংহিতা' হইতে ভিন্ন। (পূর্বে দেখ)। যাহা হউক, প্রচলিত 'ঈশ্বরসংহিতা'রও মতে জীব ভগবানের শেষ,—কিঙ্কর। (২০।২৭০ দেখ)

৫) শাণ্ডিল্যস্মৃতি, ৪।৮২

৬) জয়াখ্যসং, ৪।৫৭'২—৫৮

৭) বৃহদ্ব্রহ্মসং, ১।৩।৯০'২ ; ১।৪।৪১—আরও দেখ—১।১২।৫০—১

৮) ঐ' ৩।১৪'১

৯) "ত্বিষাহক্রান্তস্বরূপশ্চ প্রত্যগাত্মা চিদাত্মকঃ।"—(৩।২২'১)
"অনাদিবাসনাযুক্তো জীবোহয়ং বৈ চিদাত্মকঃ।"—(৩।১৭'১)
আরও দেখ—৩।২৭—৮'১ ; ৪।৫১'২ ; ১০।৫৮'১

১০) ঐ, ৪।৮—১০ এই বচনের শেষাংশ খণ্ডিত হইলেও অভিপ্রায় সুস্পষ্ট।

তদ্দ্বারা বিচ্ছুরিত হইয়া অচিৎ প্রধান চিন্ময়বৎ বলিয়া দৃষ্ট হয়।[১] ইহা হইতে পরিষ্কার বুঝা যায় সাংখ্যদর্শনের প্রকৃতি-পুরুষবাদই ঐখানে স্বীকৃত হইয়াছে। প্রাচীন সাংখ্যশাস্ত্রে 'পুরুষে'র পরিবর্তে 'আত্মা' সংজ্ঞাই প্রচলিত ছিল। নেশ্বর সাংখ্যমতে আত্মা ও প্রকৃতি পরব্রহ্ম হইতে ভিন্ন তত্ত্ব। কথিত হইয়াছে যে, পরব্রহ্ম এবং ভূতবর্গের ভেদ এবং ঐক্য আকাশ এবং বায়ুর ভেদ ও অভেদের ন্যায়। যেমন ঔষধীসমূহ রসের দ্বারা আপূরিত, তেমন চেতন ও অচেতন,—স্থাবর ও জঙ্গম সর্বভূত এক ও অভিন্নরূপ পরমেশ্বর দ্বারা আপুরিত। কেননা, তিনিই ভূতভৃৎ।[২] আবার কথিত হইয়াছে যে পরব্রহ্মই ঈশ্বর, পুরুষ, শিব, সূর্য, চন্দ্র, জ্যোতি, জ্ঞান, কাল, জীব, ক্ষেত্র, ভূত, প্রভৃতি নানা রূপে অবস্থিত আছেন, বা নানা নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। অর্থাৎ তিনিই সর্ব।[৩]

'অহির্বুধ্ন্যসংহিতা'য় আছে যে অহির্বুধ্ন্য সর্বাত্মক,—এই চরাচরজগৎপ্রপঞ্চ তিনিই ("চরাচরমিদং জগৎ ত্বমেব"); তিনি "বিশ্বমূর্তি"।[৪] আবার কথিত হইয়াছে যে তাঁহার দেহ ক্ষিতি, সলিল, তেজ, বায়ু, আকাশ, সূর্য, চন্দ্র ও যজমান দ্বারা পূর্ণ।[৫] তাহা হইতে এই সিদ্ধান্ত পাওয়া যায় যে চরাচর জগৎপ্রপঞ্চ অহির্বুধ্ন্যের শরীর। অন্যত্র আছে যে হরির "পরমাশক্তি" বা "পরাঅহন্তা" মায়া তাঁহার তনু।[৬] সুতরাং যেমন অচিৎ জগৎ তেমন চিৎ জীবও, বাসুদেবের শরীর,—"চরাচরাণি ভূতানি সর্বাণি ভগবদ্বপুঃ" (চরাচর সর্বভূত ভগবানের বপু')[৭]; আর "বাসুদেব সর্বভূতের ক্ষেত্রজ্ঞ।"[৮] 'বৃহদ্‌ব্রহ্মসংহিতা'র মতেও ব্রহ্ম "সর্বাত্মভূতশ্চিদচিচ্ছরীরঃ" (অর্থাৎ চিৎদিৎ সমস্তই তাঁহার শরীর এবং তিনি সকলের আত্মা)।[৯] "চেতনাচেতনং সর্বং শরীরং পরমাত্মনঃ" ('চেতন ও অচেতন সমস্তই পরমাত্মার শরীর)।[১০] আরও বিশেষ করিয়া বলিলে, অনিরুদ্ধই চিদচিৎসর্বজগদাত্মক। সুতরাং চিদচিৎসর্বজগৎ অনিরুদ্ধরই তনু। তাই বলা হয় যে "অনিরুদ্ধ জগত্তনু"।[১১] প্রত্যেক জীব তাঁহার শরীরের এক এক ক্ষুদ্র অংশ। তাই, "মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ"—'গীতা'র এই বাক্য উদ্ধৃত করিয়া 'বৃহদ্‌ব্রহ্মসংহিতা'য় বলা হইয়াছে যে জীব ব্রহ্মের অংশ।[১২]

---

১) জয়াখ্যসং, ৩।১৪—৫ ২) ঐ, ৪।৯২—৪'১

৩) 'প্রাচীন অদ্বৈতকাহিনী'র ৩য় খণ্ড দেখ।

৪) দেখ—অহির্বুধ্ন্যসং, ১।৪১'২ ; ৩৫।৮৪—৮৭'১ ; ৪৩।২৯—৪৩

৫) "ক্ষিতিসলিলসমীরব্যোমতেজঃসহস্র—
দ্যুতিশশিযজমানৈঃ পূর্ণদেহায় তুভ্যম্।"—(ঐ, ৪৩।৪৩'১)

৬) ঐ, ১৮।৪—৬ কথিত হইয়াছে যে "অমুত্তবোত্তরা সৃষ্টিঃ বিসর্গ (:)
"আদিব্যূহস্য দেবস্য বাসুদেবস্য সা তনুঃ।"—(ঐ, ১৬।৮১'১)

৭) ঐ, ৫২।২৩'১ "ক্ষেত্রজ্ঞং সর্বভূতানাং বাসুদেবং বিশন্তি তে॥" (ঐ, ১৫।১৭'২)

৮) বৃহদ্‌ব্রহ্মসং, ১।১।১২'১ ; আরও দেখ—১।৪।৪৬ ; ১।১৩।২৫'১ ২।২।১২, ১৪ ; ইত্যাদি

৯) ঐ, ৪।৬।৪৬'২ আরও দেখ ৪।৭।১২'২ ১০) ঐ, ১।১৩।১৭৬'২

১১) বৃহদ্‌ব্রহ্মসং, ২।২।৩৪'১ আরও দেখ—"সোঽপি মদাত্মকঃ"—(২।২।৩৫'২) ; অংশবাদ ২।২।৪০—৫৪
"কর্মণাং তারতম্যেন প্রকৃতেঃ পরিণামতঃ।
যো যো ভাবঃ প্রসিধ্যেত জীবলোকঃ স এব হি॥"—(ঐ, ২।৩।১১)

পূর্বে ইহা প্রদর্শিত হইয়াছে যে 'বৃহদ্‌ব্রহ্মসংহিতা'র মতে জীব শেষ, ভগবান্ শেষী। শেষ ও শেষীর সম্বন্ধ বিষয়ে উহাতে দুই প্রকার মত দৃষ্ট হয়। কখন কখন বলা হইয়াছে যে শেষ ও শেষীর মধ্যে স্বাভাবিক ভেদ আছে। যথা, ভগবান্ নারায়ণ ঋষি বলিয়াছেন, "সে (জীব) গুণতঃও (ভগবানের) আশ্রিতাদিকসংজ্ঞা সম্প্রাপ্ত হয়। শেষ ও শেষীর এই ভেদ স্বাভাবিকই। ইহাই আমার মত।"[১] আর কখন কখন বলা হইয়াছে যে শেষ ও শেষীর মধ্যে অন্তর নাই। যথা; ভগবান্ বিষ্ণু দেবীকে বলেন, "পরন্তু যাহা আমি, তাহাই আমার লীলা। আবার যাহা লীলা তাহাই আমি। (উভয়ের মধ্যে) অন্তর নিশ্চয় দেখি না, যেমন শেষ ও শেষীর মধ্যে নিশ্চয় (অন্তর দেখি না)।"[২] 'বৃহদ্‌ব্রহ্মসংহিতা'য় জীবকে যেমন ব্রহ্মের শরীর, শেষ বা দাস, এবং অংশ বলা হইয়াছে, তেমন ব্রহ্মস্বরূপও বলা হইয়াছে।[৩] যদি জীব ব্রহ্মস্বরূপই হয়, তবে জীব ও ব্রহ্ম অভিন্নই হয়। তবে কথিত হইয়াছে যে ঐ অভেদবোধ চিত্তশুদ্ধির এবং মুক্তির উপায় মাত্র। "বন্ধনমুক্তির জন্য শ্রুতিবাক্যসমূহ দ্বারা, তথা শত শত স্মৃতির ও আগমের বাক্যসমূহ দ্বারা, বোধিত আত্মার (অর্থাৎ আপনার) ব্রহ্মভাবত্ব ভাবনা করিবে। 'আমি দেহ নহি, প্রাণ নহি, ইন্দ্রিয়সমূহ নহি, মন নহি, বুদ্ধি নহি, চিত্ত নহি, অহঙ্কৃতি নহি, পৃথ্বী নহি, জল নহি, অগ্নি নহি, বায়ু নহি, আকাশ নহি, শব্দ নহি, স্পর্শ নহি, রস নহি, গন্ধ নহি, এবং রূপ নহি, আমি মায়াও নহি, এবং সংসৃতিও নহি। আমি সকলের আত্মা, সাক্ষী, চেতা এবং সনাতন। (শ্রুতির) 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি বাক্যসমূহ হইতে (নিশ্চিত হয় যে) 'ব্রহ্মাস্মি' (আমি ব্রহ্মই), সংসারী নহি।' হে মুনি-সত্তমগণ, এই প্রকারে ব্রহ্মের সহিত ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞে·অভেদ ও ভূতবর্গের সমত্ব আত্মার শুদ্ধি বলিয়া কথিত হয়।

অভেদং জীবপরয়োর্যাবজ্জানাতি নৈব হি।
তাবদাচরিতৈর্নৈব সিদ্ধিঃ কল্পশতৈরপি।[৪]

'যাবৎ পর্যন্ত জীব ও পরব্রহ্মের অভেদ না জানে, তাবৎপর্যন্ত,—এমন কি শত শত কল্পেও, সাধনার দ্বারা মুক্তি লাভ নিশ্চয় হয় না।"[৫] উহার অন্যত্র আছে যে "ব্রহ্মাস্মি" বা "ব্রহ্মাহমস্মি" জ্ঞানের প্রকৃত তাৎপর্য এই যে—জীব বিশেষণ, ব্রহ্ম বিশেষ্য। বিশেষণ যেমন বিশেষ্যকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না তেমন ব্রহ্ম ব্যতীত জীবের সত্তা কিঞ্চিন্মাত্রও নাই। ব্রহ্ম জীবের সন্ধারক, স্বামী, প্রেরক ও সর্ববুদ্ধিদ। জীব নিশ্চয় ব্রহ্মেরই।[৬] ব্রহ্মের শরীর বলিয়া

---

১) বৃহদ্‌ব্রহ্মসং, ১।৪।৪৩ ২) ঐ, ২।৪।১৫৩

৩) ঐ, ৩।১।৩০·২—৮ দেখ।

"চেতনঃ পুরুষশ্চাত্মো মচ্ছরীরতয়া মতঃ ॥ ৩০·২"
সচ্চিদানন্দরূপোঽয়ং ন মে ভেদো মনাগপি।
পরিণামকৃতাকারনামরূপবিবর্জিতঃ।
নির্বিকারো গুণৈর্ব্যাপ্তো মদ্বাচ্যো মন্নিকেতনঃ ॥৩২॥
জাবোঽয়ং মৎস্বরূপোঽপি সংসারে হ্যবসীদতি ॥৩৬·২॥

আরও দেখ—"আত্মত্বং তৎস্বরূপত্বং জীব এব বিভাবয়েৎ।" (৪।১।১১১·১)

৪) ঐ, ৪।১।১১৮ ৫) ঐ, ৪।১।১১২·২—১১৮

৬) ঐ, ৩।৬।২৬—৯

জীব ব্রহ্ম হইতে অনন্যই। 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি শ্রুতিবাক্যে তাহাই বলা হইয়াছে।[১] গুণ ও গুণীর অভেদ যদ্বৎ জীব ও ব্রহ্মের অভেদও তদ্বৎ।[২]

এই সকল বিভিন্ন মতের বিশ্লেষণ করত 'বৃহদ্ব্রহ্মসংহিতা'য় উক্ত হইয়াছে যে চিদচিৎ বস্তুমাত্রের সহিত বিষ্ণুর সম্বন্ধ দ্বিবিধ;—এক সাধারণ, অপর অসাধারণ বলিয়া মত হয়। দেহদেহী, জন্যজনক বা আধেয়াধার অর্থাৎ জীব দেহ, জন্য বা আধেয়, আর বিষ্ণু উহার দেহী (বা আত্মা), জনক বা আধার—এই সম্বন্ধ সাধারণ। জীব দাস বা শেষ, আর বিষ্ণু স্বামী বা শেষী—এই সম্বন্ধ অসাধারণ। সাধারণ সম্বন্ধ সংসারনাশক নহে, দ্বিতীয় অসাধারণ সম্বন্ধই সংসারমোচক।[৩]

'নারদপঞ্চরাত্রে'র ('জ্ঞানামৃতসারসংহিতা'র) মতে জীব পরমাত্মার প্রতিবিম্ব। "পরমাত্মা স্বরূপ ভগবান্ রাধিকেশ্বর নির্লিপ্ত। তিনি কর্মীদিগের কর্মসমূহের সাক্ষীরূপ। জীব তাঁহার প্রতিবিম্ব এবং সুখদুঃখের ভোক্তা।"[৪] অনন্তর কথিত হইয়াছে যে কেহ কেহ জীবকে নিত্য বলে, আর কেহ কেহ অনিত্য বলে। যেহেতু কারণ বা বিম্বস্বরূপ পরমাত্মা নিত্য, সেইহেতু কেহ কেহ জীবকে নিত্য বলেন। কেননা, ঐ পরমাত্মাই প্রকৃত জীব। অপরে জীব-সংজ্ঞা প্রতিবিম্বে নিবদ্ধ রাখিয়া জীবকে অনিত্য বলেন।

"কেচিদ্বদন্ত্যনিত্যঞ্চ মিথ্যৈব কৃত্রিমঃ সদা।
প্রলীয়তে পুনস্তত্র প্রতিবিম্বো যথা রবেঃ॥
যথৈব শতকুম্ভেষু নির্মলেষু চ জলেষু চ।
প্রত্যেকং প্রতিবিম্বশ্চ দৃশ্য এব হি জীবিনাম্॥
পুনঃ প্রলীয়তে সূর্যে গতেষু চ ঘটেষু চ
এবং চন্দ্রস্য বোদ্ধব্যং দপর্ণে জীবিনাংযথা॥
তস্মান্নিত্যং পরং ব্রহ্ম স জীবো নিত্য এব সঃ।"[৫]

'কেহ কেহ বলেন যে (জীব) অনিত্য,—মিথ্যাই, সদা কৃত্রিম। কেননা, যেমন রবির প্রতিবিম্ব পুনঃ উহাতে (রবিতে) প্রলীন হয়, তেমন (পরমাত্মার প্রতিবিম্ব জীব পুনঃ উহাতে প্রলীন হয়)। শতকুম্ভের নির্মল জলে (একই সূর্য্যের শত প্রতিবিম্ব দৃষ্ট হয়)। ঘটসমূহ, ভঙ্গ হইলে প্রত্যেক প্রতিবিম্ব পুন সূর্যেঃ প্রলীন হয়। দর্পণে চন্দ্রের (প্রতিবিম্বের বেলায়ও সেই প্রকার)। জীবগণের (পরমাত্মায় প্রলয়ও) ঐ প্রকার বলিয়া বুঝিতে হইবে। পরব্রহ্ম নিত্য। তিনি জীব। সুতরাং জীব নিত্যই।' 'বিষ্ণুসংহিতা'র মতেও জীব পরমাত্মার প্রতিবিম্বস্বরূপ; যেমন একই বিম্ব বহু দর্পণে প্রতিবিম্বিত হইয়া বহু হয়, তেমন একই পরমাত্মা বহু উপাধিতে উপহিত হইয়া বহু জীবরূপে প্রতিভাত হইতেছে। আমরা পরে তাহা বিশদরূপে ব্যাখ্যা করিব।[৬]

---

১) বৃহদ্ব্রহ্মসং, ৪।৬।৬৫'২—৬৬'১

২) "গুণো হি গুণিনা ভিন্নো যথা নৈবার্হতি স্থিতিম্॥
অহমেবং ব্রহ্মণাঽস্মীত্যভেদমনুসংস্মরেৎ।"—(ঐ, ৪।৭।২৭'২—২৮'১)

৩) ঐ, ৪।৭।৯৭—৯

৪) নারদপাঞ্চরাত্র (জ্ঞানামৃতসারসং), ২।১।২৭—২৮'১

৫) নারদপঞ্চরাত্র (জ্ঞানামৃতসারসং), ২।১।৩১—৩৪'১

৬) পরে দেখ।

'নারদপঞ্চরাত্রে'র (জ্ঞানামৃতসারসংহিতার) উপরে উদ্ধৃত বচনে জীবকে কৃত্রিম ও মিথ্যা বলা হইয়াছে। সমস্ত জগৎপ্রপঞ্চকেই উহাতে কৃত্রিম ও মিথ্যা বলা হইয়াছে।

"প্রভাতস্বপ্নবদ্বিশ্বমনিত্যং কৃত্রিমং মুনে॥"[১]

'হে মুনি, বিশ্ব প্রভাতস্বপ্নবৎ অনিত্য ও কৃত্রিম।'

"ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্যন্তং সর্বং মিথ্যৈব নারদ।"[২]

'হে নারদ, ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্যন্ত সমস্তই নিশ্চয় মিথ্যা।'

'পাদ্মসংহিতা'র এক স্থলে আছে হরি সর্বভূতজালের আত্মা।[৩]

'অগস্ত্যসংহিতা'য় উক্ত হইয়াছে, এই প্রপঞ্চে স্থাবর ও জঙ্গম যেখানে যাহা কিছু আছে, সর্বত্র এক এবং নিরন্তর চৈতন্যই স্থিত আছে। কার্যরূপে ইহা প্রপঞ্চ, আর কারণস্বরূপে ইহা চৈতন্যই। স্ব (বা আত্মা) রূপ চৈতন্যই সর্বত্র,—ভূতসমূহের এবং ভৌতিক পদার্থসমূহের অন্তরে অন্তরে (তথা বাহিরে) স্থিত আছে; স্ব হইতে ভিন্ন কিছুই নাই। পরমাত্মা, জীবাত্মা, ব্রহ্ম, সৎ, তৎ এবং ওঁ—এই সকল শব্দ, তথা জ্ঞান ও আনন্দ—এই সকলও—(এক কথায়) সমস্ত (শব্দই) চৈতন্যবাচক। সর্বজন্তুতে চৈতন্য হইতে পর কিছুই দৃষ্ট হয় না।"[৪] সুতরাং উহার মতে, জীবাত্মা স্বরূপতঃই ব্রহ্মই। কিঞ্চিৎ পরে আছে "শ্রুতি, স্মৃতি এবং পুরাণে—সর্বত্র ইহা প্রতিপাদিত হইয়াছে যে 'সর্বাত্মনোঽপি চৈতন্যং সর্বমাত্মেতি নাপরং' (চৈতন্য সর্বাত্মক হইলেও সমস্তই আত্মাই, অপর কিছু নহে।"[৫] তাৎপর্য এই সর্ব বা চরাচর জগতপ্রপঞ্চ "স্বপ্নপ্রত্যয়বৎ";[৬] আত্মাই সর্বরূপে কল্পিত হইতেছে—সর্ব পারমার্থিক নহে।[৭] সাক্ষাৎ সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্ম স্বয়ংই সর্বাত্মকরূপে,—সর্বরূপে প্রতিভাসিত হইতেছে। অতএব তিনি ভিন্ন বাহ্য তদ্‌বিলক্ষণ অপর কিছুই নাই। যাহা উহাকে তিরস্কার করিয়া থাকে, তাহাকে বিদ্বান্‌গণ অবিদ্যা বলেন। সুতরাং আত্মার সার্বাত্ম্য বাস্তব নহে, প্রতিভাসিক মাত্র। তাই বলা হইয়াছে যে আত্মা "নিরন্তর"; "অদ্বৈতানন্দচৈতন্যশুদ্ধসত্ত্বৈকলক্ষণঃ" ('অদ্বৈত, আনন্দ, চৈতন্য এবং বিশুদ্ধ সত্ত্ব স্বরূপ)[৮] সুতরাং জীবব্রহ্মভেদও বাস্তব নহে, প্রাতিভাসিক মাত্র।

ব্রহ্মের স্বরূপ

এবার আমরা ব্রহ্মের স্বরূপ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। প্রাচীন ভাগবতধর্মের দার্শনিক সিদ্ধান্ত অদ্বৈতবাদ ছিল। সুতরাং তন্মতে ব্রহ্মের স্বরূপ প্রকৃতপক্ষে নির্গুণ ও নির্বিশেষ। পরন্তু জগৎপ্রপঞ্চ সাপেক্ষে উহা সগুণ ও সবিশেষ বলিয়া মনে হয়। ব্রহ্মের প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধির জন্য সাধনার প্রারম্ভে উহাকে আরও বিশেষ করিয়া সাকার বলিয়া ভাবনা

---

১) নারদপঞ্চরাত্র (জ্ঞানামৃতসারসং), ২।১।৪৯'১ ২) ঐ, ২।২।১০০'১

৩) "স সর্বভূতজালস্য হরিরাত্মা স্থিতোঽপি বা।"—(পাদ্মসং, ৩।২৬।২'১)

৪) অগস্ত্যসং, (২৩।৫—৮)

৫) ঐ, ২৩।১৪ ৬) ঐ, ২।১০

৭) "এতৎ স্বব্যতিরিক্তং যৎ যতঃ স্বেনৈব কল্প্যতে॥
ন পারমার্থিকং দেবি যদ্‌বদ্‌বালো হি কল্পয়েৎ।" (ঐ, ২।১২'২—১৩'১)

৮) ঐ, ২৩।১

করিতে হইবে। ঐ সগুণ ও সাকার রূপ কল্পিত হইলেও উহার অবলম্বন ব্যতীত কেহ ব্রহ্মের প্রকৃত পরমস্বরূপ অবগত হইতে পারে না। প্রাচীন পাঞ্চরাত্রসমূহের মধ্যে 'জয়াখ্যসংহিতা'য় এবং 'পৌষ্করসংহিতা'য় ব্রহ্মের স্বরূপ নির্দেশে ঐ মতই অধিকতরভাবে অনুসৃত হইয়াছে। আমরা অন্যত্র তাহা প্রদর্শন করিয়াছি।[১] সেইহেতু এইখানে তাহার পুনরুল্লেখ করিলাম না। অপর মুখ্যতম সংহিতায়,—'সাত্বতসংহিতা'য়ও সেই প্রকারে উক্ত হইয়াছে যে ব্রহ্মস্বরূপ নিরাকার এবং নিরঙ্গ বলিয়া স্মরণ রাখিতে হইবে। পরন্তু তাঁহাকে প্রাপ্তির উপায়ের প্রথমে যাগহোমাদিতে তাঁহাকে সাকার এবং সাঙ্গ, তথা পরিবার দ্বারা বেষ্টিত, বলিয়া সংস্মরণ করিতে হইবে। উহা স্বয়ংই জ্ঞানাদি গুণসমূহ প্রকট করিয়াছেন ('আনীতা ব্যক্ততাং যেন স্বয়ং জ্ঞানাদয়ঃ গুণাঃ") ইত্যাদি।[২] সুতরাং, দেখা যায়, জ্ঞানাদি ছয়গুণ কল্পিত সাকার রূপেরই, ব্রহ্মের স্বরূপগত নহে। যাহা হউক, ঐ ষাড়্গুণ্য রূপ 'বাসুদেব' নামে অভিহিত হয়। "ষাড়্গুণ্যবিগ্রহ (বাসু) দেব ভাস্বজ্জ্বলন তেজময়। উহা সর্বতপাণিপাদ ও সর্বতোক্ষিশিরোমুখ। উহা সর্বাশ্রয় এক। উহা 'পর' বলিয়া খ্যাত।"[৩] "ভগবান্ নিরবদ্য, নিরাশ্রয়, সর্বেশ্বর, সর্বশক্তি, সুসম্পূর্ণ, অচ্যুত, বশী, ব্যাপী, নিরুদ্ধষাড়্গুণ্য, নির্বিকার, নিরঞ্জন, নিত্য, নিত্যোদিতজ্ঞান, নিত্যানন্দ, সুনিষ্কল, অনাদি, অনন্ত ও অনিধন। বাসুদেব বিভূতিমান্।"[৪] কথিত হইয়াছে যে পরপ্রভু বাসুদেব আপনস্বরূপ পরিত্যাগ না করিয়াও নিজে নিজেকে গুণভেদে তিন ব্যূহরূপে বিভক্ত করেন।[৫] সঙ্গে সঙ্গে আবার ইহাও সুস্পষ্টতঃ বলা হইয়াছে যে ভগবান্ প্রকৃত পক্ষে অরূপই, "ব্যূহাত্মাগুণলক্ষণ" ঐ রূপ তাঁহাতে উপচরিত হয় মাত্র ("উপচর্যতে")।[৬] পরব্রহ্ম "শান্তসংবিৎস্বরূপ",[৭] "বিভু ও নির্মল অমূর্ত পরমজ্যোতি।"[৮] "বেদ্যবেদকনির্মুক্তমচ্যুতং ব্রহ্ম যৎ পরং" (অর্থাৎ পরব্রহ্ম বেদ্য-বেদন-বেদক—এই ত্রিপুটি বিরহিত এবং অচ্যুত অর্থাৎ আপন স্বরূপ হইতে কখনও চ্যুত হন না)।[৯] সগুণ ও সাকার বাসুদেব রূপকে কল্পিত বলাতে পাছে তাহার প্রতি সাধকের শ্রদ্ধা না থাকে তাই আবার বলা হইয়াছে যে "শান্তসংবিৎস্বরূপ অমূর্ত (পর ব্রহ্ম) ভক্তানুগ্রহকামনায় অনৌপম্য শরীর ধারণ করত মূর্ততা প্রাপ্ত হইয়াছেন" ইত্যাদি।[১০] "যাহা বেদ্যবেদকনির্মুক্ত এবং অচ্যুত পরব্রহ্ম সেই পরমেশ্বর স্বয়ংই নিখিল জীবগণের মুক্তির জন্য স্বশক্তিবলে শব্দব্রহ্মভাবে উদিত হন" ইত্যাদি ;[১১] "যাহা বিভু ও নির্মল অমূর্ত পরমজ্যোতি, তিনিই, বাসুদেব—ইহা মনে করিয়া অনন্তর সম্যক্ পূজা করিবে" ইত্যাদি।[১২]

"শান্তং ব্রহ্মময়ং রূপং স্বকং সমবলম্ব্য চ ॥

১) প্রাচীন অদ্বৈত কাহিনী', ৩য় খণ্ড, ২) সাত্বতসং, ২।৩৬—
৩) ঐ, ১।২৫—২৬'১ ; পরে দেখ
৪) ঐ, ১৯।১১৮'২—১২০=ঈশ্বরসং, ২১।৩৯৮—৪০০'১ (ঈষৎ পাঠভেদে)
৫) সাত্বতসং, ৩।৫—; পরে দেখ। ৬) ঐ, ৩।৮
৭) ঐ, ২।৬৯'২ ৮) ঐ, ৮।৫০'২ ৯) ঐ, ১৯।১২৭'২
১০) ঐ, ২।৬৯'২—পূর্বে দেখ।
১১) ঐ, ১৯।১২৭=ঈশ্বরসং, ২১।৪০৭— ১২) সাত্বতসং ৮।৫০—

যতো হিতার্থং সর্বেষাং নির্গতঃ ষড়্গুণাত্মনা।
অতো ব্রহ্মপদাদীষদ্দেবভাগে সমানয়েৎ ॥[১]

'ব্রহ্ম আপন শান্ত(সংবিৎ)স্বরূপকে সমবলম্বন করত (অর্থাৎ উহাতে থাকিয়াও, উহা হইতে চ্যুত না হইয়াও, উহারই আধারে) সকলের হিতার্থে ষড়্গুণাত্মা (বাসুদেব)রূপে নির্গত হইয়াছেন। অতএব তাহাকে ব্রহ্মপদ হইতে ঈষৎ (নিম্নে) দেবতার ভাগে সমানয়ন করিবে।' পরন্তু ঐ সাকার সবিশেষ রূপকে বাস্তব মনে করিলে 'সাত্বতসংহিতা' উহাকে সুস্পষ্টবাক্যে ঔপচারিক বলিত না। এমন কি রূপ ষাড়্গুণ্য বাসুদেবকেও ভেদরহিত বলা হইয়াছে ; "যেহেতু সাদৃশ্য, ষড়্গুণত্ব, এবং সমত্ব হেতু, বিশেষতঃ শান্তত্ব এবং নিষ্কলত্ব হেতু, (তাঁহাতে) ভেদ বিদ্যমান নাই।"[২] যেহেতু পরব্রহ্ম স্বরূপতঃ ভেদরহিত,—বেদ্য, বেদক ও বেদন—এই ভেদত্রিপুটি বিরহিত সেইহেতু উহা অদ্বৈত। 'পরমসংহিতা'র মতেও পরমাত্মার পরমরূপ অলক্ষণ ও অনির্দেশ্য।[৩]

"ন হ্যসৌ কারণৈঃ কশ্চিৎ পরিচ্ছিন্নঃ কদাচন।
দিগ্‌দেশকালরূপৈশ্চ ন রূপং তস্য বিদ্যতে ॥"[৪]

'কেননা, উনি (পরম দেব) কারণসমূহ দ্বারা, তথা দিক্, দেশ, কাল এবং রূপ দ্বারা কোথাও কখনও পরিচ্ছিন্ন নহেন। (সেইহেতু) তাঁহার রূপ নাই।' "কারণসমূহ দ্বারা কোথাও কখনও পরিচ্ছন্ন নহেন" বলার তাৎপর্য বিশেষভাবে প্রণিধান কর্তব্য। তাহা এই যে উহার কোন কারণ নাই এবং উহাও কিছুরই কারণ নহে ; উহার কোন অংশও কখনও কিছুরই কারণ নহে। সুতরাং পরব্রহ্ম সম্যক্ প্রকারে কার্যকারণভাবের অতীত। তিনি অব্যক্তাদি দেহপর্যন্ত সমস্ত ভাবের অতীতে স্থিত।[৫] ব্রহ্মের ঐ পারমার্থিক স্বরূপকে সহজে ধারণ করা যায় না। সেইহেতু শাস্ত্রে ভক্তগণের উপাসনার সৌকর্যার্থ তাঁহার নানাবিধ রূপ কল্পনা করা হইয়াছে। উহাদের একটি বিরাট্‌রূপ। তাহাতে জগতের বিভিন্ন বস্তুকে তাঁহার বিভিন্ন অঙ্গ বলিয়া কল্পনা করা হইয়া থাকে। "দ্যুলোক এই শরীরীর শির, আকাশ জঠর, পৃথিবী পাদ, সূর্য চক্ষু, চন্দ্র মন এবং (বায়ু) প্রাণ।"[৬] তবে সঙ্গে সঙ্গ আবার ইহাও মনে করিতে হইবে যে "তিনি অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য, অশোষ্য, নিত্য, সর্বগত এবং স্থাণু।"[৭] অপরগুলি ক্ষুদ্র বা পরিচ্ছিন্ন পুরুষরূপ।

"তস্য যোগময়ং বিদ্যাদাকারং সর্ববস্তুকম্ ॥
ভক্তানামনুকম্পার্থং ন তু সত্যেন নিষ্ঠিতম্ ॥"[৮]

তাঁহার সর্ববস্ত্বাত্মক আকার যোগময় বলিয়া জানিবে। উহা ভক্তগণকে অনুকম্পার্থ, পরন্তু সত্যে নিষ্ঠিত নহে, (বলিয়া জানিবে)।' 'সত্যে নিষ্ঠিত নহে' বলাতে সিদ্ধ হয় যে পরমাত্মার সর্বাত্মক বিরাট্‌রূপ বাস্তব নহে, কল্পিত মাত্র। পরিচ্ছিন্ন পুরুষরূপ সমূহও সেই প্রকারে বাস্তব নহে, কল্পিত মাত্র। পরন্তু ইহাও কথিত হইয়াছে সাধনার প্রারম্ভে সাধককে ঐ সকল

---

১) সাত্বতসং, ২৫।২১২·২—২১৩ ; আরও দেখ—৯।৩৮—৯

২) ঐ, ৩।১২·২—১৩·১ ৩) পরমসং, ২৪।২৬·১ ৪) ঐ, ৩।২

৫) পরমসং, ২৪।১৮·২—১৯·১ ৬) ঐ, ২৪।২৪ ৭) ঐ, ২৪।২৫ ৮) ঐ, ২৪।১৯·২—২০·১

বাস্তব বলিয়া মনে করিতে হইবে। "প্রথমে পুরুষোত্তমকে আয়ুধাভরণোপেত, সবস্ত্র এবং উজ্জ্বলস্কন্দযুক্ত (রূপে),—উহাকে যেন সত্যরূপ ('সত্যরূপমিব') মনে করিয়াই ধ্যান করিবে।"[১] ঐ পুরুষরূপ যদি বাস্তব হইত, তবে এইখানে 'ইব' শব্দ প্রয়োগের কোন সার্থক্য থাকিত না। সুতরাং এই 'ইব' শব্দ প্রয়োগ করিয়া 'পরমসংহিতা' নির্দেশ করিয়াছে পরব্রহ্মের ক্ষুদ্র পুরুষরূপ সত্যনিষ্ঠিত নহে, যেমন তাঁহার সর্বাত্মক বিরাট্‌পুরুষরূপ সত্যে নিষ্ঠিত নহে। সুতরাং 'পরমসংহিতা'র মতে, ব্রহ্মের সমস্ত সাকার মূর্তি কল্পিত। অতএব তিনি স্বরূপতঃ নিরাকার। তবে সাধকের শ্রদ্ধা সমাকর্ষণার্থ এবং পরীক্ষণার্থ উহাতে কখন কখন বলা হইয়াছে যে ভক্তগণকে অনুকম্পার্থ ব্রহ্ম ঐ রূপ ধারণ করেন। পরদেবতার নিত্যকৃত্য স্তুতিতেও আছে যে "তোমার রূপ নাই, আকার নাই, আয়ুধসমূহ নাই এবং আস্পদও নাই। তথাপি ভক্তগণের নিকট তুমি পুরুষরূপ প্রকাশ কর।"[২] ব্রহ্ম প্রকৃত পক্ষে কার্যকারণভাবাতীত হইলেও সেই প্রকারে মনে করা হয় যে, "কার্যাণাং কারণং পূর্বং" ('তিনি সমস্ত কার্যের পূর্ব কারণ')।[৩] গুণমায়া দ্বারা সমাবৃত হইয়াই তিনি কারণ হন। "গুণমায়া-সমাবৃত এক তুমি জগতের স্রষ্টা, (পালক,) এবং সংহারক, তথা অধ্যক্ষ এবং অনুমন্তা হও।"[৪] আবার কথিত হইয়াছে যে জগতের সৃষ্ট্যাদি তাঁহার ক্রীড়া;[৫] "ইহাদের (সমস্ত সৃষ্টভাবের বা বস্তুর) প্রধান মূল "প্রকৃতি, দ্রব্য, অব্যাকৃত ও অবিদ্যা বলিয়া কথিত হয়; উহাই ব্যক্ত (জগৎ) বলিয়া উক্ত হয়।"[৬] প্রকৃতি অচেতন, অপরিচ্ছিন্ন, নিত্য, ত্রিগুণময়ী এবং সতত বিকারশীল বলিয়া কথিত হয়। আর পরমপুরুষ অনাদি ও অনন্ত, এবং সতত আপন পরমার্থস্বরূপে অবস্থিত থাকেন। পরমপুরুষ ও প্রকৃতির সম্বন্ধ ব্যাপ্তিরূপ।[৭] অর্থাৎ পরমাত্মা ব্যাপক, প্রকৃতি ব্যাপ্য। "যেমন শব্দ এই সর্ব আকাশকে ব্যাপিয়া ব্যবস্থিত, তেমনই পরমাত্মা অব্যাকৃতকে ব্যাপিয়া ব্যবস্থিত। যেমন দুগ্ধে ঘৃত এবং জলে রস (সর্বত্র থাকে), তেমন এই সৃষ্টি-প্রক্রিয়াও ব্যাপ্য এবং ব্যাপকতা কথিত হইয়া থাকে। তাহাতে যাহা ব্যাপকরূপ তাহা পর, পুরুষ ও বিষয়ী, আর যাহা ব্যাপ্য তাহা অপর, অব্যাকৃত ও পরের বিষয়। তেমন সৎকে অসৎ হইতে পৃথক্‌ করিয়া ভিন্নরূপে দর্শন করাইতে (কেহ) সমর্থ নহে, তেমন ব্যাপকতা সর্ব(ব্যাপ) হইতে (পৃথক্‌ ও) ভিন্ন নহে। (তাই) তাহা (অর্থাৎ ব্যাপক পুরুষ) ব্যাপ্য (প্রকৃতি) বলিয়া স্মৃত হয়। তত্র অব্যাকৃত অচিৎ, আর (পুরুষ) চিৎ; সেইহেতু উহা হইতে পরম (বলিয়া) মনে করা হয়। উভয়ে ভিন্ন, পরন্তু অভিন্নের ন্যায় ('অভিন্নমিব') অবস্থান করে।"[৮] এইরূপে এইখানে ব্রহ্মবাদকে পরিত্যাগ করত সাংখ্যের প্রকৃতিপুরুষবাদ প্রপঞ্চিত হইয়াছে। ইহা মনে করা যাইতে পারে যে ব্রহ্ম গুণমায়া দ্বারা প্রকৃতি-পুরুষ-ভাব

---

১) পরমসং, ২৪।২০'২—২১'১

২) ঐ, ২৩।৫০ ; ২৯।২৫ ৩) ঐ, ২৩।৫২'১ ; ২৯।২৭'১

৪) ঐ, ২৩।৪৮ ; ২৯।২৩ ৫) ঐ, ২।৬'১

৬) ঐ, ২।৪ ; আরও দেখ, ২।১৩— ৭) ঐ, ২।১৮—৯

৮) ঐ, ২।২০—৪

প্রাপ্ত হন। তাহা হইলেও ঐ গুণমায়া ব্রহ্মে স্বাভাবিক না ঔপাধিক, নিত্য না আগন্তুক, অপর কথা ব্রহ্ম স্বরূপতঃ সগুণ না নির্গুণ তাহা 'পরমসংহিতা'য় পরিষ্কার করিয়া বলা হয় নাই।

পরে পরে পাঞ্চরাত্রসংহিতায় পরদেবতার স্বরূপ প্রকৃত পক্ষেই সগুণ এবং সবিশেষ, তথা সাকারও, বলিয়া মনে করা হইতে থাকে। 'অহির্বুধ্ন্যসংহিতা'য় ঐ পরিবর্তনের প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। উহাতে ভগবান্ অহির্বুধ্ন্য পরব্রহ্মের স্বরূপ প্রথমে সংক্ষেপে এই প্রকারে নির্দেশ করেন, "যাহা পর ব্রহ্ম (বলিয়া কথিত হইয়া থাকে) তাহা অনাদি ও অনন্ত, অক্ষর ও অব্যয় এবং অজর ও ধ্রুব। তাহা নামরূপ দ্বারা সম্ভেদ্য নহে এবং মন ও বাণীর গোচর নহে। তাহা সর্বশক্তিসমন্তাখ্য ষাড়্‌গুণ্য।"[১] তিনি "স্যাম" ('হইব') বা "বহু স্যাম" ('বহু হইব') এই সঙ্কল্প করত জগদ্রূপে পরিণাম প্রাপ্ত হন। তাঁহার ঐ সঙ্কল্প 'সুদর্শন' নামে অভিহিত হয়।[২] কিঞ্চিৎ পরে, নারদের প্রতি প্রশ্নের উত্তরে, অহির্বুধ্ন্য কথঞ্চিৎ বিস্তারিত-রূপে পরব্রহ্মের স্বরূপ নির্দেশ করেন। তখন তিনি বলেন, পরব্রহ্মের স্বরূপ প্রকৃত পক্ষে "ইদমীদৃগিয়ত্তাভিরপরিচ্ছেদমঞ্জসা" ('ইদং, ঈদৃক্ (ইহাই এবং ঈদৃশই) বলিয়া ইয়ত্তাসমূহের দ্বারা অনায়াসে পরিচ্ছিন্ন করা যায় না)।'[৩] 'অনায়াসে' বলাতে পাছে কেহ মনে করে যে কঠোর পরিশ্রম দ্বারা উহাকে ইয়ত্তা-পরিচ্ছিন্ন করা যায়, সেই হেতু তিনি পুনঃ বলেন যে উহার কোন স্বভাব নাই; সেই কারণে উহা ধ্যানবর্ত্মের বহির্ভূত, ইয়ত্তয়া উহাকে চিন্তাও করা যায় না। তাই উহা 'অচিন্ত্য' বলিয়া পরিকীর্তিত হয়।[৪] সেই হেতু তিনি পূর্বে বলেন যে পরব্রহ্ম নাম ও রূপ দ্বারা অসংভেদ্য, মন ও বাণীর অগোচর। যাহা হউক, সঙ্গে সঙ্গে অহির্বুধ্ন্য ইহা ও বলেন যে, পরমতত্ত্ব 'পরব্রহ্ম', 'ব্রহ্ম', 'পরমাত্মা', প্রভৃতি বলিয়াও প্রকীর্তিত হন।[৫] তখন প্রশ্ন হয়, তিনি যদি সত্য সত্যই নাম রূপের অতীত হন এবং বাণীর আগোচর হন, তবে তাঁহাকে পরব্রহ্মাদি বলা হয় কি প্রকারে? অহির্বুধ্ন্য বলেন, ঐ সকল, কিংবা অপর কোনও, শব্দ প্রকৃত পক্ষে তাঁহাতে "নিমজ্জিত" হয় না,—তাঁহাকে স্পর্শও করে না। পরন্তু ঐ সকল শব্দ, তাঁহাতে বস্তুতঃ অবগাহন না করিলেও, তাঁহা হইতে দূরে বিপ্রকৃষ্ট নহে। সেইহেতু ঐগুলির দ্বারা তিনি উপলক্ষিত হন।[৬] তাৎপর্য এই যে ঐ সকল শব্দ পরমতত্ত্বকে প্রকৃষ্টরূপে খ্যাপন করে না সত্য, পরন্তু তদ্‌গম্য তত্ত্ব পরমতত্ত্ব হইতে অত্যন্ত ভিন্নও নহে; উহারা তাহার প্রত্যাসন্নরূপ খ্যাপন করে। অপর কথায় বলিলে, ঐসকল শব্দ পরমতত্ত্ব প্রকৃষ্টরূপে খ্যাপন করিতে না পারিলেও পর্যাপ্তরূপে ইঙ্গিত করিয়া থাকে। সুতরাং উহা-দিগকে অবলম্বন করিয়া পরমতত্ত্বকে যথাযথ উপলব্ধি করা যায়। সেই কারণে উহারা তাহাতে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। ঐ সকল নামের প্রত্যেকের সংক্ষিপ্ত নিরুক্তিও দেওয়া হইয়াছে,—কোন্ নাম তাঁহাকে কি প্রকারে সঙ্কেত দ্বারা নির্দেশ করিয়া থাকে, তাহা বুঝান হইয়াছে।

---

১) অহির্বুধ্ন্যসং, ২।৬—৭·১ ২) ঐ, ২।৭·২—৯, ৬২

৩) ঐ, ২।২৬·১ ৪) ঐ, ২।৩৪·২—৩৫·২ ৫) ঐ, ২।২৬·২—৩৯

৬) "অদূরবিপ্রকর্ষৈস্তৈর্বস্তুতোঽনবগাহিভিঃ।

ইত্যেবমাদিভিঃ শব্দৈ স্তত্ত্বং তদুপলক্ষ্যতে॥"—(ঐ, ২।৪০)

যে হেতু ব্রহ্মকে ইদন্তয়া ও ঈদৃক্তয়া অর্থাৎ বিধিমুখে নির্দেশ করা যায় না, সেইহেতু অহির্বুধ্ন্য শ্রুতির ন্যায় "নেতি নেতি" ('ইহা নহে, ইহা নহে) করিয়া নিষেধমুখেও তাঁহাকে নির্দেশ করিয়াছেন। "সেই ব্রহ্ম নিশ্চয় বর্তমান নহে, অতীত নহে এবং ভবিষ্যৎ নহে। তিনি নিশ্চয় অগ্রে নাই, পৃষ্ঠে নাই, উর্ধে নাই, (অধে নাই), এবং পার্শ্বদ্বয়েও নাই।"[১] অর্থাৎ পরব্রহ্ম দেশের ও কালের অতীত। পরে অতি স্পষ্ট বাক্যেও বলা হইয়াছে যে পরব্রহ্ম কালাতীত। "স্থূল, সূক্ষ্ম ও পর—এই ত্রিবিধ কাল পরব্রহ্ম পরাত্মা বাসুদেবে অবগাহন করিতে সমর্থ নহে।"[২] "ভগবান্ বাসুদেব…কালবান্ও নহেন।"[৩] "হে মুনি, তিনি (ব্রহ্ম) কাহারও মূল নহেন, মধ্য নহেন এবং অন্তও নহেন। তিনি শয়ন করেন না, বসেন না, স্থিত থাকেন না এবং গমন করেন না।"[৪] অর্থাৎ ব্রহ্ম অবস্থান্তর-বিরহিত, কার্যকারণভাবাতীত। পাছে কেহ মনে করে যে নেতি নেতি নির্বচনের পরিসমাপ্তি সর্বনিষেধে এবং তাহা হইতে অনুমান করে যে ব্রহ্ম অভাব বা শূন্য বলাই তাঁহার উদ্দেশ্য সেইহেতু অহির্বুধ্ন্য পরিশেষে বলেন, "সেই পরব্রহ্ম সর্বদ্বন্দ্ববিনির্মুক্ত, সর্বোপাধিবিবর্জিত, ষাড়্গুণ্য এবং সর্বকারণকারণ।"[৫] সুতরাং নেতি-নেতি-নির্বচনের তাৎপর্য সমস্ত দ্বন্দ্বের এবং সমস্ত উপাধির নিষেধে। পরন্তু সমস্ত উপাধি নিষিদ্ধ হইলেও ষাড়্গুণ্য নিষিদ্ধ হয় না। ষাড়্গুণ্য হেতু ব্রহ্ম সর্বকারণকারণ।"[৬] পরন্তু যদি সর্বকারণকারণ হন, যদি তিনি সঙ্কল্প পূর্বক জগদ্রূপে পরিণাম প্রাপ্ত হন—যেমন ইতিপূর্বে বলা হইয়াছে, তবে কেন বলা হইয়াছে যে তিনি অবস্থান্তরবিরহিত ও কার্যকারণভাবাতীত? তাঁহার সর্বশক্তিসমস্তাখ্য ষাড়্গুণ্য মানিয়া লইলে, সর্বকারণকারণত্ব এবং জগদ্রূপে পরিণামও মানিতে হইবে। তখন তাঁহার অবস্থান্তরবিরহিতত্ব এবং কার্যকারণভাবাতীতত্ব মানা যাইতে পারে না। তাই নারদ জিজ্ঞাসা করেন সেই ষাড়্গুণ্য কি?

"কথং চ গুণহীনং তৎষাড়্গুণ্যং পরিগীয়তে ॥"[৭]

'গুণহীন সেই ব্রহ্ম কি প্রকারে ষাড়্গুণ্য বলিয়া পরিগীত হন?'[৮] অহির্বুধ্ন্য উত্তর করেন, ষাড়্গুণ্য পর ব্রহ্ম স্বশক্তি দ্বারা পরিবৃংহিত হইয়া বহুভবনে সঙ্কল্প করেন এবং জগৎ হন।[৯] তাঁহার সর্বশক্তি আছে। আর

"অপ্রাকৃতগুণস্পর্শং নির্গুণং পরিগীয়তে।"[১০]

'প্রাকৃতগুণস্পর্শরহিতই নির্গুণ বলিয়া পরিগীত হয়।' অর্থাৎ ব্রহ্মকে নির্গুণ বলার তাৎপর্য এই যে তাঁহাতে প্রাকৃত গুণ নাই। পরন্তু তাঁহাতে অপ্রাকৃতগুণ আছে। ব্রহ্ম "অপ্রাকৃতগুণস্পর্শ, অপ্রাকৃতগুণাস্পদ, ভবসমুদ্রের পর পার, নিষ্কলঙ্ক ও নিরঞ্জন। আকার, দেশ ও কাল হেতু অবচ্ছেদযোগ-বিরহিত বলিয়া পূর্ণ, ব্যাপী ও নিত্যোদিত, তথা হেয়োপাদেয়রহিত।"[১১]

---

১) অহির্বুধ্ন্যসং, ২।৪৭ ২) ঐ, ৫৩।৯'২—১০'১

৩) ঐ, ৫৩।১২'১ ; পূর্বে দেখ। ৪) ঐ, ২।৫৩ ৫) ঐ, ২।৫৩

৬) পরে দেখ। ৭) ঐ, ২।৫৪'২

৮) 'লক্ষ্মীতন্ত্রে'ও ব্রহ্মকে 'গুণশূন্য বা নির্গুণ' ষাড়্গুণ্য' বলা হইয়াছে। "পরব্রহ্ম ভগবান্ বাসুদেব জ্ঞানস্বরূপ, দেশকালাদির দ্বারা অভেদিত, নিরঞ্জন, সুখ(স্বরূপ) এবং সদা একরূপ, সুতরাং অজর ও অমর। তিনি গুণশূন্য, পরন্তু ষাড়্গুণ্য।" (২৪।১—২'১) আরও দেখ—২২।৪—৫

৯) অহির্বুধ্ন্যসং, ২।৬২ ১০) ঐ, ২।৫৫'১ ১১) ঐ, ২।২৪-৫

যেই হিসাবে পরমতত্ত্বকে পরব্রহ্মপরমাত্মাদি বলা হয়, সেই হিসাবে ষাড়্‌গুণ্যও বলা হয়, অহির্বুধ্ন্য এই উত্তরও দিতে পারিতেন এবং তাহা অতি সমীচীনই হইত। পরন্তু তাহা না করিয়া তিনি ব্রহ্মে অপ্রাকৃতগুণের সদ্ভাব কল্পনা করিয়াছেন। ঐ কল্পনা পাঞ্চরাত্রমতের নিজস্ব বলিয়া মনে হয়। ব্রহ্মের অপ্রাকৃত গুণসমূহ কি কি সেই সম্বন্ধে পাঞ্চরাত্রসংহিতাসমূহের মধ্যে মতভেদ আছে। কাল ক্রমে উঁহাদিগেতে ব্রহ্মে নব নব অপ্রাকৃতগুণের সদ্ভাব পরিকল্পিত হইয়াছে। পরে পরে কোন কোন পাঞ্চরাত্রবাদী মনে করিতে লাগিল ব্রহ্মে সমস্ত কিছুই আছে, আর তৎসমস্তই অপ্রাকৃত।

আসল কথা পরব্রহ্মের স্বরূপ অতীব দুর্জ্ঞেয়। সেই হেতু তৎসম্বন্ধে মতমতান্তর প্রচলিত হওয়ার সুযোগ হইয়াছে। ব্রহ্মস্বরূপের দুর্জ্ঞেয়তা 'অহির্বুধ্ন্যসংহিতা'য় অতি কবিত্বময় ভাষায় বিবৃত হইয়াছে। "(মানুষ) যদি মনের ন্যায় বেগগামীও হয়, পক্ষীরাজের (গরুড়ের) ন্যায় উড়িতে উড়িতে সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া ঊর্ধ হইতে ঊর্ধতর দিকে গমন করিয়াও কারণের অন্ত নিশ্চয় প্রাপ্ত হয় না।"[১] আরও কথিত হইয়াছে যে ঐরূপে চলিতে চলিতে যদি সে বিশেষ বিশেষ জ্ঞান শিখিতে থাকে, তবুও তাহার জ্ঞানবিকাশ অধিক হয় না। কেননা, পরমাত্মায় সমস্ত তত্ত্বই নিষণ্ণ আছে। ভাব ও অভাব (অর্থাৎ কার্য ও কারণ) উভয় জ্ঞানময় পরমাত্মারূপ সূত্র দ্বারা প্রোত।[২] তাৎপর্য এই যে পরমাত্মায় নিগূঢ় তত্ত্বসমূহের অন্ত নাই, সেইহেতু মানুষের তত্ত্বজ্ঞান-পিপাসার অন্ত হয় না। আবার অন্যত্র অহির্বুধ্ন্য বলিয়াছেন, "পরদেব পরমাত্মা এক, উজ্জ্বল (অর্থাৎ স্বয়ংজ্যোতি) এবং ষাড়্‌গুণ্য। বাক্ অনাদি এবং অনন্ত হইলেও সেই তত্ত্বে অবগাহন করে না। সেই সেই তটস্থ গুণসমূহ দ্বারা যেন ঈষৎ জানাইয়াই ('আজানানে'ব) তাহা স্থিত আছে। হে মুনি, যে যে যেই যেই গুণে ও নামে শ্রান্ত (অর্থাৎ তপস্যা দ্বারা পরিতৃপ্ত হইয়াছে) সে সে সেই সেই বিষয়ে তত্ত্ববিৎ। সেই সেই তত্ত্ববিদ্‌বরগণ স্বনিরূঢ় সেই সেই গুণসমূহ এবং মনুসমূহ দ্বারা জগদ্ধেতুকে নির্দেশ করিয়া থাকে। পরন্তু, হে মহামুনি, অপর্যায়বিদ্‌জনগণ নানাবক্তৃসমীরিত নানাগুণসমন্বিত সেই শব্দসমূহ-দ্বারা ভেদে ব্যবস্থিত হইয়াছে।"[৩] যাহা হউক তৎসম্বন্ধে যে যাহা কিছু জানিয়াছে তাহা বাণী দ্বারা প্রকাশ করিতে পারে না। তাই ব্রহ্ম এই প্রকারে দুর্জ্ঞেয় হইলেও অজ্ঞেয় নহেন। কেননা, মানুষ তাহাকে যথার্থতঃ অনুভব করিতে পারে। অহির্বুধ্ন্য বলেন, "সম্যগ্‌বিজ্ঞানশাস্ত্র হইতে অনেক জন্মসংসিদ্ধ পুণ্যপাপ পরিক্ষয় হইলে, বাসনাজাল নিশ্চিতরূপে ছিন্ন হইলে এবং ত্রৈগুণ্য উপরত হইলে (মানুষ) নিজেই তাঁহাকে অনুভব করিতে সক্ষম হয়। পরন্তু তাঁহাকে 'ইদমিতি' (ইহাই বলিয়া) সাক্ষাদ্ভাবে বাণী দ্বারা ব্যক্ত করিয়া বলিতে আমি সমর্থ নহি।"[৪]

শ্রুতিতে, "প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম,"[৫] "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম,"[৬] ইত্যাদি। সুতরাং তন্মতে ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ। 'অহির্বুধ্ন্যসংহিতা'য়ও সেই প্রকারে বলা হইয়াছে "জ্ঞানমেব পরং রূপং ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ" ('ব্রহ্মের বা পরমাত্মার পরমরূপ জ্ঞানই')।[৭] অধিকন্তু বলা হইয়াছে যে

---

১) অহির্বুধ্ন্যসং, ২।৪৩-৪৪'১ ২) ঐ, ২।৪৪-৫

৩) ঐ, ৮।১০'২-১৪'১ ৪) ঐ, ২।৪১-২ ৫) ঐতউ, ৫।৩

৬) তৈত্তিউ, ২।১ ৭) অহির্বুধ্ন্যসং, ২।৬২'১

"স্বরূপং ব্রহ্মণস্তচ্চ গুণশ্চ পরিগীয়তে।"[১]

'তাহা ব্রহ্মের স্বরূপ ও গুণ বলিয়া পরিগীত হয়।' জ্ঞান শক্ত্যাদি পঞ্চগুণবিশিষ্ট বলিয়া কার্তিত হয়।[২] তাই বলা হয় যে ব্রহ্ম ষাড়্গুণ্য।

'অহির্বুধ্ন্যসংহিতা'য় পরিষ্কার উক্ত হইয়াছে যে ব্রহ্ম আকার ও দেশ দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নহেন, সেইহেতু পূর্ণ ও ব্যাপী;[৩] "রূপতঃ ও প্রকারতঃ অব্যক্ত বলিয়া তিনি 'অব্যক্ত' বলিয়া পরিগীত হন।"[৪] তাহাতে বুঝা যায় তন্মতে ব্রহ্ম নিরাকার। আবার উহাতে ব্রহ্মকে সাকারও মনে করা হইত বোধ হয়। কেননা, পরে কথিত হইয়াছে যে ভগবান্ সুদর্শন শঙ্খচক্রধর দ্বিভুজ মনুষ্যরূপ ধারণ করত দেবগুরু বৃহস্পতির সম্মুখে প্রাদুর্ভূত হইয়া বলেন, "ইহাই আমার স্বাভাবিক পরম রূপ। ইহা অত্যন্ত সাত্ত্বিক। অপক্ষয়বিনাশাদি (ষড্‌ভাববিকার) রহিত নিত্য।"[৫] তাঁহার নাকি আরও চারি রূপ আছে—অষ্টভুজ, ষোড়শভুজ ও দ্বিষষ্টিভুজ রূপ এবং বিশ্বরূপ। ঐ গুলি নিত্য ও স্বাভাবিক নহে। উপাসকদিগকে অনুগ্রহার্থ উহাদের ইচ্ছানুসারেই তিনি সময় সময় ঐ সকল রূপ গ্রহণ করেন।[৬] তিনি আরও বলেন যে "যেমন হৃষীকেশ দেব, তেমন আমিও স্বতঃ অমীমাংস্য, অমর্যাদ এবং অচক্ষুগোচর।"[৭] অন্যত্র আছে সুদর্শনের সর্বশক্তিমত্তা "সাংসিদ্ধিক", "সাংসর্গিক" নহে।[৮]

'পাদ্মসংহিতা'য় বর্ণিত হইয়াছে যে ভগবান্ ব্রহ্মা ভগবান্ বাসুদেবকে "ব্রহ্মলক্ষণ" জিজ্ঞাসা করেন। তাহাতে বাসুদেব উত্তর করেন, "ব্রহ্ম আনন্দলক্ষণ। তিনি অনাদি, অবিক্রিয়, দোষাদি দ্বারা অসংস্পৃষ্ট, নিষ্ক্রিয়, নির্বিকল্প, নির্দ্বন্দ্ব, অনবচ্ছিন্ন, স্বসংবেদ্য, নিরঞ্জন, সুসূক্ষ্ম, স্ববশ, স্বৈর, স্বয়ংজ্যোতি, অনাময়, অনন্ত, অক্ষয়, অদৃষ্টান্ত, অবৃদ্ধিমৎ, শান্ত, ধ্রুব, এক, চিদানন্দ, চিদ্রূপ, সর্বগ, পর, গতাগতবিনির্মুক্ত এবং বিভু। তিনি 'বাসুদেব' নামে অভিহিত হন।"[৯] উনি আরও বলেন, "তিনি সর্বভূতের প্রভব ও ঈশ্বর এবং পুরুষোত্তম। তিনি স্বভাবনির্মল, নিত্য, নিস্তরঙ্গ, নিরাকুল, নির্মর্যাদ, গুণাতীত ও সগুণ, সর্বকামদ, হীনবর্ণের অসংসেব্য, মুমুক্ষু-দিগের অতর্কিত, অধ্যেয় ও ধ্যেয়, আশ্চর্য, আবাঙ্‌মনসগোচর, ষাড়্গুণ্যবিগ্রহ, সর্বশক্তিস্বাশ্রয়-সংশ্রিত, ভূতেশ, ভূতকৃৎ, ভূত, তমের পরে অবস্থিত, প্রধান, প্রকৃতি হইতে ভিন্ন, ভোগ্য ও ভোক্তা, নিরঙ্কুশ এবং প্রমাণপ্রত্যয়াতীত। তিনি সর্বতোঽক্ষিশিরোমুখ, সর্বতপাণিপাৎ, সর্বতঃশ্রুতিমান্, এবং সর্বকে আবৃত করিয়া অবস্থিত,—(সর্বের) অভ্যন্তরে ও বাহিরে স্থিত। তিনি অজ, ওঙ্কার, অব্যক্ত মূলমন্ত্রাত্মক, শিব, মায়ারূপ ও অমায় এবং নিত্যতৃপ্ত। তিনি অণু হইতেও অণু, মহান্ হইতেও মহান্ স্থূল, অমৃদু ও মৃদুদীপ্তিমৎ, অমূর্ত ও মূর্ত, ওজস্বী, চিদ্ঘন এবং নিরুপদ্রব। যোগযুক্ত মনুষ্য পরমজ্ঞানচক্ষু দ্বারা পরব্রহ্মকে সদা এই প্রকার দর্শন করত পরমপদ প্রাপ্ত হয়।"[১০] এইখানে দুই প্রকার বর্ণনা আছে। এই প্রকারে ব্রহ্ম নির্গুণ ও নিরাকার, অপর প্রকারে তিনি সগুণ ও সাকার। উভয়ে পরস্পর-বিরোধী। তাই ব্রহ্মা

---

১) অহির্বুধ্ন্যসং, ২।৫৭.১ ২) ঐ, ২।৬১.২

৩) অহির্বুধ্ন্যসং, ২।২৫ ৪) ঐ, ২।২৯.২ ৫) ঐ, ৪৪।২৯.২-৩০.১

৬) ঐ, ৪৪।২৯.১,৩০.২— ৭) ঐ, ৪৪।৩১.২-৩২.১

৮) ঐ, ২।২।১২ ৯) পাদ্মসং, ১।৫।২৯-৩১ ১০) ঐ, ১।৫।৩২-৮

জিজ্ঞাসা করেন, যিনি বস্তুতঃ অরূপ, তাঁহাকে সর্বতোপাণিপাদাদি কি প্রকারে বলা যায়? বাসুদেব ব্যাখ্যা করেন ব্রহ্ম রূপকচ্ছলেই ঐ প্রকার বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন।[১] সুতরাং ঐ বর্ণনার তাৎপর্য ব্রহ্মকে সাকার বলিয়া সিদ্ধ করণে নহে। "ত্রিভিগুর্ণৈরবদ্ধোঽপি বদ্ধবত্তেষু তিষ্ঠতি" ('তিন গুণ দ্বারা (প্রকৃতপক্ষে) বদ্ধ না হইলেও তিনি যেন বদ্ধ বলিয়া উহাদিগেতে স্থিত আছেন')।[২] সুতরাং গুণাতীত হইলেও সগুণ বলিয়া মনে হয়। ইহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে ব্রহ্মে অপ্রাকৃতগুণের সদ্ভাব কল্পনা 'পাদ্মসংহিতা'য় নাই। পরে ভগবান্ বাসুদেব ঠিক অদ্বৈতবেদান্তীর ন্যায় বলেন যে পরমাত্মা ও জীবাত্মার ঐক্য শ্রুতিচোদিত; জীবের বহুত্ব ঔপাধিক, বাস্তব নহে; এবং মুক্তিতে জীব ব্রহ্মনির্বাণ প্রাপ্ত হয়। তাঁহার ঐ সকল বচন ইতিপূর্বে উদ্ধৃত এবং ব্যাখ্যাত হইয়াছে।[৩] সেইহেতু এইখানে পুনরুদ্ধৃত হইল না। যাহা হউক, তাহাতে মনে হয় যে তদুক্ত ব্রহ্মস্বরূপও অদ্বৈতবাদ-সম্মত হওয়া খুব সম্ভব। তিনি পরে বলেন, "পরমাত্মার যে সর্বাকারবিনির্মুক্ত রূপ", তাহা অবগত হইলেই মুক্তি হয়।[৪] সুতরাং উহাই পরমরূপ। কথিত হইয়াছে যে ঐ রূপ "অভিন্নমেকমব্যক্তং" ('অভিন্ন, এক ও অব্যক্ত')।[৫] সুতরাং উহা সজাতীয়, বিজাতীত ও স্বগত—ঐই ত্রিবিধ ভেদরহিত, অতএব অদ্বৈত।

শ্রুতিতে কখন কখন বর্ণিত হইয়াছে যে ব্রহ্মের হস্তপাদাদি সর্বত্র বর্তমান; তিনি সর্বতঃপাণি, সর্বতঃপাৎ, সর্বতোঽক্ষি, সর্বতঃশির, সর্বতোমুখ এবং সর্বতঃশ্রুতি; তিনি সর্বকে ব্যাপিয়া অবস্থিত।[৬] নারায়ণীয়াখ্যানে, গীতায় এবং কোন কোন পাঞ্চরাত্রসংহিতায়ও তাহা উক্ত হইয়াছে।[৭] তাহা কি প্রকারে সম্ভব?—ব্রহ্মে সেই সকল লক্ষণের একটিও উপপন্ন হয় না মনে হয়। 'জয়াখ্যসংহিতা'য় এই শঙ্কা উত্থাপিত হইয়াছে।[৮] 'পাদ্মসংহিতা'য় ঐ শঙ্কা ভিন্ন প্রকারে,—দার্শনিক দৃষ্টিতে তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ প্রকারে কৃত হইয়াছে। সর্বতঃপাণিপাদাদি রূপবানেরই হইতে পারে,—ঐ সকল লক্ষণ রূপই নির্দেশ করে। ব্রহ্ম স্বরূপতঃ অরূপ। অরূপকে সর্বতঃপাণিপাদাদিযুক্ত বলিয়া কি প্রকারে বলা যায়?[৯] 'জয়াখ্যসংহিতা'র মতে, ভগবান্ বলেন, ব্রহ্ম দেশ ও কাল দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নহেন। অতএব তিনি সর্বগত। এবং সেইহেতু তাঁহাকে 'সর্বতঃপাৎ' বলা হয়। (কেননা, গমন পাদের ক্রিয়া)। এই সমস্ত জগৎ তিনিই (আপনার অভ্যন্তর হইতে বাহিরে) সর্বত্র হইতে ক্ষেপণ করিয়াছেন। (যেহেতু ক্ষেপন হস্তের ক্রিয়া) সেইহেতু সর্বগ তিনি 'সর্বতঃপাণি' বলিয়া অনুমিত হন। যেমন সূর্য আপন কিরণসমূহ দ্বারা ঊর্ধ, অধঃ ও তির্যক্—সর্বদিকে ভাসিত হয়, সেইপ্রকারে সর্বত্র প্রকাশরূপত্ব হেতু তিনি

১) পরে দেখ।

২) পাদ্মসং, ১।৬।১৩'২ ৩) পূর্বে দেখ।

৪) পাদ্মসং, ১।৭।৪১'২-৪২ ৫) ঐ, ১।৭।৪৪'১

৬) 'প্রাচীন অদ্বৈতকাহিনী,' ১ম খণ্ড দেখ।

৭) মহাভা, ১২।৩৩৯।৬'২-৭'১ ; গীতা, ১৩।১৩ (=শ্বেতউ, ৩।১৬;=মহাভা, ১২।২৩৯।২৯ ; আরও দেখ—ঐ,১১।১০, ১৬, জয়াখ্যসং, ৪।৬৩'২-৬৪'১ ১২৫ ; সাত্বতসং, ১।২৫ ; পাদ্মসং, ১।৫।৩৬'২-৭ ; বৃহদ্ব্রহ্মসং, ১।১২।৯১'২ আরও দেখ—অহির্বুধ্ন্যসং, ৩১।৯'১ (পূর্বে দেখ)।

৮) জয়াখ্যসং, ৪।৭২ ৯) পাদ্মসং, ১।৬।১

'সর্বচক্ষু'। যেমন সমস্ত শরীরের নানা অঙ্গসমূহের মধ্যে শির প্রধান বলিয়া কথিত হয়, তেমন এই সংসারে তিনি সর্বপ্রধান,—তাঁহা হইতে শ্রেষ্ঠ কিছুই নাই। এইরূপে শিরবৎ সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া, তথা সমত্ব ও পাবনত্ব হেতু, তিনি 'সর্বশির'। অনন্ত প্রকারের সর্ব রসসমূহ শাস্তস্বরূপ তাঁহার সর্বত্র সর্বদা বর্তমান। সেইহেতু তিনি 'সর্বমুখ' বলিয়া স্মৃত হন। শব্দরাশি তাঁহা হইতে উৎপন্ন। সেই হেতু তিনি 'সর্বতঃশ্রুতিমান্'। অথবা যেমন সর্প দৃক্শ্রাবক অর্থাৎ চক্ষু দ্বারা শ্রবণও করে, তেমন তিনিও দৃক্শ্রাবক। তিনি 'সর্বতোঽক্ষি'। সেইহেতু তিনি 'সর্বতঃ-শ্রুতিমান্'ও। লৌহপিণ্ড হইতে বস্তুতঃ ভিন্ন হইয়াও অগ্নি উহাতে অভিন্নবৎ থাকে। পরব্রহ্মও সেই প্রকারেই এই সর্বকে ব্যাপিয়া পরিস্থিত আছেন।[১] 'পাদ্মসংহিতা'য় ঐ সকল লক্ষণের অধিকাংশের সেই প্রকার ব্যাখ্যা আছে।[২] পরন্তু দুই তিনটি সংজ্ঞার কিঞ্চিৎ ভিন্ন প্রকার উপপত্তি প্রদত্ত হইয়াছে। আমরা এখানে উহাদের উল্লেখ করিব। কথিত হইয়াছে যে যেহেতু সমস্ত বস্তুজাত তাঁহার পুরস্থিত, সেইহেতু ব্রহ্ম 'বিশ্বতোমুখ' বলিয়া অভিহিত হন। সমস্ত জ্ঞানেন্দ্রিয়সমূহ উত্তম শিরকেই আশ্রয় করে। তেমন সর্বজ্ঞানাশ্রয়ত্বহেতু ব্রহ্ম 'সর্বশির' বলিয়া জ্ঞেয়। বিদূরস্থ কিংবা অবিদূরস্থ, তথা ব্যবহিত কিংবা অব্যবহিত, সমস্ত শব্দসজ্ঞাত তিনি শ্রবণ করেন। সেইহেতু তিনি 'সর্বতঃশ্রব'।[৩] যাহা হউক, এই প্রকার ব্যাখ্যা হইতে নিশ্চিত হয় যে শ্রুত্যাদিতে ব্রহ্মে প্রযুক্ত সর্বতঃপাণিপাদাদি সংজ্ঞাসমূহ, জয়াখ্যাদি পাঞ্চরাত্র-সংহিতাসমূহের মতে যথাশ্রুত আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করিতে নাই; প্রকৃত পক্ষে অরূপ ব্রহ্ম রূপকচ্ছলেই ঐ প্রকারে যেন রূপবান্ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। সুতরাং ঐ বর্ণনার তাৎপর্য ব্রহ্মকে রূপবান্ বলিয়া সিদ্ধ করা নহে।

শ্রুতিতে কখন কখন ব্রহ্ম সম্বন্ধে পরস্পর-বিরুদ্ধ উক্তিও দেখা যায়। যথা, শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে উক্ত হইয়াছে যে তিনি "সর্বেন্দ্রিয়গুণাভাস এবং সর্বেন্দ্রিয়বিবর্জিত।"[৪] নারায়ণী-য়াখ্যানে ব্রহ্ম বা নারায়ণকে সেই প্রকারে সগুণ ও নির্গুণ এবং কর্তা ও অকর্তা উভয়ই বলা হইয়াছে।[৫] 'গীতা'য় আছে "পর ব্রহ্ম অনাদি। উহা 'সৎ'ও নহে, 'অসৎ'ও নহে বলিয়া কথিত হয়;[৬] "উহা অসক্ত এবং সর্বভৃৎও, নির্গুণ এবং গুণভোক্তাও। উহা (সর্ব) ভূতের অভ্যন্তরেও আছে, বাহিরেও আছে; চর এবং অচরও; দূরেও আছে, নিকটেও আছে। সূক্ষ্ম বলিয়া উহার স্বরূপ অবিজ্ঞেয়। অবিজ্ঞ হইয়া ভূতসমূহে বিভক্তের ন্যায় স্থিত।"[৭] জয়াখ্যাদি কোন কোন পাঞ্চরাত্রসংহিতায়ও কিঞ্চিৎ ভিন্ন ভাষায় তাহা বিবৃত হইয়াছে।[৮] 'জয়াখ্যসংহিতা'য় তাহা এই প্রকারে ব্যাখ্যাত আছে, সর্বপূর্বত্ব হেতু উহা অনাদি, তথা 'সৎ'ও নহে, 'অসৎ'ও নহে। ইন্দ্রিয়সমূহের অপ্রত্যক্ষ বলিয়া উহাকে 'অসৎ' বলা হয়। পুষ্পের গন্ধাদির ন্যায় উহা স্বসংবেদ্য।[৯] "যেমন নির্মল দর্পণে কিঞ্চিৎ বস্তু আছে (বলিয়া মনে হয়),

---

১) জয়াখ্যসং, ৪।৭৬'২-৮৩ ২) পাদ্মসং, ১।৬।৩-৮

৩) পাদ্মসং, ১।৬।৫-৭ ৪) শ্বেতউ, ৩।১৭'১ ৫) পূর্বে দেখ।

৬) 'গীতা', ১৩।১২'২ পরন্তু 'গীতা'য় কখন কখন উক্ত হইয়াছে যে ব্রহ্ম 'সৎ' এবং 'অসৎ' উভয়ই। (ঐ, ৯।১৯'২ ; ১১।৩৭'২

৭) 'গীতা' ১৩।১৪-১৬'১

৮) যথা দেখ—জয়াখ্যসং, ৪।৬৩'১, ৬৪'২—; পাদ্মসং, ১।৫ ৯) জয়াখ্যসং, ৪।৭৫—৭৬'১

পরন্তু তাহা (প্রকৃত পক্ষে) দর্পণে নাই, অথচ (দৃষ্ট হয় বলিয়া) তাহা উহাতে আছেও (বলিতে হয়), হে দ্বিজ, সেই প্রকারেই এই মায়াময় বিশ্বে ব্যাপী ও সর্বেশ্বর প্রভু গুণসমূহ এবং (তজ্জাত) ইন্দ্রিয়সমূহ দ্বারা সংযুক্ত এবং বর্জিতও। যেমন পদ্মপত্রে জল (অসক্তভাবে থাকে), তেমন তিনি (এই বিশ্বপ্রপঞ্চ দ্বারা) অসক্ত বলিয়া জান। বিশ্বরূপ বলিয়াই তিনি সর্বভৃৎ এবং অমোঘত্ব হেতু নির্গুণ। তিনি উদাসীনের ন্যায় আসীন। সেইহেতু গুণসমূহের গুণভুক্। যেমন জল তদন্তর্গত কুম্ভের (অন্তরে ও বাহিরে) সর্বদা থাকে, তেমন (পরমাত্মা) সর্বজগতের অভ্যন্তরে ও বাহিরে সর্বদা ব্যবস্থিত। যেমন ঘট (এক স্থল হইতে অন্যস্থলে নীত হইলে) তদভ্যন্তরস্থ আকাশ (অর্থাৎ ঘটাকাশ স্থানান্তরে) নীয়মান বলিয়া বিভাবিত হয়, পরন্তু (প্রকৃত পক্ষে) ঘটের নয়ন হেতু আকাশ কোথাও যায় না, বিভুর চলাচলত্ব ঐ প্রকারই বলিয়া অনুমিত হয়। বহু পদ্মপত্র (সূচী দ্বারা) ক্রমে ক্রমে বিদ্ধ হইলেও (যেমন অতিসূক্ষ্মত্ব হেতু তাহা উপলব্ধ হয় না), তেমন (সর্ববস্তুর অভ্যন্তরস্থ ব্রহ্ম) কালবৎ অতিসূক্ষ্ম বলিয়া সদা উপলব্ধ হয় না। অজ্ঞানবশতঃ উহা অতিদূরস্থ বলিয়া মনে হয়, জ্ঞান হইলে উহা হৃদয়ে দৃষ্ট হয়, সুতরাং তখন স্বসংবেদ্য ও চিদাত্মক (ব্রহ্ম) সমীপস্থ হয়। আকাশ ও বায়ু এই দুইয়ের (ভেদ ও) অভেদ যেই প্রকার, ভূতবর্গের এবং পরব্রহ্মের ভেদ এবং ঐক্যও তদ্রূপই।" ইত্যাদি।[১] 'পাদ্মসংহিতা'য়ও প্রায় সেই প্রকার ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।[২]

'অহির্বুধ্ন্যসংহিতা'য় 'সর্বতোমুখ' সংজ্ঞার সাংখ্যাদি বিভিন্ন বাদিগণ কৃত ব্যাখ্যা বিবৃত হইয়াছে। সাংখ্যবাদিগণের মতে, 'মুখ' শব্দের অর্থ 'শক্তি'; যাঁহার সর্বতঃ (বা সর্বত্র) তাহা স্থিত আছে, সেই সনাতন সর্বশক্তি দেবকেই 'সর্বতোমুখ' বলা হয়;[৩] অথবা "সর্বতোমুখ শব্দ দ্বারা দেবের সর্বশক্তিতা, সর্বজ্ঞতা এবং সর্বকর্তৃত্বই প্রোক্ত হয়।"[৪] যোগবাদিগণের মতে উহার অর্থ "সর্বজ্ঞানময়"[৫] এবং পাশুপতগণের মতে "মলত্রয়প্রাগভাব"।[৬] সাত্বতমতানুসারে উহার অর্থ "নানাযোনিনিবেশন" (অর্থাৎ সর্বের মুখ বা যোনি)।[৭] বেদের সুপ্রসিদ্ধ 'পুরুষসূক্তে' পুরুষকে 'সহস্রশীর্ষ', 'সহস্রাক্ষ' ও 'সহস্রপাৎ' বলা হইয়াছে। প্রাচীন কালে 'সহস্র' শব্দ 'বহু' বা 'অসংখ্য' অর্থেও ব্যবহৃত হইত। সুতরাং উহার অর্থ 'সর্ব' বলিয়াও গ্রহণ করা যায়। তাহাতে পুরুষ সর্বশির, সর্বচক্ষু ও সর্বপাদ হয় এবং এই সকল সংজ্ঞা পূর্বোক্ত প্রকারে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। পরন্তু 'অহির্বুধ্ন্যসংহিতা'য় সহস্রশীর্ষাদি সংজ্ঞা ভিন্ন প্রকারে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।[৮] তন্মতে 'শ্রী' যাঁহার 'সহস্র' (বা সহগা), তিনি 'সহস্রশীর্ষ'। সুতরাং উহার অর্থ 'শ্রীপতি'। 'অক্ষ' শব্দের অর্থ 'পুরুষ' এবং 'পাৎ' শব্দের অর্থ 'প্রকৃতি' ষড়্‌গুণান্তর্গত 'শক্তি'কে 'হস্র' বলা হয়। পুরুষ ও প্রকৃতি উহাকে সৃষ্টিতে এবং প্রলয়ে আশ্রয় করে। সেইহেতু উহারা 'সহস্র'। সুতরাং 'সহস্রাক্ষ' অর্থ 'সহস্রত্ব গুণবিশিষ্ট পুরুষ' এবং 'সহস্রপাৎ' অর্থ সহস্রত্বগুণবিশিষ্ট প্রকৃতি'। এই সকল অর্থ অতি কষ্ট-কল্পিত। যাহা হউক, তন্মতেও ঐসকল সংজ্ঞা ব্রহ্মকে

---

১) জয়াখ্যসং, ৪।৮৪— ২) পাদ্মসং, ১।৬।৯—
৩) অহির্বুধ্ন্যসং, ৫৪।৩১'২—৩২'১ ৪) ঐ, ৫৪।৪৮'২—৪৯'১
৫) ঐ, ৫৫।৪'২ ৬) ঐ, ৫৫।৯'২ ৭) ঐ, ৫৫।২৪'২
৮) ঐ, ৫৯।৯-১৩

বা পরমপুরুষকে যথাশ্রুতার্থে রূপবান্ বলিয়া সিদ্ধ করে না, তিনি রূপকচ্ছলেই ঐ প্রকারে বর্ণিত হইয়াছেন।

'অগস্ত্যসংহিতা'র মতে, রামই পরব্রহ্ম।[১] "যেমন ঘট ও কলস একই অর্থেরই অভিধায়ক, তেমন ব্রহ্ম ও রাম নিশ্চয়ই একার্থতৎপর।"[২] রামের স্বরূপ মন ও বাণীর অগোচর।[৩] তবে ইহা বলা হয় যে "রাম সচ্চিদানন্দলক্ষণ পরজ্যোতিই,"[৪] "অতচ্ছংদোরূপ পরম মহঃ।"[৫] তাঁহাকে কখন কখন 'মহাপুরুষ'—'পুরুষোত্তম' বলা হয়। আবার ইহাও বলা হয় যে পুরুষ, স্ত্রী, কিংবা নপুংসকের আকার ও লক্ষণ তাঁহাতে নাই;[৬] তিনি "নিরাকৃতি", "নিরাকার"।[৭] কখন কখন বলা হইয়াছে যে তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বেশ্বর, সর্বরূপ ও সর্বদেবময়;[৮] বিশ্বরূপ।[৯]

"কার্যং কর্তা কৃতিদেবঃ কারণং ত্বং হি কেবলম্।"[১০]

আবার কখন কখন বলা হইয়াছে যে তিনি "নির্বিকল্প"।[১১]

'শ্রীপ্রশ্নসংহিতা'র মতে, "পরমপদ কৈবল্য, যাহা অনির্দেশ্য, অগম্য, সর্বগ, সর্বসাক্ষিমৎ, নিষ্কল, নির্মল, শান্ত, সর্বাতীত ও নিরঞ্জন, যাহা পরব্রহ্ম বলিয়া প্রোক্ত হয়;"[১২] আর "বাসুদেব সর্বাকার, নিরাকার, শুদ্ধস্ফটিকসন্নিভ, চতুর্ভুজ, শঙ্খচক্রগদাধর, আনন্দজলধিশুদ্ধ, নির্গুণ, পীতবাস, পুণ্ডরীকায়তেক্ষণ, কিঞ্চিৎস্মিতমুখ এবং ব্রহ্মাদি সর্বদেবগণের উৎপত্তির পরম কারণ।"[১৩]

পাঞ্চরাত্রসংহিতাসমূহে বিশেষভাবে উক্ত হইয়াছে যে ব্রহ্ম "ষাড়্গুণ্য", "ষাড়্গুণ্য-মহিমান্বিত", "ষাড়্গুণ্যবিগ্রহ" বা "ষাড়্গুণ্যবিগ্রহদেব"।[১৪] ঐ সকল সংজ্ঞার অন্তর্নিহিত গূঢ়রহস্য সম্যক্ প্রণিধান কর্তব্য।[১৫] জ্ঞান, শক্তি, ঐশ্বর্য, বল, বীর্য, এবং তেজ—এই ছয় গুণকে পাঞ্চরাত্রশাস্ত্রে 'ষড়্গুণ' বলা হয়।[১৫] ঐ ষড়্গুণ-যুক্ত বা ষড়্গুণ-ময় বলিয়া ব্রহ্মকে 'ষাড়্গুণ্যা'দি

১) অগস্ত্যসং, ২৩।৪৮ ; ২৮।৭'২

২) ঐ, ১৯।২৮ ৩) ঐ, ৩।২৫'২ ৪) ঐ, ২৪।১'২—

৫) ঐ, ২।৩'২ ৬) ঐ, ২।৪'২-৫'১ ৭) ঐ, ৩।৩'২, ৭'২

৮) ঐ, ২।৫'২-৬ ৯) ঐ, ৪।১৪— ১০) ঐ, ৪।১৯'১

১১) ঐ, ৪।১৯'৩

১২) শ্রীপ্রশ্নসং, ৩।৩'২—৫'১ ১৩) ঐ, ৩।৯'২—১১

১৪) যথা দেখ—

"ষাড়্গুণ্য" (অহির্বুধ্ন্যসং, ২।৬২'১ ; ৮।১০'২ ; সাত্বতসং, ৫।৯৮'১ ; পৌষ্করসং, ১৯।৩৪'২ ; লক্ষ্মীতং, ২।৯'১ ; ১১।২'১

"ষাড়্গুণ্যমহিমান্বিত" (জয়াখ্যসং, ৪।১০'১)

"ষাড়্গুণ্যবিগ্রহ" (সাত্বতসং, ১২।৫০'১ ; পৌষ্করসং, ৯।১৩৬'২ ; লক্ষ্মীতং, ১১।২'১

"ষাড়্গুণ্যবিগ্রহদেব" (পৌষ্করসং, ২৭।১৭৪'১

১৫) ইহা বোধ হয় বলা উচিত যে 'ষাড়্গুণ্য' সংজ্ঞা অপর শাস্ত্রে ভিন্নার্থে ব্যবহৃত হয়। যথা রাজধর্মশাস্ত্র মতে সন্ধানাসন, যাত্রাসন্ধান, বিগৃহ্যাসন, দ্বৈধীভাব, অন্য (দুর্গ)সংশ্রয় এবং পর(রাজ্য)সংশ্রয়—ইহারাই 'ষাড়্গুণ্য' (মহাভা, ১২।৬৯।৬৭-৮)

বলা হয়। এবং সেই হেতু তাঁহাকে 'ভগবান্'ও বলা হয়।[১] 'অহির্বুধ্ন্যসংহিতা'য় বিবৃত হইয়াছে যে "(ব্রহ্ম) অজড় (অর্থাৎ চিৎস্বরূপ), স্বসংবেদী, এবং নিত্য সর্বাবগাহন (অর্থাৎ সর্বজ্ঞ); তাহাকেই গুণচিন্তকগণ তাঁহার 'জ্ঞান' নামক প্রথম গুণ বলেন।" তাঁহার "জগতপ্রকৃতিভাব" (অর্থাৎ জগতের উপাদানতা) তাঁহার 'শক্তি' বলিয়া পরিকীর্তিত হয়। তাঁহার "স্বাতন্ত্র্যপরিবৃংহিত কর্তৃত্ব"কেই গুণতত্ত্বার্থচিন্তকগণ 'ঐশ্বর্য' বলিয়া থাকেন।[২] জগতের সৃষ্ট্যাদি কর্ম সতত করিতে থাকিলেও তাহাতে তাঁহার কিঞ্চিন্মাত্রও পরিশ্রম হয় না। ঐ "শ্রমহানি" (বা পরিশ্রান্তির অভাব) তাঁহার 'বল' গুণ নামে অভিহিত হয়। জগতের উপাদান-ভাব সত্ত্বেও, সুতরাং জগদ্রূপে পরিণাম সত্ত্বেও, তিনি নির্বিকার থাকেন। তাঁহার ঐ "বিকার-বিরহ" (বা বিকার-রাহিত্য) তাঁহার 'বীর্য' গুণ। ঐ গুণ হেতু অর্থাৎ স্বরূপ হইতে কখনও চ্যুত হন না বলিয়া ব্রহ্ম 'অচ্যুত' নামেও অভিহিত হইয়া থাকেন।[৩] "সহকার্যানপেক্ষা" (অর্থাৎ অপর কোন সহকারীর অপেক্ষা ব্যতীতও নিজে নিজেই যে তিনি জগতের সৃষ্ট্যাদি সম্বন্ধে যাহা করিতে ইচ্ছা করেন, তাহাই সম্যক্ করিতে পারেন, উহাই) তাঁহার 'তেজ'গুণ বলিয়া সমুদাহৃত হয়।[৪] 'লক্ষ্মীতন্ত্রে'র মতে, "'অহং' এই অন্তররূপ, তথা স্ফটিকাদিলক্ষণ প্রকাশাদিকরূপ, 'জ্ঞান'রূপ বলিয়া উক্ত হয়।" সৃষ্ট্যাদির উদ্যমে ভগবানের যে "অব্যাহতি", তাহাই তাঁহার পরম 'ঐশ্বর্য'। তত্ত্বশাস্ত্রসমূহে উহা 'ইচ্ছা' নামেও অভিহিত হইয়া থাকে।[৫] তাঁহার "জগতপ্রকৃতিভাব" 'শক্তি' বলিয়া কথিত হয়। সৃষ্ট্যাদিতে "শ্রমাভাব" তাঁহার 'বল'। কার্যের "ভরণ"ও 'বল' নামে অভিহিত।[৬] জগতের প্রকৃতিত্ব সত্ত্বেও সর্বদা "বিকার-বিরহ" তাঁহার 'বীর্য'। "দধি সমুদ্ভব হইলে দুগ্ধ আপন স্বভাব আশু পরিত্যাগ করে। পরন্তু জগদ্ভাব (গ্রহণ) সত্ত্বেও আমার সেই বিকৃতি নিত্যই নাই। এই বিকার-বিরহই 'বীর্য' বলিয়া তত্ত্ববিদ্গণকর্তৃক বিবেচিত হয়।[৭] বিক্রমও বীর্য বলিয়া কথিত হয়। পরন্তু তাহা ঐশ্বর্যের অংশ বলিয়া স্মৃত হয়। সর্বকার্যে সহকারীর অনপেক্ষা 'তেজ'।[৮]

১) "ষাড়্গুণ্যগুণযোগেন ভগবান্ পরিকীর্তিতঃ॥"—(অহির্বুধ্ন্যসং ২।২৮·২
"পূর্ণষাড়্গুণ্যরূপত্বাৎ সাঽহং ভগবতী স্মৃতা।" (লক্ষ্মীতং ৪।৪৮·১)

২) "স্বাতন্ত্র্যমনিযোজ্যং তু বিষ্ণোঃ ষাড়্গুণ্যরূপিণঃ॥" (অহির্বুধ্ন্যসং, ৮।১৯·২)

৩) আরও দেখ—
"অবিকার্যস্বভাবত্বাদব্যাপ্যত্বাত্তথাঽচ্যুতঃ।" (ঐ, ২।৩৬·১)

৪) অহির্বুধ্ন্যসং, ২।৫৬-৬১·১

৫) আরও দেখ—
"হেত্বন্তরানপেক্ষং যৎ স্বাতন্ত্র্যং বিশ্বনির্মিতৌ।
তদৈশ্বর্যং.................. ॥"—(লক্ষ্মীতং, ৪।৯
"অনিযোজ্যং মমৈশ্বর্যমিচ্ছৈব মম কারণম্।"—(ঐ, ৩।১২·১)

৬) সঙ্কর্ষণও 'বল' নামে অভিহিত হইয়া থাকেন; কেননা, তিনি বিশ্বপ্রপঞ্চকে ভরণ করেন।
"বিভর্তি সকলং বিশ্বং তিলকালকবৎ স্বতঃ॥
বলনিত্যেব তন্নাম ততো বেদান্তশব্দিতম্।"—(ঐ, ৪।১৪·২-১৫·১)

৭) দেখ—"বিকারবিরহো বীর্যমধিকারী ততশ্চ সঃ।"—(ঐ, ৪।১৬·১)

৮) "তেজস্তন্ত্রাপেক্ষত্বমনিরুদ্ধত্বমপ্যদঃ।" (ঐ, ৪।১৭·১)

তত্ত্ববেদিগণ তাহাকে শ্রেষ্ঠগুণ বলেন। "কেহ কেহ পরাভিভবসামর্থ্যকে 'তেজ' বলে ; আর কোন কোন তত্ত্বকোবিদ্ ঐ তেজকে ঐশ্বর্যে যোজনা করে।"[১] অপর কোন কোন পাঞ্চরাত্র-সংহিতায়ও ষড়্গুণের প্রায় সেই প্রকার ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।[২] এই সকল ব্যাখ্যা হইতে জানা যায় যে পাঞ্চরাত্রশাস্ত্রে সুপ্রসিদ্ধ ব্রহ্মের ছয় গুণের এক জ্ঞান-গুণ ব্যতীত শক্ত্যাদি অপর পাঁচ গুণই সম্পূর্ণতঃ বিশেষভাবে জগৎপ্রপঞ্চের সৃষ্ট্যাদি সম্পর্কিত, সুতরাং জগতপ্রপঞ্চ-সাপেক্ষ। জ্ঞান-গুণের সর্বজ্ঞভাব (বা সর্বপ্রকাশকত্ব)ও সর্ব বা জগৎসাপেক্ষ। সুতরাং জ্ঞান-গুণও অংশতঃ জগৎ-সাপেক্ষ। কোন কোন পাঞ্চরাত্রসংহিতায় ইহাও সুস্পষ্টতঃ উক্ত হইয়াছে যে শক্ত্যাদি পাঁচগুণ জ্ঞানেরই গুণ বলিয়া বিবেচিত হয়।[৩] সুতরাং ব্রহ্মের সমস্ত গুণই জগতপ্রপঞ্চ-সাপেক্ষ। এবং উহাদের ঐ তাৎপর্য-ব্যাখ্যা হইতে জানা যায় যে পাঞ্চরাত্রশাস্ত্র মতে ব্রহ্ম বিশেষভাবে জগতপ্রপঞ্চের (১) সৃষ্ট্যাদি-কর্তাই, অর্থাৎ নিমিত্তকারণ, এবং (২) উপাদান কারণ। কোন প্রকার সহকারী কারণের অপেক্ষা তাঁহাকে করিতে হয় না। সুতরাং ব্রহ্ম জগতের সর্বকারণ। তিনি নিজে নিজেই জগত-প্রপঞ্চ হন। তাঁহার ইচ্ছাই উহার একমাত্র কারণ।[৪] অধিকন্তু জগদ্ভবন সত্ত্বেও তাঁহার স্বরূপের কোন বিকার হয় না,—তিনি আপন

১) লক্ষ্মীতং, ২।২৬-৩৪

২) পরবর্তী পাঞ্চরাত্রিক ভাষ্যকারদিগের কেহ কেহ উহাদের কোন কোনটার কিঞ্চিৎ ভিন্ন বৈকল্পিক র্থও করিয়াছেন। যথা,—আচার্য বেঙ্কটনাথ বলেন, জ্ঞান "সর্বসাক্ষাৎকাবরূপ" ; বল—"শ্রম-প্রসঙ্গ-রহিত সর্বধারণ-র্থ্য" ; ঐশ্বর্য="অব্যাহতেচ্ছ, সর্বনিয়ন্তৃত্ব"; বীর্য="সর্বোপাদনত্ব, সর্বধারণ এবং সর্বনিয়মন সত্ত্বেও বিকার-রহিতত্ব ; "স্বেতরসর্বনির্বাহিকা সর্বোপদানাত্মিকা, অথবা যাহা অপরের দ্বারা অশক্যত্ব হেতু অঘটিতের ন্যায় প্রতিভাত য়, তদ্ঘটনসামর্থ্যরূপা ;" তেজ="অস্বাধীনসহকার্যনপেক্ষত্ব"। ('গদ্যত্রয়ভাষ্য' ('বেদান্তদেশিকগ্রন্থমালা', ব্যাখ্যান ভাগ, ১ম সম্পুট, ১১১ পৃষ্ঠা)) বর্বর মুনি বলেন, জ্ঞান="সর্বদা সর্ববিষয়প্রকাশক স্বপ্রকাশ গুণ বিশেষ ;" শক্তি= জগৎ প্রকৃতিভাব" বা "অঘটিতঘটনসামর্থ্য" ; বল="জগৎকারণত্ব-প্রযুক্তশ্রমাভাব" বা "সর্ববস্তুধারণসামর্থ্য" ; ঐশ্বর্য= কর্তৃত্ব-লক্ষণ স্বাতন্ত্র্য" বা "সর্ববস্তুনিয়মনসামর্থ্য" ; এবং তেজ="সহকারিনৈরপেক্ষ্য" বা "পরাভিভবসামর্থ্য"।

'কক্ষ্যাস্তোত্রে' আছে,

"জ্ঞানং প্রশান্তং তব বোধবৃত্তিরৈশ্বর্যমুদ্যৎপ্রসরবা পরেষাম্।
প্রকাশনং প্রত্যপি যোগ্যরূপা শক্তির্বহিঃস্বৈর্যবতী বলং সা ॥
উৎপন্নব হৃপ্রসরাং তু বীর্যং তেজশ্চ বাহ্যানবভাসয়ন্তি।
যোঢ়েত্থমেকমেব তব স্বশক্তির্ব্যাহ্যাবমর্শাত্ ভবেদবিদ্যা ॥"

—('স্পন্দপ্রদীপিকা'য় ধৃত, ২৬ পৃষ্ঠা)

৩) যথা দেখ—অহির্বুধ্ন্যসং, ২।৬১·২ ; লক্ষ্মীতং, ২।২৫,৩৫·১

'ষাড়্গুণ্যবিবেকে' আছে,

"গুণেষু জ্ঞানমাত্মং তে তেন তত্ত্বেঽবধারিতে।
ধর্মত্বেনেষিতা শক্তির্বলবীর্যৌজসাং স্থিতেঃ ॥"

—('স্পন্দপ্রদীপিকা'য় ধৃত, ২৬ পৃষ্ঠা)

ভগবতী লক্ষ্মী আবার ইহাও বলিয়াছেন যে জ্ঞান, ঐশ্বর্য এবং শক্তি তাঁহার তিন স্বভাব, সুতরাং তাঁহা হইতে অপৃথক ; বল, বীজ ও তেজ এই গুণত্রয় "শ্রমাদ্যাবিদ্যাভাবাখ্যং জ্ঞানাদেরুপসর্জনং"। (লক্ষ্মীতং, ২।৪৬-৭) আবার কিঞ্চিৎপরে বলিয়াছেন, তাঁহার স্বরূপ একমাত্র সংবিৎই, ঐশ্বর্যাদি গুণ নহে। ঐশ্বর্যাদি গুণ তাহাতে নাই। তবে পরে তাঁহার নিজ স্বাতন্ত্র্যবশেই তাহাতে ঐশ্বর্যাদিগুণবিভাগ উন্মেষিত হয়। (ঐ, ৩।২-৪)

৪) "অনিযোজ্যং স্বমৈশ্বর্যামিচ্ছৈব মম কারণম্।"—(ঐ, ৩।১২·১)

স্বরূপে যথাযথ স্থিত থাকেন। ইহাই ষাড়্‌গুণ্যোক্তির তাৎপর্য।[১] স্বকৃত 'ব্রহ্মসূত্রে' ভগবান্‌ বাদরায়ণও ব্রহ্মের ঐ লক্ষণ দিয়াছেন।[২] তিনি শ্রুতিমূলে উহা নিরূপণ করিয়াছেন। শ্রুতিতে ব্রহ্মের লক্ষণ ঐ প্রকার বলিয়া নির্দেশিত হইয়াছে,—

"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎপ্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি, তদ্‌বিজিজ্ঞাসস্ব। তদ্‌ব্রহ্মেতি।"[৩]

"সোঽকাময়ত বহু স্যাং প্রজায়েয়···সচ্চ ত্যচ্চাভবৎ তদাত্মানং স্বয়মকুরুত।"[৪]

'তিনি কামনা করিলেন, 'আমি বহু হইব,—জন্মিব'···তিনি সৎ এবং ত্যৎ হইলেন। তিনি নিজে নিজেই নিজেকে সেইরূপ করিলেন।' সুতরাং বলা যায় যে পাঞ্চরাত্রশাস্ত্রে উক্ত ব্রহ্মের লক্ষণ শ্রুতিমূলকই। তবে ঐ শ্রুত্যুক্ত ঐ ব্রহ্মলক্ষণকে যুক্তিবিচার দ্বারা বিশ্লেষণ করিয়া পরবর্তী পাঞ্চরাত্রশাস্ত্রে ছয় গুণরূপে প্রকাশ করিয়াছেন। আচার্য বেঙ্কটনাথ মনে করেন যে ঐ ষড়্‌গুণ-কল্পনাও শ্রুতিমূলক বা শ্রুতিতে ঐগুলি প্রকারান্তরে নির্দেশিত হইয়াছে।[৫] যথা, শ্রুতিতে আছে, ব্রহ্ম জ্ঞান-স্বরূপ।

"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম"[৬]

"বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম"[৭]

তিনি সর্বজ্ঞও। "যঃ সর্বজ্ঞঃ সর্ববিদ্‌"।[৮] সুতরাং শ্রুতি মতে ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ ও জ্ঞানগুণযুক্ত। বেঙ্কটনাথ মনে করেন যে উহাকেই পাঞ্চরাত্রশাস্ত্রে ব্রহ্মের 'জ্ঞান' গুণ বলা হইয়াছে।[৯] শ্রুতিতে আছে,

"যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম্‌"[১০]

"এষ সেতুর্বিধরণঃ"[১১] "অথ য আত্মা স সেতুর্বিধৃতিঃ"[১২]

উহাকেই পাঞ্চরাত্রশাস্ত্রে 'বল' গুণ বলা হইয়াছে। শ্রুতিতে আছে,

১) বেঙ্কটনাথ বলেন, "ইহসংসারে কেহ কেহ নিজের আপদাদি অবস্থায় নিজের বিভূতিকে জানে না। জানিলেও ধারণ করে না। জানিয়া এবং ধারণ করিয়াও সর্বথা নিয়মন করিতে সমর্থ হয় না। ধারণে এবং নিয়মনে সমর্থ হইলেও ক্লান্ত হয়। ক্লান্ত না হইলে তৎসত্তাস্থিতিহেতু হয় না। তাহার হেতু হইলেও পরাধীন বা সহকারি-সাপেক্ষ হয়। উনি (ব্রহ্ম) ঐ প্রকার নহেন,—ইহাই গুণক্রমোক্তির তাৎপর্য।" (''গদ্যত্রয়ভাষ্য' (গ্রন্থমালা, ১১১ পৃষ্ঠা))

২) যথা দেখ—

"জন্মাদ্যস্য যতঃ"—ব্রহ্মসূত্র, ১।১।২

"প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুরোধাৎ"—(ঐ, ১।৪।২৩)

"আত্মকৃতে পরিণামাৎ"—(ঐ, ১।৪।২৬)

"বিকারাবর্তি চ তথাহি স্থিতিমাহ" (ঐ, ৪।৪।১৯)

৩) তৈত্তিউ, ৩।১ ৪) ঐ, ২।৬

৫) 'গদ্যত্রয়ভাষ্য' ('বেদান্তদেশিকগ্রন্থমালা', ব্যাখ্যান বিভাগ, ১ম সম্পুট' ১১১ পৃষ্ঠা)।

৬) তৈত্তিউ, ২।১ ৭) বৃহউ, ৩।৯।২৮ ৮) মুণ্ডকউ, ১।১।৯; ২।২।৭

৯) 'অহির্বুধ্ন্যসংহিতা'য় জ্ঞান সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে যে "স্বরূপং ব্রহ্মণস্তচ্চ গুণশ্চ পরিগীয়তে।" (২।৫৭-১)

১০) বাজসং (মাধ্য), ৩২।৮; কাম্বসং; ৪।৫।৩।৫;

১১) বৃহউ, ৪।৪।২২ ১২) ছান্দোগ্যউ, ৮।৪।১

"এষ সর্বেশ্বর এষ ভূতাধিপতিরেষ ভূতপালঃ" [১]

"স এষ সর্বস্যেশানঃ সর্বস্যাধিপতিঃ সর্বমিদং প্রশাস্তি যদিদং কিঞ্চ" [২]

"এষ সর্বেশ্বর এষ সর্বজ্ঞ এষোঽন্তর্যামী" [৩]

বেঙ্কটনাথ বলেন, এই সকল শ্রুতিতে উক্ত "অব্যাহতেচ্ছ সর্বনিয়ন্তৃত্ব"কেই পাঞ্চরাত্রশাস্ত্রে 'ঐশ্বর্য' বলা হইয়াছে। তিনি আর বলিয়াছেন যে

"ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকম্
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ"

এই শ্রুতিতে নির্দেশিত "পরাভিভবনসামর্থ্যকে তেজ" বলা হইয়াছে॥ বীর্য এবং শক্তিগুণ নির্দেশক কোন শ্রুতিবচন তিনি উদ্ধৃত করেন নাই।

কোন কোন পাঞ্চরাত্রসংহিতায় বিবৃত হইয়াছে যে ব্রহ্ম স্থূল, সূক্ষ্ম এবং পর—এই ত্রিবিধরূপে অবস্থিত আছেন। 'জয়াখ্যসংহিতা'র মতে, স্থূলরূপে তিনি "স্বকীয় যোগযুক্তি দ্বারা জগতের স্রষ্টা, পালয়িতা এবং সংহর্তা। সূক্ষ্মরূপে তিনি সর্বভূতের হৃদয়াভ্যন্তরে নিবাস করেন এবং ভাবিতাত্মা ভক্তদিগকে অনুগ্রহ করেন। পররূপে তিনি ব্যাপক এবং অমল আনন্দস্বরূপ। যেমন শিখা, শাখা, পত্র, পুষ্প এবং ফল সমন্বিত বিরাট্ বৃক্ষ (সর্বত্রই) মূলে সিক্ত রস দ্বারা ব্যাপ্ত, তেমন পররূপে তিনি নিখিল জগৎকে ব্যাপিয়া (বা রসাক্ত করিয়া) আছেন।[৪] কিঞ্চিৎ পরেও উক্ত হইয়াছে যে "যেমন ঔষধীসমূহ রস দ্বারা পূরিত, তেমন চেতন এবং অচেতন, তথা স্থাবর ও জঙ্গম, সর্বভূত এক ও অভিন্ন পরমেশ দ্বারা আপূরিত। সেই হেতু তিনি 'ভূতভৃৎ'।"[৫] ঐ তিনটি হইতে ভিন্ন 'অচ্যুত' নামে ব্রহ্মের অপর এক রূপের উল্লেখও জয়াখ্যসংহিতা'য় পাওয়া যায়। কথিত হইয়াছে যে স্থূল, সূক্ষ্ম ও পর—এই তিন রূপ যথাক্রমে প্রধান, পুরুষ ও ঈশ নামক তত্ত্বত্রয়কে ব্যাপিয়া স্থিত, আর অচ্যুত সাক্ষাদ্ভাবে ঐ ত্রিতয়কে ব্যাপিয়া ত্রিধা অবস্থিত আছেন। অচ্যুত "নিরাশ্রয়, অসঙ্কল্প, স্বরূপ হইতে অচ্যুত, স্থির, অচল, ধ্রুব এবং গ্রাহ্যগ্রাহকধর্মনির্মুক্ত।" উহা প্রকৃত পক্ষে এক থাকিয়াও ব্যাপ্য-ব্যাপক-ভেদে অনেকধা আছে।[৬] ঐ অচ্যুত রূপই ব্রহ্মের পরম রূপ। 'পাদ্মসংহিতা'য় বর্ণিত হইয়াছে যে "তাঁহার রূপ ত্রিবিধ বলিয়া কথিত হয়,—স্থূল, সূক্ষ্ম ও পর। হে কমলসম্ভব, তাঁহার স্থূলরূপ সকল, সূক্ষ্ম রূপ সকল-নিষ্কল এবং পররূপ নিষ্কল বলিয়া জ্ঞেয়। পরমাত্মার সহস্রশীর্ষাদিরূপ সকল, তেজঃপুঞ্জসপাদিরূপ সকল-নিষ্কল এবং সচ্চিদানন্দরূপাদিরূপ নিষ্কল বলিয়া কথিত হয়।"[৭] 'পরমসংহিতা'য়ও আছে যে ব্রহ্মের রূপ পরম, সূক্ষ্ম ও স্থূল—এই ত্রিবিধ। তবে তদুক্ত রূপত্রয় 'জয়াখ্যসংহিতা'য় এবং 'পাদ্মসংহিতা'য় বর্ণিত পূর্বোক্ত রূপত্রয় হইতে কথঞ্চিৎ ভিন্ন। উহার মতে, ব্রহ্মের "পরমরূপ অনির্দ্দেশ্য এবং অলক্ষণ।"[৮] সূক্ষ্মরূপে তিনি "পুরুষোত্তম"। "দ্যুলোককে ঐ সূক্ষ্মশরীরীর শির, আকাশকে তাঁহার জঠর, পৃথিবীকে পাদ, সূর্যকে দৃষ্টি, চন্দ্রকে মন, (বায়ুকে) প্রাণ, দিক্সমূহকে

---

১) বৃহউ, ৪।৪।২২ ২) বৃহউ, ৫।৬।১ ৩) মাণ্ডুক্যউ, ৬

৪) জয়াখ্যসং, ৪।২৩—২৬.১ ৫) ঐ, ৪।৯৩—৯৪.১ ; আর ও দেখ—পূর্বে

৬) ঐ, ১৬।১০.২—৩ ৭) পাদ্মসং, ১।৬।৩৮—৪০

৮) পরমসং, ২৪।২৬.১

হসমূহ, এবং শক্তিসমূহকে উহাঁর আয়ুধসমূহ বলিয়া মনে করিতে হইবে। উনি নিশ্চয় চ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য, অশোষ্য, নিত্য সর্বগত এবং স্থাণু।"[১] সুতরাং ঐ সূক্ষ্মশরীরী পুরুষোত্তম দাদিতে বর্ণিত বিরাট্পুরুষই। স্থূলরূপ ক্ষুদ্র বা পরিচ্ছিন্ন পুরুষরূপ। কথিত হইয়াছে যে রূপ সূক্ষ্মরূপ হইতে উৎপন্ন,[২] এবং উহা সত্য-নিষ্ঠিত নহে ("ন তু সত্যেন নিষ্ঠিতম্")।[৩] রূপে স্থূল ও সূক্ষ্ম উভয়রূপই কল্পিত। সুতরাং একমাত্র পরমরূপই সত্যরূপ। অধিকন্তু ইহাও থিত হইয়াছে ঐ রূপদ্বয় ধ্যানপূজার্থই কল্পিত। কর্মপরায়ণ মনুষ্য স্থূলরূপের ধ্যান করিবে। র যখন মন কর্মসমূহ হইতে নিবৃত্ত হইয়া সংযমে নিরত হয় এবং তাহাতেই মনে অভিরুচি, তখনই সূক্ষ্মশরীরী পুরুষোত্তমের পূজা কর্তব্য।[৪] অন্যত্র আছে যে স্থূলরূপ আবার পর ও র ভেদে দ্বিবিধ ; পররূপ চতুর্ভুজ, শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী ও শুদ্ধস্ফটিকসন্নিভ ; আর অপররূপ ভুজ, ও মহেন্দ্রনীলসঙ্কাশ ; এবং অভ্যুদয়লাভার্থ অপররূপের ও নির্বাণলাভার্থ পররূপের পূজা রিতে হইবে।[৫] ইহা প্রণিধান কর্তব্য যে বিরাট্পুরুষকে 'পরমসহিতা'য় সূক্ষ্মরূপ বলা য়াছে। পরন্তু '(বিষ্ণু)ভাগবতপুরাণে' উহাকে স্থূলরূপ,[৬] "স্থবিষ্ঠশ্চ স্থবীয়সাম্" ('স্থূল হইতে তম')রূপ[৭] বলা হইয়াছে।

পাঞ্চরাত্রশাস্ত্রে অন্য দৃষ্টিতে পরব্রহ্ম বাসুদেবের ব্যূহাদি অপরাপর রূপসমূহেরও পরিকল্পনা ছে। 'অহির্বুধ্ন্যসংহিতা'য় স্পষ্টতঃ উক্ত হইয়াছে যে পাঞ্চরাত্র তন্ত্র "পর-ব্যূহ-বিভব-স্বভাবাদি পণ"-পরক।[৮] ব্যূহবাদের ও বিভববাদের বিবরণ পূর্বে প্রদত্ত হইয়াছে।[৯] সুতরাং এই-ন তাহার পুনরুল্লেখের প্রয়োজন নাই। তবে এইখানে ইহা প্রদর্শন করা উচিত মনে যে ঐ অপরাপর রূপসমূহ কি কি? অথবা উহারা সংখ্যায় কত, তৎসম্বন্ধে পাঞ্চরাত্রসংহিতা হর মধ্যে মতভেদ পরিদৃষ্ট হয়। প্রাচীন সংহিতাসমূহে পরব্রহ্মের পর, ব্যূহ ও বিভব—এই রূপের মাত্র উল্লেখ আছে। যথা, 'পৌষ্করসংহিতা'য় বিবৃত হইয়াছে যে লোকানুগ্রহ-নায় প্রবৃত্ত বাসুদেব স্বয়ং স্বচ্ছসৎ ষড়্‌গুণাত্মা (বাসুদেব), ব্যূহ ও বিভব এই তিন ভাব ণ করিয়াছেন।[১০] উহাতে আরও উক্ত হইয়াছে যে "সেইহেতু শাশ্বত অচ্যুতরূপ কিংবা বা বিভব নামক রূপ পরপদ প্রাপ্তির পরম কারণ বলিয়া স্মৃত হয়। উহা ক্ষিপ্রই ভাবিতাত্মা দিগকে,—জ্ঞানপূর্বক কর্ম দ্বারা প্রপন্নদিগকে সৎপদপ্রাপ্তি প্রদান করে।"[১১] ষড়্‌গুণাত্মা দেবরূপ বা শাশ্বত অচ্যুতরূপ পররূপ। উহাকে 'সুসূক্ষ্ম' অথবা সংক্ষেপে 'সূক্ষ্ম' রূপও বলা 'সাত্বতসংহিতা'য় উক্ত হইয়াছে যে "শাশ্বত পরব্রহ্মকে ত্রিবিধ প্রকারে" আরাধনা করিতে

---

১) ঐ, ২৪।২৩-৫, (পূর্বে দেখ)।

২) ঐ, ২৪।২৩ ৩) ঐ, ২৪।২০ (পূর্বে দেখ)

৪) ঐ, ২৪।২১—৩'১ ৫) ঐ, ৩।৯-১৯ ; বিশেষ বিবরণ মূলে দ্রষ্টব্য।

৬) (বিষ্ণু)ভাগপু, ২।১।২৩ (স্থূলে ভগবতো রূপে") ও ৩৮ ("বপুষি স্থবিষ্ঠে")। (পূর্বে দেখ)

৭) ঐ, ২।১।২৪-৫

৮) "তৎপরব্যূহবিভবস্বভাবাদিনিরূপণম্ ।।
পঞ্চরাত্রাহ্বয়ং তন্ত্রং মোক্ষৈকফললক্ষণম্।"
—(অহির্বুধ্ন্যসং, ১১।৬৩'২—৬৪'১)

৯) পূর্বে দেখ। ১০) পৌষ্করসং, ৩২।১০৮ ১১) ঐ, ৩২।১১৩-৪

হইবে।[১] ঐ "ত্রিবিধ উপেয় ব্রহ্মের লক্ষণ[২] এই "ষাড়্‌গুণ্যবিগ্রহদেব ভাস্বজ্জ্বলন তেজোময়। উহা সর্বতঃপাণিপাদ ও সর্বতোঽক্ষিশিরোমুখ। উহা সর্বাশ্রয় এক। উহা 'পর' বলিয়া সমাখ্যাত। উহা পূর্ব রূপ। জ্ঞানাদিগুণসমূহদ্বারা ভেদ প্রাপ্ত অপর তিনকে 'ব্যূহসংজ্ঞক বলিয়া জান। তাহা নিঃশ্রেয়সফলপ্রদ।[৩] মুখ্যানুবৃত্তিভেদে জ্ঞানাদিগুণযুক্ত যে নানা আকৃতি তাহাকে 'বিভব' (রূপ) বলিয়া জান। উহা ভুক্তিমুক্তিপ্রদ।"[৪] 'পাদ্মসংহিতা'য় এবং পরমসংহিতা'য় ঐ তিন রূপের উল্লেখ আছে। আচার্য রামানুজও (১০১৭-১১৩৭ খ্রীষ্টাব্দ) সেই প্রকার লিখিয়াছেন—"সেই সম্পূর্ণ ষাড়্‌গুণ্যবপু বাসুদেবাখ্য পরব্রহ্ম সূক্ষ্ম-ব্যূহ-বিভব-ভেদভিন্ন।"[৫] পরন্তু 'লক্ষ্মীতন্ত্রে' উক্ত হইয়াছে যে ভগবানের, অথবা আরও প্রকৃত বলিতে ভগবতী লক্ষ্মীর রূপ চতুর্বিধ—পর, ব্যূহ, বিভব এবং অর্চা। "দেব, ঋষি, পিতৃ, সিদ্ধ, প্রভৃতি দ্বারা, তথা নিজ কর্তৃক, জগতের হিতার্থ নির্মিত (ভগবানের) রূপ অর্চা হয়। উহা শুদ্ধচিন্ময়ী।"[৬] "ভগবদ্‌ভাবিতাত্মা ব্যক্তিদিগের যে লৌকিকী অর্চা তাহাও, মন্ত্রমন্ত্রেশ্বরন্যাসহেতু, ষাড়্‌গুণ্যবিগ্রহ।"[৭] সুতরাং তাহাও লক্ষ্মীর একরূপ। কথিত হইয়াছে যে লক্ষ্মীর ঐ রূপ-চতুষ্টয় তুর্যাদি অবস্থা চতুষ্টয়ের তুল্য[৮] পরে আছে, "জগন্নাথ জগতের হিতার্থ, স্বীয় অপ্রাকৃত, অনৌপম্য অচিন্ত্যমহিমোজ্জ্বল এবং পরমাদ্ভুত শক্তি বা প্রকৃতি আমাতে অধিষ্ঠিত হইয়া তিনরূপে সমুদিত হন,—আদ্য পররূপে, ব্যূহরূপে এবং বিভবরূপে।"[৯] কোথাও কোথাও ভগবানের রূপ পঞ্চবিধ বলিয়া মানা হয়। যথা 'বিষ্বক্‌সেনসংহিতা'য় আছে যে, ভগবান্ বলেন, বেদান্তপারগগণ আমার প্রকারসমূহ পাঁচ বলিয়া বলে। পর, ব্যূহ বিভব, সর্বদেহিগণের নিয়ন্তা (অর্থাৎ অন্তর্যামী) এবং দয়ালু পুরুষাকৃতি অর্চাবতার—রহস্যবিদ্ জনগণ আমাকে এইরূপে পঞ্চধা বলিয়া বলে।"[১০] প্রচলিত 'ঈশ্বরসংহিতা'য়ও ঐ পাঁচরূপের উল্লেখ পাওয়া যায়।[১১] 'পাঞ্চরাত্র-রহস্য' নামক এক অর্বাচীন গ্রন্থেও ঐ পাঁচ রূপের উল্লেখ আছে, "করুণাসিন্ধু ও ভক্তবৎসল সেই ভগবান্ উপাসকগণের (উপাসনার সৌকর্য) অনুরোধে পাঁচ মূর্তি অঙ্গীকার করেন। উহাদের নাম অর্চা, বিভব, ব্যূহ, সূক্ষ্ম এবং অন্তর্যামী।" স্বকৃত 'সর্বদর্শনসংগ্রহে' 'রামানুজদর্শনের পরিচয় প্রদান করিতে গিয়া মাধবাচার্য (জন্ম ১২৬৭ খ্রীষ্টাব্দে) 'পাঞ্চরাত্ররহস্যে'র এই বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন।[১২] ঐ প্রসঙ্গে মাধবাচার্য-ধৃত অপর একটা বচনেও—ঐ বচন কাহার তিনি বলেন নাই—ভগবান্ বাসুদেবের ঐ পঞ্চ মূর্তিসমূহের উল্লেখ আছে।[১৩] "স্বীয় ভক্তগণের প্রতি বাৎসল্য বশতঃ বাসুদেব তাহাদিগকে তাহাদের প্রত্যেকের অধিকার্য গুণ অনুসারে অভীপ্সিত সেই সেই ফল বহু (পরিমাণে) প্রদান করিয়া থাকেন। সেই উদ্দেশ্যে তিনি লীলা দ্বারা নিজের পঞ্চমূর্তি করিয়া থাকেন। প্রতিমাদি 'অর্চা'। অবতারগণ

---

১) সাত্বতসং, ১।২৩ ২) ঐ, ১।২৪·১
৩) মুদ্রিতপাঠ "নিরায়সফলপ্রদ"। পরন্তু প্রকৃতমূলপাঠ "নিঃশ্রেয়সফলপ্রদ" বলিয়া মনে হয়।
৪) সাত্বতসং, ১।২৫-২৭১।২ ৫) শ্রীভাষ্য, ২।২।৪১ ; (পূর্বে দেখ)।
৬) লক্ষ্মীতং, ৪।৩১ ৭) ঐ, ২।৫৬ ৮) ঐ, ২।৫৭ ৯) ঐ, ১০।৯—১১·১
১০) 'তত্ত্বত্রয়ভাষ্য', ১০১ ২ পৃষ্ঠা ১১) ঈশ্বরসং, ২০।২৬৩·২—২৬৪
১২) 'সর্বদর্শনসংগ্রহ,' জীবানন্দের সংস্করণ, ৪৯ পৃষ্ঠা। ১৩) ঐ, ৪৭—৮ পৃষ্ঠা। পর পৃষ্ঠার (৮) পাদটীকা দেখ।

'বিভব'। 'ব্যূহ' সঙ্কর্ষণ, বাসুদেব, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ এই চতুর্বিধ বলিয়া জ্ঞেয়। 'সূক্ষ্ম' সম্পূর্ণ ষড়্গুণ (যুক্ত)। উহাকেই বাসুদেবাখ্য পরব্রহ্ম বলা হয়। 'অন্তর্যামী' জীবসংস্থ এবং জীবপ্রেরক বলিয়া কথিত হয়। 'য আত্মনি' ইত্যাদি বেদান্তবাক্যজালসমূহ দ্বারা উহা নিরূপিত হইয়াছে।" ইহা বলা যাইতে পারে যে বাসুদেবের পরব্যূহাদি পঞ্চরূপের উল্লেখ প্রচলিত 'পদ্মপুরাণে'ও পাওয়া যায়। যথা কথিত হইয়াছে যে "বাসুদেব পঞ্চাবস্থাস্বরূপী"।[১] ঐ পঞ্চাবস্থা কি কি তাহাও পরে উক্ত হইয়াছে—পরাবস্থা, ব্যূহাবস্থা, অন্তর্যাম্যবস্থা, বিভবাবস্থা এবং অর্চাবস্থা।[২] পিল্লে লোকাচার্যের(১২১৩খ্রীষ্টাব্দে জন্ম) মতেও "ঈশ্বরের স্বরূপ পর, ব্যূহ, বিভব, অন্তর্যামীত্বও অর্চাবতার ভেদে পঞ্চপ্রকার।"[৩] আচার্য শ্রীবৎসচিহ্নমিশ্রও পাঁচ রূপের উল্লেখ করিয়াছেন।[৪] তিনি এবং আচার্য যামুনের (জন্ম ৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে) 'সিদ্ধিত্রয়ে' উল্লিখিত প্রাচীন বেদান্তাচার্য শ্রীবৎসাঙ্কমিশ্র যদি অভিন্ন ব্যক্তি হন, তবে পঞ্চপ্রকারবাদকেও প্রাচীন বলিতে হইবে। শ্রেডার বলিয়াছেন যে সমগ্র পাঞ্চরাত্রশাস্ত্রই ব্রহ্মের পঞ্চপ্রকারত্ব খ্যাপন করে,—'অহির্বুধ্ন্যসংহিতা'য় তাহা খ্যাপিত হইয়াছে।[৫] পরন্তু পূর্বের বিবরণ হইতে অনায়াসে অবগতি হইবে যে তাঁহার ঐ উক্তি সত্য নহে। 'শ্রীপ্রশ্নসংহিতা'র মতে ভগবানের পঞ্চবিধ মূর্তি এই,—পর, ব্যূহ, হার্দ, বিভব এবং অর্চা। তন্মধ্যে, কথিত হইয়াছে যে,[৬] পর ও ব্যূহ মূর্তিকে বৈকুণ্ঠে সূরিগণ নিত্য দর্শন করিয়া থাকে। "হে দেবি, মুনিগণ যোগতত্ত্ব দ্বারা ধ্যানগোচর আমাকে হৃন্মধ্যে সদা দর্শন করে। সেই হেতু আমাকে 'হার্দ' বলে।"[৭] অবতারসমূহে ভগবান্‌কে তত্তৎকালে পৃথিবীতে সকলে দর্শন করিলেও অমুনিগণ অবজ্ঞা করে, আর জ্ঞানিগণ যথাযথ জানে। এই হার্দ মূর্তি পূর্বোক্ত অন্তর্যামী মূর্তি হইতে কথঞ্চিৎ ভিন্ন। অন্তর্যামী মূর্তি যে কেবল জীবের হৃদয়াভ্যন্তরে থাকেন তাহা নহে, তথায় থাকিয়া জীবকে নিয়মনও করেন।[৮] পরন্তু হার্দমূর্তির নিয়ন্তৃত্বভাব নাই।

পূর্বে উক্ত হইয়াছ যে উপাসনার সৌকর্যার্থই ব্রহ্মের পরব্যূহাদিরূপ কল্পনা করা হইয়াছে। 'সাত্বতসংহিতা'য় উক্ত হইয়াছে যে "যাহারা শাশ্বত পরব্রহ্মকে (পর, ব্যূহ ও বিভব—এই) ত্রিবিধ প্রকারে আরাধনা করে, রাগ (অর্থাৎ রজোগুণ, তথা তমোগুণ) তাহাদের হইতে দূরে অবস্থান

---

১) পদ্মপু, ৬।২৫৬।৮৫·২ ২) ঐ, ৬।২৫৭।৩২—৪২ ; ২৫৮।৪-৫

৩) 'তত্ত্বত্রয়', (১০১ পৃষ্ঠা)। 'অর্থপঞ্চক', ৫

৪) যামুনাচার্যের 'গীতার্থসংগ্রহে'র (১৩শ শ্লোকের, ভাষ্যে বেঙ্কটনাথ লিখিয়াছেন, "উক্তং চ শ্রীবৎসচিহ্নমিশ্রৈঃ... 'পরো বা ব্যূহো বা বিভব উত বার্চাবতরণো ভবন্ বান্তর্যামী বরবরদো যো যো ভবসি বৈ স স ত্বং সন্নৈশান্ বরগুণগণান্ বিভ্রদখিলান্ ভজদ্ভ্যো ভাস্যেবং সততমিতরেভ্যাস্থিতরথা' ইতি।" এই শ্রীবৎসচিহ্নমিশ্রকে যামুনাচার্যের 'সিদ্ধিত্রয়ে' উল্লিখিত প্রাচীন বেদান্তাচার্য শ্রীবৎসাঙ্কমিশ্র বলিয়া মনে করা যায় কিনা বিবেচ্য। উহার স্বপক্ষে এক নামের সাদৃশ্য ব্যতীত অপর নিঃসন্দিগ্ধ কোন প্রমাণ আমরা দিতে পারি না।

৫) Schrader Introduction to the Pancaratra, pp. 25-6

৬) শ্রীপ্রশ্নসং, ২।৫৪·২-৭ ৭) ঐ, ২।৫৬

৮) "অন্তর্যামী জীবসংস্থো জীবপ্রেরক ঈরিতঃ ॥
য আত্মনীতিবেদান্তবাক্যজালৈর্নিরূপিতঃ।"
'সর্বদর্শনসংগ্রহে' ধৃত প্রাচীন বচন (৪৮ পৃষ্ঠা)

আরও দেখ 'তত্ত্বত্রয়' (১১৬-৭ পৃষ্ঠা)

করে (অর্থাৎ রজ ও তম গুণ তাহাদের থাকে না, তাহারা সত্ত্বগুণময় হয়)।"[১] পরন্তু উহাতে ইহাও কথিত হইয়াছে যে ভিন্ন ভিন্ন অধিকারী ভিন্ন ভিন্ন রূপের আরাধনা করিবে। "অষ্টাঙ্গযোগ-সিদ্ধ এবং হৃদ্‌যাগ (বা মানসযাগ) নিরত যোগীদিগের হৃদয়েশ একের (অর্থাৎ পররূপের[২]) আরাধনায় অধিকার আছে। বেদবাদী বিপ্রদিগের যাহারা ব্যামিশ্রযাগত্যাগী তাহাদের সমন্ত্র চতুর্ব্যূহের (আরাধনায়) অধিকার (হইবে), (ব্যামিশ্রযাগত্যাগ ভিন্ন) অন্য প্রকারে নহে। ক্ষত্রিয়াদি (বর্ণ) ত্রয়ের যাহারা তত্ত্বতঃ প্রপন্ন তাহাদের অধিকার অমন্ত্র চতুর্ব্যূহক্রিয়াক্রমে। বিলোকীদিগের (অর্থাৎ বিভিন্ন দৃষ্টি সম্পন্ন অপর সাধারণ ব্যক্তিদিগের) বিভবের সক্রিয়মন্ত্র-চক্রে (অধিকার)। মমতারহিত, স্বকর্মে নিরতাত্মা এবং মন বাণী ও কর্ম দ্বারা পরমেশ্বরের ভক্ত চারি (বর্ণেরই) দীক্ষা-প্রাপ্তির অনন্তরই অধিকার (জন্মে)।"[৩] দীক্ষাপদ্ধতির বিবরণে আছে যে দীক্ষাপ্রার্থীকে বহু জন্মার্জিত পাপসমূহের শান্ত্যর্থ, অপর নানাবিধ প্রায়শ্চিত্ত করাইবার পর, নরসিংহের বা অপর কোন বিভবের—যাহার মন যেই বিভবের রূপে অভিরমণ করে, তাহাকে সেই বিভবের—আরাধনায় প্রথমে দীক্ষা দিতে হইবে। চারি মাস কিংবা আট মাস কিংবা এক বৎসর বাহ্যিক, তথা আভ্যন্তরিক, অনুষ্ঠানাদির দ্বারা সেই বিভবের সম্যক্ আরাধনার পর, তাহার ভাববল আশয়সমূহের ভব্যতা এবং পরমেশ্বরের প্রসাদ বুঝিয়া, পরে তাহাকে (তাহার পূর্বোক্ত অধিকার অনুযায়ী) বিভবের, ব্যূহের কিংবা সূক্ষ্মের আরাধ-নায় দীক্ষিত করিবে।[৪] তাহাতে এই মনে হয় যে বিভবের আরাধনা প্রথম অধিকারীর বা নিম্নাধিকারীর জন্য, আর ব্যূহাদির উপাসনা তদপেক্ষা উচ্চাধিকারীর জন্য; বিভবের আরাধনা দ্বারা কল্মষ শান্তির পর ব্যূহাদির আরাধনায় অধিকার জন্মে। আচার্য রামানুজ (১০১৭-১১৩৭ খ্রীষ্টাব্দ) তাহা সুস্পষ্ট বাক্যে বলিয়াছেন। "বিভবের অর্চন দ্বারা ব্যূহকে প্রাপ্ত হইয়া, অনন্তর ব্যূহের অর্চন দ্বারা সূক্ষ্মকে,—বাসুদেবাখ্য পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়,—(বিদ্বান্‌গণ) ইহা বলিয়া থাকেন।"[৫] 'পৌষ্করসংহিতা'য় উক্ত হইয়াছে যে পর, ব্যূহ কিংবা বিভবরূপ পরমপদ প্রাপ্তির পরম কারণ বলিয়া স্মৃত হয়; উহা ভাবিতাত্মা কর্মীদিগকে বা প্রপন্নদিগকে জ্ঞান পূর্বক কর্ম-দ্বারা ("জ্ঞানপূর্বেণ কর্মণা") ক্ষিপ্রই পরম পদ প্রদান করে। নিত্য ভোগাভিলাষী ব্যক্তি-গণের কাম্যকর্মসমূহের ফল অচিরে প্রাপ্তির জন্যও সুসূক্ষ্ম, ব্যূহ ও বিভব ভিন্ন অপর উপায় নাই।[৬] তবে তাহাতে উহাদের পূজার অধিকার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলা হয় নাই। এই মাত্র বলা হইয়াছে যে লোক যথাধিকার উহাঁদের কিংবা ব্যূহান্তরের বা বিভবান্তরের আরাধনা

১) সাত্বতসং, ১।২৩

২) 'হৃদয়েশ' অর্থ 'অন্তর্যামী'ও হইতে পারে। পরন্তু এইখানে 'হৃদয়েশ এক' পদে পূর্বে ব্যাখ্যাত পররূপকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। (১।২৫; পূর্বে দেখ)।

৩) সাত্বতসং, ২১।৭'২-১২

৪) ঐ, ১৬শ অধ্যায়; বিশেষ দ্রষ্টব্য—১৬।২৬-২৯'১, ৩৫-৪০; ঈশ্বরসং, ২১শ অধ্যায়

৫) শ্রীভাষ্য, ২।২।৪১ (পূর্বে দেখ)।

৬) পৌষ্করসং, ৩২।১১৩-৬

করিবে।[1] 'লক্ষ্মীতন্ত্রে' ঐ বিষয়ের কিঞ্চিৎ বিস্তারিত বিবেচনা আছে। তাহা লক্ষ্মীও শক্রের মধ্যে প্রশ্ন-প্রতিবচনরূপে নিম্ন প্রকারে ব্যক্ত হইয়াছে।[2]

শক্র—ভগবানের পরব্যূহাদিভেদে প্রবর্তনের প্রয়োজন কি?

শ্রী—"জীবগণকে অনুগ্রহ করিতে,—ভক্তগণের প্রতি অনুকম্পা বশতঃ, দেবদেব পরব্যূহাদি-ভেদে প্রবর্তিত হন।"[3]

শক্র—"ভক্তগণকে অনুগ্রহ করিতে হরির বিধা একই হউক।" (অর্থাৎ তিনি ত একই প্রকার হইয়া সমস্ত ভক্তগণকে অনুগ্রহ করিতে পারেন। সুতরাং তাঁহার পরব্যূহাদি ভিন্ন ভিন্ন প্রকার হওয়ার প্রয়োজন কি?)

শ্রী—"হে শক্র, জীবদিগের সঞ্চিত পুণ্যনিচয় বিবিধ। জীবগণ সেই সমস্ত কোন প্রকারে তুল্য কালে সঞ্চয় করে নাই। (উহাদের ফলের উদয়ও সকল জীবের সমকালে সমভাবে হয় না।) মনুষ্যদিগের মধ্যে কশ্চিৎ পুরুষ কদাচিৎ সুকৃতের (ফলের) উন্মেষ বশতঃ শ্রীমৎকমলাক্ষকর্তৃক জায়মান রূপে নিরীক্ষিত হন। অন্যথা পুরুষ অন্যপ্রকারই থাকে। এইরূপে (পুরুষদিগের) শুভাশয়সমূহ ভিন্ন ভিন্নই; এবং ভেদাধিকারীদিগের পুণ্য (ফল) তারতম্যরূপে উদয় হয়। (সেই কারণে) ভগবৎ-তত্ত্ব-বেদনে কাহারও মন্দ বিবেক উৎপন্ন হয়, কাহারও মধ্যম, আর অপর কাহারও উত্তম। ঈশ্বরের অনুগ্রহের বৈষম্য বশতঃই ঐ প্রকার ভেদ ব্যবস্থিত আছে। তত্তৎকার্যা-নুরোধে দেবদেব, শক্তি আমাতে অধিষ্ঠিত হইয়া, পরব্যূহাদিভাবনা করেন। যাহারা যোগতত্ত্বে সুসিদ্ধ তাহাদের পররূপে (অর্থাৎ পররূপের আরাধনায়) অধিকার আছে। ব্যামিশ্রযোগযুক্ত মধ্যম (বিবেকসম্পন্ন) ব্যক্তিগণের ব্যূহরূপে এবং বিবেকবিধুরাত্মা-দিগের বৈভবীয়াদিরূপসমূহে (অধিকার আছে)। অহন্তমমতাত্মা ভক্তদিগের পরমেশ্বরে অধিকারের বৈষম্য আছে। ভক্তগণ আপন আপন দৃষ্টি অনুসারে পর, ব্যূহ, প্রভৃতি নামে অভিহিত বিবিধ ভাব অনুসরণ (বা আশ্রয়) করে।"[4]

পরব্যূহাদির উপাসনার ক্রম সম্বন্ধে পঞ্চপ্রকারবাদীদিগের মধ্যে মতভেদ দৃষ্ট হয়। যথা, 'পাঞ্চরাত্ররহস্যে' আছে যে "উহাদিগকে (অর্থাৎ অর্চা, বিভব, ব্যূহ সূক্ষ্ম ও অন্তর্যামীকে) আশ্রয় করত চেতন জীববর্গ তত্তজ্‌জ্ঞেয় প্রাপ্ত হয়। পূর্বে পূর্বে উক্ত মূর্তির উপাসনাবিশেষ দ্বারা ক্ষীণকল্মষ ব্যক্তি উত্তরোত্তর মূর্তির উপাসনায় অধিকারী হয়। এই প্রকারে শ্রৌতস্মার্তধর্মানুসারে অহরহ উক্ত উপাসনা দ্বারা বাসুদেব মনুষ্যগণের প্রতি প্রসন্ন হন।"[5] মাধবাচার্য-ধৃত অপর অনুল্লিখিত-নামা গ্রন্থের বচনে তাহা আরও পরিষ্কার করিয়া খুলিয়া বলা হইয়াছে,—"অর্চোপাসনা দ্বারা পাপ বিনষ্ট হইলে বিভবোপাসনায় অধিকারী হয়। তাহার পরে ব্যূহোপাসনায়, তদনন্তর সূক্ষ্মের (উপাসনায় অধিকারী হয়)। তৎপশ্চাৎ অন্তর্যামীকে ঈক্ষণ করিতে সমর্থ হয়।"[6]

---

১) পৌষ্করসং, ৪৩।২০১-৫

২) লক্ষ্মীতং, ১১।৪০— ৩) ঐ, ১১।৪১ ৪) ঐ, ১১।৪৩-৫১'১

৫) 'সর্বদর্শনসংগ্রহ', ৪৯-৫০ পৃষ্ঠা ৬) ঐ, ৪৮ পৃষ্ঠা

রামানুজদর্শনের পরিচয়ে মাধবাচার্য এই উপাসনাক্রম দিয়াছেন।[১] তাহাতে মনে হয় যে তাঁহার সময়ে, রামানুজমতানুযায়িগণ, অন্ততঃ উহাদের অধিকাংশগণ ঐ মত মানিত। পরন্তু 'বিষক্সেনসংহিতা'র মত উহা হইতে কিঞ্চিৎ ভিন্ন। তন্মতে, পর, ব্যূহ, বিভব, অন্তর্যামী এবং অর্চা-"এইরূপে আমি পাঁচ প্রকার। অধঃপতিত জীবগণের পরে পূর্ব পূর্ব হইতে উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ।" "সৌলভ্যতো জগৎস্বামী সুলভো হ্যুত্তরোত্তরঃ" (অর্থাৎ উত্তরোত্তরের উপাসনা পূর্ব পূর্বের উপাসনা হইতে সুলভ, এবং সুলভ বলিয়াই শ্রেষ্ঠ)।[২] এইরূপে দেখা যায়, 'বিষক্সেনসংহিতা'র মতে সূক্ষ্মরূপের উপাসনা সর্বাপেক্ষা কঠিন এবং উৎকৃষ্ট: অন্তর্যামীর উপাসনা অর্চোপাসনা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বটে,—উহার পরে কর্তব্য, পরন্তু বিভবের, সুতরাং ব্যূহেরও, উপাসনা অপেক্ষা নিকৃষ্ট,—উহাদের পূর্বে কর্তব্য। বর্বর মুনি এই মত অনুসরণ করিয়াছেন। আর পূর্বোক্ত মতে অন্তর্যামীর উপাসনা সকলের পরে কর্তব্য,—সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট।

ব্রহ্ম জগতে কারণ। সুতরাং জগৎ তাঁহার কার্য। শক্তি ব্যতীত কেহ কোন কার্য করিতে পারে না। সেই হেতু ব্রহ্মেরও শক্তি আছে বলিয়া স্বীকার করিতেই হইবে। অন্যথা তিনি জগতের সৃষ্ট্যাদি কার্য করিতে পারিতেন না অথবা আরও বলিতে শক্তি বিনা কোন কিছুই তিনি করিতে পারিতেন না। উহার দ্বারাই তিনি সর্বকর্ম করেন[৩] 'অহির্বুধ্ন্য-সংহিতা'য় বিবৃত হইয়াছে যে প্রত্যেক বস্তুরই এক নিজস্ব শক্তি আছে। উহা সেই বস্তুতে অপৃথগ্‌ভাবে অবস্থিত। উহা স্বরূপতঃ দৃষ্টিগোচর হয় না। পরন্তু উহা কার্যতঃ দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে,—অর্থাৎ উহার কার্য দেখিয়া উহার সদ্ভাব অনুমান করিতে হয়। উহা কার্যেরই সূক্ষ্মাবস্থারূপা এবং বস্তুর সর্বভাবানুগামিনী। উহা অচিন্ত্য। সেইহেতু উহাকে ইদন্তয়া সিদ্ধও করা যায় না, নিষিদ্ধও করা যায় না ("ইদন্তয়া বিধাতুং সা ন নিষেদ্ধুং চ শক্যতে")। সুতরাং ভাবগোচর শক্তির অনুযোজনা করা সকলের পক্ষে সম্ভব নহে। কেবল বিজ্ঞগণই বস্তুশক্তি নিরূপণ করিতে পারে। যাহা হউক, ঐ প্রকারে, চন্দ্রের জ্যোৎস্নার ন্যায়, ভগবান্ পরব্রহ্মের এক সর্বভাবানুগা শক্তি। উহা সেই বিভুর সর্বকার্যকরী এবং ভাবাভাবানুগা।[৪] পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে পাঞ্চরাত্রশাস্ত্র মতে ব্রহ্ম জ্ঞানাদি ষড়্‌গুণবান্ এবং ষড়্‌গুণের তাৎপর্য এই যে ব্রহ্ম জগৎকারণ। 'অহির্বুধ্ন্যসংহিতা'য় উক্ত হইয়াছে যে ঐ সকল গুণ শক্তিময় বা শক্তিরূপা।[৫] সুতরাং তাহাতেও সিদ্ধ হয় যে জগৎকারণ ব্রহ্ম শক্তিমান্। অহির্বুধ্ন্য বলিয়াছেন, বেদান্তে ব্রহ্মকে জগতের সৃষ্ট্যাদির হেতু বলা হইয়াছে, পরন্তু শক্তির উল্লেখ হয় নাই; আর তন্ত্রে শক্তিকেই জগতের হেতু বলা হইয়াছে, শক্তিমানের উল্লেখ হয় নাই। তত্তদ্‌গৌরব আশ্রয় করতঃই বেদান্তপারগগণ ও তন্ত্রপারগগণ একই দেবকে ঐ প্রকারে ভিন্ন ভিন্ন রূপে জগতের হেতু বলিয়া প্রদর্শন করিয়াছেন। প্রকৃত পক্ষে শক্তিবিরহিত কিছুকে কারণ বলা যায় না এবং কোন আধার ব্যতীত শক্তি একাকী থাকিতে পারে না। সেই হেতু শক্তিমান্‌কেই

---

১) মাধবাচার্য লিখিয়াছেন, "তত্র পূর্বপূর্বমূর্ত্যুপাসনয়া পুরুষার্থপরিপন্থিদুরিতনিচয়ক্ষয়ে সত্যুত্তরোত্তরমূর্ত্যুপাস্ত্যধিকারঃ।" (ঐ ৪৭ পৃষ্ঠা)।

২) 'তত্ত্বত্রয়ভাষ্য,' ১২০ পৃষ্ঠা ৩) অহির্বুধ্ন্যসং, ৩৬।৫৬·২-৫৯·১

৪) ঐ, ৩।২-৫ ৫) "গুণাঃ শক্তিময়া যে তে জ্ঞানৈশ্বর্যবলাদয়ঃ"—(ঐ, ৫।২৩·২)

জগতের কারণ বলিতে হইবে।[১] "উদধির স্থৈর্যের ন্যায়, আকাশের মহত্তার ন্যায়, সূর্যের প্রভার ন্যায় এবং চন্দ্রের জ্যোৎস্নার ন্যায় বিষ্ণুর সর্বাঙ্গসম্পূর্ণা ও ভাবাভাবানুগামিনী দিব্যা শক্তি নারায়ণী সর্বসিদ্ধান্তসম্মতা।"[২] 'জয়াখ্যসংহিতা'য় উক্ত হইয়াছে যে পরমতত্ত্ব নিত্যশুদ্ধ, নির্বিকার এবং সংবেদনের পরে স্থিত। সর্বদা নিত্যানন্দোদিত এবং নিত্যশুদ্ধ বলিয়া তাঁহার স্রষ্টৃত্ব ও বৃংহণ উপপন্ন হয় না। তাই মনে করিতে হয় যে তাঁহার তদ্ধর্মচারিণী এক পরমা শক্তি আছে। ঐ শক্তি দ্বারাই তিনি সৃষ্টিকৃৎ পরমেশ্বর বলিয়া উপচরিত হন।[৩] শক্ত্যাত্মক সেই ভগবান্ সর্বশক্তি দ্বারা উপবৃংহিত। তিনি অগ্নীষোমাত্মকরূপে অবস্থিত হন" ইত্যাদি।[৪]

ব্রহ্মের শক্তি

উপরে উক্ত হইয়াছে যে ব্রহ্ম ও তাঁহার শক্তির সম্পর্ক, 'অহির্বুধ্ন্যসংহিতা'র মতে, চন্দ্র ও জ্যোৎস্নার এবং সূর্য ও প্রভার ন্যায়। ঐ বিষয়ে ধর্ম এবং ধর্মীর দৃষ্টান্তও উহাতে প্রদত্ত হইয়াছে।[৫] 'জয়াখ্যসংহিতা'য় আছে যে ঐ সম্পর্ক সূর্য ও রশ্মিসমূহের, কিংবা সমুদ্র ও উর্মিসমূহের ন্যায়।[৬] 'বৃহদ্ব্রহ্মসংহিতা'র মতে, যেমন শালিপোতে শালি, পাবকে উষ্ণত্ব এবং চন্দ্রে ও সূর্যে প্রভা থাকে, তেমন পুরুষোত্তম নারায়ণে শক্তি সর্বদা থাকে।[৭]

ঐ সকল দৃষ্টান্ত হইতে বুঝা যায় যে ব্রহ্ম ও শক্তি এক দৃষ্টিতে ভিন্ন, অপর দৃষ্টিতে অভিন্ন। 'অহির্বুধ্ন্যসংহিতা'য় উক্ত হইয়াছে যে "(শক্তি) শক্তিমান্ পরমেষ্ঠী ব্রহ্মদেব হইতে ভিন্ন। আবার শাস্ত্রসমূহে উনি (ব্রহ্ম) এবং উনি (শক্তি) ধর্ম-ধর্মী-স্বভাবতঃ, কিংবা ভবদ্ভাব-স্বরূপে এক তত্ত্বের ন্যায় (বলিয়া) কথিত হইয়াছেন।"[৮] উহার অন্যত্র আছে, সনাতন পরমাত্মা নারায়ণ এবং তাঁহার অহংভাবাত্মিকা শক্তি শাস্ত্রসমূহে একধা বলিয়াও উক্ত হইয়াছেন, আবার জগদ্‌হেতুরূপে ভেদাভেদকভাবে পৃথগ্‌রূপেও উক্ত হইয়াছেন।[৯] "অনন্যা চান্যরূপা চ।"[১০] 'লক্ষ্মীতন্ত্রে'ও আছে, পৃথগ্‌ভূতাঽপৃথগ্‌ভূতা জ্যোৎস্নেব হিমদীধিতেঃ" (চন্দ্র হইতে জ্যোৎস্নার ন্যায় (ব্রহ্ম হইতে শক্তি) পৃথগ্‌ভূতা এবং অপৃথগ্‌ভূতা ও')।[১১] সুতরাং উহাদের সম্পর্ক ভেদাভেদ। অন্যরূপেও উহাদের সম্পর্ক ভেদাভেদ বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে। কেননা, কথিত হইয়াছে যে সৃষ্টির পূর্বে শক্তি ও শক্তিমানের ভেদ থাকে না,—উহারা এক তত্ত্বের ন্যায় থাকে। সৃষ্টির প্রারম্ভে উহাদের ভেদ আরম্ভ হয়। (পরে দেখ) "শক্তেঃ শক্তিমতোঃ ভেদাদ্‌বাসুদেব ইতির্যতে" (অর্থাৎ শক্তির ও শক্তিমানের ভেদদৃষ্টিতে ব্রহ্ম বাসুদেব নামে অভিহিত হয়)।[১২]

ব্রহ্মের শক্তি পাঞ্চরাত্রশাস্ত্রে বহু নামে অভিহিত হইয়া থাকে। 'অহির্বুধ্ন্যসংহিতা'য়

---

১) অহির্বুধ্ন্যসং, ৬।৩-৪ ২) ঐ, ৩।২৩-৪

৩) "তস্যৈকাং পরমাং শক্তিং বিদ্ধি তদ্ধর্মচারিণীম্ ॥
যয়োপচর্যতে বিপ্র সৃষ্টিকৃৎ পরমেশ্বরঃ।"—(জয়াখ্যসং, ৬।২২১.২-২২২.১)

৪) ঐ, ৬।২২০—নারায়ণীয়াখ্যানেও বর্ণিত হইয়াছে যে "চরাচর সমস্ত জগৎ অগ্নি অগ্নীষোমময়ঃ।" (মহাভা, ১২।৩৪১।৫৮-৯ ; ৩৪২।১—

৫) অহির্বুধ্ন্যসং, ৩।২৫ ৬) জয়াখ্যসং, ৬।৭৮

৭) বৃহদ্ব্রহ্মসং, ১।৮।২২-৫ ৮) অহির্বুধ্ন্যসং, ৩।২৫-৬।১ ৯) ঐ, ৬।১-২

১০) ঐ, ৬০।৪.১ ১১) লক্ষ্মীতং, ১।৪১.১

১২) অহির্বুধ্ন্যসং, ৫।২৯.১ আরও দেখ—ঐ, ৫৯।৬.২-৭

উহার এই সকল পর্যায় নাম আছে,—আনন্দা, স্বতন্ত্রা, নিত্যা, পূর্ণা, ব্যাপিনী, লক্ষ্মী, শ্রী, পদ্মা, কমলা, বিষ্ণুশক্তি, বিষ্ণুপত্নী, কুণ্ডলিনী, অনাহতা, গৌরী, অদিতি, মহী, অনাহতাশীর্ষ্ণী, জগৎপ্রাণা, মন্ত্রমাতা, গায়ত্রী, প্রকৃতি, মাতা, শিবা, অরুণী, তারা, সত্যা, শান্তা, মোহিনী, ইড়া, রতি, বিশ্রুতি, সরস্বতী এবং মহাভাসা। বিষ্ণুর পরাশক্তি বস্তুতঃ অশেষবিভবা। ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিতে উহা ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রে ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত হইয়া থাকে। সুতরাং ঐ সমস্ত নাম সার্থকই। উহাদের উপপত্তিও প্রদত্ত হইয়াছে।[১] ঐ সকল নামের কতিপয় ব্রহ্মেও প্রযুক্ত হইয়া থাকে এবং সেই প্রকারেই উহাদের নিরুক্তি করা হইয়াছে। যথা, কথিত হইয়াছে যে শক্তি "কালপরিচ্ছেদরহিতা বলিয়া নিত্যা, আকার-বিয়োগ হেতু পূর্ণা, দেশবিভ্রংশ হেতু সর্বদা ব্যাপিনী, রিক্তা এবং পূর্ণা।"[২] ব্রহ্মকেও ঠিক সেই সেই হেতুতে নিত্য, পূর্ণ এবং ব্যাপী বলা হইয়াছে।[৩] সুতরাং ব্রহ্মের ন্যায় শক্তিও দেশ-কালরূপাতীত।

ব্রহ্মের শক্তি জগদ্রূপ লক্ষিত বা দৃষ্ট ("জগত্তয়া লক্ষ্যমাণা")[৪] হয় বলিয়া অর্থাৎ সদা জগৎকে লক্ষিত বা প্রদর্শন করে ("লক্ষয়ন্তীং সদা জগৎ")[৫] বলিয়া 'লক্ষ্মী' নামে অভিহিত হয়।[৬] "নিখিল দোষসমূহকে হিংসা করে ('শৃণাতি') (অর্থাৎ বিনাশ করে), গুণসমূহ দ্বারা জগৎকে হিংসা করে (অর্থাৎ বন্ধন করে), অখিল প্রাণিগণ কর্তৃক নিত্য আশ্রিত হয় ('শ্রীয়তে') এবং (স্বয়ং) পরম পদকে আশ্রয় করে ('শ্রয়তে') বলিয়া উহা 'শ্রী' নামে অভিহিত হয়।[৭] জগতের সমস্ত বাণী শ্রবণ করে ('শৃণ্বতীং') বলিয়া উহাকেও 'শ্রী' বলা হয়।[৮] ঠিক এই কারণে ব্রহ্মকে 'সর্বতঃশ্রব' বলা হয়।[৯] জগদাকার-সংকোচরূপা বলিয়া উহা বুধগণ কর্তৃক 'কুণ্ডলিনী'

---

১) অহির্বুধ্ন্যসং, ৩।৭-২২ ২) ঐ, ৩।৮ ৩) ঐ, ২।২৫, পূর্বে দেখ।

৪) ঐ, ৩।৯·১

৫) ঐ, ২১।৮·১ লক্ষ্মী বলিয়াছেন,

"লক্ষয়ামি জগৎ সর্বং পুণ্যাপুণ্যে কৃতাকৃতে।
মহনীয়া চ সর্বত্র মহালক্ষ্মীঃ প্রকীর্তিতা ॥"
—(লক্ষ্মীতং, ৪।৪২)

আরও দেখ—৫০।৬২—৭

৬) অহির্বুধ্ন্যসং, ৫১।৬১·২—৬২ ; আরও দেখ—৩।৯·২ লক্ষ্মী বলিয়াছেন,

"মহদ্ভিঃ শ্রয়ণীয়ত্বাৎ মহাশ্রীরিতি গম্যতে।"—(লক্ষ্মীতং, ৪।৪৩·১)

"শ্রয়ন্তি শ্রয়ণীয়াঽস্মি শৃণামি দুরিতং সতরাং ॥
শৃণোমি করুণাং বাচং শৃণামি চ গুণৈর্জগৎ।
শ্রয়তে সর্বভূতানাং রমেঽহং পুণ্যকর্মণাং ॥
ঈরিতা চ সদা দেবৈর্শরীরং চাস্মি বৈষ্ণবং।
এতান্নয়ি গুণান্ দৃষ্ট্বা বেদবেদান্তপারগাঃ ॥
গুণযোগবিভাগজ্ঞাঃ শ্রিয়ং মাং সম্প্রচক্ষতে।"—(ঐ, ৪।৫১·২—৫৪·১)

আরও দেখ—ঐ, ৫০।৭৯·২—৮৩

শ্রীর আশ্রয় বলিয়াই বিষ্ণু 'শ্রীনিবাস' এবং 'শ্রীধর' নামেও খ্যাত হন। কোথাও কোথাও আছে শ্রী 'নিরাশ্রয়া'। যেমন বেঙ্কটনাথ বলিয়াছেন, ঐ বচনকে "শ্রয়তে চ পরং পদং" বচনের অবিরোধে নিতে হইবে। ('বেদান্তদেশিক গ্রন্থমালা', ব্যাখ্যান বিভাগ, ১ম সম্পুট, ১৪ পৃষ্ঠা)

৭) অহির্বুধ্ন্যসং, ২১।৮·২ ৮) পূর্বে দেখ।

বলিয়া স্মৃত হয়।[১] স্বসংবিত্তি দ্বারা জগৎকে প্রাণিত করে বলিয়া 'জগৎপ্রাণা' বলিয়া কথিত হয়।[২] উহা অব্যক্ত, কাল ও পুরুষ ভাবাত্মক বলিয়া 'পদ্মা' ও 'পদ্মমালিনী', পর্যাপ্ত সুখযোগ ও কাম দান হেতু 'কমলা', বিষ্ণুর সামর্থ্যরূপা বলিয়া 'বিষ্ণুশক্তি' এবং বিষ্ণুর ভাব পালন করে বলিয়া 'বিষ্ণুপত্নী' নামে অভিহিত হয়।[৩] শুদ্ধসত্ত্বাশ্রয় হেতু 'গৌরী' এবং অবিশেষণ বলিয়া 'অদিতি' বলা হয়।[৪]

ব্রহ্মের শক্তি 'প্রকৃতি' নামেও অভিহিত হইয়া থাকে।[৫] "প্রকুর্বন্তী জগৎ স্বেন প্রকৃতিঃ পরিগীয়তে" (অর্থাৎ নিজের দ্বারা জগৎকে প্রকৃষ্টরূপে করে বলিয়া 'প্রকৃতি' নামে পরিগীত হইয়া থাকে।[৬] আর "সর্বপ্রকৃতিশক্তিত্ব হেতু (ব্রহ্ম) 'সর্বপ্রকৃতি' বলিয়া কথিত হয়; এবং প্রধীয়মানকার্যত্ব হেতু 'প্রধান' বলিয়া পরিগীত হয়।"[৭] সাংখ্যশাস্ত্রে 'প্রধান' ও 'প্রকৃতি' পর্যায়বাচী। পরন্তু 'অহিবুধ্ন্যসংহিতা'য় উহারা কিঞ্চিৎ ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

ব্রহ্মের শক্তি 'মায়া' নামেও অভিহিত হইয়া থাকে। "প্রশান্ত, অচল, দিব্য, নিত্যশুদ্ধ, নিরঞ্জন এবং ষাড়্গুণ্য যে নারায়ণ-সমাহ্বয় পরব্রহ্ম, তাঁহার অনপায়িনী এবং তদ্ধর্মধর্মিণী দেবী শক্তি, যাহা আশ্চর্যকরত্ব হেতু 'মায়া' (নামে অভিহিত হয়)" ইত্যাদি।[৮] কথিত হইয়াছে যে প্রাকৃত প্রলয়ের পরে পরমাত্মা স্বীয় লীলার উপকরণ, 'মায়া' নামে সংজ্ঞিত, ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিকে সৃষ্টি করেন এবং তাহার সহিত রমণ করেন।[৯] উহা জীবাত্মার ও পরমাত্মার স্বরূপকে আচ্ছাদিত করে ("বর্ততে জীবপরয়োঃ স্বরূপাচ্ছাদনায় সা")।[১০] "অবিদ্যা দ্বারা জীবাত্মার এবং পরমাত্মার স্বরূপ সংছাদিত হয় এবং তাহাদের তত্ত্ববেদন নিবর্তিত হয়।"[১১] সুতরাং মায়াও অবিদ্যা।

পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে প্রত্যেক বস্তুর শক্তি অচিন্ত্য। "ইদন্তয়া বিধাতুং সা ন নিষেদ্ধুং চ শক্যতে" ('উহাকে ইদন্তয়া সিদ্ধও করা যায় না, নিষিদ্ধও করা যায় না')।[১২] সুতরাং ব্রহ্মেরও শক্তি তদ্রূপই হইবে। 'অহিবুর্ধ্ন্যসংহিতা'য় তাহা স্পষ্টতঃ উক্ত হইয়াছে,—

১) অহির্বুধ্ন্যসং, ৩।১২'১ ২) ঐ, ৩।১৫'১ ৩) ঐ, ৩।১০-১

৪) ঐ, ৩।১৩'২ ৫) ঐ, ৫।২৮-৯'১

৬) ঐ, ৩।১৬'২ লক্ষ্মী বলিয়াছেন, "মত্তঃ প্রক্রিয়তে বিশ্বং প্রকৃতিঃ সাঽস্মি কীর্তিতা।" (লক্ষ্মীতং, ৪।৫১'১)

৭) অহির্বুধ্ন্যসং, ২।৩০

৮) ঐ, ৫১।৬৫-৮ আরও দেখ—ঐ, ৫১।৫৭-৬৩

"মায়াঽশ্চর্যগুণাত্মিকা ॥ মহত্বাচ্চ মহামায়া"— (লক্ষ্মীতং, ৪।৪৫'২-৪৬'১)

৯) অহির্বুধ্ন্যসং, ৩৮।১১'২-১২'১

১০) ঐ, ৩৮।১৩'২ আরও দেখ

"স তু সর্বাণি ভূতানি তত্তচ্ছক্তিসমন্বিতা ॥
মোদয়ন্তী চ তত্মানা স্বস্তাং ভোগ্যধিয়ং তথা।"—(ঐ, ৩৮।১২'১-১৩'২)
"তথা বিবশমেতত্তু সংসরত্যখিলং জগৎ।
তত্রৈব প্রথমং দেহে করোত্যাত্মধিয়ং নরঃ ॥" ইত্যাদি।

—(ঐ, ৩৮।১৪—

১১) ঐ, ৪৫।৩'২—৪'১ ১২) অহির্বুধ্ন্যসং, ৩।৩'২

"নিষেধৈরনিষেধ্যাং তামবিধেয়াং বিধিক্রমৈঃ ॥
অবাচ্যাং.....................................।"[১]

অর্থাৎ নেতি নেতি প্রকারে নিষেধমুখে সর্বনিষেধ দ্বারা উহাকে নিষিদ্ধও করা যায় না, বিধিমুখে সিদ্ধও করা যায় না ; উহা অবাচ্য। অন্যত্র আছে যে বিষ্ণুর পরাশক্তি লক্ষ্মী যখন সম্পূর্ণ স্তৈমিত্য অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখন

"যা ন কিঞ্চিদিবাভাতি ন সতী নাপি চাসতী ॥"[২]

'তাহা যেন কিছু নহে বলিয়া প্রতিভাত হয়, সৎও নহে, অসৎও নহে।'[৩] সুতরাং উহা অদ্বৈত-বেদান্তী-সম্মত সদসদনির্বচনীয় মায়ার তুল্য। অদ্বৈতবেদান্তীও বলে, মায়াকে সৎও বলা যায় না, অসৎও বলা যায় না ; ব্রহ্মে উহা আছে বলিয়াও সিদ্ধ করা যায় না, নাই বলিয়াও সিদ্ধ করা যায় না ; তাই উহা সদসদনির্বচনীয়। 'অহির্বুধ্ন্যসংহিতা'র ব্যাখ্যা মতে, ব্রহ্মের শক্তি লক্ষ্মী বা মায়াও প্রায় সেই প্রকার। অনির্বচনীয় বলিয়াই উহা কখন কখন পরস্পর-বিরুদ্ধ লক্ষণ দ্বারা লক্ষিত হইয়াছে। যথা, "অনন্তা ও অন্তরূপা", "ত্রিরূপা ও অত্রিরূপা", "অবাচ্যা ও নিত্যা, গৌরী, লক্ষ্মী এবং সরস্বতী (নামে) বাচিতা"।[৪]

অনির্বচনীয়া বলিয়া ব্রহ্মের শক্তির স্বরূপ ঠিক ঠিক নির্দেশ করা যায় না। তথাপি পাঞ্চরাত্রসংহিতা সমূহে তৎসম্বন্ধে নানা প্রকার উক্তি দৃষ্ট হয়। 'জয়াখ্যসংহিতা'র মতে, "তত্ত্বনির্মুক্তদেহ কেবল চিদাত্মার যে মহানন্দ উদিত হয়, তাহাই পরা বৈষ্ণবী শক্তি।"[৫] 'অহির্বুধ্ন্যসংহিতা'য় কখন বলা হইয়াছে যে "উহা বিষ্ণুর স্বাতন্ত্র্যরূপা জগন্ময়ী প্রস্ফুরত্তা ;"[৬] আবার কখন বলা হইয়াছে যে উহা তাঁহার জগন্নির্মাণশক্তিকা সত্তা[৭], অহন্তা[৮], কিংবা প্রভা[৯]।

ইতিপূর্বে উক্ত হইয়াছে যে ব্রহ্ম ষাড়্‌গুণ্য বা ষাড়্‌গুণ্যবিগ্রহ এবং ষড়্‌গুণ শক্তিময় বা

---

১) অহির্বুধ্ন্যসং, ২১।১১·২—১২·১ ২) ঐ, ৫১।৩৫·২

৩) 'জয়াখ্যসংহিতা'য় ও উক্ত হইয়াছে যে ব্রহ্মের ঐ অবস্থা অবাচ্য। (১০।৭১·১)

৪) অহির্বুধ্ন্যসং, ২১।১০·১, ১১·১, ১২·১
"শুদ্ধসত্ত্বাশ্রয়াদ্‌গৌরা,"—(ঐ, ৩।১৩·২)
"স্মারয়ন্তী সরস্বতী"—(ঐ, ৩।২১·১)
নিত্যা' এবং 'লক্ষ্মী' নামের উপপত্তি পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে।

৫) জয়াখ্যসং, ১০।৬৯ ; বৃহদ্‌ব্রহ্মসং, ৪।১।৬১ (ঈষৎ পাঠান্তরে)। আরও দেখ
"মমানন্দবশাৎ সর্বে লোকা ভূরাদয়ো দ্বিজ"—(বৃহদ্‌ব্রহ্মসং, ১।১৩।২৫.২)

৬) অহির্বুধ্ন্যসং, ৩।৬·১

৭) "সদা সত্তা হি যা তস্য জগন্নির্মাণশক্তিকা।"—(ঐ, ৩।৪২·২
"অপৃথক্‌চারিনী সত্তা মহানন্দময়ী পরা।"—(ঐ, ৪।৭৩·১)
আরও দেখ—৮।৫৪·২ ; ৫৭।২০·২

৮) "যা সা ভগবতঃ শক্তিরহংতা সর্বভাবগা ॥"—(ঐ, ৪।৭২·২)
"আত্মভূতা হি যা শক্তিঃ পরস্য ব্রহ্মণো হরেঃ ॥"—(ঐ, ৫।৪·১)
"অহংভাবাত্মিকা শক্তিস্তস্য তদ্‌ধর্মধর্মিণী ॥"—(ঐ, ৬।১·২)

৯) "এবং বিষ্ণোঃ প্রিয়া ভাঃ সা শক্তিঃ ষাড়্‌গুণ্যবিগ্রহা ॥
নানানামভিরেকাঽপি তত্ত্ববিদ্‌ভিরুপাস্যতে।"—(ঐ, ৮।১৪·২-১৫·১)

শক্তিরূপ। সুতরাং দেখা যায় যে প্রকৃত পক্ষে ব্রহ্মের শক্তিই ষাড়্‌গুণ্য বা ষাড়্‌গুণবিগ্রহা। 'অহির্বুধ্ন্যসংহিতা'য় তাহা স্পষ্টতঃ উক্ত হইয়াছে। যথা, কথিত হইয়াছে যে, ব্রহ্মের তদ্ধর্মধর্মিণী এবং অনপগামিনী শক্তি শ্রী বা লক্ষ্মী "জ্ঞানশক্তিবলৈশ্বর্যবীর্যতেজপ্রভাবতী ;"[১] "বিষ্ণু হরির সর্বভাবানুগামিনী এক শক্তি আছে, সেই দেবী ষাড়্‌গুণ্যপূর্ণা এবং জ্ঞানানন্দক্রিয়াময়ী ;"[২] "এই প্রকারে বিষ্ণুর যে প্রিয়তা, তাহা ষাড়্‌গুণবিগ্রহা শক্তি।"[৩] ঐ ষাড়্‌গুণ্য শক্তি দ্বারা পরিবৃংহিত বলিয়াই ব্রহ্মকে ষাড়্‌গুণ্য বলা হয়। "ষাড়্‌গুণ্যং তৎ পরং ব্রহ্ম স্বশক্তিপরিবৃংহিতম্" ('সেই পরব্রহ্ম স্বীয় শক্তি দ্বারা পরিবৃংহিত হইয়া ষাড়্‌গুণ্য')।[৪] ষড়্‌গুণপূর্ণ বলিয়া ব্রহ্মকে 'ভগবান্' এবং লক্ষ্মীকে 'ভগবতী' বলা হয়।[৫]

ব্রহ্মের শক্তি সর্বদা এক ভাবে থাকে না। 'অহির্বুধ্ন্যসংহিতা'য় উক্ত হইয়াছে যে উহা "উদিতানুদিতাকারা,—নিমেষোন্মেষরূপিণী ;"[৬] উহা নিমেষোন্মেষরূপা এবং ভাবাভাব-স্বলক্ষণা।"[৭] উহার উদয়ে বা উন্মেষে, অর্থাৎ বিকাশে বা বিক্ষেপে, জগতের সৃষ্টি বা আবির্ভাব হয়,—জগৎ ব্যক্ত হয়, এবং উহার অস্তগমনে বা নিমেষে, অর্থাৎ সঙ্কোচে বা উপসংহারে, জগতের প্রলয় বা তিরোভাব হয়,—জগৎ বিলুপ্ত হয়।[৮] কথিত হইয়াছে যে মূল প্রকৃতি বা বিদ্যা কখন কখন "কামরূপিণী ধেনু" হয়, আর কখন কখন "অধেনু" হয় :—সর্গকালে উহা "শস্যাদি সৃষ্ট্যর্থ মেঘরূপিণী ধেনু হয়," আর "প্রলয়ে অব্যক্ত-সজ্ঞিত শুষ্ক ও নীরস অধেনু হয়।"[৯] 'অহির্বুধ্ন্যসংহিতা'য় বিবৃত হইয়াছে যে প্রলয়ে "শশ্বৎ কোলাহলোদ্গম উহাতে উপরত হইলে কার্যতয়া অলক্ষ্যা শক্তি (পরম) দেব হইতে (আপন) ভেদ পরিত্যাগ করে।"[১০] "যেমন ইন্ধনের অভাবে জ্বালা বহ্নিভাব প্রাপ্ত হয়, তেমন সেই পরা বৈষ্ণবী শক্তি ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হয়। পরব্রহ্ম নারায়ণ এবং সেই শক্তি নারায়ণী। উভয়েই ব্যাপক। (প্রলয়ে) অতিসংশ্লেষ হেতু উভয়ে এক তত্ত্বের ন্যায় থাকে।"[১১] স্তৈমিত্যরূপা শক্তি শূন্যরূপিণী।[১২] অর্থাৎ তখন উহার সদ্ভাব দৃষ্ট হয় না; তাই উহা যেন নাই মনে হয়। যাহা হউক, স্বাতন্ত্র্যাদেব কস্মাচ্চিৎ কচিৎ সোন্মেষমৃচ্ছতি" ('কোন সময়ে কোন স্বাতন্ত্র্য বশতঃই উহা উন্মেষ প্রাপ্ত হয়')। যে শক্তি পরব্রহ্ম হরির আত্মভূতা ছিল, দেবী উহা কোন সময়ে, আকাশে বিদ্যুতের ন্যায়, উদ্দ্যোতিত হইয়া উঠে। তখন উহা শুদ্ধ ও অশুদ্ধ নানাবিধ সমূর্তিক ভাবসমূহ ব্যক্ত করে'। উন্মেষগামী উহার যে স্বনির্মিত স্বাতন্ত্র্য,—প্রেক্ষণাত্মা সুসঙ্কল্প, তাহা 'সুদর্শন' নামে কথিত হয়। তাহা ক্রিয়া,—হরির বীর্য, তেজ এবং বল। আর যাহা স্বভিত্তিপরিবর্তিত ভাবসমূহ ব্যক্ত করে, তাহা 'ভূতি' বা বিষ্ণুশক্তি।"[১৩] অন্যত্র আছে, লক্ষ্মীর সমুন্মেষ ক্রিয়া ও ভূতি ভেদে দ্বিধা ব্যবস্থিত হয়। ক্রিয়া সমুন্মেষ ভূতিপরিবর্তক।[১৪] ষাড়্‌গুণ্যপূর্ণা বিষ্ণুশক্তি ভাব্য ও

---

১) অহির্বুধ্ন্যসং, ২১।৭'২-৯ আরও দেখ—"শ্রীর্নাম পরমা শক্তিঃ পূর্ণষাড়্‌গুণ্যবিগ্রহা।" (৫৯।৮'২)

২) ঐ, ৭।৬৫ ৩) ঐ, ৮।১৪'২ ৪) ঐ, ২।৬২'১ আরও দেখ—৩।১

৫) লক্ষ্মী বলিয়াছেন, "পূর্ণষাড়্‌গুণ্যরূপত্বাৎ সাহহং ভগবতী স্মৃতা।" (লক্ষ্মীতং ৪।৪৮'১)

৬) অহির্বুধ্ন্যসং, ৩।৬'২ ৭) ঐ, ৬০।৬'২ ৮) ঐ, ৩।৭'২, ২৭—; ৪।৭৪

৯) ঐ, ৪।৪-৬, ১০ ১০) ঐ, ৪।৭৪'২-৭৫'১ ১১) ঐ, ৩।৭৬'২—৭৮'১

১২) "তস্য স্তৈমিত্যরূপা যা শক্তিঃ শূন্যত্বরূপিণী ॥"—(ঐ, ৫।৩'২)

১৩) ঐ, ৫।৪-৮ ১৪) ঐ, ৩।২৮—; ৮।৩৫-৬

ভাবক—এই দ্বিধাভাব প্রাপ্ত হয়। ভাবক হরির সঙ্কল্প,—যাহা 'সুদর্শন' নামে অভিহিত হয়। তাহা জ্ঞানমূলক্রিয়াত্মা স্বচ্ছ ও স্বচ্ছন্দচিন্ময়। আর ভাব্য 'ভূতি' বলিয়াও গীত হইয়া থাকে। তাহা সঙ্কর্ষণাদিভূম্যন্ত-শুদ্ধেতরবিভাগিনী,—সঙ্কর্ষণাদিব্যূহান্ত-শুদ্ধসর্গময়ী, শক্ত্যাদিভূমিপর্য্যন্ত-শুদ্ধেতরময়ী।[১] পরে কথিত হইয়াছে যে, জগদ্ধাতার সমবায়িনী শক্তি লক্ষ্মী ক্রিয়া ও ভূতি—এই দ্বিবিধ ভেদ প্রাপ্ত হয়। সুদর্শন নামক সঙ্কল্পই ক্রিয়া ; আর ভূতি জগদ্রূপা, ব্যূহবিভবাত্মিকা শুদ্ধা এবং কালাব্যক্তপুমাত্মিকা অশুদ্ধা। সুদর্শনরূপী ক্রিয়া ভূতির প্রবর্তক ("ক্রিয়া প্রবর্তিকা ভূতেঃ সা সুদর্শনরূপিণী")।[২] ভগবানের সঙ্কল্প বস্তুতঃ, কালতঃ এবং দেশতঃ অব্যাহত বলিয়া 'সুদর্শন' নামে অভিহিত হয়।[৩] বিষ্ণুর পরা ক্রিয়া শক্তি বিভিন্ন শাস্ত্রে প্রাণ, ক্রিয়া, প্রাণক্রিয়া, বল, তেজ, সঙ্কল্প, বৈষ্ণব যশ, সুদর্শন, পরোদ্যোগ, বিষ্ণুসমুদ্যম, অব্যাহত, মহাযোগ, যোগাত্মা, যোগভাবন প্রভৃতি নানা নামে কথিত হইয়া থাকে।[৪]

'বিষ্ণুসংহিতা'য় বিবৃত হইয়াছে ভগবান্ বিষ্ণুর শক্তি ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়া ভেদে ত্রিবিধ। উহাদের দ্বারা তাঁহার মূর্তিচতুষ্টয় দ্বাদশধা ভিন্ন হন। কামরূপিণী ইচ্ছাখ্যা শক্তি সূক্ষ্মা এবং পরা। চরাচর সমস্ত উহার দ্বারা ওতপ্রোত। উহা নিজেকে ক্রিয়া ও জ্ঞানের প্রবর্তক রূপে দ্বিধা বিভক্ত করত তাহাদের দ্বারা স্বতন্ত্রের ন্যায় সমস্তজগৎ প্রকৃষ্টরূপে করে। পরক্রিয়া শক্তি দ্বারা বিষ্ণু, এবং জ্ঞানশক্তি দ্বারা খগেশ্বর,—যজ্ঞপুরুষ তাঁহাকে তপশ্ছন্দোময় খগ বলা হয়। ইচ্ছা শক্তি সম্পর্কে তিনি অব্যয় পরপুরুষ। ক্রিয়া জ্ঞান পূর্বক প্রবর্তিত হয়, এবং সেইহেতু তিনি কর্তা হন। সুতরাং ক্রিয়া জ্ঞানাধার বলিয়া জ্ঞেয়। উহা কখনও একা সম্প্রবর্তিত হয় না। পরপুরুষের একই শক্তি ক্রিয়া ও জ্ঞান প্রভেদে দ্বিধা হইয়া চরাচর সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া অবস্থিত আছে। শক্তির ও শক্তিমানের পরস্পর ভেদ নাই। সেইহেতু ক্রিয়া ও জ্ঞান—এই দুইটি অভিন্ন বলিয়া মনে করিতে হইবে। এই প্রকার ভেদ হেতু একই শক্তি ত্রিধারূপে সংস্থিত,—ক্রিয়া, জ্ঞান ও ইচ্ছা—এই ত্রিতয় নিশ্চয় এক। একই মহাত্মার ভেদ উপচার বলিয়া স্মৃত হয়।[৫] পরে বর্ণিত হইয়াছে যে, বিষ্ণুর শক্তি পরমেষ্ঠ্যাদি পঞ্চ। পরদেব উহাদের সহিত পরম ব্যোমে অবস্থিত আছেন। তাঁহার চিৎ-শক্তি সর্বকার্যাদিকূটস্থা। উহাই পরমেষ্ঠী। তাঁহার পুরুষাখ্যা দ্বিতীয় শক্তি আদি-বিক্রিয়া। বিশ্বাখ্যা তৃতীয়া শক্তি বিবিধাভাসা এবং করণাত্মিকা। নিবৃত্তি নামক চতুর্থী শক্তি বিষয়কে গ্রহণ করিয়া স্থিত। সর্বাখ্যা পঞ্চমী শক্তি পূর্ণজ্ঞানক্রিয়াশক্তি। পরমাত্মা স্বয়ং নিরঞ্জন এবং নিষ্ক্রিয় হইলেও ঐ পঞ্চশক্তিযুক্ত হইয়া জগতের উৎপত্তি, স্থিতি এবং সংহারের হেতু হন। জগতের প্রভু তিনি নিগ্রহ এবং অনুগ্রহও করেন।[৬]

---

১) ঐ, ৭।৬৫— ২) ঐ, ৮।২৯—৩২ আরও দেখ—"ভূতির্জগদ্ভবনসংজ্ঞিতা" (৩।৪৪'২)

৩) অহির্বুধ্ন্যসং, ১।৭'২-৯ আরও দেখ—৩।৩'১, ৩৮'২

৪) ঐ, ৫৯।৫৭'২-৫৯ আরও দেখ—

"প্রাণো মায়া ক্রিয়া শক্তির্ভাব উন্মেষ উদ্যমঃ।
সুদর্শনং চ সংকল্পঃ শব্দা পর্যায়বাচকাঃ ॥"—(ঐ, ১২।৫৩)

৫) বিষ্ণুসং, ৩।৬৮'২—৭৭'১ ৬) ঐ, ৪।২৬'২—৩১'১

ইহা কথিত হইয়াছে যে, ব্রহ্মের শক্তি ষড়্‌গুণময়। উন্মেষের প্রারম্ভে ষড়্‌গুণের যুগপৎ উন্মেষ হয়। সেইহেতু বাসুদেবে ষড়্‌গুণ সম্পূর্ণতঃ বিদ্যমান। অনন্তর দুই দুই গুণের বা উহাদের ক্রিয়ার বিশেষভাবে প্রকট হয়। তাহাতে সঙ্কর্ষণাদি ব্যূহত্রয় উৎপন্ন হয়। ইতিপূর্বে তাহা বর্ণিত হইয়াছে।[১] তাহাতে ব্যূহ বস্তুতঃ শক্তিরই হয়। বিভবাদিও সেই প্রকারে শক্তিরই। 'অহির্বুধ্ন্যসংহিতা'য় তাহা পরিষ্কার উক্ত হইয়াছে। সঙ্কর্ষণাদি ব্যূহত্রয় শক্তিময়,—উহারা বাসুদেবের শক্তি।[২] "ভগবানের যে অহংতা-রূপা শক্তি—সর্বভাবগা, অপৃথক্‌চারিণী এবং মহানন্দময়ী পরা সত্তা, সঙ্কর্ষণাদি ভূম্যন্ত তাহার কোট্যংশ বলিয়া কথিত হয়।"[৩] আরও বিশেষ করিয়া বলিলে ব্যূহবিভবাদি ভূতিশক্তিরই শুদ্ধময়ী স্ফূর্তি রূপ।[৪] কখন কখন বলা হইয়াছে যে ব্যূহ সুদর্শনেরই। সুদর্শন ভগবানের ক্রিয়াশক্তি—ভূতিশক্তির প্রবর্তক। সুতরাং ব্যূহ ঐ শক্তিরই ক্রিয়াভেদে প্রকারভেদ মাত্র। শক্তিমান্ ব্যতীত শক্তি থাকিতে পারে না। ব্যূহশক্তিমান্‌কে 'ব্যূহী' বলা হইয়াছে।[৫] ,পৌষ্করসংহিতা'য় বাসুদেবাদি ব্যূহকে শক্তি কিংবা প্রকৃতি বলা হইয়াছে।[৬]

ইহাও উল্লেখ করা উচিত মনে হয় যে পাঞ্চরাত্রশাস্ত্রে স্বয়ং ব্যূহবিভবাদিকে বস্তুতঃ শক্তি মনে করা হইলেও উহাদেরও শক্তির সদ্ভাব কল্পনা করা হইয়া থাকে। যথা, 'লক্ষ্মীতন্ত্রে' উক্ত হইয়াছে যে বাসুদেবাদি ব্যূহচতুষ্টয়ের শক্তি যথাক্রমে লক্ষ্মী, কীর্তি, জয়া ও মায়া নামে অভিহিত হয়; কেশবাদি বার ব্যূহান্তরের শক্তির নাম যথাক্রমে শ্রী, বাগীশ্বরী, কান্তি, ক্রিয়া, শক্তি, বিভূতি, ইচ্ছা, প্রীতি, রতি, মায়া, ধী এবং মহিমা।[৭] পরন্তু 'বৃহদ্‌ব্রহ্মসংহিতা'র মতে, বাসুদেবাদির শক্তির নাম যথাক্রমে, লক্ষ্মী, গিরা, রতি ও উষা; কেশবাদির শক্তির নাম যথাক্রমে শ্রী, লক্ষ্মী, কমলা, পদ্মা, পদ্মিনী, কমলালয়া রমা, বৃষাকপি, ধন্যা, পৃথ্বী, যজ্ঞা ও ইন্দিরা।[৮] বিষ্বেশ্বরগণের এবং বিভবগণের শক্তিসমূহেরও নামোল্লেখ পাওয়া যায়।[৯]

ব্রহ্মের শক্তির সম্পূর্ণ স্তৈমিত্যদশাকে 'অহির্বুধ্ন্যসংহিতা'য় বাসুদেবাদি চারি দশার অপেক্ষায়, 'পঞ্চমী দশা' বলা হইয়াছে। "শক্তিসমূহের দিব্যা পঞ্চমী দশা সকলেরই গ্রাস-কারী।

---

১) পূর্বে দেখ। "এতে শক্তিময়া ব্যূহা গুণোন্মেষস্বলক্ষণাঃ ॥"—(অহির্বুধ্ন্যসং, ৫।১৮·২) আরও দেখ—ঐ, ৫।২৫·১, ৪৩·১

২) দেখ—ঐ, ৫।৩১-২, ৩৬-৭, ৩৯-৪০ ৩) ঐ, ৪।৭২·২-৭৩

৪) ভূতেঃ শুদ্ধময়ী স্ফূর্তিঃ সা ব্যূহবিভবাত্মিকা।"—(ঐ, ৬।৬।·২)
আরও দেখ—ঐ, ৭।৬৯·১ ; ৮।৩১·২ ; ৯।১·২-২·১

৫) ঐ, ১।১১-৩ ৬) পূর্বে দেখ।

৭) লক্ষ্মীতং, ২০।৩৩-৫

৮) বৃহদ্‌ব্রহ্মসং, ১৮।৩৫-৭ ; ১৯।১৫-৬, ১৮-২৫ ; ৪।২।১২৩-৬ ; 'বৃদ্ধহারীতস্মৃতি', ৭।৯০-৩·১ (পুণাসং)

৯) বিষ্বেশ্বরগণের শক্তির নামের জন্য দেখ—বৃহদ্‌ব্রহ্মসং, ৪।২।১২৭-১৩০·১ ; বৃদ্ধহারীতস্মৃতি', ৭।৯৪·২-৬·১ (ঈষৎ পাঠান্তরে)

পদ্মনাভাদি ৩৯ বিভবের শক্তির নামের জন্য দেখ—লক্ষ্মীতং, ২০।৪৪·২—৪৭

'বৃহদ্‌ব্রহ্মসংহিতা'র (১।১০।৩১-২·১ ; ৪।২।১৩০·২—১৩২·১) ও 'বৃদ্ধহারীতস্মৃতি'তে (৭।৯৫-৬·১ মৎস্যাদি দশ অবতারের শক্তির নামোল্লেখ আছে।

উহা সৎও নহে, অসৎও নহে ; যেন কিছুই নহে বলিয়া প্রতিভাত হয়।[১] 'মাণ্ডুক্যোপনিষদে' ওঙ্কারের অকার, উকার, মকার ও অর্ধমাত্রা—এই চারি মাত্রার সঙ্গে ব্যষ্টি আত্মার (বা জীবাত্মার) জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও তুরীয়—এই চারি অবস্থার, তথা সমষ্টি আত্মার (বা পরমাত্মার) বিশ্ব, তৈজস, প্রাজ্ঞ ও তুরীয়—এই চারি অবস্থার, সম্বন্ধ প্রদর্শিত হইয়াছে। 'অহির্বুধ্ন্যসংহিতা'য় তদনুকরণে ব্রহ্মশক্তির পঞ্চমী দশাকে ওঙ্কার মনে করিয়া উহার অকারাদি মাত্রাচতুষ্টয়কে যথাক্রমে অনিরুদ্ধ-শক্তি, প্রদ্যুম্ন-শক্তি, সঙ্কর্ষণ-শক্তি ও বাসুদেব-শক্তি মনে করা হইয়াছে ; এবং উহাদের সঙ্গে জাগ্রদাদি ও বিশ্বাদি অবস্থা-চতুষ্টয়ের সম্বন্ধ কল্পনা করা হইয়াছে।[২] আরও কথিত হইয়াছে যে ঐ দিব্যা পঞ্চমীশক্তির ঐ চারি দশাকে পুরাণে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব ও অব্যাকৃত ; পাশুপতমতে ঈশ, বিদ্যা, সম ও শিব ; এবং সাংখ্যযোগমতে ব্যক্ত, অব্যক্ত, পুরুষ ও কাল নামে উক্ত হইয়া থাকে।[৩]

লক্ষ্মী

পূর্ব প্রকরণে উক্ত হইয়াছে যে ব্রহ্মের পরা শক্তিকে যেমন লক্ষ্মী, শ্রী, পদ্মা, বিষ্ণুশক্তি বিষ্ণুপত্নী, প্রভৃতি বলা হয়, তেমন তাঁহার প্রকৃতি, সত্তা, অহংতা, প্রভা, প্রভৃতিও বলা হয়। তাহাতে জানা যায় যে বিষ্ণুর পত্নী নামে খ্যাত লক্ষ্মী বা শ্রী বস্তুতঃ তাঁহার শক্তি, প্রকৃতি, অহংতা, সত্তা, প্রকৃতিই। কোন কোন পাঞ্চরাত্রসংহিতায় তাহা স্পষ্টতঃ উক্ত হইয়াছে। যথা, 'অহির্বুধ্ন্যসংহিতা'য় আছে, "লক্ষ্মী নামে যে হরির আদ্যা শক্তি"[৪] "সর্বভাবাত্মিকা লক্ষ্মী পারমাত্মিকা অহংতা।"[৫] 'লক্ষ্মীতন্ত্রে' লক্ষ্মী নিজেই কখন কখন বলিয়াছেন যে তিনি ভগবান্ নারায়ণের নিত্যা এবং সদোদিতা শক্তি।[৬] আবার কখন কখন বলিয়াছেন যে তিনি নারায়ণের অহংতা।[৭] "যাহা হরির আদ্যা, সনাতনী, শুদ্ধানন্দচিদাকারা, সর্বাকারা এবং সর্বতঃ-সমতা-গতা অহংতা, আমি তাহাই।"[৮] আবার তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে ভগবানের অহংতাই তাঁহার শক্তি। "যাহা অহং নামে স্থিত, তাহা বস্তুর আত্মা বলিয়াই সমুদীরিত হয়। অনবচ্ছিন্ন অহং পরমাত্মা বলিয়া কথিত হয়। যাহা দ্বারা চেতন ও অচেতন এই সমস্ত ক্রোড়ীকৃত হইয়াছে, সেই অহংভাব সনাতন পরমাত্মা বলিয়া স্মৃত। উহাই পরম ক্ষেত্রজ্ঞ ভগবান্ বাসুদেব বলিয়া বিবেচিত হয়। বিষ্ণু, নারায়ণ বিশ্ব ও বিশ্বরূপ বলিয়া কথিত হয়। এই বিশ্বজগৎ তাঁহার অহংতা দ্বারা সমাক্রান্ত। যাহা অহংতা দ্বারা আক্রান্ত নহে, তাহা বস্তুতঃ নাই।…চন্দ্রের জ্যোৎস্নার ন্যায় তাঁহার যে পরমা শক্তি যাহা সর্বাবস্থাগতা,

১) অহির্বুধ্ন্যসং, ৫১।৩৫·২—৩৬·১ ২) ঐ, ৫১।২২-৩৮

৩) ঐ, ৫১।৪০-২

৪) অহির্বুধ্ন্যসং, ৮।৩৫·১ ৫) ঐ, ৩।৪৬·২

৬) যথা দেখ—লক্ষ্মীতং, ১২।১২·২ ; ১৬।২১·২, ৪১·১ ; ১৭।৪ ; ইত্যাদি।

৭) দেখ— "অহংতয়া সমাক্রান্তো হ্যহমর্থঃ প্রসিধ্যতি।
অহমর্থসমুত্থা চ সাহহংতা পরিকীর্তিতা ॥"—(ঐ, ২।১৬)
"অহংতয়া বিনাহহং হি নিরূপাখ্যো ন সিধ্যতি।
অহমর্থং বিনাহহংতা নিরাধারা ন সিধ্যতি ॥"—(ঐ, ২।১৮)

৮) ঐ, ৫।১—২·১ ; আরও দেখ—ঐ, ৬।১,৩৪·১ ; ৭।৪·১ ; ইত্যাদি

দেবী (অর্থাৎ চিন্ময়ী বা স্বপ্রকাশ, দীপ্তিময়ী), স্বাত্মভূতা এবং অনপায়িনী,—সেই ব্রহ্মের যে সনাতনী অহংতা আমি তাহাই। হরি সর্বভূতের অহংভূত বলিয়া আত্মা বলিয়া স্মৃত। (সুতরাং) আমি সর্বভূতের সনাতনী অহংতা।"[১]

"তস্যাহং পরমা শক্তিরহংতা শাশ্বতী ধ্রুবা।"[২]

'আমি তাঁহার শাশ্বতী এবং ধ্রুবা পরমা শক্তি অহংতা।'

"অহংতা নাম সা শক্তিস্তদভিন্না সদোদিতা "[৩]

'অহংতা নামক সেই শক্তি তাঁহা হইতে অভিন্ন এবং সদোদিতা।'[৪] 'অহির্বুধ্ন্যসংহিতা'য়ও সেই প্রকার উক্তি পাওয়া যায়।

"ইয়ং সা পরমা শক্তিরহংতেয়ং হরেঃ পরা"[৫]

'ইহা সেই পরমা শক্তি,—ইহা হরির পরা অহংতা।' সেই প্রকারে ভগবানের প্রকৃতিও তাঁহার শক্তি। লক্ষ্মী তাহাও স্পষ্টতঃ বলিয়াছেন।[৬]

লক্ষ্মী কখন কখন বলিয়াছেন যে তিনি বিষ্ণুর 'সত্তা'।

"অহং নারায়ণী নাম সা সত্তা বৈষ্ণবী পরা "[৭]

'নারায়ণী নামক আমি বিষ্ণুর পরা সত্তা।' তিনি বিষ্ণুর ভাব।

"অহং নারায়ণী নাম ভাবোঽহং তাদৃশী হরেঃ।"[৮]

'নারায়ণী নামক আমি বিষ্ণুর তাদৃশী (অর্থাৎ "নির্মলাকাশকল্প" এবং "নিঃসীমানন্দচিন্ময়ী") ভাব।' "সুতরাং সেই শাশ্বত পদ ব্রহ্ম ভবদ্‌ভাবাত্মক। দেব নারায়ণ 'ভবৎ' আর লক্ষ্মী আমি পরা ভাব।"[৯] পরব্রহ্ম "শক্তিমৎ ও শক্তিরূপে দ্বিধা ব্যবস্থিত হন। শক্তিমৎ পরব্রহ্ম নারায়ণ, অহং ও ভবৎ; আর শক্তি নারায়ণী, অহংতা, ও ভাবরূপিণী।"[১০] 'অহির্বুধ্ন্যসংহিতা'য়ও সেই প্রকারে কথিত হইয়াছে যে "বিষ্ণুর সেই অন্যা এবং সনাতনী পরা শক্তি লক্ষ্মী" "নিত্য, শুদ্ধ, নিষ্কল, নিরঞ্জন এবং নির্বিকল্প ভবৎ-রূপ বিষ্ণুতে বা ব্রহ্মে ভাব-রূপে ব্যক্ত আছেন।"[১১]

লক্ষ্মীকে বিষ্ণুর "ব্যাপার"[১২], "সামর্থ্য"[১৩] এবং ইচ্ছা-শক্তি[১৪]-ও বলা হয়। লক্ষ্মীর অপেক্ষাতেই সনাতন পরমাত্মা ভগবান বাসুদেব নামে অভিহিত হন।[১৫]

'লক্ষ্মীতন্ত্রে' লক্ষ্মী আরও বহু নামে সমাখ্যাত হইয়াছেন। যথা, মায়া, মহামায়া, মোহিনী, যোগমায়া, কালী, ভদ্রা, ভদ্রকালী, দুর্গা, মাহেশ্বরী, চণ্ডিকা, চণ্ডাচণ্ডী প্রভৃতি।[১৬] ঐ সকল

---

১) ঐ, ২।৩'২—৭'১, ১১-১৩'১ ২) ঐ, ১৪।২'২ ৩) ঐ, ২০।৫'১

৪) আরও দেখ—ঐ, ১৫।৯'২ ; ১৮।১১—; ৩৮।১

৫) অহির্বুধ্ন্যসং, ১৮।৬'২

৬) "স্বাং শক্তিং মামধিষ্ঠায় প্রকৃতিং পরমদ্‌ভুতাং"—(লক্ষ্মীতং, ১০।৯'২)

৭) লক্ষ্মীতং, ৩।১'২ আরও দেখ—"সত্তাঽহং বৈষ্ণবী পরা" (ঐ, ৬।৩'১)

৮) ঐ, ৪।১২'২ ৯) ঐ, ২।১৪'২—১৫'১

১০) ঐ, ৮।৮'২—৯ আরও দেখ—ঐ, ৩৬।৪০ ১১) অহির্বুধ্ন্যসং, ৫১।৩৭'১,৩৯

১২) "ব্যাপারস্তস্য দেবস্য সাঽহমস্মি ন সংশয়ঃ।"—(লক্ষ্মীতং, ১১।৬'২)

১৩) "আত্মা স সর্বভূতানাং হংসো নারায়ণো বশী।
তস্য সামর্থ্যরূপাঽহমেকা তদ্‌ধর্মধর্মিণী ॥"—(ঐ, ২৮।৪)

১৪) অহির্বুধ্ন্যসং, ৩৬।৪৪-৫ ১৫) ঐ, ৫৯।৬'২-৭ ১৬) ঐ, ৪।৩৮—

নামের উপপত্তিও তথায় প্রদর্শিত হইয়াছে। যথা, লক্ষ্মী বলিয়াছেন, "আশ্চর্যগুণাত্মিকা বলিয়া (আমি) 'মায়া'।[১] (তাহার) মহত্ত্ব হেতু 'মহামায়া' এবং মোহন হেতু 'মোহিনী' বলিয়া বিবেচিত হই। দুর্গমত্ব হেতু,—ভক্তরক্ষাবিধিরও—'দুর্গা'। যোজন হেতু আমি 'যোগ' এবং 'যোগমায়া' বলিয়া কীর্তিত। মনুষ্যদিগের জ্ঞান-যোজন হেতু 'মায়াযোগ' বলিয়া বিজ্ঞেয়।"[২] "চণ্ডের দয়িতা (বলিয়া আমি) 'চণ্ডী' এবং চণ্ডত্ব হেতু 'চণ্ডিকা' (বলিয়া) বিবেচিত। কল্যাণরূপা বলিয়া আমি 'ভদ্রা' এবং সদ্‌ব্যক্তিগণের কলন হেতু 'কালী'। দ্বেষকারীদিগের কালরূপ বলিয়াও 'কালী' নামে প্রকীর্তিতা। যুগপৎসুকৃতকারীদিগের ও দুষ্কৃতকারীদিগের, সৎ ও অসৎ বিধির (যথাক্রমে কল্যাণরূপা ও কালরূপা বলিয়া আমি) 'ভদ্রকালী' বলিয়া সমাখ্যাতা।"[৩]

শক্তি ও শক্তিমানের সম্পর্ক ভেদাভেদ। সুতরাং বিষ্ণুর সহিত লক্ষ্মীর সম্পর্কও উহাই। লক্ষ্মী স্বয়ং তাহা উল্লেখ করিয়াছেন। "চন্দ্রের সহিত জ্যোৎস্নার ন্যায় তাঁহার সহিত আমি ভিন্নাভিন্ন-ভাবে বর্তমান। আমরা উভয়ে একই তত্ত্ব; পরন্তু দ্বিধা হইয়া ব্যবস্থিত আছি।"[৪] উহাকে অবিনাভাব এবং তাদাত্ম্যও বলা হইয়াছে। যথা, "তাঁহার ও আমার, অথবা তাঁহার সহিত আমার অবিনাভাব।"[৫] "অন্যোন্যের সহিত অবিনাভাব হেতু, তথা অন্যোন্যের সহিত সমন্বয় হেতু, নাথের এবং আমার উভয়ের সম্বন্ধ তাদাত্ম্য বলিয়া জ্ঞান।"[৬] লক্ষ্মী ও বিষ্ণুর ঐ শক্তি-শক্তিমান্‌-ভাব, সুতরাং ভেদাভেদ-ভাব, নিত্য নহে। কেননা, প্রলয়ে, 'লক্ষ্মীতন্ত্রে'র ভাষায়, লক্ষ্মী বিষ্ণু হইতে "অপৃথগ্‌ভূতা" হয়; আর, 'অহির্বুধ্ন্যসংহিতা'র ভাষায়, লক্ষ্মী "ব্রহ্মভাব" (বা বিষ্ণুভাব) প্রাপ্ত হন,—তাঁহারা উভয়ে "একতত্ত্বের ন্যায় স্থিত" হন।[৭]

যেমন বিষ্ণু, তেমন লক্ষ্মীও, জ্ঞান-স্বরূপ। যথা, লক্ষ্মী বলিয়াছেন, "সর্বদর্শী এবং নিরাময় সেই পরব্রহ্ম জ্ঞান(স্বরূপ); তথা (তাঁহার) সর্বজ্ঞা এবং সর্বদর্শিনী অহংতা (আমি) জ্ঞানাত্মিকা। ব্রহ্মের এবং আমার উভয়েরই পররূপ জ্ঞানাত্মক।"[৮]

"বোধ এব স্বরূপং মে নির্মলানন্দলক্ষণঃ"[৯]

'নির্মল-আনন্দ-লক্ষণ বোধই আমার স্বরূপ।'

"সংবিদেব স্বরূপং মে স্বচ্ছস্বচ্ছন্দনির্ভরা"[১০]

'স্বচ্ছস্বচ্ছন্দনির্ভর সংবিদই আমার স্বরূপ।'

---

১) পরন্তু পাঞ্চরাত্রাচার্য যামুন লিখিয়াছেন, "জগন্মোহিনী মায়া (লক্ষ্মীর) যবনিকা।" ('চতুঃশ্লোকী', ১ শ্লোক বেঙ্কটনাথ বলিয়াছেন, ঐখানে 'যবনিকা' শব্দের অর্থ তাহাই যাহাকে রামানুজ 'শরণাগতিগদ্যে' (১২) "ভগবৎ-স্বরূপতিরোধানকারী" বলিয়াছেন। ('বেদান্তদেশিকগ্রন্থমালা,' ব্যাখ্যানবিভাগ, ১ম সম্পুট, ১৪ পৃষ্ঠা)। অহির্বুধ্ন্য-সংহিতা'য়ও উক্ত হইয়াছে যে মায়া পরমাত্মার, তথা জীবাত্মার, স্বরূপকে আচ্ছাদিত করে। (পূর্বে দেখ) 'লক্ষ্মীতন্ত্রে' লক্ষ্মী স্বয়ং বলিয়াছেন যে তিনি মায়া দ্বারা স্বীয় পরমার্থ ভাবকে আচ্ছাদিত করেন,—"মায়য়া ভাবমাচ্ছাদ্য পরমার্থং স্বতেজসা। অহমেবাবতীর্ণা হি" (লক্ষ্মীতং, ৯।৬)

২) লক্ষ্মীতং, ৪।৪৫'২-৪৭ ৩) ঐ, ৪।৪৩'২-৪৫'১ আরও দেখ—

"শকনাচ্ছক্তিরুক্তাহহং (ঐ, ৪।৫০'১)

"মন্তঃ প্রক্রিয়তে বিশ্বং প্রকৃতিঃ সাহস্মি কীর্তিতা।" (ঐ, ৪।৫১'১)

৪) ঐ, ১৫।১০ ৫) ঐ, ৯।২'১ ৬) ঐ, ২।১৭

৭) ঐ, ২।১০ (পরে দেখ); অহির্বুধ্ন্যসং, ৪।৭৬ (পূর্বে দেখ)

৮) লক্ষ্মীতং, ২২৪-২৫'১ ৯) ঐ, ২১।৫'২ ১০) ঐ, ১৩।২০'২; ১৪।৫'২

দেশতঃ, কালতঃ, কিংবা রূপতঃ—কোন প্রকার পরিচ্ছেদ তাঁহাতে নাই।[১] সুতরাং তিনি অপরিচ্ছিন্ন, বিভু বা অনন্ত।[২] কোন কোন সংহিতায় উক্ত হইয়াছে যে লক্ষ্মী বিষ্ণুর ন্যায় সর্বব্যাপী। যথা, অহির্বুধ্ন্যসংহিতা'য় আছে, "যেমন সেই বিশ্বাত্মা নারায়ণ নিষ্কল স্বরূপ দ্বারা ভাবাভাবাত্মক এই জগৎকে ব্যাপ্ত করিয়া নিয়মন করেন, সেই সর্বভাবাত্মিকা লক্ষ্মীও…এই নিষ্কল স্বরূপ দ্বারা এই জগদ্ব্যাপ্ত হইয়া সেই প্রকারে নিয়মন করেন।"[৩] 'বিষ্বক্‌সেনসংহিতা'য়ও সেই প্রকারে উক্ত হইয়াছে যে "যেমন জগৎ স্বভাবতঃই আমার স্বরূপ দ্বারা ব্যাপ্ত, তেমন এই সমস্ত (লক্ষ্মী) দ্বারা ব্যাপ্ত।"[৪] তাই লক্ষ্মী কখন কখন বলিয়াছেন যে তিনি নির্মল-আকাশ-কল্প।[৫]

ঐশ্বর্যাদি গুণসমূহ তাঁহাতে সতত থাকে না। তবে তাঁহার স্বকীয় স্বাতন্ত্র্য বশতঃ ঐ গুণবিভাগ তাঁহাতে আবির্ভূত হয়।[৬] তাই বলা হয় যে ঐশ্বর্যাদি পাঁচটি জ্ঞানেরই গুণ।[৭] ঐ প্রকারে তিনি "পূর্ণষাড়্‌গুণ্যবিগ্রহা"।[৮]

"ষড়্‌গুণমেব মে রূপং পরমৈশ্বর্যসম্মুখম্"[৯]

'পরমৈশ্বর্যপ্রমুখ ষড়্‌গুণই আমার রূপ।'[১০] পূর্ণষাড়্‌গুণ্যরূপত্ব হেতু লক্ষ্মী 'ভগবতী' বলিয়া স্মৃত হন।[১১] কখন কখন বলা হয় যে ষাড়্‌গুণ্য লক্ষ্মীর "বপু"[১২],—দেবী লক্ষ্মী পূর্ণষাড়্‌গুণ্যদেহা।[১৩] যেহেতু লক্ষ্মী বিষ্ণু হইতে অভিন্ন সেইহেতু তিনি ইহাও কখন কখন বলিয়াছেন যে ষড়্‌গুণ বিষ্ণুরই।[১৪]

যেহেতু ষড়্‌গুণ প্রকৃতপক্ষে লক্ষ্মীরই এবং যেহেতু উহাদের ভেদেই ব্যূহভেদ বিবেচনা করা হইয়া থাকে, সেইহেতু ব্যূহ বস্তুতঃ লক্ষ্মীরই। পূর্বপ্রকরণে উক্ত হইয়াছে ব্যূহভেদ বস্তুতঃ ব্রহ্মের পরাশক্তিরই। ঐ পরাশক্তিই লক্ষ্মী নামে অভিহিত হয়। সুতরাং ব্যূহ বস্তুতঃ লক্ষ্মীরই। 'লক্ষ্মীতন্ত্রে' তাহা স্পষ্টতঃ উক্ত হইয়াছে। লক্ষ্মী বলিয়াছেন, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন এবং অনিরুদ্ধ তাঁহারই নাম; অবস্থাভেদে তিনি ঐ তিন নামে অভিহিত হইয়া থাকেন।[১৫] উহারা যথাক্রমে তাঁহার সুষুপ্তি, স্বপ্ন এবং জাগ্রৎ অবস্থা,—তাঁহার তিনি স্বভাব।[১৬] অথবা, নটের রূপভেদের

---

১) ঐ, ৩।২ ২) দেখ—ঐ, ২।৮

৩) অহির্বুধ্ন্যসং, ৩।৪১-৪

৪) 'বিষ্ণুপুরাণেও সেই প্রকার উক্তি আছে,—

"যথা সর্বগতো বিষ্ণুঃ তথৈবায়ং দ্বিজোত্তম।"—(১।৮।১৭)

"ত্বয়ৈতদ্‌বিষ্ণুনা চাম্ব জগদ্‌ব্যাপ্তং চরাচরম্।"—(১।৯।১২৬)

৫) লক্ষ্মীতং, ৪।১ ৬) ঐ, ৩।২-৩ ৭) ঐ, ২।২৫.২,৩৫.১

৮) ঐ, ৫।২.২; ১৬।২১.১ আরও দেখ—"ষাড়্‌গুণ্যবিগ্রহা সাহহং"—(ঐ. ৩১।১১.১)

৯) ঐ, ৩১।৭.১

১০) আরও দেখ—লক্ষ্মী "ষাড়গুণ্যমহিমোজ্জ্বলা" (ঐ, ১৩।১৯.২); "জ্ঞানশক্তিবলৈশ্বর্যবীর্যতেজমহোদধিঃ" (ঐ, ৭।৫.১), জ্ঞানশক্তিবলৈশ্বর্যবীর্যতেজপ্রভাবতী" (অহির্বুধ্ন্যসং, ২১।৯.২); "শ্রীর্নাম পরমা শক্তিঃ পূর্ণষাড়গুণ্যবিগ্রহা।" (ঐ, ৫৯।৮.২)

১১) ঐ, ৪।৪৮.১ ১২) ঐ, ২।৩৫.২ ১৩) অহির্বুধ্ন্যসং, ৯।৩১.১

১৪) লক্ষ্মীতং, ১৩।১৮; ১৬।২৩.২—২৪; ১৭।৩০.২, ইত্যাদি।

১৫) ঐ, ২।৪১-৪৫.১

১৬) লক্ষ্মী বলিয়াছেন,—

ন্যায় তাঁহার ঐ সকল ভেদ। "যেমন (একই) নট বেশচেষ্টাদিভেদে ভেদবান্ রূপে প্রকৃষ্ট প্রকারে বর্তমান থাকে, তেমন আমি এক হইয়াও লোকহিতেচ্ছায় জ্ঞানচেষ্টাদিগুণসমূহ দ্বারা সঙ্কর্ষণাদি-সম্ভাব প্রাপ্ত হই।"[১] সুতরাং উঁহারা তাহারই রূপ ("মম রূপময়ী দেবাঃ")।[২]

লক্ষ্মী আবার ইহাও বলিয়াছেন যে ব্যূহভেদ বাস্তব নহে, কল্পিত। "উহাদের (সঙ্কর্ষণাদির) অঙ্গপ্রত্যঙ্গবুদ্ধ্যাদি ভূতময় বলিয়া স্মৃত হয় না। উঁহাদের দেহ ষাড়্‌গুণ্যময়ই,—দিব্য এবং সনাতন। হে স্বর্গপতি, উহাদের ভেদ বাস্তব বলিয়া নিশ্চয় চিন্তনীয় নহে। তত্তৎ কার্য প্রসিদ্ধ্যর্থই (ঐ ভেদ) সৎ-কল্পনা বশতঃ কৃত হইয়াছে। ঐশ্বর্য জ্ঞান হইতে ভিন্ন নহে; এবং শক্তিও উহা হইতে ভিন্ন নহে। হে শক্র, ঐ সকল মৎ-কর্তৃক কল্পিত বিশ্রমভূমিসমূহ বলিয়া ধ্যেয় ('ময়ৈতাঃ কল্পিতাঃ শক্র ধ্যেয়া বিশ্রমভূময়ঃ)[৩] পরে তিনি বলিয়াছেন, "উহারা প্রাকৃত দেব নহে, পরন্তু শুদ্ধচিদাত্মক,—আদিব্যূহ বাসুদেব দেবের দিব্যতা, তত্তৎকার্যকরত্ব হেতু তত্তৎ নামে নিরূপিত।"[৪]

সাত্বতশাস্ত্রে কথিত হয় যে পদ্মনাভাদি বিভবসমূহ অনিরুদ্ধেরই বিস্তার।[৫] এইমাত্র কথিত হইয়াছে যে, লক্ষ্মীর মতে, অনিরুদ্ধ তাঁহারই নামান্তর,—তাঁহারই অবস্থা বা রূপ বিশেষ। সুতরাং পদ্মনাভাদি বিভবসমূহ প্রকৃত পক্ষে লক্ষ্মীরই। ঐ সকল ব্যতীত লক্ষ্মীর মহিষমর্দিনী, মহাকালী, কৌশিকী, শাকম্ভরী প্রভৃতি অপর অবতারসমূহেরও উল্লেখ 'লক্ষ্মীতন্ত্রে' আছে।[৬]

তাই লক্ষ্মী বলিয়াছেন যে তাঁহার রূপ চতুর্বিধ—পর, ব্যূহ, বিভব এবং অর্চা।[৭]

লক্ষ্মী বলেন "যেমন স্বচ্ছ ইক্ষুরস গুড়ত্ব প্রাপ্ত হয় ('প্রতিপদ্যতে'), তেমন স্বচ্ছময় জ্ঞান সত্ত্বতা প্রাপ্ত হয়। (সেই প্রকারে) আমার ঐশ্বর্য রজস্ত্ব এবং শক্তি তমস্ত্ব (প্রাপ্ত হয়)। হে শক্র, ঐ গুণত্রয় 'ত্রৈগুণ্য' বলিয়া অভিহিত হয়। রজঃ-প্রধান ত্রৈগুণ্য তাহার (জগতের) সৃষ্টিতে পরিবর্তিত হয়; সত্ত্ব-প্রধান (ত্রৈগুণ্য) স্থিতিতে এবং তমঃ-প্রধান (ত্রৈগুণ্য) তাহার সংহৃতিতে। হে পুরন্দর, সংবিন্ময়ী আমি পূর্বব্যাপিনী হইয়াও গুণসমূহে অধিষ্ঠিত হইয়া সৃষ্টি, স্থিতি এবং সংহৃতিকারিণী। (স্বয়ং) নির্গুণা হইয়াও স্ববাঞ্ছায় ঐ গুণসমূহে অধিষ্ঠিত হইয়া একাই সৃষ্টিস্থিত্যন্তরূপক চক্র প্রবর্তন করি।"[৮] এইরূপে দেখা যায়, সত্ত্ব, রজ ও তম গুণ যথাক্রমে লক্ষ্মীর জ্ঞান, ঐশ্বর্য ও শক্তি গুণের পরিণাম বা অবস্থান্তর মাত্র। সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের অধিষ্ঠাত্রী বলিয়া লক্ষ্মী 'ত্রিগুণা' বলিয়া পরিকীর্তিত হন।[৯]

পূর্বে জ্ঞানাদি ষড়্‌গুণের তাৎপর্য ব্যাখ্যায় প্রদর্শিত হইয়াছে যে উহারা বিশেষভাবে তদ্বানের (বা তদ্বতীর) জগৎকারণত্ব নির্দেশ করে,—উনি স্বেচ্ছায় জগৎপ্রপঞ্চ হন, এবং তৎসত্ত্বেও তাঁহার স্বরূপের কোন বিকার হয় না। যেহেতু প্রকৃতপক্ষে লক্ষ্মীই "পূর্ণ ষাড়্‌গুণ্যবিগ্রহা",

---

"অবস্থাঃ ক্রমশো মৈতাঃ সুষুপ্তিস্বপ্নজাগরাঃ ॥
তিস্রো মম স্বভাবাখ্যা বিজ্ঞানৈশ্বর্যশক্তয়ঃ।"—(ঐ, ২।৪৫·২-৪৬·১)

১) ঐ, ২।৫২-৩ ২) ঐ, ৪।১১·২ ৩) ঐ, ৪।২২-৪

৪) ঐ, ৬।১৩·২-৪ ৫) ঐ, ২।৫৫; ৪।২৯ পূর্বে দেখ।

৬) ঐ, ৯ম অধ্যায় দেখ। ৭) ঐ, ২।৫৭

৮) ঐ, ৩।৭·২-১০·১; আরও দেখ—৪।৩৩-৪ ৯) ঐ, ৪।৫৫·১

সেইহেতু বস্তুতঃ লক্ষ্মীই জগৎপ্রপঞ্চ হন, এবং তৎসত্ত্বেও আপন স্বরূপে যথাপূর্ব বর্তমান থাকেন। লক্ষ্মী বলিয়াছেন, "হে পুরন্দর, আমি সদা ঈশ ও ঈশিতব্য রূপে পরিবর্তিত হই। নারায়ণ ঈশ বলিয়া জ্ঞেয়; তাঁহার ঈশতা আমিই; এবং চিৎ ও অচিৎ (শক্তিদ্বয়) ঈশিতব্য বলিয়া বিজ্ঞেয়। তন্মধ্যে চিচ্ছক্তি পরা। উহা ভোক্তৃতা প্রাপ্ত হয়, আর অচিচ্ছক্তি উহার ভোগ্যোপ-করণস্থানরূপ (প্রাপ্ত হয়)। ঐ চিৎ-শক্তি মৎকর্তৃক প্রবর্তিত অনাদি অবিদ্যা দ্বারা সমাবিদ্ধ। তাহাতেই চিৎ-শক্তি ভোক্তৃতা প্রাপ্ত হইয়াছে এবং অহংতামমতা-অভিমান-সম্পন্ন হইয়াছে।"[১] তিনি আরও বলিয়াছেন যে তাঁহার ঈশেশিতব্যভাবে পরিণাম প্রাপ্ত হওয়ার একমাত্র কারণ তাঁহার ইচ্ছাই; তাঁহার ঐশ্বর্য অনিযোজ্য, সুতরাং উহার অপর কোন নিযোজক হেতু থাকিতে পারে না।[২] তিনি স্বতন্ত্রা; সেই কারণেও তাঁহার নিযোজক কিছুই নাই।[৩] কিঞ্চিৎ পরে, "তুমি কি প্রয়োজনে ঈশেশিতব্যভাবে প্রবর্তিত হও? ঈশিতব্যের ভেদ কয় প্রকার? উহাদের স্বরূপ কি? তাহা আমাকে বলুন,"[৪] ইন্দ্রের এই প্রার্থনায় লক্ষ্মী বলেন, "উহা আমার এবং নারায়ণের স্বভাব বলিয়াই অনুযোজ্য। সেই সনাতন দেব (নারায়ণ) ঈশই, ঈশিতব্য নহেন। ঈশিতব্য চিৎ ও অচিৎ ভেদে দ্বিবিধ বলিয়া প্রোক্ত হয়। চিৎ-শক্তি ভোক্তৃরূপ এবং উহা চিদ্রূপধারী। অচিৎ-শক্তি ভোগ্যোপকরণস্থানরূপ। উহা ত্রিধা অবস্থিত।[৫]...যেহেতু মৎস্বা-চ্ছন্দ্যবশতঃই (আমা হইতে) চিৎ ও অচিৎ রূপ শক্তিদ্বয় বিভক্ত হইয়াছে, সেইহেতু উহারা আমার সনাতন রূপদ্বয়। চিৎশক্তি বিমল, শুদ্ধ, চিন্ময় এবং আনন্দরূপী। অনাদি অবিদ্যা দ্বারা বিদ্ধ হইয়াই উহা এই প্রকারে সংসরণ করে। তাহা ধ্রুব। অচিৎ-শক্তি জড়, অশুদ্ধ, পরিণামী এবং ত্রিগুণা। আমার স্বাচ্ছন্দ্যবশতঃই উহা এই পরিদৃশ্যমান জগৎ রূপে প্রজৃম্ভিত হইয়াছে। যেমন ধূমকেতু স্বয়ং দীপ্যমান হইয়াও (দীপ্তিবিহীন) ধূম ভজন করে, তেমন আমি শুদ্ধসংবিৎস্বরূপ হইয়াও অচিৎ-গতি ভজন করি। বিকল্প দ্বারা অনাক্রান্ত, শব্দসমূহ দ্বারা অকদর্থিত, ধ্যানাতীত (অর্থাৎ মনের অগোচর) এবং অদীন হইয়াও আমি ঐ প্রকারে অচিৎ-রূপে পরিবর্তিত হই।"[৬] তিনি পরে বলিয়াছেন, "আমার অযুতাযুতকোটির কোটিকোট্যযুতাংশে[৭] সিসৃক্ষালক্ষণা ব্যাপার-

---

১) লক্ষ্মীতং, ৩।১৩-৬

২) ঐ, ৩।১২·১ ৩) "স্বাতন্ত্র্যমেব মে হেতুর্নানুযোজ্যাস্তি কিঞ্চন" (৩।৩০·১)

৪) ঐ, ৩।২০

৫) অচিতের এক অংশ পর কাল, অপর অংশ ত্রৈগুণ্য। (ঐ, ৫।২৪·১)

"কালকল্যাত্মকং যন্ময়চিদেতৎ প্রকীর্তিতম্।"—(ঐ, ৫।২৬·১)

৬) ঐ, ৩।২১-৮

৭) লক্ষ্মীর কত ক্ষুদ্র অংশে জগৎপ্রপঞ্চ আবির্ভূত হয়, তৎ সম্বন্ধে 'লক্ষ্মীতন্ত্রে' অপর ভিন্ন ভিন্ন উক্তিসমূহও আছে। যথা,

"উত্তংস্তীর্থং সিসৃক্ষায়াং মমাযুততমী কলা।"—(২।৩৬·১)

... ... কচিদুন্মেষ উত্থিতঃ।

কোটিকোটিসহস্রোঘকোটিকোটিতমী কলা॥

সিসৃক্ষা নাম তদ্রূপা সৃষ্টিমিষ্টাং করোম্যহম্।"—(৪।৪-৫·১)

"কোটিকোট্যযুতৈকাংশকোট্যংশে ক্ষুভিতে সতি।"—(২০।৬·২)

ইত্যাদি। 'অহির্বুধ্ন্যসংহিতা'য় আছে,

শক্তি সমুৎপন্ন হয়। আমি স্বাচ্ছন্দ্যবশতঃই সৃষ্টি করি,—চেত্য ও চেতনভাবে দ্বিধা ভেদ প্রাপ্ত হই। উহাদের মধ্যে চেতন চিৎ-শক্তি। মদাত্মক সংবিৎই চেত্য-চেতনতা প্রাপ্ত হইয়াছে। স্বচ্ছস্বচ্ছন্দনির্ভর সংবিৎই আমার স্বরূপ। উহা যোগবশতঃ ইক্ষুরসের ন্যায় স্ত্যানতা প্রাপ্ত হয়। সেই হেতু উহা নিবেদ্যমান চেত্য ও চিৎ-ত্ব প্রাপ্ত হয়।" ইত্যাদি।[1]

উপরের বর্ণনা হইতে মনে হইবে যে লক্ষ্মী জগৎ-রূপে পরিণাম প্রাপ্ত হন। পরন্তু তিনি বলিয়াছেন, তিনি পরিবর্তিত হন ("পরিবর্তে")।[2] কখন কখন তিনি বলিয়াছেন তিনি বিবর্তিত হন ("বিবর্তে)। "নির্মল-আনন্দ-লক্ষণ বোধই আমার স্বরূপ। আমি বোধকাংশ-বিবর্তিনী পরা ইচ্ছা। আমি শব্দব্রহ্মময়ী হইয়া কলাধ্বায় বিবর্তিত হই।" জ্ঞানাদি পারমেশ্বর ষট্‌গুণই কলা বলিয়া প্রোক্ত হয়। উহাদের ত্রিকদ্বিয়োগ দ্বারা আমি তত্ত্ববর্ত্মে বিবর্তিত হই। হে সুরসত্তম, সঙ্কর্ষণাদি দেবগণই (ঐ) তত্ত্বসমূহ। পুনঃ বর্ণব্যতিকরসমূহ দ্বারা মন্ত্রবর্ত্মে বিবর্তিত হই।"[3]

"শব্দব্রহ্মবিবর্তোঽয়ং কিরণাযুতসঙ্কুলঃ"[4]

'অযুত কিরণসঙ্কুল উহা (অর্থাৎ মন্ত্ররূপে ব্যক্তি) শব্দব্রহ্ম বিবর্ত।' পরবর্তী বিবর্তবাদিগণ জগৎপ্রপঞ্চকে যেই প্রকারে ব্রহ্মের (বা শব্দব্রহ্মের) বিবর্ত বলিয়া মনে করেন, ঐ স্থলে ঠিক সেই প্রকার বিবর্ত বলা লক্ষ্মীর অভিপ্রায় ছিল কিনা, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা অতি কঠিন। কেননা, বিবর্তের যেই সকল দৃষ্টান্ত—রজ্জু-সর্প, শুক্তিকা-রজত, প্রভৃতি—ঐ বিবর্তবাদিগণ সাধারণতঃ দিয়া থাকেন, সেই প্রকারের কোন দৃষ্টান্ত লক্ষ্মী ঐ স্থলে, কিংবা অপর কোন স্থলে দেন নাই। বরং পরে এক স্থলে তিনি বলিয়াছেন,

"সা হ্যহং পরিণামেন ভবামি প্রণবাকৃতিঃ"[5]

'আমি পরিণাম দ্বারাই প্রণবরূপ হই।' তাহাতে অনুমান করা যাইতে পারে যে ঐ পূর্বোক্ত স্থলে 'পরিণাম' অর্থেই তিনি 'বিবর্ত' শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। পরন্তু ঐ অনুমানও সংশয়-নির্মুক্ত নহে,—উহাকেও সত্য মনে করা যায় কিনা সন্দেহ। কেননা, ঐ স্থলে লক্ষ্মী যে দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, তাহা প্রতিবিম্বেরই।

"ময়ি প্রকাশতে বিশ্বং দর্পণোদরে শৈলবৎ"[6]

'এই বিশ্বপ্রপঞ্চ আমাতে তেমন প্রকাশিত হয়, যেমন দর্পণের অভ্যন্তরে শৈল।' তৎপূর্বেও তিনি, তাঁহার জগদ্ভাব সম্বন্ধে ঠিক সেই প্রকার কথা বলিয়াছেন। "আমি স্বেচ্ছাতেই আত্ম-ভিত্তিতে সর্বজগৎ উন্মীলিত করি। এই লোকসমূহ আমাতে স্ফুরিত হয়, যেমন জলে পক্ষিসমূহ।[7] পঞ্চকৃত্যবিধায়িনী আমি স্বেচ্ছাতেই অবরোহণ করি ('অবরোহামি')। আমি

"সহস্রাযুতকোট্যোঘকোটিকোট্যর্বুদাংশকঃ ॥

লক্ষ্মীময়ঃ সমুন্মেষঃ ··· ··· ··· ।"—(৩।২৭·২-২৮·১)

এই সকল উক্তির তাৎপর্য এই লক্ষ্মীর অত্যন্ত ক্ষুদ্র অংশে জগৎ সৃষ্টি হয়।

১) লক্ষ্মীতং, ১৪।৩— ২) ঐ, ৩।১৩·২

৩) ঐ, ২১।৫·২-৮ ৪) ঐ, ২১।৯·২

৫) ঐ, ২৯।৩·২ ৬) ঐ, ২১।৫·১ ৭) সৃষ্টি সম্বন্ধে এই দৃষ্টান্ত 'গরুড়পুরাণে'ও পাওয়া যায়। যথা

যাহাতে অবরোহণ করি, তাহা চিচ্ছক্তি বলিয়াই উক্ত হয়। উহা আমার সঙ্কোচ। উহা স্বচ্ছস্বচ্ছন্দচিদ্ঘন। উহাতেও জগৎ তেমন প্রকাশিত হয় ('ভাতি') যেমন দর্পণের অভ্যন্তরে শৈল।"[১] ইহা অধ্যাস-বাদই। যেমন পক্ষী, পাহাড় প্রভৃতি স্বচ্ছ জলেও দর্পণে অধ্যস্ত হয়, তেমন এই বিশ্বপ্রপঞ্চও লক্ষ্মীতে অধ্যস্ত হয়। অধ্যাসবাদের যেই দৃষ্টান্ত অদ্বৈতী বেদান্তিগণ সাধারণতঃ দিয়া থাকেন সেই জপা-পুষ্পোপরক্ত স্বচ্ছ স্ফটিকের দৃষ্টান্তও লক্ষ্মী দিয়াছেন। (পরে দেখ) প্রকৃত পক্ষে উহা শক্তিবিক্ষেপোপসংহারবাদও। কেননা, যখন লক্ষ্মী আপন অবিদ্যা বা মায়া শক্তির বিক্ষেপ বা বিকাশ করেন, তখন তাঁহাতে জগৎ উন্মীলিত, স্ফুরিত বা অধ্যস্ত হয়,—লোকে তাঁহাতে জগৎ দেখে। তিনিই বলিয়াছেন,

"মম চিদ্বৈকরূপায়া বেদ্যবেদকতাং জনাঃ।
অবিদ্যয়ৈব মন্যন্তে মৎসঙ্কল্পিতয়া তথা॥"[২]

'মৎসঙ্কল্পিত অবিদ্যাবশতঃই জনগণ একমাত্র চিৎস্বরূপ আমার বেদ্য-বেদকতা (অর্থাৎ চিদচিৎ-জগদাত্মকতা) মনে করিয়া থাকে।' আর যখন তিনি ঐ শক্তি উপসংহার বা সঙ্কোচ করেন, তখন তাঁহাতে জগৎ দৃষ্ট হয় না। সুতরাং যোগীর কিংবা মায়াবীর যোগশক্তির বা মায়াশক্তির বিকাশের ও সঙ্কোচের তুল্য।

যেই প্রকারেই হউক না কেন, ইহা সত্য যে লক্ষ্মীই জগৎ হন; বস্তুতঃ কিংবা প্রতীতিতঃ, তিনিই জগৎ হন। তাই বলা হয় যে তিনি জগতের প্রকৃতি বা যোনি। আবার ইহাও অতি সত্য যে ঐ "জগদ্ভাব" সত্ত্বেও লক্ষ্মীর স্বরূপের কিঞ্চিৎ মাত্রও বিকার হয় না,—তিনি আপন স্বরূপে যথাপূর্ব থাকেন। লক্ষ্মী বলিয়াছেন, "দধি সমুদ্ভব হইলে দুগ্ধ আপন স্বভাব আশু পরিত্যাগ করে। পরন্তু জগদ্ভাব (গ্রহণ) সত্ত্বেও আমার সেই বিকৃতি নিত্যই নাই।"[৩] তাঁহার মতে, উহাই তাঁহার বীর্য-গুণ। "বিকারবিরহো বীর্যং প্রকৃতিত্বেঽপি মে সদা" (অর্থাৎ জগতের প্রকৃতি হওয়া সত্ত্বেও, তিনি যে সর্বদা নির্বিকার থাকেন, উহা তাঁহার বীর্য)।[৪]

তখন এই প্রশ্ন স্বভাবতঃই মনে উদয় হয়,—যদি তাহাই হয়, অর্থাৎ লক্ষ্মী যদি আপন স্বরূপেই নির্বিকারভাবে বরাবর অবস্থিত আছেন, উহা যদি বস্তুতঃই কখনও জগদাত্মক হয় না, তবে লোকে জগত্তয়া ব্যতীত তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ দেখে না কেন? লক্ষ্মী বলেন, "যেমন স্ফটিকাদি মণি অত্যন্ত-স্বচ্ছ-স্বভাবত্ব হেতু জপাদির দ্বারা উপরক্ত বলিয়াই ঈক্ষিত হইয়া থাকে, স্বীয় (প্রকৃত) রূপে ঈক্ষিত হয় না, তেমন আমিও, স্বচ্ছ হইলেও আমার সঙ্কল্প বশতঃ সমুদ্রক্ত চৈত্যসমূহ দ্বারা (উপরোক্ত রূপেই) প্রাকৃতজনগণ কর্তৃক লক্ষিত হইয়া থাকি। পরন্তু তাহা বলিয়া আমি যে (স্বরূপে) নাই, তাহা নিশ্চয় নহে। কুণ্ডলাদি হইতে ভিন্ন কণকের স্থিতি দৃষ্ট হয় না এবং বিনির্দেশ করিতেও পারা যায় না। তথাপি উহা নিশ্চয়ই আছে। ঐ প্রকারে

"যস্মিন্ লোকাঃ স্ফুরংতীমে জলে শকুনয়ো যথা।
ঋতমেকাক্ষরং ব্রহ্ম যত্তৎসদসতঃ পরম্॥"

—(গরুড়পু, ১।২।২১)

১) লক্ষ্মীতং, ১৩।২১'২-২৪'১ ২) ঐ, ১৪।১৯

৩) ঐ, ২।৩১ ৪) ঐ, ২।৩৩'২

আমার নিত্য, বিশুদ্ধ এবং সুখদুঃখাদির দ্বারা অভেদিত সংবিন্ময়ী স্থিতি (অর্থাৎ সম্বিতস্বরূপ) (জগদাত্মকতয়া ব্যতীত দৃষ্ট না হইলেও এবং বিনির্দেশ করিতে পারা না গেলেও নিশ্চয়ই আছে। উহা) স্বসংবেদনসংবেদ্য।"[১] "যেমন তেজ সূর্যকে ব্যক্তই করে, পরন্তু উৎপন্ন করে না, তেমন আমার চিৎস্বরূপও দ্রব্যসমূহ দ্বারা ব্যক্ত হয় মাত্র, নিশ্চয় উৎপন্ন হয় না। যেমন দ্রব্যসমূহ ব্যতীতও সূর্য আকাশে সমুদিত হইয়া থাকে, তেমন বেদ্য বস্তুসমূহ ব্যতীতও আমার স্বরূপ স্বয়ং প্রদ্যোতিত হয়।"[২]

পূর্বে উক্ত হইয়াছে ব্রহ্মের পরা শক্তির দুই অবস্থা—এক উদিত বা উন্মেষ অবস্থা, অপর অনুদিত বা নিমেষ অবস্থা। ঐ পরা শক্তিই লক্ষ্মী নামে অভিহিত হয়। সুতরাং লক্ষ্মীরও দুই অবস্থা। প্রথম অবস্থায় তিনি বিষ্ণুতে সম্পূর্ণ স্তিমিত থাকেন। তখন ব্রহ্ম হইতে তাঁহার পার্থক্য উপলব্ধি হয় না,—ব্রহ্মের সহিত তিনি অপৃথগ্‌ভূত হন; অথবা, অপর কথায় তিনি "ব্রহ্মভাব-প্রাপ্ত হন"। ঐ দশায় তিনি "ন কিঞ্চিদিবাভাতি ন সতী নাপি চাসতী।" তারপরে তিনি "কচিদুচ্ছুনতাংগতা" ('কচিৎ উচ্ছুনতা প্রাপ্ত হন')। তখন ব্রহ্ম হইতে তাঁহার পার্থক্য উপলব্ধি হয়। তখন তিনি "সিসৃক্ষালক্ষণা"। প্রথমাবস্থায় তিনি "সুষুপ্সালক্ষণা"।[৩] প্রথম অবস্থায় লক্ষ্মী শান্ত।

"তস্যা মে য উদেতি স্ম সিসৃক্ষাখ্যোঽল্প উদ্যমঃ॥
ন শব্দার্থবিভেদেন শান্ত উন্মেষ উচ্যতে।"[৪]

প্রকৃত পক্ষে লক্ষ্মীর তিন অবস্থাভেদ বিবেচিত হইয়া থাকে। যেমন ব্রহ্ম তেমন লক্ষ্মীও পর, সূক্ষ্ম এবং স্থূল—এই তিন প্রকারে অবস্থিত হন বলিয়া মনে করা হইয়া থাকে।[৫]

কিঞ্চিৎ পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে ভগবতী লক্ষ্মীই জীব হইয়াছেন। আরও বিশেষ করিয়া বলিলে তিনি চিৎ-শক্তি হইয়াছেন এবং ঐ চিৎ-শক্তি জীব হইয়াছে। 'লক্ষ্মীতন্ত্রে' এই কথা বার বার নানা প্রকারে খ্যাপিত হইয়াছে। যথা, "জীব কে?" ইন্দ্রের এই সাক্ষাৎ প্রশ্নের উত্তরে লক্ষ্মী বলেন, "হরির যে আদ্যা পূর্ণা অহন্তা তাহাই আমি—পরা এবং সর্বেশ্বরী। হে ত্রিদশপুঙ্গব, আমার চারি সত্য দশা বলিয়া স্মৃত হয়। এক প্রকার দশা 'প্রমাতা' বলিয়া (স্মৃত হয়)। অপর তাহার অন্তঃকরণ; আর একটি তাহার বহিঃকরণ; এবং ভাব-ভূমিকা চতুর্থী। 'প্রমাতা চেতনঃ প্রোক্তো মৎসঙ্কোচঃ স উচ্যতে' (প্রমাতা চেতন বলিয়া প্রোক্ত হয় এবং উহা আমাকে সঙ্কোচ বলিয়া উক্ত হয়)। আমি নিশ্চয় দেশকালাদির দ্বারা পরিচ্ছেদ প্রাপ্ত হই না। পরন্তু স্বাতন্ত্র্যবশতঃই সঙ্কোচ অঙ্গীকার করি, যদিও স্বতঃ অঙ্গীকার করি না। তত্র প্রথম সঙ্কোচ 'প্রমাতা' বলিয়া প্রকীর্তিত হয়। যেমন চিদাত্মা আমাতে বিশ্ব লীনভাবে অবস্থিত, তেমন প্রমাতায়ও ইহা নিশ্চয় দর্পণ মধ্যে শৈলবৎ (অবস্থিত)।"[৭]

---

১) লক্ষ্মীতং, ১৪।৩৬-৯ ২) ঐ, ১৪।৩৪-৫ ৩) ঐ, ২।২০-২; ৬।১-২'১
৪) ঐ, ১৮।১৯'২-২০'১ আরও দেখ—ঐ, ১৯।১; ২২।৭—; ৩৬।৩৫'২—
৫) ৩২।২৭—; ৩৬।৪৫— ৬) ঐ, ৬।৩৩ ৭) ঐ, ৬।৩৪-৮

পরেও লক্ষ্মী বলিয়াছেন,

"তদয়ং মম সঙ্কোচঃ প্রমাতা শুদ্ধচিন্ময়ঃ"[১]

'এই প্রমাতা আমারই সঙ্কোচ। উহা (স্বরূপতঃ) শুদ্ধ এবং চিন্ময়।'

লক্ষ্মী বলেন, চিৎ-শক্তির ঐ সঙ্কোচ ত্রিবিধ—জ্ঞান-সঙ্কোচ, ক্রিয়া-সঙ্কোচ এবং স্বরূপ-সঙ্কোচ।[২] 'অহির্বুধ্ন্যসংহিতা'য় আছে, "(ভগবানের) নিগ্রহ নামে সমাখ্যাত তিরোধানকরী শক্তি স্বয়ং আকারের, ঐশ্বর্যের এবং বিজ্ঞানের তিরোভাবন কর্ম দ্বারা জীব-সজ্ঞিত পুরুষকে তিরোহিত করে।…আকারের তিরোধান হেতু পুরুষের অণুত্ব প্রাপ্তি হয়। ঐশ্বর্যের তিরোভাব হেতু অকিঞ্চিৎকরতা (প্রাপ্তি হয় বলিয়া) স্মৃত হয়। বিজ্ঞান-সঙ্কোচ হেতু পুরুষের অজ্ঞত্ব সমুদাহৃত হয়। বিষ্ণুসঙ্কল্পরূপ শক্তি দ্বারা পুরুষ তিরোহিত (হইয়াছে)। 'অণু' (শব্দের অর্থ) 'কিঞ্চিৎকর' এবং 'কিঞ্চিৎ-জ্ঞ' বলিয়াও কথিত হয়।"[৩] লক্ষ্মী বলিয়াছেন, "মায়া দ্বারা জ্ঞান-সঙ্কোচ হয়। অনৈশ্বর্য্য হেতু ক্রিয়াব্যয় হয়। অশক্তি হেতু অণুতারূপ। (এই প্রকারে সঙ্কোচ) ত্রিবিধ বলিয়া ব্যপদিষ্ট হয়। 'অণু' (শব্দের অর্থ) উহা (জীব) কিঞ্চিৎকর এবং কিঞ্চিৎ-জ্ঞও।"[৪]

যেহেতু লক্ষ্মীর চিৎ-শক্তিই সঙ্কুচিত হইয়া জীব হইয়াছেন, সেই হেতু জীব স্বরূপতঃ চিৎ-শক্তিই। তিনি পুনঃ পুনঃ তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। যথা,

"চিৎ-শক্তির্জীব ইত্যেবং বিবুধৈঃপরিকীর্ত্যতে।"[৫]

'বিদ্বান্ ব্যক্তিগণ কর্তৃক এই প্রকার পরিকীর্তিত হয় যে, জীব (স্বরূপ) চিৎ-শক্তিই।' "সেই চিৎ-শক্তি বিলক্ষণ এবং অবিনশ্বর বলিয়া বিজ্ঞেয়। উহাই তত্ত্বশাস্ত্রবিশারদ সদ্‌ব্যক্তিগণ কর্তৃক জীব বলিয়া কথিত হয়।"[৬]

লক্ষ্মী বলিয়াছেন, চিৎ-শক্তি বিমল, শুদ্ধ, চিন্ময় এবং আনন্দস্বরূপ।[৭] উহা বিলক্ষণ এবং অবিনাশী।[৮] সুতরাং জীবও স্বরূপতঃ তাদৃশই।[৯]

তখন এই শঙ্কা স্বতঃই মনে উদয় হয়, যাহা দেবরাজ ইন্দ্র ভগবতী লক্ষ্মীকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন বলিয়া 'লক্ষ্মীতন্ত্রে' বিবৃত হইয়াছে,—

"হে লক্ষ্মী, জীব যদি সনাতন এবং তোমার শুদ্ধ চিৎ-শক্তিই হয়, তবে উহার ক্লেশ-কর্মাশয়স্পর্শ কি প্রকারে হয়?"[১০]

লক্ষ্মী উত্তর করেন,

"আমি নারায়ণী স্বচ্ছস্বচ্ছন্দচিন্ময়ী। আমি বিষ্ণুর স্বতন্ত্রা, নিরবদ্যা এবং অনপায়িনী শ্রী। আমার রূপ মৎকর্তৃকই ঈশ ও ঈশিতব্য ভেদে দ্বিধা কৃত হইয়াছে। যাহা ঈশিতব্য তাহা আমার স্বচ্ছন্দবশতঃই দ্বিধা ভিন্ন হইয়াছে;—এক ভোক্তাখ্য চিৎ-শক্তি, অপর ভোগ্যাদিরূপী (অচিৎ-শক্তি)। উহা (অর্থাৎ দ্বিতীয় শক্তি) আবার কাল ও কাল্য বিভেদে মৎকর্তৃক দ্বিধা

---

১) লক্ষ্মীতং, ৭।১৭.২ ২) ঐ, ৭।২৪.২—২৫.১

৩) অহির্বুধ্ন্যসং, ১৪।১৫.২-১৬, ১৮—২০.১

৪) লক্ষ্মীতং, ৭।২৫.২—২৬ ৫) ঐ, ১২।১৮.১

৬) ঐ, ১৩।১৩ আরও দেখ—ঐ, ১৪।৫৭.১ ৭) ঐ, ৩।২৫.১ ; ৭।১৭.২

৮) ঐ, ১৩।১৩.১ ৯) দেখ—ঐ, ১৩।১৪ ; ১৩।৩৭ ১০) ঐ, ১২।১

ভেদিত হইয়াছে। তন্মধ্যে কাল্যাত্মিকা শক্তি মোহিনী, তথা বন্ধনী। উহাই সবিকারা প্রকৃতি। চিৎশক্তি উহার দ্বারা বন্ধন-গ্রস্ত এবং ক্লেশ-গ্রস্ত হইয়াছে, যেই রূপে উহা ভোক্তৃতা প্রাপ্ত হইয়াছে। ঐ ক্লেশ পঞ্চবিধ বলিয়া জ্ঞেয়। উহাদের নাম আমার নিকট শুন। উহারা তম, মোহ, মহামোহ, তামিস্র এবং অন্ধ নামে অভিহিত হয়। অবিদ্যা এই পঞ্চ-পর্বা এবং তমের উত্তম গতি।[১] চিৎ-শক্তি অমৃতস্বরূপ, অসঙ্গী এবং অপরিণামী। অবিদ্যা-গ্রস্ত হইলেও উহা নিজের স্বরূপ নৈর্মল্যভাবে ধারণ করে।"[২]

কিঞ্চিৎ পরে লক্ষ্মী আবার বলিয়াছেন, তাঁহার পঞ্চবিধ নিত্য কর্ম আছে,—তিরোভাব, সৃষ্টি, স্থিতি, সংহৃতি এবং অনুগ্রহ।[৩] "তন্মধ্যে তিরোভাব স্বগ্‌ভাব বলিয়াও পরিকীর্তিত হয়। মদীয় চিৎ-শক্তি (স্বভাবতঃ) স্বচ্ছ হইলেও আমার যেই শক্তির দ্বারা প্রকৃতির বশে বর্তমান থাকে এবং ভোক্তা সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়, উহার নাম তিরোভাব (শক্তি)। উহা অবিদ্যা শক্তি বলিয়াও উক্ত হয়। মদীয় স্বরূপ মৎ-কর্তৃকই সত্যসঙ্কল্প দ্বারা ভেদিত হইয়াছে। আমার যেই অবরোহ প্রথম বলিয়া পূর্বে তোমার নিকট বর্ণিত হইয়াছে, সেই চিৎ-শক্তিই জীব—বিদ্বান্ ব্যক্তিগণ কর্তৃক এই প্রকার পরিকীর্তিত হয়। আমার স্বাচ্ছন্দ্য বশতঃই উহার বন্ধ (হয় বলিয়া) প্রকীর্তিত হয়। আমার যে চৈত্য রূপ,—যাহা মৎকর্তৃকই সত্যসঙ্কল্প দ্বারা কৃত হইয়াছে, তাহার সহিত চিৎ-শক্তির একীকরণ যদ্দ্বারা কৃত হয় সেই পরাশক্তিই অবিদ্যা। উহাই তিরোভাব বলিয়া স্মৃত।"[৪] অবিদ্যার পাঁচ পর্ব। উহারা পর পর এই—তম, মোহ, মহামোহ তামিস্র ও অন্ধ। অনাত্মা এবং অস্বভূত চৈত্যে জীবের যে অহংতা (বা আত্মা) এবং স্বভূত মতি তাহা তম অবিদ্যা বলিয়া স্মৃত হয়। চৈত্য অহংতারূপে স্বীকৃত হইলে পর উহাতে যে অস্মিতা-বুদ্ধি উৎপন্ন হয়, উহা মোহ। উহা দ্বিতীয় ক্লেশপর্ব "অবিদ্যা দ্বারা চেত্য ও চেতনের এতদ্‌ভাবাপত্তি মহাস্মিতা ও মহামোহ শব্দ দ্বারা নিগদিত হয়।" সুখানুস্মৃতি হেতু বিষয়ের প্রতি অনুরাগ, তাহা তৃতীয় ক্লেশপর্ব। দুঃখানুস্মৃতি হেতু বিষয়ের প্রতি দ্বেষ, তাহা ক্লেশের চতুর্থ পর্ব। দুঃখ পরিত্যাগের এবং সুখ অভিলাষের জন্য অবলম্বিত উপায়সমূহের অন্তরায় উপস্থিত হইলে যে বিত্রাস উৎপন্ন হয়, তাহা অন্ধ নামক অভিনিবেশ। উহাই ক্লেশের পঞ্চম পর্ব।[৫] "দেহকে আত্মারূপে বুঝিয়া উহার সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইয়া এই চেতন (জীব), রঞ্জনীয়ের অভিপ্রেপ্সু ও ইতরের জিহাসু হইয়া, তথা উহাদের অন্তরায়সমূহ দ্বারা বিত্রস্ত হইয়া তৎপ্রতীকারার্থ আচরণ করিয়া—ইষ্টের প্রাপ্তির জন্য এবং অনিষ্টের বিঘাতের জন্য, যাহা করে, তাহা কর্ম।"[৬] মোট কথা

---

১) অহির্বুধ্‌ন্যসংহিতা'য় আছে, তম, বন্ধ, মায়া, অবিদ্যা, মহামোহ, মহাতামিস্র এবং হৃদ্‌গ্রন্থি, এই সকল শব্দ পর্যায়বাচী। (১৪।১৭)

২) ঐ, ১২।৪-১০

৩) লক্ষ্মীতং, ১২।১৩—৪ আরও দেখ—

সেই কারণেই লক্ষ্মীকে "পঞ্চকৃত্যকারী" এবং "পঞ্চকৃত্যবিধায়িনী" বলা হয়।

লক্ষ্মী ইহাও বলিয়াছেন যে জীবও তাঁহার ন্যায় স্বভাবত পঞ্চকৃত্যকারী।

"তয়া স্ফুরতি জীবোঽসৌ স্বত এবানুরূপয়া ॥

বিধত্তে পঞ্চকৃত্যানি জীবোঽয়মপি নিত্যদা।" ইত্যাদি—(ঐ, ১৩।২৫'২—

৪) ঐ, ১২।১৪—২০'১ আরও দেখ—৩।১৫'২—১৭'১ ৫) ঐ, ১২।২০'২— ৬) ঐ, ১২।২৮—৩০

"স্বতঃ শুদ্ধাঽপি চিৎ-শক্তিঃ সংবিদ্ধাঽনাদ্যবিদ্যয়া।
দুঃখং জন্মজরাদ্যুত্থং তত্রস্থঃ প্রতিপদ্যতে॥"[১]

'চিৎ-শক্তি স্বভাবতঃ শুদ্ধ হইলেও অনাদি অবিদ্যা দ্বারা সংবিদ্ধ। এবং তাহাতে স্থিত থাকিয়া জন্মজরাদিজনিত দুঃখ প্রাপ্ত হয়।'[২]

'লক্ষ্মীতন্ত্রে' আছে যে মুক্ত জীব লক্ষ্মী-ভাব প্রাপ্ত হয়। প্রায় 'গীতা'র ভাষায় লক্ষ্মী বলিয়াছেন,

"মচ্চিত্তো মদ্গতপ্রাণো মদ্ভাবায়োপপদ্যতে।"[৩]

'মচ্চিত্ত এবং মদ্গতপ্রাণ ব্যক্তি মদ্ভাব লাভ করিতে সমর্থ হয়।' "সর্বসম্মত আমাকে এই প্রকারে প্রত্যক্ষ জানিয়া এবং বহুধাত্মিক আমাকে বিবিধ উপায়ে সতত উপাসনা করিয়া, (জীব) ক্লেশকর্মাশয়ের অতীত হইয়া মদ্ভাব প্রতিপ্রাপ্ত হয়।"[৪] কখন কখন তিনি বলিয়াছেন যে মুক্ত জীব তাঁহার স্বরূপতা প্রাপ্ত হয় ("প্রাপ্নোতি···মৎস্বরূপতাং")[৫], তাঁহাতে প্রবেশ করে ("বিশতে মামনন্তরম্")[৬] তাঁহাতে "আত্যন্তিক বিলয়" প্রাপ্ত হয়।[৭] "লক্ষ্মী আবার কখন কখন মুক্তিকে, শ্রুতির ন্যায়, বিষ্ণুর পরমপদ প্রাপ্তি বলিয়াছেন। "মৎপ্রিয়কর, মদ্যাজী এবং মৎপরায়ণ আমার ভক্ত পরম ধাম,—বিষ্ণুর পরম পদ, প্রাপ্ত হয়।"[৮] 'লক্ষ্মীতন্ত্রে'র মতে জীব লক্ষ্মীরই সঙ্কুচিত রূপ। ঐ সঙ্কোচ বিনষ্ট হইলে উহা যে পুনরায় লক্ষ্মী-ভাব বা লক্ষ্মী-স্বরূপ প্রাপ্ত হইবে তাহা স্বাভাবিকই। তাই লক্ষ্মী বলিয়াছেন, আমার অবিদ্যাময় স্বরূপ পূর্বে তোমার নিকট মৎ-কর্তৃক ব্যাখ্যাত হইয়াছে। উহা শুদ্ধবিদ্যা সমাযোগে সঙ্কোচ পরিত্যাগ করে। তখন উহা বন্ধন হইতে সর্বতোভাবে মুক্ত হইয়া প্রদ্যোতমান হয়। জ্ঞান এবং ক্রিয়া সমাযোগ হেতু সদা সর্ববিদ্ এবং সর্বকৃৎ হয়। অসঙ্কোচ হেতু অনণু হয়। মদ্ভাব প্রাপ্ত হয়।"[৯]

'লক্ষ্মীতন্ত্রে'র মতে, "পরম ব্রহ্ম লক্ষ্মীনারায়ণাত্মক"।[১০] "সেইহেতু শাশ্বতপদ ব্রহ্ম ভবদ্ভাবাত্মক। দেব নারায়ণ ভবৎ, আর আমি লক্ষ্মী পরা ভাব। অতএব সনাতন ব্রহ্ম লক্ষ্মী-নারায়ণ বলিয়া আখ্যাত।"[১১] উহাতে আবার ইহাও কথিত হইয়াছে যে লক্ষ্মী ও নারায়ণ,—শক্তি ও শক্তিমান্, যখন অপৃথগ্ভূত হন, তখন নিষ্কল ও অদ্বৈত ব্রহ্ম নামে কথিত হন।[১২] সেই হেতু লক্ষ্মী-প্রাপ্তিকে বা বিষ্ণুর পরম পদ প্রাপ্তিকে ব্রহ্ম-প্রাপ্তিও বলা যায়। তাই লক্ষ্মী মুক্তিকে কখন কখন ব্রহ্ম-প্রাপ্তিও বলিয়াছেন।[১৩] 'অহির্বুধ্ন্যসংহিতা'য় আছে,

---

১) ঐ, ৫।৭৭

২) আরও দেখ—৩।২৫ ; ১৩।২—, ৩৮-৯

৩) ঐ, ৭।৪৮'২ দেখ 'গীতা', ১০।৯ ও ১৩।১৮

৪) ঐ, ৯।৫৭'২—৫৮ , ১১।৫৩'২-৫৪ আরও দেখ—৩।১৭

৫) ঐ, ২০।৩'২ ৬) ঐ, ১৫।১৩'১ আরও দেখ—২৮।৫৩'১ ৭) ঐ, ১২।৫৬

৮) ঐ, ২৭।৪৮'২-৪৯'১ ৯) ঐ, ১৩।৩০'২-৩২'১ ১০) ঐ, ১৩।১৪

১১) ঐ, ২।১৪'২-১৫ ইহা বলা উচিত যে ভবদ্ভাবাত্মক বা লক্ষ্মী-নারায়ণাত্মক তত্ত্বরূপ ব্রহ্মের পরমরূপ নহে। লক্ষ্মী বলিয়াছেন, আদ্য পরমব্রহ্ম সূক্ষ্ম এবং স্তিমিতশক্তিক। ভবৎ ব্রহ্মের যে প্রথম উন্মেষ উহাই ভবদ্ভাবাত্মক। (২৬।৯— লক্ষ্মী কখন বলিয়াছেন, "শক্তিমৎ তৎ পরং ব্রহ্ম নারায়ণং" ইত্যাদি। (৮।৯'১)

১২) ঐ, ২।১০'২ ও ১৬।২৪'১ ১৩) "প্রাপ্নোতি পরমং ব্রহ্ম লক্ষ্মীনারায়ণাত্মকম্"—(ঐ, ১৩।১৪'২

প্রণবাভ্যাসী সাধক লক্ষ্মীকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে, অপর কিছু প্রাপ্তব্য না থাকাতে, বিরাম লাভ করে, তাহাই পরম ধাম, বিষ্ণুর পরম পদ এবং পরব্রহ্ম।[১]

চিৎ-শক্তি অনাদি অবিদ্যা বশতঃই স্বরূপ হারাইয়া ভোক্তা জীব সাজিয়াছে এবং জন্ম-জন্মান্তরে নানাবিধ দুঃখকষ্ট ভোগ করিতেছে। এইরূপে উহা বন্ধনগ্রস্ত হইয়াছে। তাই লক্ষ্মী বলেন যে একমাত্র বিদ্যা দ্বারাই জীব মুক্ত হইতে পারে। "সেই অবিদ্যা বা তিরোভাব যখন বিদ্যা দ্বারা অপসৃত হইবে, তখন চিৎ-শক্তি নিরভিমান হইয়া মদ্ভাব প্রাপ্ত হইবে।"[২] "আমার অবিদ্যাময় স্বরূপ···শুদ্ধবিদ্যা সমাযোগে সঙ্কোচ পরিত্যাগ করে।···মদ্ভাব প্রাপ্ত হয়।"[৩] "জ্ঞানং বিনা ন চৈবান্যৎ নরাণাং তারকং স্মৃতম্।"[৪]

যেই বিদ্যা দ্বারা অবিদ্যার বিনাশ হয়, তাহা লক্ষ্মীই করুণাবশতঃ প্রবর্তন করিয়া থাকেন।[৫] তাঁহারই অবিদ্যা বা তিরোভাব শক্তি দ্বারা জীব বন্ধনগ্রস্ত হইয়াছে এবং তাঁহারই অনুগ্রহ শক্তি দ্বারা উহা মুক্তি লাভ করে। জন্মজন্মান্তর ধরিয়া নানা প্রকার দুঃখকষ্টসমূহ দ্বারা ক্লিশ্যমান জীবের প্রতি তাঁহার অন্তরে করুণার উদয় হয়। তখন তিনি জীবের প্রতি সমীক্ষণ করেন। তাহাই তাঁহার অনুগ্রহ বলিয়া প্রোক্ত হয়। তাহাকে শক্তিপাতও বলা হয়।[৬] পক্ষান্তরে ইহাও বলা হইয়াছে যে যাবৎপর্যন্ত তিনি জীবকে নিরীক্ষণ না করেন, তাবৎপর্যন্ত তাহার সমস্ত সঙ্কোচ বর্তমান থাকে।[৭]

যখন লক্ষ্মী নিরীক্ষণ করেন, তখন হইতে জীব শুদ্ধ হয়,—তাহার অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয়। সে কর্মসাম্য প্রাপ্ত হইয়া শুদ্ধকর্মব্যপাশ্রয়, বেদান্তজ্ঞানসম্পন্ন এবং সাংখ্য-যোগপরায়ণ হয়। সম্যক্ সাত্বতবিজ্ঞান লাভ করত বিষ্ণুর প্রতি সদ্ভক্তিসম্পন্ন হয়। সুদীর্ঘ কালে যোগী (জন্ম-জন্মান্তর ধরিয়া) সঞ্চিত ক্লেশসমূহ নির্ধূত করে; ত্রিবিধ বন্ধ বিধৌত করিয়া ক্রমে ক্রমে স্রোতমান হয়। অনন্তর লক্ষ্মীনারায়ণাত্মক পরম ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়।"[৮] "চিৎ-শক্তি-সজ্ঞিক ঐ জীব যখন আমার অনুগ্রহবিন্দু দ্বারা নির্বেদ প্রাপ্ত হয়, তখন উপায়সমূহ দ্বারা আমাকে আরাধনা করিয়া, নিখিল কোশসমূহকে সম্যক্ প্রকারে বিনষ্ট করিয়া এবং বাসনা-রজ বিধুনিত করিয়া জ্ঞানসদ্ভাব সংপ্রাপ্ত হয় এবং যোগ দ্বারা বন্ধন ছিন্ন করে। তখন সে পরমানন্দময়ী লক্ষ্মী আমাকে নিশ্চয় লাভ করে।[৯] তাই বলা হইয়াছে যে "শুদ্ধবিজ্ঞানসম্বন্ধ এবং শুদ্ধকর্ম সমন্বয় দ্বারা যখন সেই অবিদ্যাকে নাশ করে, তখন উহা (চিৎশক্তি) আনন্দ প্রাপ্ত হয়।"[১০]

লক্ষ্মী যেমন স্বেচ্ছায় স্বীয় তিরোভাব বা অবিদ্যা শক্তি দ্বারা চিৎ-শক্তিকে বন্ধন এবং ক্লেশ গ্রস্ত করেন, তেমন স্বেচ্ছাতেই স্বীয় অনুগ্রহ শক্তি দ্বারা উহাকে মুক্ত করেন। তিনি অনিযোজ্য, সুতরাং যেমন তিরোধান কর্মে, তেমন আবির্ভাব কর্মেও তাঁহার নিয়োজক কোন হেতু নাই। লক্ষ্মী বলেন, "শক্তিপাতের সেই ক্ষণ একমাত্র আমিই জানি। জীবের (স্বকৃত কোন) কার্যের হেতুতে, কিংবা অপর কোন হেতুতে উহা হয় না। আমি কেবল মাত্র

---

১) অহির্বুধ্ন্যসং ৫১।৫৪ ২) লক্ষ্মীতং, ৩।১৭ ৩) ঐ, ৩।৩০·২-৩২·১
৪) ঐ, ৪৯।১৪৬·১ ৫) ঐ, ৩।১৮ ৬) ঐ, ১৩।২-৮
৭) ঐ, ১৩।৩২·২— ৮) ঐ, ১৩।১১·২-১৪
৯) ঐ, ১৪।৫৬·১-২ ১০) ঐ, ৫।৭৮

স্বীয় ইচ্ছাতেই প্রেক্ষক হই।"[১] "তিরোভাব এবং অনুগ্রহ—উভয়বিধ কর্মে আমার স্বাচ্ছন্দ্যই (একমাত্র) হেতু। তদ্ভিন্ন অপর কোন অনুযোজ্য নাই। হে শক্র, তুমি এই প্রকার জান।"[২]

তাহা হইতে ইহা মনে হইতে পারে যে লক্ষ্মীর অনুগ্রহ বা শক্তিপাত লাভ সম্পূর্ণতঃ অহেতুক—কোন প্রকারের হেতু সাপেক্ষ নহে; সুতরাং উহা অতএব মুক্তি কিংবা অভ্যুদয় লাভার্থ মনুষ্যকে কোন প্রকার প্রযত্ন,—কোন সাধনা করিতে হইবে না। পরন্তু ঐ অনুমান সত্য হইবে না। কেননা, লক্ষ্মীর ঐ কথা শুনিয়া ইন্দ্র বলেন 'তোমার সমস্ত কথা শুনিয়া আমি তোমার তত্ত্ব এই বলিয়া অবধারণ করিয়াছি যে জীবগণ তোমাকেই আরাধনা করিয়া ভবসাগর উত্তীর্ণ হয়।'[৩] অনন্তর তিনি জিজ্ঞাসা করেন "হে কমলাসনা, তুমি কোন্ উপায় দ্বারা তোষণীয়? যাহা পরম পুরুষার্থ তোমার প্রীতিই তাহার সাধন! তোমাকে প্রীত করিবার উপায় কি? তাহা কীদৃশ ও কতিবিধ বলিয়া স্মৃত হয়?"[৪]

তাহাতে লক্ষ্মী উত্তর করেন, "যতি·········বিজ্ঞান দ্বারাই ব্রহ্ম নারায়ণকে এবং আমাকে প্রাপ্ত হয়। বিজ্ঞান ব্যতীত বিদ্বান্ ব্যক্তিগণের মুক্তিলাভের অপর কোন পন্থা নাই। বিবেকোত্থ, সর্বতোভাবে শুদ্ধ, এবং অব্রণ ঐ বাসুদেববিষয়ক জ্ঞানই অপুনর্ভবের কারণ। ঐ জ্ঞান সমুৎপন্ন হইলে (জীব) অনন্তর আমাতে প্রবেশ করে। আমি সেই সেই উপায়সমূহ দ্বারা প্রীত হইয়া অমলাত্মা জীবদিগেতে আত্মজ্যোতিপ্রদর্শক জ্ঞান উদ্ভাসিত করি। আমার প্রীতিবিবর্ধক সেই উপায়সমূহ চতুর্বিধ।"[৫] "হে শক্র, আমার প্রীতিবিবর্ধক ঐ চারি উপায়, যাহাদের দ্বারা আমি অনপগামিনী প্রীতি লাভ করি শুন। স্বজাতিবিহিত কর্ম, সাংখ্য, যোগ এবং সর্বত্যাগ—এই চারিটি বিদ্বান্ ব্যক্তিগণ কর্তৃক উপায় বলিয়া কথিত হয়।"[৬] অনন্তর লক্ষ্মী বলেন যে প্রথম উপায় "অন্তঃকরণশোধন দ্বারা শুদ্ধ সংজ্ঞান উৎপন্ন করে। কেননা, সেই সদাচার নিষেবন দ্বারা প্রীত হইয়া আমি অন্তঃকরণশোধন, তথা বুদ্ধিযোগ, প্রদান করি।" সাংখ্য নামক দ্বিতীয় উপায় "মৎপ্রীতিং জনয়েৎ পরাং" ('আমার পরা প্রীতি উৎপন্ন করে')। কেননা, আমি স্বরূপ এবং গুণ-বৈভব-সমূহ দ্বারা সংখ্যায়মান হইয়া সেই প্রত্যক্ষ জ্ঞান উদ্ভাবিত করি, যাহা বিবেকজ।" যোগ নামক তৃতীয় উপায় "অত্যন্তপ্রীতয়ে মম" ('আমার অত্যন্ত প্রীতি জনক')। আর সর্বত্যাগ নামক চতুর্থ উপায় অবলম্বনকারী "নির্ধুতকল্মষ ব্যক্তিকে আমি নিজেই নিজেকে প্রাপ্ত করাই।"[৭]

এই সকল বচনে লক্ষ্মী স্বয়ং অতি স্পষ্টবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে, তাঁহার কৃপা লাভ এবং মুক্তিপ্রদ জ্ঞান, তথা ইহ লোকে ঐশ্বর্য, লাভ প্রযত্ন-সাধ্য; মনুষ্যগণ তাঁহাকে আরাধনা করিয়া তৎসমস্তই লাভ করিতে পারে। পরেও তিনি সেই প্রকার বলিয়াছেন, "আরাধিত হইলেই আমি সকলকে ভবার্ণব হইতে উত্তীর্ণ করি। ধর্ম (আচরণ) দ্বারা

---

১) লক্ষ্মীতং, ১৩।১০-১১'১ ২) ঐ, ১৩।১৫'২-১৬'১

৩) ঐ, ১৪।৩-৫'১ ৪) ঐ, ১৫।৬-৭'১ ৫) ঐ, ১৫।১৬-৪

৬) ঐ, ১৫।১৬-৭ ৭) ঐ, ১৬।৩৪'২-৪৪

পরিতোষিত হইয়া বিবিধ ভোগসমূহ প্রদান করি।"[১] 'লক্ষ্মীতন্ত্রে'র প্রারম্ভে বিবৃত হইয়াছে যে দেবগুরু বৃহস্পতিও দেবরাজ ইন্দ্রকে ঠিক সেই কথা বলেন, তিনি বলেন, "হে মহাভাগ, পদ্মসম্ভবা তাঁহার শরণাপন্ন হও। বিবিধ বিশিষ্ট তপসমূহ দ্বারা,—সেই সেই শুভ নিয়মসমূহ দ্বারা, বিষ্ণুর মহিষীকে আরাধনা করত নিজের শ্রী স্থির কর। ঐ দেবী প্রসাদসুমুখী হইয়া স্বপদ প্রাপ্ত করাইবেন। তিনি কামী ব্যক্তিগণেরও কামদা—অভীপ্সিতার্থদা।"[২] গুরুর মুখ হইতে তাহা শুনিয়া ইন্দ্র দেবীকে আরাধনা করিতে ক্ষীরোদসাগরের উত্তর তীরে গমন করেন এবং সুদীর্ঘ কাল ধরিয়া দিব্য ও কঠোর তপস্যা করেন। তাঁহাতে প্রসন্ন হইয়া লক্ষ্মী "একান্তভাবাপন্ন এবং নিষ্কপট ভক্তিতে আস্থিত" ইন্দ্রের সম্মুখে উপস্থিত হন এবং অভিলষিত বর প্রার্থনা করিতে বলেন। তখন ইন্দ্রের দ্বারা প্রার্থিত হইয়া তিনি আপন তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেন।[৩]

ইহা প্রদর্শন করা উচিত যে লক্ষ্মীর ঐ দ্বিবিধ উক্তিসমূহের মধ্যে, বিরোধ আছে বলিয়া তিনি মনে করেন না। সৃষ্টি সম্বন্ধে লক্ষ্মীর মত এই যে—পূর্বে তাহা উক্ত হইয়াছে,[৪] "তাঁহার ঈশেশিতব্যভাবে পরিণাম প্রাপ্ত হওয়ার একমাত্র কারণ তাঁহার ইচ্ছাই। তাঁহার ঐশ্বর্য অনিযোজ্য। সুতরাং উহার অপর কোন নিয়োজক হেতু থাকিতে পারে না। তিনি স্বতন্ত্রা। সেই কারণেও তাঁহার নিয়োজক কিছুই নাই।" তাহা শুনিয়া দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, যদি তাহাই প্রকৃত হয়, তবে তিনি জীবগণের সুখ এবং দুঃখ উভয় সমন্বিত[৫] করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন কেন? উহাদিগকে কেবল সুখী করিয়া সৃষ্টি করেন নাই কেন? 'বেদান্তসূত্রে'র ভাষায় বলিলে, ইন্দ্র এই শঙ্কা করেন যে, যদি তাহাই প্রকৃত হয়, তবে তাঁহাতে 'বৈষম্য এবং নৈর্ঘৃণ্য দোষ আপতিত হয়।' ঠিক উহার ন্যায় লক্ষ্মী তাহা এই বলিয়া পরিহার করেন যে

"অনাদ্যবিদ্যাবিদ্ধানাং জীবানাং সদসন্ময়ম্।
সঞ্চিতং কর্ম তৎ প্রেক্ষ্য মিশ্রাং সৃষ্টিং করোম্যহম্॥"[৬]

'অনাদি অবিদ্যা দ্বারা আবিদ্ধ জীবগণের সদসন্ময় সঞ্চিত কর্ম আছে। উহা প্রেক্ষণ করিয়াই (অর্থাৎ তৎসাপেক্ষ হইয়াই) আমি মিশ্র সৃষ্টি করিয়াছি।' তখন ইন্দ্র জিজ্ঞাসা করেন, জীবের স্বকৃত কর্ম সাপেক্ষ হইয়াই যদি তিনি সুখ-দুঃখ বিধান করিয়াছেন, তবে তাঁহার স্বাচ্ছন্দ্য কি প্রকারে রহিল? লক্ষ্মী উত্তর করেন

"কুর্বন্ত্যা মম কার্যাণি কর্ম তৎকরণং স্মৃতম্।
কর্তুশ্চ করণাপেক্ষা ন স্বাতন্ত্র্যবিঘাতিনী॥
নিরবদ্যা স্বতন্ত্রাঽহং নানুযোগপদে স্থিতা।"[৭]

---

১) লক্ষ্মীতন্ত্র, ২৮।৫'২-৬'১ আরও দেখ—১২।৪৫ ; ২৪।৭৬ ২) ঐ, ১।৪২'২-৪
৩) ঐ, ১।৪৪— ৪) পূর্বে দেখ ৫) ঐ, ৩।৩১
৬) ঐ, ৩।৩২ ৭) ঐ, ১।৩৪-২'১

'সেই কর্ম (সৃষ্টি)কার্যসমূহকারী আমার করণ বলিয়া স্মৃত হয়। করণের অপেক্ষা কর্তার স্বাতন্ত্র্যের বিঘাতক নহে। (সুতরাং) আমার স্বাতন্ত্র্য নিরবদ্য। আমি অনুযোজ্যপদে স্থিত নহি।' ঠিক সেই প্রকারেই লক্ষ্মী বলিয়াছেন যে তিনি স্বেচ্ছাতেই, আপন স্বাচ্ছন্দ্য বশতঃই জীবকে কৃপা করিয়া থাকেন, যদিও প্রকৃত পক্ষে জীবের সমারাধনা কর্ম সাপেক্ষ হইয়াই তিনি কৃপা করেন।

যাহা হউক 'লক্ষ্মীতন্ত্র' হইতে ইহা নিশ্চিতরূপে জানা যায় যে লক্ষ্মীর অনুগ্রহেই জীব মুক্তি, তথা ইহপারলৌকিক অভ্যুদয়,—যাহার যাহা ইচ্ছা হয়, তাহা—লাভ করিতে পারে।[১] অপর কোন কোন পাঞ্চরাত্রসংহিতায়ও সেই কথা বিবৃত হইয়াছে। যথা, 'সাত্বতসংহিতা'য় আছে, "যাহাকে (লক্ষ্মীকে) সমাশ্রয় করতই ব্যক্তধ্যানপরায়ণ ব্যক্তিগণ এই দুস্তর গুণমহোদধিকে সুখে এবং শীঘ্র নিশ্চিতরূপে উত্তীর্ণ হয়।"[২] 'স্বায়ম্ভুবসংহিতা'র মতে, লক্ষ্মীই ক্ষিপ্র প্রসাদ করিয়া থাকেন। তিনি সমস্ত কাম্য বস্তু প্রদান করেন,—এমন কি, সংসার-সাগর হইতে উত্তীর্ণও করেন। সুতরাং তিনিই সকলের শরণ্য ; তাঁহাকেই অনুচিন্তন করা উচিত।[৩] আচার্য যামুন লিখিয়াছেন, অক্ষর বৈষ্ণবমার্গের সিদ্ধান্ত এই যে লক্ষ্মীর প্রসাদ ব্যতীত মনুষ্যদিগের মোক্ষ কিংবা ত্রিবর্গ লাভ করা নিশ্চয় সম্ভব নহে।[৪]

লক্ষ্মী বলিয়াছেন যে মনুষ্য ইহদেহে বর্তমান থাকিতেও মুক্ত হইতে পারে। যে সাধক তচ্চিত্ত এবং তন্ময় হইয়া গুরুকর্তৃক আদিষ্ট মার্গে নিত্য যোগপরায়ণ এবং সম্যক্‌জ্ঞানসমাধিমান্ হইয়া সংসার-তারক মন্ত্র জপ করে, সেই সাধকের উপর তিনি প্রীত হন ; তাহার সম্যক্ সদ্বিবেকী চিত্তে লক্ষ্মীনারায়ণাখ্য সেই সামরস্য প্রকাশিত হয় ; সে জীবিত থাকিয়াও মুক্ত হয় ('জীবন্নেব-ভবেন্মুক্তঃ') এবং দৃষ্টি দ্বারা জগৎকে পবিত্র করে।"[৫]

অপর একটা বিষয়ের প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ করা উচিত মনে করি। পাঞ্চরাত্রশাস্ত্র মতে লক্ষ্মী পঞ্চকৃত্যকরী। তিনি আপন তিরোভাব, সৃষ্টি, স্থিতি, সংহৃতি এবং অনুগ্রহ এই পঞ্চবিধ শক্তি দ্বারা পাঁচ প্রকার কর্ম করেন। তিরোভাব বা অবিদ্যা শক্তি দ্বারা তিনি চিৎ-শক্তিকে বা জীবকে বন্ধন-গ্রস্ত করিয়াছেন,—উহাকে নানাবিধ দুঃখকষ্টগ্রস্ত করিয়াছেন। লক্ষ্মী বলেন, ঐ বদ্ধ জীবগণের সান্তত্য হেতুই তাঁহার সৃষ্ট্যাদি শক্তিত্রয় প্রবর্তিত হয়।[৬] অনুগ্রহ শক্তি দ্বারা তিনি উহাদিগকে মুক্ত করেন। পাঞ্চরাত্রশাস্ত্রে লক্ষ্মীর ঐ অনুগ্রহ শক্তির প্রতি বিশেষ জোর দেওয়া হইয়াছে। যথা, 'লক্ষ্মীতন্ত্রে' উক্ত হইয়াছে যে "জীবগণকে অনুগ্রহ করিতেই—ভক্তগণের প্রতি অনুকম্পা বশতঃই, দেব-দেবদেব পরব্যূহাদিভেদে প্রবর্তিত হন।" সর্বজীবের হিতার্থই লক্ষ্মী স্বেচ্ছায় শব্দব্রহ্মময় হইয়া উন্মেষিত হন এবং মন্ত্রময় তনু ধারণ করেন।[৭]

---

১) দেখ—ঐ, ৪৪।১১-৩

২) বেঙ্কটনাথ কর্তৃক ধৃত, 'চতুঃশ্লোকীভাষ্য', ৩য় শ্লোক (বেদান্তদেশিক গ্রন্থমালা, ব্যাখ্যান-বিভাগ, ১ম সম্পুট, ২১ পৃষ্ঠা)

৩) শ্রীরাঘবাচার্য-লিখিত 'শ্রীতত্ত্ব' নামক প্রবন্ধে ধৃত 'স্বায়ম্ভুব-সংহিতা'র বচন। ('কল্যাণ,' ২১শ বর্ষ, ৮৬১-৮ পৃষ্ঠা। বিশেষ দ্রষ্টব্য ৮৬৭ পৃষ্ঠা)

৪) 'চতুঃশ্লোকী', ৩য় শ্লোক।

৫) লক্ষ্মীতং, ২৪।৩৮'২-৪২'১

৬) পূর্বে দেখ।

৭) লক্ষ্মীতং, ২৪।৩-৪

জীবগণকে অনুগ্রহ করিতেই তিনি আচার্যরূপ ধারণ করিয়াছেন,—সঙ্কর্ষণরূপে শাস্ত্র প্রণয়ন করেন এবং গুরুতে আবিষ্ট হইয়া শিষ্যদিগকে উহার উপদেশ করেন।[১] স্বয়ং নিরাকার হইয়াও সাধককে অনুগ্রহার্থ তিনি সাকার হন।[২] পরা করুণাদ্বারা উদ্যত হইয়া অখণ্ড এবং পরিপূর্ণ তিনি সাধকদিগের হিতার্থ এবং মনের ভাবনার্থ নিজেই নিজেকে লক্ষ্মী, কীর্তি, জয়া এবং মায়া—এই চারি মূর্তিতে বিভক্ত করেন।[৩] লক্ষ্মী এক স্থলে বলিয়াছেন, "প্রাণিগণকে সংসারাগ্নির মধ্যে ক্লিশ্যমান দেখিয়া সর্বদর্শী আমার (অন্তরে) একদা স্বতঃই কৃপা উদ্গত হয়। ইহারা কি প্রকারে দুঃখ হইতে উত্তীর্ণ হইবে এবং সুখ প্রাপ্ত হইবে? ইহারা কি প্রকারে সংসারের পরসীমা আমাকে প্রাপ্ত হইবে? ইহা ভাবিয়া আমি অন্তরে কৃপাবিষ্ট হইয়া দেবদেবকে ইহা বলি, 'হে ভগবন্,…হে প্রভু, এই সমস্ত প্রাণিগণ ক্লেশসাগরে নিমগ্ন। তাহা হইতে প্রাণীদিগের উদ্ধার কি প্রকারে হইবে বলিয়া তুমি চিন্তা করিয়াছ?" ইত্যাদি।[৪] অপর এক স্থলে[৫] আরও বলিয়াছেন যে তিনি এবং নারায়ণ লোকদিগকে অনুগ্রহ করিতে জগতের পরম মাতা-পিতা বা পালক রূপে[৬] পরম ব্যোমে অবস্থিত আছেন। "একদা তাঁহারা জীবগণের হিত কামনায় কৃপাবিষ্ট হইয়া 'সুখিনঃ স্যুরিমে জীবাঃ প্রাপ্নুয়ুর্নৌ কথং স্থিতি' (এই জীবগণ কি প্রকারে সুখী হইবে; কি প্রকারে আমাদিগকে প্রাপ্ত হইবে?)—তাহার উপায় অন্বেষণে যত্নবান্ হন। তাঁহারা পরম সমাধি দ্বারা অতিগম্ভীর শব্দব্রহ্মমহাসমুদ্র মন্থন করিতে লাগিলেন। অনন্তর মথ্যমান ঋগ্‌যজুসঙ্কুল উহা হইতে দিব্য তৎস্বত্ত্বয় (মথ্যমান) দধিতে ঘৃতের ন্যায় উত্থিত হইল।"[৭] এইরূপে দেখা যায়, 'লক্ষ্মীতন্ত্রে'র মতে ভগবতী লক্ষ্মী সততই জীবগণের হিতকামনায় নিরত,—তাহাদিগকে অনুগ্রহ করিতে সর্বপ্রকারে উদ্যত। 'মহৎকসংহিতা'র মতে, তিনি "সদা অনুগ্রহসম্পন্না"।[৮]

কোন কোন পাঞ্চরাত্রসংহিতায় লক্ষ্মীর মহিমা অতিশ্রেষ্ঠ বলিয়া খ্যাপিত হইয়াছে। যথা, 'লক্ষ্মীতন্ত্রে'র প্রারম্ভে আছে, "তিনিই শ্রেয়ের মূল। তিনিই পরমা গতি। সেই সনাতনী দেবীই শ্রুতিসমূহের অভিসন্ধি। তিনিই জগতের প্রাণসমূহ। তিনিই জগতের ক্রিয়া। তিনিই জগতের ইচ্ছা। তিনিই পর ও অপর জ্ঞান। তিনিই তত্তৎকারণে সংস্থিত হইয়া কালে কালে জগৎত্রয়কে সৃজন করেন, পালন করেন এবং অন্তে সংহার করেন। জগতের

১) ঐ, ২৩।২-৪ (পরে দেখ)

২) "সাধকানুগ্রহার্থায় সাহহং সাকারতাং গতা ॥"—(ঐ, ৩৮।২'১)

"কৃপয়া সাধকার্থায় স্মরন্ সাকারতাং গতাং।"—(ঐ, ৩৮।২৪'১)

৩) ঐ, ৪৪।৬১-৬২ ও ৪৫।১— ৪) ঐ, ১৭।৩৮-৪০,৪৭—

৫) ঐ, ৫০।১০—

৬) মূলে আছে "পিতরৌ জগতঃ পরৌ"। 'পিতরৌ' শব্দের অর্থ 'মাতা-পিতা'ও হইতে পারে কিংবা 'পিতাদ্বয়' বা পালকদ্বয়ও হইতে পারে। অন্যত্র আছে, "করুণারূপিণী দেবী লক্ষ্মীসহ হৃষীকেশই (জগতের) রক্ষক। সমস্ত সিদ্ধান্তে, তথা বেদান্তেও, তাহা গীত হয়। (লক্ষ্মীতং, ২৮।১৪)

৭) ঐ, ৫০।১১'২—১৪'১

৮) বেঙ্কটনাথের 'চতুঃশ্লোকীভাষ্যে' (৩য় শ্লোকের ভাষ্যে) ধৃত 'মহৎকসংহিতা'র বচন দেখ। ('বেদান্তদেশিক গ্রন্থমালা', ব্যাখ্যান বিভাগ, ১ম সম্পুট, ২০ পৃষ্ঠা)

মাতা তাঁহাকে আরাধনা না করিলে শ্রেয় (লাভ) কোথা হইতে হইবে? যাহা হইতে যতি (ইহসংসারে পুনঃ) আবর্তন করে না, সেই বৈষ্ণবধাম উনিই। উনিই বিদিতাত্মা সাংখ্যদিগের পরমা নিষ্ঠা। যোগীদিগের যাহা (পরমা) নিষ্ঠা,—যাহাতে গমন করত (যোগী) অশোক হয়—তাহা উনিই। উনিই পাশুপতী নিষ্ঠা এবং উনিই বেদবিদ্‌গণের (পরমা) গতি। সমগ্র পাঞ্চরাত্রের নিষ্ঠা সনাতনী উনিই। সেই ঐ নারায়ণী দেবী নারায়ণরূপে স্থিত আছেন।[১] (তিনি নারায়ণ হইতে) চন্দ্র হইতে জ্যোৎস্নার ন্যায় পৃথগ্‌ভূতা এবং অপৃথগ্‌ভূতাও। সেই এক পরা দেবীই সেই সেই পৃথক্ পৃথক্ জ্ঞান (শাস্ত্র)সমূহ দ্বারা এবং পৃথক্‌বিধ আগমসমূহ দ্বারা বহু প্রকারে সমুপাসিত হইয়া থাকেন।"[২] 'পাদ্মসংহিতা'য় লক্ষ্মীর স্তুতিতে আছে,

"তুমিই মায়া; তুমিই অবিদ্যা; তুমিই কর্মসমূহের শক্তি; তুমিই চৈতন্য শক্তি; এবং তুমিই ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি। তুমিই ত্রয্যন্তবিদ্যা; তুমিই ত্রয়ী; এবং তুমিই পর ও অপর (সমস্ত বিদ্যা)। বাগাদি দেবীগণ তোমার অযুতাংশাংশে অবস্থিত। তুমিই সচ্চিদানন্দস্বরূপ পর(ব্রহ্ম) পরমাত্মার অবিভক্তা আনন্দাদিময়ী মূর্তি। তুমি সেই ভাস্বান্ পরমাত্মার নিত্যা প্রভা। তুমি সন্ধ্যা; সুতরাং বিপ্রগণের নিত্য বন্দনীয়া। তুমি ভূ, ভুব, স্বঃ এবং ত্রয়ী। তুমি ভূ, তুমি ভুব, তুমি স্বঃ—তুমিই ঋক্, যজু ও সামের কারণ (এই তিন) ব্যাহৃতি। তুমি আহুতি; তুমি ইষ্ট; এবং তুমিই দক্ষিণা। হে কমলালয়া, কর্মসমূহের সিদ্ধি তোমা হইতেই হয়, অপর কোথাও হইতে নহে। তুমিই নীতি, আন্বীক্ষিকী, বার্তা এবং লৌকিকী বিদ্যা। হে দেবি, তোমা বিহীন জগৎত্রয় মৃতপ্রায় দৃষ্ট হয়।...পরমাত্মা যে কূর্মাদি তির্যগ্‌যোনি প্রাপ্ত হয়, (সে তোমারই প্রভাবে)। তুমি সর্বলোকের জননী, আর হরি সর্বজগতের জনক। এই চরাচর (জগৎপ্রপঞ্চ) তোমার এবং বিষ্ণুর দ্বারা ব্যাপ্ত।" ইত্যাদি।[৩]

লক্ষ্মীর মহিমার উল্লেখ 'মহাভারতে'ও পাওয়া যায়। কথিত হইয়াছে যে কোন সময়ে ভগবতী লক্ষ্মী গঙ্গাদ্বারে দেবরাজ ইন্দ্র এবং দেবর্ষি নারদের সম্মুখে আবির্ভূত হন। ইন্দ্রের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন যে ত্রিভুবনে স্থাবর ও জঙ্গম সকলেই "মমাত্মভাবমিচ্ছন্তো যতন্তে পরমাত্মনা" (আমার সহিত আত্মভাব আকাঙ্ক্ষা করিয়া সর্বান্তঃকরণে পরম প্রযত্ন করে)। "সেই আমি সর্বভূতের ভূত্যর্থ সূর্যরশ্মি দ্বারা বিবোধিত পদ্মে উৎপন্ন হই। (সেই কারণে বিদ্বান্ ব্যক্তিগণ আমাকে) পদ্মা, শ্রী ও পদ্মমালিনী (বলে)। হে বলসূদন, আমি লক্ষ্মী, আমি ভূতি এবং আমি শ্রী। আমি শ্রদ্ধা, মেধা, সন্নতি, বিজিতি এবং স্থিতি। আমি ধৃতি, আমি সিদ্ধি এবং আমিই ভূতি।" ইত্যাদি।[৪] 'বিষ্ণুপুরাণে' আছে, লক্ষ্মী নিত্যা এবং অনপায়িনী। যেমন বিষ্ণু, তেমন তিনিও সর্বগত। বিষ্ণু অর্থ, লক্ষ্মী বাণী; বিষ্ণু নয়, লক্ষ্মী

---

১) লক্ষ্মী নিজেই বলিয়াছেন যে তিনি ঈশ বা নারায়ণরূপে এবং ঈশিতব্য বা চিদচিৎ জগৎরূপে পরিবর্তিত হন। (লক্ষ্মীতং, ৩।১৩-,২০—) সুতরাং এইখানে দেবগুরু বৃহস্পতি সত্যই বলিয়াছেন যে লক্ষ্মীই নারায়ণ রূপে অবস্থিত আছেন।

২) লক্ষ্মীতং, ১।৩৪'২—৪২'১ ৩) পাদ্মসং, ৪।১৫।৯২—

৪) মহাভা, ১২।২২৮।২০—

ইহা বোধ হয় বিশেষ ভাবে বলা উচিত যে 'মহাভারতে'র শান্তিপর্বের ২২৮তম অধ্যায়ের নাম "শ্রীবাসবসংবাদ"; 'লক্ষ্মীতন্ত্র'ও বস্তুতঃ তাহাই।

নীতি; বিষ্ণু বোধ, লক্ষ্মী বুদ্ধি; বিষ্ণু ধর্ম, লক্ষ্মী সৎক্রিয়া; বিষ্ণু স্রষ্টা, লক্ষ্মী সৃষ্টি; ইত্যাদি। বিষ্ণু আশ্রয়, লক্ষ্মী শক্তি; বিষ্ণু প্রদীপ, লক্ষ্মী প্রভা, ইত্যাদি।[১] "অধিক বলার প্রয়োজন কি? সংক্ষেপে ইহা উক্ত হয় যে দেবতা, তির্যক্, মনুষ্য প্রভৃতি (সমস্ত প্রাণিবর্গের) মধ্যে পুরুষনামা ভগবান্ হরি এবং স্ত্রীনামা শ্রী বলিয়া বিজ্ঞেয়। তদুভয় হইতে ভিন্ন কিছুই নাই।"[২] ইন্দ্র-কৃত স্তুতিতে আছে, লক্ষ্মী, সিদ্ধি, স্বধা, স্বাহা, সুধা, ভূতি, মেধা, শ্রদ্ধা, সরস্বতী, যজ্ঞবিদ্যা, মহাবিদ্যা, গুহ্যবিদ্যা, বিমুক্তিফলদায়িনী আত্মবিদ্যা, আন্বীক্ষিকী, ত্রয়ী, বার্তা, দণ্ডনীতি প্রভৃতি।[৩]

পঞ্চকৃত্য

জগৎকারণ ব্রহ্ম সর্বশক্তিমান্। তাহাই শ্রুতির সিদ্ধান্ত বলিয়া ভগবান্ বাদরায়ণ মীমাংসা করিয়াছেন।[৪] পাঞ্চরাত্রসংহিতাসমূহের সিদ্ধান্তও তাহাই।[৫] ঐরূপে ব্রহ্মের শক্তি অনন্ত প্রকার হইলেও উহাদের তিনটীকে মহাভারতপুরাণাদিতে মুখ্য বলিয়া মানা হইয়াছে,—সৃজন-শক্তি, পালন-শক্তি এবং সংহার-শক্তি। ঐ শক্তিত্রয় দ্বারা ব্রহ্ম জগৎপ্রপঞ্চের যথাক্রমে সৃজন, পালন এবং সংহার করেন। ঐ ত্রিবিধ-কর্ম হেতু তিনি যথাক্রমে ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং রুদ্র নামে অভিহিত হন। সাংখ্যশাস্ত্রের সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের পরিভাষায় কথিত হয় যে ব্রহ্মা রজোগুণপ্রধান, বিষ্ণু সত্ত্বগুণপ্রধান এবং রুদ্র তমোগুণপ্রধান। 'পরমসংহিতা'য়ও এই মত পাওয়া যায়। উহাতে বিবৃত হইয়াছে যে সমস্ত দেবতা—সমস্ত বস্তু পরম পুরুষের শক্তি। তিনি বিশ্বরূপ। সেইহেতু তাঁহার শক্তি অসংখ্য। উহাদের মধ্যে ব্রহ্মা, শিব এবং বিষ্ণু—এই তিনটি প্রধান বলিয়া সর্বলোকে বিশ্রুত।[৬] 'পাদ্মসংহিতা'য় ভগবান্ বলিয়াছেন যে তিনি সঙ্কল্পবলে ("মনসা") অনন্ত শক্তিসমূহ সৃষ্টি করিলেও উহাদের চারিটি মুখ্য বলিয়া নির্দিষ্ট হয়। যথা,—রজ, সত্ত্ব, তম এবং আনন্দ। রজ, সত্ত্ব ও তম—এই তিন শক্তি দ্বারা তিনি জগৎ-প্রপঞ্চের যথাক্রমে সৃষ্টি, পালন ও সংহার করেন এবং উহারা যথাক্রমে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র মূর্তিতে নির্দিষ্ট আছে। সুতরাং তিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্ররূপে জগতের সৃজন, পালন ও সংহার করেন। তাঁহার চতুর্থী আনন্দশক্তি জীবের "ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়িনী" এবং বাসুদেব মূর্তিতে স্থিত।[৭] "স্বয়ং বাসুদেবাখ্য আনন্দাত্মায় আস্থিত হইয়া, যাহারা আমাকেই ভজন করে, তাহাদিগের সংসার-পাশ ছেদন করি। ব্রহ্মাদি তিনরূপে আমি (জগতের) সৃজন, পালন ও সংহার করি। আর পরম বাসুদেবাত্মরূপে, যাহারা আমাকে আরাধনা করে, সেই নিষ্কাম ব্যক্তিগণকে ভবসাগর হইতে পাশ ছেদন করি। এই চারিমূর্তির মধ্যে পরম পুরুষ মুখ্য বলিয়া কথিত হয়। অপ্রবর্গকরত্ব হেতু উহা বাসুদেব বলিয়া অভিহিত হয়। ব্রহ্মাদি অপরেরও বৃত্তি সেই প্রকারে সংসারের হিতে।"[৮] ইহা বিশেষভাবে প্রণিধান কর্তব্য যে এইখানে বিষ্ণু

১) বিষ্ণুপু, ১।৮।১৭— ২) ঐ, ১।৮।৩৪-৫ ৩) ঐ, ১।৯।১১৯—

৪) "সর্বোপেতা চ তদ্দর্শনাৎ"—(ব্রহ্মসূত্র, ২।১।৩০
"সর্বধর্মোপপত্তেশ্চ"—(২।১।৩৭)

৫) যথা দেখ—
"বিষ্ণুর্নারায়ণো হংসঃ সর্বশক্তিময়ঃ প্রভুঃ।" (সাত্বতসং, ১৭।৪০৫.১)
"সর্বেশ্বরঃ সর্বশক্তিঃ"—(ঐ, ১৯।১১৯।১
সর্বশক্তিময়শ্চৈব স্বাধীনঃ পরমেশ্বরঃ।" (জয়াখ্যসং, ৪।৭০.১) আরও দেখ—৪।১০১

৬) পরমসং, ২।৯২.১-৯৪.১ ৭) পাদ্মসং, ১।৪।২-৪ ৮) ঐ, ১।৪।৫-৮

ও বাসুদেবের মধ্যে পার্থক্য করা হইয়াছে,—বিষ্ণু জগতের পালনকর্তা, আর বাসুদেব জীবের মুক্তিদাতা, বাসুদেব বিষ্ণু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। 'পরমসংহিতা'য় ঐ পার্থক্য করা হয় নাই। তন্মতে বিষ্ণু সত্ত্বশক্তি দ্বারা যেমন জগতের রক্ষণ করেন, তেমন জীবকে অপবর্গও প্রদান করেন।[১] বিষ্ণু ও বাসুদেবের পার্থক্য 'অহির্বুধ্ন্যসংহিতা'য়ও কখন কখন করা হইয়াছে, পরন্ত সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকারে। তন্মতে ব্রহ্মের শক্তির দুই অবস্থা,—এক স্তিমিতাবস্থা, অপর উন্মেষাবস্থা। প্রথমাবস্থায় শক্তি ও শক্তিমান্ অভিন্নবৎ থাকে এবং দ্বিতীয়াবস্থায় ভিন্নবৎ হয়। শক্তিমান্‌কে প্রথমাবস্থায় বিষ্ণু এবং দ্বিতীয়াবস্থায় বাসুদেব বলা হয়। তন্মতে "হরির শক্তি পঞ্চকৃত্যকরী।"[২] সুদর্শন নামক ব্রহ্মের সঙ্কল্পশক্তি অনন্ত রূপ। তবে মুখ্যতঃ পাঁচ প্রকারে উহা বিজৃম্ভিত হয়,—সৃষ্টি, স্থিতি, লয়, নিগ্রহ ও অনুগ্রহ। প্রথমোক্ত শক্তিত্রয় জগতের সৃষ্ট্যাদি বিষয়ক, আর শেষোক্ত দুইটি জীব বিষয়ক। নিগ্রহ নামক তিরোধানকরী শক্তি জীবের স্বরূপকে তিরোহিত করে। তদ্দ্বারা জীবের আকার, ঐশ্বর্য ও বিজ্ঞানের তিরোধান হয়। সেই হেতু উহা 'মায়া', 'অবিদ্যা', 'মহামোহ', 'মহাতামিস্র', 'তম', 'বন্ধ' এবং 'হৃদ্‌গ্রন্থি' নামেও অভিহিত হয়। বিষ্ণুর তিরোভাবন শক্তি দ্বারা বন্ধনগ্রস্ত হইয়া জীব সংসারচক্রে ঘুরিয়া ঘুরিয়া জন্মজন্মান্তরে নানা ক্লেশ ভোগ করে। এই প্রকারে সংসারচক্রে ভ্রাম্যমাণ দুঃখাকুল জীবের প্রতি বিষ্ণুর কৃপা উৎপন্ন হয়। উহা বিষ্ণুসঙ্কল্পরূপিণী পঞ্চমী শক্তি,—অনুগ্রহাত্মিকা শক্তি। ঐ অনুগ্রহ শক্তি জীবকে সংসার হইতে ক্রমে উদ্ধার করে।[৩] সুতরাং 'পাদ্মসংহিতা'য় যাহাকে 'আনন্দশক্তি' বলা হইয়াছে, তাহাকেই 'অহির্বুধ্ন্যসংহিতা'য় 'অনুগ্রহশক্তি' বলা হইয়াছে। নিগ্রহশক্তির পৃথক্ গণনা 'পাদ্মসংহিতা'য় নাই। তবে প্রকারান্তরে উহার সদ্ভাব স্বীকৃত হইয়াছে বলা যায়। কেননা, 'পাদ্মসংহিতা'য় বিবৃত হইয়াছে যে ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির সহিত সংযোগ বশতঃই পুরুষ সংসারগ্রস্ত হয় এবং ভগবানের অনাদি ও অবিনাশিনী মায়াই ঐ সংযোগ করায়।[৪] সুতরাং পুরুষের স্বরূপচ্যুতির এবং সংসারভোগের মূল কারণ তন্মতে ভগবানের মায়াই। 'অহির্বুধ্ন্যসংহিতা'তে ভগবানের নিগ্রহশক্তিকে মায়া, অবিদ্যা প্রভৃতি বলা হইয়াছে।

'পরমসংহিতা'তেও বিষ্ণুকে কখন কখন "পঞ্চশক্তিময়" বলা হইয়াছে।[৫] পরন্ত ঐ পঞ্চশক্তি ভিন্ন। উহাতে বিবৃত হইয়াছে যে পরমাত্মার পাঁচ শক্তি বিখ্যাত। উহাদিগকে সঙ্গে লইয়া পরমদেব পরমব্যোমে বাস করেন। উহাদের নাম পরমেষ্ঠী, পুমান্, বিশ্ব, নিবৃত্তি এবং সর্ব। ঐ পঞ্চশক্তিকে 'পঞ্চোপনিষৎ'ও বলা হয়। ঐ পঞ্চশক্তি দ্বারা পরমপুরুষ পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ের সমাযোগে পাঁচ প্রকার জ্ঞান লাভ করেন। শব্দ-সংযোগে তিনি পরমেষ্ঠী, স্পর্শ-সংযোগে পুরুষ, তেজ-সংযোগে বিশ্বাত্মা, রস-সংযোগে নিবৃত্ত্যাত্মা এবং গন্ধ-সংযোগে সর্বাত্মা বলিয়া কথিত হন। উহারা 'পঞ্চাত্মা' বলিয়াও কথিত হয় এবং সূক্ষ্মরূপ।[৬] 'পাদ্মসংহিতা'য়ও উল্লিখিত হইয়াছে যে ভগবান্ বিষ্ণু সর্বাত্মা, নিবৃত্ত্যাত্মা, বিশ্বাত্মা, পুরুষাত্মা এবং পরমেষ্ঠী—এই পঞ্চশক্তিময়।[৭] 'বিষ্ণুতিলকসংহিতা'য় বর্ণিত আছে যে সত্ত্ব, রজ, তম ও আনন্দ—এই সকল

---

১) পরমসং, ২।৯৪'২— ২) অহির্বুধ্ন্যসং, ১।২'২; আরও দেখ—৫১।৫৮,৬৬

৩) ঐ, ১৪।১৪—; পূর্বে এবং পরে দেখ আরও দেখ—২১।১২'২-১৩'১ ; ৫১।৪৭-৫১'১

৪) পাদ্মসং, ১।৪।২৪-৬ ; ১।৫।১—

৫) যথা দেখ—পরমসং, ২।৩১ ; ২৬।৬৪ ; ইত্যাদি। ৬) ঐ, ২।২৯-৩০ ৭) পাদ্মসং, ১।১৩।৫১-৪

ভগবানের গুণ। প্রথম তিনটি জগতের বৃদ্ধ্যর্থ এবং অপরটি জগতের হ্রাসার্থ। রজ দ্বারা তিনি সৃজন করেন, সত্ত্ব দ্বারা পালন করেন এবং তম দ্বারা সংহার করেন। আর চতুর্থ আনন্দ গুণ দ্বারা তিনি সংসারপাশে বদ্ধ জীবকে মুক্তি দেন।[1] সুতরাং এই বিষয়ে 'বিষ্ণুতিলক-সংহিতা'র মত 'পাদ্মসংহিতা'র মতের ন্যায়। উভয়েই চতুঃশক্তিবাদী।

প্রাচীন ভাগবতধর্মে ভগবান্ "সর্বভূতের সুহৃৎ",—সর্বভূতের প্রতি তাঁহার সমভাব।[2] 'গীতা'য় কৃষ্ণ বলিয়াছেন, "সমোঽহং সর্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ" (সর্বভূতের প্রতি আমি সমান, কেহ আমার দ্বেষ্য নহে, আর কেহ আমার প্রিয়ও নহে')।[3] পরন্তু তিনি আবার ইহাও বলিয়াছেন যে আসুরী প্রকৃতির লোকগণকে তিনি দ্বেষ করেন,—তিনি সর্বদা উহাদিগকে আসুরী অর্থাৎ নীচ যোনিতে নিক্ষেপ করেন। তাহাতে তাহারা জন্মে জন্মে অধ হইতে অধতর গতি প্রাপ্ত হইতে থাকে।[4] নিজের পাপকর্মের ফলেই তাহাদের ঐ প্রকার গতি হয় বটে। পরন্তু ভগবান্ বলিয়াছেন যে তিনিই দুর্গতি প্রদান করেন। সেই প্রকারে কাহাকেও কাহাকেও তিনি সদ্গতিও প্রদান করেন। তাহাতে দেখা যায় যে সংসারের জনগণের প্রতি তাঁহার দুই ভাব। পাঞ্চরাত্রসংহিতাতেও সেই কথা আছে। যথা, 'পরমসংহিতা'য় আছে, যাহাতে ধর্মাদি গুণচতুষ্টয় আছে বাসুদেবাদি ভক্তবৎসল ব্যূহচতুষ্টয় তাহার উপর প্রসন্ন হয় ("প্রসীদন্তি"), আর যাহাতে তদ্বিপরীত অধর্মাদি চতুষ্টয় আছে, "তং প্রসহ্য বিগৃহ্নন্তি মজ্জয়ন্তি বিপৎসু চ" ('তাহাকে বল পূর্বক গ্রহণ করে এবং বিপদসমূহে নিমজ্জিত করে')।[5] সেইহেতু ভগবান্ বলিয়াছেন যে প্রাণিগণের প্রতি তাঁহার দুই প্রকার ইচ্ছা উৎপন্ন হয়;—এক অপেক্ষা, অপর উপেক্ষা। তদুভয় তাঁহাতে নিত্যই আছে ("নিত্যং যাভ্যামহং স্থিতঃ")। অপেক্ষা দ্বারা শুভকর্মকারী ভক্তগণকে তিনি অনুগ্রহ করেন, আর উপেক্ষা দ্বারা তিনি অভক্তগণকে এবং অধর্মকারিগণকে নিগ্রহ করেন।[6] ভগবানের এই অপেক্ষা-ইচ্ছা এবং উপেক্ষা-ইচ্ছা পরে পরে যথাক্রমে অনুগ্রহ-শক্তি এবং নিগ্রহ-শক্তি নামে পাঞ্চরাত্রতন্ত্রে, তথা অপর তন্ত্রশাস্ত্রে, প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

সৃষ্টি-লীলা

সর্বশক্তিমান্ ভগবান্ জগতের সৃষ্ট্যাদি করেন। যেহেতু তিনি সর্বশক্তিমান্ এবং যেহেতু দেশ, কাল কিংবা বস্তু কিছুরই দ্বারা তাঁহার শক্তির ব্যাহতি হয় না, সেইহেতু তিনি সমস্তই করিতে সম্পূর্ণ সমর্থ। সুতরাং জগতের সৃষ্ট্যাদিও করিতে তিনি সম্পূর্ণ সমর্থ। পরন্তু তিনি কেন করেন?—সৃষ্ট্যাদিতে তাঁহার কি প্রয়োজন? এই প্রশ্ন সুপ্রাচীন কাল হইতে করা হইয়াছে। 'বৃহদারণ্যকোপনিষদে' আছে, সৃষ্টির পূর্বে ব্রহ্ম একাকীই ছিলেন; অপর কিছুই ছিল না। তাহাতে তিনি আনন্দিত হইলেন না। ("স বৈ নৈব রেমে")। তাই তিনি বহু হইতে সঙ্কল্প করেন।[7] ভগবান্ বাদরায়ণ মীমাংসা করিয়াছেন যে কোন প্রয়োজন ব্যতীত কেবল লীলাবশতঃই ব্রহ্ম সৃষ্টিতে প্রবৃত্ত হন। যেমন ইহসংসারে কোন কোন আপ্তৈষণ ব্যক্তির কোন

---

১) বিষ্ণুতিলকসং, ২।৪৭— ২) পূর্বে দেখ। ৩) গীতা, ৯।২৯'১

৪) গীতা, ১৬।১৯-২০ ৫) পরমসং, ২।১০১-১০৩'১ ৬) ঐ, ২।১১২-৩

৭) বৃহউ, ১।৪।১—

প্রয়োজনের কিঞ্চিন্মাত্র অভিসন্ধি ব্যতীতও ক্রীড়াবিহারাদিতে কেবল লীলারূপা প্রবৃত্তি দৃষ্ট হয়, তেমন ঈশ্বরেরও কোন কিছু প্রয়োজন ব্যতীতও সৃষ্ট্যাদিতে কেবল লীলারূপা প্রবৃত্তি হইয়া থাকিবে।[১] পাঞ্চরাত্রসংহিতায় ঐ মতদ্বয় গৃহীত হইয়াছে। 'জয়াখ্যসংহিতা'য় আছে যে ভগবান্ স্বাধীন; তিনি স্বতন্ত্র; সেইহেতু স্বাধীন।[২] সুতরাং ইহা বলা যায় না যে তিনি কাহারও দ্বারা বাধ্য হইয়া কিছু করেন। জগতের সৃষ্ট্যাদি তিনি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হইয়া করেন। যেমন আলোক ও অন্ধকার সূর্যাধীন, তেমন সৃষ্টি ও সংহার তদধীন।[৩] আনন্দের উদ্বেলতা বশতঃই তিনি শক্তিমান্ হন, সুতরাং সৃষ্ট্যাদি করেন।[৪] 'অহির্বুধ্ন্যসংহিতা'য় বিবৃত হইয়াছে যে "আদিতে নারায়ণদেব স্বয়ংই ব্যবস্থিত ছিলেন। সৃষ্টির পূর্বে লীলোপকরণ ব্যতীত তিনি রতি লাভ করিলেন না। তাই ঈশ্বর লীলার্থ নিজেকে বহু (করিতে) সঙ্কল্প করিলেন। অনন্তর স্বতঃই পুরুষাধিষ্ঠিত প্রধানকে সৃষ্টি করিলেন।" ইত্যাদি।[৫] "পরমেশ্বর সর্বদা অবাপ্তসকলকাম হইলেও নিজসৃষ্ট প্রাণীগণ দ্বারা লীলারস অনুভব করেন।"[৬] অন্যত্র আছে, মহাপ্রলয়ে সমস্ত জগৎপ্রপঞ্চ আপনাতে বিলীন করত সনাতন ভগবান্ পরমপুরুষ বা পরমাত্মা একাকীই থাকেন। পরন্তু তাহাতে তিনি তখন তৃপ্তি লাভ করেন না ("একাকী স তদা নৈব রমতে স্ম")। তাই লীলার্থ এই জগৎপ্রপঞ্চকে পুনঃ সৃষ্টি করেন।[৭] "জনার্দনদেব লীলোপকরণ মায়া-নামক ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিকে পুনঃ সৃষ্টি করত উহার সঙ্গে রমণ করেন।"[৮] 'পাদ্মসংহিতা'য় আছে ব্রহ্মা ভগবান্‌কে জিজ্ঞাসা করেন, "ত্রিভুবনে কোন জ্ঞেয় বস্তু তোমার অজ্ঞাত নাই; কোন কর্তব্য কর্ম তোমার অকৃত নাই; এবং কোন প্রাপ্তব্য বস্তু তোমার অপ্রাপ্ত নাই। তথাপি তুমি কি কারণে জগৎ সৃষ্টি করিতে আমাকে প্রেরণা করিতেছ? তাহা বল।" ভগবান্ উত্তর করেন, "হে ব্রহ্মন্, লোকসমূহের সৃষ্টি, পালন এবং সংহার দ্বারা আমি কেবল ক্রীড়া করি। কোন হেতু বশতঃ আমি তাহা করি না।"[৯]

এই সকল বচনে সৃষ্টি লীলার্থ বলাতে সাধারণতঃ মনে হইবে যে সংহারদশায় লীলার বিরাম হয়। তাই পরবর্তী পাঞ্চরাত্রবাদী পিল্লে লোকাচার্য, পূর্বপক্ষে ঐ শঙ্কা উত্থাপন করত, এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে জগতের সংহারও ভগবানের লীলা; সুতরাং সংহারদশায় লীলার বিরাম হয় না।[১০] আচার্য রামানুজ লিখিয়াছেন, "অখিলভুবনজন্মস্থেমভঙ্গাদিলীলে···ব্রহ্মণি শ্রীনিবাসে" (অর্থাৎ নিখিল ভুবনের সৃষ্টিস্থিতিলয়াদি শ্রীনিবাস ব্রহ্মের লীলা')।[১১] আচার্য যামুন লিখিয়াছেন

---

১) ব্রহ্মসূত্র, ২।১।৩২-৩ আচার্য গৌড়পাদ লিখিয়াছেন সৃষ্টিকে কেহ কেহ ভোগার্থ, আর কেহ কেহ ক্রীড়ার্থ বলেন। পরন্তু "দেবস্যৈষ স্বভাবোঽয়মাপ্তকামস্য কা স্পৃহা" (উহা দেবের স্বভাবই; কেননা, তিনি আপ্তকাম; সুতরাং তাঁহার কোন স্পৃহা থাকিতে পারে না)। (মাণ্ডূক্যকারিকা, ১।৯)

২) জয়াখ্যসং, ৪।৭০·১, ১০১·২ ৩) ঐ, ৪।৯৪·২—৯৫·১

৪) ঐ, ১০।৬৯— ; ৫) অহির্বুধ্ন্যসং, ৩০।৩— ৬) ঐ, ৩০।১৩

৭) ঐ, ৩৮।৯-১০— ৮) ঐ, ৩৮।১১·২—১২·১ ; আরও দেখ ৪১।৪—

৯) পাদ্মসং, ১।৩।২৫·২—২৭ ১০) লোকাচার্যের তত্ত্বত্রয়, ৯০ পৃষ্ঠা

১১) 'শ্রীভাষ্যের মঙ্গলাচরণ। আরও দেখ—"তথৈব পরস্যাপি ব্রহ্মণঃ স্বসঙ্কল্পমাত্রাবক্লৃপ্তজগজ্জন্মস্থিতিধ্বংসাদের্লীলৈব প্রয়োজনমিতি" (শ্রীভাষ্য, ২।১।৩৩

"ত্বদাশ্রিতানাং জগদুদ্ভব-স্থিতি-প্রণাশ-সংসারবিমোচনাদয়ঃ ॥
ভবন্তি লীলা.. ॥"[১]

অর্থাৎ জগতের উৎপত্তি, স্থিতি, সংহার, জীবের সংসারবিমোচন, প্রভৃতি ভগবানের লীলা এবং তাঁহার আশ্রিতগণেরই জন্য ভগবান্ ঐ লীলা করেন। বেঙ্কটনাথ ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে ভগবদাশ্রিতগণের অভীষ্টসিদ্ধ্যর্থ, তাঁহাদের ভোগ্যত্বার্থ ভগবান্ ঐ লীলা করেন,—ইহাই যামুনের উক্তির ভাবার্থ।[২] সেই কারণেই বোধ হয়, কেহ কেহ বলিয়াছেন যে রামানুজ-মতানুযায়িগণ সৃষ্টিকে ভোগার্থ বলিয়া মনে করিয়া থাকে।[৩]

অদ্বৈতনিন্দা

এই পর্যন্ত প্রদর্শিত হইয়াছে যে পাঞ্চরাত্রসংহিতাসমূহে প্রাচীন পাঞ্চরাত্রমতের দার্শনিক সিদ্ধান্ত ক্রমে ক্রমে পরিবর্তিত হইতে হইতে সম্পূর্ণ বিপরীত দশা প্রাপ্ত হইয়াছিল,—পূর্ণ বা নির্বিশেষ অদ্বৈতবাদ হইতে দ্বৈতাদ্বৈতবাদের মধ্য দিয়া সম্যক্ দ্বৈতবাদে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। তখন পাঞ্চরাত্রবাদিগণ অদ্বৈতবাদের বিরোধ এবং নিন্দা করিতে থাকে। 'বৃহদ্ব্রহ্মসংহিতা' নামক এক অতি অর্বাচীন পাঞ্চরাত্রসংহিতায় অদ্বৈতবাদের তীব্র নিন্দা পাওয়া যায়। উহার শেষের দিকে 'ব্রহ্মবিচার' নামক অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে যে ভগবান্ রুদ্র ভদ্রবাহু নামে জনৈক ভক্ত রাজাকে বলেন, "হে রাজন্, কার্যের (অর্থাৎ জগতের) মিথ্যাত্ব, পরমাত্মার নৈর্গুণ্য এবং জীবের আভাসবাদ পাষণ্ডগণ কর্তৃক উপকল্পিত হইয়াছে। ঐ সকল যদিও মৎকর্তৃক উক্ত, তথাপি তোমার বিশ্বসনীয় নহে। দেবদ্বেষী (অসুরগণের) মোহনার্থ, বাসুদেবের আজ্ঞায়, ঐ অসৎ শাস্ত্র মায়া দ্বারা প্রবর্তিত হইয়াছে। অযথার্থের শাসন হেতু, বিশেষতঃ তর্কসিদ্ধ বলিয়া, উহা তামস ব্যক্তিগণেরই প্রিয়।...নারায়ণের সমান রূপে অপর দেবতার ভাবনা; মায়া ও অবিদ্যা বিভাগ করত ঈশ্বর ও জীব (তজ্জনিত বলিয়া) কল্পনা; যেমন ঘট ও মঠের অভাবে ঘটাকাশ ও মঠাকাশ থাকে না, তেমন মায়ার ও অবিদ্যার বিনাশে ঈশ্বর ও জীব থাকে না (বলিয়া কল্পনা); বন্ধ ও মোক্ষ ভ্রমই,—(বস্তুতঃ) নাই; ঈশ্বর ও জীব (ভ্রমই,—বস্তুতঃ) নাই; ব্রহ্ম নির্বিশেষ, নিরাভাস এবং নির্ধর্মক; ধ্যাতৃ, ধ্যান ও ধ্যেয় (—এই ত্রিপুটিভেদ) আছেও নহে এবং নাইও নহে (অর্থাৎ সদসদনির্বচনীয়); তথা হরির শক্তি অনির্বাচ্যা,—মায়া, মিথ্যা;—এই মায়াবাদ শাস্ত্র, হে পার্থিব, মায়ামোহ কর্তৃক প্রবর্তিত। আত্মার মোহকারক বলিয়া উহা সাত্বত সজ্জনগণের আদরণীয় নহে, মুমুক্ষুগণের সন্ধার্থ নহে, এবং মোক্ষাভিলাষীদিগের শ্রাব্যও নহে। শ্রুতির এবং স্মৃতির বিরোধী বলিয়া উহা অযথার্থ এবং পাষণ্ড।"[৪] পরে রুদ্র বলেন যে সুরদ্বেষিগণকে মোহনার্থই তিনি পূর্বে বিবর্তবাদ, তথা আরম্ভবাদ এবং কাপিল সাংখ্যবাদ, গ্রহণ করাইয়াছিলেন। ঐ সকল মুমুক্ষুদিগের পরিত্যাজ্য।

১) 'স্তোত্ররত্ন', ২০শ শ্লোক
২) "ত্বামাশ্রিতানাং কৃতে তদভীষ্টসিদ্ধ্যর্থং তদ্ভোগ্যত্বার্থং চেতি ভাবঃ" (বেঙ্কটনাথের 'স্তোত্ররত্নভাষ্য')
৩) শ্রীনিবাসতীর্থ-কৃত 'মাণ্ডুক্যোপনিষদ্বৃত্তি' দেখ।
৪) বৃহদ্ব্রহ্মসং, ৪।৮।৭৫-৮৫

বিমোক্ষার্থ বিশিষ্টব্রহ্মবাদই স্বীকার্য।[১] "স্থূলের (অর্থাৎ ব্যক্ত জগতের) নৈকরূপত্ব মিথ্যাত্ব আছে। বিমূঢ় ব্যক্তিগণ ভ্রান্তিবশতঃই এই বিষয়ে বিবর্তবাদ বলিয়া থাকে।"[২] 'বৃহদ্ব্রহ্ম-সংহিতা'র প্রারম্ভে উক্ত হইয়াছে যে মায়াবশতঃ অভেদ আশ্রয়কারী কেহ কেহ অপর দেবতাগণকে বিষ্ণুর সমান করিয়া এবং নিজেকে বিষ্ণু হইতে অভেদভাবে উপাসনা করে; কর্মমার্গ পরিত্যাগী তাহারা নিশ্চয় তমে অভিগমন করে।[৩]

নির্বিশেষাদ্বৈতবাদের ঐ প্রকার নিন্দা করিয়া উহাতে বিশিষ্ট ব্রহ্মবাদ বা বিশিষ্টদ্বৈতবাদ সমর্থিত হইয়াছে। ঐ মত এই প্রকারে ব্যাখ্যাত হইয়াছে,—যেমন দুগ্ধে ঘৃত আছেই, যদিও দৃষ্ট হয় না এবং ঘৃতবিশিষ্ট দুধ একই বলিয়া দেখা যায়, যেমন শব্দময়ী বাণী কেবলই বলিয়া দৃষ্ট হয় (পরন্তু উহা অর্থগর্ভ), যেমন বীজ অঙ্কুরগর্ভ, শমী বহ্নিগর্ভ, বুদ্ধি বিশ্বগর্ভ এবং ক্রিয়া পুণ্যগর্ভ, তেমন ব্রহ্ম চিদচিদ্‌গর্ভ ;—চিদচিদ্‌বিশিষ্ট ব্রহ্ম একই। কারণ ও কার্য ভেদে ঐ ব্রহ্মের দুই অবস্থা। কারণ অবস্থায় ব্রহ্ম সূক্ষ্মরূপ দ্বৈতদ্বারা পরিবৃংহিত; আর কার্যাবস্থায় স্থূলরূপ দ্বৈত দ্বারা আসাদিত। পরব্রহ্ম উহাদের হইতে ভিন্ন নহে এবং তাঁহা হইতে শ্রেষ্ঠ কিছুই নাই। গুণীর গুণ যেই প্রকার,—যেমন গুণ আছে বলিয়াই অর্থাৎ গুণবিশিষ্ট বলিয়াই গুণী হয়, এক এবং অদ্বিতীয় ব্রহ্মও সেই প্রকার চিদচিদ্‌বিশিষ্ট। "এই প্রকার বিশিষ্টদ্বৈতই শ্রুতি-স্মৃত্যুদিত"।[৪] ইহা রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদই। ঐ প্রসঙ্গে নির্বিশেষত্ববাদ খণ্ডন করিয়া ব্রহ্মকে সবিশেষ বলিয়া সিদ্ধ করা হইয়াছে।[৫] কথিত হইয়াছে যে অনাদিবাসনাবন্ধন হেতু জীবের স্মৃতি সঙ্কুচিত। সেই হেতু বাসুদেবের কৃপা বিনা তাঁহার বিশেষ জানিতে পারে না। তিনি যাহাকে অনুগ্রহ করেন,—স্বাঙ্গী করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারই শাস্ত্রসঙ্গ হয়। অনন্তর সদ্‌গুরুর নিকটে তাঁহার বিশেষ অবগত হইয়া, তাহাতে মনোনিবেশ করিয়া সত্বর সংসারজন্মবন্ধন হইতে বিমুক্ত হয়।[৬] আরও কথিত হইয়াছে যে

"সদৈকরূপাভাবাত্তু জগন্মিথ্যেতি গীয়তে।
ন মিথ্যাঽন্যাদৃশং নৈব ভ্রমো রজ্জুভুজঙ্গবৎ॥"[৭]

'পরন্তু সদা একরূপাভাব হেতু জগৎ মিথ্যা বলিয়া (শাস্ত্রে) গীত হইয়া থাকে। (জগৎ) অন্য প্রকার মিথ্যা নহে এবং রজ্জুসর্পবৎ ভ্রমও নিশ্চয় নহে।' পরন্তু এক স্থলে বিষয়ভোগে বৈরাগ্যোৎপাদনার্থ জগৎকে "গন্ধর্বনগরোপম মায়ামাত্র" মনে করিবার উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে।[৮] অন্যত্র আছে যে "কার্যরূপ ব্যক্তা মায়া" (অর্থাৎ জগৎ)" "অনিত্যা অসতী মিথ্যাবস্তুভূতা"।[৯] এক স্থলে আছে আত্মশুদ্ধির জন্য মনুষ্যকে এই "বেদোপনিষদের ভাবনা" করিতে হইবে,—

---

১) বৃহদ্ব্রহ্মসং, ৪।৯।৭৬-২-৮ ২) ঐ, ৪।১০।৩৯

৩) ঐ, ১।২।৫০˚২-৫১

৪) ঐ, ৪।১০।৩-৮

"চিদচিৎপ্রকৃতিদ্বের্ধা বিশেষণতয়া হরৌ।
তদ্বিশিষ্টং পরং ব্রহ্ম শ্রুতিরাহ মহামতে॥"-(ঐ, ৪।৯।৩৫)

৫) ঐ, ৪।৮।৩— ; ৪।৯।৪— ৬) ঐ, ৪।৮।৭১-৩

৭) ঐ, ৪।৮।৭৪

৮) "মায়ামাত্রমিদং জ্ঞাত্বা গন্ধর্বনগরোপমম্।
অভিভূত্যজমেতস্মিংল্লোকে বিষয়সেবনম্॥" (ঐ, ৩।৪।৩৯)

৯) ঐ, ৩।১।২৭-৮

"ব্রহ্মৈবাহং ন সংসারী নিত্যমুক্তো ন শোকভাক্।
অচ্যুতোঽহমনন্তোঽ হমব্যয়োঽস্মি স্বরূপতঃ॥"[১]

'আমি ব্রহ্মই, সংসারী নহি ; আমি নিত্যমুক্ত, শোকভাক্ নহি। আমি স্বরূপতঃ অচ্যুত, অনন্ত এবং অব্যয়।'

'লক্ষ্মীতন্ত্রে' ব্রহ্মাদ্বৈতবাদকে অন্য প্রকারে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। লক্ষ্মী বলিয়াছেন, "উনি (ব্রহ্ম) নিশ্চয় সর্বত শান্ত, নির্বিকার, সনাতন এবং দেশকালাদিপরিচ্ছেদ-বিবর্জিত, (সুতরাং) অনন্ত। যেহেতু উঁহার ব্যাপ্তি মহান্, সেইহেতু উনি 'মহাবিভূতি' বলিয়া উক্ত হন। সেই ব্রহ্ম পরম ধাম, নিরালম্বনভানন, নিস্তরঙ্গামৃতাম্ভোধি-কল্প, ষাড়্গুণ্য এবং উজ্জ্বল। এই প্রকারে সেই চিদ্ঘন শান্ত,—উদয় ও অস্ত পরিবর্জিত। অপৃথগ্ভূতশক্তিত্ব হেতু উহাকে ব্রহ্মাদ্বৈত বলা হয়।"[২] সনাতন নারায়ণ, বিষ্ণু বা বাসুদেব একই। অপৃথগ্ভূতশক্তিত্ব হেতু উহা নিষ্কল এবং অদ্বৈত ব্রহ্ম।"[৩] পরন্তু 'লক্ষ্মীতন্ত্রে'র মতে ব্রহ্মের ঐ অবস্থা বরাবর থাকে না। কেননা, কালান্তরে উহাতে ভেদ আবির্ভূত হয়,—অদ্বৈত ব্রহ্ম সদ্বৈত হয়।[৪] সুতরাং তন্মতে ব্রহ্মের অবস্থাবিশেষই অদ্বৈত। যেহেতু ঐ অদ্বৈত ব্রহ্মই এই দ্বৈতাত্মক জগৎপ্রপঞ্চ হইয়াছেন, সেই হেতু উহাতে উক্ত হইয়াছে যে ইহা বস্তুতঃ অদ্বৈত ব্রহ্মই। "নারায়ণ ব্রহ্ম এক, শূন্য, শুদ্ধ, নিরাময়, অসংবেদ্য, অনির্দেশ্য, অতরঙ্গ, অপ্রকম্প্য, অনুপম, অপ্রকার, অবিকল্প এবং অনাকুল। এই যাহা কিছু দৃষ্ট হয়, শ্রুত হয়, কিংবা অনুমিত হয়,—প্রমাণত্রয়সংভেদ্য, ভাবাভাবস্বলক্ষণ, চর ও অচর, স্থূল ও অণু এবং চেতন ও অচেতন জগৎ—তৎ সমস্তই অনুত্তর নারায়ণ ব্রহ্মই ('তদিদং সকলং ব্রহ্ম নারায়ণমনুত্তরম্')।"[৫] অধ্যাপক শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার 'লক্ষ্মীতন্ত্র' হইতে জীবাত্মা ও পরমাত্মার সম্পর্ক বিষয়ে দুইটি বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন,—[৬]

"শ্রুতিতে ইহা উপদিষ্ট হইয়াছে যে পরমাত্মা এবং ক্ষেত্রজ্ঞ (বা ব্যষ্টি জীবাত্মা) একই। যেমন একই বিম্ব বহু দর্পণে পৃথক্কৃত হইয়া বহু হয়, তেমন (একই পরমাত্মা বহু দেহে উপহিত হইয়া বহু হয় ;) ক্ষেত্রজ্ঞের পরিচ্ছিন্নতা ক্ষেত্রসমূহের পার্থক্য বশতঃই বলিয়া জানা যায়। ক্ষেত্র পঞ্চভূতাদি দ্বারা নির্মিত।[৭] জীব উহাতে নিহিত আছে। জ্ঞানী সূরিগণ, তাঁহাদের জ্ঞানদৃষ্টি দ্বারা, সেই ক্ষেত্রজ্ঞকে ঐ পরম বলিয়া জানেন, বুদ্ধি দ্বারা যাঁহাতে পৌঁছা যায় না, যাঁহাকে স্পর্শ করা যায় না, যিনি ব্যক্ত জগতের অতীতে, এবং পরম বিষ্ণুরও উর্দ্ধে।"[৮]

"যেমন ঘট-মধ্যস্থ আকাশ ঘটের চলনে চলে, (তেমন ক্ষেত্র মধ্যস্থ পরমাত্মা ক্ষেত্রের চলনে চলে)। প্রকৃত পক্ষে পর ও জীবের মধ্যে কোন ভেদ নাই।"[৯] এই মত অদ্বৈতবাদ সম্মতই। আমাদের দৃষ্ট 'লক্ষ্মীতন্ত্রে' এই দুই বচন নাই। আয়েঙ্গার কর্তৃক দৃষ্ট ঐ গ্রন্থে

---

১) বৃহদ্‌ব্রহ্মসং ২) লক্ষ্মীতং, ২।৭'২—১০ ৩) ঐ, ১৬।২৩'২—২৪'১

৪) ঐ, ৩২।২৯— ; ৩৬।৩৫'২— ৫) ঐ, ৮।৪—৭'১

৬) P. Srinivas Iyengar, Outlines of Indian Philosophy p. 185

৭) স্থূলপঞ্চমহাভূত, পঞ্চতন্মাত্রা, জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্মেন্দ্রিয় এবং অন্তঃকরণ।

৮) লক্ষ্মীতন্ত্র, ১৬।১৫—৪ (আয়েঙ্গারের মতে) ৯) ঐ, ১৬।২০ (ঐ)

উহারা অবশ্যই ছিল। শ্রেডার বলেন পাঞ্চরাত্রশাস্ত্রের বহু বচনে অদ্বৈত ভাব পরিদৃষ্ট হয়। তিনি লিখিয়াছেন অনেক পাঞ্চরাত্রসংহিতায় জীবাত্মার ও পরমাত্মার সম্পর্ক এত অধিক অদ্বৈতপরক ভাষায় বিবৃত হইয়াছে যে অদ্বৈতের প্রভাব বিষয়ে কোন শঙ্কাই করা যায় না।[১]

পরন্তু 'বিষ্ণুসংহিতা' নামক এক পরবর্তী পাঞ্চরাত্রসংহিতায় অদ্বৈতবাদ পরিদৃষ্ট হয়। আমরা তাহা পরে প্রদর্শন করিব।

ধার্মিক সিদ্ধান্তের রূপান্তর

এখন ধার্মিক সিদ্ধান্তের ক্রমবিপর্যয়ের কিঞ্চিত দিগ্‌দর্শন করান যাইবে।

জ্ঞানে মুক্তি—প্রাচীন পাঞ্চরাত্রসসংহিতামূহের মতে একমাত্র জ্ঞান দ্বারাই ব্রহ্মাবগতি হয় এবং ব্রহ্মাবগতি হইলেই জীবের মুক্তি হয়: সুতরাং মুক্তি জ্ঞান-লভ্য। যথা,' জয়াখ্য-সংহিতা'য় উক্ত হইয়াছে যে "নারায়ণঃ পরং ব্রহ্ম তজ্‌জ্ঞানেনাভিগম্যতে" ('নারায়ণই পরব্রহ্ম। তাঁহাকে জ্ঞান দ্বারা লাভ করা যায়')।[২] "যাহাকে জানিলে (জীবের আর) জন্মমৃত্যু—ভববন্ধন থাকে না।"[৩] আরও কথিত হইয়াছে যে ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতীত কেবল যজ্ঞ, স্বাধ্যায়, দান, প্রভৃতি কর্মসমূহ, কিংবা কঠোর ব্রততপস্যাদি দ্বারা অর্থাৎ অপর কিছুরই দ্বারা মুক্তিলাভ হইতে পারে না।[৪] পৌষ্করসংহিতা'র মতেও ব্রহ্মের পরিজ্ঞান হইলেই কর্মীদিগের কর্মের সম্যক্ ক্ষয়।[৫] কর্মসংক্ষয় হইলেই মনুষ্যের মুক্তি হয়। সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারাই মুক্তিলাভ হয়।[৬] নির্মল জ্ঞান দ্বারাই দুঃসহ সাংসারিক দুঃখ নাশ প্রাপ্ত হয়।[৭] 'অহির্বুধ্ন্যসংহিতা'য় আছে, "হেতুস্তু সর্বসন্ন্যাসো মোক্ষে জ্ঞানপুরস্কৃতঃ" ('পরন্তু জ্ঞানপূর্বক সর্বসন্ন্যাসই মোক্ষের হেতু');[৮] মুক্তির সাক্ষাৎ সাধন তত্ত্বজ্ঞান;[৯] বিশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি জ্ঞান লাভ করত বৈষ্ণব পদে প্রবেশ করে;[১০] "অবিদ্যা দ্বারা জীবাত্মা ও পরমাত্মার পররূপ সম্যক্ আচ্ছাদিত হয় এবং তাঁহাদের তত্ত্ববেদন নিবর্তিত হয়। অধ্যাত্মযোগাধিগম হইতে পরজ্ঞান প্রকৃষ্টরূপে উৎপন্ন হয়, তথা বন্ধনাত্মক অনাদি সংসার নিবর্তিত হয়। হে অনঘ! পরস্বরূপবিজ্ঞান হইতে অপুনর্ভব-লক্ষণা এবং সদানন্দফলা পরমা মুক্তি সিদ্ধ হয়।"[১১] 'পরমসংহিতা'য় আছে,—"মোক্ষ জ্ঞান দ্বারা সিদ্ধ হয়;"[১২] "জ্ঞানবৃদ্ধি দ্বারা পূর্বে কৃত কর্ম ক্ষয় প্রাপ্ত হয় এবং কর্মক্ষয়ে বিশুদ্ধাত্মা (জীব) পরম নির্বাণ প্রাপ্ত হয়;"[১৩] "জ্ঞানাধিক্য হইতে বিমুক্তি হয়, আর কর্মাধিক্যে সংসৃতি হয়।"[১৪] 'পাদ্মসংহিতা'য় উক্ত হইয়াছে যে "ভগবজ্‌জ্ঞানই বিজ্ঞান এবং ঐ জ্ঞান হইতে মুক্তিলাভ হয়

১) Schrader, Introduction to the Pancaratra, p. আরও দেখ ৪৯ পৃষ্ঠার ৩য় পাদটীকা।

২) জয়াখ্যসং, ১৷৬১'২ ; আরও দেখ—৪৷৩৮, ১৩২

৩) ঐ, ৪.৩৯'২ ; আরও দেখ—৪৷৭১, ১৩১-২

৪) ঐ, ১৷১৩-৬

৫) পৌষ্করসং, ২২৷৭২'১

৬) "জ্ঞানমাসাদয়ত্যন্তে যেন যাত্যচ্যুতং পদম্।" (ঐ, ৩০৷১৯০'১)
"জ্ঞানমাসন্ততে যেন প্রযাতি পরমং পদম্॥" (ঐ, ৪১৷১৫৫'২)

৭) ঐ, ৪৩৷১২২-৩

৮) অহির্বুধ্ন্যসং, ১৩৷৪২'১

৯) ঐ, ১৪৷৩

১০) ঐ, ১৪৷৪১

১১) ঐ, ৪৫৷৩'২—৬'১

১২) পরমসং, ১২৷৫৯'২

১৩) ঐ, ১২৷৬৭'২-৮

১৪) ঐ, ১৷৬৩'২

বলিয়া কথিত হয়।”[১] শুদ্ধ জ্ঞান দ্বারাই মনুষ্য সংসারদুঃখ হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারে;[২] “জ্ঞান অধিক হইলে সেই সংসৃতি হইতে (জীব) আত্মার মুক্তি হয়; আর কর্মাধিক্যে সে পুনঃ নিরবগ্রহ হইয়া (সংসারে) উৎপন্ন হয়। সংসারের হেতুভূত কর্ম জ্ঞান দ্বারা নাশ পায়। সংসারের হেতু কর্ম ক্ষয় হইলে পর (জীবের) মুক্তি হয়।”[৩] বিজ্ঞান দ্বারাই পরমাত্মাকে জানা যায়।[৪] ‘বিষ্ণুতিলকসংহিতা’র মতে “যাহা দ্বারা ব্রহ্ম জ্ঞাত হয় তাহাই জ্ঞান বলিয়া কথিত হয়। সতত ধ্যানে আস্থিত হইয়া জ্ঞান দ্বারা ব্রহ্মকে জানিবে।”[৫] ‘পুরুষোত্তম-সংহিতা’র মতেও জ্ঞানমার্গ দ্বারাই সাংসারিক দুঃখ হইতে উত্তীর্ণ হওয়া যায়।[৬] ‘লক্ষ্মীতন্ত্রে’ আছে, “পন্থা নান্যোঽস্তি বিজ্ঞানাদয়নায় বিপশ্চিতাং” (বিজ্ঞান ব্যতীত বিদ্বান্‌গণের মুক্তির অপর কোন পন্থা নাই)। ঐ জ্ঞান বিবেকোত্থ সর্বতঃ শুদ্ধ, অব্রণ এবং বাসুদেবৈকবিষয়ক। উহা অপুনর্ভবের কারণ। ঐ জ্ঞান সমুৎপন্ন হইলে (জীব) অনন্তর আমাতে প্রবেশ করে।”[৭] ‘শ্রীপ্রশ্নসংহিতা’র মতে,

“অজ্ঞানাদেব সংসারো জ্ঞানাদেব হি মুচ্যতে।”[৮]

‘যেহেতু সংসার নিশ্চয় অজ্ঞান হইতে (জাত), সেইহেতু (জীব) জ্ঞান দ্বারাই মুক্ত হয়।’

জ্ঞান কর্ম-সাধ্য—ঐ জ্ঞান কর্ম-সাধ্য। ‘জয়াখ্যসংহিতা’য় বিবৃত হইয়াছে যে, “যাহাকে জানিলে (জীবের আর) জন্মমৃত্যু-ভববন্ধন থাকে না” সেই “ব্রহ্মসিদ্ধিপ্রদ জ্ঞানে”র লক্ষণ নারদ ভগবান্‌কে জিজ্ঞাসা করেন। ভগবান্ বলেন, জ্ঞান দ্বিবিধ—সত্তাখ্য ও ক্রিয়াত্মক। ক্রিয়াখ্যের অভ্যাস দ্বারা সত্তাখ্যের ধৃতি (বা দৃঢ় স্থিতি) হয়। ক্রিয়াজ্ঞান দ্বিবিধ—নিয়ম ও যম। নিয়ম পালন করত যমযুক্ত হইলেই সিদ্ধিলাভ হয়। শুচি, ইজ্যা তপ, শ্রুতিপূর্বক স্বাধ্যায়, অক্রূরতা, অনিষ্ঠুরতা, অনপায়িনী ক্ষমা, সত্য, ভূতহিত, পরের প্রতি অবাধা, পরস্বাদির অহিংসা, চিত্তদমন, ইন্দ্রিয়জ ভোগে অস্পৃহা, যথাশক্তি (অভয়) প্রদান, অনিষ্ঠুর সত্যবাক্য, মিত্র ও অমিত্র উভয়ের প্রতি সর্বদা সমবুদ্ধি, আর্জব, অকৌটিল্য সর্বপ্রাণীর প্রতি করুণা, “আসনে, শয়নে, মার্গে ও ভোজনে অনাসক্তি, তথা হৃদ্‌গত আনন্দফলদ ধ্যানের অপরিত্যাগ”—এই গুলিই নিয়ম ও যম।[৯] “এই প্রকারে ক্রিয়াখ্য জ্ঞান হইতে মনুষ্য সত্তাখ্য জ্ঞান প্রাপ্ত হয়। অনন্তর সত্তাখ্য জ্ঞান হইতে ব্রহ্মে অভিন্ন জ্ঞান হয়। অনন্তর ব্রহ্মাভিন্ন জ্ঞান হইতে পরব্রহ্মে সংযোগ (বা ব্রহ্মসমাপত্তি) হয়। যে অনাদিবাসনাযুক্ত সে জীব বলিয়া কথিত হয়। তাহার ব্রহ্মসমাপত্তিই অপুনর্ভবতা (বা মুক্তি)।”[১০] ‘পাদ্মসংহিতা’য়ও প্রায় সেই প্রকার

---

১) পাদ্মসং, ১।২।৬'১

২) ঐ, ১।১।১৫ ৩) ঐ, ১।৭।১০'২—১২'১ ; আরও দেখ—১।১১।৩০

৪) ঐ, ১।৬।২২ ৫) বিষ্ণুতিলকসং, ২।৪ ৬) পুরুষোত্তমসং, ১।৩

৭) লক্ষ্মীতং, ১৫।১১'২-১৩'১ ; আরও দেখ—১১(৪৫) ; ৪৯।১৪৬'২

৮) শ্রীপ্রশ্নসং, ৩।৮।'২ ৯) জয়াখ্যসং, ৪।৪০-৯

১০) ঐ, ৪।৫০-৫২'১ আরও দেখ

“জ্ঞানেন তদ্‌ভিন্নেন পরিজ্ঞাতেন নারদ।
জায়তে ব্রহ্মসংসক্তিস্তস্মাজ্‌ জ্ঞানং সমভ্যসেৎ ॥” (ঐ, ৪।৩৮)

বিবৃতি আছে। "যাহাকে জানিলে (জীবের আর) পুনর্জন্মকারণ,—ভবন্ধন থাকে না" সেই "ব্রহ্মসিদ্ধিপ্রদ জ্ঞান" ব্রহ্মা ভগবানের নিকট জানিতে ইচ্ছা করেন।[১] তাহাতে ভগবান্ বলেন, "জ্ঞান দ্বিবিধ বলিয়া কথিত হয়,—সত্তাখ্য ও ক্রিয়াখ্য। ক্রিয়াখ্যের দ্বারা সত্তাখ্যের অব্যভিচারিণী সিদ্ধি হয়।···ক্রিয়াখ্য দ্বিবিধ বলিয়া স্মৃত হয়—যম ও নিয়ম। তদ্বুভয়ের দ্বারা সত্তাখ্য জ্ঞান নিশ্চয় পাওয়া যায়। তাহাতে কোন সংশয় নাই। ব্রহ্মে অভিন্ন সত্তাখ্য জ্ঞান জ্ঞেয় (ব্রহ্মকে) প্রাপ্ত করায়। জ্ঞেয় (প্রাপ্তি) হইলে মুক্ত পরধামে পরানন্দ হয়।"[২] কিঞ্চিৎ পরে ব্রহ্মা আবার ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায়ভূত জ্ঞানের উৎপত্তির কারণ জিজ্ঞাসা করেন। তাহাতে ভগবান বলেন, ভগবানের সমারাধনাকর্মসমূহ দ্বারা বাহ্যোপরাগরহিত নির্মল জ্ঞানলাভ হয়। যমাদিযোগাঙ্গসমূহ দ্বারা অনাদি অবিদ্যা বিলয় হয়। তথা, শৌচ, ইজ্যা, তপশ্চর্যা, স্বাধ্যায়, ব্রহ্মচর্য' মিতাহার, মৌন, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, অহিংসা, উপবাস, স্নান, তীর্থনিষেবণ, পুত্রদারাদিতে বৈরাগ্য, দুষ্টাহারবিবর্জন, অক্রুরতা, বৃদ্ধসেবা, ক্ষমা, মৈত্রী, অনৃশংসতা, পরদারে ও পরদ্রব্যে বিমুখতা, শাস্ত্রসেবন, এবং ভোজনাদিতে অনাসক্তি—চিত্তপ্রসাদক এই গুলির দ্বারা জ্ঞান প্রত্যঙ্মুখ হয়। তাহাতে তৎপদ জানা যায়। উহাকে পাইয়া মনুষ্য জন্মমৃত্যুবিবর্জিত হয়; সুতরাং আর সংসারে প্রত্যাবর্তন করে না।"[৩] 'বিষ্ণুতিলকসংহিতা'য়ও প্রায় সেই কথাই আছে। "চিত্তের প্রসাদন হইতে জ্ঞান হয়।···ভগবানের সমারাধনা কর্মসমূহ দ্বারা বাহ্যোপরাগরহিত নির্মল জ্ঞান লাভ হয়। যমাদি যোগাঙ্গসমূহ দ্বারা অবিদ্যার বিলয়ই যোগ। তথা, শৌচ, ইজ্যা, তপশ্চর্যা, স্বাধ্যায়াভ্যাস, পরদার ও পরদ্রব্যে বৈমুখ্য, শাস্ত্রসেবন, ভোজনাদিতে অশ্রদ্ধতা, স্নান, তীর্থনিষেবণ, ব্রহ্মচর্য, মিতাহার, মৌন, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, অহিংসা, উপবাস, দুষ্টাহারবিবর্জন, অক্রুরতা, বৃদ্ধসেবা, ক্ষমা, মৈত্র্য, দয়া, পুত্রদারাদিতে বৈরাগ্য—এই সকল চিত্তপ্রসাদন দ্বারা জ্ঞান প্রত্যঙ্মুখ হয়। তাহাতে (মনুষ্য) পরম মহে গমন করে। অজিতেন্দ্রিয় পুরুষ মায়ার বশীভূত হইয়া শুভাশুভ কর্ম করে এবং তত্তৎকর্মজ প্রভাব ভোগায়তন প্রাপ্ত হইয়া সুখ বা দুঃখ ভোগ করে। হে চতুর্বক্ত্র, তাহাই সংসৃতি। তাহার কারণ কর্মই। অবিদ্যার দ্বারা বিবশ হইয়া পুরুষ স্বয়ং কর্ম করে। সমস্ত চিত্তপ্রসাদনসমূহ দ্বারা সংসৃতির সংক্ষয় হয়। সংসারহেতু কর্ম ক্ষয় হইলে পর মুক্তি হয়।[৪] 'পরমসংহিতা'য় আছে, "ধর্ম ক্রিয়ারূপ বলিয়া স্মৃত হয় এবং (জ্ঞানের সাধক বলিয়া) তাহা আবার জ্ঞানরূপও। জ্ঞানের দ্বারা মোক্ষ সিদ্ধ হয় এবং কর্ম জ্ঞানের শোধনকারী। ধর্ম (বা কর্ম) দ্বারা প্রাপ্ত জ্ঞান কখনও প্রতিহত হয় না।···ধর্মের অনুগ্রহ ব্যতীত কেবল বিজ্ঞান সংসারবাসনাবিষ্ট ব্যক্তির চিত্তকে কিছুমাত্র প্রসাদগ্রস্ত করিতে সমর্থ হয় না। সেই হেতু বৈষ্ণব ধর্ম দ্বারা দেবেশকে আরাধনা করত তাঁহার অনুগ্রহে সমস্ত অন্তরায়কে অতিক্রম করত সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়। কর্মদ্বারা আরাধিত দেব জন্মান্তরেও রক্ষা করেন। উপদ্রবসমূহ বিনষ্ট করেন এবং সম্পদ্ বৃদ্ধি করেন। দেবতার প্রসাদ ব্যতীত নিজের শক্তিবলে একটি ইন্দ্রিয়কেও সম্যক্ নিরোধ করিতে কেহ সমর্থ হয় না। সেই হেতু ভগবানের শরণ গ্রহণ কর্তব্য।"[৫]

---

১) পাদ্মসং, ১।৫।২৩ ২) ঐ, ১।৫।২৪, ২৬-৭

৩) পাদ্মসং, ১।৭।৩'২—৭'১ ৪) বিষ্ণুতিলকসং, ২।১০৫'২—১১৪'১ ৫) পরমসং, ১২।৫৯-৬৪

ইহার অব্যবহিত পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, যে কর্ম করিলে ভগবান্ প্রসন্ন হইয়া কল্যাণ করেন, তাহাই ধর্ম। ঐ ধর্ম ত্রিবিধ—কায়িক, বাচিক ও মানসিক।[১] উহাদের প্রত্যেকে আবার ত্রিবিধ। ত্রিবিধ শারীর ধর্ম এই—পরিচর্যা, বিশুদ্ধি এবং পরানুগ্রহ। উহাদের দ্বারাও মানুষ সিদ্ধিলাভ করে।[২] 'বিষ্ণুসংহিতা'র মতে, ধর্ম ক্রিয়ারূপ, আর সেই পর (ব্রহ্ম) জ্ঞানরূপ বলিয়া স্মৃত হয়। জ্ঞান দ্বারা মোক্ষ লাভ হয়। জ্ঞানার্থী ক্রিয়া করিবেক। ধর্মের অনুগ্রহ ব্যতীত কেবল বিজ্ঞান ভবাবিষ্ট চিত্তকে প্রসাদগ্রস্ত করিতে অনায়াসে এবং শীঘ্র সমর্থ হয় না। (জ্ঞানের) অন্তরায় বিনাশার্থ ধর্ম করিয়া, তাহার অনুগ্রহ লাভ করিলে অনন্তর মোক্ষ সাধ্য হয়। তাঁহার ভক্তগণ দ্বারাই (মোক্ষ সাধ্য হয়), অপরের দ্বারা নহে।"[৩] 'পৌষ্করসংহিতা'য় আছে, "ক্রিয়াপর ব্যক্তিগণ ভক্তি সহকারে কার্য করিবে, যাহাতে উহা অখণ্ড হয়। জ্ঞানকর্ম-পরায়ণ, ভক্তি, শ্রদ্ধা ও উৎসাহযুক্ত, তথা যোগবলযুক্ত, অখণ্ডকারী পুরুষ, হে পৌষ্কর, অচিরেই ব্রহ্মে একাত্মতা লাভ করে ('ব্রহ্মণ্যেকাত্মতাং যাতি অচিরাদেব')।"[৪] 'অহির্বুধ্ন্যসংহিতা'র মতে জীবের দুঃখসন্ততির আত্যন্তিক নিবৃত্তির এবং নিত্যসুখপ্রাপ্তির বা স্বরূপ-লাভের অত্যন্ত-সাধন দ্বিবিধ—জ্ঞান ও ধর্ম। উহাদের মধ্যে হেতুমদ্ধেতুভাব আছে। জ্ঞান হেতুমৎ, আর ধর্ম হেতু অর্থাৎ ধর্ম জ্ঞানের হেতু বা সাধন। অপরোক্ষ ("সাক্ষাৎকারময়") ও পরোক্ষ ভেদে জ্ঞান দ্বিবিধ। পরোক্ষজ্ঞান অপরোক্ষ জ্ঞানের হেতু। ধর্ম উভয়বিধ জ্ঞানের হেতু,—পরোক্ষ জ্ঞানের সাক্ষাৎ হেতু এবং "তন্মুখত" অপরোক্ষ জ্ঞানেরও হেতু।"[৫] পরে আছে, মুক্তি মনুষ্যের মুখ্য পুরুষার্থ। উহার সাক্ষাৎসাধন তত্ত্বজ্ঞান। ফলাভিসন্ধিরহিত হইয়া ধর্মাচরণ তত্ত্বজ্ঞানের সাধন বলিয়া প্রোক্ত হয়।[৬] 'লক্ষ্মীতন্ত্রে' লক্ষ্মী বলিয়াছেন যে তাঁহার প্রীতি বিবর্ধক চারিটি উপায় আছে। ঐ চারি উপায়ের কোন একটি দ্বারা প্রীত হইয়া তিনি অমায়াত্মা জীবগণের হৃদয়ে আত্ম-জ্যোতিপ্রদর্শক জ্ঞান,—যে জ্ঞান সমুৎপন্ন হইলে জীব লক্ষ্মীতে প্রবেশ করে এবং মুক্ত হয়, সেই জ্ঞান, উদ্ভাবিত করেন।[৭]

এই বিষয়ে 'পরমসংহিতা'র একটা উক্তি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। উহাতে কথিত হইয়াছে যে সমস্ত মনুষ্যগণের চেষ্টিত দ্বিবিধ—জ্ঞান ও কর্ম। জ্ঞানাধিক্যে বিমুক্তি, আর কর্মাধিক্যে সংসৃতি প্রাপ্তি হয়। কর্ম পরিমাণান্বিত। সুতরাং উহার ফলও পরিমেয়। জ্ঞান অপরিমেয়। সুতরাং উহার ফল আত্যন্তিক।[৮] তখন প্রশ্ন হয়—সাংসারিক মানুষের পক্ষে জ্ঞান লাভ কি সম্ভব? কেননা, সাংসারিক মনুষ্যগণ সাধারণতঃ ইন্দ্রিয়শ্রেয়দর্শী।" সুতরাং জ্ঞানার্জনার্থ তাহারা যাহা কিছুই করুক না কেন, তাহা স্বল্পপরিমাণই হইবে। তাহাদের কেহ কেহ যদি যোগীও হয়, তবুও তাহাদের কর্ম পরিমাণান্বিতই হইবে। কথিত হইয়াছে যে পরিমাণান্বিত কর্মের ফল পরিমেয়। সুতরাং সাংসারিক মানুষ কি প্রকারে অপরিমেয় জ্ঞান লাভ করিবে? ব্রহ্মার এই প্রকার শঙ্কার উত্তরে পরম বলেন,

---

১) পরমসং, ১২।৩-৪ ২) ঐ, ১২।২৩

৩) বিষ্ণুসং, ২৯।৩৩'২—৩৬'১ ৪) পৌষ্করসং, ৩০।১৮-৯

৫) অহির্বুধ্ন্যসং, ১৩।৯—১৬'১ ৬) ঐ, ১৪।২'২—৪'১

৭) লক্ষ্মীতং ১৫।১৩'২—১৪ ৮) পরমসং, ১।৬৩—৪

"নৈব সংসারিণাং জ্ঞানং বিমুক্তৌ বর্ততে কচিৎ।
বন্ধচ্ছেদনিমিত্তেষু তদুপায়েষু বর্ততে॥
তচ্ছিন্নেষু নিবদ্ধেষু কার্যেষু করণেষু চ।
স্বয়মেব পরো জ্ঞাতা নিষ্পন্দমবতিষ্ঠতে॥"[১]

'সংসারীদিগের জ্ঞান বিমুক্তি প্রদান করিতে নিশ্চয় কখনও সমর্থ নহে। তাহা দ্বারা বন্ধন ছেদনের নিমিত্তসমূহ এবং তদুপায়সমূহ জানা যায় মাত্র। বন্ধনের কার্যসমূহ এবং করণসমূহ ছিন্ন হইলে জ্ঞানী স্বয়ং নিশ্চয় পর হয় এবং তাহাতে নিশ্চল স্থিত থাকে।"

'অগস্ত্যসংহিতা'র মতে, মুক্তিলাভের জন্য, জ্ঞান ব্যতিরেকে অপর কোন সাধন নাই; সুতরাং মুমুক্ষু তত্ত্বজ্ঞাননিষ্ঠ হইবে[২] মুক্তিলাভের জন্য তাহা ভিন্ন অপর কোন শ্রেষ্ঠ মার্গ, শ্রেষ্ঠ তপ; কিংবা শ্রেষ্ঠ ধ্যান নাই।[৩] ঐ জ্ঞান লাভের জন্য সর্বকর্ম সন্ন্যাস করত যতি হইতে হইবে। তাই বলা হইয়াছে যে "যদি মুক্তি আকজ্ক্ষা কর, তবে যতিত্ব গ্রহণ করত অখিল কর্ম সম্যক্ ত্যাগ কর; দেহাদিতে মমতাও ত্যাগ কর।"[৪] পরে আরও স্পষ্টতঃ বলা হইয়াছে যে যতিত্ব ব্যতীত মুক্তি লাভ হয় না। "যে ব্যক্তি যতিত্ব ব্যতিরেকে এবং ব্রহ্মবিদ্যা বিনা দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তির জন্য যত্ন করে, সে মূঢ়ধী। সর্বান্তঃকরণে সর্ববিষয়সমূহ হইতে নিবর্তন রূপ ব্রহ্মবিদ্যাসমাযুক্ত যতিত্বই মুক্তিসাধন। মুক্তিলাভের অপর কোন সাধন তত্ত্বতঃ নিশ্চয়ই নাই। উহাকে আশ্রয়ই সর্বমঙ্গল এবং সর্বসিদ্ধিদ।"[৫]

তাই উহার মতে জ্ঞানীর কোন কর্তব্য থাকে না;[৬] জীবন্মুক্তের লেশমাত্রও কর্ম থাকার অবকাশ নাই। সুচিত্ত এবং পরমার্থবিদ্ বিরক্ত স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমস্ত জগৎকে অমেধ্য বলিয়া দর্শন করেন। সুতরাং আত্মবান্ ভ্রান্তের ন্যায় কখন কিসের জন্য কোন কিছু করিবে? কে পরিত্যক্ত অমেধ্যকে পুনরায় নিজের কোলে টানিয়া লইবে? বিষ্ঠাশী শূকরও নিজের বিষ্ঠাকে খায় না। যে নিজের সত্ত্ব হইতে মুক্ত, সে জগতে অভ্যুদয় প্রাপক কর্ম করিবার চিন্তা কেন করিবে?[৭]

ভগবৎপ্রসাদ—নারায়ণীয়াখ্যানের ন্যায় পাঞ্চরাত্রসংহিতারও মতে মনুষ্যের মুক্তি একমাত্র ভগবৎপ্রসাদলভ্য। 'পাদ্মসংহিতা'য় বিবৃত হইয়াছে যে ভগবান্ ব্রহ্মাকে বলেন, ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির সহিত সংযোগ বশতঃই পুরুষ বন্ধনগ্রস্ত হয় এবং উহা হইতে বিয়োগ হইলেই মুক্ত হয়। পুরুষ যখন প্রকৃতিকে জানে, তখন হইতে সতত প্রকৃতি উহার নানাবিধ নিদ্রা উৎপন্ন করে এবং ঐ নিদ্রা দ্বারা বিবশ হইয়া সে আপন স্বরূপ বিস্মৃত হয়। ভগবানের অনাদি এবং অবিনাশিনী মায়াই ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির সহিত পুরুষের সংযোগ করায়। ভগবানের প্রসাদ ব্যতীত কখনও তাহার বিরাম হয় না। যাবৎপর্যন্ত ভগবান্ প্রসাদ না করেন, তাবৎপর্যন্ত মায়া দুরত্যয়া।[৮] 'পরমসংহিতা'য়ও প্রায় সেই কথা আছে।[৯] তথায়ও উক্ত হইয়াছে যে

১) পরমসং, ১।৬৬-৭ ২) অগস্ত্যসং, ২১।৩২ ৩) ঐ, ২১।৩৬
৪) ঐ, ২১।৩৭ ৫) ঐ, ২১।৪১-৩
৬) ঐ, ২১।১৬ ৭) ঐ, ২১।১৮-২১
৮) পাদ্মসং, ১।৪।২৪—৬; ১।৫।১—৩; আরও দেখ—১।৭।৩৩—৬ ৯) পরমসং, ১।৭৬—৮২

ভগবান্ ব্রহ্মাকে বলেন, "আমার প্রসাদ ব্যতীত মৎকৃত মায়ার এই সংসারে কখনও বিরাম হয় না। তাহাতে কোন সংশয় করিও না। যাবৎপর্যন্ত এই মায়া আমার প্রসাদে বিনষ্ট না হয়, তাবৎপর্যন্ত পুরুষের সংসার। উহার বিপর্যয় হইলেই পুরুষের মুক্তি হয়।"[১] সুতরাং উহাদের মতে একমাত্র ভগবানের প্রসাদেই জীব সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারে। অধিকন্তু কথিত হইয়াছে যে ভগবানের প্রসাদ ব্যতীত অপর কিছুই সাংসারিক মনুষ্যদিগকে কখনও মুক্তি দিতে পারে না।[২] পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে মুক্তি একমাত্র জ্ঞানলভ্য। আর এখন বলা হইল যে মুক্তি একমাত্র ভগবৎপ্রসাদলভ্য। উভয়ের মধ্যে এই প্রকারে সমন্বয় হয় যে ভগবানের প্রসাদেই তাহার সম্যক জ্ঞান উদয় হয় এবং তাহাতে মুক্তি লাভ হয়। তাই 'পাদ্মসংহিতা'য় উক্ত হইয়াছে যে "যখন সনাতন পরমাত্মা প্রসাদসুমুখ (হন), তখনই জিতেন্দ্রিয় ও যোগযুক্ত (সাধক) মায়াবিনির্মুক্ত (হয়) এবং বিজ্ঞান দ্বারা সুখলক্ষণ পরব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়।"[৩] তাই 'জয়াখ্য-সংহিতা'য় বর্ণিত হইয়াছে যে যাবৎপর্যন্ত না পরদেব জ্ঞাত হয়, তাবৎ পর্যন্ত অপবর্গ কোটি কোটি যুগেও দুর্লভ। সেইহেতু সেই প্রকার প্রযত্ন কর্তব্য যাহাতে পরদেব আশু প্রসাদ করেন।[৪] উহাতে পরে আছে, নারদ ভগবান্‌কে ইহা জিজ্ঞাসা করেন যে, যাহাতে জ্ঞেয় ব্রহ্মের সমতা লাভ হয়, সেই জ্ঞান কি প্রকারে উৎপন্ন হয়।[৫] ভগবান্ উত্তর করেন "ভগবচ্ছক্তি-সামর্থ্যে ক্ষণমধ্যেই (সাংসারিক মনুষ্যের) গুণসাম্য হয়। তৎসাম্য হইতে সমনন্তরই কর্মসমতা হয়। তৎসমত্ব হইতে আত্মলাভদ বিচার প্রবর্তিত হয়" ইত্যাদি।[৬] ফলে আরাধনা দ্বারা জ্ঞানোদয় হয়।[৭] সুতরাং ভগবানের শক্তিপাতই সকলের মূল। ভগবান্ কৃপা করিয়া আপন শক্তি মনুষ্যের উপর পাত করেন। অতএব শক্তিপাত দ্বারাই ভগবান্ প্রসাদ করেন। 'বিষ্ণুসংহিতা'য় আছে, "তাঁহার প্রসাদে অক্লিষ্ট অষ্টৈশ্বর্য লাভ হইবে এবং দীর্ঘকাল ইচ্ছানুসারে বিহার করিতে পারিবে, অথবা নির্বাণ লাভ হইবে। ভক্তেরই প্রতি তাঁহার প্রসাদে (উহা) সর্বথা হইয়া থাকে।"[৮]

প্রসাদ প্রযত্নলভ্য—তখন প্রশ্ন হয়, ভগবানের প্রসাদ কি প্রকারে লাভ করা যায়? 'পাদ্মসংহিতা'য় বর্ণিত আছে যে ব্রহ্ম ভগবান্‌কে বলেন, "পূর্ণকাম দেবের প্রসাদ কিংনিবন্ধন, তাহার কারণ জানিনা। আমাকে সেই নিবন্ধন বলুন।"[৯] তাৎপর্য এই যে যদি কোন কিছুর অভিলাষ ভগবানের থাকিত, তবে তাঁহার সেই অভিলাষ পূর্ণ করিয়া,—তাঁহার অভিলষিত সেই বস্তু তাঁহাকে প্রদান করিয়া, তাঁহাকে পরিতুষ্ট করত মানুষ তাঁহার প্রসাদ লাভ করিতে পারিত। পরন্তু তিনি পূর্ণকাম। সুতরাং তাঁহার কোন অভিলাষ নাই। সেই হেতু মানুষ কি করিয়া তাঁহাকে পরিতুষ্ট করিবে? কি করিয়া তাঁহার প্রসাদ লাভ করিবে? যাহা

১) পরমসং, ১।৮১—২

২) পাদ্মসং, ১।০।৬ ; পরমসং, ১।৮৬ ৩) পাদ্মসং, ১।৭।৩১·২—৩২

৪) জয়াখ্যসং, ১।১৬—১৮·১ ৫) ঐ, ৫।৩·২—৪·১ ৬) ঐ, ৫।৫·২—

৭) ঐ, ৫।১৭— ৮) বিষ্ণুসং, ৩০।১৫—১৬·১

৯) পাদ্মসং, ১।৫।৪

হউক, তাহাতে ভগবান্ উত্তর করেন, "বর্ণসমূহের এবং আশ্রমসমূহের যে মর্যাদা সৎ-কর্তৃক কৃত হইয়াছে, যাহারা তাহার সম্যক্ অনুবর্তন করে, তাহাদের প্রতি আমার মহান্ প্রসাদ (হয়)।"[১] কিঞ্চিৎ পরে ব্রহ্মা পুনঃ সেই প্রকারে বলেন, "পরিপূর্ণ আপনার প্রসাদ কিংকৃত, তাহার কারণ জানি না। আমাকে উহা যথাযথ বলুন।"[২] এইবারে ভগবান্ বলেন, "শাস্ত্রদৃষ্ট বিধিতে,—অন্য প্রকারে নহে, আমাতে সম্যক্ সমর্পিত শ্রদ্ধা, ভক্তি এবং সমাধিই কারণ হয়। সমস্ত মোক্ষমাণদিগের কারণ এই তিন বলিয়া কথিত হয়। উহাদের ব্যতীত অপর মায়াপরবশ জনগণ সংসার প্রাপ্ত হয়। আমার মুখ হইতে স্পষ্ট আমার অবতার রূপসমূহ জানিয়া (তাহাদেরও প্রতি শ্রদ্ধা, ভক্তি এবং সমাধি সমর্পণ করিবে)" অধর্মের বৃদ্ধি-শান্ত্যর্থ এবং ধর্মবাসনা বিবৃদ্ধ্যর্থ বহু উপায় আছে। তন্মধ্যে ঐ তিনটি সমাচরণ কর্তব্য। পরমাত্মার যে সর্বাকারবিনির্মুক্ত রূপ,—যাহা শ্রদ্ধাদিরই গোচর, তদ্ভিন্ন অপরের দুর্বিজ্ঞেয়, তাহাকেই মুক্তির কারণ বলা হয়।"[৩] এইরূপে দেখা যায়, 'পাদ্মসংহিতা'র মতে, শাস্ত্রবিধিতে বর্ণাশ্রম-ধর্মের অর্থাৎ স্বধর্মের পালন, এবং ভগবানের প্রতি, তথা তাঁহার অবতারগণের প্রতি, যথাশাস্ত্র শ্রদ্ধা, ভক্তি ও সমাধির দ্বারাই ভগবানের প্রসাদ লাভ করা যায়। উহাতে শাস্ত্রবিধির প্রতি বিশেষ জোর দেওয়া হইয়াছে। পরন্তু 'পরমসংহিতা'র মতে, শাস্ত্রবিহিত উপায় ব্যতীতও ভগবানের প্রতি ভক্ত্যাদি দ্বারা তাঁহার প্রসাদ লাভ করা যায়। উহাতেও বর্ণিত হইয়াছে যে ব্রহ্মা পরমকে জিজ্ঞাসা করেন, "হে দেব, পরিপূর্ণ আপনার প্রসাদ কিংনিবন্ধন, তাহার কারণ জানি না। হে পুরুষোত্তম, তাহা বলুন।"[৪] পরম বলেন, "মনুষ্যগণ কর্তৃক আমার প্রতি প্রণিহিত শ্রদ্ধা, ভক্তি এবং সমাধি নিশ্চয় শুভ উৎপাদন করে। তাহাই আমার প্রসাদ বলিয়া জান ('তৎ-প্রসাদমবৈহি মে')। আমাতে সমর্পিত ভক্তি শাস্ত্রাগমবিহীন হইলেও, এমন কি মূর্খ পুরুষেরও শুভই আনয়ন করে। তাহাতে কোন সংশয় নাই।"[৫] সমস্ত দেহিগণের উচিত ভগবানের প্রসাদ লাভের জন্য বিশুদ্ধ কর্ম করা। ভগবান্ প্রসন্ন হইলে স্বর্গ কিংবা অপবর্গ যাহাই ইচ্ছা হয় তাহাই পাওয়া যায়। তাহাতে কোন সংশয় নাই।[৬] যাবৎ প্রসাদ লাভ না হয়, তাবৎ অহর্নিশ ভগবানের ধ্যান ও সেবা কর্তব্য ! অভ্যাস দ্বারা উহারা হইবেই। তাহার জন্য অস্থির হইতে নাই।[৭] 'পরমসংহিতা'য় ইহাও উক্ত হইয়াছে যে ভগবানের প্রসাদ একবার লাভ হইলে যে আর বিনষ্ট হইবে না তাহা নহে। প্রমাদ করিলে তাহা বিনষ্ট হয়। সুতরাং যাহাতে ঐ প্রসাদ ক্ষীণ বা নষ্ট না হয় তাহার জন্য সর্বদা প্রচেষ্টা কর্তব্য।[৮] প্রযত্ন ব্যতীত যে ভগবানের প্রসাদ লাভ হয় না নদীবক্ষস্থ নৌকার দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহা বুঝান হইয়াছে। প্রযত্ন ব্যতীত কেহ নৌকাকে নদীর স্রোতের বিরুদ্ধে লইয়া যাইতে পারে না। তেমন ভগবানের অর্চনা বিনা কেহ আপনাকে সংসার স্রোতের বিরুদ্ধে উর্দ্ধে লইয়া যাইতে পারে না। যেমন প্রযত্ন না করিলে নৌকা স্রোতাভিমুখে নীচের দিকে ভাসিয়া যায়, তেমন প্রযত্নবিহীন মনুষ্য সংসারমুখে ভাসিয়া গিয়া অধোগতি প্রাপ্ত হয়। ভগবানে ভক্তি দ্বারাই মনুষ্যের সম্পদ্ বৃদ্ধি

১) পরমসং, ১।৫।৫ ২) ঐ, ১।৭।৩৭ ৩) ঐ, ১।৭।৩৮—৪২
৪) পরমসং, ১।৮৩ ৫) ঐ, ১।৮৪—৫ ৬) ঐ, ২।১১৪—৫
৭) ঐ, ২৪।৯—১০·১ ৮) পূর্বে দেখ।

পায়। যেমন নাবিকের অপরাধে নৌকা বিনিবৃত্ত হয়, তেমন প্রমাদ বশতঃ ভগবানে ভক্তি ক্ষীণ হইলে সংসার বৃদ্ধি পায়।[১] 'জয়াখ্যসংহিতা'র মতেও ভগবানের প্রসাদ লাভের জন্য মনুষ্যকে প্রযত্ন করিতে হইবে ('তস্মাদ্‌যতধ্বং যেনাশু হৃদাবাসো জগদ্‌গুরুঃ···প্রসাদমেতি বৈ ক্ষিপ্রং···")। পূর্বের প্রকরণে তাহা বিবৃত হইয়াছে। ভগবান্ বাদরায়ণের 'ব্রহ্মসূত্রে' আছে যে পরব্রহ্ম স্বরূপতঃ অরূপ এবং অব্যক্ত হইলেও সংরাধন কালে যোগীর দৃষ্ট হইয়া থাকে।[২] আচার্য শঙ্কর বলেন, ভক্তি, ধ্যান, প্রণিধান, প্রভৃতি অনুষ্ঠানই 'সংরাধন'। সুতরাং ভক্তিধ্যানপ্রণিধানাদিরই[৩] দ্বারা অব্যক্ত ব্রহ্মের উপলব্ধি হইয়া থাকে। সেই প্রকারে 'জয়াখ্যসংহিতা'য়ও উক্ত হইয়াছে যে "অমূর্ত এব সর্বেশো হ্যভ্যাসাদুপলভ্যতে" ('পরমেশ্বর অমূর্তই; পরন্তু অভ্যাস দ্বারা নিশ্চয় তাঁহার উপলব্ধি হইয়া থাকে)।[৪] কতিপয় দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহা বিশদ করিয়া বুঝান হইয়াছে। কাষ্ঠের অভ্যন্তরে স্থিত অমূর্ত অগ্নি (ঘর্ষণের) অভ্যাস দ্বারা দৃষ্ট হইয়া থাকে। দুগ্ধের অন্তরস্থ অমূর্ত ঘৃত (মন্থনের) অভ্যাস দ্বারা পাওয়া যায়। ইক্ষুর অভ্যন্তরে নিহিত মধুর রস (নিপীড়নের) অভ্যাস দ্বারা লব্ধ হয়। সেই প্রকারে স্বদেহের অভ্যন্তরস্থ অমূর্তও অব্যয় পরমাত্মা দেবের উপলব্ধি (ভক্তি ধ্যানাদির) অভ্যাস দ্বারা হইয়া থাকে। যেমন ইক্ষুরসের মাধুর্য অনুভব করা যায়, পরন্তু ভাষা দ্বারা অপরের নিকট ঠিক ঠিক ব্যক্ত করা যায় না, তেমন পরমাত্মাকে অনুভব করা যায়, অপরকে ঠিক ঠিক বুঝান যায় না। পরমাত্মা ঠিক ঠিক কেবল স্বানুভবগম্য।[৫] 'বিষ্ণুসংহিতা'য় আছে, সর্বসাধন শরীর লাভ করিয়া ভগবানের প্রসাদ লাভার্থ শুভ কর্ম করা মনুষ্যের অবশ্যই উচিত। স্বীয় বর্ণাশ্রমোচিত কর্ম সমূহের সম্পাদন দ্বারা ভগবান্ প্রসাদিত হইলে মনুষ্যের সমস্ত কাম বিনষ্ট হয়। তখন দেহপাতান্তে মুক্তি দুর্লভ হয় না।[৬] 'বৃহদ্‌ব্রহ্মসংহিতা'য় বর্ণিত হইয়াছে যে "জীব অনাদিকাল হইতে মায়া দ্বারা পরিবেষ্টিত। সুতরাং উহার এই মায়াযোগ কখন হইয়াছে?—এই প্রশ্ন সৌখ্যদ নহে। হরির অনুগ্রহেই (জীব এই মায়াযোগ হইতে) মুক্ত হয়। তাহাতে কোন সংশয় নাই। বিষ্ণুর অনুগ্রহ ত্রিবিধ—জ্ঞান, কর্ম ও উপসনা।"[৭] সুতরাং তন্মতে মুক্তির সন্নিহিত কারণ জ্ঞান, কর্ম বা উপাসনা। বিষ্ণুর অনুগ্রহেই মানুষ উহাদের একটিতে নিরত হয়। তাই বলা হইয়াছে যে বিষ্ণুর অনুগ্রহেই জীব মুক্ত হয়।

সমারাধন-কর্মজ—ভগবানের সমারাধনা-রূপ কর্ম দ্বারা বাহ্যোপরাগরহিত নির্মল জ্ঞান লাভ হয় এবং ভগবানের প্রসাদও লাভ হয়। ইতিপূর্বে তাহা সংক্ষেপে উক্ত হইয়াছে। এই প্রকরণে তৎসম্বন্ধে আরও কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইবে। 'পাদ্মসংহিতা'য় আরও উক্ত হইয়াছে যে "জ্ঞানসমূহের পরম জ্ঞান সাত্ত্বিক এবং সাক্ষাৎ দেবদেব-সমাশ্রিত, (সুতরাং) দেবদেবের সমারাধনকর্মজ।"[৮] "যে সকল দেশিকোত্তম শাস্ত্রোক্ত বিধিতে বিষ্ণুর সমর্চন করত

---

১) পরমসং, ৩০।২৯—৩১ ২) 'ব্রহ্মসূত্র', ৩।২।১৪, ২৩—২৪

৩) "সংরাধনং চ ভক্তিধ্যানপ্রণিধানাদ্যনুষ্ঠানম্" (ব্রহ্মসূত্র, ৩।২।২৪ শঙ্করভাষ্য) রামানুজ বলেন, "সংরাধনে সম্যক্ প্রীণনে ভক্তিরূপাপন্নে নিদিধ্যাসন এব।"

৪) জয়াখ্যসং, ৪।১০২·২ ৫) ঐ, ৪।১০৩—৪

৬) বিষ্ণুসং, ৪।৪৭—৮ ৭) বৃহদ্‌ব্রহ্মসং, ৪।১০।৪৬—৭ ৮) পাদ্মসং, ১।১।৩১

দ্বাদশাক্ষর-বিদ্যা দ্বারা তাঁহার আরাধনা করেন, তাঁহাদের হৃদয়কমলে পরমপুরুষ সাক্ষাৎ আবির্ভূত হন। তাঁহারাই বিষ্ণুমায়া উত্তীর্ণ হন। অপর জনগণ (বিষ্ণুমায়া) উত্তীর্ণ হইতে পারে না।[১] হরির আরাধন দ্বারা মর্ত্য জীব অমরগণেরও দুর্লভ বিষ্ণু পদ প্রাপ্ত হয়।[২] 'পরমসংহিতা'য় আছে, "সেই হেতু বিমুক্তি অভিলাষী ব্যক্তি প্রতিদিন বিষ্ণুকেই মানস, বাচিক ও কায়িক কর্মসমূহ দ্বারা, ফল ত্যাগ করত, উপাসনা করিবে। অনন্তর তাঁহার প্রসাদে তাহার জ্ঞানবৃদ্ধি পাইবে এবং জ্ঞানবৃদ্ধি হেতু পূর্বকৃত কর্ম ক্ষয় হইবে। কর্মক্ষয়ে বিশুদ্ধাত্মা (সে) পরম নির্বাণ লাভ করিবে।"[৩] উহাতে ইহা নির্দিষ্ট হইয়াছে যে জিতেন্দ্রিয় বিদ্বানের পক্ষে মানসধর্ম শ্রেষ্ঠ; প্রাকৃত ভক্তগণের পক্ষে কায়িক কর্ম শ্রেষ্ঠ; আর মধ্যবর্তী ব্যক্তিগণের পক্ষে বাচিকধর্ম উত্তম।[৪] প্রত্যেক প্রকার ধর্ম আবার ত্রিবিধ। শ্রদ্ধা, ধৃতি ও প্রসাদ—মানস ধর্ম মুখ্যতঃ এই ত্রিবিধ। সত্য, প্রিয় ও হিত—এই তিনটি বাচিক ধর্ম। এবং পরিচর্যা, বিশুদ্ধি ও পরানুগ্রহ—শারীর ধর্ম এই তিন প্রকার। উহাদের দ্বারা মানুষ সিদ্ধি লাভ করে। দেবতার আরাধনার্থ ব্রতসমূহ দ্রব্যসমূহ ও প্রযত্নসমূহ দ্বারা পরিশ্রম করা পরিচর্যা।[৫] দেবতার পূজাদ্রব্যসমূহ সমাহরণ করা এবং পরিশ্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও উহাদের শোধন করাও পরিচর্যা। স্নানাদির দ্বারা নিজের শরীরের শুদ্ধি, তথা দেবতার প্রতিমার, আয়তনের ও পূজাপাত্রাদির প্রক্ষালনাদি দ্বারা শুদ্ধি বিশুদ্ধি। নানা প্রকারে পরের উপকার করা পরোপকার। দেবায়তন নির্মাণের জন্য অর্থাদি দানও পরোপকার। এই ত্রিবিধ কায়িক ধর্ম কেবল ভক্তি সহকারে করিলেই সিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে অন্যথা নহে।[৬] যদিও কথিত হইয়াছে যে ত্রিবিধ মানসধর্ম জিতেন্দ্রিয় বিদ্বান্‌গণেরই পক্ষে শ্রেষ্ঠ, তথাপি অপরেরও স্বল্পাধিক থাকিতে হইবে। কেননা, শ্রদ্ধা, ধৃতি এবং প্রসাদ যাহার মনে, স্বভাবতঃই কিংবা প্রযত্ন দ্বারা অর্জিত হইয়া, নিত্য বর্তমান তাহারই প্রতি ভগবান্ প্রসন্ন হন। যাহা ঐ তিনের বিপরীত তাহা অধর্ম, এবং তাহাতে প্রসক্ত ব্যক্তি জন্মজন্মান্তরে নানাবিধ দুঃখ প্রাপ্ত হয়। সেইহেতু মুক্তিকামী বৈষ্ণব সর্ব প্রযত্ন দ্বারা ঐ তিন গুণ দ্বারা মনের বিনয় করিবে। মন বশীভূত হইলে সমস্তই বশীভূত হইবে। সেইহেতু সাধক মনুষ্য প্রথমে মনকে (বশীভূত করিতে) সাধন করিবে।[৭]

'পৌষ্করসংহিতা'য় বিবৃত হইয়াছে যে ধর্মসঙ্গত উপায়ে লব্ধ ধন দ্বারা,—উহা স্বল্প হউক কিংবা বহুল হউক, শুভ বা অশুভ যে কোন ফলের কামনায় অথবা নিষ্কাম ভাবে, ভগবানের প্রীত্যর্থ, তন্ময় সদস্যগণ সহকারে, তাঁহার আরাধনা করিবে; যদিও তাহা ক্রতুবৎ স্বল্পফলদ কিংবা স্বর্গদ বলিয়া স্মৃত হয়; তথাপি তাহার দ্বারা সকাম ব্যক্তিগণ স্ব স্ব অভীষ্ট ফল নিশ্চয় লাভ করে, আর নিষ্কাম ভক্তগণ নিশ্চয় অচ্যুতলোক লাভ করে। ভগবৎপ্রীত্যর্থ কৃত কৃচ্ছ্র-চান্দ্রায়ণাদি বিবিধ তপস্যাসমূহও যথাভিমত ফল প্রদান করিয়া থাকে। মনুষ্য আপন অধিকার, তথা রুচি, অনুসারে পরমেশ্বরকে প্রীত করিতে যাহা করিতে অখিন্ন চিত্তে অঙ্গীকার করে, তাহা অচিরে দিব্য জ্ঞানরূপ ফল প্রদান করে।[৮] অনন্তর পুণ্যক্ষেত্রে, আয়তন, তীর্থ, প্রভৃতিতে

১) পাদ্মসং, ১।৬।৩২—৩ ২) ঐ, ৪।৩।১

৩) পরমসং, ১২।৬৬—৮ ৪) ঐ, ১২।৫৬·২—৭ ৫) ঐ, ১২।২৩—৪

৬) ঐ, ১২।৫১·২—৫২·১ ৭) ঐ, ১২।৯—১৩ ৮) পৌষ্করসং, ৩১।২০১—৬·১

ভগবানের পূজার ফলসমূহ বর্ণনার পর ইহা উক্ত হইয়াছে যে, সম্ভব হইলে সর্ব প্রকার বাহ্যো-পকরণসমূহ দ্বারা, আর সম্ভব না হইলে মানসিক ভাবনা দ্বারা, যে শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে ভগবান্‌কে অর্চনা করে, সে স্বর্গাদি সত্যনিষ্ঠ লোকসমূহে ভোগসমূহ যথেচ্ছায় ভোগ করত, তৎপরে কালান্তরে দৈবেচ্ছাবশে তদ্‌ভূতদর্শিত মহান্ মার্গে বিভবব্যূহলোকসমূহে গিয়া বহুশত কল্প বাস করে তথায় জ্ঞান লাভ করত ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া সহসা ভগবান্ অমিতাত্মায় লয় প্রাপ্ত হয়।[১] আরও কথিত হইয়াছে লোকানুগ্রহকামনায়, ভগবান্ স্বয়ং স্বচ্ছসৎষড়্‌গুণাত্মা (অর্থাৎ পর), ব্যূহ এবং বিভবরূপে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। যেই আগম-কর্ম-দ্বারা তাঁহার পরিচর্যা হয়, তাহা 'সন্মার্গ'। তাহা শশ্বদ্‌ব্রহ্মবিভূতিদ।[২] 'জয়াখ্যসংহিতা'র মতে, "ভগবত্তত্ত্ব জ্ঞাত না হইলে, তথা (তজ্‌জ্ঞানলাভার্থ) সাত্ত্বিক কর্ম দ্বারা (ভগবান্) আরাধিত না হইলে, পরমা গতি দুর্লভ।"[৩] পরে আছে, আত্মা বহুজন্মার্জিত বাহ্যোত্থ শুদ্ধাশুদ্ধ দৃঢ় বাসনাসমূহ দ্বারা লোলীকৃত; উহাদের সমুত্থান বিনাশার্থ ভগবানের বাহ্য ও মানস পূজা অবশ্যই প্রকর্তব্য বলিয়া সম্প্রকীর্তিত হয়; বাহ্য ও আভ্যন্তর ক্রিয়াদ্বয় দ্বারা জীব তন্ময় হয়। তাহাতে তাহার অন্তঃকরণস্থ দৃঢ় বাসনা-সমূহ ধীরে ধীরে ক্ষীণ হইতে থাকে। এই দেহে বর্তমান থাকিতে সাধক যন্ময় হয়, দেহপাতের পর তন্ময় হইয়া থাকে।[৪] 'অহির্বুধ্ন্যসংহিতা'য় বিবৃত হইয়াছে যে, বিষ্ণুর আরাধনা দ্বারা ইহপার-লৌকিক অভ্যুদয় এবং মুক্তি উভয়ই লাভ হয়।" হে নারদ, যে এই প্রকারে এক দিনও সমারাধনা করে, মুক্তি তথা সমস্ত কাম্যবস্তু তাহার করতলগত হয়। (সুতরাং) আর কি?[৫]" কিঞ্চিৎ বিস্তার করিয়া বলা হইয়াছে যে, ভগবানের আরাধনা আয়ু, আরোগ্য, বিজয়, ভূমি, ধন, ধান্য, প্রভৃতি প্রদায়ক। পুত্র, পশু ও অন্নকামীদিগের উহা উত্তম সাধন। উহা দ্বারা পরকেও অভিভূত করা যায়। লোকপালগণ, দেবগণ, সিদ্ধগণ, গন্ধর্বগণ, যক্ষগণ, নাগগণ, অপ্সরাগণ, প্রভৃতি, তথা ভূতগণ, প্রেতগণ, পিশাচগণ, প্রভৃতি,—সকলকেই—উহার দ্বারা বশীভূত করা যায়। সুতরাং পৃথিবীস্থ মনুষ্যগণের কথা আর কি? উহা দ্বারা শান্তিও লাভ করা যায়। সুতরাং ভগবানের আরাধনা "ভুক্তিমুক্তিপ্রদ"।[৬]

"পৌষ্করসংহিতা'য় বিবৃত হইয়াছে যে, ধনবান্ ব্যক্তিগণ নানাসমারোহের সহিত ভগবানের অর্চনা করিয়া যে ফল লাভ করে, নিরন্ন দরিদ্র ভক্তগণ এমন কি ফলপুষ্পাদি বিনা অর্চনা করিয়াও সেই ফল লাভ করিতে পারে। ধনী ভক্তগণ হোমাদির দ্বারা অর্চনা করিয়া যে ফল লাভ করে, নির্ধন ভক্তগণ কেবল পুষ্পাদির দ্বারা অর্চনা করিয়াও সেই ফল লাভ করিতে পারে। সদা অহোরাত্র অর্চনা দ্বারা যে ফল লাভ হয়, ক্ষণেকের অর্চনা দ্বারাও সেই ফল লাভ হইতে পারে। ভাবভক্তিবশতঃই ঐ প্রকারে ফল সাম্য হইয়া থাকে।[৭]

১) পরমসং, ৩১।২৩০—৩

অনন্তর ইহা কথিত হইয়াছে যে ভক্তদিগের "ভবশাস্ত্যর্থ" বা "ভবনাশার্থ" উহাতে হরির অর্চনা বিবৃত হইয়াছে। (ঐ, ৩১।২৩৪—৫)

২) পৌষ্করসং, ৩২।১০৮—৯ ৩) জয়াখ্যসং, ১।৩৮·২—৩৯·১

৪) ঐ, ১৩।৬·২—১০·১ ৫) অহির্বুধ্ন্যসং, ২৮।৮১·২—৮২·১

৬) ঐ, ২৮।১—২, ৮২·২—৮৪ ৭) পৌষ্করসং, ৩২।১২২—৪

কোন কোন সংহিতায় ভগবদারাধনা ব্যতীত যজ্ঞাদি অপর কর্মের নিন্দা আছে। ,যথা 'পাদ্মসংহিতা'য় আছে যে, ভগবান্ বিষ্ণু ব্রহ্মাকে বলেন, "যজ্ঞধর্মপরায়ণ ব্যক্তিগণ (ইহসংসার হইতে) বার বার গমন করত প্রত্যাবর্তন করে। (পরন্তু) যাহারা আমাকে আরাধনা করে, তাহারা অদ্যাপিও নিবর্তন করে না। অর্বাগবস্থিত লোকগণ আব্রহ্মভুবন হইতে (পুন)র্জন্ম প্রাপ্ত হয়। মল্লোকবাসিগণ পুনঃ কোথাও সংসরণ করে না। সেই হেতু, হে ব্রহ্মন্, স্বত্বভাবে স্থিত হইয়া সদা আমাকে ভজন কর।"[১] "সত্ত্ব প্রবৃদ্ধ হইলে উৎকৃষ্ট বিজ্ঞান অধিক উৎপন্ন হয় এবং তাহাতে (মনুষ্য) পরমদুর্লভ পরম স্থান প্রাপ্ত হয়,—যাহা পাইয়া দুঃখসঙ্কুল সংসারে নিবর্তন করে না। সত্ত্বস্থ ব্যক্তিগণ দেহত্যাগ করত সনাতন লোকে গমন করে।"[২] 'শ্রীপ্রশ্নসংহিতা'য় বিবৃত হইয়াছে যে, ভগবান্ কর্তৃক সৃষ্ট 'প্রকৃতি' নামক মায়া প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মাদি সমস্ত প্রাণি-গণ বিচিত্র গতি প্রাপ্ত হয় এবং বহু ক্লেশ ভোগ করে। তাহাদের জ্ঞান ঐশ্বরী মায়া দ্বারা অপহৃত হয়। তাহাতে তাহারা সুখ ও দুঃখের পার্থক্য বুঝিতে পারে না, বহুক্লেশসমূহকেও সুখ মনে করে। ভগবানের মায়া নিশ্চয় ঈদৃশী। বিদ্যা, তপস্যা, বেদাধ্যয়ন, ধর্মশাস্ত্রাদিপাঠ, পুরাণপাঠ, যজ্ঞাদি কর্মসমূহ, কিংবা নিত্যকর্মাদি দ্বারা ক্বচিৎ কেহ বহু যুগের পরিবর্তনে হরির মায়াকে জয় করিয়া মোক্ষ লাভ করে।[৩]

কোন কোন সংহিতার মতে, "অভিধেয়ং ভগবতো সমারাধনমুত্তমম্" (অর্থাৎ ভগবানের উত্তম সমারাধনই সমগ্র পাঞ্চরাত্রশাস্ত্রের অভিধেয়')।[৪]

সাকারোপাসনা—এখন প্রশ্ন ভগবানের আরাধনা কি প্রকারে কর্তব্য ? পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে যে, পাঞ্চরাত্রশাস্ত্র মতে ভগবানের রূপ পরসূক্ষ্মস্থূলভেদে কিংবা পরব্যূহাদিভেদে ভিন্ন ভিন্ন। তখন সংক্ষেপে ইহাও নির্দেশিত হইয়াছে যে, অধিকারভেদে কিংবা প্রয়োজনভেদে ভিন্ন ভিন্ন জনে ভিন্ন ভিন্ন রূপের আরাধনা করিবেক। অধুনা সেই বিষয়ে আরও কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইবে।

ভগবানের উপাসনা সম্বন্ধে প্রাচীন ভাগবতধর্মের এক মুখ্য সিদ্ধান্ত এই ছিল যে, উপাসককে প্রারম্ভে ভগবানের স্থূলরূপে চিত্ত সমাহিত করিতে হইবে। কেননা, যেহেতু সূক্ষ্মরূপের অপেক্ষা স্থূলরূপের ধারণা করা মানুষের পক্ষে সহজ, সেইহেতু তাহাতে উপাসনা সুগম হয়। প্রথম প্রথম বিশ্বরূপকেই ঐ স্থূলরূপ বলিয়া গ্রহণ করা হইত। বিশ্বরূপ পুরুষরূপে,—বিরাট্ পুরুষরূপেও কল্পিত হইয়া থাকে। সুতরাং বিরাট্পুরুষরূপে ব্রহ্মের উপাসনা প্রাচীন ভাগবতধর্মের বৈশিষ্ট্য ছিল। কালক্রমে বিশ্বরূপের বা বিরাট্পুরুষের পরিবর্তে পরিচ্ছিন্ন পুরুষ-প্রমাণ বিগ্রহকে ধারণার আশ্রয় করিবার প্রথাও প্রাচীন ভাগবতধর্মে প্রচলিত হইয়াছিল। তথায় তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে ইহাও অতি স্পষ্ট বাক্যে উক্ত হইয়াছে যে, ঐ পুরুষরূপ,—কি বিরাট কি ক্ষুদ্র, কোনটাই বাস্তব নহে, মায়িক। আবার সাধারণ ভক্তের শ্রদ্ধা অটুট রাখিবার জন্য '(বিষ্ণু)ভাগবতপুরাণে' সেই প্রকার সুস্পষ্ট বাক্যে বলা হইয়াছে যে ভক্তের উপর অনুকম্পা করিবার ইচ্ছাতেই ভগবান্

১) পাদ্মসং, ১।৭।৫৩—৫৫'১ ২) ঐ, ১।৭।৬৪—৫

৩) শ্রীপ্রশ্নসং, ২।৪—৮

৪) পুরুষোত্তমসং, ১।২৫'২ ; পাদ্মসং, ১।১।৯৫'২ ('সমারাধনমুত্তমম্' স্থলে সমারাধনলক্ষণম্' পাঠান্তরে)

সাকারমূর্তি ধারণ করিয়াছেন।[১] যাহা হউক আরও বলা হইয়াছে যে, উপাসককে ক্রমে ক্রমে স্থূলরূপের ভাবনা ছাড়িয়া সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর রূপের ধারণা করিয়া পরিশেষে মনকে সম্যক্ নির্বিষয় করিতে হইবে। এই সমস্ত পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে[২]

পাঞ্চরাত্রসংহিতাসমূহে প্রাচীন ভাগবতধর্মের ঐ সিদ্ধান্ত ক্রমে পরিবর্তিত হয়। যথা, 'পরম-সংহিতা'য় বিবৃত হইয়াছে যে, ব্রহ্মা পরমকে জিজ্ঞাসা করেন,—বিষ্ণুর স্বরূপ দিক্, দেশ ও কাল দ্বারা কখনও কোথাও পরিচ্ছিন্ন নহে; সুতরাং তাঁহার কোন নিশ্চিত রূপ নাই; অতএব তাঁহার পূজা বা ধ্যান কি প্রকারে করা যায়?[৩] পরম উত্তর করেন,[৪] মূর্তিমানেরই পূজা কর্তব্য অমূর্তের পূজা হয় না। "কার্যার্থং মূর্তয়স্তস্য লোকানুগ্রহহেতবঃ" (তাঁহার মূর্তিসমূহ (পূজাধ্যানাদি) কার্যার্থ (কল্পিত বটে, পরন্তু) লোকানুগ্রহের হেতু (অর্থাৎ উহাদের পূজাদি দ্বারা লোক বিষ্ণুর অনুগ্রহ লাভ করিতে পারে)।

"অতঃ পুরুষরূপেণ কল্পয়িত্বা তমচ্যুতম্।
অভ্যর্চ্য পরয়া ভক্ত্যা সিদ্ধিং গচ্ছন্তি মানবাঃ॥"[৫]

'অতএব সেই অচ্যুতকে পুরুষরূপে কল্পনা করত পরা ভক্তি সহকারে অভ্যর্চনা করিয়া মনুষ্যগণ সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়। "নিরাকার দেবেশের অর্চনা, ধ্যান, কিংবা স্তুতি মনুষ্যগণের পক্ষে সম্ভব নহে। তাই সাকারের অর্চনা (—তথা ধ্যান, ও স্তুতি) কর্তব্য। শাস্ত্রদৃষ্ট বিধিতে (কল্পিত) সাকার মূর্তিতে কৃত পূজা, ধ্যান বা স্তুতি নিশ্চয় (প্রকৃত নিরাকার পর) দেবেই কৃত হইয়া থাকে।"[৬]

উদ্ধৃত বচনে "কল্পয়িত্বা" ('কল্পনা করত') শব্দের প্রয়োগ বিশেষ প্রণিধান-যোগ্য। উহাতে জানা যায় যে, পরমাত্মার পুরুষরূপ কল্পিত, বাস্তব নহে। 'অচ্যুত' সংজ্ঞাও সেই উদ্দেশ্যে ইচ্ছা পূর্বক প্রযুক্ত হইয়াছে মনে হয়। যেহেতু, পরমাত্মা আপন প্রকৃত স্বরূপ হইতে কখনও চ্যুত হন না, সেই হেতু তিনি 'অচ্যুত' নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। সুতরাং পুরুষরূপ তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ নহে। পরে ইহা স্পষ্ট বাক্যে উল্লিখিত হইয়াছে। কথিত হইয়াছে, পরদেব অব্যক্তাদি দেহপর্যন্ত সর্ব বস্তুর অতীত (সুতরাং সমস্তশরীরোপাদানরহিত)। তথাপি তিনি শরীরবান্ বলিয়া চিন্ত্য। তাঁহার আকার যোগময় (অর্থাৎ মায়াময়) এবং সর্ববস্তুময় বলিয়া মনে করিতে হইবে, উহা "ন তু সত্যেন নিষ্ঠিতম্" (অর্থাৎ উহা সত্য নহে),[৭] তথাপি "সত্যমিব ধ্যায়েৎ" (অর্থাৎ যেন সত্য মনে করিয়াই ধ্যান করিবে)। ঐ পুরুষরূপ বাস্তব হইলে, 'ইব' শব্দ প্রয়োগের কোন সার্থক্য থাকে না। পুরুষরূপকে এই প্রকারে কল্পিত বলিয়া সিদ্ধ করাতে পাছে তাহার প্রতি লোকের শ্রদ্ধা না থাকে, সেই হেতু যেমন ('বিষ্ণু')ভাগবত পুরাণে', তেমন পরমসংহিতা'য়ও, উক্ত হইয়াছে যে উপাসকদিগের পরাভক্তি দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া সেই দেবদেব তাহা-দিগকে অনুগ্রহ করিতে চতুর্ভুজ (অর্থাৎ সাকাররূপ ধারণ করেন।[৮] সুতরাং সেই রূপেই দেবদেবকে সমার্চনা করিবে।[৮] লক্ষ্মীতন্ত্রে' লক্ষ্মী বলিয়াছেন, "সাধকানুগ্রহার্থায় সাঽহং সাকারতাং গতা।"[৯]

---

১) "ভৃত্যানুকম্পিতধিয়েহ গৃহীতমূর্তেঃ
সঞ্চিন্তয়েদ্ভগবতো বদনারবিন্দম্।"—(বিষ্ণুভাগপু, ৩।২৮।২৯'১)

২) পূর্বে দেখ।　　৩) পরমসং, ৩।১—৩　　৪) ঐ, ৩।৫—

৫) ঐ, ৩।৬　　৬) ঐ, ৩।৭—৮　　৭) ঐ, ২৪।২০'১　　৮) ঐ, ৩।৯—

৯) লক্ষ্মীতং, ৩৮।২'১ ; আরও দেখ—৩৮।২৪

ভাগবতধর্মের প্রাচীন গ্রন্থ 'গীতা'য়, তথা পরবর্তী '(বিষ্ণু)ভাগবতপুরাণে' বলা হইয়াছে যে ব্রহ্মের নির্গুণ এবং নিরাকার স্বরূপের উপাসনা কঠিন,—অতীব কষ্টকর। পরন্তু উহা নিষিদ্ধ হয় নাই। 'পরমসংহিতা'য় উহা একেবারে নিষেধ করা হইয়াছে। যথা, কথিত হইয়াছে যে "মূর্তিমান্ তাঁহার পূজা কর্তব্য, নিরাকারের পূজা করিবে না"[১] "বিদ্বান্ হইলেও, এই প্রকারে ভক্তির বিবৃদ্ধির জন্য রূপবান্ জনার্দনের উপাসনা করিবে। অন্যথা সিদ্ধিলাভ হইবে না।"[২] "ইন্দ্রিয়সমূহ উহাদের স্বভাববশতঃই সুখের (অর্থাৎ যাহা সুখে করা যায়, তথা যাহা হইতে সুখ প্রাপ্তি হয়, তাহার) অনুধাবন করে। সেইহেতু বিদ্বান্ ব্যক্তিও (পরমাত্মার দুর্গম) পারমার্থিক রূপের উপাসনা করিবেক না। অচ্যুতের সেই রূপ পরোক্ষ (অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াতীত)। সুতরাং উহার অনুস্মরণ কি প্রকারে করিবে? সেই হেতু বুধ তাঁহার সেই রূপের আরাধনা করিবে, যাহা উপকারক হয়, তথা যাহার অনুধ্যান করিলে এবং কথা বলিলে, (মনের প্রীতি হয় এবং) সেই প্রকারে (আরও) রমণ করিতে মতি হয়। অতএব পণ্ডিত ব্যক্তি মুক্তিলাভার্থ কিংবা কোন ফল বিশেষ লাভার্থ, উদ্দিষ্ট রূপ পরিত্যাগ না করিয়াই পরদেবের উপাসনা করিবে।"[৩] অধিকন্তু 'পরমসংহিতা'য় যেই রূপ উদ্দিষ্ট হইয়াছে তদ্ব্যতীত অপর কোন স্বকপোলকল্পিত রূপ অবলম্বনে পরদেবের উপাসনা করিতে নিষেধ করা হইয়াছে।[৪]

'পরমসংহিতা'র আধারে উপরে যাহা যাহা বিবৃত হইয়াছে তাহাকে প্রায় সমস্ত পাঞ্চরাত্রশাস্ত্রের সার সিদ্ধান্ত বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। যথা 'সাত্বতসংহিতা'য় বিবৃত হইয়াছে যে ব্রহ্ম স্বরূপতঃ নিরাকার এবং নিরঙ্গ হইলেও তাঁহাকে প্রাপ্তির উপায়ের প্রথমে যাগহোমাদিতে তাঁহাকে সাকার এবং সাঙ্গ, তথা পরিবার দ্বারা বেষ্টিত, বলিয়া সংস্মরণ করিতে হইবে।[৫] 'কপিঞ্জলসংহিতা'য় আছে যে "বিষ্ণুমুখোত্থিত পাঞ্চরাত্রাখ্য মহৎ শাস্ত্র……সাকারোপাসনাই।"[৬] 'বিষ্ণুসংহিতা'য় নিরাকারোপাসনার নিন্দা করা হইয়াছে। "পরন্তু নিরাকারের ভক্তিসহকারে যে পূজা, অর্চা কিংবা ধ্যান তাহা, রমণীয়ের ন্যায় প্রতিভাত হইলেও অনর্থের কারণ। কেননা, ইহার (জীবের) ইন্দ্রিয়সমূহ জন্মতঃই (অর্থাৎ স্বভাবতঃই) স্থূলভাব-প্রসঙ্গী। সেই হেতু উহারা চিরকালেও সূক্ষ্ম বিষয় গ্রহণ করিতে পারে না। সুতরাং অচিরকালের আর কথা কি? রূপ ব্যতীত দেবকে ধ্যান করিতে কেহই সমর্থ নহে। কেননা, সর্বরূপ হইতে নিবৃত্ত ইহার বুদ্ধি কিসে স্থির হইবে? নিবৃত্তবুদ্ধি গ্লানি প্রাপ্ত হয়, অথবা নিন্দাগ্রস্ত হয়। সুতরাং সাকার তাঁহারই উপাসনা করা বিদ্বান্ ব্যক্তির উচিত।"[৭]

প্রাচীন পাঞ্চরাত্রশাস্ত্রে বিশ্বরূপেরও উপাসনার বিধান ছিল বোধ হয়। কেননা, 'স্কন্দপুরাণে' বিবৃত হইয়াছে যে শ্রীদেবীর সনির্বন্ধ প্রার্থনায় শঙ্খচক্রগদাভৃৎ ভগবান্ নারায়ণ তাঁহাকে পরমরূপ ("রূপং পরং") বিশ্বরূপ প্রদর্শন করেন এবং বলেন "যে পঞ্চরাত্রবিধানে আমাকে নিত্য অর্চনা করিবে সে পূজ্য এবং সে পূজিত (হইবে)। সে ধনধান্যসমাযুক্ত, তথা সর্বভোগসমন্বিত

---

১) পরমসং, ৩।৫'১ ২) ঐ, ২৪।১৭'২—১৮'১ ৩) ঐ, ২৪।৩—৬'১

৪) ঐ, ২৪।৬'২—৭'১ ৫) সাত্বতসং, ২।৩৬—৭ ; পূর্বে দেখ।

৬) কপিঞ্জলসং, ১।৮'২—৯ ৭) বিষ্ণুসং, ২৯।৫৩'২—৫৭'১

(হইবে)।"[1] 'বিষ্ণুসংহিতা'য় ভগবানের "সার্ববস্তুক আকারে'র ধ্যান করার বিধান আছে। তবে ইহাও বলা হইয়াছে যে তাঁহার সার্ববস্তুক আকার যোগময় এবং নিত্য ভক্তানুকম্পার্থ বলিয়া জানিও।"......তাঁহার শক্তিসমূহ আয়ুধাকার, দিক্‌সমূহ বাহু, দ্যৌ মূর্ধা, পৃথিবী পাদ-দ্বয়, সূর্য নয়ন এবং চন্দ্রমা তাঁহার মন বলিয়া জানিও।"[2]

'লক্ষ্মীতন্ত্রে' নিরালম্বন-ধ্যানের বা শূন্য-ধ্যানেরও বিধান আছে। লক্ষ্মী বলেন যে যোগী ব্যক্ত ও অব্যক্ত সমস্তকে বিলয় করত "নিরালম্বং মনঃ কৃত্বা শূন্যভাবং সমাবিশেৎ" ('মনকে আলম্বনবিহীন করত শূন্যভাবে সমাবিষ্ট করিবে')। ঐ মহাযোগ প্রাপ্ত হইলে যোগী নিস্তরঙ্গ সমুদ্রের ন্যায় কিংবা নিঃশব্দ আকাশের ন্যায় হয়। তিনি আরও বলেন যে ঐ যোগী সততই তাঁহার প্রিয়।[3]

প্রতিমা পূজা—পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে 'মহাভারতে'র ও 'রামায়ণে'র যুগে হিন্দুস্থানে মূর্তিপূজা প্রচলিত হইয়াছিল। দেশের ও নগরের স্থানে স্থানে দেবমন্দির প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং উহাদিগেতে নিয়মিত ভাবে পূজা-উৎসবাদি হইত। পর্বাদি বিশেষ বিশেষ উপলক্ষে তথায় বিশেষ পূজোৎসবাদি সম্পাদনের ব্যবস্থা হইত। পরন্তু তখন প্রতিমাপূজা বা প্রতিমা দর্শন হিন্দুর নিত্যকর্মের অন্তর্গত ছিল বলিয়া মনে হয় না। 'গৃহ্যসূত্র'সমূহে বৈদিক দ্বিজাতির নিত্যকর্তব্য কর্মসমূহের বিবরণ আছে। পরন্তু উহাদিগেতে মূর্তিপূজা সম্বন্ধে কিছুই নাই। 'মহাভারতে' কৃষ্ণ, যুধিষ্ঠির, প্রভৃতি মহদ্‌ব্যক্তিগণের দিনচর্যায় স্বল্প বিস্তর বিবরণ পাওয়া যায়।[4] তাঁহারা সকালে ও বিকালে উভয় সন্ধ্যায় সন্ধ্যাবন্দনাদি করিতেন, জপ করি-তেন এবং বৈদিক পদ্ধতিতে অগ্নিতে আহুতি দিতেন। পরে অন্যান্য ব্যবহারিক কর্মে হাত দিতেন। কৃষ্ণ যখন দৌত্য কর্ম করিতে হস্তিনাপুরে যাত্রা করেন, তখন তিনি প্রভাতে শয্যা হইতে উঠিয়া পৌর্বাহ্নিক কর্ম করত স্নান করেন। ঐরূপে শুচি হইয়া অলঙ্কার পরিধান করত তিনি সূর্যকে এবং অগ্নিকে উপাসনা করেন।[5] সূর্যোপাসনা সন্ধ্যারই অঙ্গ। অগ্নিতে আহুতি প্রদান করাই উহার উপাসনা। সুতরাং তিনি সন্ধ্যা ও হবন করেন। সূর্যাস্ত সময়ে তিনি বৃকস্থলে উপস্থিত হন।। তখন রথ হইতে অবতরণ করত তিনি সায়ংসন্ধ্যা করেন।[6] প্রাতঃ-সন্ধ্যার পর গোপুচ্ছস্পর্শের, ব্রাহ্মণকে অভিবাদনের এবং মঙ্গল দ্রব্যদর্শনের কথাও আছে। পরন্তু দেবতা প্রতিমা দর্শনের কিংবা পূজার উল্লেখ নাই। অন্যত্র আছে যে কৃষ্ণ শেষরাত্রে উঠিয়া সমস্ত ইন্দ্রিয়কে ধ্যানপথে সমাবিষ্ট করত সনাতন ব্রহ্মকে ধ্যান করেন। প্রভাতে উঠিয়া স্নান করত প্রাঞ্জলি হইয়া গুহ্য জপ করেন। পরে অগ্নিতে হোম করেন। সহস্র বৈদিক ব্রাহ্মণকে এক এক গো দান করেন। ব্রাহ্মণগণ তাঁহার স্বস্তিবাচন করেন। অনন্তর মঙ্গল দ্রব্য স্পর্শ করেন ও দর্পণে মুখ দর্শন করেন।[7] এইখানেও প্রতিমা দর্শনের কিংবা পূজার উল্লেখ নাই।

১) স্কন্দপু, ৫।৩।১৯৪।২২—৩ ২) বিষ্ণুসং, ২৯।৬২, ৬৪

৩) লক্ষ্মীতং, ৩৩।১৭—

৪) যুধিষ্ঠিরের দিনচর্যা—মহাভা, ৭।৮২ অধ্যায় ; কৃষ্ণের দিনচর্যা, মহাভা, ৫।৮৩ ও ৯৪ অধ্যায়, ১২।৫৩।১—

৫) মহাভা, ৫।৮৩।৯ ৬) মহাভা, ৫।৮৪।২১ ৭) মহাভা, ১২।৫১।১, ৭—৯

(বিষ্ণু) 'ভগবতপুরাণে'।[১] বর্ণিত কৃষ্ণের দিনচর্যার মধ্যেও দেব পূজার উল্লেখ নাই। তাহাতেও কৃষ্ণের সন্ধ্যোপগমাদি, অগ্নিহোত্র এবং ব্রহ্মজপ করার কথা আছে, তথা সূর্যদেবকে পূজার এবং দেবগণ, ঋষিগণ, পিতৃগণ, ব্রাহ্মণগণ ও বৃদ্ধগণকে অভ্যর্চনা করার উল্লেখ আছে।[২] কিন্তু প্রতিমার পূজাদির উল্লেখ নাই। ইহা বলা ঠিক হইবে না যে কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া দেব-পূজা করিতেন না, তাই দেবপূজার উল্লেখ নাই। কেননা, ইহা উল্লিখিত হইয়াছে যে তিনি সূর্যকে পূজা করিতেন এবং দেবতা-ঋষি প্রভৃতিকে অভ্যর্চনা করিতেন। অন্যত্র স্পষ্টতঃই উল্লিখিত আছে যে কৃষ্ণ প্রতিমা পূজা করিতেন। যখন তিনি সমস্ত দ্বারকাবাসী যুবক ও প্রৌঢ় ব্যক্তি-গণকে প্রভাসতীর্থে যাইতে বলেন, তখন তিনি বলেন,

"তত্রাভিষিচ্য শুচয় উপোষ্য সুসমাহিতাঃ।
দেবতাঃ পূজয়িষ্যামঃ স্নপনালেপনার্হণৈঃ॥"[৩]

তথায় (প্রভাসতীর্থের জলে) স্নান করতঃ শুচি হইয়া এবং উপবাস করিয়া অতি একাগ্রচিত্ত হইয়া আমরা স্নপন ও আলেপন, তথা পূজা সামগ্রীসমূহ দ্বারা দেবতাগণকে পূজা করিব।' এইখানে স্নপন ও আলেপনের উল্লেখ থাকাতে সিদ্ধ হয় যে মূর্তিতেই তাঁহারা দেবতার পূজা করিয়াছিলেন। এইরূপে দেখা যায় যে তীর্থাদি বিশেষ বিশেষ স্থানে এবং পর্বাদি বিশেষ বিশেষ কালে, তথা বিশেষ বিশেষ উপলক্ষেও, তখন দেবপ্রতিমার পূজাদি করা হইত। পরন্তু কৃষ্ণযুধিষ্ঠিরাদির ন্যায় আদর্শ-মহাপুরুষগণের দিনচর্যার বিবরণে উহার উল্লেখ না থাকাতে ইহা সিদ্ধ হয় যে উহা তদানীন্তন হিন্দুর নিত্যকর্মের অন্তর্গত ছিল না।

নারায়ণীয়াখ্যানে এবং 'গীতা'য় মূর্তিপূজার কিংবা প্রতীক পূজার উল্লেখ আছে বলা যায় না।[৪] '(বিষ্ণু)ভাগবত পুরাণে'র ভাগবতধর্ম বিবরণে ব্যাখ্যাত কর্মযোগে এবং নারায়ণীয় ধর্মমতে গৃহস্থের সদাচার বর্ণনায় ভগবানের অভ্যর্চনার কথা আছে। পরন্তু ঐ পূজা যে মূর্তিতেই করিতে হইবে বলা হয় নাই। কেননা, বলা হইয়াছে যে মূর্তি ব্যতীত অন্যত্রও, যথা অগ্নি, সূর্য, জল, প্রভৃতিতে, অতিথিতে এবং আপন হৃদয়েও তন্ত্রোক্ত পদ্ধতিতে পূজা করা যাইতে পারিত। তথা হইতে অধিকন্তু জানা যায় যে মূর্তিপূজা তখনও নিকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত হইত।[৫] '(বিষ্ণু)ভাগবত পুরাণে'র অন্যত্র ভগবদারাধনারূপ সাত্বতদিগের ক্রিয়া-যোগ ব্যাখ্যাত এবং উচ্চকণ্ঠে প্রশংসিত হইয়াছে।[৬] তথায়ও অর্চা, স্থণ্ডিল, অগ্নি, সূর্য, জল, আপন হৃদয় এবং ব্রাহ্মণে দ্রব্যাদি দ্বারা ভক্তিযুক্ত হইয়া ভগবান্‌কে পূজা করিতে বলা হইয়াছে।[৭] সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলা হইয়াছে যে অর্চাদিতে, সর্বভূতে এবং আপনাতে "যদা যত্র শ্রদ্ধা মাং তত্র চার্চয়েৎ" (অর্থাৎ যখন যেখানে যাহার শ্রদ্ধা হয় সে তখন সেইখানে ভগবানের অর্চনা করিবে)। সুতরাং তন্মতেও মূর্তি পূজা বৈকল্পিক। পরন্তু 'পাঞ্চরাত্রসংহিতা'র মতে দেবতাভিগমনাদি ভাগবতধর্মীর নিত্যকর্ম। ভাগবতধর্মীর প্রতিদিন অবশ্য কর্তব্য পঞ্চ কর্মের অন্ততঃ দুইটি 'উপাদান' ও 'ইজ্যা'—মূর্তিপূজা বিষয়ক। অপর কর্ম 'অভিগমন' সম্বন্ধে

১) (বিষ্ণু)ভাগপু, ১০।৭০।৪— ২) ঐ, ১০।৭০।৬—৭
৩) ঐ, ১১।৩০।৭ ৪) পূর্বে দেখ।
৫) পূর্বে দেখ। ৬) (বিষ্ণু)ভাগপু, ১১।২৭শ অধ্যায়। ৭) ঐ, ১০।২৭।৯

কিঞ্চিৎ মতভেদ আছে। 'জয়াখ্যসংহিতা'র এবং 'পৌষ্করসংহিতা'র ব্যাখ্যা[১] হইতে 'অভিগমন' সম্পূর্ণতঃ মানস ব্যাপার বলিয়া বোধ হয়। সুতরাং মূর্তিপূজার সঙ্গে উহার সম্পর্ক নাই। পরন্তু মাধবাচার্য লিখিয়াছেন যে "দেবতাস্থানমার্গের সংমার্জনোপলেপনাদি" পাঞ্চরাত্রে 'অভিগমন' নামে অভিহিত হয়।[২] কোন পাঞ্চরাত্রতন্ত্রে তিনি অবশ্যই উহা পাইয়াছিলেন। নতুবা ঐ প্রকার লিখিতেন না। 'পদ্মপুরাণে'ও আছে, দেবতাস্থানের মার্জন, উপলেপ এবং নির্মাল্য দূরীকরণের নাম 'অভিগমন'।[৩] 'অভিগমন' সংজ্ঞার এই প্রকার তাৎপর্য-বিপর্যয় কখন হয় বিবেচ্য। চতুর্বিধ-শিষ্যের লক্ষণ নির্দেশ প্রসঙ্গে 'সাত্বতসংহিতা'য় বিবৃত হইয়াছে যে এক প্রকার শিষ্য "অয়নাদি কালসমূহে, অথবা যদি সম্ভব হয় প্রত্যহ দেবতার অর্চনা করাইবে, কিংবা স্বয়ং করিবে, কিংবা মন্ত্রে অর্চন (করিবে)"।[৪] এই বচনে মূর্তিতে দেবতার অর্চনাকে লক্ষ্য করা হইয়াছে বলিয়া মানিয়া লইলেও ইহা ত অন্ততঃ সিদ্ধ হয় যে প্রত্যহ মূর্তিপূজা তখন প্রত্যেক ভাগবতধর্মীর পক্ষে অত্যাবশ্যক বলিয়া পরিগণিত ছিল না।

'পৌষ্করসংহিতা'য় মূর্তি পূজার উচ্চ প্রশংসা আছে; কথিত হইয়াছে যে, ভগবান্ বিষ্ণু পৌষ্করকে বলেন, "আমাদিগের সন্দর্শন করিলে সমূঢ়চিত্ত, দ্বেষপরায়ণ, হেতুদুষ্ট ও নাস্তিক পুরুষদিগের কুবাসনা, কুবুদ্ধি, কুতর্কনিচয়, কুভাব, কুহেতু ও নাস্তিকত্ব নিশ্চয় সদাই লয় প্রাপ্ত হয়। ক্ষিপ্রভাব উৎপন্ন হয়।"[৫] এইখানে দেবতায়তনে দেবতাকে সন্দর্শনকে লক্ষ্য করা হইয়াছে।[৬] 'পাদ্মসংহিতা'য় আছে,[৭] ব্রহ্মা বিষ্ণুকে জিজ্ঞাসা করেন, দেবদেব সর্বব্যাপী; সুতরাং মূর্তিতে তাঁহার প্রতিষ্ঠা কি প্রকার? বিষ্ণু উত্তর করেন, ভগবান্ হরি সর্বপ্রাণীর আত্মা হইলেও মন্ত্রের বীর্য, তথা প্রতিষ্ঠাপক গুরুমাহাত্ম্যহেতু প্রতিমায় সদা প্রকৃষ্টরূপে সন্নিহিত থাকেন এবং প্রার্থীদিগের সমস্ত কামনাসমূহ পূরণ করিয়া থাকেন। তাহার দৃষ্টান্ত অগ্নি। অগ্নি স্বপ্রকাশ এবং দহনশীল। উহা অরণী মধ্যে, উহাকে ব্যাপিয়া, অবস্থিত আছে। পরন্তু তখন দৃষ্টও হয় না, অরণীকে দহনও করে না। আর যখন মন্থন দ্বারা উৎপন্ন হয়, তখন প্রকৃষ্টরূপে দৃষ্ট হয় এবং দহনাদি কর্মসমূহও যথাযথ করে। সেই প্রকার বিষ্ণু সর্বগত হইলেও প্রাকৃত জনের অদৃশ্য। পরন্তু মন্ত্রী আচার্যের মন্ত্রগৌরবে তিনি প্রতিকৃতিতে দৃষ্ট হন।

'ভারদ্বাজসংহিতা'য় মূর্তিপূজার উপর বেশী জোর দেওয়া নাই দেখা যায়। কেননা, উহাতে উক্ত হইয়াছে যে, "(বৈষ্ণব) গুরুর আজ্ঞানুসারে পঞ্চরাত্র বিধিতে কিংবা অপর বিধিতে প্রতিমাদিতে যথেচ্ছ (অর্থাৎ যাহাতে ইচ্ছা হয়, তাহাতে) সাক্ষাৎ (পরম) পুরুষকে পূজা করিবে।"[৮] তবে পরে ইহাও বলা হইয়াছে যে অর্চায় পূজা করিলে হরির অধিক প্রীতি হইয়া থাকে। সেইহেতু অর্চাতে অর্চনা করাই একান্তীর উচিত। তদভাবে অগ্নি,

---

১) পূর্বে দেখ।

২) 'সর্বদর্শনসংগ্রহ' (জীবানন্দের সংস্করণ), ৪৮ পৃষ্ঠা।

৩) পদ্মপু, পাতালখণ্ড. ৭৮।১০—৪; পূর্বে দেখ।

৪) সাত্বতসং, ২২।২০'২—২১'১

৫) পৌষ্করসং, ১।৩১—৩৩'১

৬) দেখ 'পাঞ্চরাত্ররক্ষা', ১২২ পৃষ্ঠা

৭) পাদ্মসং, অ২৬।১—৬

৮) ভারদ্বাজসং, ৩।৮

সূর্যমণ্ডল, ভূমি, জল, আকাশ, প্রভৃতিতে,—যথারুচি কোন একটিতে, অভ্যর্চনা কর্তব্য।[১] 'লক্ষ্মীতন্ত্রে' আছে, "যেমন ষাড়্‌গুণ্যবিগ্রহ দেব বিষ্ণু সর্বভূত, তেমন তাদৃশী অস্তুতা আমিও নিশ্চয় সর্বভূতাত্মভূতস্থা। সমস্তই যখন বৈষ্ণব যশ, তখন সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত আমি বলিয়া আমার এবং নারায়ণের (অর্চায়) প্রতিষ্ঠা বস্তুতঃ কি হইবে? (তবে) ঐ প্রকৃত ভাব মনে আরূঢ় হয় নাই বলিয়া অর্চা, প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি বিকল্পসমূহ প্রবিজৃম্ভিত হইয়াছে।[২]

মন্দির ও মূর্তি প্রতিষ্ঠা—মূর্তিপূজার জন্য মূর্তির, তথা দেবতার, নির্মাণ এবং উভয়ের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।[৩] তাই 'পাঞ্চরাত্রসংহিতা'য় ঐ সকলও বিবৃত হইয়াছে। আদর্শ-পাঞ্চরাত্রসংহিতার চতুষ্পাদের এক পাদের বিষয় "কর্ষণাদি প্রতিষ্ঠান্ত ক্রিয়াবিধি"।[৪] 'পাদ্মসংহিতা'য় উক্ত হইয়াছে যে যাহারা শাস্ত্রসমূহ শ্রবণ করিয়াছে এবং বিদ্যাসমূহ অধ্যয়ন করিয়াছে (অর্থাৎ শ্রবণ ও মনন করিয়াছে) সেই সকল ব্যক্তিগণই জ্ঞান ও যোগ পরায়ণ হইয়া ভগবানের ভজন করিতে পারে। অজ্ঞানী ব্যক্তিদিগের উহাদিগেতে অধিকার নাই। সুতরাং তাহাদিগের জন্য ভগবদারাধনের অন্য উপায়ের প্রয়োজন আছে। তাই তাহারাও যাহাতে অচিরে ভগবানের প্রসাদ লাভ করিতে পারে তাহা বিবৃত হইয়াছে। কথিত হইয়াছে যে কর্ষণাদি প্রতিষ্ঠান্ত ক্রিয়া দ্বারাও মনুষ্য অচিরে ভগবানের প্রসাদ লাভ পরিতে পারে।[৫] অজ্ঞানী ভক্তদিগের মধ্যে যাহারা বহু সম্পদ্‌বান্ তাহারা পুণ্য স্থানে ভগবান্‌কে স্থাপন করিলে অচিরে সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়। অধিকন্তু জ্ঞান কিংবা যোগ দ্বারা কেবল মুক্তিই লাভ হয়, আর পুণ্য স্থানে অচ্যুতকে স্থাপয়িতা সমস্তই লাভ করে।[৬] যে নিজ গৃহে ভগবান্‌কে স্থাপন করত স্বয়ং আরাধনা করে, তাহারও কেবল মুক্তিলাভ হয় না, কিছু অভ্যুদয়ও হয়।[৭] "যে গৃহস্থ (স্ব)গৃহে নিত্য বিষ্ণুকে স্বয়ং পূজা করে, সে স্বকুলোদ্ভূত একবিংশতি পুরুষগণকে যেমন কৃষ্ণ তেমন (অর্থাৎ কৃষ্ণের সারূপ্য) বা সালোক্য, অথবা অপর যাহা কিছু অভিবাঞ্ছিত হয়, তাহাতে উপনীত করে।"[৮] সুতরাং মনুষ্যের উচিত সর্বান্তঃকরণে পুণ্য স্থানে (কিংবা নিজ গৃহে) ভগবানের প্রতিষ্ঠা করত পূজা করা।[৯] ভগবান্ বলেন, "আমার আরাধনতৎপর ধনবান্ মনুষ্য কর্ম দ্বারা আবৃত্তিফল (স্বর্গ) এবং অন্য (অর্থাৎ অনাবৃত্তিফল মুক্তি)ও প্রাপ্ত হয়। তাহাতে সংশয় নাই। সুতরাং, হে কমলাসন, শাস্ত্রোক্ত বিধিতে আমাকে (পুণ্য) স্থানে স্থাপন করতঃ বক্ষ্যমান বিধিতে যজন কর।"[১০] যাহারা নিষ্কামভাবে পুরুষোত্তমকে মন্দিরে স্থাপন করে, তাহারা অপুনর্ভবলক্ষণ মোক্ষ লাভ করে; আর যাহারা সকামভাবে স্থাপন করে, তাহারা আবৃত্তিলক্ষণ ইহপারলৌকিক অভ্যুদয় লাভ করে।[১১] 'পরমসংহিতা'য়ও সেই প্রকারে উক্ত হইয়াছে যে, যে সকল মনুষ্য ধনধান্যে সমৃদ্ধ, পরন্তু অজ্ঞানী, অকৃতবিদ্য, অথচ ভক্তিমান্ ও

---

১) ভারদ্বাজসং, ৩।১০ ২) লক্ষ্মীতং, ৪৯।৬৩—৫

৩) পাদ্মসং, ৪।১।১ দেখ। ৪) পূর্বে দেখ।

৫) পাদ্মসং, ৩।১।১— ৬) ঐ, ৩।১।৭—১১; আরও দেখ—৩।১।১

৭) ঐ, ৩।১।১০ ৮) ঐ, ৪।৬।২০—২১'১ ৯) ঐ, ৩।১।৬'২—১১'১

১০) ঐ, ৩।১।৪—৫ ১১) ঐ, ৩।২৮।১১৮—২০

মহোৎসাহী, তাহারা মন, বাণী কিংবা কর্ম দ্বারা, পূর্বোক্ত[১] কোন প্রকারেই পরমদেবকে পূজা করিতে সমর্থ নহে ; তাহারা দেবদেবের স্থাপন দ্বারা পরম সিদ্ধিলাভ করিতে পারে। বিদ্বান্ সকাম ব্যক্তিও ভগবানের স্থাপনা করতঃ পরাসিদ্ধিলাভ করিতে পারে।[২] যাহারা দরিদ্র, সুতরাং মন্দির ও মূর্তি স্থাপন করিতে পারে না, তাহারা দেবতা স্থাপনে সাহায্য করিতে পারে। ভগবানের মন্দিরাদি স্থাপনার্থ সমাহৃত ইষ্টক, কাঠ, পাষাণ প্রভৃতিও ভগবানের পূজাদ্রব্য। সুতরাং মন্দিরাদির নির্মাণে এবং স্থাপনে যে যথাশক্তি সাহায্য করে সে তদ্দ্বারা ভগবদ্‌যাগ করে। যে আপন শক্তি দ্বারা ঐ বিষয়ে উপকার করে, কিংবা যে পরামর্শ ও উৎসাহ দ্বারা অপরকে তাহাতে নিযুক্ত করে, তাহা হইতে তাহাদেরও ফল লাভ হইয়া থাকে।[৩]

কোন কোন সংহিতায় উক্ত হইয়াছে যে স্বগৃহে স্থাপিত দেবতা 'স্বার্থ' বলিয়া কথিত হয় ; আর পর্বতাগ্রে, নদীতীরে, সমুদ্রতীরে, বনাদিতে, গ্রামে, কিংবা নগরে স্থাপিত কিংবা স্বয়ং ব্যক্ত দেবতা 'পরার্থ' বলিয়া কথিত হয়। ঐখানে 'পর' শব্দের অর্থ 'উৎকৃষ্ট' এবং যেহেতু উহা দ্বারা "মোক্ষাদিলক্ষণ অর্থ" সুলভে পাওয়া যায়, সেই হেতু উহা 'পরার্থ' বলিয়া পরিকীর্তিত হয়। পরার্থ সূর্য-সদৃশ, আর স্বার্থ গৃহদীপবৎ। স্বার্থ প্রত্যেকের স্বগৃহে পূজ্য এবং স্বাভীষ্ট ফলপ্রদ ; আর পরার্থ সর্বজনের সেব্য এবং সর্বফলপ্রদ।[৪]

'পুরুষোত্তমসংহিতা'য় "দেবালয় বিনির্মাণ পূর্বক দেবতা সংস্থাপন করতঃ ভক্তি সহকারে পূজাকারীর পুণ্য" বিস্তারিতরূপে বিবৃত হইয়াছে "যে দেবতা (প্রতিষ্ঠা করতঃ ভক্তি সহকারে পূজা) করিতে ইচ্ছা করে, সে পূর্বের সহস্র জন্মের পাপ অপনোদন করে। মনে মনে (দেব) গৃহ (নির্মাণ) কারীর শতজন্মের পাপ নাশ হয়। যে সকল মনুষ্য কৃষ্ণের গৃহ নির্মিত হইতে দেখিয়া মুদিত হয়, তাহারাও পাপসমূহ হইতে বিমুক্ত হয় এবং পরাগতি প্রাপ্ত হয়। হরির গৃহ নির্মাণ করাইয়া মনুষ্যগণ স্ব স্ব কুলের অতীত ও ভবিষ্য অযুত (পুরুষকে) সত্বর বিষ্ণুলোকে লইয়া যায়। কৃষ্ণের মন্দির নির্মাণকারীর পিতৃপুরুষগণ (তাহা) দেখিয়া নিশ্চয় নারক দুঃখসমূহ হইতে বিমুক্ত হয় এবং অলঙ্কৃত হইয়া বিষ্ণুলোকে বাস করে। বিষ্ণুমন্দির (নির্মাণ) ব্রহ্মহত্যাদি পাপসমূহের ঘাতক। যজ্ঞসমূহের দ্বারা যেই ফল লাভ করা যায় না, দেবতার ধাম নির্মাণ করিয়া তাহা প্রাপ্ত হয়। দেবাগার কৃত হইলে সর্ব-তীর্থে স্নানের ফল লাভ হয়। রণে দেহপাত হইলে যে ফল লাভ হয়, দেবমন্দির নির্মাণের ফল তদপেক্ষা অধিক। এমন কি মাটির দ্বারা কিংবা খড়ের দ্বারা দেবগৃহ নির্মাণ করিলেও অকথনীয় ফল লাভ হয়।

---

১) পূর্বে দেখ। ২) পরমসং, ১৮।১—৭

৩) ঐ, ১৮।৮—১০

(বিষ্ণু) ভাগবতপুরাণে' ও আছে

"কর্তুশ্চ সারথের্হেতোরনুমোদিতুরেব চ।
কর্মণাং ভাগিনঃ প্রেত্য ভূয়ো ভূয়সি তৎফলম্ ॥"—(১১।২৭।৫৫

অর্থাৎ কোন কর্ম করিয়া কর্তা যে ফল লাভ করে, তাহার সহকারী, প্রযোজক এবং অনুমোদকও পরলোকে উহার এক অংশের ভাগী হয়। যে যত অধিক সহকারিতা, প্রেরণা বা অনুমোদন করে সে কর্তার কর্মফলের তত অধিকতর অংশের ভাগী হয়।

৪) ঈশ্বরসং, ২১।৫০৬-৫১০ পাদ্মসং, ২১।১৭

এক মন্দির নির্মাণকারী স্বর্গে গমন করে। তিন মন্দির নির্মাণকারী ব্রহ্মলোকভাগী হয়। পাঁচ মন্দির নির্মাণকারী শিবলোক (প্রাপ্ত হয়)। আট মন্দির নির্মাণকারী বিষ্ণুলোকে স্থিতি (লাভ করে)। আর ষোল মন্দির নির্মাণকারী ভুক্তিমুক্তি প্রাপ্ত হয়। কনিষ্ঠ, মধ্যম ও শ্রেষ্ঠ হরি-মন্দির নির্মাণ করাইয়া (মনুষ্য) যথাক্রমে স্বর্গ, বিষ্ণুলোক ও মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। ধনবান্ ব্যক্তি ধন উপার্জন করত উহার স্বল্প দ্বারা দেবালয় নির্মাণ করাইয়া যে ফল লাভ করে, (স্বল্প বিত্তবান্ ব্যক্তি) কনিষ্ঠ (দেবালয় নির্মাণ) দ্বারা সেই পুণ্য লাভ করে। হরির (মন্দির) নির্মাণ করাইয়া অতি অধিক পুণ্য সম্প্রাপ্ত হয়। ইত্যাদি।[১] সুতরাং দৈব কিংবা পৌরুষ-বশতঃ ধন প্রাপ্ত হইয়া ব্রাহ্মণগণকে সম্যক্ দান করিবে এবং কীর্তনসমূহ করাইবে।

"দানেভ্যশ্চাধিকং যস্মাৎ কীর্তনেভ্যঃ পরং যতঃ॥
অতস্তৎ কারয়েদ্ধীমান্ বিষ্ণ্বাদের্মন্দিরদিকম্।"[২]

যেহেতু বিষ্ণ্বাদির মন্দিরাদি (নির্মাণ) দানসমূহ হইতে অধিক এবং কীর্তনসমূহ হইতেও শ্রেষ্ঠ, সেই হেতু ধীমান্ ব্যক্তি তাহা করাইবে। হরির মন্দির স্থাপন করিলে ভক্তিমান্ নরোত্তমগণের সমস্ত তপস্যা কৃত হয় এবং তাহাদের দ্বারা চরাচর, ত্রৈলোক্য (সৎপথে) স্থাপিত হয়। আব্রহ্মস্তম্ব পর্যন্ত সমস্তই বিষ্ণু হইতে সমুদ্ভূত। সেই দেবাদিদেব, সর্বজ্ঞ ও সর্বগণ্য মহাত্মা ভগবান্ বিষ্ণুকে প্রতিষ্ঠা করিলে (মনুষ্য) পুনরায় পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে না। বিষ্ণুর গৃহ কারীর যে ফল হয়, শিব, ব্রহ্মা, সূর্য, বিঘ্নেশ, চণ্ডী, লক্ষ্মী, প্রভৃতি দেবদেবীগণের গৃহকারীরও সেই প্রকার ফল হয়। দেবালয় নির্মাণে যে পুণ্য হয়, প্রতিমাকরণে তদপেক্ষা অধিক হয়। প্রতিমা স্থাপন ও যাগ করিলে (পুণ্য) ফলের অন্ত থাকে না।"[৩]

ভাবনাময় কর্ম—যে সকল ভক্ত মন্দির নির্মাণ, প্রতিমা প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি পুণ্য কর্মসমূহ করিতে সমর্থ নহে, তাহাদিগের জন্য 'পরমপুরুষসংহিতা'য় এক ভাবনাক্রম ব্যাখ্যাত হইয়াছে। কথিত হইয়াছে যে ঐ ভাবনা অনুসারে করিলে ভোজনস্নানপানাদি সামান্য কর্মসমূহেরও দ্বারা প্রপন্ন ব্যক্তিগণ মন্দির নির্মাণাদি মহৎ কর্মসমূহের মহৎ পুণ্য ফল সম্প্রাপ্ত হয়।[৪] "নিজ গৃহ হরি-মন্দির, নিজে অর্চক এবং স্ত্রীপুত্রাদি অপর সকলে সেবক—সর্বদা ইহা মনে করিয়া যদি গৃহস্থ গৃহকর্মসমূহে প্রবৃত্ত হয়, তবে সে স্বগৃহে সর্বদা হরিকে অর্চনার পুণ্য লাভ করে। তাহাতে কোন সংশয় নাই। স্বীয় দারাপুত্রাদির পোষণে এবং ভূষণে যে তাহাদের অন্তঃস্থ হরিকে ধ্যান করত ঐ সমস্ত তাঁহাকে সমর্পিত হইল বলিয়া সর্বদা ভাবনা করে, সেই নরো-ত্তম পৃথিবীতে হরিকে (অন্নবস্ত্রাদি) সমর্পণের পুণ্য প্রাপ্ত হয়। যে বুধ নিজের শরীরের ক্ষালন করিতে করিতে এই সম্ভাবনা করে যে ভগবানের মন্দিরের সম্মার্জনাদি করিতেছে, নিজে বস্ত্র ধারণ করিতে করিতে মনে করে যে হরির গৃহের অলঙ্কার করিতেছে, এবং ভোজন করিতে মনে করে যে স্বীয় অন্তরে প্রবিষ্ট ভগবান্‌কে অন্ন নিবেদন করিতেছে, সেই নরাগ্রণী সর্বদা এই প্রকার ভাবনামাত্র দ্বারা সেই সকলের সমস্ত ফল লাভ করে। ইহসংসারে তাহাতে কোন সংশয় নাই। তাহাদের হৃদয়ে স্থিত শ্রীহরিকে মনে মনে ধ্যান করত বৈষ্ণবাদিকে

---

১) পুরুষোত্তমসং, ৩।২'২— ২) ঐ, ৩।২৭'২—২৮'১ ৩) ঐ, ৩।২৬'২—৩৩'১

৪) পরমপুরুষসং, ৮।১৪'২—১৬'১

বন্দন করিলে, তাঁহাকে বন্দনের ফল প্রাপ্তি হয়। হে মুনিসত্তম্, এই প্রকারে কেবল ভাবমাত্র দ্বারা সন্ধ্যাদি উপাসনায় এবং দেব-ঋষি-পিতৃ-তর্পণে সর্বদেবস্বরূপ হরি ইহজগতে নিশ্চয়ই সন্তর্পিত হন। হে ভূসুর, যদি কাহারও বস্ত্র কিংবা ভূষণ প্রমাদ বশতঃ মাটিতে পড়িয়া নষ্ট হয়, তবে সেই বস্ত্রাদি সমস্ত হরিকে সমর্পিত হইয়াছে ভাবনা করিলে উহার সমস্ত ফল লাভ হয়। এই পৃথিবীতে তাহাতে সংশয় নাই। যদি কাহারও ধনাদি চৌর কর্তৃক অপহৃত হয় তবে এই ভাবনা করিবে যে 'তৎসমস্ত শ্রীবিষ্ণুকে সমর্পিত হইল' ঐ মহান্ ভাবনা দ্বারা, হে মুনিপুঙ্গব, চৌরের হৃদয়ে স্থিত শৌরি ঐ সকল ধনাদির দ্বারা তৃপ্ত হন। ইহলোকে যদি কাহারও কখন কোন মহদ্দুঃখ হয়, তখন সে এই ভাবনা করিবে যে দেবেশ নিশ্চয় প্রসন্ন হইয়াছেন।' কেননা, ইহসংসারে যাহার প্রতি মহাবিষ্ণু প্রসন্ন হন, সে জন্মজন্মান্তরে অর্জিত (সঞ্চিত) কর্ম, তথা প্রারব্ধ কর্ম, সমস্তই নিশ্চয় সদ্য ভোগ করত অন্তে হরির সাযুজ্য প্রাপ্ত হয়। সেই কারণেই ইহলোকে ভক্তগণের দুঃখসম্ভব হইয়া থাকে। অধিকন্তু ইহলোকে ধনাধিক্য হইলে মনুষ্যগণের শত শত ভববন্ধনাদি হইবে। সেই কারণে হরি যাহাকে সাযুজ্য প্রদান করিতে ইচ্ছা করেন, তাহাকে প্রথমে মহদ্দুঃখসমূহ প্রদান করত তিনি স্বয়ং শোধন করেন। সৃষ্টিতে দেবদেবের সুখ ও দুঃখ সমান বলিয়া স্মৃত হয়। সেইহেতু প্রপন্ন সুখে ও দুঃখে সমভাবনা করত একমাত্র হরি প্রসাদেই দুঃখ হইয়া থাকে বলিয়া ভাবনা করিবে। ইহলোকে যাহার গৌরব, ধন, সৌখ্য, স্ত্রীপুত্রাদি, মহাকীর্তি, কিংবা মান্যতা অধিক হয় শ্রীভগবানে তাহার প্রক্তি নিশ্চয় অল্প হয়। সুতরাং ইহসংসারে সুদুঃখিত হইলেও সদা হরিপদ ধ্যাননিরত প্রপন্ন মোক্ষ প্রাপ্ত হইবে।"[১]

স্বকর্ম দ্বারা ভগবদারাধন—প্রতিমা পূজাদির দ্বারা ভগবানের আরাধনের বিধান প্রদান সত্ত্বেও এবং উহাদের পদ্ধতির প্রপঞ্চন সত্ত্বেও, 'সাত্বতসংহিতা'য় ইহা উক্ত হইয়াছে যে,

"স্বকর্মণা যথোৎকর্ষমভ্যেতি ন তথাঽর্চনাৎ।
তস্মাৎ স্বেনাধিকারেণ কুর্যাদারাধনং হরেঃ॥"[২]

'স্বকর্ম (অনুষ্ঠান) দ্বারা (মানুষ) যেমন উৎকর্ষ সর্বপ্রকারে লাভ করে, (প্রতিমাদির) অর্চনা দ্বারা তেমন করে না। সেইহেতু স্বীয় অধিকার (অনুযায়ী কর্মানুষ্ঠান) দ্বারা হরির আরাধনা কর্তব্য।' বর্ণাশ্রমোচিত ধর্মসমূহ যথাযথ পালন করতই যে ভগবান্‌কে অর্চনা করিতে হইবে, তাহা পৌষ্কর জয়াখ্যাদি সংহিতাসমূহে উক্ত হইয়াছে।[৩] 'বিষ্ণুসংহিতা'য় আছে, সর্বসাধন শরীর লাভ করত ভগবানের প্রসাদের জন্য শুভ কর্ম করা মানুষের অবশ্যই উচিৎ। "স্ববর্ণাশ্রম কর্মসমূহ দ্বারা তিনি প্রসাদিত হইলে সকলেরই সমস্ত কামনা হস্তগত হয়, এবং অন্তে মুক্তি দুর্লভ হয় না (অর্থাৎ সুলভ হয়)।"[৪] 'লক্ষ্মীতন্ত্রে' ভগবতী লক্ষ্মী বলিয়াছেন যে তাঁহার প্রীতি বিবর্ধক উপায়-চতুষ্টয়ের,—যেই চারি উপায় দ্বারা পরম প্রীত হইয়া তিনি অমলাত্মা জীবের মধ্যে মোক্ষপ্রদ জ্ঞান উৎপন্ন করেন, উহাদের—আদ্য "স্বজাতিবিহিত কর্ম"।[৫] "চারি

---

১) পরমপুরুষদং, ৮।১৬'২— ২) সাত্বতসং, ৭।৫৪

৩) পৌষ্করসং,৩৮।২৩০— ; জয়াখ্যসং, ৯।৭১'২—৭২ , ১৬।৫২ ; অহির্বুধ্ন্যসং, ৩২।৬০ ; পাদ্মসং, ২।৩।১

৪) বিষ্ণুসং, ৪।৪৭—৮ ৫) লক্ষ্মীতং, ১৫।১১'২—৭'১

লক্ষণ যুক্ত ত্রিবিধ বৈদিক কর্ম,—স্ববর্ণাশ্রমসম্বন্ধী, নিত্যনৈমিত্তিকাম্বিক, এবং অকামহতসংসিদ্ধ কর্ম—তাহাই পূর্ব সাধন। পরন্তু উহাতে চতুর্বিধ সন্ন্যাস করা বিপশ্চিদ্‌গণের উচিত। মদারাধনা-কাম হইয়া শাস্ত্রীয় নিত্য এবং নৈমিত্তিক কর্মসমূহ আচরণ করিয়াই মন্ত্রোক্ত দেবতায়, কিংবা প্রকৃতিতে, কিংবা ইন্দ্রিয়সমূহে, কিংবা পরম দেবদেব জনার্দন বাসুদেবে, প্রথমে কর্তৃত্ব সন্ন্যাস, (পরে) ফলসন্ন্যাস, এবং দেবদেব জনার্দনে কর্মসমূহেরও সন্ন্যাস (কর্তব্য)। উহা আমাকে সততই প্রীত করে।"[১] লক্ষ্মী পরে বলিয়াছেন যে স্বকর্মাচরণ অন্তঃকরণকে শুদ্ধ করত শুদ্ধ সংজ্ঞান উৎপন্ন করে,—তিনিই তদ্‌দ্বারা প্রীত হইয়া অন্তঃকরণশোধন এবং বুদ্ধিযোগ প্রদান করেন।[২] 'শাণ্ডিল্যসংহিতা'র মতে,

"বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্।
আরাধ্যতে তদা সদ্যঃ প্রসীদতি ন চান্যথা॥"[৩]

অর্থাৎ বর্ণাশ্রমাচারবান্ হইয়া আরাধনা করিলেই পরম পুরুষ সদ্য প্রসাদ করেন; অন্য প্রকারে নহে। বসিষ্ঠসংহিতা'য় বিবৃত হইয়াছে যে মুনীশ্বরগণ মহর্ষি বসিষ্ঠের নিকটে আগমন করত যথাবিধি প্রণামপূর্বক জিজ্ঞাসা করেন, "হে ভগবান্, মনুষ্যগণ কোন্ কর্ম দ্বারা মোক্ষ প্রাপ্ত হইবে? হে বিপ্রেন্দ্র, আমরা সেই কর্ম শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। আপনি তাহা বলুন।" তখন বসিষ্ঠ উত্তর করেন, "ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এবং অন্তরঙ্গগণ—ইহারা সকলেই স্বকর্মনিরত হইলেই পরাগতি লাভ করে।" অনন্তর তিনি উহাদের প্রত্যেকের, তথা স্ত্রীগণের, ভগবান্ ব্রহ্মা কর্তৃক তাঁহাকে প্রোক্ত "স্বকর্ম" বর্ণনা করেন।[৪] 'অগস্ত্যসংহিতা'য় আছে, "সংসারনাশার্থ সেই প্রভু বর্ণসমূহের স্বাশ্রমোক্ত নিয়ম দ্বারাই ধ্যেয়। (তাহাতে সংসার বিনাশ পায়। সুতরাং মনুষ্য ইহ সংসারে) পুনরাবর্তন আর করে না। হে দেবি, যাহারা তদ্রূপে ব্যতীত স্বাশ্রমোক্ত নিয়ম পরিত্যাগ করত আত্মাকে উপাসনা করে, তাহারা ভববন্ধন হইতে মুক্ত হয় না।"[৫] শ্রুতি, স্মৃতি, এবং পুরাণসমূহে যে যে (বর্ণ এবং) আশ্রমের জন্য যে যে নিয়ম বিহিত হইয়াছে সেইগুলিকে মুমুক্ষুগণ নিশ্চয় পরিত্যাগ করিবে না।[৬]

আচার্য মধ্ব কোন পাঞ্চরাত্রসংহিতা হইতে যাহার নাম তিনি উল্লেখ করেন নাই,—এই বচনটি উদ্ধৃত করিয়াছেন,[৭]

"স্বধর্মো মম তুষ্ট্যর্থঃ স হি সর্বৈরপেক্ষিতা।"

অর্থাৎ একমাত্র স্বধর্মাচরণ দ্বারাই ভগবান্ পরিতুষ্ট হন। সুতরাং তাঁহাকে তুষ্ট্যর্থ সকলকেই উহা নিশ্চয় করিতে হইবে। আচার্য-শ্রীধর স্বামী মনে করেন যে '(বিষ্ণু)ভগবতপুরাণে'র মতে

১) লক্ষ্মীতং, ১৫।১৮—২২ ২) ঐ, ১৬।৩৪·২—৬·১

৩) শাণ্ডিল্যসং, ভক্তিখণ্ড, ১।১৯।২ এই বচনের প্রথম পংক্তি 'গরুড়পুরাণে' (১।২২৯।৭) ও পাওয়া যায়। তথায় দ্বিতীয় পংক্তির এই পাঠ আছে, "বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থা নান্যস্তত্তোষকারকঃ।"

৪) 'বসিষ্ঠসংহিতা', Descriptive Catalogue of Sanskrit Manuscripts, Madras, Vol. XI No. 5860, pp, 4156-7

৫) অগস্ত্যসং, ২।৭—৮

৬) ঐ, ২।৯ ৭) 'গীতা', ৩।১৭ মধ্বভাষ্য

মনুষ্যকে তত্ত্বজ্ঞানলাভার্থ পঞ্চরাত্রাদিতে উক্ত বৈষ্ণধর্মসমূহে অবহিত হইয়া উহাদের অবিরোধে বর্ণাশ্রমাচারসমূহ অনুষ্ঠান করিতে হইবে।[১]

পক্ষান্তরে, 'লক্ষ্মীতন্ত্রে' স্বধর্মাচরণকে এই বলিয়া নিন্দা করা হইয়াছে যে, স্বকর্মনিরত ব্যক্তিগণ বহু জন্মজন্মান্তরে মহাক্লেশে যাহা প্রাপ্ত হইয়া থাকে, অচ্ছিদ্রপঞ্চকালজ্ঞ এবং পঞ্চযজ্ঞ-বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ তাহা একশত বৎসরে (অর্থাৎ এক জন্মে) অনায়াসে প্রাপ্ত হয়।[২] 'অগস্ত্য-সংহিতা'য় আছে, (শাস্ত্রের) বিধি এবং নিষেধ যেমন মুক্তির কাছেও যায় না, তেমন বিধিপূর্বক রামোপাসককেও স্পর্শ করে না। যে সতত অনন্যচিত্তে 'আমি রামই'—এই প্রকার চিন্তা করে, তাহার ইহলোকে বিহিত ও (কিছু) নাই, এবং নিষিদ্ধ ও (কিছু) নাই। ··· সুতরাং যাহারা 'আমি রামই'—ইহা তাৎপর্যতঃ বলে, তাহারা প্রকৃত রামই; তাহাদের বিহিতাদি নাই।"[৩]

অহৈতুকী কৃপা—'পরমসংহিতা'র কোন কোন বচন হইতে ইহা মনে হইতে পারে যে ভগবানের প্রসাদ প্রযত্ন দ্বারা লাভ করা যায় না। "তাঁহার ইচ্ছাতেই কর্মসমূহ এবং উহাদের ফলসমূহ প্রবর্তিত হয়। সম্পদের সমাহারে কিংবা আপদের নিবারণে মনুষ্য কখনও সমর্থ নহে। সেই হেতু দেবকে উপাশ্রয় কর্তব্য।"[৪] পরে আছে, "হে পদ্মজ, কাল আমার প্রসাদের কারণ নহে। অর্চনের গৌরব কিংবা পূজকের দুঃখও (কারণ) নহে।"[৫] তাহাতে মনে হয় যে ভগবানের প্রসাদ লাভের কোন হেতু নাই,—মানুষের কোন প্রকার সাধনা ভগবানের প্রসাদ আনয়নের হেতু হয় না; কোন হেতু ব্যতীতই ভগবান্ জীবকে কৃপা করিয়া থাকেন। পরন্তু ঐ সকল বচনের প্রকরণ আলোচনা করিলে ঐ অনুমান সত্য হইবে না। প্রথমোদ্ধৃত বচনের অব্যবহিত পূর্বে কথিত হইয়াছে যে "ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র, এমন কি স্ত্রীগণও, নিজ নিজ স্বভাব অনুসারে ভক্তিযুক্ত হইয়া দেবের পূজন করিবে। ধনী বা দরিদ্র, যুবক বা স্থবির, পণ্ডিত কিংবা যোগী সকলেরই উচিত দেবের পূজন করা। হরিপাদার্চন ব্যতীত অপর কিছুই পরম হিত নহে। সেই হেতু পুরুষ সর্বপ্রযত্নে বিষ্ণুভক্ত হইবে। সেই পুরুষোত্তম ব্যতীত ইহসংসারে অপর কেহই (নির্বাণ) ফল দিতে পারে না।"[৬] উহার অব্যবহিত পরে অর্চনাবিধি ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ভগবানের প্রসাদ লাভের জন্য পূজাদির কোন প্রয়োজন না থাকিলে, 'পরমসংহিতা' এই প্রকারে পূজার বিধান দিত না এবং উহার বিধি ব্যাখ্যা করিত না। দ্বিতীয় বচনের অব্যবহিত পরে পরম বলিয়াছেন, "আমি স্বয়ংই পূজকের গুণাগুণ, পূজার সম্পদ্, তথা কালের গমন (অর্থাৎ কত কাল ধরিয়া পূজা করিয়াছে) জানি। ঐসকল সম্পদ্ বিচার করিয়া আমি স্বয়ংই সর্বদা প্রসন্ন হইব এবং প্রসন্ন হইয়া অনুগ্রহ করিব। পরন্তু কখনও তাড়াতাড়ি

---

১) '(বিষ্ণু) ভাগবতপুরাণে' কৃষ্ণ বলিয়াছেন,

"ময়োদিতেষবহিতঃ স্বধর্মেষু মদাশ্রয়ঃ।
বর্ণাশ্রমকুলাচারমকামাত্মা সমাচরেৎ॥"—(১১।১০।১)

উহার ব্যাখ্যায় শ্রীধরস্বামী ঐ প্রকার বলিয়াছেন।

২) লক্ষ্মীতং, ১৭।১০—　　৩) অগস্ত্যসং, ১৯।২৬—৭, ২৯

৪) পরমসং, ৩।৩৪-৪　　৫) ঐ, ৩০।৯　　৬) ঐ, ৩।২৯'২-৩২

নহে।"[১] সুতরাং ভগবানের পূজা ব্যতীত তাঁহার প্রসাদ লাভ হইতে পারে না এবং পূজার জন্য প্রযত্ন চাহি। অন্যত্র পরম বলিয়াছেন, "শুভকর্মকরান্ ভক্তাননুগৃহ্ণামি" (শুভকর্মকারী ভক্তগণকেই আমি অনুগ্রহ করি'।)[২] "যেহেতু এই প্রকার, সেইহেতু সর্বসাধন শরীর লাভ করিয়া দেহিগণের উচিত আমার প্রসাদ লাভার্থ বিশুদ্ধ কর্ম করা উচিত। আমি প্রসন্ন হইলে, হে পিতামহ, সর্বপুরুষের স্বর্গ কিংবা অপবর্গ হইবে। তাহাতে কোন সংশয় নাই।"[৩] এই সকল বচন হইতে, তথা পূর্বের প্রকরণে যাহা বলা হইয়াছে তাহা হইতে, নিশ্চিতরূপে বলা যায় যে 'পরমসংহিতা' অহৈতুকী কৃপাবাদী নহে, যদিও উহার কোন কোন বচন, উহাদের প্রকরণ হইতে পৃথক্ করিয়া বিচার করিলে, সেই প্রকার মত পোষণ করে বলিয়া মনে হয়।

'অহির্বুধ্ন্যসংহিতা'র মতে, জীব ভগবানের নিগ্রহ শক্তি বা তিরোধান শক্তি দ্বারা স্বরূপ-চ্যুত হইয়া নানাপ্রকার কর্ম করিয়া জন্মমৃত্যুবন্ধনগ্রস্ত হইয়াছে। পূর্বে তাহা বিবৃত হইয়াছে।[৪]

"এবং সংসৃতিচক্রস্থে ভ্রাম্যমাণে স্বকর্মভিঃ॥
জীবে দুঃখাকুলে বিষ্ণোঃ কৃপা কাঽপ্যুপজায়তে।"[৫]

'এই প্রকারে সংসৃতিচক্রস্থ, স্বকর্মসমূহ দ্বারা ভ্রাম্যমান এবং দুঃখাকুল জীবের প্রতি বিষ্ণুর কি এক কৃপা উৎপন্ন হয়।' "উহা বিষ্ণুর সঙ্কল্পরূপিণী পঞ্চমী শক্তি, অনুগ্রহাত্মিকা শক্তি বলিয়া উক্ত হয়। উহাই বিষ্ণুর পরা কৃপা। আগমবাদিগণ কর্তৃক উহা বিষ্ণুর শক্তিপাক (?ত) বলিয়া নিগদিত হয়। বিষ্ণুর করুণাবর্ষারূপা অনুগ্রহশক্তি যখন জীবের উপর নিপতিত হয়, তখন সে বিষ্ণুসমীক্ষিত হয় "বিষ্ণু-সমিক্ষিত জীব কর্মসাম্য প্রাপ্ত হয়। ঐ শক্তিপাক (?ত) জীবকে সংসৃতি হইতে উদ্ধার করে। (শুভাশুভ) কর্মদ্বয় তখন সম হইয়া তুষ্ণীম্ভাব প্রাপ্ত হয়। পথিক রাজকীয় মণ্ডলীতে (আধুনিক পুলিস থানায়) পৌঁছিয়া গেলে তাহাকে লুট করিতে তাহার পশ্চাদনুসরণকারী ডাকাত লুটের উদ্যোগ পরিত্যাগ করত তাহার প্রতি সমভাবাপন্ন হইয়া উদাসীন হয়। তেমন ভগবানের অনুগ্রহাত্মিকা শক্তির পাতক্ষণেই মনুষ্যের শুভাশুভ কর্মদ্বয় তাহার প্রতি সমভাবাপন্ন হইয়া উদাসীন হয়। তৎপাতানন্তর জীব মোক্ষসমীক্ষায় যুক্ত বৈরাগ্যে প্রবর্তমান এবং বিবেকে অভিনিবেশবান্ হয়। আগমসমূহের সম্যক্ অনুচিন্তন করত গুরুর নিকটে উপসন্ন হয়। শুদ্ধ সত্ত্ব লাভের তদুপদিষ্ট উপায়সমূহ অনুসারে সাধন করত জীব প্রবুদ্ধ হয়। অনন্তর বোধপালন হইয়া (অর্থাৎ সেই বোধে সতত আরূঢ় থাকিয়া), গুরু হইতে প্রাপ্ত সম্বোধকে ক্ষীণ হইতে না দিয়া, পক্ষান্তরে ক্লেশাদিকে ক্ষীণ করিয়া, সর্বত্র হইতে সার সঞ্চয় করিয়া, পরাজ্ঞান আহরণ করে।[৬] "স্বয়ং সাংখ্যযোগসমাবেশী, সৎকর্মনিরত, উগ্রব্রতধর এবং বেদান্তজ্ঞাননিশ্চল জ্ঞানী হয়। সংহত ও বিগৃহীত (অর্থাৎ জ্ঞান সমাহরণের এবং ক্লেশাদি তৎপ্রতিবন্ধক পরিত্যাগের) ঐ সকল সুনিশ্চিত উপায়সমূহ দ্বারা মহাক্লেশে বৈষ্ণব স্থান প্রাপ্ত হয়।"[৭] জ্ঞানাধিক্য সম্প্রাপ্ত হইয়া এবং

১) পরমসং, ৩০।১০-১ ২) ঐ, ২।১১৩.১ ৩) ঐ, ২।১১৪-৫
৪) পূর্বে দেখ। ৫) অহির্বুধ্ন্যসং, ১৪।২৮.২-২৯.১
৬) ঐ, ১৪।২৯.২-৩৮
৭। "সংহতৈর্বিগৃহীতৈশ্চ মার্গৈরেভিঃ সুনিশ্চয়ৈঃ।
ক্লেশেন মহতা স্থানং বৈষ্ণবং প্রতিপদ্যতে॥"—(ঐ, ১৪।৪০)

বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া অনাবিল এবং অসংক্লেশ সেই বৈষ্ণব পদে প্রবেশ করে।"[১] 'জয়াখ্যাসংহিতা'য়ও প্রায় সেই প্রকার কথা আছে। ভবসাগরে পরিভ্রান্ত, সংসারবৃক্ষস্থ পক্ককর্মরস ফলের সদৃশ মনুষ্যের ভগবানের শক্তির সামর্থ্যে ক্ষণ মধ্যে গুণসাম্য হয়। গুণসাম্য হওয়ার সমনন্তর কর্মসমতা উৎপন্ন হয়। এবং কর্মসমত্ব হইতে আত্মলাভদ বিচার প্রবৃত্ত হয়। 'আমি কে? আমার স্বরূপ কি? যাহাতে আমি আশস্তভাবে সর্বদা সংস্থিত আছি, সেই এই দুঃখপঞ্জর কি?'—এই প্রকারে মনন করিতে করিতে মনুষ্য তত্ত্বজ্ঞাননিষ্পন্ন গুরুর নিকটে গমন করে। গুরুমূর্তিগত সর্বজ্ঞ (ভগবান্) তাহার ব্যাকুলতা দেখিয়া এবং তাহার অধিকার বুঝিয়া তাহাকে যথোচিত সাধনায় নিযুক্ত করেন। নিজের সামর্থ্য বলে তাহাকে হয়ত স্বোপলব্ধ নির্বীজ পরমপদে, অভয়, সানন্দ ও চিন্ময় নির্বাণে, না হয় ভোগমোক্ষপ্রদ মন্ত্রারাধনাক্রিয়াক্রমে নিযুক্ত করেন। মন্ত্রারাধনায় আসক্ত, উহার সিদ্ধিসমূহে অলোলুপ, তদ্ধ্যাননিষ্ঠ এবং মহান্ তৎক্রিয়াপরায়ণ, তথা পরতত্ত্বাভিমুখাকাঙ্ক্ষী ও ব্রহ্মচর্যব্রতে স্থিত, ভক্ত সংসারকে অনিত্য এবং দুঃখময় বলিয়া ভাবনা করিতে থাকে। সতত ঐ প্রকার চিন্তা করিতে করিতে, তথা মন্ত্রাদির অনুগ্রহে এবং শারীরিক তপস্যার ফলে, তাহার সংসারের প্রতি পরবৈরাগ্য উৎপন্ন হয়। বর্ষাকালের মলিন এবং চঞ্চল নদী-জল যেমন শরৎকালের সমাগমে নির্মল ও প্রসন্ন হয়, তেমন বিষয়সমূহকলুষীকৃত এবং চঞ্চল চিত্ত পরবৈরাগ্যোদয়ে বিশুদ্ধিতা এবং প্রসন্নতা প্রাপ্ত হয়। প্রসন্ন চিত্ত নিস্তরঙ্গ সমুদ্রের ন্যায় স্থিরতা লাভ করে; বায়ুপ্রবাহরহিত স্থানে রক্ষিত দীপশিখার ন্যায় নিশ্চল হয়। তখন চিত্ত বোধের সম্মুখ হয়। অনন্তর চিত্ত বোধস্বরূপ হইয়া গেলে চিৎস্বরূপ মনুষ্য সম্বোধ লাভ করে। তাহাই পরম জ্ঞান বলিয়া স্মৃত হয়।[২] এইরূপে দেখা যায়, 'জয়াখ্যসংহিতা' এবং 'অহির্বুধ্ন্যসংহিতা' উভয়েরই মতে, জ্ঞানোদয়ের আসন্ন কারণ চিত্তের প্রসাদ এবং চিত্তপ্রসাদের আসন্ন হেতু সদ্‌গুরু কর্তৃক উপদিষ্ট মার্গে কঠোর সাধনা। তাই "জয়াখ্যসংহিতা'য়, ঐ বিবরণের অব্যাবহিত পূর্বে আছে যে, "যদ্দ্বারা অন্তঃকরণসংস্থিত জ্ঞেয়কে সম্যক্ প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেই ব্রহ্মাভিন্ন জ্ঞান" কি প্রকারে তত্ত্বতঃ লাভ করা যায়? নারদের এই প্রশ্নের উত্তরে ভগবান্ প্রথমে সংক্ষেপে বলেন, "সর্বোপাধিবিনির্মুক্ত একান্ত নির্মল সেই জ্ঞান যুক্তেরই যোগাভ্যাস হইতে ক্রমে উৎপন্ন হয়। তাহারই (অর্থাৎ যোগাভ্যাসেরই) দ্বারা উহার প্রাপ্তি হয়। হে বিপ্র, অন্য প্রকারে তাহা দুর্লভ।"[৩] যাহাতে "জ্ঞেয়সমতা" হয় (অর্থাৎ যাহাতে জ্ঞেয়-জ্ঞান-জ্ঞাতা—এই ভেদত্রিপুটি থাকে না) সেই জ্ঞান কি প্রকারে উদয় হয়?—তাহা আরও বিস্তারিতরূপে ব্যাখ্যা করিতে বলিলে ভগবান্ পূর্বোক্ত বিবরণ প্রদান করেন। তত্ত্বজিজ্ঞাসার উদয় হওয়ায় এবং তত্ত্ব জ্ঞানলাভার্থ সাধনা করিতে শুভবাসনা উদয় হওয়ার মূলে, উভয় সংহিতারই মতে, ভগবানের কৃপা আছে। ভগবান্ কৃপা করিয়া স্বীয় অনুগ্রহ-শক্তি পাত করিলেই মানুষের কর্মপ্রবৃত্তি শান্ত হয় এবং তত্ত্বজিজ্ঞাসা উদয় হয়। সুতরাং ভগবৎকৃপা তত্ত্বজ্ঞানোদয়ের দূরবর্তী কারণ। এখন প্রশ্ন,

---

১) অহির্বুধ্ন্যসং, ১৪।৩৯-৪১) আরও দেখ

"কালশক্তিবিকারস্থঃ সোঽয়ং সংসরতি ধ্রুবম্॥
সোঽয়ং শাস্ত্রীয়মাসাদ্য মার্গং স্বেনাভিজায়তে।"—১৪।১০'২-১১'১

২) জয়াখ্যসং, ৫।৪'২—   ৩) ঐ, ৫।১—

ভগবৎকৃপা লাভের হেতু কি? 'অহির্বুধ্ন্যসংহিতা' বলে, দুঃখাকুল জীবের প্রতি বিষ্ণুর "কৃপা কাচিৎ প্রজায়তে"। সুতরাং তন্মতে ভগবানের কৃপা লাভের কোন বিশেষ হেতু আছে বলিয়া মনে হয় না; অতএব উহা অহৈতুকী 'জয়াখ্যসংহিতা'য় কৃপার পাত্র মনুষ্যকে বৃক্ষের পাকা ফলের সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে, উহার কর্মরস পক্ক হইয়াছে বলা হইয়াছে।[১] সুতরাং তন্মতে কৃপা একেবারে অহৈতুকী বলিয়া মনে হয় না। এইরূপে, এই বিষয়ে সংহিতাদ্বয়ের মধ্যে কিঞ্চিৎ মতভেদ দৃষ্ট হইলেও, কৃপা লাভের পর মনুষ্য যে কঠোর তপস্যার ফলে জ্ঞানলাভ করিয়া থাকে, তদ্বিষয়ে কোন মতভেদ নাই। শ্রুতিতে আছে

"এষ হ্যেবৈনং সাধু কর্ম কারয়তি তং যমন্বানুনেষতি"।[২]

'যাহাকে তিনি (ব্রহ্ম) উর্দ্ধে লইয়া যাইতে ইচ্ছা করেন, তাহাকে দিয়া পুণ্য কর্ম করান।" উক্ত পাঞ্চরাত্রসংহিতাদ্বয়ে ইহারই বিস্তার করা হইয়াছে মাত্র।

সাত্বতসংহিতায় উক্ত হইয়াছে, "সর্বজ্ঞ আত্মতত্ত্বের অজ্ঞানব্যাপকত্ব এবং সুখদুঃখাদিসংবেদন কর্মচক্র অবলম্ববশতঃই। ঐ কর্মচক্র চপল এবং সদাই বর্ধমান। কর্মাত্মা যাবৎ পর্যন্ত সর্বজ্ঞশক্তি দ্বারা প্রবোধিত না হয়, তাবৎকাল পর্যন্ত উহা পৃথিব্যাদি আধার আশ্রয়করত অবস্থিত থাকে। প্রবুদ্ধ হইয়া মন্ত্রারাধন পূর্বক জ্ঞানানুষ্ঠানকর্ম দ্বারা উহার সংবোধ করিতে সর্বদা সমর্থ হয়।"[৩] সর্বজ্ঞ ভগবানের শক্তি দ্বারা প্রবোধিত হইবার কোন হেতু আছে কিনা বলা হয় নাই। তবে যাহাতে চিত্ত বিশুদ্ধ হইয়া কর্মবৃক্ষ বিনাশ পায়, সেই উদ্দেশ্যে উহার পৃথিব্যাদি আশ্রয়কে নীরস ও ঈরিণীভূত করিতে পূজা করিবার বিধান দেওয়া হইয়াছে।

শরণাগতিবাদের মূলে অহৈতুকীকৃপাবাদ আছে মনে হয়। কিঞ্চিৎ পরে ইহা প্রদর্শিত হইবে যে শরণাগতির তৃতীয় অঙ্গ "রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসঃ" (অর্থাৎ ভগবান্ আমাকে নিশ্চয়ই রক্ষা করিবেন—এই দৃঢ় বিশ্বাস)। 'অহির্বুধ্ন্যসংহিতা'য় ব্যাখ্যাত হইয়াছে যে, উহার তাৎপর্য এই যে "এই দেবতা পর হইলেও প্রাণীদিগের অনুকম্পন এবং নিত্য অনুগ্রহৈকধী"।[৪] অর্থাৎ তিনি প্রাণীদিগের প্রতি অনুকম্পাময় এবং তাঁহার বুদ্ধি একমাত্র তাহাদিগকে অনুগ্রহ করিবার দিকে, অর্থাৎ স্বভাবতঃই তিনি সতত প্রাণিগণকে কৃপা করিয়া থাকেন। আরও কথিত হইয়াছে যে, তিনি প্রাণিগণের প্রতি উদাসীন, কিংবা উহাদের কর্মানুসারে মাত্র উহাদিগকে ফল প্রদান করিয়া থাকেন—এই প্রকার মতি বা বিশ্বাস উহার বিরোধী,—উহাকে হনন করে।[৫] সুতরাং জীবের কর্মাকর্মসাপেক্ষ না হইয়াও স্বভাববশতঃই ভগবান্ তাহাকে অকাতরে কৃপা করিতে নিত্য সমুদ্যত—এই বিশ্বাসই উক্ত ব্যাখ্যা মতে শরণাগতির তৃতীয় অঙ্গ। উহা অহৈতুকী-কৃপাবাদই।

'বৃহদ্ব্রহ্মসংহিতা'য়ও অহৈতুকীকৃপাবাদ আছে। পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে তন্মতে বিষ্ণুর সহিত মনুষ্যের দাসত্ব সম্বন্ধই তাহার মোচক। কথিত হইয়াছে যে তাপাদিপঞ্চসংস্কার

---

১) 'অহির্বুধ্ন্যসংহিতা'য়ও অন্যত্র উক্ত হইয়াছে যাহার অন্তঃকরণের কষায় ক্ষীণ হয়, তাহারই পরতত্ত্ব-জিজ্ঞাসা উদয় হয়। (১।১৬)

২) কৌষীব্রাউ, ৩।৯ ৩) সাত্বতসং, ১৮।১৫৭—১৬০·১

৪) অহির্বুধ্ন্যসং, ৫২।১৭·২—১৩·১ ৫) ঐ, ৫২।১৮·২—১৯·১

হইতে উহা উৎপন্ন হয়। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও কথিত হইয়াছে যে বিষ্ণুর সহিত নিজের অনন্যাহর্শেষত্ব অনুভাবন,—মন, বাণী ও কায় দ্বারা সেই সম্বন্ধের অনুসন্ধান কোন প্রকার সাধন সিদ্ধ নহে, পরন্তু "নির্হেতুকী ক্রিয়া।" যোগসমাধি ব্যতীতও কেবল হরির কৃপাতেই সর্ববিষয়ে মনের নিঃসঙ্গত্ব উৎপন্ন হয়;—সর্ববস্তুতে তীব্র বৈরাগ্য জন্মে। তখন ভগবানের শ্রীচরণে আত্যন্তিকী ভক্তি হয়। একমাত্র ভগবানের প্রসাদেই উহা সংসাধ্য। দয়ানিধি ভগবান্ যাহাকে আত্মীয়রূপে অনুগ্রহ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহার আত্যন্তিকী প্রীতি উৎপন্ন হয়। উহা অন্যসাধনা নহে (অর্থাৎ অন্য কোন সাধন লভ্য নহে।)।[১] উহার অন্যত্র আছে, যদ্দারা ভগবান্ কৃষ্ণ প্রসাদ করেন, সেই ভাগবতধর্মমতে শঙ্খচক্রাঙ্কিত কৃষ্ণে প্রপন্ন ভক্ত ঐহিক ও আমুষ্মিক বিষয়ের চিন্তা কখনও নিশ্চয় করিবে না। কেননা, ঐহিক পূর্ব-চরিতকর্মফল অনুসারে সদাই হইবে, আর আমুষ্মিক কৃষ্ণ স্বয়ং নিশ্চয় করিবেন। সেইহেতু উহাদের জন্য প্রযত্ন মনুষ্যগণের সর্বথা ত্যাজ্য। সর্বোপায়পরিত্যাগই কৃষ্ণোপায়ত্বযাচন।[২] তবে যেমন পতি দীর্ঘকাল প্রবাসে থাকিলে পতিপরায়ণা এবং প্রিয়ানুরাগিণী স্ত্রী গৃহে থাকিয়া দীন হইয়া নিত্য একমাত্র পতির সঙ্গ আকাঙ্ক্ষা করে, তাহার গুণসমূহ ভাবনা করে, তাহার বিষয় গান করে ও শ্রবণ করে, প্রপন্ন ভক্ত সেই প্রকার শ্রীকৃষ্ণের লীলাদির স্মরণাদি করিবে। "ন পুনঃ সাধনত্বেন কার্যং তত্তু কদাচন" ('পরন্তু তাহা সাধনরূপে কদাচও করিবে না')।[৩]

ভক্তি—কথিত হইয়াছে যে ভগবানের প্রসাদ লাভের উপায়সমূহের একটি তাঁহার প্রতি ভক্তি। 'বিষ্ণুসংহিতা'য় আছে, তদ্গতা ভক্তি ঐশ্বর্য এবং অপবর্গ উভয়েরই সাধনী।[৪] ভক্তি কি? 'পরমসংহিতা' বলে,

"স্নেহপূর্বমনুধ্যানং ভক্তিরিত্যভিধীয়তে॥"[৫]

অর্থাৎ স্নেহ সহকারে ভগবানের অনুধ্যানই তাঁহার প্রতি ভক্তি বলিয়া কথিত হয়। ঐ ভক্তি, বিশেষতঃ বিষ্ণুভক্তি,—যাহা লাভ করিলে অচিরে পরা সিদ্ধি লাভ হয়, তাহা অষ্টাঙ্গ বলিয়া কথিত হয়। যথা,—(১) নিত্য দেবতার আরাধনা, (২) সময়-রক্ষণ, (৩) বৈষ্ণবকে বিশ্বাস, (৪) পূজায় মহান আদর, (৫) নিজে আরাধনা করিতে যত্ন, (৬) তাঁহার কথা শ্রবণে আদর, (৭) পরকে বাধাপ্রদানে অনাস্থা, এবং (৮) ভগবানের পূজাকে জীবিকা না করা।[৬] '(বিষ্ণু) ভাগবতপুরাণে' উক্ত নারায়ণীয়ধর্মের নবলক্ষণা ভক্তি হইতে এই অষ্টাঙ্গ ভক্তি ভিন্ন। শ্রবণ ও অর্চন—মাত্র এই দুই বিষয়ে উহার সহিত ইহার মিল আছে।[৭] যাহা হউক, 'পরমসংহিতা'য়

---

১) বৃহদ্ব্রহ্মসং, ৪।৭।১০০-১০৬

২) "অতো হি তৎকৃতে ত্যাজ্যঃ প্রযত্নঃ সর্বথা নরৈঃ।
সর্বোপায়পরিত্যাগঃ কৃষ্ণোপায়ত্বযাচনম্॥"—(ঐ, ২।৫।৩৫)

৩) ঐ, ২।৫।৭৩·২—৮·১

৪) বিষ্ণুসং, ৩০।৩৯ ৫) পরমসং, ৪।৭১·২ ৬) ঐ, ৪।৭১—

৭) বেঙ্কটনাথ-কর্তৃক কোন অনুক্তনামা গ্রন্থ হইতে অনূদিত একটা বচনেও অষ্টবিধ ভক্তির কথা আছে। (১) মদ্ভক্তজনবাৎসল্য, (২) (আমার) পূজায় অনুমোদন, (৩) স্বয়ং অভ্যর্চন, (৪) আমার অর্থে দম্ভবর্জন, (৫) মৎকথা শ্রবণে ভক্তি, (৬) স্বরনেত্রাঙ্গবিক্রিয়া, (৭) নিত্য আমার অনুস্মরণ, এবং (৮) আমাকে উপজীবিকা না করা—এই অষ্টবিধ ভক্তি যেই ম্লেচ্ছেও আছে, সে বিপ্রেন্দ্র, সে মুনি, সে শ্রীমান্, সে যতি এবং সে পণ্ডিত। তাহাকে

আরও উক্ত হইয়াছে যে ঐ অষ্টাঙ্গ ভক্তি ব্যতীত পূজা করা না করারই সমান। মনের প্রসাদ না হইলে পূজা নিষ্ফল।[১] কথিত হইয়াছে যে অহর্নিশ ধ্যান দ্বারা হরির রূপের সহিত পরিচিত হইবে। তাহাতে ভক্তি বৃদ্ধি পাইবে। তখন ভগবচ্চরণের প্রতি চিত্তবৃত্তি অনপায়ী হইবে। তাহা না হইলে পূজকের পতন হইবে। বিষ্ণুর শ্রীচরণে মন রাখিয়া মন্ত্র জপ করিতে করিতে হৃদয়ে ভগবান্ প্রকাশিত হন। মন্ত্রজপ, নিত্যার্চন, ধ্যান ও প্রণিধান—সমস্তই ভক্ত্যর্থ।[২] ভগবানে অবিকল ভক্তিই মনুষ্যগণের একমাত্র গতি। অপর যাহা কিছু তৎসমস্তই উহার বৃদ্ধির জন্য। নিত্য পূজার এবং স্তুতির উদ্দেশ্য ভক্তিকে বৃদ্ধি করা। ভক্তি না থাকিলে মানুষের সুমহান্ প্রযত্নও লোকাড়ম্বর মাত্রই হয় এবং তাহা ইহকালে ও পরকালে নিষ্ফল হয়। সুতরাং সর্বপ্রকার প্রযত্ন দ্বারা ভক্তিকে বৃদ্ধি করা উচিত। প্রবৃদ্ধ ভক্তি মনুষ্যকে বিষ্ণুর পরম পদে লইয়া যায়।[৩] 'শাণ্ডিল্যসংহিতা'র মতে, "যাহার সম্পর্কমাত্রেই ভবসাগরে বিরক্তি হয়, পরমাত্মার প্রতি বিশুদ্ধ বিজ্ঞানসন্ততি সম্প্রাপ্তি হয়, এবং আহারশুদ্ধি দ্বারা চিত্তের শুদ্ধি ও ধ্রুবা স্মৃতি লাভ হয় তাহাই ভক্তি। তাহা হইতে পরাত্মার প্রাপ্তি হয়। তাহা হইতে বিবেক, বৈরাগ্য, যোগ, কেশবে ভক্তি, শ্রবণ, মনন ও নিষ্ঠা হয়। তাহা হইতে অষ্টাঙ্গ দ্বারা বিমুক্তি হয়।"[৪] রূপগোস্বামীর 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু'তে এক পাঞ্চরাত্র সংহিতা হইতে—যাহার নাম উল্লিখিত হয় নাই—প্রেম ভক্তির নিম্নোক্ত সংজ্ঞা অনূদিত হইয়াছে,—

"অনন্যমমতা বিষ্ণৌ মমতা প্রেমসঙ্গতা।
ভক্তিরচ্যুতে··· ··· ··· ··· ···॥"[৫]

তথায় আরও কথিত হইয়াছে ঐ প্রেমভক্তি পাঞ্চরাত্রমতে দ্বিধা—মাহাত্ম্যজ্ঞানযুক্তা ও কেবলা। "পরন্তু মাহাত্ম্যজ্ঞানযুক্ত সুদৃঢ় এবং সর্বতোঽধিক স্নেহ 'ভক্তি' বলিয়া প্রোক্ত হয়। উহার দ্বারাই সার্ষ্ট্যাদি (লাভ হইয়া থাকে, অন্য কোন প্রকারে নহে।"[৬]) "হরির প্রতি প্রেমপরিপ্লুতা এবং অভিসন্ধিবিনির্মুক্তা অবিচ্ছিন্না মনোগতিই বিষ্ণুবশকরী ভক্তি।"[৭] অন্য প্রকার সংজ্ঞাও অনূদিত হইয়াছে।[৮]

নামসঙ্কীর্তন—'(বিষ্ণু)ভাগবতপুরাণে'র মতে, ভগবানের নাম সঙ্কীর্তন ভগবানে ভক্তির এক মুখ্য অঙ্গ। উহাতে নামসঙ্কীর্তনকে অতি প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে,—উহার অনেক মহিমা খ্যাপিত হইয়াছে। পরন্তু প্রাচীন 'পাঞ্চরাত্রসংহিতাসমূহে উহার কোন বৈশিষ্ট্য দেখা যায় না। তবে পরবর্তী কোন কোন সংহিতায় কীর্তনেরও বিধান পাওয়া যায়। যথা, 'পাদ্মসংহিতা'য় আছে, "আসীন বা শয়ান থাকিতে থাকিতে অথবা, চলিতে চলিতে কিংবা খাইতে খাইতে সনাতন বাসুদেবকে সঙ্কীর্তন করিবে, কিংবা স্মরণ করিবে।"[৯] পরে পরে সঙ্কীর্তনকে অভিগমনের অঙ্গ বলিয়া মনে করা হইতে দেখা যায়। 'ঈশ্বরসংহিতা'য় আছে, ব্রাহ্ম মুহূর্তে শয্যা হইতে উঠিয়া মন্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি প্রযত ও শুচি হইয়া নাম সঙ্কীর্তন করিবে।[১০]

দেওয়া উচিত এবং তাহা হইতে গ্রহণ করা উচিত। যেমন আমি, তেমনই সে পূজ্য ('স চ পূজ্যো যথাহ্যহম্)।" ('স্তোত্ররত্নভাষ্য', ৫৫)

১) পরমসং, ৪। ২) ঐ, ২৪।১০'২-১৪'১ ৩) ঐ, ৩০।৩২-৫
৪) শাণ্ডিল্যসং, ৪।১।২-৪ ৫) ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, ১।৪।১
৬) ঐ, ১।৪।৩ ৭) ঐ, ১।৪।৮ ৮) ঐ, ১।১।১০ ; ২।৮ দেখ।
৯) পাদ্মসং, ৪।২।৭৯ ১০) ঈশ্বরসং, ২।১—২'১

শরণাগতি—পাঞ্চরাত্রশাস্ত্রেও শরণাগতির বহু মহিমা প্রগীত হইয়াছে। 'সাত্বতসংহিতা'য় আছে, "পূর্বে দুরাচার, সর্বাশী, কৃতঘ্ন এবং নাস্তিক হইলেও যদি শ্রদ্ধার সহিত আদিদেবকে সমাশ্রয় করে, তাঁহার শরণ (গ্রহণ করে), তবে পরমাত্মার প্রভাবে সেই জীবকে নির্দোষ বলিয়া জান। সুতরাং যে অনুতাপার্ত, এই (সাত্বত) শাসনে সংস্থিত, দুষ্কৃত হইতে বিরত এবং ভক্তি ছায়া সমাশ্রিত, তাহার কথা আর কি?"[১] 'বিষ্ণুতিলকসংহিতা'য় উক্ত হইয়াছে; "পঞ্চরাত্রোক্ত মার্গে সেই পুরুষকে অর্চনা কর। ভগবান্ প্রপন্নকে ত্রাণ করেন। তাহাতে সংশয় করিও না। সেই পুরুষোত্তম ব্যতীত (মুক্তিলাভের) অপর উপায় নাই। সেইহেতু সেই সনাতন পরব্রহ্মের শরণ গ্রহণ কর। যখন সুপ্রসন্ন শেষের দেহের নিপাত হয়, তখন জীব নির্ধূতকল্মষ হইয়া নিশ্চয় পরব্রহ্মে গমন করে।"[২] 'জয়াখ্যসংহিতা'য় আছে, "হে মহামুনি, তুমি সর্বভাবে তাঁহাতে প্রগমন কর। অপর সমস্ত কিছু পরিত্যাগ করত একমাত্র তাঁহারই শরণ গ্রহণ কর।"[৩] 'অহির্বুধ্ন্যসংহিতা'য় শরণাগতির বা ন্যাসের সর্বাপেক্ষা অধিক প্রশংসা দেখা যায়। তন্মতে উহা এক স্বতন্ত্র এবং সুপর্যাপ্ত সাধন। কথিত হইয়াছে যে "উহা মহোপনিষদ্,—দেবগণেরও উত্তম গুহ্য, অভীষ্টার্থপ্রদ এবং সর্বপাপের সদ্য প্রণাশক।"[৪] সকাম ব্যক্তিগণ অপর নানাপ্রকার সাধনসমূহ দ্বারা যে যে অভীষ্ট বস্তু লাভ করিতে সমর্থ হয় না এবং মুমুক্ষুগণ সাংখ্য, যোগ কিংবা ভক্তি দ্বারা পুনরাবর্তনবিরহিত যেই পরমধাম পাইতে পারে না, ন্যাস দ্বারা তাহা তাহা নিশ্চয় লাভ করা যায়। উহা দ্বারা পরমাত্মা নিশ্চয় সিদ্ধ হয়।[৫] এইরূপে দেখা যায়, ন্যাস পরমাত্মালাভের কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ অপেক্ষা পৃথক্ এবং শ্রেষ্ঠ সাধন।[৬] "হে তপস্বিশ্রেষ্ঠ, ইহার (অর্থাৎ ন্যাসী ব্যক্তির) দ্বারা সমস্ত তপস্যাসমূহ কৃত হইয়াছে। ক্ষণমধ্যেই সর্বযজ্ঞসমূহ, সর্বদানসমূহ এবং সর্বতীর্থসমূহ কৃত হইয়াছে। মোক্ষ

---

১) সাত্বতসং, ১৬।২৩-৪=ঈশ্বরসং, ২১।২২'২-২৪'১ এই বচন 'গীতা'র বচনের তুল্য।

২) বিষ্ণুতিলকসং, ১।১৩৩'২-১৩৬'১

৩) মুদ্রিত জয়াখ্যসংহিতা'য় এই বচন নাই। পরন্তু বেঙ্কটনাথ উহা জয়াখ্যসংহিতা'র বচন বলিয়া উদ্ধৃত করিয়াছেন। (স্তোত্ররত্নভাষ্য, ২২; বেদান্তদেশিকগ্রন্থমালা, ৬২ পৃষ্ঠা)। তিনি ঐ স্থলে অপর কতিপয় সংহিতার বচনও উহাদের নামোল্লেখ পূর্বক উদ্ধৃত করিয়াছেন।

'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য তমেব শরণং ব্রজেৎ।
ভগবন্তং বাসুদেবং পরানন্দবিভূতিদম্॥"—('সঙ্কর্ষণসংহিতা')

"সর্বধর্মান্ সর্বকামানৈহিকামুষ্মিকানপি।
সন্ত্যজ্য বিধিনা নিত্যং ষড়্‌বিধাং শরণাগতিম্।
আচার্যানুজ্ঞয়া কুর্যাচ্ছাস্ত্রদৃষ্টেন বর্ত্মনা॥—('বিষ্বক্‌সেনসংহিতা')

৪) অহির্বুধ্ন্যসং, ৩৭।২৩ ৫) ঐ, ৩৭। ৫-২৭'১

৬) যামুনাচার্যও প্রকারান্তরে তাহা স্বীকার করিয়াছেন। কেননা তিনি বলিয়াছেন—

"ন ধর্মনিষ্ঠোঽস্মি ন চাত্মবেদী ন ভক্তিমাংস্তুচ্চরণারবিন্দে।
অকিঞ্চনোঽনন্যগতিঃ শরণ্য ত্বৎপাদমূলং শরণং প্রপদ্যে॥"
—(স্তোত্ররত্ন, ২২ শ্লোক)

উহার ভাষ্যে বেঙ্কটনাথ 'ব্রহ্মপুরাণ' হইতে ঐ প্রকারের এই বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন—

শরণং ত্বাং প্রপন্না যে ধ্যানযোগবিবর্জিতাঃ।
তেঽপি মৃত্যুমতিক্রম্য যান্তি তদ্বৈষ্ণবং পদম্॥"

তাহার করতলগত হইয়াছে। তাহাতে সংশয় নাই।”[১] সুতরাং তন্মতে শরণাগতের অপর কোন কর্তব্য থাকে না। এক ন্যাসমাত্রেই সমস্ত তপস্যা, যজ্ঞ, দান ও তীর্থ কি প্রকারে সিদ্ধ হয়? নারদ তাহা জানিতে চাহেন। উত্তরে অহির্বুধ্ন্য বলেন, “যে সকল তপস্যা নিঃশ্রেয়সার্থক বলিয়া চোদিত হয়, ন্যাস সেই সকল তপস্যার অতিরিক্ত তপ বলিয়া শ্রুত হয়।”[২] তাৎপর্য এই যে ন্যাসও এক প্রকার তপস্যা এবং অপর সমস্ত তপস্যা হইতে উহা শ্রেষ্ঠ তপস্যা। অপর সমস্ত তপস্যা দ্বারা যাহা লাভ হয়, একমাত্র ন্যাস দ্বারাও তাহা লাভ হয়। সুতরাং ন্যাস কৃত হইলে ইষ্টপ্রাপ্তির জন্য অপর কিছু করিতে হয় না,—উহার কোনই প্রয়োজন থাকে না। তাই বলা হইয়াছে যে ন্যাস কৃত হইলে সমস্ত তপস্যা কৃত হইয়াছে। যজ্ঞাদি সম্বন্ধেও সেই প্রকার বুঝিতে হইবে। ন্যাসের সর্বযজ্ঞত্ব বিশেষভাবে প্রতিপাদিত হইয়াছে।[৩] ‘ভারদ্বাজ-সংহিতার মতে, পরমাত্মা বিষ্ণুকে প্রসন্ন করিবার, আত্মসমর্পণ ব্যতীত, অপর কোন উপায় নিশ্চয় নাই। “অহমস্মি তবৈব” (‘আমি নিশ্চয় তোমারই’)—এই বলিয়া সকৃৎ প্রপন্ন ব্যক্তিকে শ্রীমান্ নারায়ণদেব স্বয়ং উৎসুক হইয়া অভয় প্রদান করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি সাংসারিক অনিষ্টসমূহের আত্যন্তিক শান্তি সদ্য লাভ করিতে আকাঙ্ক্ষা করে, তাহার উচিত সত্বর স্বয়ং ভগবানে প্রপত্তি করা; পরন্তু অশুদ্ধমুখী (অর্থাৎ চেতনান্তরব্যবহিত) হইয়া প্রপত্তি কখনও কার্য নহে।[৪]

‘ভারদ্বাজসংহিতা’য় উক্ত হইয়াছে যে প্রপত্তিতে সকলেরই অধিকার আছে। “এই (ন্যাস-)যোগ নিশ্চয় কিছুরই অপেক্ষা রাখে না; জাতিভেদের নহে, কুলের নহে, লিঙ্গের নহে, গুণের কিংবা ক্রিয়ার নহে, দেশের ও কালের নহে, এবং অবস্থারও নহে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, এবং স্ত্রীগণ, তথা অন্তরজগণ, সকলেই সর্বধাতা অচ্যুতে প্রপন্ন হইতে নিশ্চয় পারে।”[৫] “অনপায়হতা সা তু তস্য তস্যাশু সিদ্ধিদা” (অর্থাৎ উহার কোন অপায় নাই। যেই যেই সিদ্ধি কালান্তরে প্রাপ্য বলিয়া সাধারণতঃ নিয়ত, সেই সকলও উহা সত্বর প্রদান করিয়া থাকে। সুতরাং দেশ ও কাল উহার অপায় হইতে পারে না)।[৬] প্রপত্তি সদ্য সর্বপাপ প্রমোচনী। উহা সকৃৎ কৃত হইলেও আর্তদিগকে নিশ্চয় আশু ফল প্রদান করিয়া থাকে। দৃপ্ত মনুষ্যদিগেরও উহা দেহান্তর নিবারণ করে।[৭] সুতরাং “সমস্ত অকিঞ্চন ব্যক্তি পরাসিদ্ধি লাভ করিতে ইচ্ছা করত পরাশ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া হরির শরণ আশ্রয় করিবে।”[৮]

‘লক্ষ্মীতন্ত্রে’ লক্ষ্মী বলিয়াছেন যে তাঁহার প্রীতি-বিবর্ধক উপায়-চতুষ্টয়ের,—যেই চারি উপায় দ্বারা পরম প্রীত হইয়া তিনি অমলাত্মা জীবের অন্তঃকরণে মোক্ষপ্রদ জ্ঞান উদ্ভাবিত করেন, উহাদের চতুর্থ ‘সর্বকর্মত্যাগ’ বা সর্বত্যাগ।[৯] উহাকে তিনি এই প্রকারে

---

১) অহির্বুধ্ন্যসং, ৩৭।৩৪—৩৫-১ ‘ভারদ্বাজসংহিতা’য় হরির নিত্যার্চন সম্বন্ধেও ঠিক সেই প্রকার উক্তি আছে। “যে নিত্য হরিকে অর্চনা করে, তাহার সমস্ত যজ্ঞসমূহ, দানসমূহ এবং তপস্যাসমূহ, তথা প্রায়শ্চিত্তসমূহ, অশেষে কৃত হইয়াছে।” (ভারদ্বাজসং, ৩।২৫)

২) অহির্বুধ্ন্যসং, ৩৭।৩৬·২—৩৭·১ ৩) ঐ, ৩৭।৩৭·২-৪৯; পরে দেখ।

৪) ভারদ্বাজসং, ১।১০-২ ৫) ঐ, ১।১৪-৫ ৬) ঐ, ১।১৬·২

৭) ঐ, ১।১৯·২-২০ ৮) ঐ, ১।১৩

৯) লক্ষ্মীতং, ১৫।১৯·২; ১৬।৪২·২

ব্যাখ্যা করিয়াছেন, "সংসারানলসন্তপ্ত (জীব) উচ্চাবচ-অঙ্গ-যুক্ত সমস্ত ধর্মসমূহ পরিত্যাগ করত একমাত্র আমারই শরণে গমন করুক। কেননা, আমি অনন্যচিত্ত মনুষ্য কর্তৃক শরণ প্রাপ্ত হইয়া নিজেই (তাহাকে) নির্ধূতাখিলকল্মষ আত্মাকে (অর্থাৎ তাহার শুদ্ধ স্বরূপকে) প্রাপ্ত করাই।"[১] বিষ্ণু বলেন "এই প্রকারে আমার শরণ প্রাপ্ত হইয়া (জীব) বীতশোকভয়ক্লম, নিরারম্ভ, নিরাশী, নির্মম এবং নিরহঙ্কার হয়। আমারই শরণাপন্ন হইয়া জীব সংসারসাগর উত্তীর্ণ হয়।"[২] জ্ঞানোদয়ের অপর তিন উপায় হইতে এই চতুর্থ উপায়ের শ্রেষ্ঠত্ব খ্যাপনার্থ বিষ্ণু বলেন, "সৎকর্মনিরত শুদ্ধ ব্যক্তিগণ, তথা সাংখ্যবিদ্‌গণ, এবং যোগবিদ্‌গণ, শরণাগতের কোটিতম অংশেরও যোগ্য নহে।"[৩] শরণাগতির প্রশংসার্থ বলা হইয়াছে যে উহা শ্রেষ্ঠ সংসারার্ণবতারিণী। সংসারর্ণব উত্তীর্ণ হইয়া আনন্ত্য লাভ করিতে অভিলাষী ব্যক্তিদিগের উহা পার। জ্ঞানী এবং অজ্ঞানী উভয়েই উহাকে আশ্রয় করিতে পারে।[৪]

'অহির্বুধ্ন্যসংহিতা'য় ব্যাখ্যাত হইয়াছে যে 'শরণাগতি' সংজ্ঞায় 'শরণ'শব্দের একমাত্র অর্থ 'উপায়'।[৫]

"অহমস্ম্যপরাধানামালয়োঽকিঞ্চনোঽগতিঃ ॥
ত্বমেবোপায়ভূতো মে ভবেতি প্রার্থনামতিঃ।
শরণাগতিরিত্যুক্তা··· ··· ··· ··· ॥"[৬]

'আমি অপরাধসমূহের আলয়। আমি অকিঞ্চন (অর্থাৎ ঐ অপরাধসমূহেব ক্ষালনোপযোগী সাধনসম্পত্তি বিরহিত) এবং অগতি (বা উপায়বিহীন)। তুমি আমার উপায়ভূত হও। এই প্রার্থনা রূপ যে মনোবৃত্তি, তাহাই 'শরণাগতি' বলিয়া কথিত হয়। ভরতমুনি শরণাগতির এই লক্ষণ দিয়াছেন,

"অনন্যসাধ্যে স্বাভীষ্টে মহাবিশ্বাসপূর্বকম্।
তদেকোপায়তা যাচ্ঞা প্রপত্তিঃ শরণাগতিঃ ॥"[৭]

'নিজের অভীষ্ট অনন্যসাধ্য (অর্থাৎ স্বকীয় সাধনসম্পত্তি, তথা তিনি ভিন্ন অপর কাহারও দ্বারা সাধ্য না) হইলে ('ইহঁারই দ্বারা আমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে'—এই) মহাবিশ্বাসপূর্বক একমাত্র তাঁহারই উপায়তা যাচ্ঞাই 'প্রপত্তি' বা 'শরণাশক্তি')। অহির্বুধ্ন্যসংহিতা'য় উক্ত লক্ষণ ইহার অনুরূপ। 'ভারদ্বাজসংহিতা'য়ও সেই প্রকারে কথিত হইয়াছে, অনন্যসাধ্য ইষ্টফলের সাধনে মন নিশ্চিত হইলে পরমাত্মাতে আত্মভরন্যাসই 'ন্যাস'; উহা প্রপত্তি বলিয়াও অভিহিত হইয়া থাকে।[৮] নিষ্কিঞ্চন এবং নিরুপায় ব্যক্তি স্বাভীষ্ট সিদ্ধির জন্য অপর যে কোন সমর্থ

১) "তত্র ধর্মান্ পরিত্যজ্য সর্বানুচ্চাবচাঙ্গকান্।
সংসারানলসংতপ্তো মামেকং শরণং ব্রজেৎ।
অহং হি শরণং প্রাপ্তো নরেণানন্যচেতসা।
প্রাপয়াম্যাত্মনাত্মানং নির্ধূতাখিলকল্মষম্ ॥"—(ঐ, ১৬।৪৩-৪) আরও দেখ—ঐ, ১৭।৫৬.২-৫৮

২) ঐ, ১৭।৬১-৬২.১ ৩) ঐ, ১৭।৬২.২-৬৩ ৪) ঐ, ১৭।৯৯.২-১০০

৫) অহির্বুধ্ন্যসং, ৩৭।২৯.২-৩০.১ ৬) ঐ, ৩৭।৩০.২-৩১

৭) ভরতমুনি-প্রণীত 'নাট্যশাস্ত্র', ৮) ভারদ্বাজসং, ১।৭

ব্যক্তির নিকট সেই প্রকারে প্রার্থনা করিতে পারে,—তাঁহার শরণাগত বা প্রপন্ন হইতে পারে। পরন্তু অভীষ্ট পরম হইলে প্রপত্তব্য ব্যক্তির সামর্থ্যও পরম হইতে হইবে। সুতরাং পরম পুরুষার্থ বা মুক্তি লাভার্থ পুরুষকে সর্বশক্তিমান্ পরম পুরুষেরই শরণাগত হইতে হইবে। 'অহির্বুধ্ন্য-সংহিতা'য় তাহা স্পষ্টতঃ উক্ত হইয়াছে।[১] আরও কথিত হইয়াছে যে পাপী সংসারী ব্যক্তি ঐ প্রকারে ভগবানের শরণাপন্ন হইলে তাহার পাপসমূহরূপ সমস্ত বন্ধন বিনষ্ট হয়। তাহাতে সংশয় নাই।[২] 'ভারদ্বাজসংহিতা'য় উক্ত হইয়াছে ন্যাস অব্যর্থ। গুণভেদবশতঃ বিভিন্ন ফলের অভিলাষে যে কোন দেবতার প্রতি কৃত হউক না কেন, উহা সেই সেই ইষ্টফল প্রদান করিয়া থাকে। পরন্তু অনন্তজ্ঞানশক্ত্যাদিকল্যাণগুণসাগর পরব্রহ্ম লক্ষ্মীশে কৃত হইলেই উহা সর্বসিদ্ধিপ্রদ হয়। সুতরাং তখন উহা মুখ্য।[৩]

অহির্বুধ্ন্যসংহিতা'য় উক্ত হইয়াছে যে বেদবিদ্গণ শরণাগতিকে ষড়ঙ্গবান্ বলিয়া থাকেন।[৪] "(১) আনুকুল্যের সঙ্কল্প, (২) প্রাতিকুল্যের বর্জন, (৩) তিনি রক্ষা করিবেন,—এই বিশ্বাস, (৪) (তাঁহাকে) গোপ্তৃত্বে বরণ, (৫) কার্পণ্য, এবং (৬) আত্মনিক্ষেপ—শরণাগতি এই ষড়্বিধ।"[৫] ঐসকল অঙ্গকে এই প্রকারে ব্যাখ্যাত হইয়াছে,[৬] "চরাচর সর্বভূত ভগবানের শরীর; সেইহেতু উহাদের আনুকুল্য আমার কর্তব্য—এই প্রকার নিশ্চয়ই" 'আনুকুল্যের সঙ্কল্প'। উহাদের নিরাকৃতি (অর্থাৎ হিংসাদ্বেষাদি দ্বারা ভগবানের শরীরভূত চরাচর জীববর্গের তিরস্কার) তাহার বিরোধী। নিজের স্বামিত্ববুদ্ধি এবং ভগবানের আজ্ঞার (বা তদ্রূপী শাস্ত্রের) বিরোধিতা 'প্রাতিকুল্য'। সুতরাং স্বস্বাম্যনিবৃত্তি বা (ভগবদ্) আজ্ঞাব্যাঘাতবর্জনই 'প্রাতিকুল্যের বর্জন'। ভগবান্ পর হইলেও প্রাণাদিগের অনুকম্পন এবং নিত্য অনুগ্রহৈকধী—এই প্রকার দৃঢ় বিশ্বাসই তৃতীয় অঙ্গ—'তিনি রক্ষা করিবেন এই বিশ্বাস'। অর্থাৎ তিনি অনুকম্পাময় এবং স্বভাবতঃই তিনি প্রাণীদিগকে সতত অনুকম্পা করিয়া থাকেন; সুতরাং তিনি স্বগুণেই আমাকে সর্বপ্রকার দুঃখ হইতে সতত রক্ষা করিবেন—এই বিশ্বাসই শরণাগতির তৃতীয় অঙ্গ। তিনি প্রাণিগণের প্রতি উদাসীন, কিংবা উহাদের কর্মানুযায়ী উহাদিগকে (শুভাশুভ) ফল (স্বল্পাধিক) প্রদান করিয়া থাকেন—এই প্রকার ধারণা ঐ বিশ্বাসের বিরোধী,—উহাকে হনন করে। জীবকে রক্ষা করা তাঁহার স্বভাব, সুতরাং তিনি আমাকে সতত সর্বপ্রকারে রক্ষা করিবেন—ইহা দৃঢ়রূপে বিশ্বাস করিলেও, যদি তিনি অশক্ত হন, তবে রক্ষা করিতে সমর্থ হইবেন না, অথবা অন্য প্রকারে বলিলে, তাঁহাকে যদি অসক্ত মনে করা যায়, তবে ঐ বিশ্বাসানুরূপ ফল হইবে না। সেই হেতু ঐ বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে ইহাও দৃঢ়রূপে বিশ্বাস করিতে হইবে হে তিনি সমস্ত জীবকে, সুতরাং আমা-কেও সতত সর্বপ্রকারে রক্ষা করিতে সম্পূর্ণ সমর্থ। তাঁহার এই "গোপ্তৃশক্তিনিরূপণ"ই 'তাঁহাকে

১) অহির্বুধ্ন্যসং, ৩৭।৩১·২ ; ৫২।১৪ (পরে দেখ) ২) ঐ, ৩৭।৩৩

৩) ভারদ্বাজসং, ১।৮-৯

৪) ঐ, ৩৭।২৯·২ ঐখানে অবশ্য একায়ন বেদকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে।

৫) "আনুকূলস্য সঙ্কল্পঃ প্রাতিকূলস্য বর্জনেম্।
রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোপ্তৃত্ববরণং তথা ॥
আত্মনিক্ষেপকার্পণ্যে ষড়্বিধা শরণাগতিঃ।"—(ঐ, ৩৭।২৮-২৯·১)=লক্ষ্মীতং, ১৭।৫৯·২-৬০ আরও দেখ—বৃহদ্‌ব্রহ্মসং, ২।৫।৮৮—৯৪·১ ; ভারদ্বাজসং, ১।১৭

৬) অহির্বুধ্ন্যসং, ৫২।১৪-২৪·১

গোপ্তৃত্বে বরণ'। "অনাদিবাসনারোহহেতু স্বভাবজ অনৈশ্বর্য্য এবং মলাবকুণ্ঠিতত্ব বশতঃ (জীবের) দৃষ্টি (অর্থাৎ জ্ঞাতৃত্ব) এবং ক্রিয়া (অর্থাৎ কর্তৃত্ব) প্রতিহত হইয়াছে। ইহার উদ্বোধই 'কার্পণ্য'। অপর কথায়, অনাদিকাল হইতে বাসনাগ্রস্ত হইয়া জীব অল্পজ্ঞ বা অজ্ঞ, অল্পশক্তি এবং অল্পকর হইয়াছে। তাহাতে সে নিজের পরম কল্যাণ কি তাহা জানিতে পারে না; এবং যাহা জানে সামর্থ্যের অভাব হেতু তাহা করিতে পারে না। সে সম্পূর্ণ অস্বতন্ত্র হইয়াছে। এই প্রকারে নিজের দীনতা বুঝিতে পারাই কার্পণ্য। "নিজের স্বাতন্ত্র্যাববোধ" উহার বিরোধী। "আমি যে পরম পুরুষের উদ্দেশ্যে প্রহ্বীভাব (বা নমন) করি—ইহাই আমার শাশ্বতী সংসিদ্ধি। এতদ্‌ভিন্ন অপর কোন প্রকারের সিদ্ধি আমার নাই। ইহাই শ্রেষ্ঠ অঙ্গ (আত্মনিক্ষেপ) বলিয়া কথিত হয়।" ফলেপ্সা তাহার বিরোধী।"[১] অপর কোন কোন সংহিতায় উহাদের কোন কোনটার কিঞ্চিৎ ভিন্ন ব্যাখ্যাও পাওয়া যায়। যথা, 'লক্ষ্মীতন্ত্রে' আছে"[২]—সর্বভূতের অনুকূলতা 'আনুকূল্য' বলিয়া প্রোক্ত হয়। ভগবতী লক্ষ্মী সর্বভূতের অন্তরে স্থিত আছেন,—এই নিশ্চয়ে আরূঢ় হইয়া সর্বভূতের প্রতি, যেমন ভগবতীর প্রতি, আনুকূল্য সমাচরণ অবশ্যই কর্তব্য।[৩] সেই প্রকারেই প্রাণিগণের প্রতি 'প্রাতিকূল্য'ও অবশ্যই পরিবর্জন কর্তব্য। শ্রুতশীলাদির অর্জন হেতু গর্ব পরিত্যাগই 'কার্পণ্য'। ভগবানের সমারাধনা-কর্মের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীসমূহ যথাশাস্ত্র সংগ্রহ করা প্রায় সম্ভব হয় না। উপাদানদ্রব্যসমূহ সংগ্রহ হইলেও কর্মসমূহ যথাবিধি সুসম্পাদন করিতে জীব সমর্থ হয় না। আবার কাহারও কাহারও ঐ বিধিতে আরাধনায় অধিকারও নাই। ততোধিক দেশ, কাল ও গুণের ক্ষয় আছে। এই সকল কারণে শাস্ত্রবিহিত উপায়সমূহ যথাযথ সিদ্ধ হয় না। তাহার উপর আবার বহু অপায়ও আছে।[৪] এই সকল ভাবিয়া ও বুঝিয়া উপায়-বলে ভগবল্লাভের গর্ব পরিত্যাগই দৈন্য, এবং তাহাকেই 'কার্পণ্য বলা হয়। ভগবান্ ঈশ্বর এবং জীব ঈশিতব্য। উভয়ের মধ্যে এই সম্বন্ধ সনাতন। ভগবান্ কৃপাপরায়ণ। সুতরাং তাঁহার অধীনস্থ জীবের প্রতি তিনি কৃপা করিবেনই। তিনি সর্বশক্তিমান্। সুতরাং তাঁহার কৃপাকরণের কোন প্রতিবন্ধক থাকিতে পারে না। এই সকল কারণে তিনি তাঁহার অনুকূল আমাকে নিশ্চয়ই সর্বপ্রকারে রক্ষা করিবেন'—এই যে সুদৃঢ় ধারণা তাহাই শরণাগতির তৃতীয়

১) অহিবুর্ধ্ন্যসং, ৫২।১৪-১৫·১

২) লক্ষ্মীতং, ১৭।৬৫—

৩) "অন্যত্র আছে, বিষ্ণুর্নারায়ণো বিশ্বং বিশ্বরূপ ইতীযতে" (বিষ্ণু নারায়ণ বিশ্ব ও বিশ্বরূপ বলিয়া কথিত হন')। (ঐ, ২।৬·১)

"সর্বভূতো যথা বিষ্ণুর্দেবঃ ষাড়্‌গুণ্যবিগ্রহঃ।
সর্বভূতাত্মভূতস্থা তাদৃশ্যেবাহমদ্ভূতাঃ॥"—৪৯।৬৩

এই যাহা কিছু দৃষ্ট হইতেছে, শ্রুত হইতেছে, কিংবা অনুমিত হইতেছে,—যাহা প্রমাণত্রয়সংভেদ্য এবং ভাবা-ভাবস্বলক্ষণ,—চর ও অচর, অণু ও স্থূল এবং চেতন ও অচেতন জগৎ—তৎসমস্তই পরব্রহ্ম নারায়ণই।" ঐ, ৮।৫·২-৭·১) সুতরাং সর্বভুতের আনুকূল ই নারায়ণের আনুকূল্য হয় এবং সর্বভুতের প্রাতিকূল্য নারায়ণেরই প্রাতিকূল্য হয়।

৪) 'লক্ষ্মীতন্ত্রে'র মতে, স্বজাতিবিহিত কর্ম, সাংখ্য, যোগ ও সর্বত্যাগ—এই চারিটি 'উপায়'; আর হিংসা, স্তেয়, প্রভৃতি 'অপায়'। (যথা দেখ—৯।৫৮=১১।৫৪; ১৫।১৬—৭; ১৭।৮০) অপর কথায়, যাহা শাস্ত্রে বিহিত, তাহা উপায়, আর যাহা নিষিদ্ধ, তাহা অপায়। (১৭।৫৬·২-৫৭

অঙ্গ। ঐ বিশ্বাস সমস্ত দুষ্কৃতকে বিনাশ করে। তিনি করুণাপরায়ণ হইলেও এবং কৃপা করিতে সম্পূর্ণ সমর্থ হইলেও তথা দেহিগণের স্বামী দেহিগণের প্রতি কৃপা করা তাঁহার উচিত হইলেও, প্রার্থিত না হইলে তিনি কৃপা করেন না। সেইহেতু 'গোপয়িত হও' বলিয়া যে প্রার্থনা-মতি, তাহাই 'গোপ্তৃত্বে বরণ' বলিয়া কথিত হয়। তাঁহার দ্বারা সংরক্ষ্যমাণের কর্মের ফলে স্বাম্যবিযুক্ততা এবং কেশবার্পণপর্যন্তা 'আত্মনিক্ষেপ' বলিয়া কথিত হয়। ইহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা কর্তব্য যে এইখানে আনুকূল্যের সংকল্প এবং প্রাতিকূল্যের বর্জন দ্বারা অপায় হইতে বিনিবৃত্তি, এবং কার্পণ্যদ্বারা উপায়সমূহ হইতেও বিনিবৃত্তি, উদিত হইয়াছে। তিনি রক্ষা করিবেন'—এই বিশ্বাস রক্ষণোপায়কল্পনই। গোপ্তৃত্ববরণ স্বাভিপ্রায়নিবেদনই। বিশ্বেশ্বর সর্বজ্ঞ হইলেও এবং সত্ত্ব কারুণিক হইলেও সংসারতন্ত্রবাহিত্ব হেতু রক্ষ্যাপেক্ষা প্রতীক্ষা করেন। আত্মাত্মীয়ভরন্যাসই আত্মনিক্ষেপ বলিয়া কথিত হয়।

'লক্ষ্মীসংহিতা'য় পরে উক্ত হইয়াছে যে প্রতিদিন শেষরাত্রে উঠিয়া আচমন করত প্রযত এবং পূত হইয়া এই প্রকারে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতে হইবে,—"সর্বভূতের প্রতি মৎকর্তৃক যথাশক্তি এবং যথামতি প্রাতিকূল্য পরিত্যক্ত এবং আনুকূল্য সংশ্রিত হইয়াছে। অলস, অল্প-শক্তি এবং যথাবৎ অবিজ্ঞাতা আমার দ্বারা ক্রিয়মান্ (তোমাকে প্রাপ্তির) উপায়সমূহ আমাকে তারণ-কারী নিশ্চয় হইবে না। সুতরাং আমি কৃপণ, দীন, নির্লেপ এবং অকিঞ্চন। কারুণ্যরূপা দেবী লক্ষ্মীসহ হৃষীকেশ রক্ষক বলিয়া সর্বসিদ্ধান্তে—এমন কি, বেদান্তেও, গীত হয়। আমার পুত্রদারাদি যাহা কিছু দুস্ত্যজ্য আছে, তৎসমস্তই আত্মা সহ, হে শ্রীপতি, তোমার পাদদ্বয়ে ন্যস্ত হইল। হে দেবেশ, হে লক্ষ্মীপতি, হে নাথ, আমার শরণ হও।" ইহাই শরণাগতি বা প্রপত্তি।[১]

'ভরদ্বাজসংহিতা'য় ব্যাখ্যাত হইয়াছে যে, শাস্ত্রবিহিত স্বধর্মসমূহে অভিরতিই আনুকূল্য-সঙ্কল্প। শাস্ত্র-প্রতিষিদ্ধ আচরণসমূহের পরিবর্জনই প্রাতিকূল্য-বর্জন; বেদবেদান্তবিজ্ঞানই বিষ্ণুর গোপ্তৃত্বে বিশ্বাস; বিষ্ণুর অর্চনাদি তাঁহাকে গোপ্তৃত্বে বরণ; "আত্মনিক্ষেপো দাস্যচিহ্নৈকলক্ষণঃ" (অর্থাৎ 'আমি তোমারই' বলিয়া দাস্যানুসন্ধান এবং ন্যাসলিঙ্গসমূহের ধারণ—এতদুভয়ই আত্মনিক্ষেপ); এবং গুরুপ্রমুখ সাধু ব্যক্তিগণের সেবা কার্পণ্য বলিয়া উক্ত হয়।[২]

এই সকল ব্যাখ্যা হইতে 'আত্মনিক্ষেপ' সংজ্ঞার উৎপত্তি ঠিক্ ঠিক্ বুঝা যায় না। উহা প্রণিধান কর্তব্য। 'অহির্বুধ্ন্যসংহিতা'র অন্যত্র বিরাট্পুরুষরূপ ভগবান্‌কে যজ্ঞরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। বিরাট্পুরুষের বিভিন্ন অঙ্গকে যজ্ঞের বিভিন্ন অঙ্গরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। তাই বলা হইয়াছে যে ভগবান্ "যজ্ঞরূপধর"। "যজ্ঞরূপধর তাঁহার শরীর বেদী, মুখ আহবানীয়াগ্নি, এবং হৃদয় দাক্ষিণাগ্নি বলিয়া কথিত হয়। তাঁহার উদর শ্রুতিচোদিত গার্হপত্যাগ্নি, মনস্তত্ত্ব যজমান এবং বুদ্ধি (যজমান) পত্নী বলিয়া প্রকীর্তিত হয়। যাহারা তাঁহার স্বাশ্রিতগণের প্রত্যনীক, তাহারা পশুসমূহ বলিয়া প্রকীর্তিত। তাঁহার

১) ঐ, ২৮।৮-১৬

২) ভারদ্বাজসং, ১।৭৭-৯

লোমসমূহকে বর্হিষ এবং জীবকে হব্য মনে করা হয়" ইত্যাদি।[১] বেদোক্ত যজ্ঞে হবি নিক্ষেপ বা আহুতি প্রদান করিতে হয়। ভগবান্‌রূপ যজ্ঞে জীবাত্মারূপ হবি নিক্ষেপ করিতে হয়। সেইহেতু আত্মনিক্ষেপ বা আত্মসমর্পণকে আত্মহবিপ্রদানও বলা হইয়াছে। কথিত হইয়াছে যে যোগদ্বারা আত্মাকে প্রকৃতি হইতে বিযুক্ত করত হবিরূপে প্রদান করিতে হইবে।

"যদ্বা ভগবতে তস্মৈ স্বকীয়াত্মসমর্পণম্॥
বিযুক্তং প্রকৃতেঃ শুদ্ধং দত্যাদাত্মহবিঃ স্বয়ম্।"[২]

'প্রকৃতি হইতে বিযুক্ত (সুতরাং) শুদ্ধ আত্ম-হবি স্বয়ং তাঁহাকে প্রদান করিবে। এই যে ভগবানে স্বাত্মসমর্পন' তাহাই হৃদ্‌যাগ বা "হৃদয়ারাধন"। পাঞ্চরাত্রসংহিতায় হৃদ্‌যাগের শ্রেষ্ঠত্ব খ্যাপিত হইয়াছে। ন্যাসের আত্মসমর্পণ উহার আত্মসমর্পন হইতে কিঞ্চিৎ ভিন্ন। পরন্তু ন্যাস হৃদ্‌যাগের অনুসরণে কল্পিত মনে হয়। তাই হৃদ্‌যাগের শ্রেষ্ঠ সংজ্ঞাকে ন্যাসেও পরিগৃহীত হইয়াছে।[৩] ন্যাসেও কথিত হইয়াছে "বেদ্য ঈশ্বরকে যজ্ঞসাধনভূত স্বাত্মা দ্বারা যজন করিয়াছিল। তাহাই পরমধর্ম। ইহা আমরা শুনিয়াছি। যে যজ্ঞরূপধর দেবকে স্বাত্মারই দ্বারা যজন করে, সেই মহাত্মা দ্বারা ইহসংসারে সমস্ত যজ্ঞ কৃত হইয়াছে।"[৪]

আরও একটা কথা এইখানে বলা উচিত মনে হয়। 'অহির্বুধ্ন্যসংহিতা'র মতে ন্যাস বা শরণাগতি ষড়্‌বিধ বা ষড়ঙ্গবান্; আত্মনিক্ষেপ উহার অন্যতম, অধিকন্তু শ্রেষ্ঠতম, অঙ্গ। পরন্তু কাহারও কাহারও মতে, আত্মনিক্ষেপই প্রকৃত পক্ষে শরণাগতি। আনুকূল্যসঙ্কল্পাদি অপর পাঁচটি উহার পাঁচ অঙ্গ। যথা, 'লক্ষ্মীতন্ত্রে' আছে, "ন্যাস নিক্ষেপের অপর পর্যায় (বাচক শব্দ)। উহা পঞ্চাঙ্গসংযুত। উহা সন্ন্যাস, ত্যাগ এবং শরণাগতি বলিয়াও উক্ত হয়।"[৫] বেঙ্কটনাথ উভয় মতের সমন্বয় প্রদর্শন করিয়াছেন। যোগশাস্ত্রে যোগকে অষ্টাঙ্গ বলা হয়। প্রকৃতপক্ষে সমাধিই যোগ, যমাদি অপর সাতটি উহার অঙ্গ। সুতরাং যোগ সপ্তাঙ্গ পরন্তু সাধারণতঃ অঙ্গ ও অঙ্গী উভয়ের সমুচ্চয় করিয়া যোগশাস্ত্রে যোগকে অষ্টাঙ্গ বলা হয়। তিনি বলেন, সেই প্রকারেই 'অহির্বুধ্ন্যসংহিতা'য় শরণাগতিতে ষড়ঙ্গ বলা হইয়াছে। সুতরাং উভয় মতের মধ্যে প্রকৃত বিরোধ নাই।[৬]

পূর্বে ইহা উক্ত হইয়াছে যে শরণাগতির তৃতীয় অঙ্গ 'অহির্বুধ্ন্যসংহিতা'র ব্যাখ্যা মতে অহৈতুকী কৃপাবাদ সমর্থন করে। বেঙ্কটনাথ বলেন যে ভরতমুনি-নির্দিষ্ট শরণাগতিলক্ষণে

১) অহির্বুধ্ন্যসং, ৩৭।৪০'২০ ৪৮ ভগবান্‌কে যজ্ঞরূপে কল্পনা বেদের 'পুরুষসূক্তে' আছে।

২) ঐ, ৩১।৪'২—৫

৩) কথিত হইয়াছে যে সুদর্শনকে আরাধনার দুই পদ্ধতি—যোগ ও ন্যাস। যোগ বাহ্য ও আভ্যন্তর ভেদে দ্বিবিধ। (অহির্বুধ্ন্যসং, ৩৭।২০'২—২১) আভ্যন্তর যোগই হৃদ্‌যাগ। হৃদ্‌যাগ ও ন্যাসের পরমফল যখন এক, উভয়ের মধ্যে, অন্ততঃ উভয়ের অন্তিম প্রক্রিয়া আত্মসমর্পণে সাদৃশ্য থাকা আশ্চর্য নহে।

৪) ঐ, ৩৭।৩৮'২—৪০'১ এইখানে 'পুরুষসূক্তে'র এই মন্ত্রকে লক্ষ্য করা হইয়াছে।

৫) লক্ষ্মীতং, ১৭।৭৪ বেঙ্কটনাথ-কর্তৃক ধৃত, 'গদ্যত্রয়ভাষ্য' ('বেদান্তদেশিক গ্রন্থমালা', ১০৫ পৃষ্ঠা); 'সচ্চরিত্ররক্ষা' (ঐ, ২১ পৃষ্ঠা) আরও দেখ—"প্রপত্তিং তাং প্রযুঞ্জীত স্বাঙ্গৈঃ পঞ্চভিরাবৃতাম্।" (ঐ, ৬২ পৃষ্ঠা)

৬) 'বেদান্তদেশিক গ্রন্থমালা' ব্যাখ্যানবিভাগে ১ম সম্পুট, ৬২ ও ১০৭ পৃষ্ঠা। আরও দেখ—নিক্ষেপ রক্ষা, (৩য় সম্পুট, ৯ পৃষ্ঠা।

"তদেকোপায়তা" শব্দ "স্বপ্রযত্ননৈরপেক্ষ্য ব্যক্ত করে।"[১] তাহা হইলে বলিতে হয় যে ভরতমুনিও অহৈতুকী-কৃপাবাদী ছিলেন। 'বৃহদ্‌ব্রহ্মসংহিতা'য় বর্ণিত হইয়াছে যে "এই পুরুষ (স্বরূপতঃ) নির্গুণ হইলেও প্রকৃতির গুণসমূহ দ্বারা আকল্প বদ্ধ। শরণাগতি বিনা উহা নিশ্চয় কখনও মুক্ত হয় না।"[২] "তাঁহার (হরির) শরণাগত হইয়া, অপর সাধন পরিত্যাগ করিয়া, অন্তঃকরণে সেই পরমাত্মার সম্বন্ধ ভাবনা করিবে। একান্তিত্ব অবলম্বন করত চিত্তে বার বার ইহা ভাবনা করিবে যে 'শ্রীমন্নারায়ণে'র চরণকমলদ্বয়ের শরণ গ্রহণ করি' 'আমাদের লোকযাত্রাও স্বামী সর্বথা করিবেনই'—এই বিশ্বাস অবলম্বন করত ভরন্যাস প্রবর্তন করিবে" ইত্যাদি।[৩] 'সাত্যকি-তন্ত্রে'ও প্রপত্তীচ্ছুর উপায়ান্তরনৈরাশ্য প্রদর্শিত হইয়াছে।[৪]

যেমন 'গীতা'য় তপস্যার ত্রিবিধ ভেদ কৃত হইয়াছে,[৫] তেমন 'ভারদ্বাজসংহিতা'য় প্রপত্তির সেই প্রকার ত্রিবিধ ভেদ কৃত হইয়াছে। কথিত হইয়াছে যে, প্রপত্তি করণভেদে ত্রিবিধ—কায়িকী, বাচিকী ও মানসী ; সত্ত্বাদিগুণভেদেও উহা আবার ত্রিবিধ—প্রণাম এবং উর্ধ্বপুণ্ড্রচক্রাদি ন্যাসলিঙ্গসমূহের ধারণ কায়িকী প্রপত্তি। অর্থজ্ঞান ব্যতীতও মন্ত্রের উচ্চারণ দ্বারা বাচিকী প্রপত্তি হয়। ন্যাসলিঙ্গসমূহ ধারণ করত এবং মন্ত্রার্থ তত্ত্বতঃ অবগত হইয়া মন্ত্র দ্বারা কৃত সম্যক্ প্রপত্তি মানসী প্রপত্তি। উক্ত ত্রিবিধ প্রপত্তি গুর্বধীন হইয়া কর্তব্য। মোহ বশতঃ অপর প্রাণীর প্রতিকূল কার্যফলসিদ্ধির আকাঙ্ক্ষায় সর্বভূতানুকম্পী ভগবান্ হরির শরণ গ্রহণ তামসী প্রপত্তি। নানাবিধ কাম্যবস্তুসমূহলাভের লালসায় অকামৈকবৎসল হৃষীকেশের শরণ গ্রহণ রাজসী প্রপত্তি। নিখিল কামসমূহ পরিত্যাগ করত,—সম্পূর্ণ নিষ্কামভাবে, ভক্তি সহকারে, আত্মেশ্বর হরির শরণ গ্রহণ,—যাহা কেবল দাস্যরতি, তাহা সাত্ত্বিকী প্রপত্তি। এই ত্রিবিধ প্রপত্তির মধ্যে সাত্ত্বিকী মুখ্য, রাজসী হীন, আর তামসী হীনতম বলিয়া পরিকীর্তিত হয়। যাহা সাত্ত্বিকী, তথা মানসী, তাহাই মুখ্যতম প্রপত্তি। উহারই দ্বারা মনীষিগণ সদ্য পরম সিদ্ধি লাভ করে। কায়িকী-আদি ত্রিবিধ প্রপত্তির কেবল একটিরও আশ্রয়ে লোক মুক্ত হইতে পারে।[৬]

ভক্তি ও প্রপত্তি—ইহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা কর্তব্য যে 'অহির্বুধ্ন্যসংহিতা'র মতে প্রপত্তি ভক্তি হইতে ভিন্ন এবং মুক্তি লাভের এক স্বতন্ত্র ও পর্যাপ্ত সাধন। অপর কোথাও কোথাও সেই প্রকার মত পাওয়া যায়। যথা, "হে মহামতি, পরম ভক্তি কিংবা প্রপত্তি দ্বারাই আমি কৈঙ্কর্যলিপ্সুগণের প্রাপ্য অপর কোন প্রকারে নহে।"[৭] পরন্তু নব্যপাঞ্চরাত্রবাদী আচার্যদিগের মধ্যে ঐ বিষয়ে অপর নানাবিধ মতমতান্তর প্রচলিত ছিল। আচার্য বেঙ্কটনাথ তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন।[৮] কেহ কেহ ব্যতিকরিত প্রয়োগ হেতু ভক্তির এবং প্রপত্তির ঐক্য মানিয়া থাকে। অপর কেহ কেহ লক্ষণ-ভেদ হেতু উহাদের ভেদ অঙ্গীকার করিলেও, স্বাতন্ত্র্যরূপে মুক্তি-সাধনত্ব মানে না। এই প্রকারের আরও কতিপয় মতভেদের উল্লেখ তিনি করিয়াছেন। তাঁহার

১) বেদান্তদেশিক গ্রন্থমালা, ৬২ পৃষ্ঠা। ২) বৃহদ্‌ব্রহ্মসং, ৪।১০।৩৩ ৩) ঐ, ৪।১০।৬১—

৪) বেঙ্কটনাথের 'নিক্ষেপরক্ষা'য় ধৃত 'সাত্যকিতন্ত্রবচন'।

৫) গীতা, ১৭।১৪-৯ ৬) ভারদ্বাজসং, ১।২১-৩১

৭) 'গদ্যত্রয়ভাষ্যে' বেঙ্কটনাথ- কর্তৃক ধৃত (বেদান্তদেশিক গ্রন্থাবলী', ব্যাখ্যান বিভাগ, ১০৫ পৃষ্ঠা)।

৮) ঐ, (১০৭ পৃষ্ঠা)

নিজের মত এই যে ভগবৎপ্রপত্তি, পাঞ্চরাত্রশাস্ত্র মতে, মোক্ষের স্বতন্ত্র সাধন। যদিও কোথাও কোথাও ভক্তি এবং প্রপত্তির অঙ্গাঙ্গিত্ব দৃষ্ট হইয়া থাকে, উহাদের কোন একটাকে ব্যবহিত সাধন বলিয়া কল্পনা করা উচিত হইবে না ; যেহেতু উহাদের লঘুগুরুবিকল্প বিচার যুক্তিসহ হয় না। অধিকারভেদ বশতঃই ঐ প্রকার অঙ্গাঙ্গিত্ব-ব্যবস্থা কৃত হইয়াছে।[১] যাহারা ভক্তির সহিত প্রপত্তির ঐক্যাদি মানিয়া থাকে, তাহাদের মত তিনি খণ্ডন করিয়াছেন।[২] শ্রীনিবাস দাসেরও মতে, ভক্তি এবং প্রপত্তি মুক্তির স্বতন্ত্র সাধন। তিনি লিখিয়াছেন, "মুমুক্ষু দ্বিবিধ—কৈবল্য-পর ও মোক্ষ-পর। মোক্ষ-পর দ্বিবিধ—ভক্ত ও প্রপন্ন। প্রপন্ন দ্বিবিধ—একান্তী ও পরমৈকান্তী। দৃপ্ত ও আর্ত ভেদে পরমৈকান্তী দ্বিবিধ।"[৩] "ভক্তি ও প্রপত্তি দ্বারা প্রসন্ন হইয়াই ঈশ্বর মোক্ষ প্রদান করেন" ইত্যাদি।[৪]

প্রপত্তি ও বর্ণাশ্রমধর্ম—'গীতা'য় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেন, "সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ" ('সমস্ত ধর্ম পরিত্যাগ করত তুমি একমাত্র আমার শরণ গ্রহণ কর') ইত্যাদি।[৫] ঐ বচনে 'সর্বধর্ম' শব্দে তিনি কোন্ কোন্ ধর্মকে লক্ষ্য করিয়াছেন, অর্থাৎ কোন্ কোন্ ধর্মকে পরিত্যাগ করিতে তিনি অর্জুনকে বলিয়াছেন, তাহা প্রকরণ আলোচনা হইতে, পূর্বে নিরূপিত হইয়াছে।[৬] পরন্তু কেহ কেহ মনে করে যে ঐ বচনে কৃষ্ণ শাস্ত্রে বিহিত, তথা নিষিদ্ধ, সমস্ত ধর্মসমূহকে পরিত্যাগ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। সুতরাং তাঁহাদের মতে ভগবানের শরণাগত ব্যক্তিকে শাস্ত্রে বিহিত বর্ণ এবং আশ্রমের উচিত ধর্মসমূহকে পালন করিতে হইবে না। ঐ বিষয়ে পাঞ্চরাত্রশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত কি তাহাই বিবেচ্য। 'লক্ষ্মীতন্ত্রে' প্রপত্তিকে "সর্বত্যাগ"ও বলা হইয়াছে।[৭] কেননা, উহাতে "ধর্মান্ পরিত্যজ্য সর্বানুচ্চাবচাঙ্গকান্" ('উচ্চাবচ অঙ্গযুক্ত সর্বধর্মসমূহকে পরিত্যাগ করত') লক্ষ্মীর শরণ গ্রহণ করিতে হয়।[৮] তারপর আরও বিশেষ করিয়া বলা হইয়াছে যে উপায়সমূহ অর্থাৎ যাহা যাহা শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে সেই সকল, তথা অপায়সমূহ অর্থাৎ যাহা যাহা শাস্ত্রে নিষিদ্ধ হইয়াছে সেই সকল, সম্যক্ ত্যাগ করত, "মাধ্যমী বৃত্তিকে" আশ্রয় করত লক্ষ্মীর শরণ গ্রহণ করিতে হইবে।[৯] তাহাতে মনে হইবে যে 'লক্ষ্মীতন্ত্রে'র মতে বর্ণাশ্রমধর্মসমূহ প্রপন্নের পালনীয় নহে। পরন্তু ঐ অনুমান সত্য হইবে না। কেননা, উহাতে প্রপত্তি-প্রসঙ্গে অতীব স্পষ্ট বাক্যে উক্ত হইয়াছে যে,

> "অবিপ্লবায় ধর্মাণাং পালনায় কুলস্য চ।
> সংগ্রহায় চ লোকস্য মর্যাদাস্থাপনায় চ॥
> প্রিয়ায় মম বিষ্ণোশ্চ দেবদেবস্য শার্ঙ্গিনঃ।
> মনীষী বৈদিকাচারং মনসাপি ন লঙ্ঘয়েৎ॥"[১০]

'ধর্মসমূহের অবিপ্লবার্থ, কুলের পালনার্থ, লোকের সংগ্রহার্থ এবং মর্যাদার স্থাপনার্থ তথা আমার

---

১) গদ্যত্রয়ভাষ্য, (১০৪ পৃষ্ঠা) ২) ঐ, (১০৭ পৃষ্ঠা)
৩) 'যতীন্দ্রমতদীপিকা' ; ২ পৃষ্ঠা) ৪) ঐ, ২৮ পৃষ্ঠা ; আরও দেখ—১ পৃষ্ঠা
৫) 'গীতা', ১৮।৬৬ ৬) পূর্বে দেখ। ৭) দেখ—লক্ষ্মীতং, ১৫।১৭·১ ; ১৬।৪২·২
৮) ঐ, ১৬।৪৩ ৯) ঐ, ১৭।৫৬·২-৫৮ ; আরও দেখ—ঐ, ১৭।৮০,৯৯
১০) ঐ, ১৭।৯৩-৪

এবং দেবদেব শার্ঙ্গী বিষ্ণুর প্রিয়ার্থ, মনীষী ব্যক্তি, এমন কি মনে মনেও বৈদিক আচার লঙ্ঘন করিবে না।' "কেননা, যেমন রাজার বল্লভও যদি রাজা কর্তৃক প্রবর্তিত লোকোপযোগী এবং বহুশস্যবিবর্ধনকারী রম্য নিয়ম উল্লঙ্ঘন করে, তবে শূলে আরোহণ করে,—(তাহার প্রতি রাজার) প্রীতির সাপেক্ষতা উহাতে থাকে না, তেমন কোন মনুষ্য যদি বেদ নির্মিত মর্যাদা বিলঙ্ঘন করে, সে আমার প্রিয় হইলেও, আমার আজ্ঞা ব্যতিবর্তন হেতু আমার প্রিয় থাকে না।"[১] তবে ইহা বলা হইয়াছে যে বর্ণাশ্রমধর্মাচরণকে ভগবৎপ্রাপ্তির উপায় বলিয়া মনে করিতে নাই।[২] তাহাতে লক্ষ্মীর প্রথম উক্তির সহিত পরের উক্তির বিরোধ থাকে না। 'ভারদ্বাজসংহিতা'য় আছে, "যাহারা বীতমোহ এবং কেশবে নিক্ষিপ্তাত্মা সেই সকল কৃতী ব্যক্তিগণেরই স্বধর্মকরণাদি কেবল দাস্য প্রীতিকর মনে হয়।"[৩] সুতরাং উহার মতে ভগবানে প্রপন্ন ব্যক্তিগণ প্রীতির সহিত স্বধর্ম পালন করিয়া থাকে। অধিকন্তু উহার মতে বাসুদেব-প্রপন্ন,—তদ্দাস্যৈকরসাত্মা ব্যক্তিগণের ইহলৌকিক ফল "শ্রুত্যাদিনিয়তা বৃত্তি" (অর্থাৎ শ্রুতিস্মৃতি বিহিত স্বধর্মাচরণ-পরায়ণতা), আর পারলৌকিক ফল "পরেশের কামবশতঃ কাম-প্রবৃত্তি" (অর্থাৎ তাঁহার ইচ্ছানুযায়ী কৈঙ্কর্য করণে স্বচ্ছন্দ প্রবৃত্তি)।[৪] "ক্রিয়াশ্চ সকলাস্তত্র বর্তন্তে বীতকল্মষাঃ" (অর্থাৎ প্রপত্তিতে (বর্ণাশ্রমোচিত) সমস্ত নির্দোষ ক্রিয়াসমূহের আচরণ থাকে)।[৫] কথিত হইয়াছে যে ষড়্বিধ প্রপত্তির সঙ্গে সঙ্গে, গুরুর আজ্ঞানুসারে, বিহিতের আচরণ, প্রতিষিদ্ধের বিবর্জন, দৃষ্টি (বা জ্ঞান), ভক্তি, লিঙ্গধারণ এবং সন্তসেবা—এই ষড়্বিধ বৃত্তিও অবশ্য কর্তব্য।[৬] উহাতে স্বধর্ম-বর্জনকে ভাগবতের, বিশেষতঃ প্রপন্নের দেহবন্ধ নিবন্ধন অপায়সমূহের অন্যতম বলা হইয়াছে এবং আরও বলা হইয়াছে যে ঐ সকল অপায় অপাকৃত না হইলে ভগবৎ-প্রাপ্তি হয় না। "তাঁহাকেই (যজ্ঞের) ভোক্তা, যজ্ঞ দ্বারা যজনীয় (দেবতা), এবং যজ্ঞ-কর্তা মনে করিয়া সকল যজ্ঞ দ্বারা সর্বযজ্ঞময় হরিকে যজন করিবে।"[৭] "এই প্রকারে নিত্য তথা নৈমিত্তিক কর্মসমূহ, 'ভর্তার প্রিয়কর'—কেবল এই মনে করিয়াই প্রীতির সহিত নিশ্চয় করিবে।"[৮] 'অহির্বুধ্ন্যসংহিতা'য় উক্ত হইয়াছে যে "অশাস্ত্রীয়োপসেবা" শরণাগতির দ্বিতীয় অঙ্গ প্রাতিকূল্য-বর্জনের ব্যাঘাত বলিয়া কথিত হয়।[৯] সুতরাং তন্মতে শরণাগত ব্যক্তি শাস্ত্রে নিষিদ্ধ আচরণ করিবে না।

আচার্য বেঙ্কটনাথ ঐ বিষয়ে বিস্তারিতরূপে আলোচনা করিয়াছেন। আচার্য রামানুজ লিখিয়াছেন, "হে বিভু, পিতাকে, মাতাকে, দারাগণকে, পুত্রগণকে, বন্ধুগণকে,

---

১) লক্ষ্মীতং, ১৭।৯৫-৯৭·১ ২) "উপায়ত্বগ্রহং তত্র বর্জয়েন্মনসা সুধীঃ।"—(১৭।৯৭·২)

৩) ভারদ্বাজসং, ১।৬৬ ৪) ঐ, ১।৬৭-৮ ৫) ঐ, ১।৬৯·২

৬) ঐ, ১।৭১-৪ ৭) ঐ, ৩।২০

৮) ঐ, ৩।২৬ আরও দেখ,—ঐ, ৩।২৭—

তবে ইহাও বলা হইয়াছে যে

"কৃতা যজ্ঞাঃ সমস্তাশ্চ দানানি চ তপাংসি চ।
প্রায়শ্চিত্তমশেষেণ নিত্যমর্চয়তাং হরিং॥"—(ঐ, ৩।২৫)

উহা অর্থবাদ বলিয়া মনে হয়।

৯) অহির্বুধ্ন্যসং, ৫২।২২·২

সখিগণকে ও গুরুগণকে এবং রত্নসমূহ, ধনধান্যসমূহ, ক্ষেত্রসমূহ ও গৃহসমূহকে, তথা সর্বধর্মসমূহকে ও, সর্বকামসমূহকে, অক্ষরকে সহ, সম্যক্ ত্যাগ করত, তোমার লোকবিক্রান্ত-চরণদ্বয়ে শরণ গ্রহণ করিয়াছি।"[১] বেঙ্কটনাথ মনে করেন যে ঐ স্থলে 'সর্বধর্মসমূহ' শব্দের অর্থ 'সিদ্ধ ও সাধ্য রূপ সপরিকর সমস্ত ধর্ম; 'সর্বকামসমূহ' শব্দের অর্থ 'হিরণ্যগর্ভাদি-পদ পর্যন্ত সমস্ত কাম্যবস্তুসমূহ; এবং 'অক্ষর' শব্দের অর্থ 'আত্মমাত্রানুভবগোচর'। সুতরাং শাস্ত্রবেদ্য সাধনসমূহ এবং সাধ্যসমূহ—সমস্তই পরিত্যাগ করত ভগবানের শরণ করিতে হইবে। মোক্ষ এবং তদুপায়ের অনুপযোগী কোন বিষয়ের সঙ্গ করা যুক্তিযুক্ত নহে—তাহা জ্ঞাপনার্থ লোকসিদ্ধ প্রিয় এবং হিতকর পিতামাতাদির, তথা ধনরত্নাদির ত্যাগের উল্লেখ করা হইয়াছে। অথবা ধর্মসমূহের এবং কামসমূহের উপযোগী (কিংবা অঙ্গবিশেষ)রূপে উহাদের ত্যাগের উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহা বিশেষ করিয়া স্মরণ রাখিতে হইবে যে ঐখানে পিতামাতাদির ত্যাগের তাৎপর্য কাম্যধর্মোপযোগী রূপে, কিংবা অর্থকামোপযোগী রূপে, উহাদের অনুপাদান। তাহাতে "মাতৃদেবো ভব। পিতৃদেবো ভব। অতিথিদেবো ভব" ইত্যাদি শ্রুতির আদেশের[২] সহিত, তথা "বৃদ্ধৌ চ মাতাপিতরৌ" ইত্যাদিতে উক্ত ভগবদনুজ্ঞা পরিপালনের সহিত বিরোধ হইবে না। সেই প্রকারে 'সর্বধর্মত্যাগ' শব্দে যদিও 'মোক্ষের সাধনভূত সমস্ত উপাসনাবর্গের পরিত্যাগ' বুঝা যায়, তথাপি "বিহিতত্বাচ্চাশ্রমকর্মাপি"[৩]—এই সূত্র হইতে বুঝিতে হইবে যে বর্ণাশ্রমধর্মসমূহের পরিত্যাগ হইবে না। অন্যত্র প্রপত্তির গূঢ়তত্ত্ব আলোচনা প্রসঙ্গে বেঙ্কটনাথ বলিয়াছেন,

"তথাপি সর্বধর্মশব্দস্য সংনিহিতমোক্ষোপায়বিষয়ত্বান্ন নিত্যনৈমিত্তিকত্যাগনিষিদ্ধানুষ্ঠানয়োঃ প্রসঙ্গঃ।...'বিহিতত্বাচ্চাশ্রমকর্মাপি', 'সহকারিত্বেন চ' ইতি[৪] সূত্রকারেণৈব কর্মণাং বিনিয়োগ-পৃথক্ত্বেনাশ্রমাঙ্গত্ববিদ্যাসহকারিত্বয়োঃ পৃথক্‌সমর্থিতত্বাৎ।" ইত্যাদি।[৫] 'তথাপি সর্বধর্ম-শব্দের সন্নিহিতমোক্ষোপায়বিষয়ত্ব হেতু (শাস্ত্রে বিহিত) নিত্যনৈমিত্তিককর্মসমূহের ত্যাগের, তথা নিষিদ্ধ কর্মসমূহের অনুষ্ঠানের, প্রসঙ্গ হয় না।...(বেদান্ত)সূত্রকারও কর্মসমূহের বিনিয়োগ ভেদ প্রদর্শন করিতে গিয়া 'বিহিতত্বাচ্চাশ্রমকর্মাপি' এবং সহকারিত্বে চ' সূত্রে উহাদের আশ্রমাঙ্গত্ব এবং বিদ্যাসহকারিত্ব পৃথক্‌ভাবে সমর্থন করিয়াছেন।'[৬] এইরূপে বেঙ্কটনাথ মনে করেন ভগবানে প্রপন্ন ব্যক্তিকে শাস্ত্রোক্ত বর্ণাশ্রমধর্ম যথাযথ পালন করিতে হইবে।

তপস্যা—'পাদ্মসংহিতা'য় উক্ত হইয়াছে যে তপস্যাও বিজ্ঞান লাভের উপায়।[৭] তপস্যা ত্রিবিধ—শারীরিক, বাচিক ও মানসিক। উহারা আবার সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক

---

১) 'শরণাগতিগদ্য', ৬ শ্লোক

২) 'তৈত্তিউ', ১।১১।২ ৩) 'ব্রহ্মসূত্র', ৩।৪।৩২ ৪) ঐ, ৩।৪।৩২, ৩৩

৫) 'নিক্ষেপরক্ষা', বেঙ্কটনাথ-প্রণীত ('বেদান্তদেশিক গ্রন্থমালা' ব্যাখ্যান বিভাগ, সম্প্ুট, ২০ পৃষ্ঠা)

৬) "অতঃ সর্বধর্মশব্দস্যাসঙ্কোচেঽপি ন স্বৈরদোষপ্রসক্তিঃ। 'আনুকূল্যাদিমতি চ প্রপত্তিরিতি কুতঃ স্বৈরাবকাশঃ।' (ঐ, ২১ পৃষ্ঠা)

আরও দেখ—ঐ, ২৪ ও ৩৭ পৃষ্ঠা। ৭) পাদ্মসং ১।৮।১

ভেদে ত্রিবিধ। ফলাকাঙ্ক্ষারহিত হইয়া শ্রদ্ধার সহিত করিলেই তপস্যা সাত্ত্বিক হয়। ইত্যাদি। এই সমস্তই 'গীতা'য় যেমন আছে তেমনই। কথিত হইয়াছে সাত্ত্বিক তপস্যারই দ্বারা বিজ্ঞানোৎপত্তি হয়, রাজস কিংবা তামস ভাবে কৃত কর্ম দ্বারা হয় না।[১] 'লক্ষ্মীতন্ত্রে'ও দেখা যায় যে তপস্যা দ্বারা লক্ষ্মীকে প্রসন্ন করিয়া জ্ঞান লাভ করা যায়। দেবগুরু বৃহস্পতি দেবরাজ ইন্দ্রকে বলেন, "বিবিধ বিশিষ্ট তপসমূহ দ্বারা—সেই সেই শুভ নিয়মসমূহ দ্বারা বিষ্ণুর মহিষীকে আরাধনা করত নিজের শ্রী স্থির কর। ঐ দেবী প্রসাদসুমুখী হইয়া স্বপদ প্রাপ্ত করাইবেন।"[২] তখন ইন্দ্র দেবীকে আরাধনা করিবার ইচ্ছা করিয়া ক্ষীরোদসাগরের উত্তর তীরে গমন করেন। "তথায় তিনি দিব্য তপস্যা করেন। তিনি বিল্বমূলনিকেতন, একপাদস্থিত, কাষ্ঠভূত, অনিলাশন, ঊর্দ্ধদৃক্‌বাহুবক্ত্র, নিয়তাত্মবান্ এবং নিয়ত মুনি হইয়া দিব্যসহস্র বৎসর সুদুষ্কর তপস্যা করেন।"[৩] তাহাতে প্রসন্ন হইয়া লক্ষ্মী "একান্তভাবাপন্ন এবং নিষ্কপট ভক্তিতে আস্থিত" ইন্দ্রের সম্মুখে আবির্ভূত হন এবং অভিলষিত বর প্রার্থনা করিতে বলেন।

মোক্ষই পরমপুরুষার্থ—পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে '(বিষ্ণু)ভাগবতপুরাণে'র কোন কোন বচনে মুক্তির উপর তীব্র কটাক্ষ করা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়,—ভক্তিকে যেন মুক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে মনে হয়। তখন ইহাও প্রদর্শিত হইয়াছে যে ঐ সকল বচনের তাৎপর্য যথাশ্রুত অর্থে নহে, ভিন্নার্থে। যাহা হউক, পাঞ্চরাত্রসংহিতায় তেমন কোন বচন আমরা এই যাবৎ পাই নাই। পক্ষান্তরে, ইহা অতীব পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত হইয়াছে যে পাঞ্চরাত্রশাস্ত্রের লক্ষণ এই যে মোক্ষই উহার একমাত্র ফল ("মোক্ষৈকফললক্ষণ")। যথা, 'সাত্বতসংহিতা'য় উক্ত হইয়াছে যে "যাহা সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে বাসুদেবাখ্য সদ্‌ব্রহ্মের উপাসক ব্রাহ্মণদিগের, তথা হৃদিস্থ (অর্থাৎ মানসযাগে) অধিকারী (যোগীদিগের), লক্ষ্যভূত দিব্যমার্গ-সমোপেত বিবেকদ সেই পরম শাস্ত্র,—মহৎ ব্রহ্মোপনিষদ্, মোক্ষৈকফললক্ষণ;"[৪] বাসুদেবের আরাধনার ঐ রহস্যাম্নায়বিধি শশ্বৎ মোক্ষপ্রদ।[৫] 'অহির্বুধ্ন্যসংহিতা'য় আছে, "পাঞ্চরাত্রাহ্বয়ং তন্ত্রং মোক্ষৈকফললক্ষণং" ('পাঞ্চরাত্র নামক তন্ত্র মোক্ষৈকফললক্ষণ'); [৬] সাত্বতশাস্ত্রের আলোচ্য দশ বিষয়ের একটি মোক্ষ।[৭] 'পাদ্মসংহিতা'য় উক্ত হইয়াছে যে পাঞ্চরাত্রশাস্ত্রের একমাত্র প্রয়োজন মোক্ষলাভ;[৮] 'পাদ্মসংহিতা' হইতে ঐ "মোক্ষৈকফলপ্রদ আত্মধর্ম" জানা যায়।[৯] উহাতে আরও কথিত হইয়াছে যে, যে "মোক্ষমান" নহে, তাহাকে ঐ শাস্ত্র দিবে না;[১০] যে সংসারবিমুখ, মুমুক্ষু এবং আশ্রমস্থ তাহাকে উহা দিবে।[১১] তাই পাঞ্চরাত্রশাস্ত্র মতে মুমুক্ষুতা সর্বাপেক্ষা অধিক প্রশংসনীয়। যথা, 'পরমসংহিতা'য় উক্ত হইয়াছে যে তির্যক্ প্রাণিসমূহের মধ্যে গো সর্বাপেক্ষা পূজ্য। উহাদের হইতে মনুষ্য পূজ্য। মনুষ্যদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণ অধিক পূজ্য। ব্রাহ্মণ হইতে ভিক্ষুক (বা সন্ন্যাসী) অধিক পূজ্য। উহাদের মধ্যে যোগী অধিক পূজ্য। "সমাহিত মুক্তিকামিগণ যোগিগণ হইতেও অধিক পূজ্য।"[১২] উহার উপসংহারে পুনঃ

১) পাদ্মসং, ১।৮।২-৭
২) লক্ষ্মীতং, ১।৪৩-৪৪'১ (পূর্বে ৬৩ পৃষ্ঠা দেখ। ৩) ঐ, ১।৪৬-৭
৪) সাত্বতসং, ২।৪-৫ ৫) ঐ, ১।১৫-১৬'১ ৬) অহির্বুধ্ন্যসং, ১১।৬৪'১
৭) ঐ, ১২।৪৮'১ ৮) পাদ্মসং, ১।১।৯৫ ৯) ঐ, ১।১।০৬
১০) ঐ, ১।১।৭৫ ১১) ঐ, ১।১২।৮৬'১ ১২) পরমসং, ১২।৪৩-৪৪'১

বলা হইয়াছে, "জঙ্গমগণ স্বগুণ হেতু স্থাবরগণ হইতে শ্রেষ্ঠ। জঙ্গমগণের মধ্যে পশুগণ শ্রেষ্ঠ। পশুগণ হইতে মনুষ্যগণ শ্রেষ্ঠ। মনুষ্যগণের মধ্যে বৈষ্ণবগণ শ্রেষ্ঠ। বৈষ্ণবগণের মধ্যে বহুশ্রুতগণ শ্রেষ্ঠ। বহুশ্রুতগণের মধ্যে সাধিতজ্ঞান ব্যক্তিগণ শ্রেষ্ঠ। জ্ঞানীদিগের মধ্যে সংযতেন্দ্রিয় ব্যক্তিগণ শ্রেষ্ঠ। সংযমিগণের মধ্যে সিদ্ধগণ, সিদ্ধগণের মধ্যে মহর্ষিগণ এবং মহর্ষিগণের মধ্যে ঐশ্বর্যত্যাগিগণ শ্রেষ্ঠ। মুমুক্ষুগণ তাহাদেরও হইতে শ্রেষ্ঠ।"[১] এই প্রকারে চেতন প্রাণীদিগের কক্ষ্যা (বা শ্রেণী) নিঃশেষে সমুদ্দিষ্ট হইল।" সুতরাং উহার মতে মুমুক্ষু হইতে শ্রেষ্ঠ সাধক নাই। তাই উহাতে বলা হইয়াছে, "সেই হেতু বিমুক্তি অভিলাষী হইয়া, (অপর) ফল (কামনা) পরিত্যাগ করত প্রতিদিন মানসিক, বাচিক ও শারীরিক কর্ম দ্বারা বিষ্ণুকেই উপাসনা করিবে।"[২] অবশ্য মুক্তি কিংবা অভ্যুদয় কোন একটির জন্য বিষ্ণুকে উপাসনা করা যায়।[৩] তবে মুক্তিকামী শিষ্য শ্রেষ্ঠ, আর শ্রীকামী মধ্যম।[৪] পূর্বে ইহা বর্ণিত হইয়াছে যে পাঞ্চরাত্রের মুল, কোন কোন সংহিতার মতে, একায়ন বেদ এবং মোক্ষের একমাত্র অয়ন বলিয়াই উহা 'একায়ন' নামে অভিহিত হয়। সুতরাং পাঞ্চরাত্রধর্মও মোক্ষধর্মই। 'শ্রীপ্রশ্নসংহিতা'য় আছে, "একায়ন নামক বেদ বেদসমূহের শিরোভাগে অবস্থিত ('বেদানাং শিরসি স্থিতম্')। তদর্থক পাঞ্চরাত্র তৎক্রিয়াবান্‌দিগের মোক্ষদ।"[৫] 'বৃহদ্‌ব্রহ্মসংহিতা'র ন্যায় অতি অর্বাচীন পাঞ্চরাত্র-সংহিতারও মতে "নারায়ণোদিত সিদ্ধান্ত বিমুক্তিদ।"[৬] 'সাত্বতসংহিতা'য় উক্ত হইয়াছে যে যে সংসারভয়ে ভীত হইয়া নির্বাণ অভিবাঞ্ছা করে, তাহাকেই সাত্বতমার্গে দীক্ষা প্রদান করিবে।[৭] 'পুরুষোত্তমসংহিতা'র মতে, "প্রয়োজনঞ্চ শাস্ত্রস্য মোক্ষঃ প্রকৃতিদুর্লভঃ" ('প্রকৃতি দুর্লভ মোক্ষই পাঞ্চরাত্রশাস্ত্রের একমাত্র প্রয়োজন)।[৮]

অভেদধ্যান—'পাদ্মসংহিতা'য় পরিষ্কার উক্ত হইয়াছে যে যে সাধক ব্রহ্মের সহিত আপনার অভেদভাবে ধ্যান করে, সে মুক্তিতে ব্রহ্ম হয়, যে সাধক ভেদভাবে উপাসনা করে সে মুক্তিতেও ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন থাকে,—পরমব্যোমে তাঁহার কিঙ্কররূপে বাস করে। ব্রহ্ম ও জীবের অভেদভাবনার বিধান অপর প্রাচীন পাঞ্চরাত্রসংহিতায়ও পাওয়া যায়। যাহাদের মতে মুক্তিতে জীব ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন হয়, তাহাদের মতে ঐ অভেদভাবনা নিশ্চয় মুক্তির সাক্ষাৎ সাধন। ঐ অভেদভাবনার প্রভাব নিত্যকার পূজায়ও দৃষ্ট হয়। পাঞ্চরাত্রসংহিতার মতে বাহিরে মূর্তিপূজার পূর্বে মানসযাগ কর্তব্য। মানসপূজার পূর্বে স্থানশুদ্ধি, আসনশুদ্ধি, করশুদ্ধি প্রভৃতি করত শুদ্ধদেহ হইয়া মন্ত্রন্যাস করিতে হয়। মন্ত্রন্যাসে নিজের শরীরের বিভিন্ন স্থানে মন্ত্রের বিভিন্ন অক্ষর, মন্ত্রমূর্তি দেবতার অস্ত্রাদি, চিহ্নাদি এবং ষড়্‌গুণ ন্যাস করিতে হয়। 'জয়াখ্যসংহিতা'য় আছে, "যেন বিন্যস্তমাত্রেণ দেবদেবসমোভবেৎ" (অর্থাৎ মন্ত্রন্যাসমাত্রেই সাধক দেবদেবের সমান হয়)।[৯] তখনই পূজাদি সর্বকার্যে তাহার অধিকার জন্মে।[১০] সুতরাং উহার

১) পরমসং, ৩১।৪৪-৬ ২) ঐ, ১২।৬৬ ৩) ঐ, ২৪।৬'১

৪) ঐ, ২৮।৩২'২ ৫) শ্রীপ্রশ্নসং, ২।৩৮ ৬) বৃহদ্‌ব্রহ্মসং, ৪।১০।৫৬

৭) সাত্বতসং, ১৬।৪

৮) পুরুষোত্তমসং, ১।২৫'১ আরও দেখ—"তদ্বদস্য মহচ্ছাস্ত্রং নিঃশ্রেয়স্করং শুভম্" (১।৩'১)

৯) জয়াখ্যসং, ১১।১'২ = ঈশ্বরসং, ২।৫০'২

১০) "পূজাদৌ সর্বকার্যানামধিকারশ্চ জায়তে।"—(জয়াখ্যসং, ১১।২'১ = ঈশ্বরসং, ২।৫১,১)

মূলতত্ত্ব এই যে "দেবো ভূত্বা দেবং যজেৎ।" 'জয়াখ্যসংহিতা'য় আছে যে মন্ত্রন্যাসের পর মুদ্রা প্রদর্শন করিবে। "ততঃ সবিগ্রহং ধ্যায়েদাত্মানং বিষ্ণুরূপিণম্" ('অনন্তর নিজেকে বিষ্ণুরূপী বিগ্রহ বলিয়া ধ্যান করিবে')।[১]

"অহং স ভগবান্ বিষ্ণুরহং নারায়ণো হরিঃ।
বাসুদেবো হ্যহং ব্যাপী ভূতাবাসো নিরঞ্জনঃ॥"[২]

'আমি সেই ভগবান্ বিষ্ণু। আমি নারায়ণ হরি। আমি নিশ্চয়ই বিভু এবং নিরঞ্জন ভূতাবাস বাসুদেব।' কথিত হইয়াছে যে সুদৃঢ়ভাবে এইরূপ অহঙ্কার লাভ করত সাধক অচিরে তন্ময় (বা বিষ্ণুময়) হয়।[৩] বিষ্ণুর স্বরূপ, ষাড়্‌গুণ্যমহিমায়তরূপ, বিশ্বরূপ, কিংবা অপর যে কোন অভিমত রূপের সঙ্গে অভেদভাবনা করা যায়। সর্বত্রই আপনাকে তদ্রূপ বিষ্ণু বলিয়া মনে করিতে হইবে।[৪]

'সাত্বতসংহিতা'য় বিবৃত চাতুরাত্ম্য উপাসনায় অভেদভাবনা আছে।[৫] তাহাতে যোগাসনে বসিয়া গুরুদেবকে প্রণাম করত আপন শরীরে চতুরাত্মার মন্ত্র ন্যাস করিতে হয়। পাদ হইতে জানু পর্যন্ত অঙ্গে অনিরুদ্ধ-মন্ত্র, জানু হইতে নাভিপর্যন্ত স্থানে প্রদ্যুম্ন-মন্ত্র, নাভি হইতে কর্ণদেশ পর্যন্ত স্থানে সঙ্কর্ষণ-মন্ত্র, এবং কর্ণ হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত স্থানে বাসুদেব-মন্ত্র ন্যাস করিতে হইবে। অনন্তর "স্বাত্মনা চাতুরাত্মীয়মভিমানং সমাশ্রয়েৎ" (অর্থাৎ এই অভিমান করিতে হইবে যে আমিই চতুরাত্মা)।[৬] অনন্তর চিত্তকে বাহ্য বিষয়সমূহ হইতে প্রত্যাহার করিয়া এক এক ব্যূহের সহিত অভেদভাবনা করত তত্তৎব্যূহের মন্ত্র জপ করিতে হয়। প্রথমে অনিরুদ্ধের স্থানে চিত্ত নিবেশ করিয়া তাঁহার সহিত নিজের অভেদভাবনা করিয়া ("তদভিন্নেন চাত্মনা") তাঁহার মন্ত্র ১০০ বার জপ করিতে হইবে। "ঐ মন্ত্রজপের সামর্থ্য এবং তাদাত্ম্যস্থিতিবন্ধন বশতঃ অভ্যাস দ্বারা বৎসরান্তে তদদ্বৈতসমন্বিত সবিজ্ঞান তাঁহার মহিমা তাহার (সাধকের) উৎপন্ন হয়।"[৭] অনন্তর

"যোঽয়ং সোঽহমতো হ্যদ্বৈতেন সদেব হি।"[৮]

('যে ইনি সেই আমি, ইঁহা হইতে (আমার ভেদ) নিশ্চয় নাই, সদাই অদ্বৈত')—এই প্রকারে প্রদ্যুম্নের সহিত অভেদ ভাবনা করত তাঁহার মন্ত্র ২০০ বার জপ করিতে হইবে।' ঐরূপে সম্যক্ অভ্যাস দ্বারা কালে প্রদ্যুম্নের সহিত একত্ববোধ হয়। সেই প্রকারে ক্রমে সঙ্কর্ষণমন্ত্র ও বাসুদেবমন্ত্র জপ করিতে হইবে। যাবৎপর্যন্ত বাসুদেবের স্থানে "প্রলীনমূর্তি (অর্থাৎ নিরাকার), অনন্ত ও অমম (? অমল), তথা অনৌপম্য, অনাকুল, শান্ত এবং চিদানন্দঘন, তেজোনিধি" রূপে তিনি প্রকটিত না হন, তাবৎ পর্যন্ত অভ্যাস কর্তব্য। তিনি প্রকটিত হইলে

"সমাধায়াত্মনাত্মানং তত্র ত্যক্ত্বা জপক্রিয়াম্।
ধ্যাতৃধ্যেয়াবিভাগেন যাবত্তন্ময়তাং ব্রজেৎ॥

---

১) জয়াখ্যসং, ১১।৩৯·২ ২) ঐ, ১১।৪১ ৩) ঐ, ১১।৪২
৪) ঐ, ১১।৩৯·২-৪০ ৫) সাত্বতসং, ৬।১৯৪·২— ৬) ঐ, ৬।১৯৮·১
৭) ঐ, ৬।২০৭—২০৮·১ ৮) ঐ, ৬।২০৯·১

যদা সংবেদ্যনির্মুক্তে সমাধৌ লভতে স্থিতিম্।
অভ্যাসাদ্‌ভগবদ্‌যোগী ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা॥"[১]

'জপক্রিয়া পরিত্যাগ করত নিজে নিজেকে তাহাতে সমাহিত করিবে যাবৎ না ধ্যাতা ও ধ্যেয়ের অবিভাগে তন্ময়তা লাভ হয়। ঐ প্রকার অভ্যাস দ্বারা সংবেদ্য হইতে নির্মুক্ত হইয়া যখন সমাধিতে স্থিতি লাভ হয়, তখন যোগী ব্রহ্ম হয়।' কথিত হইয়াছে প্রতিদিন অর্ধরাত্রে শয্যা হইতে উঠিয়া কমণ্ডলুর জল দ্বারা আচমন করত এই প্রকারে চাতুরাত্ম্যোপাসনা করিতে হইবে। কথিত হইয়াছে যে ঐ সমাধি-অবস্থায় জগতের জ্ঞান থাকে না ("সংবেদ্যনির্মুক্তে"); ধ্যাতা-ধ্যান-ধ্যেয়—এই ভেদত্রিপুটিও থাকে না। সুতরাং উহা নির্বিশেষাদ্বৈতাবস্থাই বলিয়া মনে হয়। পরন্তু বেঙ্কটনাথ মনে করেন যে তাহাতে তাদাত্ম্যভাবনা উপদিষ্ট হইয়াছে, পরন্তু স্বরূপৈক্যাদি তাহাতে বিবক্ষিত নহে; "ধ্যাতৃধ্যেয়াবিভাগেন' বচনে "নির্বিকল্পসমাধ্যবস্থা" কথিত হইয়াছে এবং "ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা" বচনে উহা পরমসাম্যরূপ ফল প্রতিপাদিত হইয়াছে।[২] উক্ত নির্বিকল্প সমাধি অবস্থাকে কিঞ্চিৎকালিক মনে করিবার কোন হেতু কি? সবিকল্পভাবই যদি পরম ধ্যেয় হয়, তবে নির্বিকল্পসমাধি অভ্যাসের প্রয়োজনই বা কি? বেঙ্কটনাথ তাহা বলেন নাই। শ্রুতি বলেন, "তংযথা যথোপাসতে তদেব ভবতি"। সুতরাং পূর্ণ অদ্বৈত ভাবনার ফল অদ্বৈতই হইবে, তাদাত্ম্য বা দ্বৈতাদ্বৈতাত্মক হইতে পারে না।

উপাসনার প্রারম্ভে যে উপাসককে উপাস্যের সহিত অভেদ ভাবনা করিতে হইবে তাহা অপর পাঞ্চরাত্রসংহিতায়ও আছে। 'ঈশ্বরসংহিতা'র অন্যত্র আছে যে মন্ত্রজপকারী, "আত্মানং সর্বগং ধ্যাত্বা সর্বজ্ঞং বিষ্ণুমব্যয়ম্" (আপনাকে সর্বগ, সর্বজ্ঞ এবং অব্যয় বিষ্ণু বলিয়া ধ্যান করত') ভাবান্বিত হইয়া বিষ্ণুর অধিবাসন করিবে।[৩] "আত্মৈকতাং কৃত্বা স্বস্মিন্ সর্বেশ্বরে হরৌ" ('আপনাকে এবং সর্বেশ্বর হরিতে আত্মৈকতা করিয়া') ইত্যাদি।[৪] 'পরমসংহিতা'য় বিবৃত হইয়াছে যে একবার স্বয়ং দেবদেব হইয়া তাঁহার সমর্চনা করিবে। সমানব্যবহারে (অর্থাৎ স্বয়ং দেবদেব হইয়া গেলে) পূজ্যও থাকে না, পূজকও থাকে না (অর্থাৎ উপাস্যোপাসক-ভেদভাব থাকে না)। সেই হেতু ভাবনা দ্বারা প্রলয়ক্রমে আপন প্রাকৃত দেহ বিলয় করত আপনাকে ভগবানে বিলয়ের পর,—ভগবান্ হইবার পর পুনঃ সৃষ্টিক্রমে অপর বিশুদ্ধ শরীর উৎপাদন করত পুরুষোত্তমের পূজা করিবে।[৫]

কথিত হইয়াছে যে দীক্ষা প্রদানের পূর্বে গুরুকে ভাবনা করিতে হইবে যে শিষ্য "তত্ত্বকঞ্চুকনির্মুক্তং শান্তাত্মন্যেকতাং গতম্" (তত্ত্বকঞ্চুক হইতে নির্মুক্ত হইয়া শান্তাত্মায় একতা প্রাপ্ত হইয়াছে)।[৬]

১) সাত্বতসং, ৬।২১৩-৪ = ঈশ্বরসং, ৬।৮৭-৮

২) "যৎপুনরিহ যোগদশায়াং তাদাত্ম্যভাবনমুদিশ্যতে ··অত্র ন স্বরূপৈক্যাদিকং বিবক্ষিতম্" ইত্যাদি। ('পাঞ্চরাত্ররক্ষা', মগনীরাম শেঠের সংস্করণ, ৮৭ পৃষ্ঠা।

৩) ঈশ্বরসং, ১৮।১১১ = বিষ্ণুসং, ১৭।১৩'১

৪) ঈশ্বরসং, ১১২'২

৫) পরমসং, ৪২৩'২—২৫'১

৬) সাত্বতসং, ১৯।১১২'১ = ঈশ্বরসং, ২১।৩৯১'২

"ততঃ সংবেদ্যনির্মুক্তে সমাধৌ বিনিয়োজ্য চ ॥
ন বেত্তি যত্র সংলীনং সানন্দঃ দ্বৈতমাত্রকম্ ।"[১]

'অনন্তর তাহাকে সংবেদ্যনির্মুক্ত সমাধিতে বিনিয়োগ করিতে হইবে, যাহাতে সম্যক্ লীন হওত, সে আনন্দস্বরূপ হইয়া যাইবে, দ্বৈতমাত্রের ভান তাহার থাকিবে না।' 'লক্ষ্মীতন্ত্রে' আছে যে যোগী লক্ষ্মীকে "অনৌপম্য, অনির্দেশ্য, নির্বিকল্প, নিরঞ্জন, সর্বত্র সুলভ এবং সর্বপ্রত্যয়তাগত" বলিয়া, অথবা সাকার বলিয়া ধ্যান করিবে। যাহার যাহাতে ভক্তি এবং শ্রদ্ধা হয় যে তাহাকে আশ্রয় করিয়া "সম্যক্ নিদিধ্যা উৎপাদন করত সমাধি সমুপাশ্রয় করিবে, যাহাতে ধ্যাতা, ধ্যান এবং ধ্যেয়—তিনই বিলীন হয়। তখন একমাত্র সনাতনী পূর্ণাহন্তা আমি ভাসিত থাকিব। সম্বিৎ-মহোদধি আমাতে ঐকার্থ্য (? ঐকাত্ম্য) অনুসংপ্রাপ্ত হইলে, অপর কিছুই প্রকাশিত হয় না, তখন পরা আমিই (প্রকাশিত থাকি)।"[২] অন্যত্র আছে যে আপন শরীরে মন্ত্রন্যাসের পর মন্ত্রী এই ভাবনা করিবে যে "অহং স ভগবান্ বিষ্ণুরহং লক্ষ্মীঃ সনাতনী" ('আমি ভগবান্ বিষ্ণু, আমি সনাতনী লক্ষ্মী')।[৩]

'বৃহদ্‌ব্রহ্মসংহিতা'য় ব্যাখ্যাত হইয়াছে যে "জ্ঞানবুদ্ধিতে অভেদভাবে (পরম)পুরুষের পূজন নিশ্চয় নিষ্কাম মুমুক্ষুদিগের অন্তঃকরণশুদ্ধ্যর্থ। ব্রহ্মা, রুদ্র, ইন্দ্র, বরুণ, মনু, কাল, যম প্রভৃতি সকলে চতুর্ব্যূহাত্মক এবং অনিরুদ্ধতনুতে স্থিত। ভেদভাবে সেবিত হইলে তাঁহারা আব্রহ্মভুবনের ভোগ,—যথা ভৌম রাজ্য, তথা ঐন্দ্র্য, প্রাজাপত্য ও বারুণ পদ, প্রদান করিয়া থাকেন। আর অভেদত (সেবিত হইলে) জ্ঞান, বৈরাগ্য ও কৈবল্য প্রদান করেন।" ইত্যাদি।[৪] উহার অন্যত্র আছে, "ব্রহ্মৈবাস্মীতিবোধেন তৎসাদৃশ্যমুপেত্য সঃ। নির্মলো ভবতি" ('আমি ব্রহ্মই,—এই বোধ দ্বারা সে (জীব) ব্রহ্মসাদৃশ্য প্রাপ্ত হইয়া নির্মল হয়')।[৫] "দেহে অহঙ্কৃতি এবং অপর বিষয়সমূহে মমত্ব পরিত্যাগ করিয়া নিজের কেবল ব্রহ্মভাবত্ব অনুভাবনা করিয়া যে বিচক্ষণ ব্যক্তি বলে যে 'আমি ব্রহ্মই' সে ব্রহ্মলাভ করে, যেমন 'আমি দেহই'—এই ভাব দ্বারা (লোক) মায়াকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। দেহে অহঙ্কারকারী মনুষ্য সপ্তাবরণসংযুক্ত এবং কার্যরূপ এই ব্রহ্মাণ্ডাত্মিকা মায়াকে প্রাপ্ত হয়। ইত্যাদি।[৬] 'শ্রীপ্রশ্নসংহিতা'য় আছে, "(যোগী) চক্ষুর্দ্বয় দ্বারা যাহা যাহা দেখে, তাহাকে তাহাকে 'আত্মা' বলিয়া ভাবনা করিবে। কর্ণদ্বয় দ্বারা যাহা যাহা শোনে, তাহাকে তাহাকে আত্মা বলিয়া ভাবনা করিবে। নাসিকা দ্বারা যাহা যাহা আঘ্রাণ করে, তাহাকে তাহাকে আত্মা বলিয়া ভাবনা কবিবে। জিহ্বা দ্বারা যে যে রস আস্বাদন করে, তাহাকে তাহাকে আত্মা বলিয়া ভাবনা করিবে। ত্বক্ দ্বারা যাহা যাহা স্পর্শ করে, তাহাকে তাহাকে যোগী আত্মা বলিয়া ভাবনা করিবে। এই প্রকার ভাবনাশীল তাহার অতিমানুষ সামর্থ্য (লাভ হয়)। দূরদৃষ্টি, দূর-শ্রবণ, ক্ষণমধ্যে দূরে গমন," ইত্যাদি।[৭]

'অগস্ত্য-সংহিতা'য় ('অগস্ত্য-সুতীক্ষ্ণ-সংবাদে') বিবৃত হইয়াছে যে একমাত্র অভেদ উপাসনা দ্বারাই জীব মুক্তিলাভ করে।

---

১) সাত্বতসং, ১৯।১১৩·২—১১৪·১ = ঈশ্বরসং, ২১।৬৯৩ ২) লক্ষ্মীতং, ২৮·৪১-৮·১
৩) ঐ, ৩৫।৭৯·২ আরও দেখ—৪৮।১০·২—১১·১ ; ৫৯।১১
৪) বৃহদ্‌ব্রহ্মসং, ১।১৩।১৭৮— ৫) ঐ, ২।২।৪৩
৬) ঐ, ৩।৩।৯— ৭) শ্রীপ্রশ্নসং, ৩।৫৮-৬২

"উভয়োরৈক্যচিন্তা চ পুনরাবৃত্তয়ে ন তু ॥"[১]

'পরন্তু (জীবাত্মা এবং পরমাত্মা)—উভয়ের ঐক্যচিন্তাই পুনরাবৃত্তির হেতুভূত হয় না।' "অতএব 'রামোঽহমস্মি' (আমি রামই)—এই গায়ত্রী নিয়ত জপ করিবে।"[২] "আমি রামই'—এই প্রকার সদাই অনন্যচিত্তে ভাবনা করিবে।"[৩] পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে জীব ও ব্রহ্মের ঐক্যচিন্তাই, উঁহার মতে, সমাধি।[৪]

অন্যত্র আছে, যোগী নিজের দেহে, তথা পত্নীপুত্রাদিতে অভিমান পরিত্যাগ করিয়া, সমস্তকে ব্রহ্ম বলিয়া ভাবনা করিবে।[৫] "উৎপন্ন বৈরাগ্য যেই যতি নিজেকে, নিজের দেহকে এমন কি বিষ্ঠামূত্রাদিকেও, ব্রহ্ম বলিয়া চিন্তা করেন, তিনি ব্রহ্মবিত্তম।"[৬]

'অগস্ত্যসংহিতা'য় অভেদ উপাসনাকে এই প্রকারে প্রশংসা করা হইয়াছে,—

"কিঞ্চ রামোঽহমিত্যেব সর্বদানুস্মরন্তি যে।
ন তে সংসারিণো নূনং রাম এব ন সংশয়ঃ ॥"[৭]

'অধিকন্তু, যাহারা সর্বদা এই অনুস্মরণ করে যে 'আমি রামই,' তাহারা নিশ্চয় সংসারী নহে, রামই। তাহাতে কোন সংশয় নাই।' তাহারা বিধিনিষেধের বা ধর্মাধর্মের অতীত হয়।

"রাম এবাত্র ভোক্তা চ ভোজ্যমাদ্যং ভুজিক্রিয়া ॥
একস্মিন্নবিশিষ্টে তু কিমসৎসৎপ্রসজ্ঞনং।[৮]

'ইহজগতে রামই ভোক্তা, আদ্য ভোজ্য এবং ভোগক্রিয়া। অবিশিষ্ট একই (স্থিত হইলে) সৎ ও অসৎ (ভেদের) প্রসক্তি কি প্রকারে হইবে?' সুতরাং তখন ভুক্তি মুক্তির বিরোধী হইতে পারে না।[৯] "সদা অনন্যচিত্তে এই প্রকারে চিন্তা করিবে—'আমি রামই'। ইহজগৎ তাহার কিছু বিহিতও থাকে না, নিষিদ্ধও থাকে না।"[১০]

আত্মা ভাবনা—'শ্রীপ্রশ্নসংহিতা'য় উক্ত হইয়াছে যে সমস্তকে আত্মা বলিয়া ভাবনা কর্তব্য। "চক্ষুর্দ্বয় দ্বারা যাহা যাহা দেখা যায় তাহাকে তাহাকে আত্মা বলিয়া ভাবনা করিবে। কর্ণদ্বয় দ্বারা যাহা যাহা শুনা যায়, তাহাকে তাহাকে আত্মা বলিয়া ভাবনা করিবে।[১১] এই নাসা দ্বারা যাহা যাহা লাভ হয়, জিহ্বা দ্বারা যাহা যাহা আস্বাদিত হয়, এবং ত্বক্ দ্বারা যাহা যাহা স্পর্শ করা যায়, তৎসমস্তকে আত্মা বলিয়া ভাবনা করিবে।[১২] এই প্রকার ভাবনা করিলে যোগীর অতিমানুষ সামর্থ্য,—দূরদৃষ্টি, দূরশ্রবণ, ক্ষণমধ্যে দূরে গমন, বাকসিদ্ধি, কামরূপত্ব এবং অদৃশ্যত্ব, লাভ হয়।[১৩]

১) অগস্ত্যসং, ৫।৪৬'২ ২) ঐ, ১৭।৫৪'২
৩) ঐ, ১৯।২৭'১ ; আরও দেখ—১৯।২৯ ৪) পূর্বে দেখ।
৫) ঐ, ২১।১৬'২ ৬) ঐ, ২১।১৭ ৭) ঐ, ১৯।২২'২-২৩'১
৮) ঐ, ১৯।২৩'২-২৪'১ ৯) ঐ, ১৯।২৪'২
১০) ঐ, ১৯।২৭ ; আরও দেখ—

"অতো রামোঽহমিত্যেতৎ তাৎপর্যেণ বদন্তি যে।
রামো নামত এব স্যুর্ন তেষাং বিহিতাদিকং ॥"—(ঐ, ১৯।২৯)

১১) শ্রীপ্রশ্নসং, ৩।৫৮— ১২) ঐ, ৩।৫৯-৬০'১ ১৩) ঐ, ৩।৬০'২—৬১

সাম্প্রদায়িকতা—নারায়ণীয়াখ্যানোক্ত পাঞ্চরাত্রধর্মে সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা ছিল না। তাহাতে পরিষ্কার বলা হইয়াছে যে ব্রহ্মাশিবাদি যে কোন দেবতারই উপাসনা করা যাউক না কেন তাহাতে নারায়ণেরই উপাসনা হয়।[১] 'গীতা'তে বিষ্ণুর প্রতি ভক্তিকে অপর দেবতার ভক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে মনে হয়। সুতরাং উহাতে কিঞ্চিৎ সাম্প্রদায়িকতা আছে বলা যায়। পাঞ্চরাত্রসংহিতাসমূহে ঐ সাম্প্রদায়িকভাব ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়াছে, ততোধিক বিদ্বেষে পরিণত হইয়াছে। উহাদের রত্নত্রয়ের অন্যতম 'জয়াখ্যসংহিতা'য় ব্যাখ্যাত হইয়াছে ব্রহ্মা, রুদ্র, ইন্দ্র, প্রভৃতি বিষ্ণুর ঔপাধিক,—অধ্যস্ত নাম মাত্র। "যেমন (স্ফটিক) মণি পৃথক্ পৃথক্ রূপে নীল, পীত, প্রভৃতি (বর্ণসমূহের) সংযোগে (তত্তৎ বর্ণবিশিষ্ট বলিয়া) রূপভেদ প্রাপ্ত হয়, তেমন বিভু (বিষ্ণু) ব্রহ্মা রুদ্র, প্রজাপতি, চন্দ্র, সূর্য (প্রভৃতি) নাম প্রাপ্ত হন। (উহাঁরা) পরমাত্মাসমুদ্ভূত মন্ত্র হইতে উৎপন্ন (অর্থাৎ বিভিন্ন মন্ত্রে বিভিন্ন রূপ বর্ণনা হইতে বিষ্ণু ব্রহ্মাশিবাদি বিভিন্ন নাম ও রূপ বিশিষ্ট বলিয়া বোধ হইয়া থাকে, সুতরাং উহাঁরা তদাত্মক।"[২] এইরূপে ব্রহ্মাশিবাদি দেবতা ও বিষ্ণু তত্ত্বতঃ অভিন্ন হন। তাই আচার্যের লক্ষণ নির্দেশে উক্ত হইয়াছে যে তিনি দেবদেবের (অর্থাৎ বিষ্ণুর) সম্যক্ প্রতিষ্ঠা করিবেন, "সমদৃষ্ট্যা তথাঽন্যেষাং দেবানাং স্থাপনং" ('তথা সমদৃষ্টিতে অপর দেবগণেরও স্থাপন') করিবেন। ততোধিক, যাহারা বিষ্ণু ভিন্ন অপর দেবতার ভক্ত সেই সকল ভক্ত মনুষ্যগণকে তিনি তাহাদের প্রার্থনানুসারে অনুগ্রহ করিয়া সেই সেই দেবতার উপাসনায় যথাশাস্ত্র প্রবর্তিত করিবেন।[৩] তাহাতে বুঝা যায় 'জয়াখ্যসংহিতা'র মতে আচার্য সম্পূর্ণ উদার হইবেন, কোন দেবতাবিশেষের উপাসনার প্রতি তাঁহার পক্ষপাত থাকিবে না। পরন্তু উহার অন্যত্র ব্রহ্মা, রুদ্র, ইন্দ্র, প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ দেবতাগণের উপাসনাকে "অমুখ্য ও নাতিনির্মল" বলিয়া নিন্দা করা হইয়াছে, এবং আরও কথিত হইয়াছে যে আপ্ত বৈষ্ণবগণ "সত্ত্বস্থ,—সাত্বত, ও শুদ্ধ ভগবন্মার্গে" স্থিত; তাহারা ঐ সকল দেবতার উপাসনা দ্বারা সঙ্কীর্ণ নহে; তাহারা বাসুদেব, চাতুরাত্ম্য ও উহাঁদের প্রভবসমূহ ব্যতীত ঐ সকল দেবতার উপাসনা করে না।[৪] কোন বৈষ্ণব রুদ্রের লিঙ্গমূর্তিকে নিবেদিত বস্তু যদি ভুল বশতঃ তক্ষণ করে কিংবা স্পর্শ করে, তবে তাহাকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে; আর যদি স্বেচ্ছাপূর্বক করে

১) পূর্বে দেখ। কোন কোন অর্বাচীন পাঞ্চরাত্রিক আচার্য 'মহাভারতে'র নারায়ণীয়াখ্যানের

ব্রহ্মাণং শিতিকণ্ঠং চ যাশ্চান্যা দেবতাঃ স্মৃতাঃ।
প্রবুদ্ধচর্যাঃ সেবন্তো মামেবৈষ্যন্তি যৎ পরম্॥"—(মহাভা, ১২।৩৪১।৩৬)

এই শ্লোকের দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তির এই পাঠ ধরিয়াছেন,—

"প্রতিবুদ্ধা ন সেবন্তে যস্মাৎ পরিমিতং ফলম্।"

যথা দেখ—বেঙ্কটনাথের 'পাঞ্চরাত্ররক্ষা' (পৃষ্ঠা ৬৭ ও ১৪৮), 'স্তোত্ররত্নভাষ্য' (২৮ শ্লোক; গ্রন্থাবলী, ৬৭ পৃষ্ঠা) 'গীতা'র ৯।৩০ শ্লোকে রামানুজ ভাষ্যের 'তাৎপর্যচন্দ্রিকা', প্রভৃতি।

সুতরাং তাঁহাদের মতে নারায়ণীয়াখ্যানোক্ত পাঞ্চরাত্রধর্মও সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা পূর্ণ। দাক্ষিণাত্যের কুম্ভকোণম হইতে প্রকাশিত 'মহাভারতে' (১২।৩৫০।৩৬)ও তাঁহাদের ধৃত পাঠ নাই, 'পরম্' স্থলে 'ফলম্' পাঠান্তরে পূর্বোক্ত পাঠই আছে।

২) জয়াখ্যসং, ১২।২৭-৮ ৩) ঐ, ১৭।৫৭-৯ ৪) ঐ, ২২।২৯-৩০

তবে তদপেক্ষা কঠোর প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।[১] 'সাত্বতসংহিতা'য় আছে, যে তত্ত্বতঃ ভগবন্ময়, কিংবা তাঁহার কোন ব্যূহীয় বা বৈভব রূপের ভক্তিপরায়ণ, অপর কোন দেবতার উপাসনা করে না ("নান্যদেবতাযাজী"), ভগবান্ তাহাকেই কৃপা করিয়া দর্শন দেন।[২] এই প্রকারে তাহাতে অন্য দেবতার উপাসনা নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। ততোধিক উহাতে বলা হইয়াছে যে, যে অচ্যুতের তত্ত্ব, পাঞ্চরাত্র শাস্ত্রের অর্থ এবং নানাশাস্ত্রোক্তলক্ষণ সদ্‌বৈষ্ণবী দীক্ষা জানে না, তাহার সহিত সম্বন্ধ রাখিবে না।[৩] রত্নত্রয়ের অবশিষ্ট সংহিতা 'পৌষ্কর-সংহিতা'র মতে, যে সকল মনুষ্য নিশ্রেয়সপদপ্রাপ্ত্যর্থ অচ্যুতের আরাধনায় দীক্ষা এবং অধিকার লাভ করিয়াছে তাহাদের দেবতান্তরপূজন সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে। পরমেশ্বরের সুপ্রসিদ্ধ[৪] ব্যক্ত আকার কিংবা তাঁহার ব্যূহের ও বিভবের আকার ব্যতীত বসুধাগত অপর কোন আকার বুধগণ দ্বারা সমর্চনীয় নহে। ইহা নিশ্চয় অপ্রমেয়রতাত্মা-দিগের পরম সময়াচার। কখন কখন কোথাও কোথাও ভগবদংশ প্রাদুর্ভাবগণ কর্তৃক অধিষ্ঠিত পার্থিব লিঙ্গসমূহ দৃষ্ট হইয়া থাকে এবং শ্রুতও হইয়া থাকে। যদ্যপি ঐ প্রকার (অর্থাৎ ঐ সকল সত্য হইলেও) তথাপি বিরুদ্ধত্ব হেতু ঐ সকল বৈষ্ণবগণের অর্চনীয় নহে; কেননা, ঐ সকল উপাধি বৈষ্ণবী নহে ("নোপাধিবৈষ্ণবী হি সা")। দেবতাগণ কিংবা সিদ্ধগণ কর্তৃক অবতারিত যে সকল স্বয়ম্ভুলিঙ্গ আছে, তাহাদের তথা স্কন্দ, রুদ্র, মহেন্দ্র, প্রভৃতি দেবতাগণের, অর্চনাও তাহাদের পক্ষে প্রতিষিদ্ধ। সমস্ত দেবগণের অন্তর্যামী পুরুষোত্তম যদিও অব্যক্তরূপ তথাপি উপাসকগণের ভাবভক্তিবশে, তথা ক্রিয়া ও জ্ঞান বশে, ব্যক্ত হইয়া থাকেন। তিনি ব্যক্ত হইলেই সাধকগণের স্ব স্ব সাধনার সিদ্ধি হইয়া থাকে। এই সকল জানিয়া ভক্তিসাঙ্কর্য নিশ্চয় করিবে না। যে উত্তম গতি লাভের ইচ্ছা করে সে সর্বপ্রযত্নে তাহা বর্জন করিবেক। একায়নাখ্যা বিপ্রগণ তত্ত্বতঃ অচ্যুতের ভক্ত। যাহারা একান্তী, স্বতত্ত্বস্থ এবং ফলাকাঙ্ক্ষা ব্যতীত কেবল কর্তব্যবোধে বিষ্ণুর সম্যক্ যজন করে,—আমরণ অপর কোন দেবতার উপাসনা করে না ("দেহান্তান্নান্যযাজিনঃ"), তাহারা দেহান্তে বাসুদেবত্ব প্রাপ্ত হয় ("প্রাপ্নুবন্তি চ দেহান্তে বাসুদেবত্বমঞ্জজ")। অপর বিপ্রগণ নানা দেবতার উপাসনা করে বলিয়া ("নানামার্গগণার্চনাৎ") 'ব্যামিশ্রযাজী' বলিয়া পরিজ্ঞেয়। "ভক্তাভাসাস্তু তে স্মৃতাঃ" ('পরন্তু তাহারা ভক্তাভাস বলিয়া স্মৃত হয়'।)।[৫] 'পৌষ্করসংহিতা'য় ব্যামিশ্রযাজিত্ব পুনঃ পুনঃ প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে।[৬] তবে উহাতে ইহাও বলা হইয়াছে যে যাহারা প্রকৃত অধিকারী তাহারা যদি কোন ক্রিয়ান্তর উপস্থিত হইলে অপর কোন দেবতার অর্চনা করে তবে তাহাদের দোষ হয় না। "কেননা, যেহেতু তাহাদের অচ্যুতের প্রতি সর্বপরত্ব

১) জয়াখ্যসং, ২৫।৩৭'২-৩৮ ২) সাত্বতসং, ৭।১০৮-১১০

৩) ঐ, ২১।৪৫'২-৪৬=ঈশ্বরসং, ২২।৪৫'২-৪৬

৪) মুদ্রিত পাঠ "সা প্রসিদ্ধা তুবৈ ব্যক্তাদাকারাৎ পরমেশ্বরাৎ।" শুদ্ধ পাঠ "সুপ্রসিদ্ধাত্তুবৈ ব্যক্তাৎ" ইত্যাদি হইবে মনে হয়।

৫) পৌষ্করসং, ৩৬।২৫১-২৬৩'১ ৬) দেখ—ঐ, ৩৮।৪৭, ৪৮.১

(বুদ্ধি) আছে, সেইহেতু অপর দেবতাগণ (তাহাদের দৃষ্টিতে) তাঁহারই আশ্রিত বলিয়া তাঁহাদের পূজন হেতু তাহাদের দোষ হয় না; যেমন লোকে (কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির আশ্রিত) ভ্রাতৃগণের ও ভৃত্যগণের, তথা ধর্মপত্নীগণের, সম্মানন হেতু দোষ হয় না।"[১] পরন্তু যাহারা লৌকিকধর্মাচরণে স্থিত এবং ভগবানে অবিশেষজ্ঞ, সুতরাং ঐ সমবুদ্ধিপদ রহিত, পরন্তু কার্যবশতঃ বাঙ্‌মাত্রে সকলের পরত্ব সর্বদা বলিয়া থাকে এবং যাহারা অধিকার বিনাই, মার্গস্থিতির লোভ হেতু কিংবা তাহাদের আশয় পরিজ্ঞান হেতু, অপর দেবতার অর্চনে প্রেরিত হইয়াছে, তাহারা 'ব্যামিশ্রযাজী'। তাহারা নিশ্চয় পাতিত্যপদে সংস্থিত। তাহাদিগকে ঐ প্রকারে ব্যামিশ্রযজনে প্রবর্তনকারিগণ নিশ্চয় তাহাদিগকে নরকে উপনীত করে। পরন্তু সদ্ভক্তিপূত বাসুদেবরতাত্মা ব্যক্তিগণের ব্যামিশ্রযজনকৃত দোষ শাস্ত্র বিধান করে না, কেননা তাহার খণ্ডন করা হইয়াছে।[২] অন্যত্র আছে সত্য, বূ্যহ, উঁহাদের ভেদ মূর্ত্যন্তরগণ, প্রাদুর্ভাবগণ প্রাদুর্ভাবান্তরগণ ব্যতীত অপর যে সকল আয়ুধলাঞ্ছনাদি সমন্বিত দেবতা রূপ আছে, তাহাদের অর্চনা সামান্য বৈষ্ণব দিগের নিষিদ্ধ। সুতরাং যাহারা মন্ত্রতত্ত্বজ্ঞ, তৎপারম্যরতাত্মা এবং তদারাধনাসিদ্ধ্যর্থে দীক্ষিত সেই সকল মহাত্মাদিগের আর কথা কি? তবে কোথাও ভগবানের বিভূতির অংশ দৃষ্ট বা শ্রুত হইলে, তাহাদিগকে নমস্কার করিলে, এবং আপন আরাধ্যদেবতার পূজার বাহিরে কখনও কোন ইষ্টসিদ্ধ্যর্থ পূজা করিলে দোষ হয় না।[৩] এইরূপে দেখা যায়, পাঞ্চরাত্রসংহিতাসমূহের রত্নত্রয়ের প্রত্যেকটিতে অল্পাধিকপরিমাণে সাম্প্রদায়িকভাব আছে। পরবর্তী পাঞ্চরাত্রসংহিতা-সমূহের কোন কোনটীতে ঐ সাম্প্রদায়িকভাব আরও অধিকতর পরিমাণে পরিদৃষ্ট হয়। যথা, 'পাদ্মসংহিতা'য় আছে যে, যে সকল মনুষ্য পঞ্চকালপরায়ণ এবং ভগবন্ময়, তাহারা নারায়ণ ব্যতীত অপর কোন দেবতার ধ্যানপূজাদি করে না।[৪] "যাহারা বাসুদেবকে পরিত্যাগ করত অন্য দেবতার উপাসনা করে, তাহারা নরকে গমন করে। তাহাতে কোন সংশয় করা উচিত নহে।"[৫] তবে বিভিন্ন অভীষ্ট সিদ্ধ্যর্থ বিভিন্ন দেবতাকে আরাধনা করিবার বিধান উহাতে আছে এবং কোন্ দেবতার আরাধনা দ্বারা কোন্ ফল লাভ হয়, তাহাও বিবৃত হইয়াছে।[৬] কথিত হইয়াছে যে "জ্ঞানবন্তো নরাঃ সর্বে ভবেয়ুঃ শিবপূজনাৎ" (শিবপূজা দ্বারা সকল মনুষ্য জ্ঞানবান্ হইবে)।[৭] জ্ঞানলাভ হইলে মুক্তিলাভ হয় বলিয়া যেমন অপর পাঞ্চরাত্রসংহিতা'য়, তেমন 'পাদ্মসংহিতা'য়ও উক্ত হইয়াছে।[৮] সুতরাং শিবপূজা দ্বারাও মুক্তিলাভ হইতে পারে। তবে শিবোপাসকের নরকে গমন হইবে বলিয়া কেন বলা হইয়াছে? 'পারমেশ্বরসংহিতা'য় উক্ত হইয়াছে যে যাহা সর্বশ্রেষ্ঠধর্ম,—যাহা হইতে মহত্তর ধর্ম নাই, তাহা একমাত্র বাসুদেবনিষ্ঠ এবং দেবতান্তরবর্জিত।[৯] 'বিষ্ণুসংহিতা'য় আছে, বিষ্ণু ব্যতীত "ন বন্দ্যা চান্যদেবতা"

১) পৌষ্করসং, ৩৮।৪৯-৫০ ২) ঐ, ৩৮।৪৮'২-৫৫'১ ৩) ঐ, ২৫।২-৬

৪) পাদ্মসং, ১।১।৪০

৫) "বাসুদেবং পরিত্যজ্য যোঽন্যং দেবমুপাসতে।
নরকায় ভবন্ত্যেতে নাত্র কার্য-বিচারণা॥"—(ঐ, ১।১।১০০)

৬) ঐ, ৩।২।৪৬— ৭) ঐ, ৩।২।৫০'১ ৮) পূর্বে দেখ।

৯) 'পরমসংহিতা'র ভূমিকায় (৩০ পৃষ্ঠা) ধৃত 'পরমেশ্বরসংহিতা'র বচন দেখ।

('অপর দেবতাকে বন্দনা করিবে না')[১] একমাত্র বিষ্ণুরই নির্মাল্য শুচি, অপর সমস্ত দেবতার নির্মাল্য অশুচি।[২] উহাতে এমনও কথিত হইয়াছে যে যাহারা বিষ্ণুভক্ত আরও বিশেষতঃ যে সকল মনুষ্য উর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ করে, একমাত্র তাহাদিগকেই পূজা করিবে; তাহাদিগের বাঞ্ছিত সমস্ত বস্তু তাহাদিগকে প্রদান করিবে; এবং তাহাদিগকে সর্বদা অগ্রভিক্ষা প্রদান করিবে। অন্যদেবতার ভক্তের পূজা করিবে না।[৩] 'বৃহদ্ব্রহ্মসংহিতা'য় বর্ণিত হইয়াছে যদ্দ্বারা কৃষ্ণ প্রসাদ করেন সেই ভাগবতধর্ম[৪] মতে কৃষ্ণ ব্যতীত অপর দেবতাকে কখনও পূজা করিবে না, নমস্কার, করিবে না; স্মরণ করিবে না ও দর্শন করিবে না; গান কিংবা নিন্দাও করিবে না। অপর দেবতার উচ্ছিষ্ট ভোজন করিবে না এবং অন্যশেষ ধারণ করিবে না। অবৈষ্ণবগণের সংলাপবন্দনাদি পরিত্যাগ করিবে। বিষ্ণুর কিংবা বৈষ্ণবের স্বল্প নিন্দাও শ্রবণ করিবে না। যদি কেহ বিষ্ণুর কিংবা বৈষ্ণবের নিন্দা করে, তবে, যদি সামর্থ্য থাকে তাহাকে দণ্ড দিবে; আর যদি সামর্থ্য না থাকে, কাণ বন্ধ করিয়া তাহার সম্মুখ হইতে স্থানান্তরে চলিয়া যাইবে।[৫] উহার উপসংহারে অন্য দেবতার উপাসনাকে এই বলিয়া তীব্র নিন্দা করা হইয়াছে যে যাহারা ভগবানের মায়া দ্বারা মোহগ্রস্ত এবং সেই হেতু মূলজ্ঞানবিবর্জিত তাহারাই স্বাভীষ্টফললাভের উদ্দেশ্যে স্বতন্ত্রফলদায়ক কোন সুরকে কি অসুরকে, নারায়ণের সমান বা তাঁহা হইতেও অধিক মনে করিয়া শ্রদ্ধা সহকারে পূজা করে। সম্ভূতিসমূহের সমর্চনা হেতু তাহারা অন্ধতমে প্রবেশ করে।[৬]

'ভারদ্বাজসংহিতা'য় উক্ত হইয়াছে যে বিষ্ণু ভিন্ন অপর দেবতাগণের স্তুতিসমূহ ও মন্ত্রসমূহ পরিত্যাগ করিবে। তাঁহাদের গুণকর্মাদি সম্বন্ধে কোন নিবন্ধ রচনা করিবে না এবং তাঁহাদের ভক্তগণের বিরচিত ঐ প্রকার নিবন্ধ পড়িবে না।[৭] যে সকল পুরাণে অনীশ তাঁহাদের পরেশত্ব উপবর্ণিত হইয়াছে, সেই সকল রাজস কিংবা তামস। উহাদিগকে সমাদর করিবে না। শিবপ্রোক্ত তন্ত্র মোহকারক, ক্ষুদ্রকামদ, বহুবিরুদ্ধ এবং তামস। সেই হেতু তাহা পরিবর্জন করিবে।[৮] বিষ্ণু ভিন্ন অপর দেবতার মন্দিরাদিতে কিংবা উহাদের সন্নিকটেও, যাইবে না। তাঁহাদের গোপুর, হর্ম্য, অর্চা, যান, অস্ত্র, প্রভৃতি অবলোকন করিবে না। তাঁহাদের গীত, বাদিত্র, ঘণ্টা, প্রভৃতির শব্দ শ্রবণ করিবে না। সংক্ষেপে তাঁহাদের সম্বন্ধে কৃত সমস্ত কর্ম, কি মন্দিরের অভ্যন্তরে, কি মন্দিরের বাহিরে—বর্জন করিবে। তাঁহাদের উপভক্ত দ্রব্যসমূহ গ্রহণ, তথা স্পর্শন, করিবে না। তল্লভ্য অর্থও গ্রহণ করিবে না। তাঁহাদিগকে প্রণাম, স্পর্শন, সেবা, স্মরণ এবং কীর্তন, এমন কি নিন্দাও করিবে না। কেননা, তৎসমস্তই তাঁহাদের ভক্তিপরক।[৯] শৈবাদিকে পাষণ্ড বলা হইয়াছে।[১০] কথিত হইয়াছে যেই গ্রামে বা গৃহে বিষ্ণুর অর্চা নাই সেই গ্রামে বা গৃহে বৈষ্ণব অন্নপানাদি করিবে না, তথায় একদিনও বাস করিবে না।[১১] হরির প্রিয়তম শঙ্খচক্রাদি

১) বিষ্ণুসং, ২৯।১৩.২ ২) ঐ, ২৯।১২.২-১৩.১
৩) ঐ, ২৯।২২.২-২৪ ৪) বৃহদ্ব্রহ্মসং, ২।৫।৬৯.২
৫) বৃহদ্ব্রহ্মসং, ২।৫।৮১.২-৮৪.১ ৬) ঐ, ৪।১০।২৫-৬
৭) ভারদ্বাজসং, ৪.২৪ ৮) ঐ, ৪।২২-৩ ৯) ঐ, ৪।৩২-৫
১০) ঐ, ৪।৩০ ১১) ঐ, ৪।২৮; আর ও দেখ—৪।৩১

চিহ্ন ব্যতীত অপর দেবতার চিহ্ন ধারণ করিবে না এবং যাহারা ঐ চিহ্ন ধারণ করে তাহাদের নিকটেও যাইবে না।[১]

'অহির্বুধ্ন্যসংহিতা'য় সাম্প্রদায়িক ভাব নাই। উহার প্রারম্ভে কথিত হইয়াছে যে একই পরমতত্ত্ব (পাঞ্চরাত্রশাস্ত্রে) ভগবান্ বা বাসুদেব, শ্রুতিতে ব্রহ্ম, (সাংখ্যশাস্ত্রে) কপিল ও কাপিল, যোগশাস্ত্রে হিরণ্যগর্ভ, (বেদশাস্ত্রে) অপান্তরতপ এবং পাশুপতশাস্ত্রে শিব নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। ষাড়্গুণ্যগুণযোগ হেতু তিনি ভগবান্ এবং সমস্তভূতবাসিত্ব হেতু 'বাসুদেব' বলিয়া পরিকীর্তিত হন।[২] বৃহত্ত্ব ও বৃংহণত্ব হেতু তিনি শ্রুতিতে 'ব্রহ্মা' বলিয়া গীত হন। শ্রেষ্ঠবিত্ত্ব হেতু তিনি 'কপিল' এবং তেজিষ্ঠত্ব হেতু 'কাপিল' নামে অভিহিত হন। শিব শিবঙ্করতা হেতু পাশুপতশাস্ত্রানুযায়িগণ কর্তৃক 'শিব' বলিয়া প্রোক্ত হন।[৩] পরে আরও বিস্তারিত রূপে বিবৃত হইয়াছে যে "ভগবান্ জ্ঞানস্বরূপ এবং পূর্ণষাড়্গুণ্যবিগ্রহ। তিনি সর্বভূতের স্রষ্টা, পালয়িতা এবং সংহারকর্তা। প্রভু তিনিই শৈবগণ কর্তৃক শিবরূপে আরাধিত হন। তিনিই ব্রহ্মারূপে এই চরাচর (জগৎ) সৃষ্টি করেন। তিনিই বিষ্ণু বা জনার্দন হইয়া এই জগৎ পালন করেন। তিনিই রুদ্ররূপে নিখিল জগৎ সংহার করেন। তিনিই বৌদ্ধদিগের বুদ্ধরূপে জগতে বর্তমান আছেন। তিনিই শাম্বরদিগের নিরাবরণরূপধারী। তিনিই চার্বাকমতে জিনেশ্বরবপুধর। যাজ্ঞিকগণ যাঁহাকে যজ্ঞপুরুষ বলেন, উনি তিনিই। মীমাংসকগণ উঁহাকেই উপাস্য বলিয়া কহিয়া থাকেন। বিভু তিনিই কপিলগণ কর্তৃক পুরুষ বলিয়া আখ্যাত হইয়া থাকেন। তাঁহাকে যাহারা যেইরূপে উপাস্য বলিয়া থাকেন, তিনি সেইরূপ ধারণ করিয়াই তাহাদিগকে তাহাদের অভীষ্ট সর্ববস্তু সত্বর প্রদান করিয়া থাকেন।"[৪] এইরূপে সমস্ত সম্প্রদায়ের উপাস্য দেবতাগণের রূপসমূহ একই পরম দেবতার বিভিন্ন নাম ও রূপ বলিয়া নিশ্চিত হওয়াতে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের কোন অবসর থাকে না। তবে ইহাও বলা হইয়াছে যে ভগবানের ঐসকল দেবরূপসমূহের মধ্যে সুদর্শনচক্ররূপ তাঁহার প্রিয়তম।[৫] পরন্তু তাহার উদ্দেশ্য—অপর দেবরূপসমূহকে নিন্দা করা নহে। কেননা, পরে উক্ত হইয়াছে যে সুদর্শন ভগবান্ মহাদেবকে বলেন যে "অন্তরং নৈব পশ্যামি তব দামোদরস্য চ" ("তোমার ও দামোদরের মধ্যে অন্তর নিশ্চয় দেখিতেছি না")।[৬] 'শাণ্ডিল্যসংহিতা'য়ও সাম্প্রদায়িক উদারতা দৃষ্ট হয়। কেননা, উহাতে উক্ত হইয়াছে যে—

"একো দেবঃ সদা ধ্যেয়ঃ কেশবো বা শিবোঽপি বা।
একং পুণ্ড্রং সদা কার্যং ঊর্দ্ধং বাপি ত্রিপুণ্ড্রকম্ ॥"[৭]

'বিষ্ণুকে হউক কিংবা শিবকে হউক, এক দেবকে সর্বদা ধ্যান করা উচিত। ঊর্ধ্বপুণ্ড্র কিংবা ত্রিপুণ্ড্র হউক, এক পুণ্ড্র সদাই কার্য।' উহার অন্যত্র আছে কর্মে কিংবা উপাসনায় যাহার যাহাতে শ্রদ্ধা হয় সে তাহাতে অধিকারী হইবে : পারম্পর্য (গুরুপরম্পরায় কিংবা বংশপরম্পরায় কিংবা

---

১) ভারদ্বাজসং, ৪।৩৬-৯

২) অহির্বুধ্ন্যসং, ২।২৮ ৩) ঐ, ২।৩৭-৯

৪) ঐ, ৩৩।১৪'২-২১'১ দেখ—গীতা ৫) অহির্বুধ্ন্যসং, ৩৩।২১'২-২৩'১

৬) ঐ, ৪৩।১৬ ৭) শাণ্ডিল্যসং, ভক্তিখণ্ড, ৩।৭।২৩

সম্প্রদায়পরম্পরায় প্রাপ্ত ধর্ম) অধিকারের কারণ নহে। হরি, হর, বিরিঞ্চি, সূর্য কিংবা অপর কোন দেবতা—যাহার যাঁহাতে শ্রদ্ধা হয় (সে তাঁহাকে ভক্তি করিবে)। পারম্পর্য তাহার বারক (হইবে না)।"[১] তবে বিভিন্ন দেবতার ভক্তিতে কিঞ্চিৎ তারতম্য ভেদও করা হইয়াছে। কথিত হইয়াছে যে পূর্বসঞ্চিত সুকৃতবশে প্রথমে ধর্মে শ্রদ্ধা হয়। অনন্তর হুতাশনে কিংবা অপর দেবতায় ভক্তি হয়। অনন্তর সূর্যে ভক্তি হয়। তাহার পর ব্রহ্মাতে ভক্তি হয়। "হরে ভক্তিস্ততস্তিষ্ঠেত্তস্মিন্ ভক্তি হরৌ ভবেৎ" ('অনন্তর হরে ভক্তি স্থির হয়, তাহাতে হরিতে ভক্তি হয়')। হর, গুরু এবং হরি দেবগণেরও পূজ্য।[২] এইরূপে অপর দেবতার ভক্তি অপেক্ষা শিবভক্তি এবং বিষ্ণুভক্তিকে শ্রেষ্ঠ বলা হইলেও, অপর দেবতার ভক্তিকে নিন্দা করা হয় নাই। শিবভক্তিও বিষ্ণুভক্তিকে সমান বলা হইয়াছে বোধ হয়। অন্ততঃ ইহা নিশ্চিত সত্য যে উভয় ভক্তির মধ্যে কোন বিরোধ আছে বলিয়া প্রদর্শিত হয় নাই।

'পরমসংহিতা'য় উভয় প্রকার মত পাওয়া যায়। উহার কোথাও কোথাও বা অতি উদারতা আছে, আর কোথাও কট্টার সাম্প্রদায়িকতা আছে। 'জয়াখ্যসংহিতা'র ন্যায়, উহাতেও শুদ্ধ স্ফটিকের দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝান হইয়াছে যে নানা দেবতাগণ, তথা বদ্ধ ও মুক্ত জীবগণ, একই পরম পুরুষের ঔপাধিক রূপসমূহ। আবার কখন বলা হইয়াছে যে যেমন হরিবাসুদেবাদি তেমন ব্রহ্মাহরাদিও তাঁহার কর্মনামসমূহই। কখন বা অপর দেবতাগণকে তাঁহার শক্তিসমূহ বলা হইয়াছে। কথিত হইয়াছে যে পরমপুরুষ বিশ্বরূপ ; সেইহেতু তাঁহার শক্তিসমূহের অন্ত নাই। তবে উহাদের মধ্যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিব—এই তিনটি প্রধান। উহাদের মধ্যে আবার সত্ত্ববৃত্তি, জগতের রক্ষণ এবং অপবর্গতরত্ব হেতু বিষ্ণু শ্রেষ্ঠ।[৩] সুতরাং উঁহার উপাসনা শ্রেষ্ঠ। পরন্তু যেহেতু ব্রহ্মাহরাদি তাঁহারই কর্মনামসমূহ মাত্র সেইহেতু ব্রহ্মহরাদির উপাসনাও বস্তুতঃ তাঁহারই উপাসনা। আবার ইহা বলা হইয়াছে যে "ধ্যাতব্যো ভগবানেব নান্যো বিশ্বস্য কারণাৎ" ('একমাত্র ভগবান্ পরমপুরুষই ধ্যাতব্য, অপর কেহ নহেন। কেননা, তিনি অপর সকলেরই কারণ)।[৪] বিভিন্ন কাম্যবস্তুবিশেষ লাভার্থ বিভিন্ন দেবতার পূজার বিধানও আছে এবং কোন্ অভিষ্ট সিদ্ধির জন্য কোন্ দেবতাকে পূজা করিতে হইবে তাহা বর্ণিত হইয়াছে।[৫] ঐ প্রসঙ্গে কথিত হইয়াছে যে "জ্ঞানার্থং রুদ্রমর্চয়েৎ" ('জ্ঞানলাভার্থ রুদ্রকে অর্চনা করিবে) ; চতুর্বাহু রুদ্রের উপাসনা দ্বারা "তেজস্বী, বলবান্, বাগ্মী এবং নির্বিঘ্ন হয়," আর অষ্টবাহু রুদ্রের উপাসনা দ্বারা "উত্তম জ্ঞান লাভ হয়।"[৬] উত্তম জ্ঞান লাভ হইলেই মুক্তি হয়। সুতরাং রুদ্রোপাসনা দ্বারা জীব মুক্তি লাভ করিতে পারে। ঐ প্রসঙ্গে ইহাও কথিত হইয়াছে যে বাসুদেবের পূজা দ্বারা "বিভব বৃদ্ধি হয় এবং শত্রুগণ দ্বারা নিত্য অপ্রধৃষ্য হয়।[৭] এইরূপে জানা যায় যে রুদ্রোপাসনা বাসুদেবোপাসনা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। পরন্তু অন্যত্র উক্ত হইয়াছে যে বাসুদেবোপাসনা দ্বারা অভ্যুদয় এবং মুক্তি উভয়ই লাভ করা যায়।[৮] বিষ্ণুর মন্দিরে অপর সমস্ত দেবতার স্থাপনের ও পূজনের কর্তব্যতা বলা

১) শাণ্ডিল্যসং ভক্তি খণ্ড, ৪।২।৩৬ ২) ঐ ৪।২।৩৫-৯

৩) পরমসং, ২।৮৮'২— ৪) ঐ, ৩।৪০'২ ৫) ঐ, ৬।৫৩-৬ ; ১৩।২৯—

৬) ঐ, ১৩।৪৮ ও ৫৪ ৭) ঐ, ১৩।৫২ ৮) ঐ, ২।৯৬ ও ১১৫ ; ৩১।৬৯

হইয়াছে,[১] এবং কথিত হইয়াছে যে দীক্ষিত বৈষ্ণব প্রতিদিন তাঁহাদিগকে তর্পণ করিবেন।[২] তাহাতে অবশ্য সাম্প্রদায়িক উদারতা পরিদৃষ্ট হয়। পরন্তু অন্যত্র বৈষ্ণবের উচ্চ প্রশংসা এবং অবৈষ্ণবের তীব্র নিন্দা আছে। "অবৈষ্ণবের সংসাররূপ শত্রু বিনিবৃত্ত হয় না। অবৈষ্ণব মনুষ্যের সংসারেও স্থায়ী সুখ লাভ হয় না। ইন্দ্রিয়সমূহের বশবর্তী হইয়া সে সংসার অতিক্রম করিতে পারে না। উহাদের (ইন্দ্রিয়সমূহের) বিরোধ দ্বারাই (মনুষ্য) সংসার অতিক্রম করিতে পারে। উহাদের নিরোধোত্থ (শ্রদ্ধা ও ভক্তি দ্বারা) দেবদেব জনার্দনকে সর্বকালে উপাসনা করিবে। তাহাতে সিদ্ধি লাভ হইবে। পশুগণ, মনুষ্যগণ, দেবগণ এবং যোগিগণ হইতে বিষ্ণুভক্তগণ শ্রেষ্ঠ। ইহাই সর্বলোকে নিশ্চয়।"[৩] উহাতে আবার এই উদারতা আছে যে "অপর সকলকে প্রযত্ন দ্বারা বিষ্ণুর রূপসমূহ বলিয়া সন্দর্শন করিবে। (তখন) তত্তৎবস্তুতে নমস্কার করিয়া তাঁহাকেই প্রাপ্ত হইবে।"[৪]

'লক্ষ্মীতন্ত্রে' বিহিত হইয়াছে যে বিচক্ষণ ব্যক্তি প্রতিদিন অপরাহ্নে সম্যক্ স্বাধ্যায় করিবে ; —দিব্যশাস্ত্রসমূহ, তথা বৈদিক নিগমসমূহ, অধ্যয়ন করিবে। পরন্তু আত্মসিদ্ধির জন্য অলোলুপ এবং রাগদ্বেষবিবর্জিত চিত্তে সমস্ত সিদ্ধান্তসমূহকেই আচরণ করিবে। উচ্চাবচ কোন শাস্ত্রকে, মনে মনে কিংবা স্পষ্ট বাক্যে, নিন্দা করিবে না। উহাদের হইতে তাবৎ মাত্র বিষয় গ্রহণ করিবে, যাবৎ আপনার প্রয়োজন হয়। সমস্ত শাস্ত্র প্রাণিগণের শ্রেয়ার্থই প্রপঞ্চিত হইয়াছে। প্রাণিগণের বিভিন্ন অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সেই সেই অবস্থায় যাহা শ্রেয় হয়, তাহাই ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। পরন্তু সমস্ত শাস্ত্রের আদিতে, মধ্যে এবং অন্তে শ্রীমন্‌নারায়ণই তত্তৎবিধিতে প্রোক্ত হইয়াছে। লক্ষ্মী সর্বজ্ঞা এবং সর্বদর্শিনী। তিনি ভিষক্‌কল্পা এবং নিদানজ্ঞা। সুতরাং প্রাণিগণের সংসাররোগের ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ ও অবস্থা দেখিয়া তাহাদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রকার শাস্ত্র প্রবর্তন করিয়াছেন। তাহাদের অধিকার অনুরূপে শাস্ত্রসমূহ তথা তথা প্রমাণ। কোন শাস্ত্র অত্যন্ত হেয় নহে। কেননা, সর্বত্রই শ্রেয়ঃ, স্বল্প হউক কিংবা অধিক হউক, সুলভ। সেই কারণে কোন শাস্ত্রকে বিদ্বেষ করিবে না। বরং যাবৎ প্রয়োজন উহাকে উপাশ্রয় করিবে। তবে কখনও তদনুযায়ী দীক্ষা গ্রহণ করিবে না, তন্ত্রোক্ত আচরণ সর্বথা অনুসরণ করিবে না।[৫]

ভক্তের পূজার মাহাত্ম্য—প্রাচীন পাঞ্চরাত্রসংহিতাসমূহের এক সময়োপদেশ এই যে যেমন ভগবান্‌কে, তেমন তাঁহার ভক্তগণকেও ভক্তি এবং পূজা কর্তব্য। যথা, 'সাত্বতসংহিতা'য় উক্ত হইয়াছে যে "ভগবচ্ছাশনজ্ঞদিগকে এবং তদারাধনরতাত্মাদিগকে যথোচিত এবং যথাশক্তি পূজা সর্বদাই কর্তব্য ;"[৬] "বিষ্ণুব্রতপরায়ণ, বিষ্ণ্বায়তনবাসী' বিষ্ণ্বালাপকথাসক্ত, বিষ্ণ্বায়তন-মার্জক, বৈষ্ণবদিগের শ্রাবক, বিষ্ণুধর্মপরায়ণ এবং বৈষ্ণবদিগের পর্যেষ্টিকৃৎ নিশ্চয় বিষ্ণুবৎ সর্বদা

---

১) ঐ, ১৯।৫৩— ২) ঐ, ৩।৯১— ৩) ঐ, ২৬।৭৬.২-৪০.১

৪) "বিষ্ণুরূপাণি সংপশ্যেৎ প্রযত্নেনাপরাণি বা।
তত্র তত্র নমস্কৃত্য তমেব প্রতিপদ্যতে॥"—(ঐ, ৩।৬৫.২-৬৬.১)

৫) লক্ষ্মীতং, ২৮।২৮.২-৩৭.১

৬) সাত্বতসং, ২১।১০.২-১১.১=ঈশ্বরসং, ২২।১০.২-১১.১

মান্য।"[১] 'জয়াখ্যসংহিতা'য় আছে, বৈষ্ণবদিগকে, বিশেষতঃ আচার্যদিগকে, পরাভক্তিও পূজন করিবে। আপদ্‌গ্রস্ত হইলে তাহাদিগকে যথাশক্তি পালন করিবে।[২] "মাতা ও পিতা বিষ্ণু বলিয়া জ্ঞেয়। প্রিয় অতিথি বিষ্ণু বলিয়া জ্ঞেয়, বিষ্ণ্বাশ্রয়ী বিষ্ণু বলিয়া জ্ঞেয়; এবং আত্মা বিষ্ণুবদ্ জ্ঞেয়।"[৩] 'পৌষ্করসংহিতা'য় কথিত হইয়াছে যে "ভগবদ্‌যোগভাবী মনুষ্যগণ সংসারে দুর্লভ। তাঁহাদিগের দর্শন দ্বারা এবং তাঁহাদের সহিত আলাপ হইতে শাশ্বত পদ সুলভ হয়।[৪] "(বিষ্ণু)ভাগবতপুরাণে' আছে যে ভগবানের ভক্তগণকে বিশেষরূপে পূজা করা ভগবানে ভক্তি লাভের পরমকারণসমূহের অন্যতম।[৫] এইরূপে অনায়াসে বুঝা যায় যে যেহেতু ভগবদ্ভক্তগণের সঙ্গের ও উপদেশের প্রভাবে,—তাহাদিগের সহিত আলাপপরিচয় হইতে ভগবানে ভক্তি লাভ হয় এবং তাহাতে পরম পদ প্রাপ্তি সুলভ হয়, সেই হেতু তাহাদিগকেও ভক্তি এবং পূজা করার উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে।[৬] 'সাত্বততন্ত্রে' আছে যে "ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ, কিংবা যতি,—কোন ব্যক্তিই বৈষ্ণবসঙ্গ ব্যতীত নিশ্চয় সিদ্ধি লাভ করিতে পারে না। (কেননা) ভক্তসঙ্গ ব্যতীত কাহারও ভক্তি নিশ্চয় উৎপন্ন হয় না। এবং ভক্তি ব্যতীত বৈরাগ্য ও জ্ঞান হয় না, (সুতরাং) মোক্ষলাভও হয় না। সেইহেতু আশ্রমলিঙ্গসমূহ পরিত্যাগ করত ভক্তের সঙ্গে বাস করিবে। তাহার সঙ্গ হইতে, শ্রবণ ও কীর্তন দ্বারা, হরিতে ভক্তি উৎপন্ন হয়।"[৭] পরন্তু পরে পরে ইহা মনে করা হইতে থাকে যে ভক্তের পূজা ভগবানেরই পূজা। যথা, 'পরমসংহিতা'য়, পরম বলিয়াছেন, "যে সকল মনুষ্য সর্বস্ব ত্যাগ পূর্বক মুণ্ডন ও কাষায়বস্ত্রধারণ করত সমস্ত পৃথিবী পর্যটন করে, তাহারা আমার প্রিয় সত্তম। সেইহেতু ভাগবতগণ সর্বদাই তাহাদিগকে শুশ্রূষা করিবে। তাহাদিগকে কৃত পূজাও দেবতারই পূজা হয়।"[৮] পরিশেষে কেহ কেহ এমন মনে করিতে লাগিল যে ভক্তের পূজা ভগবানের পূজা হইতে শ্রেষ্ঠ। "সমস্ত আরাধনার মধ্যে বিষ্ণুর আরাধনা শ্রেষ্ট। তদীয়ের (অর্থাৎ তদ্ভক্তের) আরাধনা তাহা হইতে শ্রেষ্ট,—শ্রেষ্টতর। যাহারা সেই অমিততেজ যজ্ঞবরাহ বিষ্ণুকে প্রণামও করে, তাহাদিগকেও বার বার নমস্কার।"[৯] পাঞ্চরাত্রমতানুযায়ী 'শাণ্ডিল্যস্মৃতি'তে আছে, "শ্রদ্ধাবান্ এবং ভগবদ্ধর্মে রাগাদিরহিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি নিত্য পঞ্চকালপরায়ণ ব্রাহ্মণগণকে পূজা করিবে। তথা নিত্য পরাভক্তি সহকারে ভাগবত মনুষ্যগণকে বস্ত্র, গো, ভূমি, ধান্য, ধন, প্রভৃতি দান করত তুষ্ট করিবে। অচ্যুতসেবিগণের সিদ্ধি হয়, কি না হয়, তাহাতে সংশয় (আছে)। তাঁহার ভক্তের পরিচর্যাপরায়ণ ব্যক্তির যে (সিদ্ধিলাভ) হয়, তাহাতে সংশয় নাই। কেবল ভগবানের পাদসেবা দ্বারা মন (তেমন) বিমল হয় না, যেমন নিত্য তাঁহার

১) সাত্বতসং, ২১।২২-৩=ঈশ্বরসং, ২২।২২-৩ ২) জয়াখ্যসং, ১৬।৩০৭'২-৩০৮'১

৩) ঐ, ১৬।৩২৩

৪) বেঙ্কটনাথ-ধৃত 'পৌষ্করসংহিতা',-বচন ('স্তোত্ররত্নভাষ্য', ৫৫ শ্লোক ; বেদান্তদেশিক গ্রন্থমালা, ৮৩ পৃষ্ঠা)

৫) (বিষ্ণু) ভাগপু, ১১।১৯।১৯, ২১, ২৪

৬) 'পৌষ্করসংহিতা'য় উক্ত হইয়াছে যে বৈষ্ণবের মূর্তি-প্রতিষ্ঠা দ্বারাও মনুষ্য ক্রমে বৈষ্ণবপদ লাভ করিতে পারে। (৪৩।১৯৪-৫)

৭) 'সাত্বততন্ত্র', ৮।২৭-৯ ; আর ও দেখ—৮।৩০-৪ ৮) পরমসং, ২৫।৩৩-৪

৯) বেঙ্কটনাথ-ধৃত বচন ('স্তোত্ররত্নভাষ্য', ৫৫ শ্লোক, বেদান্তদেশিক গ্রন্থমালা, ৮৩-৪ পৃষ্ঠা

ভক্তের চরণার্চন দ্বারা হয়।"[১] উহাতে পরে উক্ত হইয়াছে যে "ভগবান্ হরি নিজের আরাধনা দ্বারা তেমন প্রীত হন না, যেমন শ্রেষ্ঠ ভাগবতগণের চরণকমলের সেবা দ্বারা হন। যেমন কুটুম্বী নিজ শ্রীমান্ কুমারকে দেখিয়া মুদিত হয়, তেমন ভগবান্ নিয়তমানস ভক্তগণকে দেখিয়া মুদিত হন। যে পুরুষ তাহার পুত্রকে আদর করে না, সেই পুরুষের প্রতি যেমন গৃহস্থ অভিনন্দিত হয় না, তেমন যে সদ্ভক্তকে অর্চনা করে না, তাহার প্রতি ভগবান্ তুষ্ট হন না।"[২] "স্বত্যর্থ ইহ-জগতে বিচরণকারী নির্ধন সাত্ত্বিক ব্যক্তিগণকে অবমাননা করিবে না। (ভগবান) হরি তাঁহাদের দ্বারা সংসারকে পবিত্র করেন। যে সকল পাঞ্চকালিকগণ চরণ দ্বারা পৃথিবীকে পবিত্র করেন, তাঁহাদিগকে দর্শন ও স্পর্শন দ্বারা সমস্ত প্রাণী কৃতার্থ হয়।"[৩]

গুরুমাহাত্ম্য—যেমন '(বিষ্ণু)ভাগবতপুরাণে' তেমন পাঞ্চরাত্রসংহিতায়ও গুরুর অত্যধিক মাহাত্ম্যবর্ণনা পাওয়া যায়। 'জয়াখ্যসংহিতা'য় বিবৃত হইয়াছে যে "হে দ্বিজগণ, যেহেতু ভোগ-মোক্ষাদি সমস্তই শাস্ত্রায়ত্ত, সেইহেতু যে জ্ঞানবক্তা বৈষ্ণব গুরুকে বিষ্ণুবৎ (অর্থাৎ বিষ্ণুস্বরূপ) বলিয়া জানে এবং মন, বাণী ও কায় দ্বারা পূজা করে, সেই শাস্ত্রজ্ঞ,—সেই বৈষ্ণব।…বিভু (বিষ্ণু), শাস্ত্র এবং গুরু—এই তিনের পূজা হইতে ইহলোকেও পরলোকে নিশ্চয় ফল লাভ হয়। নারায়ণই পরব্রহ্ম। তাঁহাকে জ্ঞান দ্বারা লাভ করা যায়। জ্ঞানের সাধন শাস্ত্র। সেই শাস্ত্র গুরুবক্ত্র-গম্য। সেই হেতু ব্রহ্মপ্রাপ্তি সদাই নিশ্চয় গুরুর অধীন। এই কারণে, হে বিপ্রগণ, গুরু গুরুতম বলিয়া স্মৃত হয়। যেহেতু জগন্নাথ দেবই করুণাবশতঃ (গুরুরূপে) মর্ত্যময়ী শরীর ধারণ করত শাস্ত্ররূপ হস্ত দ্বারা (ভবসাগরে) নিমগ্ন মনুষ্যগণকে উদ্ধার করেন, সেইহেতু সংসারভয়ভীরু ব্যক্তি কর্তৃক গুরুকে ভক্তি কর্তব্য।"[৪] উহার অন্যত্র "গুরুতে, অগ্নিতে, মন্ত্রে এবং শাস্ত্রে অব্যভিচারিণী ভক্তি" করিতে হইবে;[৫] "ভগবান্ বিষ্ণুকে গুরুর এবং বিপ্রের শরীরে গত বলিয়া ভাবনা করিবে।"[৬] আরও কথিত হইয়াছে "ভক্ত্যা পূজয়েদ্বিষ্ণুবদ্গুরুম্" ('গুরুকে বিষ্ণুর ন্যায় ভক্তি সহকারে পূজা করিবে')।[৭] 'সাত্বতসংহিতা'য় আছে "গুরু ভাবিতাত্মা ভক্তগণের মোক্ষপর্যন্ত সর্বসিদ্ধির পরাগতি সেইহেতু তিনি প্রসাদ্য বলিয়া স্মৃত।"[৮] 'ঈশ্বরসংহিতা'র মতে, "গুরু, অগ্নি, মন্ত্র, শাস্ত্র এবং উহার অধিকারী—এই পঞ্চকের প্রতি ভক্তি নিয়ত যথাবৎ পরিপালন করিলে, স্বতন্ত্রভাবে বা যথেচ্ছায় অপর কিছু অনুষ্ঠান না করিলেও, ভক্তগণের মনোবাঞ্ছিত সিদ্ধিসমূহ উপস্থিত হয়।"[৯] 'ভারদ্বাজসংহিতা'য় আছে, গুরু সাক্ষাৎ নারায়ণই; সেইহেতু তাঁহাকে ধন প্রদান করিবে, নিজেকে নিবেদন করিবে এবং তাঁহার আজ্ঞাধীন থাকিবে।[১০] গুরু যাহার উপর কৃপা করে, সে বালক, মূক, জড়, অন্ধ, পঙ্গু কিংবা বধির, যাহাই হউক না কেন, পরাগতি প্রাপ্ত হয়[১১] 'সাত্বততন্ত্রে' আছে, "গুরুই পরব্রহ্ম। গুরুই পরাগতিঃ। গুরুই পরাবিদ্যা।

১) 'শাণ্ডিল্যস্মৃতি', ১।৯৪-৭'১ এই বচনের শেষাংশ (১।৯৫'২-৭'১) বেঙ্কটনাথও অনুবাদ করিয়াছেন। ('স্তোত্ররত্নভাষ্য', ৫৫ শ্লোক ; বেদান্তদেশিক গ্রন্থমালা, ৮৩ পৃষ্ঠা)

২) শাণ্ডিল্যস্মৃতি, ৪।৮৪-৬ ৩) ঐ, ৪।৮৮-৯

৪) জয়াখ্যসং, ১।৫৮-৬৪ ৫) ঐ, ১৬।৩০৫'১ ৬) ঐ, ১৬।৩২২'১

৭) ঐ, ২১।৭৬'২ ৮) সাত্বতসং, ২০।৪০ ৯) ঈশ্বরসং, ২২।৬২.২-৬৪'১

১০) ভারদ্বাজসং, ৩।৮৩ ১১) ঐ, ১।৩২

গুরুই পরায়ণ। গুরুই পরম কাম। গুরুই পরম ধন। যেহেতু তিনি সদুপদেষ্টা, সেইহেতু গুরু গুরুতর।"[১] কোন কোন সংহিতায় বিহিত হইয়াছে যে বিষ্ণুর ন্যায় গুরুরও পূজা এবং যাগ কর্তব্য এবং উহাদের পদ্ধতিও বিবৃত হইয়াছে।[২] যথা, 'সাত্বতসংহিতা'য় "অতঃপর প্রযতমানস শিষ্য ভক্তিসহকারে মন, বাণীও কর্ম দ্বারা ভগবদ্‌যাগের ন্যায় গুরুযাগ করিবে। যাগোপ-যুক্ত সমস্ত সম্ভার তাঁহাকে নিবেদন করিবে" ইত্যাদি।[৩] উৎপলাচার্য কোন পাঞ্চরাত্র গ্রন্থ হইতে একটা বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন "যথা ভগবত্যেব বক্তরি ধৃতিঃ" ('যেমন ভগবানে তেমনই (তত্ত্ব)বক্তা (গুরুতে) মনোভাব (কর্তব্য)।[৪] 'পৌষ্করসংহিতা'য় আছে, যে বিদ্বান্ কোন উপকার ব্যতীত, কেবল পরম কৃপাবিষ্ট হইয়া, ভক্তকে সম্যক্ উদ্ধার করেন তিনিই গুরু বলিয়া স্মৃত। যে গুরু ভক্তকে অনাথ এবং শোকসাগরে নিমগ্ন জানিয়া যাগহস্ত দ্বারা উদ্ধার করেন তিনিই ভগবানের সমান বলিয়া স্মৃত হন।[৫] 'শাণ্ডিল্যসংহিতা'য় বিবৃত হইয়াছে, যে ভগবান্ হরি কার্যভেদে আচার্য, আদেশক, তীর্থ ও গুরু—এই চারিরূপ গ্রহণ করিয়াছেন। আচার্য মন্ত্রদ, মন্ত্রব্যাখ্যাতা ও তত্ত্ববিৎ; আদেশক মন্ত্রদাতা সমস্ত সদ্‌গুণপূর্ণ, নির্দোষ ও স্বমার্গরক্ষণে দক্ষ; এবং গুরু মন্ত্রদ, শিক্ষাকর, রক্ষাকর, ও হিতকৃৎ।[৬] গুরুতে মনুষ্য বুদ্ধি মহাপাতক বলিয়া কথিত হইয়াছে।[৭] পরন্তু মহারাজা মরুত্তের বচনও তাহাতে উদ্ধৃত হইয়াছে,

"গুরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্যাকার্যমজানতঃ।
উৎপথপ্রতিপন্নস্য পরিত্যাগো বিধীয়তে॥"[৮]

'যদি কোন গুরু কর্তব্যাকর্তব্য বিচার না করিয়া অহঙ্কার-দৃপ্ত হইয়া উল্টা পথে চলে, তবে তাহাকে পরিত্যাগ করা উচিত।' শাণ্ডিল্য আরও বলিয়াছেন "শত্রোরপি গুণা বাচ্যা দোষা বাচ্যা গুরোরপি" ('শত্রুর গুণের গান করিবে এবং গুরুরও দোষের উল্লেখ করিবে'।) তবে দ্বেষ বশতঃ তাহা করিবে না।[৯] 'লক্ষ্মীতন্ত্রে' লক্ষ্মী বলিয়াছেন, "আচার্য ভগবন্ময়"।[১০] তারপর তিনি এই প্রকারে তাহা ব্যাখ্যা, করিয়াছেন, "মনুষ্যদিগকে অনুগ্রহ করিবার উদ্দেশ্যে আমি আচার্যতা প্রাপ্ত হইয়াছি। সম্যগ্‌বিজ্ঞানশালিনী আমি সঙ্কর্ষণস্বরূপে শাস্ত্র প্রদ্যোতিত করি। পরে আবার গুরুমূর্তিস্থ হইয়া,—গুরু হইয়া শক্তিময়ী এবং করুণামন্ত্রপূর্ণ স্বীয় দৃষ্টি দ্বারা নিজের নিকট উপসন্ন শিষ্যদিগকে পালন করি। সেই কারণে ঐ আচার্য মদাত্মক বলিয়া শিষ্যগণের সদা জ্ঞেয়।"[১১]

---

১) বেঙ্কটনাথধৃত 'সাত্বততন্ত্র'-বচন ('স্তোত্ররত্ন-ভাষ্য', ২ শ্লোক; গ্রন্থমালা, ২৮ পৃষ্ঠা)। কাশীর 'চৌখাম্বা-সংস্কৃত-গ্রন্থমালা'য় মুদ্রিত 'সাত্বততন্ত্রে' এই বচন নাই।

২) যথা দেখ—গুরুপূজা—জয়াখ্যসং, ১৬।৩৩৭·২-৩৪২·১; সাত্বতসং, ২০।২৫—; ভারদ্বাজসং, ৩।৮৫—
গুরুযাগ—জয়াখ্যসং, ১৬।৩৬০-৭; সাত্বতসং; ২০।৩৩·২—

৩) সাত্বতসং, ২০।৩৩·২— ৪) 'স্পন্দপ্রদীপিকা', ৫৪ পৃষ্ঠা।

৫) পৌষ্করসং, ১।২৭-৮ ৬) শাণ্ডিল্যসং, ভক্তিখণ্ড, ৪।৫১-৫৫

৭) ঐ, ৩।১০।৫৯ ৮) ঐ, ৪।২।২৮; পূর্বে দেখ।

৯) ঐ, ৪।২।২৯ ১০) লক্ষ্মীতং, ২১।৪০·১ ১১) ঐ, ২৩।২-৪

দশম অধ্যায়

নব্যপাঞ্চরাত্রমত

পরবর্তী আচার্যগণের মধ্যে পাঞ্চরাত্রসিদ্ধান্ত সম্বন্ধে একাধিক মত প্রচলিত ছিল দেখা যায়। তাঁহাদের কেহ কেহ পাঞ্চরাত্রশাস্ত্রের একদেশী মতকে যেন সর্বদেশী মতরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। অপর কেহ কেহ বিভিন্ন পাঞ্চরাত্রসংহিতা হইতে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণতঃ কিংবা অংশতঃ,—অংশও আবার স্বল্প বা অধিক ভাবে,—চয়ন করত সংমিশ্রিত করিয়া এক নবীন মত গড়িয়া তুলিয়াছেন। কেহ কেহ আবার বেদাদি শাস্ত্রের কোন কোন সিদ্ধান্তও সম্পূর্ণতঃ কিংবা স্বল্পবিস্তর অংশে, তাহাতে মিশাইয়াছেন। ঐ সকলকে মিশ্রপাঞ্চরাত্রমত বা নব্যপাঞ্চরাত্রমত বলা যায়। বর্তমান অধ্যায়ে উহাদের কিঞ্চিৎ পরিচয় সংক্ষেপে প্রদান করিতে আমরা ইচ্ছা করি।

আচার্য বাচস্পতি মিশ্র (৮৪১ খ্রীষ্টাব্দ) এবং তাঁহার পূর্বে আচার্য ভাস্কর পাঞ্চরাত্রিকগণকে, প্রাচীন বেদান্তাচার্য ঔড়ুলোমির ন্যায়, ক্রমভেদবাদী মনে করিতেন; উহার সমর্থনে তাঁহারা পাঞ্চরাত্রিকদিগের একটা বচনও অনুবাদ করিয়াছেন। তাহা ইতিপূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে।[১] আচার্য মাধব বা বিদ্যারণ্যমুনি (১৩৩০ খ্রীষ্টাব্দোপকাল) লিখিয়াছেন, পাঞ্চরাত্রগণ পঞ্চভেদজ্ঞেরই মুক্তি হয় বলিয়া বলেন।[২] দ্বৈতবাদী আচার্য মধ্ব এবং তদনুযায়িগণই ঐ প্রকার বলিয়া থাকেন। যথা, মধ্ব বলিয়াছেন' "পঞ্চভেদসমূহ বিজ্ঞাত হইলে, তথা বিষ্ণুর স্বাভেদ (অর্থাৎ স্বগতভেদরাহিত্য), নির্দোষত্ব এবং গুণোদ্রেক জ্ঞাত হইলে, (মনুষ্য) মুক্তি (লাভ করে), অন্যথা নহে।"[৩] ঐ পঞ্চভেদকে তিনি সত্য এবং নিত্য মনে করেন। "বিষ্ণুর সমস্ত গুণ সত্য। জীবের ও ঈশ্বরের ভেদ সত্য। জীবসমূহের পরস্পরের ভেদ সত্য। ঈদৃশ জগৎ সত্য। বিষ্ণুর স্বগত ভেদ অসত্য। অন্যৎ (বা বিজাতীয় ভেদ) অসত্য নহে। পঞ্চভেদসমন্বিত এই জগৎপ্রবাহ সত্য। জীবের ও ঈশ্বরের ভেদ, পরস্পর জীবভেদ, জড়ের ও ঈশ্বরের ভেদ, জড়বস্তুসমূহের পরস্পরভেদ এবং জড়ের ও জীবের ভেদ—এই পঞ্চভেদ নিত্য,—সর্বাবস্থায় সর্বকালে (থাকে)। এমন কি মুক্তদিগের মধ্যেও তারতম্য বিনষ্ট হয় না, সর্বদা থাকে।"[৪] তাই মধ্ব বলিয়াছেন যে উহার জ্ঞান হইলেই মুক্তি হয়, অন্যথা মুক্তি হইতে পারে না। "কেননা, ঈশ্বরের ও জীবগণের এবং জীবগণের পরস্পরের স্বরূপের ভেদ, তথা জড়বস্তুসমূহের পরস্পরের (এবং ঈশ্বর ও জীব হইতে জড়ের) ভেদ, শাস্ত্রদর্শিত। উহা সদ্‌ভেদ বলিয়া সমুদ্দিষ্ট। আবার অসদ্‌ভেদও আমার নিকট শুন। বিষ্ণুর স্বরূপসমূহের এবং গুণসমূহের পরস্পরভেদ, সকলের বিষ্ণুর অন্তঃস্থত্ব (অর্থাৎ

---

১) পূর্বে দেখ।

২) "পাঞ্চরাত্রাস্ত্বমৃতং পঞ্চভেদবিদাং বদন্তঃ"—('শঙ্করদিগ্বিজয়', বিদ্যারণ্যস্বামী-বিরচিত, ধনপতিসূরিকৃত টীকা সমেত, পুণার আনন্দাশ্রম হইতে প্রকাশিত, ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দ, ১৫।৭৫·১

৩) 'মহাভারত তাৎপর্যনির্ণয়', মধ্বাচার্য-প্রণীত, ১।৮২ (মধ্বাচার্যের-গ্রন্থাবলী, কুম্ভকোণমের মধ্ববিলাস বুক্ ডিপো হইতে প্রকাশিত, ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দ, ৯৩১·২ পৃষ্ঠা)।

৪) ঐ, ১।৬৮-৭১ (গ্রন্থাবলী, ৯৩১·১ পৃষ্ঠা)।

স্বগতত্ব), এবং শত্রুমিত্রাদিভেদ, তথা অপর যাহা কিছু শাস্ত্রবিরুদ্ধ (ভেদ), তৎসমস্তই, অসদ্‌ভেদ বলিয়া কথিত হয়। সদ্‌ভেদ দর্শন করিলে (মনুষ্য) মোক্ষ লাভ করে, আর অসদ্‌ভেদ দর্শন করিলে তমে (বা নরকে) গমন করে। সদ্‌ভেদের দর্শন না করিলেও তমে (গমন হয়), তথা অপর হেতু (অর্থাৎ অসদ্‌ভেদের দর্শন না করিলে) মোক্ষ (লাভ হয়)।[১] ঐ বিষয়ে তিনি অপরাপর গ্রন্থ হইতে প্রমাণও উদ্ধৃত করিয়াছেন।[২] সুতরাং আচার্য মাধবের মতে পাঞ্চরাত্রগণ দ্বৈতবাদী।[৩] অন্যত্র তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী রামনুজও পাঞ্চরাত্রবাদী,—রামানুজ এবং মধ্ব উভয়েই পঞ্চরাত্রোপজীবী।[৪]

আচার্য সোমানন্দ (৮৫০ খ্রীষ্টাব্দোপকাল) লিখিয়াছেন, "অপরে, পাঞ্চরাত্রবিদ্‌গণ, বলেন,—বাসুদেব নামক পরিনিষ্ঠিত ব্রহ্ম আছেন। তিনিই জগদীশ্বর। বিদ্যা এবং অবিদ্যা—এই দুই সাধন তাঁহার আছে। অবিদ্যা দ্বারা তিনি জগৎ (ব্যাপার নির্বাহ) করেন, আর বিদ্যা দ্বারা তিনি পশুগণকে (অর্থাৎ সংসার-পাশ-বদ্ধ জীবগণকে) মুক্ত করেন। যেহেতু তিনি প্রবুদ্ধ এবং প্রভু সেইহেতু উহাদের দ্বারা তাঁহার উপরাগ হয় না।"[৫]

ঐ সকল আচার্যগণের কেহই পাঞ্চরাত্রবাদী ছিলেন না। বাচস্পতি এবং মাধব (বা বিদ্যারণ্য মুনি) অদ্বৈতবাদী। ভাস্কর ভেদাভেদবাদী বটে; পরন্তু তাঁহার ভেদাভেদবাদ ঐ পাঞ্চরাত্রিকদিগের ভেদাভেদবাদ হইতে ভিন্ন। তৎকৃত ঐ মতের প্রতিবাদ হইতেই তাহা সিদ্ধ হয়।[৬] সোমানন্দ ঈশ্বরাদ্বয়বাদী। বাচস্পতি তথা মাধব আচার্য-শঙ্করের অনুসরণে মনে

১) 'ভাগবততাৎপর্যনির্ণয়', মধ্বাচার্য-প্রণীত, ১০।৫।২৭ (গ্রন্থাবলী, ৮৬০)

২) যথা দেখ—

"জীবেভ্যো জড়তশ্চৈব ভেদজ্ঞানং হরেঃ সদা।
বাস্তবং জ্ঞানমুদ্দিষ্টং তেন মুক্তিরবাপ্যতে॥' ইতি ষাড়্‌গুণ্যে।"
—('ভাগবততাৎপর্য নির্ণয়', ৪।২৫।৬২ (গ্রন্থাবলী,৮৪১'২ পৃষ্ঠা)

"অস্তিত্বাদ্‌ভূতনামভ্যঃ সর্বজীবেভ্য এব চ।
মুক্তেভ্যোঽপি পৃথক্‌ত্বেন বিষ্ণোঃ সর্বত্রগস্য চ;
ঐক্যেন চ স্বরূপাণাং প্রাদুর্ভাবাদিকাত্মতাম্।
তারতম্যেন জীবানাং ভেদেনৈব পরস্পরম্॥
জড়েভ্যশ্চৈব জীবানাং জড়ানাং চ পরস্পরম্।
তেভ্যো বিষ্ণোশ্চ সম্যক্তল্লক্ষণজ্ঞানপূর্বকম্॥
জ্ঞানং সাত্ত্বিকমুদ্দিষ্টং যদ্ সাক্ষান্মোক্ষকারণম্।"
ইতি পাদ্মে।"
—('গীতাতাৎপর্যনির্ণয়', মধ্বাচার্য-প্রণীত, ১৮।২০ (গ্রন্থাবলী, ৭২১'১ পৃষ্ঠা)

৩) আচার্য মাধব আরও বলিয়াছেন যে ঐ পাঞ্চরাত্রগণ ভুজদ্বয়ে তপ্তমুদ্রাঙ্কিত শঙ্খচক্রচিহ্ন, ললাটে শরদণ্ডের সহোদর ঊর্ধ্বপুণ্ড্র চিহ্ন এবং কর্ণে তুলসীপত্র ধারণ করিতেন। (—'শঙ্করদিগ্বিজয়', ১৫।৭২)

৪) মাধবাচার্যের 'সর্বদর্শনসংগ্রহে' রামানুজদর্শন ও পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শন দেখ।

৫) 'শিবদৃষ্টি', সোমানন্দনাথ-বিরচিত, 'কাশ্মীর সংস্কৃত গ্রন্থাবলী', শ্রীনগর (কাশ্মীর), ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দ, ৬।১৬-২০'১

৬) ভাস্কর বলিয়াছেন, "ন প্রকৃতিবিকৃতিবিকারভাবো নাপ্যত্যন্তভিন্নস্ত জীবস্য মুক্ত্যবস্থায়ামভেদাপত্তি কিং তর্হি, উৎক্রমণাৎ প্রাগপি জীবরূপেণ পরমাত্মনোঽবস্থানাদভেদেনোপক্রম ইতি কাশকৃৎস্নো মন্যতেস্ম।" (ব্রহ্মসূত্র, ১।৪।২১ ভাস্করভাষ্য)

করিতেন যে ভগবান্ বাদরায়ণের 'ব্রহ্মসূত্রে' পাঞ্চরাত্রমত খণ্ডিত হইয়াছে, আর ভাস্কর মনে করেন যে উহার একাংশ মাত্র খণ্ডিত হইয়াছে। সোমানন্দ তদুক্ত পাঞ্চরাত্রমত খণ্ডন করিয়াছেন।[১]

ভাস্কর ও বাচস্পতি যাহাকে পাঞ্চরাত্রমত বলিয়াছেন, তাহা কোন কোন পাঞ্চরাত্র-সংহিতায় আছে। তাঁহাদের অনূদিত পাঞ্চরাত্রিকদিগের বচন 'পরমসংহিতা'য় পাওয়া যায়। কিন্তু অপর পাঞ্চরাত্রসংহিতায় তাহা হইতে ভিন্ন প্রকার মত আছে। সুতরাং তাহা প্রকৃতপক্ষে পাঞ্চরাত্রশাস্ত্রের একদেশী মতই। অথচ তাঁহারা তাহাকে পাঞ্চরাত্রের যেন সর্বদেশী মতরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। সোমানন্দ-প্রোক্ত পাঞ্চরাত্রমত উপলব্ধ কোন পাঞ্চরাত্রসংহিতায় আমরা পাই নাই। তবে উহাও পঞ্চরাত্রের একদেশী মত হইবে। সোমানন্দের স্বল্পকাল পরে আচার্য উৎপল।[২] পাঞ্চরাত্রের দার্শনিক সিদ্ধান্ত সবিশেষ ব্রহ্মবাদ এবং ক্রমভেদাভেদবাদ—সুতরাং তাঁহার দ্বারা স্বীকৃত ঈশ্বরাদ্বয়বাদের সম্পূর্ণতঃ সমান যদি না হয়, অন্ততঃ প্রায় সমান, বলিয়া মনে করিতেন। পূর্বে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে।[৩]

যামুন (জন্ম ৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে), রামানুজ (১০১৭-১১৩৭ খ্রীষ্টাব্দ), মধ্ব (১১৯৯-১৩০৯ খ্রীষ্টাব্দ), চৈতন্য (১৪৮৫-১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দ), প্রভৃতি আচার্যগণ পাঞ্চরাত্রবাদী ছিলেন। পাঞ্চরাত্রশাস্ত্র অবৈদিক, সুতরাং অপ্রমাণ, বলিয়া একটি মত এদেশে প্রচলিত হয়। সকলে না হইলেও, অন্ততঃ অনেক গণ্যমান্য বিদ্বান্ ব্যক্তি উহা বিশ্বাস করিতেন। ঐ মত কত প্রাচীন বলা যায় না। তবে সপ্তম খ্রীষ্টশতকের প্রথম ভাগে কবি বাণভট্ট এবং মীমাংসকাচার্যবর কুমারিলভট্ট এবং শেষভাগে বেদান্তাচার্যবর শঙ্কর উহার উল্লেখ করিয়াছেন দেখা যায়। কোন কোন পুরাণে এবং স্মৃতিতেও উহার উল্লেখ আছে। ঐ মত খণ্ডন করত পাঞ্চরাত্র আগমসমূহের প্রামাণ্য স্থাপন করিতে যামুন বদ্ধপরিকর হন। সেই উদ্দেশ্যে তিনি 'আগমপ্রামাণ্য' নামক একখানি নিবন্ধগ্রন্থ রচনা করেন। উহাতে তিনি সিদ্ধ করিতে চাহিয়াছেন যে পাঞ্চরাত্রাগম বেদানুযায়ীই,—বেদের সারস্বরূপ ; সুতরাং অবৈদিক কিংবা বেদবিরুদ্ধ নহে ; অতএব অপ্রমাণও নহে ;—বেদবৎ প্রমাণই। বেদের ন্যায় পাঞ্চরাত্রও অপৌরুষেয়। শঙ্করাদি অদ্বৈতবাদী বেদান্তাচার্যগণ মনে করেন ভগবান্ বাদরায়ণের 'ব্রহ্মসূত্রে' পাঞ্চরাত্রমত খণ্ডিত হইয়াছে। যামুন তাহারও প্রতিবাদ করিয়াছেন। তিনি মনে করেন যে 'ব্রহ্মসূত্রে' পাঞ্চরাত্র মণ্ডিতই হইয়াছে। রামানুজ ঐ সকল বিষয়ে যামুনকে অনুসরণ করিয়াছেন।[৪] তিনি একটা নূতন বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন,

---

১) 'শিবদৃষ্টি'. ৬।১০·২-২৪·১

২) এই উৎপলাচার্য 'স্পন্দপ্রদীপিকা'র রচয়িতা। উহার প্রারম্ভে এবং উপসংহারে তিনি ত্রিবিক্রমের পুত্র এবং নারায়ণস্থানজ বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিয়াছেন। সুতরাং তিনি সোমানন্দের সুপ্রসিদ্ধ শিষ্য এবং টীকাকার উৎপল,—যিনি উদয়াকরসূনু, হইতে ভিন্ন ব্যক্তি। স্বকৃত 'স্পন্দপ্রদীপিকা'য় ত্রিবিক্রম-সুত উৎপল উদয়াকরসুত উৎপল-কর্তৃক বিরচিত 'ঈশ্বরপ্রত্যভিজ্ঞা কারিকা বা সূত্র, হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। ('স্পন্দপ্রদীপিকা', পৃষ্ঠা ৩, ৬ ও ৫১)

৩) পূর্বে দেখ।

৪) এই বিষয়ের অধিক বিবরণ পরে প্রদত্ত হইবে।

"সাংখ্যং যোগঃ পাঞ্চরাত্রং বেদাঃ পাশুপতং তথা।
আত্মপ্রমাণান্যেতানি ন হন্তব্যানি হেতুভিঃ॥"[১]

'সাংখ্য, যোগ, পাঞ্চরাত্র, বেদ এবং পাশুপত—এই সকল (শাস্ত্র) স্বতঃপ্রমাণ।[২] সুতরাং তর্ক-যুক্তিসমূহ দ্বারা উহাদিগকে খণ্ডন করা উচিত নহে।' তাহা হইতে তিনি মনে করেন যে "তত্তৎশাস্ত্রের সেই সেই স্বরূপমাত্র অঙ্গীকার্য।"[৩] তাঁহাদের অনুযায়ী আচার্য বেঙ্কটনাথ (১২৬৯-১৩৬৯ খ্রীষ্টাব্দ) 'পাঞ্চরাত্ররক্ষা' নামে একখানি নিবন্ধগ্রন্থ রচনা করেন। তিনিও মনে করেন যে, "সমগ্র পাঞ্চরাত্রই শ্রুতির ন্যায় কিংবা স্মৃতির ন্যায় প্রমাণ; কেননা, শ্রুত্যাদির সহিত উহার প্রত্যক্ষ বিরোধ নাই।" সাক্ষাৎ ঈশ্বরের দয়ামূলক বলিয়া উহা মন্বাদি স্মৃতিশাস্ত্রসমূহ হইতেও শ্রেষ্ঠ।[৪] অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন যে পাঞ্চরাত্রধর্ম ঈশ্বরের প্রত্যক্ষমূলক। "ঈশ্বরপ্রত্যক্ষমূলপাঞ্চরাত্রধর্মাঃ।[৫]

মধ্বও পঞ্চরাত্রকে বেদতুল্য প্রমাণ মানেন। 'স্কন্দপুরাণে'র একটা বচন উদ্ধৃত করিয়া তিনি দেখাইতে চাহিয়াছেন যে ঋগাদি বেদচতুষ্টয় ভারত, পঞ্চরাত্র এবং মূলরামায়ণ—এই সকলই 'শাস্ত্র' বলিয়া অভিহিত হয়। তদ্‌ভিন্ন যে সকল গ্রন্থ উহাদের অনুকূল সেই সকলও শাস্ত্র বলিয়া প্রকীর্তিত হয়। অপর যে বিস্তর গ্রন্থসমূহ আছে, সেই সকল শাস্ত্র নহে, কুবর্ত্মই।[৬] তৎকর্তৃক ধৃত 'ভবিষ্যৎপুরাণে'র একটা বচনে আছে, ঋক্, যজু, সাম ও অথর্ব নামক (চারি বেদ), মূল রামায়ণ, ভারত এবং পঞ্চরাত্র বেদসমূহ' বলিয়া কীর্তিত হয়। উহারা, তথা যে সকল পুরাণকে ইহসংসারে বিদ্বান্ ব্যক্তিগণ বৈষ্ণব (পুরাণ) বলিয়া জানেন, সেই সকলও, স্বতঃপ্রমাণ। সুতরাং তদ্বিষয়ে কোন বিচার কর্তব্য নহে। উহাদের যেইটিতে যাহা উক্ত হয় নাই বলিয়া দৃষ্ট হয়, পূর্বকর্মই তাহার কারণ। অধিকন্তু অধিকার (ভেদ) অনুসারে (বর্ণিত বলিয়াই উহাদের মধ্যে ঐ প্রকার উক্তিভেদ) দৃষ্ট হইয়া থাকে। (সুতরাং সেই হেতুতে) উহাদের অপ্রামাণ্য হয় না। অপর (গ্রন্থ)সকলের প্রমাণ উহাদের হইতেই (অর্থাৎ উহাদের অনুকূল হইলেই হইয়া থাকে), পরন্তু কোন প্রকারে স্বতঃ নহে। সেই

১) রামানুজের 'শ্রীভাষ্য', ২।২।৪২। এই বচনটি কোথাকার রামানুজ স্পষ্টতঃ বলেন নাই। তবে প্রকরণ দৃষ্টে বুঝা যায় যে উহাকে 'মহাভারতে'র নারায়ণীয়াখ্যানের বচন বলিয়া তিনি মনে করিতেন। পরন্তু মুদ্রিত 'মহাভারতে' দ্বিতীয়ার্ধের ভিন্ন পাঠ আছে,—"জ্ঞানান্যেতানি রাজর্ষে বিদ্ধি নানামতানি বৈ।" (মহাভা. সাতবলেকরের সং, ১২।৩৪৯।৬৪'২; কলিকাতার বঙ্গবাসীর সং, ১২।৩৫০।৬৪'২) ঐ দুই সংস্করণের কোথাও পাঞ্চরাত্রকে 'আত্মপ্রমাণ' কিংবা 'স্বতঃপ্রমাণ' বলা হয় নাই।

২) মূলের "আত্মপ্রমাণানি" শব্দের অর্থ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীদুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থের মতে "আত্মপ্রমাণক, অর্থাৎ আত্মাই ইহাদের সত্যাসত্য সম্বন্ধে প্রমাণ, অথবা, আত্মাংশেই ইহাদের প্রমাণ।"

৩) বেঙ্কটনাথ বলেন যে ঐ বচনের তাৎপর্য এই নহে যে সাংখ্য, যোগ ও পাশুপত শাস্ত্র সর্বাংশে প্রমাণ। অত্যন্ত-অতীন্দ্রিয়ার্থ বিষয়ক বলিয়া উহাদের হেতুহন্তব্যত্বমাত্র ঐ বচনে নিষিদ্ধ হইয়াছে। কেননা, তাদৃশ বিষয় হেতুসমূহ দ্বারা বিধান করিতে কিংবা নিষিদ্ধ করিতে কেহ সমর্থ নহে। পরন্তু হেতুহন্তব্যত্বমাত্র নিষিদ্ধ হওয়াতে শ্রুতিহন্তব্যত্বও নিষিদ্ধ হয় নাই। কেননা, অতুল্যবল দুইটির বিরোধ উপস্থিত হইলে হীনের নিগ্রহ অবশ্যম্ভাবী ইত্যাদি। ('ন্যায়-পরিশুদ্ধি', বেঙ্কটনাথ-প্রণীত (বেদান্ত দেশিক গ্রন্থমালা, বেদান্তবিভাগ, ২য় সম্পুট, ১৪৭ পৃষ্ঠা)

৪) 'ন্যায়পরিশুদ্ধি' বেঙ্কটনাথ-প্রণীত (বেদান্তদেশিক গ্রন্থমালা, বেদান্তবিভাগ, ২য় সম্পুট, ১৬৭)

৫) 'সেশ্বরমীমাংসা', বেঙ্কটনাথ প্রণীত (ঐ, ২৭)

৬) 'ব্রহ্মসূত্র, ১।১।৩ মধ্বভাষ্য।

কারণে ঐ সকল গ্রন্থের যে যে উক্তি উহাদিগেতে দৃষ্ট হয় না, সেই সকল অপ্রমাণ। তাহাতে সংশয় নাই।"[১] এই বচনদ্বয় বস্তুতঃই উক্ত পুরাণদ্বয়ে আছে কিনা, আমরা জানিনা। তাহা নির্ণয় করিতে চেষ্টাও করি নাই। তবে যেহেতু মধ্ব উহাদিগকে প্রমাণরূপে উপস্থিত, করিয়াছেন, সেইহেতু ইহা নিঃসন্দিগ্ধরূপে বলা যায় যে তাঁহার মত ঐ প্রকারই। এবং তাহাই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট। উহাদের হইতে জানা যায় যে মধ্ব পাঞ্চরাত্রশাস্ত্রকে বেদবদ্ স্বতঃপ্রমাণ—বেদবিশেষ বলিয়া মনে করিতেন। অন্যত্র তিনি সাক্ষাদ্‌ভাবে তাহা বলিয়াছেন। "ঋগাদি বেদ চতুষ্টয়, পাঞ্চরাত্র, ভারত, মূল রামায়ণ এবং ব্রহ্মসূত্র এই সকল স্বতঃপ্রমাণ বলিয়া স্মৃত। (অপর কোন শাস্ত্র) যদি ঐ সকলের অবিরুদ্ধ হয়, তবে প্রমাণ, অন্য প্রকারে নহে। যাহা ঐ সকলের বিরুদ্ধ হইবে, তাহা কোন প্রকারে প্রমাণ হইবে না। বৈষ্ণব পুরাণ-সমূহ পঞ্চরাত্রাত্মকত্ব হেতুতেই প্রমাণ।[২] আর মন্বাদিস্মৃতিসমূহও উহাদের অনুকূলত্ব হেতু প্রমাণ।……অপর শাস্ত্রসমূহ নিশ্চয় মোহনার্থ, হরির আজ্ঞাতেই, (প্রণীত হইয়াছিল)। সুতরাং উহাদিগেতে উক্ত (বিষয়) অগ্রাহ্য।"[৩]

মধ্ব আরও মনে করেন যে বেদে এবং পঞ্চরাত্রে একই ধর্ম ব্যাখ্যাত হইয়াছে।[৪] এক-স্থলে তিনি বলিয়াছেন, "('মহাভারতে'র) মোক্ষধর্ম (পর্বে) ও (সাংখ্যাদি) অপর (শাস্ত্র) সকলের (বেদ হইতে) ভিন্নমতত্ব প্রদর্শন করত বেদ ও পঞ্চরাত্রের ঐক্য অভিপ্রায়েই পঞ্চ-রাত্রের প্রামাণ্য উক্ত হইয়াছে।"[৫] তাঁহার টীকাকার আচার্য জয়তীর্থ (১৫শ খ্রীষ্টশতক) এই উক্তির তাৎপর্য এই প্রকার বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—পঞ্চরাত্র বেদার্থক। সেইহেতু বেদ ও পঞ্চরাত্র উভয়ের বচনের তাৎপর্যের ঐক্য আছে। সুতরাং পঞ্চরাত্রের বচন প্রমাণরূপে উক্ত হইলে বেদেরই প্রামাণ্য উক্ত হইয়া থাকে। সেই ঐক্যাভিপ্রায় যদি না থাকিত, তবে পঞ্চরাত্রের প্রামাণ্য বেদপ্রামাণ্য হইতে অধিক হইত। পরন্তু তাহা সঙ্গত হইত না। আর যদি সাক্ষাৎ বেদ প্রমাণই উদ্ধৃত হইত, তবে পঞ্চরাত্রের প্রামাণ্য আছে বলিয়া সিদ্ধ হইত না: বেদের সহিত উহার তাৎপর্যৈক্য আছে বলিয়া জানা যাইত না। যাহা হউক, ঐরূপে মধ্ব দেখাইতে চাহিয়াছেন যে বেদের সহিত যে পঞ্চরাত্রের তাৎপর্যৈক্য আছে এবং সেই হেতু যে উহা বেদতুল্য প্রমাণ, তাহা কেবল তাঁহার নিজেরই মতমাত্র নহে, 'মহাভারতে'রও মত। তিনি ঐ বিষয়ে 'ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে'র একটা বচনও উপস্থিত করিয়াছেন.—

"পঞ্চরাত্রং চ বেদাশ্চ মূলরামায়ণং তথা।
পুরাণং ভাগবতং চ ভারতং ন বিভিদ্যতে॥"[৬]

---

১) ব্রহ্মসূত্র, ২।১।৪ মধ্বভাষ্য।

২) মধ্ব অন্যত্র বলিয়াছেন যে বৈষ্ণবপুরাণসমূহ "যথার্থজ্ঞানসিদ্ধির উদ্দেশ্যে" পঞ্চরাত্র হইতে নির্মিত হইয়াছিল। ('মহাভারত তাৎপর্যনির্ণয়', ১০।৮৪'২ (গ্রন্থাবলী, ৯৮১'২ পৃষ্ঠা)।

৩) 'মহাভারততাৎপর্যনির্ণয়' ১।৩০-৩২,৩৪ (গ্রন্থাবলী, ৯২৯'২)

৪) ঐ, ২২।১০৭'১ (গ্রন্থাবলী, ১০৮৭'১ পৃষ্ঠা)

৫) 'ব্রহ্মসূত্র', ১।১।৩ মধ্বভাষ্য। আরও দেখ—গীতা, ২।২৯ মধ্বভাষ্য।

৬) 'ভাগবততাৎপর্যনির্ণয়', ১১।৩।২৭ (গ্রন্থাবলী, ৮৮৭ পৃষ্ঠা)

'পঞ্চরাত্র, বেদ, মূলরামায়ণ, ভাগবত পুরাণ এবং ভারত (তাৎপর্যের দৃষ্টিতে) ভিন্ন ভিন্ন নহে।'

মধ্ব কখন কখন পাঞ্চরাত্রকে বেদ হইতেও শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন। যথা, একস্থলে তিনি বলিয়াছেন,

"পঞ্চরাত্রস্য কৃৎস্নস্য বক্তা নারায়ণঃ স্বয়ং।
সর্বেষ্বেতেষু রাজেন্দ্র জ্ঞানেষ্বেতদ্‌বিশিষ্যতে॥"[১]

'(ভগবান্) নারায়ণ স্বয়ংই সমগ্র পাঞ্চরাত্র (শাস্ত্রের) বক্তা। ঐ সকল জ্ঞানের মধ্যে ইহা বিশিষ্ট (বা শ্রেষ্ঠ)।' এই বচনে লক্ষিত জ্ঞানসমূহ এই—সাংখ্য, যোগ, পাঞ্চরাত্র, বেদ এবং পাশুপত। উহার অব্যবহিত পরের শ্লোকে মধ্ব তাহা নির্দেশ করিয়াছেন।[২] তাহাতে জানা যায় যে মধ্ব পাঞ্চরাত্রকে বেদ হইতেও বিশিষ্ট বা শ্রেষ্ঠ মনে করিতেন। তিনি প্রকারান্তরেও তাহা নির্দেশ করিয়াছেন। 'নারায়ণসংহিতা'[৩] হইতে তৎকর্তৃক উদ্ধৃত একটা বচনে আছে যে কৃতযুগে পাঞ্চরাত্র ও ঋগাদি বেদ ভিন্ন ভিন্ন ছিল না,—উভয়ে মিলিয়া একই গ্রন্থ ছিল। ঐ মূল গ্রন্থ 'মুলবেদ' নামে অভিহিত হইত। ত্রেতা যুগে উহাদিগকে পৃথক করা হয়। তখন উভয়েরই দ্বারা ভগবান্ বিষ্ণুকে পূজা করা যাইতে পারিত। পরন্তু "অশক্তঃ পঞ্চরাত্রেণ ঋগাদ্যৈর্বাথ তং যজেৎ" ('পাঞ্চরাত্র দ্বারা পূজা করিতে সমর্থ না হইলে বিকল্পে ঋগাদিবেদ দ্বারা তাঁহাকে পূজা করিবে')। "দ্বাপরীয়ৈর্জনৈর্বিষ্ণুঃ পঞ্চরাত্রৈস্তু কেবলৈঃ" (কিন্তু দ্বাপর যুগের জনগণ কেবল পাঞ্চরাত্র দ্বারা বিষ্ণুকে' পূজা করিবেক)।[৪] এইরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে যে পাঞ্চরাত্র বেদ হইতে শ্রেষ্ঠ। অন্যত্র মধ্ব বলিয়াছেন, "এই ভাগবত (ধর্ম) মুখ্য (ধর্ম), বিশেষতঃ ত্রেতাদিতে। আবার কলিযুগে এই ধর্ম বিশেষভাবে অতি ফলদ। এই প্রকারে যে ভাগবত সে নিশ্চয় বিমুক্ত হয়। পরন্তু নানা দেবতা পূজন রূপ ত্রৈবিদ্য ধর্ম অপর (ধর্ম)। উহাতেও বিষ্ণু গুণে সকল (দেবতার) মধ্যে অভ্যধিক বলিয়া জ্ঞাতব্য। (তাই) যজ্ঞাদি (সম্পাদনের) অন্তে বিষ্ণুকেই সমর্পণ করা হয়। ত্রৈবিদ্যধর্মী পুরুষ (স্বর্গে গমন করে এবং) স্বর্গ ভোগ করিয়া (ইহসংসারে) প্রত্যাবর্তন করে; পুনঃ (ত্রৈবিদ্যধর্ম আচরণ) করে এবং পুনঃ স্বর্গে গমন করে। যাবৎ হরির অধীন না হয় (তাবৎকাল ঐ প্রকারে আবাগন করিতে থাকে)। যদি সদাসর্বদা বিষ্ণুকে স্মরণ না করে, তবে ত্রৈবিদ্য (ধর্মী ব্যক্তি) পরকে (অর্থাৎ পরমপদকে) প্রাপ্ত হয় না। সমস্ত কর্মসমূহ যথানিয়মে (সম্পাদন করত) অন্তে বিষ্ণুকে সমর্পণ করিয়া (মনুষ্য) বহু শুভ জন্মে ক্রমে

---

১) 'মহাভারত তাৎপর্যনির্ণয়', ২।১০৯ (গ্রন্থাবলী, ৯৩৮ ২ পৃষ্ঠা)। এই শ্লোকে প্রথম পঙ্‌ক্তি 'মহাভারত' হইতে গৃহীত। তথায় দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তি এই—"সর্বেষু চ নৃপশ্রেষ্ঠ জ্ঞানেষ্বেতেষু দৃশ্যতে।" (মহাভা, ১২।৩৪৯।৬৮) মধ্ব উহাকে ইচ্ছানুসারে পরিবর্তিত করিয়াছেন।

২) ঐ, ২।১১০ শ্লোক দেখ। 'মহাভারতে'ও তাহা পরিষ্কারভাবে উক্ত হইয়াছে। (মহাভা, ১২।৩৪৯।৬৪)

৩) ১০৮ পাঞ্চরাত্রসংহিতার একটির নাম 'নারায়ণসংহিতা'। (শ্রেডারের পাঞ্চরাত্রসংহিতাসূচীর ৭২তম সংখ্যক সংহিতা) মধ্বাচার্য কর্তৃক উল্লিখিত এই 'নারায়ণসংহিতা' উহা কিনা বলা যায় না।

৪) 'আথর্বণোপনিষদ্‌ভাষ্য', মধ্বাচার্য-প্রণীত, ১ম খণ্ড (গ্রন্থাবলী, ৬৮'২ পৃষ্ঠা)।

মুক্তিলাভ করে। ত্রয়ীক্রিয়া করিয়াও যে পরমতত্ত্ব বিষ্ণুকে অবগত হয় না, তাহাকে ত্রৈবিদ্য বলিয়া বলা হয় না, তাহাকে বেদবাদী বলা হয়।"[১]

স্ববিরচিত অন্যান্য গ্রন্থসমূহের স্থলে স্থলে আচার্য মধ্ব পাঞ্চরাত্রের এই প্রকার উচ্চ প্রশংসা করিলেও তৎসম্বন্ধে যামুন ও বেঙ্কটনাথের ন্যায় কোন স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেন নাই বোধ হয়। অন্ততঃ তাহা জানা নাই

আচার্য কেশব ভট্ট (১৫০০ খ্রীষ্টাব্দোপকাল) ও সেই প্রকারে মনে করেন যে পাঞ্চরাত্র-শাস্ত্রের শ্রুতিমূলত্ব এবং তত্তুল্যত্ব যেমন 'মহাভারতে'র মোক্ষধর্মপর্বে, তেমন 'ব্রহ্মসূত্রে'ও, নির্ণীত হইয়াছে। উহা বেদের অর্থস্বরূপই। সুতরাং উহা প্রমাণ।[২]

চৈতন্য-সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবাচার্যগণও সেই প্রকারে পাঞ্চরাত্রমতের প্রশংসা করিয়া থাকেন, এবং পাঞ্চরাত্রশাস্ত্রকে বেদতুল্য, কিংবা বেদ হইতেও শ্রেষ্ঠ, প্রমাণ বলিয়া মানিয়া থাকেন। যথা, কবিকর্ণপুর (১৫২৪ খ্রীষ্টাব্দে জন্ম) লিখিয়াছেন, "পাঞ্চরাত্রিক মতই নির্মৎসর।" "পাঞ্চরাত্রিক-গণ ভগবানের উপাসক; সেইহেতু অবিগীত শিষ্টজন; অতএব তাঁহাদের আচরিত অনুসারেই বেদের তাৎপর্য অনুমান করা হইয়া থাকে।" এই মতের সমর্থনে তিনি একটা বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, "নিগমক্রমের শাখা সহস্র। উহা সমগ্রতঃ প্রত্যক্ষসিদ্ধ নহে। (সুতরাং) পুরাণের বাক্যসমূহ এবং অবিগীত শিষ্টজনগণের আচরণসমূহ দ্বারা উহার অবয়ব অনুমেয়।"[৩] তিনি মনে করেন যে সাত্বতগণই ঐ বচনে লক্ষিত শিষ্টগণ।[৪]

আচার্য জীবগোস্বামী (১৬০০ খ্রীষ্টাব্দোপকাল) মনে করেন যে 'মহাভারতে'র নারায়ণীখ্যানে (১২।৩৪৯।৬৪-৭৩ শ্লোকে) প্রতিপাদিত হইয়াছে যে পঞ্চরাত্রমত সাংখ্য, যোগ, বেদ ও পাশুপত মতসমূহ হইতে "গরিষ্ঠ"; "পঞ্চরাত্রসম্মত শ্রীনারায়ণই সর্বোত্তম;" আসুর প্রকৃতির লোকগণই উহাদিগকে ভিন্ন ভিন্ন মতসমূহ বলিয়া মনে করে (এবং সাংখ্যাদি মত সমাশ্রয় করে), তাহারা তমোভূত,—সুতরাং নিন্দিত; "পরন্তু দৈবপ্রকৃতির ব্যক্তিগণ সেই সেই সমস্ত (মত) অবলোকন করত পঞ্চরাত্রপ্রতিপাদ্য শ্রীনারায়ণেই পরিনিষ্ঠিত হয়।" জীবগোস্বামী আরও বলিয়াছেন, "পঞ্চরাত্রেতর শাস্ত্রসমূহের কর্তাগণ নিশ্চয় দ্বিবিধ—কিঞ্চিজ্‌জ্ঞ ও সর্বজ্ঞ। তন্মধ্যে আদ্যগণ যেই প্রকার,—তাঁহারা স্ব স্ব জ্ঞান অনুসারে যৎকিঞ্চিৎ তত্ত্বৈকদেশ বলেন, তাহা, সমুদ্রৈকদেশ-বর্ণন যেমন সমুদ্রে তেমন, পূর্ণতত্ত্ব শ্রীনারায়ণেই পর্যবসিত হয় বলিয়া, তাঁহারা নিশ্চয়ই তাঁহাকেই বলেন। পরন্তু যাঁহারা সর্বজ্ঞ তাঁহারা এই প্রকার অভিপ্রায় করেন,—আমরা অসুর প্রকৃতির লোকদিগকে মোহনার্থ শাস্ত্রসমূহ করি নাই, কিন্তু দৈবপ্রকৃতির লোকদিগকে ব্যতিরেক দ্বারা বোধনার্থ।' উহারা সকল শাস্ত্রকে তত্ত্বের রজ-তম-শবল খণ্ডের, তথা ক্লেশবহুল সাধনের, প্রতিপাদক দেখিয়া, এবং বেদসমূহকে দুর্গম দেখিয়া, (তৎসমস্তে) নির্বেদ প্রাপ্ত হইয়া সর্ববেদার্থসার

---

১) 'গীতাতাৎপর্যনির্ণয়', ২।৪০ (গ্রন্থাবলী, ৬৯১'২ পৃষ্ঠা)।

২) 'বেদান্তকৌস্তুভপ্রভা', আচার্য কেশবভট্ট-প্রণীত, ২।২।৪৪

৩) এই বচন কোথাকার, তাহা উল্লিখিত হয় নাই।

৪) 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়', কবিকর্ণপুর-বিরচিত, 'বিব্লিওথেকো ইণ্ডিকা' সংস্করণ, কলিকাতা, ১৮৫৩-৪ খ্রীষ্টাব্দ, ১৫৫-৬ পৃষ্ঠা।

শুদ্ধ ও অখণ্ড তত্ত্ব শ্রীনারায়ণের, এবং তাঁহার সুখময় আরাধনের, সুষ্ঠুরূপে প্রতিপাদক পঞ্চরাত্রেই গাঢ়রূপে প্রবেশ করিবে। 'নিঃসংশয়েষু' ইত্যাদি বাক্যে [মহাভা, ১২।৩৪৯।৭১] তাহাই বলা হইয়াছে। সুতরাং ঝটিতি বেদার্থপ্রতিপত্ত্যর্থ পঞ্চরাত্রকেই অধ্যয়ন করা উচিত বলিয়া বলিয়াছেন 'পঞ্চরাত্রবিদঃ' ইত্যাদি [মহাভা, ১২।৩৪৯।৭২]।"[১] জীবগোস্বামী এইরূপে বেদ-সাংখ্যাদি অপর শাস্ত্রসমূহ হইতে পঞ্চরাত্রশাস্ত্রের শ্রেষ্ঠত্ব খ্যাপন করিয়াছেন এবং উহার অতি উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন।[২] ভগবান্ কপিল বলিয়াছেন যে তৎকর্তৃক ব্যাখ্যাত নির্গুণ ভক্তি যোগের সাধনসমূহের—যে সকল সাধন দ্বারা মানুষের চিত্ত পরিশুদ্ধ হয় এবং সহজে ভগবানের দিকে প্রবাহিত হয়, তাহাদের,—একটি ক্রিয়াযোগ।[৩] শ্রীধরস্বামী মনে করেন যে ঐ ক্রিয়াযোগ "পঞ্চরাত্রাদিতে উক্ত পূজাপ্রকার।" জীবগোস্বামী তাহা অঙ্গীকার করিয়াছেন।[৪]

কৃষ্ণদাস কবিরাজের লেখা হইতে বুঝা যায় যে চৈতন্যদেবের ও রামানন্দ রায়ের মতের এবং 'ব্রহ্মসংহিতা'র মতের, তথা বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের 'কৃষ্ণকর্ণামৃতে'র মতের, ঐক্য আছে। কথিত হইয়াছে যে দাক্ষিণাত্যে ভ্রমণে গিয়া পয়স্বিনী নদীর তীরে আদিকেশবের স্থানে "মহাভাগবতগণে"র নিকট চৈতন্যদেব 'ব্রহ্মসংহিতা' প্রাপ্ত হন। উহা পাইয়া তিনি অপার আনন্দে বিকল হইয়া পড়েন,—তাঁহার অশ্রুকম্পাদি ভাববিকার হইতে থাকে। কেননা,

"সিদ্ধান্তশাস্ত্র নাহি ব্রহ্মসংহিতার সম।
গোবিন্দ-মহিমা-জ্ঞানের পরম কারণ ॥
অল্প অক্ষরে কহে সিদ্ধান্ত অপার।
সকল বৈষ্ণবশাস্ত্র মধ্যে অতি সার ॥"[৫]

কৃষ্ণা নদীর তীরে তিনি বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের 'কৃষ্ণকর্ণামৃত প্রাপ্ত হন। তিনি ঐ দুই পুঁথি লিখাইয়া লন এবং মহারত্নের ন্যায় সঙ্গে লইয়া আসেন। ঐ দুই পুঁথি তিনি রামানন্দকে প্রদান করেন এবং বলেন,

"... ... ...তুমি যেই সিদ্ধান্ত করিলে।
এই দুই পুঁথি সেই সব সাক্ষী দিলে ॥"[৬]

ঐ দুই পুঁথি পাইয়া রামানন্দেরও মহানন্দ হইল এবং তাঁহারা উভয়ে মিলিয়া উহাদের রসাস্বাদন করেন। চৈতন্যের আদেশে বাঙ্গলার সমস্ত বৈষ্ণব ঐ দুই পুঁথি লিখিয়া লয়। তাহাতে

---

১) 'পরমাত্মসন্দর্ভ' জীবগোস্বামী প্রণীত ('ভাগবতসন্দর্ভ', ২২২-৩ পৃষ্ঠা)।

২) অন্যত্র জীবগোস্বামী 'ব্রহ্মতর্ক, হইতে একটা বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। "ইতিহাস, পুরাণ, যুক্তি এবং পঞ্চরাত্র সহ সমস্ত বেদকে বিজ্ঞাত হইয়া বিষ্ণু (তত্ত্ব) জ্ঞেয়, অন্য প্রকারে নহে।" ('ভগবতসন্দর্ভ' ('ভাগবতসন্দর্ভ' ১৭৪ পৃষ্ঠা)।

৩) (বিষ্ণু) ভাগপু, ৩।২৯।১৫-৯

৪) "ক্রিয়াযোগেন পঞ্চরাত্রাদ্যুক্তবৈষ্ণবানুষ্ঠানেন"—('ভক্তিসন্দর্ভ' ('ভাগবতসন্দর্ভ' ৫৮৯ পৃষ্ঠা)

৫) 'চৈতন্যচরিতামৃত', মধ্যলীলা, ৯ম পরিচ্ছেদ।

৬) ঐ,

অনায়াসে বুঝা যায় চৈতন্যের অনুযায়ী বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে ঐ দুই গ্রন্থের প্রভাব কত অধিক ছিল,—উহারা কত শ্রদ্ধার সহিত গৃহীত হইত।[১] যিনি ঐ সম্প্রদায়ের সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক সেই আচার্য জীবগোস্বামী উহার ৫ম অধ্যায়ের টীকা রচনা করিয়াছেন। উহার উপোদ্ঘাতে তিনি লিখিয়াছেন যে 'ব্রহ্মসংহিতা'য় ১০০ অধ্যায় আছে, উহার ৫ম অধ্যায় সমস্ত অধ্যায়ের সূত্ররূপ; সুতরাং উহা সমগ্রসংহিতারূপতা প্রাপ্ত হইয়াছে ("তস্যাঃ সর্বাঙ্গতাং গতঃ)। সেই কারণে তিনি মাত্র উহারই টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন। তাঁহার অন্যান্য গ্রন্থসমূহে তিনি 'ব্রহ্মসংহিতা'র,—উহার ৫ম অধ্যায়ের বচন প্রমাণরূপে উদ্ধৃত করিয়াছেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজও 'ব্রহ্মসংহিতা'র ৫ম অধ্যায়ের একাধিক বচন প্রমাণরূপে অনুবাদ করিয়াছেন।[২]

'ব্রহ্মসংহিতা' ১০৮ মুখ্য পাঞ্চরাত্রসংহিতাসমূহের অন্যতম। তদ্ব্যতীত অপর কতিপয় পাঞ্চরাত্রসংহিতারও বচন চৈতন্য-সম্প্রদায়ী লেখকগণ প্রমাণরূপে উদ্ধৃত করিয়া থাকেন। যথা, 'নারদপাঞ্চরাত্র' (='নারদসংহিতা' বা 'নারদীয়সংহিতা' নামক পাঞ্চরাত্রসংহিতা), হয়শীর্ষ-পাঞ্চরাত্র' (='হয়শীর্ষসংহিতা' বা 'হয়গ্রীবসংহিতা'), 'গৌতমীয়তন্ত্র' ও 'বৃহদ্গৌতমীয়তন্ত্র', 'নারায়ণসংহিতা', 'স্বায়ম্ভুবাগম', 'সাত্বততন্ত্র'[৩] 'অগস্ত্যসংহিতা'[৪] 'কাত্যায়নসংহিতা', 'গরুড়-সংহিতা' 'ত্রৈলোক্যসম্মোহনতন্ত্র' বা সংক্ষেপে 'সম্মোহনতন্ত্র', 'তন্ত্রভাগবত' প্রভৃতি।[৫] 'অগস্ত্য-সংহিতা' ব্যতীত উহাদের অপর সকলগুলি কৃষ্ণবিষয়ক বা কৃষ্ণের মহিমা খ্যাপক বলিয়া দেখা যায়। জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন, গৌতমীয়তন্ত্র' "তদুপাসনাতন্ত্র" (অর্থাৎ কৃষ্ণোপাসনাবিষয়ক)।[৬]

পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে চৈতন্য-সম্প্রদায়ে '(বিষ্ণু)ভাগবতপুরাণ'কে অতি সম্মানের চক্ষে দেখা হয়,—উহার প্রমাণকে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ মানা হয়। আচার্য জীবগোস্বামীর ভাষায়,

---

১) ইহা বোধ হয় বলা উচিত যে কৃষ্ণদাস কবিরাজের উক্তি যথাশ্রুতার্থে সর্বদা গ্রহণ করা যায় না। কেননা তিনি অতিশয়োক্তি করিয়াছেন; কখন কখন অসম্ভব উক্তিও করিয়াছেন। যথা, তিনি লিখিয়াছেন যে চৈতন্যের সঙ্গে প্রথম দর্শনের সময়ে সাধ্য বিষয়ে সংবাদে রামানন্দ 'ব্রহ্মসংহিতা'র এক বচন (৫।১) অনুবাদ করেন। আবার তিনিই লিখিয়াছেন যে ঐ গ্রন্থ চৈতন্য পরে আবিষ্কার করেন এবং রামানন্দ তাঁহার নিকট হইতে লিখিয়া লন। এই কল্পনা করিয়া ঐ উক্তিদ্বয়ের সমন্বয় অবশ্যই করা যাইতে পারে—চৈতন্যদেব হইতে 'ব্রহ্মসংহিতা'র পুঁথি পাওয়ার পূর্বে রাম নন্দ কোন বৈষ্ণব মহাত্মার মুখে ঐ বচন শুনিয়াছিলেন; যদিও ইহাও বলা যায় না যে উহা 'ব্রহ্মসংহিতা'র বচন বলিয়া তিনি অবগত ছিলেন, কি ছিলেন না। পরন্তু কৃষ্ণদাস কবিরাজ যে লিখিয়াছেন ঐ সংবাদে রামানন্দ রূপ, সনাতন এবং জীব গোস্বামীর, এমনকি তাঁহার স্ববিরচিত 'গোবিন্দলীলামৃতে'রও বচন, উদ্ধৃত করেন, তাহা গ্রাহ্য নহে। কেননা, উহা সম্ভব নহে, যেহেতু ঐ সকল গ্রন্থ তখন রচিতও হয় নাই। (দেখ— S. K. De, Early History of the Vaisnava Faith and Movement in Bengal, Calcutta, 1942, p. 70)

২) এই সকল হইতে বোধ হয় যে চৈতন্য 'ব্রহ্মসংহিতা'র ৫ম অধ্যায়ের মাত্র প্রতিলিপি লইয়া আসিয়াছিলেন।

৩) এই 'সাত্বততন্ত্র' পাঞ্চরাত্রসংহিতাসমূহের 'রত্নত্রয়ে'র অন্তর্গত 'সাত্বতসংহিতা' হইতে ভিন্ন। উহা ১০৮ মুখ্য পাঞ্চরাত্রসংহিতাসমূহের অন্তর্গতও নহে। কাশীর চৌখাম্বা সংস্কৃত গ্রন্থমালায় উহা মুদ্রিত হইয়াছে।

৪) অধুনা অগস্ত্যসংহিতা' নামে তিনটি পাওয়া যায় উহাদের একটি অগস্ত্য-সুতীক্ষ্ণ সংবাদ', অপরটী 'অগস্ত্য-নারদ- সংবাদ' (শ্রেডারের পাঞ্চরাত্রসূচী দেখ)

৫) ডক্টর এস, কে, দে'র Early Hist. Vaisnava faith etc এর ১৯৩, ৩১৭-৮ ও ৩৯৫—পৃষ্ঠা দেখ।

৬) ব্রহ্মসং, ৫।১, জীবগোস্বামীর টীকা

উহা "সর্বশাস্ত্রশিরোমণি"; উহার প্রমাণ "সমস্ত প্রমাণসমূহের চক্রবর্তীভূত।" তবে তাঁহারা ইহাও মনে করেন যে ভাগবতে ও পাঞ্চরাত্রে তত্ত্বভেদ নাই। যথা, জীবগোস্বামী বলিয়াছেন

"শ্রীমদ্‌ভাগবতাদ্যেষু দৃষ্টং যন্মৃষ্টবুদ্ধিভিঃ।
তদেবাত্র পরামৃষ্টং ততো হৃষ্টং মনো মম॥"[১]

মৃষ্টবুদ্ধি ব্যক্তিগণ কর্তৃক যাহা শ্রীমদ্‌ভাগবতাদিতে দৃষ্ট হয়, তাহাই এখানে ('ব্রহ্মসংহিতা'র ৫ম অধ্যায়ে) পরামৃষ্ট হইয়াছে। তাহাতে আমার মন হৃষ্ট হইয়াছে।' তিনি আরও বলিয়াছেন, 'তন্ত্রভাগবত' (বা 'ভাগবততন্ত্র') নামক পঞ্চরাত্রতন্ত্র শ্রীমদ্‌ভাগবতের ভাষ্যভূত।[২] কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখিয়াছেন যে ভাগবত ও পঞ্চরাত্র উভয়ত্রই শুদ্ধা ভক্তির একই লক্ষণ বিবৃত হইয়াছে।[৩] সুতরাং তাঁহার মতেও অভিধেয় পরমতত্ত্ব বিষয়ে উহাদের মধ্যে মতভেদ নাই। তবে অপর কোন কোন বিষয়ে যে উভয়ের মধ্যে কিছু ভেদ আছে, তাহাও জীবগোস্বামী নির্দেশ করিয়াছেন। তাহা পরে বিবৃত হইবে।

ঐ সকল পাঞ্চরাত্র আচার্যগণের মধ্যে যামুন ও রামানুজ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী, মধ্ব দ্বৈতবাদী, কেশব ভট্ট দ্বৈতাদ্বৈতবাদী (নিম্বার্কমতানুযায়ী) এবং চৈতন্য অচিন্ত্যভেদাভেদবাদী। ইহাও সত্য যে পাঞ্চরাত্রের প্রামাণ্য প্রতিপাদনার্থ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী যামুনাদি যতটা বদ্ধপরিকরতা প্রদর্শন করিয়াছেন, অপর কেহ ততটা কিংবা তাহার কিঞ্চিদংশও করেন নাই। স্বকৃত 'সর্বদর্শনসংগ্রহে' রামানুজদর্শনের পরিচয় দিতে গিয়া আচার্য মাধব 'পাঞ্চরাত্ররহস্য' নামক একটা গ্রন্থ হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন।[৪] তাহা হইতে মনে হয় যে উহার মতে পাঞ্চরাত্রের দার্শনিক সিদ্ধান্ত বিশিষ্টাদ্বৈতবাদই। বোধ হয়, এই সকল হেতুতেই স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী মনে করিয়াছেন যে "পাঞ্চরাত্রমতই বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ।"[৫] তাঁহার বহু পূর্বে রামকৃষ্ণগোপাল ভাণ্ডারকর মহাশয়ও সেই প্রকার মনে করিতেন বোধ হয়। কেননা তিনি বলিয়াছেন যে রামানুজমতের সিদ্ধান্তসমূহ সেইগুলিই যেগুলি পাঞ্চরাত্রগণের বা ভাগবতগণের প্রাচীনতর সম্প্রদায়ে অনুসৃত হইত।[৬] পরন্তু আচার্য মধ্ব মনে করেন যে বেদে, ভারতে, মূল রামায়ণে, পঞ্চরাত্রে এবং অপর শাস্ত্রসমূহে, তথা তত্ত্বসূত্রসমূহে, সর্বত্র এই অর্থ নির্ণীত হইয়াছে যে—পরম বা পরাত্মা নারায়ণ অচিন্ত্যমহিমাবান্। তাঁহার ন্যায় মহাগুণসম্পন্ন অপর কেহই নাই। কোন মুক্ত পুরুষও কখনও ঐ পরমের সহিত সাম্যও লাভ

---

১) ব্রহ্মসংহিতা'র টীকার মঙ্গলাচরণ ২) পূর্বে দেখ।

৩) "অন্য বাঞ্ছা অন্য পূজা ছাড়ি জ্ঞানকর্ম।
আনুকূল্যে সর্বেন্দ্রিয় কৃষ্ণানুশীলন॥
এই শুদ্ধ ভক্তি ইহা হৈতে প্রেম হয়।
পঞ্চরাত্রে ভাগবতে এই লক্ষণ কয়॥"
—('চৈতন্যচরিতামৃত', মধ্যলীলা, ১৯তম পরিচ্ছেদ)।

৪) পূর্বে দেখ।

৫) 'বেদান্তদর্শনের ইতিহাস', স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী-প্রণীত, তিন ভাগ, বরিশাল, ১৩৩২, ১৩৩৩ ও ১৩৩৪ বঙ্গাব্দ, ৩৩৯ পৃষ্ঠা।

৬) Collected works of Sir R. G. Bhandarkar, Vol. II. p. 108 এই মত সত্য নহে। (পরে দেখ)

করিতে পারে না ; সুতরাং অভিন্নতালাভের কথাই বা আর কি? চেতন জীববর্গ নিত্য অস্বতন্ত্র,—নারায়ণ-পরতন্ত্র, আর পরমাত্মা নারায়ণ নিত্য স্বতন্ত্র। সুতরাং নিত্য অস্বতন্ত্র বা নারায়ণ-পরতন্ত্র জীব কি প্রকারে নিত্য স্বতন্ত্র নারায়ণের সহিত সাম্য কিংবা অভিন্নতা লাভ করিবে?[১] তিনি আরও বলিয়াছেন,—"পঞ্চভেদসমূহ বিজ্ঞাত হইলে, তথা বিষ্ণুর স্বাভেদ (অর্থাৎ স্বগতভেদরাহিত্য), নির্দোষত্ব এবং গুণোদ্রেক জ্ঞাত হইলে, (মনুষ্য) মুক্তি (লাভ করে), অন্যথা নহে;"[২] "বেদসমূহ, পঞ্চরাত্রসমূহ, ইতিহাস, এবং বিষ্ণুপরক পুরাণসমূহ জ্ঞাত হইলেই (মনুষ্য) মুক্তিলাভ করে, অন্যথা কখনও নহে।"[৩] এইরূপে ইহা দেখা যায় যে তাঁহার মতে পাঞ্চরাত্রমত দ্বৈতবাদই। আচার্য মাধব বলিয়াছেন যে রামানুজমত এবং মধ্বমত উভয়েই পাঞ্চরাত্রোপজীবী।[৪] তাহাতে তিনি প্রকারান্তরে স্বীকার করিয়াছেন যে বিশিষ্টাদ্বৈত ও দ্বৈত উভয় বাদই পাঞ্চরাত্রশাস্ত্র সম্মত। ভাণ্ডারকর বলিয়াছেন, পঞ্চভেদ ব্যতীত অপর বিষয়েই মধ্ব, রামানুজের ন্যায়, পাঞ্চরাত্রধর্মের প্রখ্যাতিকারক ছিলেন। পরন্তু তিনি উহাকে অধিক ব্যাপক বা অল্প বহিষ্কারক রূপ দিয়াছেন মনে হয়। তাঁহার মতবাদে বাসুদেব অপেক্ষা বিষ্ণু নামের সমধিক প্রখ্যাতি আছে; তাহাতে পাঞ্চরাত্রধর্মের ঐতিহাসিক স্বরূপকে পশ্চাতে নিক্ষেপ করা হইয়াছে।[৫] এই শেষোক্ত আক্ষেপ রামানুজের ও চৈতন্যের মতবাদের প্রতিও করা যায়। কেননা, রামানুজের মতে নারায়ণ নামেরই সমধিক প্রখ্যাতি আছে, আর চৈতন্যের মতে কৃষ্ণ নামের। তবে এই আক্ষেপের বেশী মূল্য নাই মনে হয়। কেননা, আদ্য পাঞ্চরাত্রসংহিতাসমূহে বাসুদেব নামের প্রাধান্য থাকিলেও, পরবর্তী সংহিতাসমূহের কোন কোনটিতে নারায়ণ নামের, আর কোন কোনটিতে কৃষ্ণ-নামের সমধিক প্রখ্যাতি পরিদৃষ্ট হয়।[৬]

নাথমুনি

নাথমুনি শ্রীবৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের প্রথম 'আচার্য' এবং 'উভয়বেদান্ত'-সম্প্রদায়ের প্রবর্তক। তিনি ৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে, মাদ্রাজ-প্রান্তের দক্ষিণ আর্কট জিলার মন্নারগুড়ী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৯২০ খ্রীষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন। বেঙ্কটনাথ লিখিয়াছেন,

"নাথোপজ্ঞং প্রবৃত্তং বহুভিরুপচিতং যামুনেয়প্রবন্ধৈ
স্ত্রাতং সম্যগ্ যতীন্দ্রৈরিদমখিলতমঃকর্ষণং দর্শনং নঃ॥"[৭]

সমস্ত (অজ্ঞান) অন্ধকারের বিনাশক আমাদের এই দর্শন নাথোপজ্ঞ প্রবৃত্ত, যামুনের বহু প্রবন্ধ দ্বারা বৃদ্ধি-প্রাপ্ত এবং যতীন্দ্র (রামানুজ) দ্বারা সম্যক্ ত্রাত।'

---

১) 'মহাভারত তাৎপর্য নির্ণয়', ১.২১-২ (গ্রন্থাবলী, ৯২৯.১ পৃষ্ঠা)।

২) ঐ, ১।৮২ (ঐ, ৯৩১.২ পৃষ্ঠা)। পূর্বে দেখ

৩) ঐ, ১।৮৫ (ঐ, ৯৩১.২ পৃষ্ঠা)

৪) 'সর্বদর্শনসংগ্রহে' পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শনের প্রারম্ভ দেখ।

৫) Collected works of Sir R. G. Bhandarkar, Vol. II. p. 195

৬) পরে দেখ।

৭) 'সঙ্কল্পসূর্যোদয়', বেঙ্কটনাথ-প্রণীত, ২।৪৯.২ আরও দেখ—'তত্ত্বমুক্তাকলাপ'

শ্রীসম্প্রদায়ের দ্বিতীয় আচার্য যিনি "পরমাচার্য" নামে সুবিখ্যাত এবং নাথমুনির পৌত্র যামুন নাথমুনির স্তুতি করিয়াছেন। তাঁহার মতে নাথমুনি অপরিমিত বিষ্ণুভক্তির ও বিষ্ণু-তত্ত্বজ্ঞানামৃতের সাগর স্বরূপ, এবং লোক মধ্যে তাহা প্রচার করিয়াছেন।[১] তিনি আপন শিষ্যগণ দ্বারা সাত্বতমতের প্রতি স্পর্ধাকারীদিগের ঔদ্ধত্য, তাহাদের নিজ নিজ কল্পিত যুক্তি-সমূহ দ্বারা তাহাদের নিজ নিজ মতসমূহ খণ্ডিত করিয়া, উপমর্দন করেন।[২] এইরূপে দেখা যায় নাথমুনি সাত্বতমত উজ্জীবিত কিংবা পুনরুজ্জীবিত করেন এবং তন্মূলক নব্য বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্রবর্তন করেন। অদ্বৈতবাদী বেদান্তীদিগের অবিদ্যাবাদ খণ্ডন প্রসঙ্গে রামানুজ নাথমুনির নিম্নোক্ত বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, এবং উহার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন,

"জ্ঞানরূপং পরং ব্রহ্ম তন্নিবর্ত্যং মৃষাত্মকম্।
অজ্ঞানং চেৎ তিরস্কুর্যাৎ কঃ প্রভুস্তন্নিবর্তনে॥
জ্ঞানং ব্রহ্মেতি চেজ্‌জ্ঞানমজ্ঞানস্য নিবর্তকম্।
ব্রহ্মবৎ তৎপ্রকাশত্বাৎ তদপি হ্যনিবর্তকম্॥
জ্ঞানং ব্রহ্মেতি বিজ্ঞানমস্তি চেৎ স্যাৎ প্রমেয়তা।
ব্রহ্মণোঽননুভূতিত্বং ত্বদুক্ত্যৈব প্রসজ্যতে॥"[৩]

অর্থাৎ (অদ্বৈতবাদী বলেন) পরব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ (আর অবিদ্যা অজ্ঞানরূপা। সেই হেতু উহা) জ্ঞান দ্বারা নিবর্তিত (বা বিনষ্ট) হয়। (সুতরাং উহা) মিথ্যাত্মক। (তাঁহারা আরও বলেন যে ঐ অজ্ঞানরূপা অবিদ্যা ব্রহ্মের স্বরূপকে তিরস্কার করে; তাহাতে ব্রহ্ম (জীবভাব প্রাপ্ত হয়। এখন আমরা জিজ্ঞাসা করি,) অজ্ঞান যদি (সেই জ্ঞান স্বরূপ পরব্রহ্ম দ্বারা স্বয়ং নিবর্তিত না হইয়া উল্টা তাঁহাকে) তিরস্কার করিতে পারে, তবে উহাকে নিবর্তন করিতে (অপর) কে সমর্থ হইবে? (যদি বল) 'ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ'—(জীবের) এই জ্ঞানই অজ্ঞানের নিবর্তক হয়, তবে (আমরা বলি) তৎপ্রকাশত্ব হেতু (উহা জ্ঞানস্বরূপ) ব্রহ্মের ন্যায়। (সুতরাং) ব্রহ্মের ন্যায় উহাও নিশ্চয় (অবিদ্যার) অনিবর্তক হয়। আর 'ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ'—এই বিজ্ঞান যদি থাকে, তবে প্রমেয়তা আছে (অর্থাৎ ব্রহ্ম জ্ঞেয় বস্তু হন)। সুতরাং তোমার উক্তি দ্বারাই ব্রহ্মের অননুভূতিত্ব প্রসক্তি হয়। সুতরাং নাথমুনি অদ্বৈতবাদিগণকে আক্রমণ করেন এবং তাঁহাদের মতবাদ খণ্ডনে প্রযত্ন করেন। "সাত্বতমতস্পর্দ্ধাবান্‌গণ" বা সাত্বতমত-প্রস্পর্দ্ধিগণ নামে যামুন তাঁহাদিগকেই লক্ষ্য করিয়াছেন বোধ হয়। রামকৃষ্ণগোপাল ভাণ্ডারকর বলিয়াছেন, মায়াবাদী বৈদান্তিক দার্শনিকদিগের তীব্র সমালোচনা হইতে ভাগবতমত বা

১) 'স্তোত্ররত্ন', ৩ শ্লোক।

২) "তত্তৎকল্পিতযুক্তিভিঃ শকলশঃ কৃত্বা তদীয়ং মতং
যচ্ছিষ্যৈরুদমর্দি সাত্বতমতস্পর্দ্ধাবতামুদ্ধতিঃ।"—('আগমপ্রামাণে'র উপসংহার)
নাথমুনির শিষ্যগণ "সাত্বতমতপ্রস্পর্দ্ধিদুষ্পাজ্জতিব্যামুগ্ধোদ্ধতদুর্বিদগ্ধপরিষদ্‌বৈদগ্ধবিধ্বংসিনঃ" (ঐ)

৩) শ্রীভাষ্য, ১।১।১ (বঙ্গভাষান্তর, ১৭১ পৃষ্ঠা)। এই বচন কোন্ ব্যক্তির বা কোন্ গ্রন্থের রামানুজ বলেন নাই। তাঁহার ভাগিনেয় এবং শিষ্য বরদাচার্যের শিষ্য আচার্য সুদর্শন (মৃত্যু ১৩১০ খ্রীষ্টাব্দে)—যিনি 'শ্রীভাষ্যে'র 'শ্রুতপ্রকাশিকা নামক টীকা রচনা করেন—বলিয়াছেন যে ঐ বচন নাথমুনির।

পাঞ্চরাত্রমতকে রক্ষা করিতে,—তাঁহাদিগের মায়াবাদ নিরস্ত করিয়া স্মরণাতীত কাল পূর্ব হইতে প্রচলিত ভক্তিধর্মের জন্য বৈদান্তিক ও দার্শনিক ভিত্তি সন্ধান করিতে রামানুজ প্রচেষ্টা করেন ; তাঁহার ঐ প্রচেষ্টার ফলে পাঞ্চরাত্রমত,—যাহা পূর্বে অবৈদিক ছিল, তাহা—বেদান্তের এক মত বা এক ঔপনিষদ মত হয়।[১] উপরের লেখা হইতে প্রতীতি হইবে যে ঐ প্রচেষ্টা প্রকৃত পক্ষে রামনুজের বহু পূর্বে আরম্ভ হয়। নাথমুনি উহা প্রারম্ভ করেন। তাঁহার পৌত্র যামুন নব জীবন সঞ্চার করিয়া উহাকে অতি প্রবল করেন। তাঁহার হাতে উহা ফল প্রদান করিতেও আরম্ভ করে। রামানুজের হাতে ঐ ফল পূর্ণতা লাভ করে মাত্র।

নাথমুনি 'ন্যায়তত্ত্ব' নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। উহা অধুনা উপলব্ধ নহে। বেঙ্কটনাথ উহার উল্লেখ করিয়াছেন এবং উহা হইতে কতিপয় বচন অনুবাদ করিয়াছেন।[২] অধ্যাপক শ্রীনিবাসাচারী বলেন, উহা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের প্রথম আধুনিক গ্রন্থ। এবং উহা অর্বাক আচার্যগণ কর্তৃক বিস্তারিত হইয়াছে।[৩]

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী লিখিয়াছেন, "দশম শতাব্দী হইতে বিশিষ্টাদ্বৈত-সাধনার স্রোত প্রবলবেগে প্রবাহিত হইয়া ভবিষ্যতে মহাপ্লাবনের সূচনা করিতে লাগিল। মহাপুরুষ শ্রীনাথমুনি এই দার্শনিক যজ্ঞের প্রথম পুরোহিত। অন্যূন ৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের প্লাবন সূচিত হয়। ...যামুনাচার্যের সময় নাথমুনির সাধনার ফল ফলিতে আরম্ভ হয় এবং রামানুজের সাধনার ফল পরিপূর্তি লাভ করে। নাথমুনির হৃদয়ে যে প্লাবনের সূচনা হয়, সেই প্লাবনই পরবর্তী কালে সমস্ত ভারতকে প্লাবিত করিয়াছে।"[৪]

যামুন-মত

আচার্য যামুন অদ্বৈতবাদ খণ্ডনে বদ্ধপরিকর। স্বকৃত 'বেদার্থসংগ্রহে'র প্রারম্ভে আচার্য রামানুজ এই বলিয়া তাঁহাকে স্তুতি করিয়াছেন,—"পরব্রহ্মই ভ্রমপরিগত এবং অজ্ঞ হইয়া (জীব রূপ) সংসরণ করিতেছেন, পরোপাধ্যালীঢ় হইয়া তিনি বিবশ হইয়া অশুভের আস্পদ হইয়াছেন। শ্রুতি (প্রমাণ) এবং (লৌকিক) যুক্তি বিরহিত এই মোহন (বা মোহজনক মত) জগতে বিতত হইয়াছিল। ঐ তম যিনি অপাস্ত করেন, সেই যামুন মুনি বিজয় প্রাপ্ত হইতেছেন।" সুতরাং তাঁহার মতে অদ্বৈতমতখণ্ডনই যামুনের প্রধানতম কৃতিত্ব এবং মহিমা। স্বকৃত "সিদ্ধিত্রয়ে'র 'সংবিৎসিদ্ধি'তে যামুন বিশেষভাবে অদ্বৈতমতকেই আক্রমণ করিয়াছেন। 'আত্মসিদ্ধি'তে তিনি লিখিয়াছেন যে কাঁহারও কাঁহারও মতে নির্ধূতনিখিলভেদবিকল্প, নির্ধর্ম, প্রকাশমাত্রৈকরস এবং কূটস্থ-নিত্যসংবিৎই আত্মা এবং পরমাত্মা। উহাঁরা বলেন, "অজ, অমেয় এবং অনন্ত যে অনুভূতি

---

১) পূর্বে দেখ। ২) বেঙ্কটনাথের 'ন্যায়পরিশুদ্ধি' ও 'ন্যায়সিদ্ধাঞ্জন' দেখ।

৩) P. N. Srinivasachari, The Philosophy of Visistadvaita, Adyar, 1948, p. 511

৪) 'বেদান্তদর্শনের ইতিহাস', স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী প্রণীত, ৩৪২-৩ পৃষ্ঠা।

তাহাই আত্মা"[১] এবং তাহাই বেদান্তবাক্যসমূহের তাৎপর্যভূমি।" বার্তিককারের বচন উদ্ধৃত করিয়াও তিনি তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন।[২] অনন্তর তিনি বলিয়াছেন যে, "এই দর্শন অবৈদিক ও অলৌকিক বলিয়া আত্মবিদ্‌গণ (মনে করেন)।"[৩] অর্থাৎ বেদের প্রমাণ কিংবা লৌকিক যুক্তি কিছুরই দ্বারা ঐ দর্শনকে সমর্থন করা যায় না। আত্মার স্বরূপ ঐ প্রকার বলিয়া উহাঁরা "অহমর্থের অনাত্মত্ব" মানিয়া থাকেন। আচার্য সুরেশ্বরের বচন উদ্ধৃত করিয়া যামুন তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন।[৪] এই মতকে তিনি "অসংবদ্ধ" বলিয়াছেন। ঐ বাদিগণকে তিনি "প্রচ্ছন্ন সৌগতগণ" ও "ক্ষুদ্রব্রহ্মবিদ্‌গণ" বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন।[৫] কখন কখন তিনি উহাদিগকে প্রচ্ছন্নসাংখ্যবাদী বলিয়াছেন।[৬] তিনি আরও বলিয়াছেন যে ("সদসদ্‌) অনির্বচনীয় ভাবরূপ অজ্ঞানই জগতের উপাদান' ইত্যাদি বচন প্রলাপমাত্রই।"[৭]

যামুনের বহু পূর্বে আচার্য ভাস্কর অদ্বৈতবাদকে তীব্রভাবে আক্রমণ করেন। 'ব্রহ্মসূত্রে'র স্বকৃত ভাষ্যের উপোদ্ঘাতে তিনি বলিয়াছেন, "সূত্রের অভিপ্রায় সংবৃত করত নিজের অভিপ্রায় প্রকাশ করত যাহারা এই শাস্ত্রকে ব্যাখ্যা করিয়াছে, তাহাদের সেই ব্যাখ্যা নিবৃত্ত্যর্থই এই ব্যাখ্যা (কৃত হইল)।" অদ্বৈতপর ব্যাখ্যাকে লক্ষ্য করিয়াই ভাস্কর ঐ প্রকার বলিয়াছেন।

১) 'সিদ্ধিত্রয়' (আত্মসিদ্ধি), চৌখাম্বা সংস্কৃত গ্রন্থাবলী, কাশী, ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দ, ২০-১ পৃষ্ঠা। এই বচন ইষ্টসিদ্ধি'র মঙ্গলাচরণের এই শ্লোকের অংশ

"যাঽনুভূতিরজাঽমেয়াঽনন্তাত্মাঽনন্দবিগ্রহা।
মহাদাদিজগন্মায়াচিত্রভিত্তিঃ নমামি তাম॥"

২) ঐখানে উদ্ধৃত বার্তিককার-বচন এই,

"পরাগর্থপ্রমেয়েষু যা ফলত্বেন সম্মতা।
সংবিৎ সৈবেহ মেয়োঽর্থো বেদান্তোক্তিপ্রমাণতঃ॥
অপ্রামাণ্যপ্রসক্তিশ্চ স্যাদিতোঽ স্যার্থকল্পনে।
বেদান্তানামতস্তস্মান্নান্যমর্থং প্রকল্পয়েৎ॥"

৩) 'সিদ্ধিত্রয়' (আত্মসিদ্ধি), ২১ পৃষ্ঠা।

৪) ঐ, ২৭ পৃষ্ঠা। ঐখানে উদ্ধৃত "সৌরেশ বচন" এই,—

"আত্মনশ্চেদহংধর্মো যায়ান্মুক্তিসুষুপ্তয়োঃ।
যতোনান্বেতি তেনায়মন্তদীয়ো ভবেদহম্‌।"

এই বচন আচার্য সুরেশ্বরের 'নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি'র। (২।৩২ ; বোম্বে সংস্করণ, ৭০ পৃষ্ঠা)।

৫) যামুন "প্রচ্ছন্ন সৌগতদিগে"র এই বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন,—

শুদ্ধং তত্ত্বং প্রপঞ্চস্য ন হেতুরনিবৃত্তিতঃ।
জ্ঞাতৃজ্ঞেয়বিভাগস্য মায়ৈব জননী ততঃ॥"

—('সিদ্ধিত্রয়' (আত্মসিদ্ধি), ১৯ পৃষ্ঠা)

অন্যত্র যামুন বলিয়াছেন—

"অবিদ্যোপাধিকে জীবে বিনাশে নেতি যন্মতম্‌।
ক্ষুদ্রব্রহ্মবিদামেতন্মতং প্রাগেব দূষিতম্‌॥"

—('সিদ্ধিত্রয়' (সংবিৎসিদ্ধি), ৮৫ পৃষ্ঠা)।

৬) "ন চ দৃশিমাত্রাত্মবাদিনাং সাংখ্যানাং তদুপজীবিনাং প্রচ্ছন্নানাং দ্রষ্টৃত্বং বাস্তিতমস্তি"—(সিদ্ধিত্রয় আত্মসিদ্ধি), ৪১ পৃষ্ঠা)।

৭) 'সিদ্ধিত্রয়' (আত্মসিদ্ধি), ২৮ পৃষ্ঠা।

যদিও তিনি স্পষ্টবাক্যে তাহা বলেন নাই, তথাপি তাঁহার ব্যাখ্যায় অদ্বৈতবাদকে বিশেষভাবে আক্রমণ করিতে দেখিয়া তাহা সহজে মনে হয়। সুতরাং অদ্বৈতবাদ খণ্ডনই ভাস্করের মুখ্য-ধ্যেয় ছিল। অদ্বৈতবাদীদিগের মায়াবাদকে তিনি "মাহাযানিক বৌদ্ধগাথায়িত" এবং উহাঁদিগকে "বৌদ্ধমতাবলম্বী মায়াবাদিগণ" বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন যে উহাঁরা "লোকগণকে ব্যামোহিত করিতেছেন।"[১] অদ্বৈতমতের সিদ্ধান্তসমূহকে ভাস্কর অনেক সময় "অযুক্ত" এবং "অসৎ" বলিয়াছেন। যথা, জীবব্রহ্মবাদ (অর্থাৎ জীব স্বরূপতঃ ব্রহ্মই ; কেননা, ব্রহ্মই অবিদ্যোপাধিবশতঃ জীব সাজিয়া সংসরণ করিতেছেন,—এইবাদ), তাঁহার মতে, "অযুক্ত" (বা যুক্তিহীন)[২] বিম্বপ্রতিবিম্ববাদ "অযুক্ত"[৩] প্রপঞ্চমিথ্যাবাদ "অসৎ"[৪] এবং "অযুক্ত"।[৫] সুতরাং ঐকল বিষয়ে যামুন ভাস্করকেই অনুসরণ করিয়াছেন। অর্থাৎ অদ্বৈতবাদের নিন্দাতে উভয়ে এক মত।[৬] পরন্তু দার্শনিক সিদ্ধান্ত বিষয়ে উভয়ের মতের মধ্যে বহু অন্তর আছে। ভাস্করের দার্শনিক সিদ্ধান্ত ভেদাভেদবাদ। তাঁহার মতে ব্রহ্ম সগুণ ও সবিশেষ ; উহাঁর ভেদ ঔপাধিক এবং উপাধিসমূহ সত্য। যামুনও ব্রহ্মকে সগুণ ও সবিশেষ বলিয়া মানেন। পরন্তু উহাঁর উপাধি-জনিত ভেদাভেদ তিনি স্বীকার করেন না। তিনি ভেদাভেদবাদকে বরং নিন্দাই করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "ভেদাভেদবিকল্প···নিরর্থক," "ভিন্নাভিন্নত্বসম্বন্ধসদসত্ত্ববিকল্পন প্রত্যক্ষানুভব দ্বারা অপাস্ত হয়। উহা কেবল কণ্ঠশোষণ।"[৭]

আত্মা—যামুনের নিজের মতে

"দেহেন্দ্রিয়মনঃপ্রাণধীভ্যোঽন্যোঽনন্যসাধনঃ।
নিত্যো ব্যাপী প্রতিক্ষেত্রমাত্মা ভিন্নঃ স্বতঃসুখী ॥"[৮]

'আত্মা দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, প্রাণ ও বুদ্ধি হইতে ভিন্ন। উহা অনন্যসাধন (অর্থাৎ স্বতঃসিদ্ধ, "স্বপ্রকাশ), স্বতঃসুখী, নিত্য এবং ব্যাপী। প্রতি শরীরে আত্মা ভিন্ন ভিন্ন।' আত্মা চিৎ-স্বভাব —চেতনত্ব উহার স্বাভাবিক ধর্ম।[৯] সত্তাবশতঃ জ্ঞান, অবগতি, অনুভূতি, ইত্যাদি পর্যায়বাচক

---

১) তথা চ বাক্যং পরিণামস্তু স্যাদ্দধ্যাদিবদিতি বিগীতং বিচ্ছিন্নমূলং মহাযানিক বৌদ্ধগাথায়িতং মায়াবাদং ব্যবর্ণয়ন্তো লোকান্ ব্যামোহয়ন্তি।" (ব্রহ্মসূত্রে', ১।৪।২৫ ভাস্কর-ভাষ্য, চৌখাম্বা সংস্কৃত গ্রন্থাবলী, কাশী, ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দ, ৮৫ পৃষ্ঠা)

"যে তু বৌদ্ধমতাবলম্বিনো মায়াবাদিনস্তেঽপি" ইত্যাদি। (ঐ, ২।২।২৯ ভাস্করভাষ্য ; ১২৪ পৃষ্ঠা)

২) 'ব্রহ্মসূত্রে'র ভাস্কর-ভাষ্য, ১।১।১৭ (২৬ পৃষ্ঠা) ১।২।৬ (৩৯পৃষ্ঠা)। আরও দেখ—ঐ, ১।৪।২১, ৮২ পৃষ্ঠা

৩) ঐ, ২।৩।৫০ (১৪২-৩) ৪) ঐ, ১।৪।২১ (৮৩) ৫) ঐ, ১।১।১৪ (৯৩-৬)

৬) ইহা বলা যাইতে পারে যে আরও কতিপয় বিষয়ে ভাস্করের এবং যামুনের মতের ঐক্য আছে। যথা—

১) উভয়েই সগুণ ও সবিশেষ ব্রহ্মবাদী।

২) উভয়েই পরিণামবাদী.—উভয়েই মানেন যে ব্রহ্ম জগদ্রূপে পরিণাম প্রাপ্ত হন। সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িকাচার্য উদয়ন লিখিয়াছেন, "ব্রহ্মপরিণতেরিতি ভাস্করগোত্রে যুজ্যতে।" ('ন্যায়কুসুমাঞ্জলি'।

৩) উভয়েই জ্ঞানকর্মসমুচ্চয়বাদী।

৪) উভয়েই ত্রিদণ্ডধারণের পক্ষপাতী। উদয়ন বলিয়াছেন, "ভাস্করস্ত্রিদণ্ডিমতভাষ্যকারঃ।" ('ন্যায়কুসুমাঞ্জলি')।

৭) 'সিদ্ধিত্রয়' (সংবিৎসিদ্ধি), ৮৬ পৃষ্ঠা। ৮) 'সিদ্ধিত্রয়' (আত্মসিদ্ধি, ৬ পৃষ্ঠা)

৯) ঐ (আত্মসিদ্ধি), ৪৮ পৃষ্ঠা)

সকর্মক সংবিৎ আত্মার ধর্ম। কেননা, প্রত্যেক প্রাণীরই এই অনুভব আছে যে "অহমিদং সংবেদ্মি" (আমি ইহা জানিতেছি')।[১]

"অহমিত্যেব হি তস্য স্বরূপং, জ্ঞানমপি তদ্ধর্মত্বেন তস্যৈব প্রকাশতে জ্ঞানং মে জাতমিতি।"[২]

"অহং' (আমি),—ইহাই নিশ্চয় উহার স্বরূপ; জ্ঞানও নিশ্চয় উহার ধর্ম। সেইহেতু উহারই ইহা বোধ হয় যে 'আমার জ্ঞান হইয়াছে'।' সুতরাং "ইহা সিদ্ধ হয় যে এই আত্মা নিশ্চয় জ্ঞাতা।"[৩] 'ব্রহ্মসূত্র'কারও বলিয়াছেন "জ্ঞোঽত এব" ('অতএব আত্মা জ্ঞাতা')।[৪]

"তস্মাজ্‌জ্ঞাতৃতয়া সিধ্যন্নহমর্থ এব প্রত্যগাত্মা ন জ্ঞপ্তিমাত্রম্।"[৫]

'সুতরাং জ্ঞাতা বলিয়া সিদ্ধ হওয়াতে প্রত্যগাত্মা নিশ্চয় অহমর্থই, জ্ঞপ্তিমাত্র নহে।'

যেহেতু অহমর্থ প্রত্যগাত্মার স্বরূপ সেইহেতু মুক্তিতেও উহার অনুবৃত্তি থাকে, অর্থাৎ মুক্ত জীবেরও অহংবোধ থাকে।[৬] অদ্বৈতবাদিগণ তাহা মানেন না। তাঁহারা বলেন, আত্মা জ্ঞানস্বরূপ বা জ্ঞপ্তিমাত্র; অহন্তা অবিদ্যাত্মিকা। অবিদ্যার সম্যক্‌ বিনাশ হইলেই মুক্তি হয়, সুতরাং মুক্তিতে অবিদ্যা থাকে না বলিয়া তদাত্মিক অহমর্থও থাকে না। যামুন বলেন, তাহা কথার কথা মাত্র। কেননা, তাহাতে প্রকারান্তরে ইহা প্রতিজ্ঞাত হইয়া পড়ে যে আত্মবিনাশই মুক্তি, যেমন বৌদ্ধগণ মানিয়া থাকেন। যদি কেহ জানে যে সাধনের অনুষ্ঠানের ফলে, মুক্তিতে, সে নিজেই থাকিবে না, তবে সে মোক্ষের কথাপ্রসঙ্গ হইতেও দূরে পলায়ন করিবে। তাহাতে, অধিকারীর অভাবে, সমস্ত বেদান্তবিধিসমূহ এবং সমস্ত মোক্ষশাস্ত্রসমূহ প্রামাণ্য হইতে প্রচ্যুত হইবে।[৭] তিনি আরও বলিয়াছেন,[৮]—মুক্ত জীবের যে অহংপ্রত্যয় থাকে,—উহা যে অজ্ঞানোপাধি-জনিত নহে, তাহার প্রমাণ শ্রুতি-প্রসিদ্ধ বামদেবাদি, যাহাঁদের অবিদ্যা ব্রহ্মাত্মাপরোক্ষজ্ঞান দ্বারা নিরবশেষে ক্ষপিত হইয়াছিল। শ্রুতিতে আছে, মুক্ত বামদেব ঋষি বলিয়াছিলেন,—"অহং মনুরভবং সূর্যশ্চাসৌ" ইত্যাদি।[৯] 'গীতা'তে কৃষ্ণও 'অহং' ব্যবহার করিয়াছেন,—"যেহেতু আমি ক্ষর হইতে অতীত এবং অক্ষর হইতেও উত্তম, সেইহেতু আমি বেদে এবং লোকমধ্যে 'পুরুষোত্তম' বলিয়া প্রথিত।"[১০] অবিদ্যাদি ক্লেশের লেশমাত্রও যাঁহাকে কখনও কোন প্রকারে স্পর্শমাত্রও করে নাই, সেই পরমপুরুষেরও 'অহং'—এই আত্ম-পরামর্শ ছিল বলিয়া জানা যায়। শ্রুতিতে বিবৃত আছে যে তিনি বলিয়াছিলেন, "হন্তাহমিমাস্তিস্রো দেবতাঃ।"[১১]

---

১) 'সিদ্ধিত্রয়' আত্মসিদ্ধি), ২১ পৃষ্ঠা)

২) (আত্মসিদ্ধি), ২৯ পৃষ্ঠা ৩) ঐ (আত্মসিদ্ধি), ৩৬ পৃষ্ঠা। আরও দেখ—"আত্মা তু স্বতন্ত্রো জ্ঞাতা অহমিতি প্রত্যাত্মং প্রথতে।" (ঐ, ৩৫ পৃষ্ঠা)।

৪) ঐ, ৬৮ পৃষ্ঠা (ব্রহ্মসূত্র, ২।৩।১৮) ৫) ঐ (আত্মসিদ্ধি), ২৯ পৃষ্ঠা

৬) 'সিদ্ধিত্রয়' (আত্মসিদ্ধি), ৩১ পৃষ্ঠা ৭) ঐ (আত্মসিদ্ধি); ৩০-১ পৃষ্ঠা

৮) ঐ, (আত্মসিদ্ধি), ৩১-২ পৃষ্ঠা ৯) বৃহউ, ১।৪।১০

১০) গীতা, ১৫।১৮ আরও দেখ—"বেদাহং সমতীতানি" (ঐ, ৭।২৬·১); "তেষামহং সমুদ্ধর্তা" (ঐ, ১২।৭·১); "অহং বীজপ্রদঃ পিতা" (ঐ, ১৪।৪·২)

১১) ছান্দোগ্যউ, ৬।৩।২

"অতঃ প্রত্যক্ষসিদ্ধত্বাদুক্তন্যায়াগমান্বয়াৎ।
অবিদ্যাযোগতশ্চাত্মা জ্ঞাতাঽহমিতি ভাসতে॥"[১]

'অতএব প্রত্যক্ষসিদ্ধ বলিয়া, তথা উক্ত যুক্তিবিচার এবং শাস্ত্রপ্রামাণ্য যুক্ত বলিয়া, (ইহা সিদ্ধ হয় যে) অবিদ্যাযোগ ব্যতীতও আত্মা 'আমি জ্ঞাতা' বলিয়া প্রকাশ পায়।'

যামুন বলিয়াছেন যে আত্মা প্রতি শরীরে ভিন্ন ভিন্ন। সুতরাং, তাঁহার মতে, জীব বহু। তিনি একজীববাদ খণ্ডন করিয়াছেন।[২]

যামুন বলিয়াছেন, আত্মা "ব্যাপী"। রামানুজ ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে ঐ "ব্যাপী" শব্দের অর্থ "অতিসূক্ষ্মতয়া সর্বাচেতনান্তঃপ্রবেশনস্বভাবঃ" ('অতিসূক্ষ্মতা হেতু সমস্ত অচেতন বস্তুর অভ্যন্তরে প্রবেশন স্বভাব')।[৩] বেঙ্কটনাথও সেই ব্যাখ্যা অঙ্গীকার করিয়াছেন।[৪] তাহাতে তাঁহারা দেখাইতে চাহিয়াছেন যে যামুন যে আত্মাকে "ব্যাপী" বলিয়াছেন, তাহা বস্তুতঃ ঐ শব্দের সাধারণ 'বিভু' বা 'সর্বগত' অর্থে নহে। তাঁহাদের ঐ ব্যাখ্যা কষ্ট কল্পনা মাত্র। ঐ প্রকার কষ্ট কল্পনা তাঁহারা অন্যত্রও করিয়াছেন। 'গীতা'য় আছে, আত্মা নিত্য, সর্বগত, স্থাণু, অচল ও সনাতন।[৫] রামানুজ ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে ঐখানে 'সর্বগত' অর্থ "সর্বতত্ত্বব্যাপকস্বভাব", "সর্বতত্ত্বসমূহ হইতে উহার (আত্মার) সূক্ষ্মত্ব হেতু উহাদের দ্বারা ব্যাপ্তির অনর্হত্ব"। আত্মাকে অণুপরিমাণ মানেন বলিয়াই তাঁহাকে ঐ প্রকার অসাধারণ অর্থ কল্পনা করার কষ্ট করিতে হইয়াছে। বেঙ্কটনাথ তাহা স্বীকার করিয়াছেন।[৬] 'গীতা'য় ঐ বচনের কিঞ্চিৎ পূর্বে আছে, "অবিনাশী তু তদ্বিদ্ধি যেন সর্বমিদং ততম্" ('এই সমস্ত জগৎ যাহার দ্বারা ব্যাপ্ত, তাহাকে (আত্মাকে) অবিনাশী বলিয়া জানে')।[৭] ঐখানে রামানুজ বলিয়াছেন, "চেতন আত্মতত্ত্ব দ্বারা তদ্ব্যতিরিক্ত এই সমস্ত অচেতনতত্ত্ব তত বা ব্যাপ্ত। ব্যাপকত্ব হেতু নিরতিশয় সূক্ষ্ম বলিয়া আত্মা বিনাশানর্হ, তদ্ব্যতিরিক্ত কোন পদার্থ উহাকে বিনাশ করিতে সমর্থ নহে।" এইখানে তিনি আত্মাকে সর্বব্যাপী বলিয়া স্বীকার করিয়া ফেলিয়াছেন। গীতাতে যেমন জীবাত্মা সম্বন্ধে তেমন পরমাত্মা সম্বন্ধেও বলা হইয়াছে "যেন সর্বমিদংততম্"।[৮] যাহা হউক, অন্যপ্রকারেও বেঙ্কটনাথ মনে করেন যে যামুন আত্মাকে অণু মানিতেন। কেননা, তিনি বলেন,[৯] প্রাণাত্মবাদখণ্ডনে যামুন আত্মাকে স্পষ্টতঃ 'অবিভু' বলিয়াছেন[১০] এবং অন্যত্র গুণচৈতন্যের প্রসারণের কথা বলিয়া

---

১) 'সিদ্ধিত্রয়' (আত্মসিদ্ধি), ৩২ পৃষ্ঠা

২) ঐ, (সংবিৎসিদ্ধিঃ), ৯৩ পৃষ্ঠা   ৩) 'শ্রীভাষ্য', ১।১।১ (বঙ্গভাষান্তর, ১১৬ পৃষ্ঠা

৪) 'ন্যায়সিদ্ধাঞ্জন', বেঙ্কটনাথ প্রণীত ('বেদান্তদেশিক গ্রন্থমালা, বেদান্তবিভাগে ২য় সম্পুট, ২১৪ পৃষ্ঠা)

৫) গীতা, ২।২৪'২

৬) রামানুজের ভাষ্যের তাৎপর্য-ব্যাখ্যায় বেঙ্কটনাথ লিখিয়াছেন, "অণোরাত্মনঃ কথং সর্বগতত্বং ? ইত্যাশঙ্ক্যাহ—সর্বতত্ত্বেতি। নাত্র বহুশ্রুত্যাদিবিরুদ্ধং জীববিভুত্বং সর্বগতশব্দেনোচ্যতে ; কিন্ত্বণুপ্রবেশবিশেষযোগ্যতেতি স্বভাবশব্দং প্রযুঞ্জানস্য ভাবঃ। ব্যাপিত্বস্তু পূর্বোক্তং হেতুত্বপ্রকারং প্রপঞ্চয়তি সর্বেভ্য ইতি।"

৭) গীতা, ২।১৭'১   ৮) গীতা, ১৮।৪৬ ; আরও দেখ—"ময়া ততমিদং সর্বং" (ঐ, ৯।৪'১)

৯) "ন্যায়সিদ্ধাঞ্জন" (বেদান্তদেশিক গ্রন্থমালা, বেদান্তবিভাগে ২য় সম্পুট, ২১৪ পৃষ্ঠা)

১০) "অবিভুত্বেনাস্যাত্মনঃ স্পর্শবিরহিণোঽপি প্রযত্নাদৃষ্টপ্রেরণানুগুণ্যেন মনস ইব উৎক্রান্তিগত্যাদয়ো যুজ্যন্তে ইতি ন তন্নির্দেশানাং মুখ্যার্থতা" ইত্যাদি। ('সিদ্ধিত্রয়' (আত্মসিদ্ধি), ১৭ পৃষ্ঠা

গুণী আত্মার অণুত্ব প্রকারান্তরে স্বীকার করিয়াছেন।[১] পরন্তু অন্যত্র যামুন আত্মাকে স্পষ্টবাক্যে নিরবয়ব (বা বিভু) বলিয়াছেন। পূর্বপক্ষী বলেন, প্রত্যগাত্মা (বিভু হইলেও) দ্বিধা অবস্থিত থাকে,—কোথাও বহুল (বা ঘন), আর কোথাও বিরল। বহুল প্রত্যক্‌চেতন, ক্ষেত্রজ্ঞ, ইত্যাদি পর্যায় শব্দ দ্বারা কথিত আত্মা, আর বিরল চৈতন্য, জ্ঞান, প্রভৃতি শব্দ দ্বারা অভিহিত হয়। প্রত্যগাত্মতন্ত্রতা হেতু উহা উপচারক্রমে প্রত্যগাত্মার গুণ বলিয়াও কথিত হয়। ঐ বিষয়ের দৃষ্টান্ত তেজ। বহুল তেজ প্রদীপ, বা অগ্নি বলিয়া অভিহিত হয়, আর বিরল তেজ প্রজ্ঞা বা জ্যোতি বলিয়া অভিহিত হয়। অতএব বিরলাত্মপ্রদেশতয়া চৈতন্যের আলোকের ন্যায় গমন, সংযোগ, প্রভৃতি উপপন্ন হয়। এই মতবাদের বিরুদ্ধে যামুন বলেন—

"ইদমনুপপন্নম্ নিরবয়বস্যামূর্তস্যাসঙ্গস্যাত্মনো বহুলবিরলাদিধর্মানুপপত্তেঃ। যদি হি সাবয়বত্ব-মূর্তত্বানিত্যত্বসংসর্গিত্বাদিকমপি ধর্মজাতমাত্মন্যনুমন্বীমহি তত এবমঙ্গীকুর্বীমহি। ন চ তদনুমন্ত-মুচিতমচেতনত্বাপাতাদিত্যলমনেনার্হতমতানুকারদূষিতেনাত্মবাদেন। অথ মতমাত্মাঽয়মনবয়বেন সর্বতঃ সর্বার্থাবভাসনসমর্থ চৈতন্যানুবন্ধ সর্বব্যাপী।"[২]

'ইহা অনুপপন্ন। কেননা, নিরবয়ব, অমূর্ত এবং অসঙ্গ আত্মার বহুল-বিরলাদিধর্ম উপপন্ন হয় না সাবয়বত্ব, মূর্তত্ব' অনিত্যত্ব, সংসর্গিত্ব প্রভৃতি ধর্মসমূহ আত্মায় নিশ্চয় আছে বলিয়া যদি অনুমান করিতে পারিতাম, তবে সেই প্রকার অঙ্গীকার করিতাম। পরন্তু সেই প্রকার অনুমান করা উচিত নহে। কেননা, তাহাতে (আত্মার) অচেতনত্ব আপতিত হইবে। সুতরাং আর্হত মতানুকারদূষিত ঐ আত্মবাদ বৃথা। অতএব ইহা বিবেচিত হয় যে এই আত্মা অনবয়ব বলিয়া সর্বতঃ সর্বার্থাবভাসনসমর্থ চৈতন্যানুবন্ধী সর্বব্যাপী।' পরেও তিনি বলিয়াছেন যে ব্যাপিত্ব, অসঙ্গিত্ব, প্রভৃতি আত্মার ধর্মান্তর ("ব্যাপিত্বাসঙ্গিত্বাদ্যাত্মধর্মান্তরেষু")।[৩] সুতরাং যামুনের মতে আত্মা নিরবয়ব এবং অমূর্ত, সুতরাং সর্বব্যাপী। তবে তিনি আত্মাকে কখন কখন 'অবিভু' বলিয়াছেন, তাহা বদ্ধাবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বলিয়া মনে করিতে হইবে।

পরমাত্মা—যামুনের মতে পরমাত্মা প্রকৃষ্ট জ্ঞানবান্,—সর্বজ্ঞ। ব্রহ্মের লক্ষণ শ্রুতিতে এই বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে,

"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম"[৪]

'ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞানও অনন্ত।' যামুন বলেন, ঐখানে "জ্ঞানশব্দো ন জ্ঞানমাত্রবচনঃ অপি তু তদ্বদ্বচনঃ" ('জ্ঞান' শব্দ 'জ্ঞানমাত্র' বাচক নহে, পরন্তু 'তদ্বান্' বা 'জ্ঞানবান্' বাচক। 'ঐতরেয়ো-পনিষদে' "প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম" বলিয়া ব্রহ্মলক্ষণ নির্দেশ করত পরে বলা হইয়াছে যে "স এতেন প্রাজ্ঞেনাত্মনা" ইত্যাদি।[৫] তাহাতে প্রদর্শিত হইয়াছে যে ঈশ্বর প্রকৃষ্ট জ্ঞানবান্।[৬] সুতরাং ব্রহ্ম সগুণ ও সবিশেষ।

---

১) "যত্তু গুণচৈতন্যস্ত গুণিনমপহায় কথমন্যতো যাতীতি তদযুক্তম্" (ঐ, ৬২)

২) ঐ, ৪৯-৫ পৃষ্ঠা। ৩) ঐ, ৬৫ পৃষ্ঠা।

৪) তৈত্তিউ, ২।১ ৫) ঐতউ, ৩।৩-৪ ৬, 'সিদ্ধিত্রয়' (আত্মসিদ্ধি), ৩৬। আরও

"সিদ্ধিশ্চেদভ্যুপেয়েত সংবিদঃ স্যাৎ সধর্মতা।
ন চেত্তুচ্ছত্বমেবোক্তং ভবেচ্ছশবিষাণবৎ॥"[১]

'যদি (যুক্তিপ্রমাণ দ্বারা) সংবিদের সিদ্ধি হয়, তবে উহার সধর্মতা স্বীকার করিতে হইবে। আর যদি (সিদ্ধি) না হয়, তবে শশশৃঙ্গের ন্যায় উহার তুচ্ছত্বই উক্ত হইবে।' তাঁহার মন আছে, কিন্তু শরীর নাই। "যাহার রচনা-কৌশল আমাদের ন্যায় ব্যক্তিগণের মনের চিন্তারও অতীত সেই অনন্তবিস্তৃত মহাভূতভৌতিকপ্রপঞ্চকে সৃষ্টি করিতে প্রাদেশিক শরীরবিশিষ্ট, কিঞ্চিজ্জ্ঞ এবং পুণ্যপাপপরবশগতি (ব্যক্তি) কখনও সমর্থ হইবে না। তাহাতে সিদ্ধ হয় যে (পরমাত্মা) অপরিমিতজ্ঞানৈশ্বর্য্যশক্তিমান্, শরীরাদি নিরপেক্ষ হইয়াও সঙ্কল্প মাত্রেই সকলভুবননির্মাণক্ষম কর্তা।"[২] জীবাত্মা অনীশ্বর, অল্পজ্ঞ, শরীরবান্, এবং পুণ্যপাপপরবশ; আর পরমাত্মা তদ্বিপরীত।[৩] "জ্ঞানাদিষাড়্গুণ্যনিধি এবং অচিন্ত্যবিভব বিষ্ণুই" ঐ ব্রহ্ম বা পরমাত্মা।[৪]

শ্রুতিতে আছে, ব্রহ্ম "একমেবাদ্বিতীয়ম্" ('নিশ্চয় এক ও অদ্বিতীয়')। যামুন বলেন,[৫] উহার তাৎপর্য এই যে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন,—তাঁহার সমান কিংবা তাঁহা হইতে অভ্যধিক, যাহাকে দ্বিতীয় বলিয়া গণনা করা যাইতে পারে, সেই দ্বিতীয়গণনাযোগ্য কিছু ছিল না, নাই এবং হইবে না। "যেহেতু এই জগৎ তাঁহার বিভবব্যূহকলামাত্র, সেইহেতু উহা কি প্রকারে দ্বিতীয়-বাগাস্পদতা প্রাপ্ত হইবে?" যেহেতু জগৎকে দ্বিতীয় বলা যায় না, সেইহেতু শ্রুতি 'অদ্বিতীয়' (বা দ্বিতীয় রহিত)পদে উহার নিষেধ হয় নাই।

"তস্মাৎপ্রপঞ্চসদ্ভাবো নাদ্বৈতশ্রুতিবাধিতঃ।
স্বপ্রমাণবলাৎ সিদ্ধঃ শ্রুত্যা চাপ্যনুমোদিতঃ॥"

'সুতরাং প্রপঞ্চের সদ্ভাব অদ্বৈতশ্রুতি দ্বারা বাধিত হয় না। উহা স্বপ্রমাণ বলেই সিদ্ধ এবং শ্রুতি দ্বারাও অনুমোদিত।" যামুন ঐ বিষয়ে দুইটি দৃষ্টান্তও প্রদর্শন করিয়াছেন। (১) চোলরাজ বর্তমানে পৃথিবীতে অদ্বিতীয় সম্রাট,—এই কথা বলিলে তাঁহার তুল্য নৃপতি নাই বলিয়া বুঝায়, পরন্তু তাঁহার ভৃত্য, পুত্র, কলত্র, প্রভৃতিও নাই বলিয়া বুঝায় না। (২) আকাশে সবিতা নিশ্চয় এক, দ্বিতীয় নাই,—এই কথা সবিতার রশ্মিসমূহের সদ্ভাব নিষেধ করে না। সেই প্রকারে ব্রহ্মকে অদ্বিতীয় বলাতে সুর, অসুর, নর, ব্রহ্মা, ব্রহ্মাণ্ড, প্রভৃতির সদ্ভাব নিষিদ্ধ হয় নাই;—উহারা আছেই।

শ্রুতিতে আছে, মহর্ষি উদ্দালক তাঁহার পুত্র শ্বেতকেতুকে বলেন "তত্ত্বমসি"।[৬] যামুন বলেন,[৭] ঐ বাক্যের মুখ্যার্থ (অর্থাৎ যথাশ্রুত অর্থ) সম্ভব নহে। কেননা, 'ত্বং' পদের অর্থ "কার্পণ্যশোকদুঃখার্ত চেতন", আর "তৎ'-পদার্থ সর্বজ্ঞ, সত্যসঙ্কল্প এবং নিঃসীমসুখসাগর"; তেজের ও তিমিরের ঐক্য যেমন সম্ভব নহে, উহাদের ঐক্যও তেমন সম্ভব নহে। লক্ষণা দ্বারা

দেখ—"জ্ঞানবদেবেদং জ্ঞানং ন জ্ঞপ্তিমাত্রম্" (ঐ, ৩৫ পৃষ্ঠা)

১) ঐ, ২৫ পৃষ্ঠা। ২) ঐ (ঈশ্বরসিদ্ধি), ৭৮ পৃষ্ঠা। ৩) ঐ, ৭৯ পৃষ্ঠা।
৪) ঐ (সংবিৎসিদ্ধি), ৮২ পৃষ্ঠা। ৫) ঐ, ৮২পৃষ্ঠা। ৬) ছান্দোগ্যউ, ৬।৮।৭; ৯।৪; ইত্যাদি।
৭) 'সিদ্ধিত্রয়' (সংবিৎসিদ্ধি), ৮৫-৬

'ত্বং' ও 'তৎ' পদের অর্থ করিয়া উহাদের ঐক্য সংস্থাপক বলিয়া "তত্ত্বমসি" বাক্যের অর্থকেও, (যেমন অদ্বৈতবাদিগণ করিয়া থাকেন)। তিনি "অসুন্দর" বলিয়াছেন। তাঁহার নিজের মতে,

"তত্ত্বংপদদ্বয়ং জীবপরতাদাত্ম্যগোচরম্।
তন্মুখ্যবৃত্তিতাদাত্ম্যমপি বস্তুদ্বয়াশ্রয়ম্॥"

অর্থাৎ ঐ বাক্য জীবাত্মার ও পরমাত্মার তাদাত্ম্যসম্বন্ধ স্থাপন করে। "নির্দোষ এবং অপৌরুষেয়ী শ্রুতি আদরের সহিত এই পরমার্থ বার বার বলিয়াছেন যে ব্রহ্মের ও জীবের তাদাত্ম্য তত্ত্ব।[১]

জগৎ—এই মাত্র পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, যামুনের মতে, ব্রহ্ম জগতের স্রষ্টা; তিনি সঙ্কল্পমাত্রেই সকল ভুবন নির্মাণ করিতে সম্পূর্ণ সমর্থ; এই জগৎপ্রপঞ্চ তাঁহার বিভবব্যূহের এক সামান্য অংশ মাত্র ("অস্য বিভবব্যূহকলামাত্রমিদং জগৎ")। যামুন বলেন[২] শাস্ত্রও সেই প্রকার বলিয়াছেন। যথা, শ্রুতিতে আছে,

"পাদোঽস্য বিশ্বভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতংদিবি।"[৩]

'এই সমস্ত ভূতপ্রপঞ্চ তাঁহার এক পাদমাত্র। তাঁহার তিন পাদ দ্যুতে অমৃত আছে।'

"এতাবানস্য মহিমা ততো জ্যায়স্তরো হি সঃ।"[৪]

'তাঁহার মহিমা এই প্রকার। তিনি স্বয়ং তদপেক্ষা নিশ্চয় মহত্তর।' স্মৃতিতে আছে,

"মেরারিবাণূর্যস্যেদং ব্রহ্মাণ্ডমখিলং জগৎ।"

'এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ড তাঁহার নিকট তেমন, অণু মেরুর নিকট যেমন'। এই জগতের সমস্ত ব্যাপার সেই একেরই অধীনে চলিতেছে। যেমন এক রাজার অধীনস্থ সমস্ত দেশ সেই রাজারই ইচ্ছার অধীনে চলে, তেমন চিদচিদাত্মক এই বিশ্বপ্রপঞ্চ সম্যক্ প্রকারে এক প্রধান পুরুষের (বা ঈশ্বরের) ইচ্ছাধীন চলিতেছে। সমস্ত চেতন জীব সেই একেরই দ্বারা অধিষ্ঠিত থাকিয়া স্ব স্ব কার্য করিতেছে।[৫]

এই জগৎ নির্মাণে অপর কোন কারণের,—উপাদানের কিংবা সহকারীর—প্রয়োজন ঈশ্বরের ছিল না। তাঁহার বিচিত্র কর্মশক্তিসমূহের সদ্ভাব শাস্ত্র হইতে জানা যায়। ঐ শক্তি দ্বারা তিনি স্বতন্ত্রভাবে অর্থাৎ অপর কিছুরই সাহায্য ব্যতীত সমস্ত নির্মাণ করেন।[৬] অপর কথায়, ব্রহ্মই জগতের সর্বকারণ; তিনি স্বেচ্ছায় সকল ভুবনরূপে পরিণাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। শ্রুতিতে আছে, যামুন বলেন,[৭] তাঁহার শক্তির আপ্যায়ন ব্যতীত সামান্য একখণ্ড তৃণগাছিকে অগ্নিদেব জ্বালাইতে সমর্থ হইলেন না, জলদেব নিমজ্জন করিতে সমর্থ হইলেন না এবং বায়ুদেব উড়াইতে কিংবা একটু নাড়িতেও সমর্থ হইলেন না।[৮] তাঁহার শক্তিতে ব্যতীত জগতের কেহই কোন কাজ করিতে পারে না, সেই কাজ যতই সামান্য হউক না কেন। মৃত্তিকা, লৌহ, বীজ,

---

১) 'সিদ্ধিত্রয়' 'বৃহদ্ব্রহ্মসংহিতা'য় (২।২।১২) আছে,

"মচ্ছরীরতয়া সর্বং শ্রুত্যা স্মৃত্যা বিনিশ্চিতম্।
সামানাধিকরণ্যং তু তৎকৃতং ময়ি ভাসতে॥"

২) 'সিদ্ধিত্রয়' (সংবিৎসিদ্ধি), ৮৩ পৃষ্ঠা ৩) 'পুরুষসূক্তঃ' ৪) ঐ,

৫) 'সিদ্ধিত্রয়' (ঈশ্বরসিদ্ধি), ৮০ পৃষ্ঠা। আরও দেখ—৬৯ পৃষ্ঠা ৬) ঐ, ৭৪ পৃষ্ঠা।

৭) ঐ (সংবিৎসিদ্ধি), ৮৩ পৃষ্ঠা। ৮) কেনউ, ৩য় খণ্ড। জলদেবের কথা এই শ্রুতিতে নাই।

প্রভৃতি নানা (প্রকারের) বিস্তর দৃষ্টান্তসমূহ দ্বারা শ্রুতিতে সৃষ্টিতত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে। আরও বলা হইয়াছে যে এক প্রধানের বিজ্ঞান হইলে নিখিল জগৎ বিজ্ঞাত হয়। এইরূপে শ্রুতিতে সিদ্ধ হইয়াছে যে "অনন্যৎ কারণাৎ কার্যং পাবকাদ্‌বিস্ফুলিঙ্গবৎ" ('যেমন বিস্ফুলিঙ্গ অগ্নি হইতে অনন্য, তেমন এই কার্য (জগৎ) কারণ (ব্রহ্ম) হইতে অনন্য'।

"ব্রহ্মাত্মনাঽত্মলাভোঽয়ং প্রপঞ্চশ্চিদচিন্ময়ঃ।
ইতি প্রমীয়তে ব্রাহ্মী বিভূতির্ন নিষিধ্যতে॥
তন্নিষেধে সমস্তস্য মিথ্যাত্বাল্লোকবেদয়োঃ।
ব্যবহারাস্তু লুপ্যের‍ংস্তথা স্যাদ্‌ব্রহ্মধীরপি॥"[১]

'চিদচিন্ময় এই প্রপঞ্চ ব্রহ্মাত্মকরূপে আত্মলাভ করিয়াছে বলিয়া ব্রাহ্মী বিভূতি বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। উহা নিষিদ্ধ হয় নাই। উহার নিষেধে সমস্তেরই মিথ্যাত্ব হইবে এবং সেইহেতু লৌকিক ও বৈদিক ব্যবহারসমূহ, তথা ব্রহ্মজ্ঞানও, লুপ্ত হইবে। "(জগতের) ব্যবহারিক সত্যতা আছে বলিয়া, (পরমার্থতঃ) মিথ্যাত্ব সত্ত্বেও, প্রত্যক্ষাদির বিরুদ্ধতা হয় না—এই মতে পূর্বেই দোষ প্রদত্ত হইয়াছে। সুতরাং ইহা সিদ্ধ হইল যে উপনিষৎ হইতে জ্ঞাত ব্রহ্মাদ্বৈতবুদ্ধি দ্বারা জগৎ বাধিত হয় না; কেননা, উহা ব্রহ্মের বিভূতি॥"[২]

যেহেতু জগৎ সত্য, সেইহেতু নিত্য। কেননা, উক্ত হইয়াছে যে "আদাবন্তে চ যন্নাস্তি নাস্তি মধ্যেঽপি তত্তথা" ('যাহা আদিতে ও অন্তে নাই তাহা মধ্যেও সেই প্রকার নাই')। অসতের অসত্ত্ব সর্বদাই। কেননা, খপুষ্পের ন্যায় তাহার উৎপত্তি সম্ভব নহে। সুতরাং জগতের সদ্ভাব বর্তমানে আছে বলিয়া আদিতেও ছিল বলিয়া এবং অন্তেও থাকিবে বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। তাহাতে স্বীকৃত হয় যে জগৎ নিশ্চয় নিত্য; উহার সদ্ভাব সদাই আছে।[৩]

মুক্তি—পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে মুক্ত পুরুষেরও অহন্তা থাকে। সুতরাং উহার ব্যক্তিত্বও থাকে। যামুন বলেন,[৪] মুক্তিতে জীবের ব্যক্তিত্ব থাকে না, কিংবা উহার অভাব হয়, মনে করিলে "মোক্ষের অপুরুষার্থতা" সিদ্ধ হয়। "কেননা, চিদ্‌ধাতুদ্বয়ের (অর্থাৎ আত্মা ও পরমাত্মা—এই চিদ্‌বস্তুদ্বয়ের) একটি শেষ থাকিলে মোক্ষ(রূপ) ফল কাহার হইবে?" জীবাত্মার ও পরমাত্মার নিত্য তাদাত্ম্য সম্বন্ধ আছে। নিত্য বলিয়া ঐ সম্বন্ধের বিনাশ কখনও হয় না। সুতরাং মুক্তিতেও উহা থাকে।

"ব্রহ্মানন্দহ্রদান্তঃস্থো মুক্তাত্মা সুখমেধতে॥"

'মুক্তাত্মা ব্রহ্মানন্দরূপ হ্রদের অভ্যন্তরে অবস্থিত থাকিয়া সুখ লাভ করে।'

যোগাভ্যাস—যামুন বলেন, আত্মজ্ঞানই মোক্ষলাভের হেতু;—ইহা সর্ববাদিসম্মত। শ্রুতিতেও তাহা উক্ত হইয়াছে। আত্মা পর ও অপর ভেদে দ্বিবিধ। উভয়েরই তত্ত্বজ্ঞান অপবর্গের সাধন।[৫] তিনি আরও বলিয়াছেন যে যোগাভ্যাস দ্বারাই ঐ আত্মজ্ঞান লাভ হয়।

---

১) 'সিদ্ধিত্রয়' (সংবিৎসিদ্ধি), ৮৩ পৃষ্ঠা

২) 'সিদ্ধিত্রয়' (সংবিৎসিদ্ধি), ৮৩ পৃষ্ঠা।

৩) 'সিদ্ধিত্রয়' (সংবিৎসিদ্ধি), ৮৫ পৃষ্ঠা।

৪) 'সিদ্ধিত্রয়' (সংবিৎসিদ্ধি), ৮৭ পৃষ্ঠা।

৫) ঐ (আত্মসিদ্ধি), ১-২ পৃষ্ঠা।

"যমনিয়মাদি যোগাঙ্গসমূহের অভ্যাস দ্বারা অশুদ্ধ আবরণমল বিনষ্ট হইলে আত্মা নিরোধাভ্যাস-রূপ পুটপাক দ্বারা রজ ও তম গুণরূপ কলঙ্ক বিধৌত করত সত্ত্বের উদ্রেক করিয়া তৎসমুখ স্বেতরসকলবিষয়-বৈলক্ষণ্য অপরোক্ষজ্ঞানের জন্য প্রযত্ন করে। ভাবনার প্রকর্ষের পর্যন্তে অপরোক্ষজ্ঞান সম্যক্ উদয় হয়। সর্ববাদিগণ ইহা নির্বিবাদে স্বীকার করেন।"[১] "শাস্ত্র এবং অনুমান হইতে আত্মা এই প্রকার স্বতঃসিদ্ধ হইয়াও যোগাভ্যাস-জনিত (অপরোক্ষজ্ঞান দ্বারা) প্রত্যক্ষরূপে স্পষ্ট প্রকাশিত হয়।"[২]

আচার্য যামুনের মতের যে পরিচয় উপরে প্রদত্ত হইয়াছে তাহা তাঁহার 'সিদ্ধিত্রয়' গ্রন্থের আধারে ; পরন্তু তাঁহার অপর গ্রন্থে কিঞ্চিৎ ভিন্ন মত পাওয়া যায়। এখন আমরা তাহা প্রদর্শন করিব।

ভক্তি ও প্রপত্তি—'গীতার্থসংগ্রহে' যামুন বলিয়াছেন যে ভগবৎস্বরূপ একমাত্র পরাভক্তি দ্বারা লাভ করা যায়।[৩] ভক্তিই ভগবান্‌কে লাভের শ্রেষ্ঠ উপায়।[৪] ঐ ভক্তি আবার স্বধর্ম, জ্ঞান এবং বৈরাগ্য দ্বারা সাধ্য।[৫] কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগ দ্বারা সুসংস্কৃতান্তঃকরণ ব্যক্তিরই ঐকান্তিক এবং আত্যন্তিক ভক্তিযোগ লাভ হইয়া থাকে।[৬]

"ভক্তিযোগঃ পরৈকান্তপ্রীত্যা ধ্যানাদিষু স্থিতিঃ।"[৭]

'পরের (বা পরমপুরুষের) প্রতি একান্তপ্রীতি বশতঃ (তাঁহার) ধ্যানাদিতে অবস্থিতিই ভক্তি।' পরে তিনি বলিয়াছেন, ভগবানের ধ্যান, যোগ, উক্তি (=প্রবচন), বন্দন, স্তুতি, কীর্তন, প্রভৃতি জনিত প্রাণ, মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় প্রভৃতির যে তদ্‌গত ভাব তাহাই ভক্তি।[৮]

ভক্তির চরম অভিব্যক্তি প্রপত্তি বা ভগবানের শরণাগতি। আত্মসমর্পণেই অর্থাৎ অহন্তামমতাকে, বা যাহা 'আমি' এবং যাহা কিছু আমার, তৎসমস্তকে ভগবানে সমর্পণেই শরণাগতির পরিপূর্ণতা। যামুন বলেন, ভগবানের স্বরূপ প্রকৃতি (বা মায়া) দ্বারা তিরোহিত আছে ; শরণাগতির দ্বারা সেই তিরোধানের নিবৃত্তি হয়।[৯] অবশ্য তিনি এখানে কৃষ্ণের বাণীরই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন। কৃষ্ণ বলেন, ত্রিগুণ মায়া দ্বারা মোহিত হইয়া লোক তাঁহার স্বরূপ যথার্থতঃ জানিতে পারে না। যাহারা তাঁহার শরণ গ্রহণ করে তাহারা ঐ মায়া উত্তীর্ণ হয়। সুতরাং তাঁহাকে যথার্থতঃ জানিতে সক্ষম হয়।[১০] নিখিল অজ্ঞান নিরস্ত হইলে এবং নিজেকে "পরানুগ" (অর্থাৎ ভগবানের পরম অনুগত ভৃত্য) বলিয়া উপলব্ধি করিলেই পরাভক্তি লাভ হয়। একমাত্র উহারই দ্বারা মনুষ্য পরমপদ প্রাপ্ত হয়।[১১]

---

১) সিদ্ধিত্রয়, ৬৮ পৃষ্ঠা। ২) ঐ, ৬৯ পৃষ্ঠা। ৩) 'গীতার্থসংগ্রহ', ২৬ শ্লোক

৪) ঐ, ১৬ ৫) ঐ, ১ ৬) ঐ, ১৬

৭) ঐ, ২৪

৮) ঐ, ৩০ শ্রীনিবাস অষ্টাঙ্গযোগকে ভক্তিযোগ বলিয়াছেন, "ভক্তিযোগো নাম যমনিয়মাসন-প্রাণায়াম-প্রত্যাহার-ধারণাধ্যান-সমাধিরূপাষ্টাঙ্গবাংস্তৈলধারাবদবিচ্ছিন্নস্মৃতিসন্তানরূপঃ।" ('যতীন্দ্রমতদীপিকা', পুণা সং, ৬২ পৃষ্ঠা)

৯) 'গীতার্থসংগ্রহ', ১১ ১০) গীতা, ৭।১৩-৪

১১) 'গীতার্থসংগ্রহ', ৩০

"নিজকর্মাদি ভক্ত্যন্তং কুর্যাৎ প্রীত্যৈব কারিতঃ।
উপায়তাং পরিত্যজ্য ন্যস্যেদ্দেবে তু তামভীঃ।"[১]

অর্থাৎ পরাভক্তি লাভের অনন্তর স্বকর্মাদি প্রীতির সহিত অবশ্যই আচরণ করিতে হইবে। তবে তাহাকে কোন কিছু লাভের উপায় বলিয়া মনে করিবে না। কেননা, সমস্তই ভগবানে সমর্পিত হইয়া গিয়াছে। সুতরাং তাঁহার দ্বারা কারিত বলিয়া ভাবনা করিয়াই সেইগুলি প্রীতির সহিত করিবে। 'গীতার্থ-সংগ্রহে'র উপসংহারে যামুন লিখিয়াছেন যে একান্ত এবং অত্যন্ত দাস্যৈকরতি দ্বারাই মনুষ্য বিষ্ণুপদ লাভ করিতে পারে এবং গীতাশাস্ত্র তৎপ্রধান।[২]

'স্তোত্ররত্নে' যামুনের ভগবদ্দাস্যৈকরতি চরমে উঠিয়াছে। তিনি ভগবান্ নারায়ণের নিকট এই কাতর প্রার্থনা করিয়াছেন যে তাঁহার অপর সমস্ত বাসনা যেন নিঃশেষে প্রশান্ত হইয়া যায়, একমাত্র এই বাসনা যেন থাকে যে তিনি তাঁহাকে নিরন্তর সেবা করিয়া,—তাঁহার "ঐকান্তিকনিত্যকিঙ্কর" হইয়া প্রহর্ষিত হইতে থাকিবেন।[৩] তিনি জানেন যে ভগবানের শ্রীচরণের নিত্যসেবা করার কথা ত দূরে থাকুক, এমন কি নিত্য ধ্যান করাও বড় বড় যোগিগণের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন। সুতরাং তাঁহার মত অধম, সুতরাং সর্বপ্রকারে অযোগ্য ব্যক্তির পক্ষে উহা লাভ করিতে কামনা করা পরিহাসেরই বিষয়। তথাপি "তব পরিজনভাবং কাময়ে কামবৃত্তঃ" ('আমি কামপরায়ণ হইয়া তোমার পরিজনভাব কামনা করিতেছি')।[৪] "হে হরি, হাজার হাজার অপরাধে অপরাধী এবং (সেইহেতু) অতি ঘোর সংসার সাগরে নিমগ্ন (আমি তাহা হইতে নিস্তারের অপর) উপায় রহিত (হইয়া তোমার) শরণাগত (হইয়াছি। আমাকে) কৃপা করিয়া আত্মসাৎ কর।"[৫] "তুমি পিতা, তুমি মাতা, তুমি দয়িত পুত্র, তুমি প্রিয় সুহৃৎ, তুমি মিত্র, তুমি গুরু এবং তুমি জগতের সকলের গতি। আমি তদীয়,—তোমার ভৃত্য, তোমার পরিজন, ত্বদ্‌গতি (অর্থাৎ তুমিই আমার একমাত্র গতি) এবং তোমাতে প্রপন্ন। (তোমার সহিত আমার এই প্রকার (সর্ব সম্বন্ধ) হইলেও আমি 'তবৈবাস্মি' ('আমি তোমারই দাস') তুমি আমাকে রক্ষা কর।"[৬] "যাহারা একমাত্র তোমার দাস্য-সুখে আসক্ত তাহাদের গৃহে আমার বরং কীটরূপে জন্ম হউক, পরন্তু ব্রহ্মা রূপেও যেন আমার জন্ম অপরের গৃহে না হয়।"[৭] যামুনের এই সকল উক্তি হইতে অনায়াসে অতি পরিষ্কারভাবে বুঝা যায়, তিনি দাস্যভাবকে কত প্রাধান্য দিতেন।

মূর্তরূপ—ঐ প্রকার দাস্য এবং পরাভক্তির জন্য ভগবান্‌কে সাকার মূর্তিবিশেষ,—পুরুষবিশেষ বলিয়া মনে করিতে হয়। তাই যামুন বলিয়াছেন,

"শান্তানন্তমহাবিভূতি পরমং যদ্‌ব্রহ্মরূপং হরে—
মূর্তব্রহ্ম ততোঽপি তৎপ্রিয়তরং রূপং যদত্যদ্ভুতম্।"[৮]

হরির যে পরম রূপ,—শান্ত, অনন্ত (অর্থাৎ "ত্রিবিধপরিচ্ছেদরহিত) এবং মহাবিভূতি

১) 'গীতার্থসংগ্রহ', ৩১ ২) ঐ, ৩২
৩) 'স্তোত্ররত্ন', ৪৬ শ্লোক। ৪) ঐ, ৪৭ ৫) ঐ, ৪৮
৬) ঐ, ৬০ ৭) ঐ, ৫৫
৮) 'চতুঃশ্লোকী', যামুনাচার্য-বিরচিত, ৪ শ্লোক।

ব্রহ্মরূপ তাহা হইতেও তাঁহার প্রিয়তর তাঁহার অত্যদ্ভুত মূর্তব্রহ্মরূপ।' বেঙ্কটনাথ বলেন, 'মূর্ত' অর্থ "স্পর্শরূপাদিযুক্ত এবং পরমপদপর্যঙ্কাদিদেশপরিচ্ছিন্ন;" 'অত্যদ্ভুত' অর্থ "সন্নিবেশ-গুণবিহারপ্রভাবাদি দ্বারা অতি বিস্ময়াবহ," ঐ "দিব্যবিগ্রহের অতি মহত্ত্ব, তথা স্বাশ্রিতদিগের বুদ্ধিবিকাশের হেতুত্ব বিবক্ষায়" উহাকে 'ব্রহ্ম' বলা হইয়াছে। ঐ দিব্যবিগ্রহরূপ যখন ভগবানের নিজেরই তাঁহার স্বরূপ অপেক্ষা প্রিয়তর, তখন অপরেরও প্রিয়তর হওয়া উচিত। উহা শ্রীপতি বিষ্ণুরূপ বা শেষপর্যঙ্কশায়ী রূপ।[১] ইহা তাঁহার আদিমূর্তি। তিনি স্বেচ্ছায় অপর বহু রূপ ধারণ করিয়াও যথাসুখে বিহার করেন।[২]

"সর্বজন্তুর নিসর্গসুহৃৎ"—ভগবান্ স্বভাবতঃই সর্বপ্রাণীর সুহৃৎ। সুতরাং তিনি যে আশ্রিতবৎসল তাহাতে আর আশ্চর্য কি?[৩] অতি মহান্ অপরাধী, তথা অতি অধম যোনির কেহও যদি তাঁহার শরণ গ্রহণ করে, তবে তিনি তাঁহাকে কৃপা করেন। রাম অবতারে নিরুপায় হইয়া তাঁহার চরণে প্রণত মহাপরাধী কাককে তিনি দয়া করেন। তিনি বলেন,

"সকৃদেব প্রপন্নায় তবাস্মীতি যাচতে।
অভয়ং সর্বভূতেভ্যো দদাম্যেতদ্‌ব্রতং মম॥"[৪]

এমন কি, যাহারা বরাবর তাঁহার প্রতি শত্রুতাচরণ করে, কখনও তাঁহার দয়া ভিক্ষা করে না, তাহাদিগকেও তিনি কৃপা করেন। যথা, কৃষ্ণাবতারে তিনি জন্মে জন্মে তাঁহার প্রতি শত্রুতাচরণকারী শিশুপালকে সাযুজ্য প্রদান করেন।[৫] তিনি অনন্তদয়ৈকসিন্ধু এবং সমস্ত জীবের একমাত্র শরণ্য।[৬]

আচার্য যামুনের দার্শনিক সিদ্ধান্ত প্রধানতঃ 'বিষ্ণুপুরাণ' হইতে পরিগৃহীত হইয়াছে। তিনি বলেন, ঐ "পুরাণরত্নে" ভগবান্ পরাশর চিৎ, অচিৎ ও ঈশ্বর, তাহাদের স্বভাব, ভোগ ও অপবর্গ,—উহাদের উপায় এবং দেবযান ও পিতৃযান মার্গদ্বয় সন্দর্শন করিয়াছেন। সেইহেতু তিনি তাঁহার 'স্তোত্ররত্নে' উহাঁকে বন্দনা করিয়াছেন।[৭]

রামানুজ-মত

আচার্য রামানুজ অতি ঘনিষ্ঠভাবে যামুনের মতের অনুসরণ করিয়াছেন। তিনিও বলিয়াছেন[৮] যে প্রত্যগাত্মা অহমর্থ এবং জ্ঞাতা। অহমর্থ আত্মার স্বরূপ, আর জ্ঞান উহার

১) 'স্তোত্ররত্ন', ৩১-৪৫ শ্লোক; আরও দেখ—ঐ, ১২; 'চতুঃশ্লোকী', ১

২) 'চতুঃশ্লোকী', ৪ ৩) 'স্তোত্ররত্ন', ১০·২

৪) বাল্মীকির 'রামায়ণ'। 'গরুড়পুরাণে' অনুরূপ বচন আছে,

"সাকৃদেব প্রপন্নো যস্তবাস্মীতি চ যাচতে॥
অভয়ং সর্বথা তস্মৈ দদাত্যেতদ্‌ব্রতং হরেঃ॥"

এই দুই বচন জীবগোস্বামীর 'ভক্তিসন্দর্ভে' উদ্ধৃত হইয়াছে। তথায় রামায়ণ বচনে কেবল 'দদাম্যেতদ্ব্রতং মম' পাঠান্তর আছে।

৫) 'স্তোত্ররত্ন', ৬৩-৪ ৬) ঐ, ২১-২ ৭) ঐ, ৪

৮) 'শ্রীভাষ্য', ১।১।১ (শ্রীদুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থের বঙ্গভাষান্তর, ১ম খণ্ড, ৯১-১১৬ পৃষ্ঠা); ২।৩।১৯ (ঐ, ২য় খণ্ড, ৬২ ও ২৪০-১ পৃষ্ঠা)

ধর্ম। উহা জ্ঞানস্বরূপ বা জ্ঞপ্তিমাত্র নহে, জ্ঞাতাই। মোক্ষদশায়ও অহমর্থের অনুবৃত্তি থাকে। কেননা, স্বরূপের নাশ হইতে পারে না। মোক্ষে অহংপ্রত্যয়ের নাশ হয় মানিলে, আত্মনাশই অপবর্গ বলিয়া প্রকারান্তরে প্রতিজ্ঞাত হইয়া পড়ে। ঐ প্রকার মোক্ষের জন্য কে প্রযত্ন করিত? বরং মোক্ষের প্রস্তাব শুনিয়া লোক ভয়ে দূরে পলায়ন করিত। ততোধিক, মুক্তের যে অহংপ্রত্যয় থাকে শ্রুতিতেও তদনুসারী স্মৃতিতে তাহার প্রমাণ আছে। ব্রহ্মাত্মভাবের অপরোক্ষানুভূতি হেতু যাহাদের অবিদ্যা নিরবশেষে নির্ধৌত হইয়া গিয়াছিল সেই বামদেবাদিরও 'অহং' বলিয়া আত্মানুভব শ্রুতিতে দৃষ্ট হয়। যিনি সম্যক্ প্রকারে অজ্ঞান-বিরহিত সেই পরব্রহ্মও অহং প্রয়োগ করিয়াছেন। "হন্তাহমিমাস্তিস্রো দেবতাঃ" ইত্যাদি।[১] 'গীতা'য় কৃষ্ণ বহুবার 'অহং' শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন। এই সকল যুক্তি যামুনের লেখা হইতে গৃহীত। যামুনের দুই বচনও তিনি অনুবাদ করিয়াছেন।[২]

আত্মা স্বরূপতঃ-নিষ্পাপ, জরা-মৃত্যু-শোক-রহিত এবং ক্ষুধা-পিপাসা-শূন্য, তথা সত্যকাম ও সত্যসঙ্কল্প। সংসারদশায় কর্মাখ্য অবিদ্যা দ্বারা ঐ স্বরূপ তিরোহিত থাকে, আর পরে মুক্ত-দশায় পরজ্যোতিঃ পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইলে সেই স্বরূপ পুনঃ আবির্ভূত হয়। জ্ঞানানন্দাদি অপর স্বাভাবিক গুণসমূহও—যেগুলিও পূর্বে কর্ম দ্বারা সঙ্কুচিত ছিল, সেইগুলিও তখন বিকশিত হয়।[৩] তখন মুক্ত সর্বজ্ঞ হন।[৪] শ্রুতিও বলিয়াছেন,

"সর্বং হ পশ্যঃ পশ্যতি সর্বমাপ্নোতি সর্বশঃ"

ইত্যাদি।[৫] "(আত্ম)দর্শী সর্ববস্তুকে দর্শন করে এবং সর্ববস্তুকে সর্বতোভাবে প্রাপ্ত হয়।" সর্বজ্ঞত্ব-সত্যকামত্বাদি বিষয়ে মুক্ত পুরুষ ঈশ্বরের সাম্য লাভ করিলেও তাঁহার জগদ্‌ব্যাপার-নিয়মন-শক্তি লাভ করিতে পারে না। মুক্ত পুরুষ ও পরমেশ্বরের নিয়াম্য থাকেন, পরমেশ্বর নিত্য সর্ব-নিয়ন্তা।[৬]

মুক্ত পুরুষ ও ব্রহ্মের মধ্যে নিয়াম্য-নিয়ামক ভাব থাকে বলাতে সিদ্ধ হয় যে উভয়ের মধ্যে ভেদ থাকে,—অভেদ বা ঐক্য হয় না। রামানুজ বলেন, "সাধনবিশেষের অনুষ্ঠান দ্বারা অবিদ্যা হইতে নির্মুক্তির পরও জীবের পরব্রহ্মের সহিত স্বরূপৈক্য লাভ সম্ভব নহে। কারণ জীবের অবিদ্যার আশ্রয় হওয়ার যোগ্যতা আছে, (আর ব্রহ্মের নাই; অর্থাৎ অবিদ্যা জীবকে আশ্রয় করিতে পারে এবং করিয়াও থাকে, আর ব্রহ্মকে আশ্রয় করিতে পারে না)। অবিদ্যার আশ্রয়ের যোগ্যতা রহিত হওয়া জীবের পক্ষে সম্ভব নহে। (সুতরাং জীব ব্রহ্ম হইতে পারে না। যেমন, উক্ত হইয়াছে যে কেহ কেহ মনে করে যে পরমাত্মা এবং জীবাত্মার যোগ (বা একত্বই) পরমার্থ। উহা মিথ্যা। কেননা, এক দ্রব্য কখনও অন্য দ্রব্য নিশ্চয় হইতে পারে না।[৭] মুক্তের তদ্ধর্মতা (বা ভগবদ্ধর্মতা) লাভই হয়। 'ভগবদ্‌গীতা'য় তাহাই

১) ছান্দোগ্যউ, ৬।৩।২ ২) পূর্বে দেখ।

৩) 'শ্রীভাষ্য', ৪।৪।৩ (দুর্গাচরণের বঙ্গভাষান্তর, ২য় খণ্ড, ৭০১-২ পৃষ্ঠা)

৪) ঐ, ৪।৪।১৬ (ঐ, ৭২০ পৃষ্ঠা)। ৫) ছান্দোগ্যউ, ৭।২৬।২

৬) শ্রীভাষ্য, ৪।৪।২০

৭) বিষ্ণুপু, ২।১৪।২৭ প্রকরণ আলোচনা করিলে দেখা যায় যে 'বিষ্ণুপুরাণে'র এই বচনের অভিপ্রায় রামানুজ যেমন বলিয়া দেখাইতে চাহিয়াছেন তাহা নহে। উহাতে জীবাত্মা ও পরমাত্মার স্বরূপতঃ অভিন্নতা প্রদর্শিত হইয়াছে,

উক্ত হইয়াছে। এই জ্ঞানকে আশ্রয় করত আমার সাধর্ম্য প্রাপ্ত ব্যক্তিগণ প্রলয়ে ব্যথিত হয় না এবং সৃষ্টিতে উৎপন্ন হয় না।' (গীতা, ১৪।২১" ইত্যাদি।[১]) শ্রুতিতে আছে, "যেমন নদীসমূহ প্রবাহিত হইয়া সমুদ্রে (নিপতিত হয় এবং) নাম ও রূপ পরিত্যাগ করত অস্তগমন করে, তেমন বিদ্বান্ নাম ও রূপ হইতে বিমুক্ত হইয়া পরাৎপর দিব্য পুরুষে গমন করে।"[২] "তখন বিদ্বান্ পুণ্য ও পাপ পরিত্যাগ করিয়া নিরঞ্জন হইয়া পরম সাম্য লাভ করে।"[৩] তাহা হইতে রামানুজ মনে করেন যে মুক্ত পুরুষ ব্রহ্মের সহিত "পরম সাম্য" লাভ করে।[৪] মুক্তের স্বরূপ "ব্রহ্মের ভাব বা স্বভাব, স্বরূপৈক্য নহে।" ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ বা জ্ঞানৈকাকার। সুতরাং মুক্তও জ্ঞানৈকাকার। জ্ঞানরূপ ভাবে মুক্ত ও পরব্রহ্ম একপ্রকার, সুতরাং ভেদরহিত। পরন্তু বদ্ধাবস্থায় জীব দেবাদিরূপ। সুতরাং তখন পরমাত্মারও উহার ভেদ আছে। জীবের দেবাদিরূপ কর্মরূপ অজ্ঞানমূলক, স্বরূপতঃ নহে। পরব্রহ্মের ধ্যান দ্বারা মূলভূত অজ্ঞানরূপ কর্ম বিনষ্ট হইলে দেবাদিভেদ হেতুর অভাবে নিবর্তিত হয়। তখন জীব পরমাত্মার সহিত অভেদ হয়।[৫]

রামানুজ মনে করেন যে শ্রুতি চিৎ, অচিৎ ও ঈশ্বরের "স্বরূপভেদ ও স্বভাবভেদ" প্রতিপাদন করে। উহাদের সম্বন্ধও শ্রুতিতে বিবৃত হইয়াছে। চিৎ জীব ভোক্তা, অচিৎ জগৎ ভোগ্য এবং পরব্রহ্ম উভয়ের ঈশিতা—এই "স্বরূপবিবেক" কোন কোন শ্রুতিতে বর্ণিত হইয়াছে। অপর শ্রুতিতে আছে যে, চিদ্চিদবস্তুসমূহ সর্বাবস্থায়,—কি কারণাবস্থায়, কি কার্যাবস্থায়, ব্রহ্মের শরীর, সেই হেতু তাঁহার নিয়াম্য এবং তাঁহা হইতে অপৃথক্‌ভাবে স্থিত।[৬] চিদচিদাত্মক সর্ববস্তু শরীর, আর ব্রহ্ম আত্মা। ব্রহ্মের শরীর বলিয়াই চিদচিৎ সর্ববস্তু তাঁহার "প্রকার"; এবং আত্মা তিনি "প্রকারী"।[৭] "ব্রহ্মের এবং তদ্ব্যতিরিক্ত চিদচিদ্-বস্তুসমূহের আত্মা-শরীর-ভাবই তাদাত্ম্য" বলিয়া কথিত হয়।[৮] "অতএব চিদচিদাত্মক সর্ববস্তুর ব্রহ্ম-তাদাত্ম্য আত্মশরীরভাব নিবন্ধনই বলিয়া জানা যায়।"[৯] দেহ ও আত্মার স্বরূপৈক্য যেমন সম্ভব নহে, জীব ও ব্রহ্মের স্বরূপৈক্যও তেমন সম্ভব নহে। জীব ও ব্রহ্মের শরীরাত্মভাব স্বাভাবিক বলিয়া কখনও উহার নাশ হইতে পারে না। যেহেতু জীব সর্বাবস্থায় ব্রহ্মের শরীর, সেইহেতু মুক্তিতেও ব্রহ্মের সহিত উহার স্বরূপৈক্য হইতে পারে না।

কীট ও ভ্রমরের দৃষ্টান্তের ন্যায় এক দ্রব্যের অন্য দ্রব্য হওয়া সম্ভাবনা নিষিদ্ধ হইয়াছে মাত্র। ('প্রাচীন অদ্বৈতকাহিনী', ২য় খণ্ড।

১) 'শ্রীভাষ্য', ১।১।১ ('বঙ্গভাষান্তর, ১ম খণ্ড, ১৬১-২ পৃষ্ঠা)   ২) মুণ্ডকউ, ৩।২।৮

৩) ঐ, ৩।১।৩

৪) 'শ্রীভাষ্য', ১।১।১ বঙ্গভাষান্তর, ১ম খণ্ড, ১৬৩ ও ১৬৫ পৃষ্ঠা) ; ১।৩।২

৫) ঐ, ১।১।১ (ঐ, ১৬৬ পৃষ্ঠা

৬) 'শ্রীভাষ্য', ১।১।১ (বঙ্গভাষান্তর, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৩৪,২৩৯, ২৪৪-৫, ইত্যাদি)।

৭) ঐ, ১।১।১ (বঙ্গভাষান্তর, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৩৪, ২৩৮, ২৪৫ ইত্যাদি)।

৮) ঐ, ১।১।১ (বঙ্গভাষান্তর ১ম খণ্ড, ২২৬ পৃষ্ঠা)।

৯) ঐ, ১।১।১ (বঙ্গভাষান্তর, ১ম খণ্ড, ২২৭ পৃষ্ঠা)।

বহু এবং নিত্য। আবার "জ্ঞানস্বরূপত্ব নিবন্ধন সকলের একরূপত্বও আছে। আত্মযাথাত্ম্যবেদনক্ষম ব্যক্তিগণ উহাদের ভেদকাকার অবগত হন।[১] শ্রুতিতে কখন কখন জীবকে ব্রহ্মের অংশ বলা হইয়াছে। তাহা বিশেষণ-বিশেষ্য-দৃষ্টিতেই কিংবা শরীর-আত্মা-ভাবেই। বিশেষণ বিশিষ্টের অংশ বটে, আবার উহা হইতে ভিন্নও। "বিশেষণ ও বিশেষ্যের মধ্যে অংশাংশিত্ব থাকিলেও তাহাদের স্বভাবগত বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়। ঐ প্রকারে জীব ও পরের বিশেষণ ও বিশেষ্যের অংশাংশিত্ব এবং স্বভাবভেদ উপপন্ন হয়।"[২] "প্রভা ও প্রভাবান্, শক্তি ও শক্তিমান্ এবং শরীর ও আত্মারূপে জগৎ ও ব্রহ্মের অংশাংশিভাব" শ্রুতিতে ও স্মৃতিতে উল্লিখিত।[৩] ব্রহ্মাংশত্বাদি দৃষ্টিতে জীবগণের একরূপত্ব থাকিলেও উহাদের পরস্পরের মধ্যে ভেদ আছে। প্রতি শরীরে জীব ভিন্ন ভিন্ন এবং অণু।[৪]

"অতঃ শাস্ত্রেষু ন নির্বিশেষবস্তুপ্রতিপাদনমস্তি; নাপ্যর্থজাতস্য ভ্রান্তত্বপ্রতিপাদনম্; নাপি চিদচিদীশ্বরাণাং স্বরুপভেদনিষেধঃ।"[৫]

'অতএব শাস্ত্রসমূহে ব্রহ্ম নির্বিশেষ বলিয়া এবং জগৎপ্রপঞ্চ ভ্রান্তি (সুতরাং মিথ্যা) বলিয়া প্রতিপাদিত হয় নাই; চিৎ(=জীব), অচিৎ(=জগৎ) এবং ঈশ্বরের স্বরূপতঃ ভেদও নিষেধ করা হয় নাই'। জীব ও ব্রহ্মের স্বরূপভেদ স্বাভাবিক মানেন বলিয়াই রামানুজ মনে করেন যে উহারা কখনও এক হইতে পারে না—এমন কি মুক্তিতেও জীব ব্রহ্ম হইতে পারে না।

কোন কোন শ্রুতিতে বলা হইয়াছে 'ব্রহ্ম নির্গুণ'। রামানুজ বলেন, 'নির্গুণ' শব্দে যে গুণসমূহের সদ্ভাব ব্রহ্মে নিষিদ্ধ হইয়াছে সেইগুলি হেয় গুণই। সুতরাং 'ব্রহ্ম নির্গুণ'—এই প্রকার শ্রুতি-বচনের তাৎপর্য এই যে তাঁহাতে হেয়গুণসমূহ নাই। কেননা, অপর বহু শ্রুতি হইতে জানা যায় যে তাঁহাতে কল্যাণগুণসমূহ আছে। সেই প্রকারে 'ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ'—এই শ্রুতি বচনের তাৎপর্য এই মনে করিতে হইবে যে—সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান্ এবং অখিল হেয়গুণবিরহিত ও কল্যাণগুণ সকল ব্রহ্মের স্বরূপ জ্ঞানৈকরূপ এবং স্বপ্রকাশ বলিয়া নিরূপণীয় বলিয়াই তাঁহাকে জ্ঞানস্বরূপ বলা হইয়াছে।[৬] তাহাতে জ্ঞান ব্যতিরিক্ত সমস্ত বস্তুর মিথ্যাত্ব প্রতিপাদিত হয় নাই, এতাবন্মাত্র বলা হইয়াছে যে জ্ঞানস্বরূপ আত্মার দেবমনুষ্যাদি অর্থাকারে অবভাস ভ্রান্তি।[৭] যাহারা ঐ সকল শ্রুতি বচনকে যথাশ্রুত অর্থে গ্রহণ করিয়া ব্রহ্মকে নির্গুণ নির্বিশেষ বলিয়া অবধারণ করে, রামানুজ তাহাদিগকে তীব্র নিন্দা করিয়াছেন।[৮] তাঁহার মতে "ব্রহ্ম শব্দে স্বভাবতঃই নিখিল দোষবিরহিত এবং অবধি ও তারতম্য বিরহিত অসংখ্যেয় কল্যাণগুণগণবান্ পুরুষোত্তম অভিহিত হইয়া থাকেন। তিনি নিশ্চয় সর্বেশ্বরও।[৯] শ্রুতিতে আছে, ব্রহ্ম "একমেবাদ্বিতীয়ম্"। রামানুজ বলেন, 'অদ্বিতীয়' শব্দ জগদুপাদান

---

১) ঐ, ২।৩।৪৩ ২) ঐ, ২।৩।৪৫ ৩) ঐ, ২।৩।৪৬

৪) ঐ, ২।৩।৪৮ ৫) ঐ, ১।১।১ (বঙ্গভাষান্তর, ১ম খণ্ড, ২৪২-৩ পৃষ্ঠা)

৬) ঐ, ১।১।১ (বঙ্গভাষান্তর, ১ম খণ্ড, ২৪২-৩ পৃষ্ঠা) "জ্ঞানৈকনিরূপণীয়তয়া স্বপ্রকারতয়া চ জ্ঞানস্বরূপতাম্" (ঐ, ২৪৩ পৃষ্ঠা

৭) ঐ, (১৪৮ পৃষ্ঠা) ৮) ঐ, ১।১।১ (ঐ, ৬৪-৫ পৃষ্ঠা) ৯) ঐ, ১।১।১ (ঐ, ৫ পৃষ্ঠা)

ব্রহ্মের স্বব্যতিরিক্ত অপর অধিষ্ঠাতার বা নিমিত্তান্তরমাত্রের সম্ভাব নিবারণ করে এবং তাহাতে তাঁহাতে বিচিত্রশক্তির সম্ভাবও প্রতিপাদন করে।[১] এইরূপে শ্রুতি ও স্মৃতি "পরং স্বভাবত এব নিরস্তনিখিলদোষগন্ধং সমস্তকল্যাণগুণাত্মকং জগদুৎপত্তি-স্থিতি-সংহারান্তঃপ্রবেশ-নিয়মনাদিলীলং প্রতিপাদ্য কৃৎস্নস্য চিদচিদ্বস্তুনঃ সর্বাবস্থাবস্থিতস্য পারমার্থিকস্যৈব পরস্য ব্রহ্মণঃ শরীরতয়া রূপত্বম্, শরীররূপ-তন্বংশ-শক্তি-বিভূত্যাদি-শব্দৈস্তত্তচ্ছব্দসামানাধিকরণ্যেন চাভিধায়, তদ্বিভূতিভূতস্য চিদ্বস্তুনঃ স্বরূপেণাবস্থিতিমচিন্মিশ্রতয়া ক্ষেত্রজ্ঞরূপেণ স্থিতিং চোক্ত্বা ক্ষেত্রজ্ঞাবস্থায়াং পুণ্যপাপাত্মককর্মরূপাবিদ্যাবেষ্টিতত্বেন স্বাভাবিকজ্ঞানরূপত্বাননুসন্ধানম্ অচিদ্রূপার্থাকারতয়ানুসন্ধানঞ্চ প্রতিপাদিতমিতি পরং ব্রহ্ম সবিশেষং; তদ্বিভূতিভূতং জগদপি পারমার্থিকমেবেতি জ্ঞায়তে" (প্রতিপাদন করে যে পরব্রহ্ম নিশ্চয় স্বভাবতঃই নিখিলদোষগন্ধবিরহিত এবং সমস্তকল্যাণগুণাত্মক; এবং তিনি জগতের উৎপত্তি, স্থিতি, সংহার, অন্তঃপ্রবেশ পূর্বক নিয়মন, ইত্যাদি লীলাপরায়ণ। সর্ব অবস্থায় অবস্থিত চিদচিৎ সমস্ত বস্তু নিশ্চয় পারমার্থিক এবং পরব্রহ্মের শরীর রূপেই উহাদের রূপত্ব (বা প্রকাশত্ব)। শরীর, রূপ, তনু, অংশ, শক্তি, বিভূতি, প্রভৃতি শব্দসমূহ দ্বারা তত্তৎ শব্দের সামানাধিকরণ্য দ্বারা তাহা অভিহিত হইয়াছে। তাঁহার বিভূতিভূত চিদ্বস্তুর স্বরূপে অবস্থিতি, তথা অচিন্মিশ্রিত (অর্থাৎ দেহযুক্ত) হইয়া ক্ষেত্রজ্ঞরূপে অবস্থিতিও, উক্ত হইয়াছে। ক্ষেত্রজ্ঞাবস্থায় পুণ্যপাপাত্মক কর্মরূপ অবিদ্যা দ্বারা আবেষ্টিত হইয়া স্বাভাবিক জ্ঞানরূপত্বে অননুসন্ধান এবং অচিদ্রূপার্থাকারের (অর্থাৎ দেহাত্মবানুরূপের) অনুসন্ধানও প্রতিপাদিত হইয়াছে। ইহা হইতে জানা যায় যে পরব্রহ্ম সবিশেষ; এবং তদ্বিভূতিভূত জগৎও নিশ্চয় পরমার্থিক')।[২] রামানুজ মনে করেন যে ঐ পরব্রহ্ম পুরুষোত্তম নারায়ণই। "সর্বপ্রকার হেয় প্রতিপক্ষ এবং অনন্ত জ্ঞান ও আনন্দ একমাত্র স্বরূপ হওয়ায় অপর সর্বপদার্থ হইতে বিলক্ষণস্বরূপ পরব্রহ্মেরই নিরবধি ও নিরতিশয় অসংখ্যেয় স্বাভাবিক কল্যাণময় গুণরাশি রহিয়াছে: ঠিক সেইরূপ তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ দিব্যরূপও আছে; সেই রূপটি আবার স্বীয় অভিপ্রায়ানুরূপ ও একবিধ অচিন্ত্যনীয় অলৌকিক অদ্ভুত, নিত্য, নির্দোষ ও সর্বাতিশায়ী ঔজ্জ্বল্য, সৌন্দর্য, সৌগন্ধ্য (সুযশঃ), সুকুমারতা, লাবণ্য ও যৌবনাদি অনন্ত গুণগণের আকর, অপার, করুণা, সুশীলতা, বাৎসল্য ও ঔদার্য গুণের সমুদ্র স্বরূপ। এবং সমস্ত হেয়গুণের গন্ধমাত্রও রহিত, নিষ্পাপ, পরমাত্মরূপী পরব্রহ্ম পুরুষোত্তম নারায়ণ—সেই রূপকেই উপাসকগণের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তির অনুরূপ সংস্থান সম্পন্ন করিয়া থাকেন।"[৩] "পরব্রহ্ম শব্দাভিধেয় ভগবান্ পুরুষোত্তম বাসুদেব নিরস্ত-নিখিলদোষগন্ধ" ইত্যাদি।[৪]

"যেহেতু ব্রহ্ম সবিশেষ সেইহেতু সমস্ত (শ্রুতি)বাক্যসমূহ বলিয়াছেন যে সবিশেষজ্ঞান হইতেই মোক্ষ হয়।"[৫] শ্রুতিতে ও স্মৃতিতে "জীবাত্মার ভিন্নজাতীয়, (পরন্তু) উহার অন্তর্যামী ব্রহ্মের জ্ঞানকে পরম পুরুষার্থ মোক্ষের সাধন বলিয়া উপদেশ করা হইয়াছে।"[৬]

---

১) শ্রীভাষ্য, ১।১।১ (১২৯ পৃষ্ঠা)
২) শ্রীভাষ্য, ১।১।১ (বঙ্গভাষান্তর, ১মখণ্ড, ১৪৪-৫ পৃষ্ঠা)
৩) ঐ, ৪১৩ পৃষ্ঠা (সাংখ্যবেদান্ততীর্থের অনুবাদ)।
৪) গীতা, ১৮।৪২ রামানুজ ভাষ্য
৫) শ্রীভাষ্য, ১।১।১ (বঙ্গভাষান্তর, ১ম খণ্ড, ২২০-১ পৃষ্ঠা)
৬) ঐ, ২৪৮ পৃষ্ঠা।

শ্রুতির মতে একমাত্র ব্রহ্মের জ্ঞান দ্বারাই জীবের অনাদি অবিদ্যার নিবৃত্তি হয়, সুতরাং মোক্ষলাভ হয়। রামানুজ বলেন, উক্ত 'জ্ঞান' শব্দের অর্থ 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি শ্রুতিবাক্যসমূহের অর্থজ্ঞানমাত্র নহে, ধ্যান, উপাসনা, প্রভৃতিই।[১] "তৈলধারাবৎ অবিচ্ছিন্ন স্মৃতিসন্তানরূপ ধ্রুবা স্মৃতিই ধ্যান। কেননা, 'স্মৃতিলাভ হইলেই সর্বগ্রন্থি বিশেষরূপে বিনষ্ট হয়'—এই বচনে ধ্রুবা-স্মৃতিকেই অপবর্গ লাভের উপায় বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ঐ স্মৃতি আবার দর্শনের সমান। শ্রুত্যুক্ত 'নিদিধ্যাসন' ও দর্শনরূপী। কেননা, ভাবনার প্রকর্ষ হইতে স্মৃতি দর্শনরূপে পর্যবসিত হয়।" ঐ বিষয়ে তিনি 'বাক্যকার' নামে খ্যাত জনৈক প্রাচীন আচার্যের অভিমতও উদ্ধৃত করিয়াছেন।[২] অনন্তর তিনি বলেন, কেবল মাত্র শ্রবণ, মনন, এবং নিদিধ্যাসন দ্বারাও পরমাত্মার দর্শন লাভ হয় না। পরমাত্মা যাহাকে বরণ করেন, সেই তাঁহাকে লাভ করিতে পারে,—তাহারই নিকটে তিনি আপন স্বরূপ প্রকাশ করেন। প্রিয়তম ব্যক্তিই বরণীয় হয়। পরমাত্মা যাহার নিরতিশয় প্রিয় সেই তাঁহার প্রিয়তম হয়? তাহাকেই পরমাত্মা নিজের স্বরূপ প্রকাশার্থ বরণ করেন। ঐ প্রিয়তম ব্যক্তি যাহাতে তাঁহাকে পাইতে পারে, ভগবান্ স্বয়ং তজ্জন্য প্রযত্ন করেন। গীতাতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজেই তাহা বলিয়াছেন।[৩] এইরূপে সিদ্ধ হয় যে সতত ভগবদ্-স্মরণ যাহার অতিশয় প্রিয়, সেই ভগবানের প্রিয়তম, সুতরাং বরণীয় হয়। অতএব সেই ভগবান্‌কে লাভ করিতে পারে।[৪] "ঐ প্রকারে ধ্রুবানুস্মৃতি—'ভক্তি' নামে অভিহিত হইয়া থাকে। কেননা, 'ভক্তি' শব্দ উপাসনার পর্যায়বাচী।"[৫] এইরূপে রামানুজ সিদ্ধ করিয়াছেন যে ধ্যানোপাসনাদিরূপ ভক্তি দ্বারা পরিতুষ্ট পরমেশ্বরের প্রসাদেই জীবের মোক্ষলাভ হয়।[৬] তিনি বলেন,

"এই যে বলা হইয়াছে, ব্রহ্মাত্মৈক্যবিজ্ঞান দ্বারাই অবিদ্যার নিবৃত্তি হওয়া যুক্তিযুক্ত, তাহা (প্রকৃতপক্ষে) যুক্তিযুক্ত নহে। কেননা, (জীবের) বন্ধন পারমার্থিক; সুতরাং জ্ঞান দ্বারা উহার নিবৃত্তি হইতে পারে না। পুণ্যাপুণ্যকর্মবশতঃ দেবমনুষ্যাদি শরীর ধারণ এবং তৎফল সুখদুঃখাদি অনুভবই আত্মার বন্ধন। সুতরাং উহাকে মিথ্যা বলা যাইতে পারে না। (অতএব বন্ধন পারমার্থিক)। এবংবিধ বন্ধনের নিবৃত্তি একমাত্র ভক্তিরূপ শরণাগত উপাসনা দ্বারা পরিতুষ্ট পরম পুরুষের প্রসাদেরই দ্বারা লভ্য। তাহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে। তোমার অভিমত ঐক্যজ্ঞান বস্তুর যথাবস্থিতির বিপরীত বলিয়া মিথ্যা। সেই হেতু উহার ফলে বন্ধনের বিশেষ বুদ্ধিই হয়।"[৭]

সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান্, এবং মহা-উদার পরমপুরুষ যাগ, দান, হোম, প্রভৃতি উপাসনা দ্বারা আরাধিত হইয়া ঐহিক ও আমুষ্মিক ভোগ্যপদার্থসমূহ, তথা স্বস্বরূপাবাপ্তিরূপ অপবর্গও, দিয়া থাকেন।[৮] যাগাদির ন্যায় স্তুতি, নমস্কার, কীর্তন, অর্চন এবং ধ্যানও তাঁহার উপাসনা।[৯]

---

১) 'শ্রীভাষ্য', ১।১।১ (বঙ্গভাষান্তর, ১ম খণ্ড, ১৯-২১ পৃষ্ঠা) ২) ঐ, (২৪-৬ পৃষ্ঠা)।

৩) গীতা, ৭।১৭ ; ১০।১০ ৪) শ্রীভাষ্য, ১।১।১ (বঙ্গভাষান্তর, ১ম খণ্ড, ২৭ পৃষ্ঠা)

৫) ঐ, (২৮ পৃষ্ঠা) অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন, স্মৃতিসন্তানরূপ,দর্শনসমানাকার ধ্যানই উপাসনা' শব্দের বাচ্য।... উহাকেই 'ভক্তি' বলা হয়। কেননা, কথিত হইয়াছে যে 'স্নেহপূর্বমনুধ্যানং ভক্তিরিত্যভিধীয়তে'।" (গীতাভাষ্য, ৭।১)

৬) 'বেদার্থসংগ্রহ', রামানুজ-প্রণীত ধরণীধরশাস্ত্রীর সংস্করণ' ১৬০-২ পৃষ্ঠা।

৭) শ্রীভাষ্য, ১।১।১ (২৪৭-৮ পৃষ্ঠা) ৮) ঐ, ৩।২।৩৭ ৯) ঐ, ৩।২।৪০

রামানুজ বলেন, যেমন উপাসক প্রত্যগাত্মা স্বয়ং স্বশরীরের আত্মা, তেমন পরব্রহ্ম প্রত্যগাত্মার আত্মা। সুতরাং নিজের (উপাসকের) আত্মারূপেই ব্রহ্মকে উপাসনা করিতে হইবে, উভয়ে অভিন্ন বলিয়া নহে।[১]

মধ্বমত

আচার্য মাধব লিখিয়াছেন, (১) জীব অণুপরিমাণ ও নিত্য ভগবানের দাস, (২) জগৎ-প্রপঞ্চ সত্য ও ভেদভিন্ন, (৩) বেদ নিত্য, অপৌরুষেয়, স্বতঃপ্রমাণ ও সিদ্ধার্থের বোধক, (৪) প্রমাণ ত্রিবিধ, এবং (৫) পাঞ্চরাত্রশাস্ত্র জীবের আশ্রয়ণীয়[২]—এই সকল বিষয়ে রামানুজের মতের সহিত মধ্বের মতের সাম্য আছে।[৩] আরও কতিপয় বিষয়ে উভয় মতের মধ্যে মিল আছে। যথা, (১) ব্রহ্ম সগুণ ও সবিশেষ,—নিখিল সদ্গুণের আকর, (২) বৈকুণ্ঠবাসী ভগবান্ নারায়ণ বা বিষ্ণুই পরমতত্ত্ব ব্রহ্ম, (৩) ঐ ভগবানে ঐকান্তিক ভক্তিই জীবের মুক্তির উপায় (৪) মুক্তি একমাত্র ভগবৎ-প্রসাদ লভ্য, (৫) মুক্ত জীব ব্রহ্ম হয় না, কিংবা উঁহাতে লয় প্রাপ্ত হয় না, (৬) মুক্ত জীবের ব্যক্তিত্ব থাকে,—সে ভগবান্ হইতে ভিন্ন থাকে, (৭) বৈকুণ্ঠলোক-প্রাপ্তিই মুক্তি, (৮) মুক্ত জীব বৈকুণ্ঠে বিষ্ণুর সেবা করিয়া পরমানন্দ লাভ করে, (৮) যেমন বদ্ধাবস্থায়, তেমন মুক্তাবস্থায়ও, জীব অণুপরিমাণ, এবং (৯) মুক্ত জীবের অপ্রাকৃত দেহ আছে।

অপর কতিপয় বিষয়ে উভয়ের মধ্যে বহু পার্থক্য আছে। যথা—

(১) রামানুজের মতে ব্রহ্মের স্বগত ভেদ আছে, সজাতীয় কিংবা বিজাতীয় ভেদ নাই। আর মধ্বের মতে ব্রহ্মের স্বগত ভেদ নাই; সজাতীয় ভেদও নাই; বিজাতীয় ভেদ আছে।

(২) রামানুজের মতে ব্রহ্ম ও জীবের ভেদ স্বগত; সজাতীয় কিংবা বিজাতীয় নহে। আর মধ্বের মতে ব্রহ্ম ও জীবের ভেদ বিজাতীয়; সজাতীয় কিংবা স্বগত নহে। উভয়েরই মতে ব্রহ্ম ও জীব উভয়েই চেতন। ঐ চিদংশে উভয়কে সজাতীয় বলা যাইতে পারে।

(৩) রামানুজের মতে, চেতন জীব, তথা অচেতন জগৎ, ব্রহ্মের শরীর, প্রকার বা বিধা। আর মধ্বের মতে, জীব ও জগৎ ব্রহ্ম হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

(৪) রামানুজের মতে ব্রহ্ম স্বেচ্ছায় জগদাকারে পরিণত হয়; সুতরাং তিনি জগতের নিমিত্ত ও উপাদান উভয়ই কারণ। আর মধ্বের মতে ব্রহ্ম ও জগতের ভেদ সম্যক্ এবং নিত্য; সুতরাং তিনি জগতের নিমিত্তকারণমাত্র, উপাদান কারণ নহেন। জগতের উপাদান কারণ প্রকৃতি। ব্রহ্ম প্রকৃতিতে অনুপ্রবেশ করত

১) শ্রীভাষ্য, ৪।১।৩

২) মধ্ব বলেন, সমস্ত বেদে, তথা মহাভারতে, পুরাণে ও পঞ্চরাত্রে, পরাৎপর দেবের যে যে সকল গুণের উল্লেখ আছে, সেই সকল গুণ অনুসারে তাঁহার পুত উপাসনা কর্তব্য। ('ব্রহ্মসূত্র' ৩।৩।৬, মধ্ব ভাষ্য) তাঁহার মতে, একমাত্র পাঞ্চরাত্রধর্ম দ্বারাই মানুষ মুক্তি লাভ করিতে পারে। (পূর্বে দেখ)

৩) মাধবাচার্যের 'সর্বদর্শনসংগ্রহে' 'পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শনে'র বিবরণের প্রারম্ভ।

উহাকে জগদ্রূপে পরিণত করিয়া, ঐ পরিণামের নিয়ামকরূপে থাকেন। ব্রহ্ম নিয়ন্তা, জগৎ নিয়ম্য ;—ব্রহ্ম স্বতন্ত্র, জগৎ অস্বতন্ত্র,—ব্রহ্ম-পরতন্ত্র।[১]

(৫) রামানুজের মতে জ্ঞানী জগৎকে ব্রহ্মরূপে দর্শন করে। আর মধ্বের মতে জ্ঞানী জগৎকে ব্রহ্ম হইতে পৃথগ্‌রূপে,—ব্রহ্মের নিয়ম্যরূপে দর্শন করে।

সুতরাং ব্রহ্মের সহিত জীবের ও জগতের সম্বন্ধ বিষয়ে রামানুজের ও মধ্বের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য আছে। মাধব বলিয়াছেন, মধ্বের মতে রামানুজদর্শন, "পরস্পরবিরুদ্ধ ভেদাদি পক্ষত্রয়ের অঙ্গীকার হেতু ক্ষপণকপক্ষে নিক্ষিপ্ত বলিয়া উপেক্ষণীয়।"[২] রামানুজও দ্বৈতবাদে দোষারোপ করিয়াছেন, "অত্যন্তভিন্ন (জীব ও ব্রহ্মের) কোন প্রকারেই ঐক্য অসম্ভব বলিয়া কেবল ভেদবাদীদিগের পক্ষে ব্রহ্মাত্মভাবের উপদেশ নিশ্চয় সম্ভব হয় না। তাহাতে সর্ববেদান্ত পরিত্যাগ হয়।"[৩]

পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে মধ্বের মতে পঞ্চভেদের জ্ঞান হইলেই মুক্তি হয় এবং মুক্ত পুরুষদিগের ব্রহ্ম হইতে ভেদ, তথা নিজেদের পরস্পরের মধ্যে তারতম্য থাকে। যাহারা মানে যে ভেদ থাকে না তিনি তাহাদিগকে নিন্দা করিয়াছেন। মুক্তিতে যদি জীবাত্মার ও পরমাত্মার ভেদ দৃষ্ট না হইত, তবে বিমোক্ষের জন্য যত্ন করা কাহার উচিত হইত?[৪] জীবের উপাধি স্বরূপ এবং বাহ্য এই দ্বিবিধই বলিয়া প্রোক্ত হয়। মুক্তিতে বাহ্য উপাধি লয় পায়, পরন্তু অপরটি থাকে। সর্বোপাধির বিনাশ হইলে প্রতিবিম্ব কি প্রকারে হইত? আত্মবিনাশার্থ কখনও প্রযত্ন করা কি প্রকারে উচিত হইত? মুক্তিতে পুরুষের তথা জ্ঞান-জ্ঞেয়াদির অভাব হইলে, মুক্তির নিশ্চয় অপুরুষার্থতা হইত। সুতরাং উহা সর্বথা অনুপপন্ন হয়। সেইহেতু উহা যাহাদের মত, তাহারা নিশ্চয়ই তমোনিষ্ঠ বলিয়া অভিমত।"[৫] "(জীবগণ) ঐকাত্ম্যজ্ঞানবশতঃ তমে গমন করে, আর ভেদজ্ঞান বশতঃ পরম পদে গমন করে। স্বাতন্ত্র্য-পারতন্ত্র্যাদি জ্ঞান ভেদদর্শীরই হয়।"[৬] "ত্রিবিধ জীবসঙ্ঘ এবং অব্যয় পরমাত্মা—উহাদের ভেদ সত্য বলিয়া যাহারা জানে, তাহারা মোহবিবর্জিত। তাহারা নিশ্চয় বিষ্ণুর অচল এবং ধ্রুব পরমস্থানে গমন করে। কোন কোন পণ্ডিতগণ জীবেশ্বর-ভেদকে ভ্রান্তি বলেন। পরমাত্মার বিনিন্দন হেতু তাঁহারা আবৃত্তিরহিত তমে গমন করেন। জীবাত্মা পরাধীন, বদ্ধ, স্বল্পজ্ঞ, স্বল্পসুখযুক্ত, অল্পশক্তি এবং সদোষ ; আর পরমাত্মা তাদৃশ নহেন। পরন্তু যে তাঁহাদের উভয়ের ঐক্য বলে, সে কি না দুষ্কৃত করিয়াছে?"[৭]

---

১) 'ব্রহ্মসূত্রে', ১।৪।২৭ মধ্বভাষ্য ; আরও দেখ—২।১।২০

২) 'সর্বদর্শনসংগ্রহে' 'পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শনে'র বিবরণের প্রারম্ভ।

৩) 'শ্রীভাষ্য', ১।১।১ (বঙ্গভাষান্তর, ২২৯ পৃষ্ঠা।

৪) 'ভাগবততাৎপর্যনির্ণয়', ৪।২২।২৭ (গ্রন্থাবলী, ৮৩৯.২ পৃষ্ঠা)। এই বচনটা নাকি 'ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ' হইতে অনূদিত।

৫) 'ভাগবততাৎপর্য-নির্ণয়', ৪।২২।২৬ (গ্রন্থাবলী, ৮৩৯ পৃষ্ঠা)। এই বচনটা নাকি 'স্কন্দপুরাণে'র।

৬) ঐ, ১০।৪।১৯ (গ্রন্থাবলী, ৮৬৫.২ পৃষ্ঠা)। "ইতি ব্রহ্মবৈবর্তে"

৭) ঐ, ১।২।২২ (গ্রন্থাবলী, ৭৯১.১ পৃষ্ঠা)। এই বচনটা 'মহাসংহিতা' হইতে অনূদিত। ঐ নামের কোন পাঞ্চরাত্রসংহিতা ছিল বলিয়া জানা নাই।

শ্রুতিতে আছে, ব্রহ্ম "নিশ্চয় এক ও অদ্বিতীয়।" মধ্ব বলেন,

"একাদ্বিতীয়শ্রুতয়ঃ কিন্ত্বীশান্তরবারকাঃ।
তথা স্বগতভেদস্য তদতন্ত্রনিবারকাঃ॥"[১]

(ঈশ্বর) এক ও অদ্বিতীয়— এই প্রকার শ্রুতিসমূহ কিন্তু অপর ঈশ্বরের সম্ভাব নিবারক, তথা (ঈশ্বরের) স্বগতভেদের এবং যাহা ঈশ্বর-তন্ত্র নহে, তেমন বস্তুর সম্ভাব নিষেধক।' যেহেতু তাহা হইতে অধিক কিংবা তাঁহার সমান, তথা তাঁহা হইতে স্বতন্ত্র, বস্তুর সম্ভাব নাই, সেইহেতু বলা হয় যে 'তিনি নিশ্চয় এক ও অদ্বিতীয়', পরন্তু তাঁহার শাস্য কিছু নাই বলিয়া নহে।[২] এইরূপে মধ্ব মনে করেন যে একাদ্বিতীয় শ্রুতি তাঁহার দ্বৈতবাদের বিরোধী নহে। পরন্তু রামানুজ মনে করেন যে ঐ শ্রুতি ব্রহ্মের সজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদ নিষেধ করে। সুতরাং তাঁহার মতে উহা দ্বৈতবাদের বিরোধী।

মধ্বের ন্যায় রামানুজও জীব এবং ঈশ্বরের, তথা জীবগণের পরস্পরের, ভেদ স্বাভাবিক এবং নিত্য বলিয়া মানেন। তবে মধ্বের মতে জীবসমূহের পরস্পরের মধ্যে স্বাভাবিক তারতম্য ভেদ আছে। উহা নিত্য। সুতরাং মুক্তাবস্থায়ও উহা থাকে। অপর কথায় মুক্ত জীবগণের মধ্যেও তারতম্যভেদ আছে। পক্ষান্তরে রামানুজ মনে করেন যে সমস্ত জীব স্বভাবতঃ সমান; উহাদের তারতম্যভেদ বদ্ধাবস্থায় দেবমনুষ্যাদি শরীরোপাধির ভেদবশতঃ; মুক্তাবস্থায় ভেদকারক ঐ শরীরোপাদি হইতে বিযুক্ত হয় বলিয়া সমস্ত জীব সমান। তিনি মনে করেন যে 'গীতা'র "অবিভক্তং চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্"[৩] "সমং পশ্যন হি সর্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্,"[৪] ও "যদা ভূতপৃথগ্‌ভাবমেকস্থমনুপশ্যতি,"[৫] প্রভৃতি বচনে তাহাই প্রকটিত হইয়াছে। কথিত হইয়াছে যে মুক্ত জীব ভগবানের "সাধর্ম্য" প্রাপ্ত হয়,[৬] তাঁহার ভাব প্রাপ্ত হয়,[৭] তাঁহার সহিত "পরম সাম্য" প্রাপ্ত হয়।[৮] সুতরাং সমস্ত মুক্ত জীব স্বরূপতঃ এবং গুণতঃ সমান।[৯] তবে তাঁহাদের উভয়েরই মতে, মুক্ত জীব বহু এবং ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন। রামানুজ ব্রহ্মের ও মুক্ত জীবের শরীরী-শরীরাদিভাবহেতু তাদাত্ম্য-সম্বন্ধ স্বীকার করিয়া থাকেন। মধ্ব তাহা করেন না। নিয়ামক-নিয়াম্য সম্বন্ধ উভয়েরই সম্মত।

---

১) 'ভাগবততাৎপর্যনির্ণয়', ১০।৯৪।৩১ (গ্রন্থাবলী, ৮৭৯'২ পৃষ্ঠা)। এই বচনটী নাকি 'ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে'র।

২) "অধিকস্য সমস্যাপি স্বতন্ত্রস্য চ বর্জনাৎ।
এক এবাদ্বিতীয়োঽসৌ ন শাস্যজনবর্জনাৎ॥ ইতি কৌর্মে।" —(ঐ)
একমেবাদ্বিতীয়ং তৎসমাভ্যধিকবর্জনাৎ।
স্বগতানাং চ ভেদানামভাবাদ্ব্রহ্ম শাশ্বতম্ "ইতি প্রবৃত্তে।"
—(ছান্দোগ্যোপনিষদ্ভাষ্য, ৬।২ গ্রন্থাবলী, ৬০২'১ পৃষ্ঠা)

৩) গীতা, ১৩।১৭'১ ৪) ঐ, ১৩।২৯'১ ৫) ঐ, ১৩।৩১'১

৬) গীতা, ১৪।২ ৭) ঐ, ৪।১০; ১৪।১৯ ৮) মুণ্ডকউ, ৩।১।৩

৯) 'বৃহদ্‌ব্রহ্মসংহিতা'য়ও তাহা উক্ত হইয়াছে,—
"এবমৌপাধিকো জীবো নানাত্বং প্রতিপদ্যতে।
একভাবং সমাপ্নোতি যদা ভবতি নির্গুণঃ॥"—(৪।১০।৩৪)
আরও দেখ—৪।১০।১৩- ৬

বিশিষ্টাদ্বৈতমত ও পাঞ্চরাত্রসংহিতা

এবার আমরা সংক্ষেপে প্রদর্শন করিব যে যামুনরামানুজাদি বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী আচার্যগণ সর্বাংশে পাঞ্চরাত্রশাস্ত্রকে অনুসরণ করেন নাই,—তাঁহাদের স্বীকৃত কোন কোন দার্শনিক সিদ্ধান্ত উপলব্ধ কোনও পাঞ্চরাত্রসংহিতায় নাই; অপর কোন কোন সিদ্ধান্ত কোন কোন সংহিতায় আছে, অন্যান্য সংহিতায় নাই; আবার কোন কোন সংহিতার মতের একাংশ মাত্র তাঁহারা গ্রহণ করিয়াছেন, অপরাংশ করেন নাই। যথা,—

(১) যামুনরামানুজাদি বিশিষ্টাদ্বৈতবাদিগণের সৃষ্টিবাদ উপলব্ধ কোন পাঞ্চরাত্রসংহিতায় পাওয়া যায় না। তাঁহাদের সৃষ্টিবাদ বেদান্তগতই। পাঞ্চরাত্রের সৃষ্টিক্রম সম্পূর্ণ ভিন্ন।

(২) রামানুজ 'পৌষ্করসংহিতা'র ও 'পরমসংহিতা'র বচন প্রমাণরূপে উদ্ধৃত করিয়াছেন।[১] সুতরাং উহাদের প্রামাণ্য তিনি স্বীকার করেন। উহাদের মতে মুক্তজীব ব্রহ্মই হয়,—মুক্তজীবের ও ব্রহ্মের মধ্যে কোন ভেদ থাকে না।[২] রামানুজ তাহা মানেন নাই।

(৩) অহির্বুধ্ন্যাদি কোন কোন পাঞ্চরাত্রসংহিতায় মুক্তজীব বিভু হয় বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। রামানুজাদি তাহা মানেন না। তাঁহাদের মতে জীব স্বরূপতঃ অণুপরিমাণ; সুতরাং যেমন বদ্ধাবস্থায়, তেমন মুক্তাবস্থায়ও অণু থাকে। এই বাদও কোন কোন পাঞ্চরাত্রসংহিতায় আছে। কোন কোন বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী আচার্য মুক্তজীবের বিভুত্ব বিষয়ক পাঞ্চরাত্রশাস্ত্রবচনের তাৎপর্য যথাশ্রুত অর্থে নহে, ভিন্নার্থে বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তন্মতে মুক্ত জীব বস্তুতঃ অণু থাকিয়াও জ্ঞানে বিভু হয়। পরন্তু ঐ ব্যাখ্যা সমীচীন হয় নাই। পূর্বে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে।[৩] শ্রেডার মনে করেন যে শৈবসিদ্ধান্তের প্রভাবেই বৈষ্ণব শাস্ত্রে মুক্তজীবের বিভুত্ববাদ আসিয়া পড়িয়াছে।[৪] প্রকৃত কথা হয়ত ভিন্ন। ভাগবতধর্মে মূলতঃ শৈব-বৈষ্ণব ভেদ ছিল না। তখন ভাগবতধর্মী আপন রুচি অনুসারে শিব, বিষ্ণু কিংবা অপর যে কোন নামে ভগবান্‌কে উপাসনা করিতে পারিত। সুতরাং শৈবের ও বৈষ্ণবের মধ্যে দার্শনিক সিদ্ধান্তভেদ মূলতঃ ছিল না; পরে পরে উহা হইয়াছে। তখনও শৈবগণ মুক্তজীববিষয়ক প্রাচীন সিদ্ধান্ত রক্ষা করিয়াছেন, আর বৈষ্ণবগণ তাহা অল্পবিস্তর পরিত্যাগ করিয়াছেন। তৎসত্ত্বেও ঐ প্রাচীন সিদ্ধান্ত তাঁহাদের কোন কোন সংহিতা গ্রন্থে রহিয়া গিয়াছে, প্রকৃত কথা এমনও হইতে পারে। ইহা যে একেবারে কপোলকল্পিত নহে, তাহার প্রমাণ এই যে ভাগবতধর্মের উপলব্ধ প্রাচীনতম গ্রন্থ গীতা'য় আত্মাকে "সর্বগত" বলা হইয়াছে;[৫] আরও বলা হইয়াছে যে তাহার দ্বারা পরিদৃশ্যমান্ সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত ("যেন সর্বমিদংততম্")।[৬] সুতরাং উহার মতে আত্মা বিভু।[৭] আচার্য উৎপল কর্তৃক অনূদিত 'সাত্বতসংহিতা'র বচনে আছে যে আত্মতত্ত্বের জীবভাবে "অব্যাপকত্ব" (বা অণুত্ব) "কর্মচক্রাবলম্বনবশতঃ"।[৮] সুতরাং জীব স্বরূপতঃ বিভুই। 'অহির্বুধ্ন্যসংহিতা'য়ও তাহার উল্লেখ আছে।[৯] পাঞ্চরাত্রবাদী আচার্য যামুনও আত্মাকে

---

১) 'শ্রীভাষ্য', ২।২।৪১ ও ৪২ দেখ। ২) পূর্বে দেখ। ৩) পূর্বে দেখ।

৪) Schrader, Introduction to the Pancaratra, p. 90

৫) গীতা, ২।২৪ ৬) ঐ, ২।১৭·১ ৭) পূর্বে দেখ।

৮) পূর্বে দেখ। ৯) পূর্বে দেখ।

"ব্যাপী" বলিয়াছেন। আচার্য বেঙ্কটনাথ আচার্য বরদবিষ্ণুমিশ্রের গ্রন্থ হইতে—যে গ্রন্থের নাম তিনি উল্লেখ করেন নাই,—নিম্নোক্ত বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন,[১]

"সংসারদশায়াং স্বরূপজ্ঞানয়োঃ সঙ্কোচাদণুপরিমাণমাত্মস্বরূপম্। মোক্ষদশায়াং তু সর্বগতং সর্বব্যাপি, জ্ঞানং চ বিস্তীর্ণতয়া প্রকাশতে। অয়মর্থঃ

'বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ।
ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্পতে॥" (শ্বেতউ, ৫।৯)

ইতি শ্রুত্যাঽবগম্যতে।"

'সংসারদশায় স্বরূপের ও জ্ঞানের সঙ্কোচবশতঃ আত্মস্বরূপ অণুপরিমাণ। পরন্তু মোক্ষদশায় সর্বগত ও সর্বব্যাপী, এবং জ্ঞান বিস্তীর্ণরূপে প্রকাশিত হয়। 'কেশের অগ্রভাগের শতাংশের এক অংশকে শতধা বিভক্ত বলিয়া কল্পনা করিলে যাবৎ পরিমাণ হয়, জীব তাবৎ পরিমাণ বলিয়া বিজ্ঞেয়। উহা অনন্ত হইতে সমর্থ হয়।'—এই শ্রুতি হইতে ঐ অর্থ অবগতি হয়।" ইহা হইতে জানা যায় যে আচার্য বরদবিষ্ণুমিশ্র (১২০০ খ্রীষ্টাব্দোপকাল) আত্মাকে স্বরূপতঃ বিভু বলিয়া মনে করিতেন। তিনি আচার্য রামানুজের ভাগিনেয় এবং শিষ্য।[২] সুতরাং তিনি যে ঐ বিষয়ে রামানুজ হইতে ভিন্ন মত পোষণ করিতেন তাহা আশ্চর্য মনে হইবে। তবে রামানুজের কোন কোন লেখা হইতে মনে হয় যে তিনিও যেন আত্মাকে স্বরূপতঃ বিভু মনে করিতেন। 'গীতা'তে জ্ঞেয় বস্তুর স্বরূপ এই প্রকারে বিবৃত হইয়াছে,

"অনাদিমৎপরং ব্রহ্ম ন সত্তন্নাসদুচ্যতে॥
সর্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥" ইত্যাদি।[৩]

রামানুজ মনে করেন যে এই বচনে "ক্ষেত্রজ্ঞের স্বরূপ"—"অমানিত্বাদি সাধনসমূহ দ্বারা জ্ঞেয় বা প্রাপ্য যে প্রত্যগাত্মাস্বরূপ তাহা" ব্যাখ্যাত হইয়াছে।[৪] সুতরাং তাঁহার মতে গীতার ঐ বচনে প্রত্যগাত্মাকে "ব্রহ্ম", "সর্বতঃপাণিপাদং" ইত্যাদি বলা হইয়াছে। ঐ সকল বচনকে তিনি এই প্রকারে ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

"ব্রহ্ম বৃহত্ত্বগুণযোগি, শরীরাদেরর্থান্তরভূতং স্বতঃ শরীরাদিভিঃ পরিচ্ছেদরহিতং ক্ষেত্রজ্ঞতত্ত্বমিত্যর্থঃ। 'স চানন্ত্যায় কল্পতে' ইতি হি শ্রূয়তে; শরীরপরিচ্ছিন্নত্বং চাস্য কর্মকৃতম্; কর্মবন্ধান্মুক্তস্যানন্ত্যম্; আত্মন্যপি ব্রহ্মশব্দঃ প্রযুজ্যতে" ইত্যাদি।[৫]

---

১) 'ন্যায়সিদ্ধাঞ্জন' বেঙ্কটনাথ-প্রণীত (বেদান্তদেশিক গ্রন্থমালা, বেদান্তবিভাগ, ২য় সম্পুট, ২১৪ পৃষ্ঠা)

২) ইনি বরদার্য, বরদাচার্য বা বরদগুরু নামেও খ্যাত ছিলেন। ইতি 'তত্ত্বনির্ণয়' নামক এক প্রকরণ গ্রন্থ রচনা করেন। ইহার পৌত্রও বরদাচার্য বা বরদগুরু নামে খ্যাত। উঁহার গ্রন্থের নাম 'তত্ত্বসার'। ('বেদান্তদর্শনের ইতিহাস', ৫৭৫ ও ৫৭৮-৯ পৃষ্ঠা)

৩) গীতা, ১৩।১৩'২—১৭

৪) ঐ, ১৩।১৩ রামানুজ-ভাষ্য। আরও দেখ—ঐ, ১৩।১৯ রামানুজ-ভাষ্য।

৫) রামানুজ এইখানে বলিয়াছেন যে 'গীতা'র ১৪।২৬, ২৭ ও ১৮।৪৫ শ্লোকে 'ব্রহ্ম' শব্দ 'আত্মা' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

তিনি বলেন যে 'সর্বতঃপাণিপাদাদিবাক্য প্রকৃত পক্ষে পরব্রহ্মেরই প্রতি প্রযুজ্য। ব্রহ্ম স্বরূপতঃ পাণিপাদাদিরহিত হইলেও শ্রুতিতে "সর্বতপাণিপাদং তৎ" ইত্যাদিরূপে বর্ণিত হন। শ্রুতিতে আরও আছে যে মুক্তিতে পরিশুদ্ধ প্রত্যগাত্মা ব্রহ্মের পরম সাম্য প্রাপ্ত হন। প্রত্যগাত্মনোঽপি পরিশুদ্ধস্য তৎসাম্যাপত্ত্যা সর্বতঃপাণিপাদাদিকার্যকত্বং শ্রুতিসিদ্ধমেব" (পরিশুদ্ধ প্রত্যগাত্মার তৎসাম্যাপত্তি হেতু সর্বতঃ পাণিপাদাদিকার্যকত্ব নিশ্চয় শ্রুতিসিদ্ধ')। উক্ত বচনে আছে, "লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি"। রামানুজ বলেন "লোকে যদ্ বস্তুজাতং তৎ সর্বং ব্যাপ্য তিষ্ঠিতি, পরিশুদ্ধস্বরূপং দেশাদিপরিচ্ছেদরহিততয়া সর্বগতমিত্যর্থঃ' (উহার) তাৎপর্য এই যে (ত্রি) লোকে যে সমস্ত বস্তু আছে, তৎসমস্তই ব্যাপিয়া স্থিত থাকে,—(আত্মার) পরিশুদ্ধস্বরূপ দেশাদিপরিচ্ছেদরহিত বলিয়া সর্বগত')। এইখানে তিনি মুক্ত আত্মাকে সর্বগত বা বিভু বলিয়াছেন। বেঙ্কটনাথ বলেন যে রামানুজ যে জীবের পরিশুদ্ধস্বরূপকে দেশাদিপরিচ্ছেদরহিত-তয়া সর্বগত' বলিয়াছেন, তাহা উহার ধর্মভূত জ্ঞানকে লক্ষ্য করিয়া।[১] পরন্তু রামানুজের ঐ লেখা হইতে তাহা সহজে মনে হয় না। অন্ততঃ ইহা বলা যাইতে পারে যে রামানুজের ঐ লেখা হইতে কেহ যদি মনে করে যে তিনি মুক্ত জীবকে বিভু বলিয়া মানিতেন, তাহাকে বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না।

(৪) পরবর্তী বিশিষ্টাদ্বৈতবাদিগণের কেহ কেহ দ্বিবিধ সংসার-মুক্ত জীবের কথা বলিয়াছেন,—ভগবৎকিঙ্কর এবং কেবল। কেহ কেহ কেবলগণকে প্রকৃত মুক্ত বলিয়া মানেন না। সেই কারণে তাঁহারা ভগবৎ-কিঙ্করকেই 'মুক্ত' আখ্যা প্রদান করিয়া থাকেন। উভয়বিধ জীবই অবশ্য সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত। তবে উভয়ের স্বরূপ ভিন্ন ভিন্ন। যাহারা সংসার-বন্ধন হইতে সম্যক্ মুক্ত হইয়া আপন স্বরূপ পুনঃ লাভ করত বৈকুণ্ঠে গিয়া ভগবানের কৈঙ্কর্য করিয়া আনন্দ উপভোগ করে, তাহারা 'ভগবৎ-কিঙ্কর' বা 'মুক্ত'। আর যাহারা স্বরূপ প্রাপ্তির পর তাহারই অনুভবে নিমগ্ন থাকে, ভগবদ্‌কৈঙ্কর্য করে না, তাহারা 'কেবল'। পিল্লে লোকাচার্যের (জন্ম ১২১৭ খ্রীষ্টাব্দে) 'অর্থপঞ্চক' নামক তামিল প্রবন্ধের নারায়ণ পরিব্রাজক-কৃত সংস্কৃত ভাষান্তরে আছে,—ভগবানের প্রসাদে যাঁহাদের প্রকৃতি- সম্বন্ধপ্রযুক্ত ক্লেশমূল নিবৃত্ত হইয়াছে, যাঁহারা ভগবানের স্বরূপ এবং গুণবিভবসমূহ অনুভব করত অনুভব-জনিত প্রীতির উদ্বেলতা হেতু বাণী দ্বারা যথা-পর্যাপ্তি স্তুতি করিয়া তৃপ্ত না হইয়াও সন্তোষ এবং আনন্দযুক্ত হইয়া বৈকুণ্ঠ-মহানগরে বর্তমান থাকেন, সেই মুনিগণ 'মুক্ত'। যে মনুষ্য একাকী, তথাপি ক্ষুধা এবং তৃষ্ণায় অত্যন্ত পীড়িত হইয়া ভক্ষ্য ও অভক্ষ্যের বিবেক করিতে অসমর্থ হইয়া নিজের দেহকে নিজেই ভক্ষণ করত প্রসন্ন হয়; তথা সংসার-দাবাগ্নি দ্বারা দগ্ধ হইয়া সংসার-দুঃখ-নিবৃত্ত্যর্থ শাস্ত্রজন্য জ্ঞান দ্বারা প্রকৃতির ও আত্মার বিবেক করে; প্রকৃতির দুঃখাশ্রয়ত্ব এবং হেয়পদার্থসমূহত্ব রূপাকার, (আর) আত্মার প্রকৃতি হইতে পরত্ব, স্বয়ংপ্রকাশত্ব, স্বতঃসুখিত্ব, নিত্যত্ব এবং অপ্রাকৃতত্ব রূপাকার অনুসন্ধান করে; নিজের পূর্বানুভূতদুঃখাধিক্য হেতু অল্পরস হইলেও ঐ আত্মস্বরূপে

১) রামানুজের ঐ সকল উক্তি সম্বন্ধে বেঙ্কটনাথ অন্যত্রও প্রায় তাহাই বলিয়াছেন; "তদখিলং জ্ঞানব্যাপ্ত্যাদি তৎপরমেবেতি মন্তব্যম্। 'সারভাষ্যা'দিষু 'স চানন্ত্যায় কল্পতে' ইত্যাদেস্তথৈব ব্যাখ্যানাৎ" ইত্যাদি। ('ন্যায়সিদ্ধাঞ্জন', জীবপরিচ্ছেদ (বেদান্তদেশিক গ্রন্থমালা, বেদান্তবিভাগে ২য় সম্পুট, ২১৪ পৃষ্ঠা)।)

আসক্ত হয়; জ্ঞানানন্দময়-পরমাত্ম-বিবেক করিতে অসমর্থ হয়; ঐ আত্মস্বরূপ প্রাপ্তির সাধনভূত জ্ঞানযোগে নিষ্ঠিত হয়; ঐ যোগের ফল আত্মানুভবমাত্রকেই পুরুষার্থ বলিয়া অনুভব করে; অনন্তর সংসার-সম্বন্ধ, তথা ভগবৎ-প্রাপ্তি, রহিত হইয়া যাবদাত্মভাবী অশরীরী সঞ্চরণ করে, সে 'কেবল'।[১] উহাতে আরও আছে, যাহা দুঃখনিবৃত্তিমাত্ররূপ এবং কেবলাত্মানুভব-মাত্ররূপ তাহাকে কেহ কেহ 'কেবল মোক্ষ' বলে। উহা পুরুষার্থ বটে, পরন্তু পরমপুরুষার্থ নহে। স্থূল এবং সূক্ষ্ম দেহ পরিত্যাগ করত শুদ্ধসত্ত্বাত্মক, পঞ্চোপনিষন্ময়, জ্ঞানানন্দজনক এবং ভগবদনুভাবকপর তেজোময় অপ্রাকৃত দেহ ধারণ করত অর্চিরাদিমার্গে বৈকুণ্ঠে গিয়া লক্ষ্মী, ভূমি এবং নীলাদেবীর সহিত শ্রীবৈকুণ্ঠনাথকে নিত্য অনুভব করত নিত্যকৈঙ্কর্যস্বভাববিশিষ্টরূপে অবস্থিতি পরমপুরুষার্থলক্ষণ মোক্ষ।[২] তাঁহার টীকাকার বর্বরমুনি (১৩৭০-১৪৪৩ খ্রীষ্টাব্দ) বলেন, যাহারা ভগবদনুভবে রুচি ব্যতীতই তাঁহাকে সমাশ্রয় করত সংসার-নিবৃত্তি করিয়াছে,[৩] তাহারা কেবল মুক্ত। তাহারা বৈকুণ্ঠে যায় না, অপর কোন দেশবিশেষে গমন করে। মুক্তগণ "ভগবচ্চরণ-প্রার্থী প্রপন্ন উপাসক" ছিল। তাহারা বৈকুণ্ঠে গমন করে।[৪] 'যতীন্দ্রমতদীপিকা'-কার আচার্য শ্রীনিবাসদাস (১৬৩০ খ্রীষ্টাব্দোপকাল) বলেন "জ্ঞানযোগ দ্বারা প্রকৃতি-বিযুক্ত-স্বাত্মানুভবরূপ অনুভবই 'কৈবল্য'। (কেহ কেহ) বলেন, অর্চিরাদিমার্গে পরমপদে উপনীত হইয়া পতি-পরিত্যক্ত পত্নীর ন্যায় কোন এক কোণে (পড়িয়া থাকিয়া) ভগবদনুভব ব্যতিরিক্ত স্বাত্মানুভবই (কৈবল্য)। (অপর) কেহ কেহ, অর্চিরাদিমার্গে গত ব্যক্তির পুনরাবৃত্তি হয় না বলিয়া শ্রুতি হইতে শুনিয়া (এবং বিষ্ণুর পরমপদে গত ব্যক্তির পুনরাবৃত্তি হয় না শুনিয়া) বলেন, প্রকৃতি মণ্ডলের (অন্তর্গত) কোন এক দেশে (গিয়া) স্বাত্মানুভবই (কৈবল্য)।[৫] তাঁহার মতে "কর্মযোগ দ্বারা শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির ঈশ্বরশেষত্বরূপে প্রকৃতিবিযুক্ত স্বাত্মচিন্তাবিশেষের নাম জ্ঞানযোগ।"[৬] অর্থাৎ যাহারা আত্মার স্বরূপকে এবংবিধ মাত্র বলিয়া দৃঢ় ভাবনা করে যে উহা প্রকৃতি হইতে ভিন্ন, তাহারা সেই প্রকারেই আত্মস্বরূপ উপলব্ধি করে। তাহারা 'কেবল'।

'গীতা'য় চারি প্রকার ভগবদ্ভক্তের উল্লেখ আছে—আর্ত, অর্থার্থী, জিজ্ঞাসু এবং

---

১) 'অর্থপঞ্চক', ১২। পরন্তু কোন কোন উপনিষদে আছে

"যদা সর্বানি ভূতানি সমাধিস্থো ন পশ্যতি।
একীভূতঃ পরেণাসৌ তদা ভবতি কেবলঃ॥"

—(অন্নপূর্ণা-উ, ৫।৮০; জাবালদর্শন-উ, ১০।১১)

এই বচন 'সূতসংহিতা'রও ধৃত হইয়াছে। (২।২০।২৫) উহাতে আরও আছে "কেবলং ব্রহ্মরূপোক্তা" ইত্যাদি। সূতসং, ৩।২।৩০—

২) 'অর্থপঞ্চক', ২৪ ও ২৫

৩) লোকাচার্য বলিয়াছেন কেবল হওয়ার সাধন জ্ঞানযোগ। হৃদয়মণ্ডল, আদিত্যমণ্ডল, প্রভৃতি স্থলবিশেষ-সমূহে বর্তমান সর্বেশ্বর শঙ্খচক্রগদাধর পীতাম্বর কিরীটনূপুরাদিদিব্যভূষণালঙ্কৃত এবং লক্ষ্মী সহিত নারায়ণকে যোগাভ্যাস দ্বারা অনবরত ভাবনাই, তাঁহার মতে, জ্ঞানযোগ। ('অর্থপঞ্চক', ২৮) তাই বর্বরমুনি বলিয়াছেন যে 'কেবল' হওয়ার জন্যও ভগবান্‌কে সমাশ্রয় করিতে হয়।

৪) 'তত্ত্বত্রয়-ভাষ্য', বর্বরমুনি কৃত, ২৮ ও ১২১ পৃষ্ঠা।

৫) 'যতীন্দ্রমতদীপিকা', ৭৬ পৃষ্ঠা। আরও দেখ—৩ পৃষ্ঠা

৬) ঐ, ৬২ পৃষ্ঠা

জ্ঞানী।[১] রামানুজের ব্যাখ্যা মতে জিজ্ঞাসু এবং জ্ঞানী ভক্ত উভয়েই প্রকৃতি হইতে বিযুক্ত হইয়া আপন স্বরূপ লাভ করে। তবে ঐ স্বরূপ সম্বন্ধে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। জিজ্ঞাসু-ভক্ত মনে করে যে আত্মা কেবল জ্ঞানস্বরূপ বা জ্ঞানমাত্র। সুতরাং সে প্রকৃতি হইতে বিযুক্ত হইয়া কেবল হইয়া জ্ঞানস্বরূপ আপনার অনুভবে নিমগ্ন থাকে। সে কেবল মুক্ত। অপরে, জ্ঞানীভক্ত, মনে করে যে আত্মার স্বরূপ কেবল জ্ঞানমাত্র নহে, জ্ঞানাশ্রয় বা জ্ঞানের আধার; সুতরাং আত্মা স্বরূপতঃ নিত্য জ্ঞাতা। অধিকন্তু উহা স্বরূপতঃ ভগবানের শেষ, ভগবান্ শেষী। তাই জ্ঞানী ভক্ত প্রকৃতি হইতে বিযুক্ত হইয়া কেবলাত্মানুভবে পর্যবসিত না থাকিয়া ভগবান্‌কেই পরমপ্রাপ্য মনে করিয়া তাঁহাকে পাইতে ইচ্ছা করেন। সুতরাং জ্ঞানীমুক্ত "ভগবচ্ছেষত্বৈকরস-স্বাত্মস্বরূপবিৎ" অর্থাৎ ভগবৎ-কিঙ্কর। বর্বরমুনি এই ব্যাখ্যা অঙ্গীকার করিয়াছেন।[২] এই ব্যাখ্যা যদি প্রকৃত হয় অর্থাৎ গীতাকারের অভিপ্রায় অনুযায়ী হয়, তবে বলিতে হয় যে কেবলও ভগবদ্ভক্ত—এই দ্বিবিধ মুক্তের উল্লেখ, স্পষ্টতঃ কিংবা সাক্ষাদ্ভাবে না হইলেও অন্ততঃ প্রকারান্তরে গীতায়ও আছে। পরন্তু ঐ ব্যাখ্যা প্রকৃত কিনা সন্দেহ করিবার যথেষ্ট হেতু আছে। কেননা, শঙ্করাদি অপরে সেই প্রকার ব্যাখ্যা করেন নাই। ব্যাকরণের মতে 'জিজ্ঞাসু' শব্দের অর্থ 'জানিতে ইচ্ছুক', বা 'যে ব্যক্তি জানিতে ইচ্ছা করে সে' বা 'জ্ঞানার্থী', আর 'জ্ঞানী' শব্দের অর্থ 'যে ব্যক্তি জানিয়াছে সে' বা 'প্রাপ্তজ্ঞান'। তদনুসরণে আচার্য শঙ্কর ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে 'গীতা'র উক্ত শ্লোকে 'জিজ্ঞাসু' শব্দের অর্থ "(যে ব্যক্তি) ভগবত্তত্ত্ব জানিতে ইচ্ছা করে (সে)", এবং 'জ্ঞানী' অর্থ "বিষ্ণুর (বা ভগবানের) তত্ত্ববিৎ।" জ্ঞানীর ভগবানের প্রতি ভক্তির উল্লেখ যেমন 'গীতা'য়[৩] এবং '(বিষ্ণু) ভাগবতপুরাণে'[৪] আছে। রামানুজমতানুযায়ী বেঙ্কটনাথ রামানুজের ভাষ্যের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিতে গিয়া পূর্ব পক্ষ করিয়াছেন যে "জিজ্ঞাসু" শব্দের অর্থ "জ্ঞানার্থীমাত্র", "ভগবান্‌কে জিজ্ঞাসু", কিংবা "ভক্তিশ্রদ্ধারহিত (হইয়া) কুতূহলমাত্রে ভগবান্‌কে জিজ্ঞাসমান—যেমন একতদ্বিতাদিকে 'জিজ্ঞাসু ভক্ত' বলা হইয়াছে[৫] তেমন" হইতে পারে। অনন্তর তিনি দেখাইতে চাহিয়াছেন যে ঐ সকল অর্থ গ্রহণ করা যাইতে পারে না। কেননা, ভগবান্‌কে জিজ্ঞাসু অন্তে ভগবান্‌কে জানে বা ভগবজ্‌জ্ঞানী হয়। সুতরাং জ্ঞানী-ভক্ত হইতে উহার পুরুষার্থভেদ থাকে না, অধিকারীভেদ মাত্র হয়।[৬] তাই তিনি মনে করেন

১) গীতা, ৭।১৬ (পূর্বে দেখ)। ২) 'তত্ত্বত্রয়ভাষ্য', ৮৬ পৃষ্ঠা।

৩) "প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং"—(গীতা, ৭।১৭·২)

৪) "আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থংভূতগুণো হরিঃ॥—(বিষ্ণু) ভাগপু, ১।৭।১০)

৫) 'মহাভারতে' নারায়ণীয়াখ্যানে "জিজ্ঞাসুভক্ত" এবং "একান্তভাবোপগত ভক্তের" পার্থক্য করা হইয়াছে। (মহাভা, ১২।৩৩৬।২৭-৮; তথাকার 'একান্তীভক্ত' ও গীতার 'জ্ঞানী ভক্ত' অভিন্ন। (পূর্বে দেখ)।

৬) কোন কোন পুরাণে আছে যে ভাস্কর হইতে আরোগ্য ইচ্ছা করিবে, হুতাশন হইতে শ্রী বা ধন ইচ্ছা করিবে, ঈশ্বর বা শঙ্কর হইতে জ্ঞান ইচ্ছা করিবে এবং জনার্দন হইতে মোক্ষ ইচ্ছা করিবে। (যথা দেখ, মৎস্যপু, ৭৭।৪৯) বেঙ্কটনাথ বলেন যে গীতায় উক্ত ভক্ত চতুষ্টয়কেও সেই প্রকারে ভিন্ন মনে করিতে হইবে। পরন্তু গীতোক্ত চতুর্বিধ ভক্ত বিষ্ণুর বা জনার্দনেরই, অপর কোন দেবতার নহে।

যে 'জিজ্ঞাসু' 'আত্মস্বরূপকে জিজ্ঞাসু' বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। আত্মা জ্ঞানস্বরূপ বলিয়া উহার 'জ্ঞানার্থী' অর্থের ও সঙ্গতি হয়। এই সকল যুক্তি সারবান্ মনে হয় না। যাহা হউক, রামানুজের ঐ ব্যাখ্যা হইতে এতাবৎ গ্রহণ করা যাইতে পারে যে তিনি 'কেবল আত্মজ্ঞানী' বা 'কেবল' এবং 'ভগবৎকিঙ্কর' বা 'জ্ঞানী'—এই দুই প্রকার মুক্তের সম্ভাবে হয়তঃ বিশ্বাস করিতেন।[১] তিনি বলিয়াছেন যে—কৈবল্যার্থিগণ নিখিলবেদান্তবেদ্য পরম অক্ষরের উপাসনা করেন, আর জ্ঞানিগণ ভগবানের উপাসনা করেন; গীতার ৮।১১-৩ শ্লোকে অক্ষরোপাসনার প্রকার এবং ৮।১৪ শ্লোকে ভগবদুপাসনার প্রকার বিবৃত হইয়াছে; অথবা উভয়েই ভগবদুপাসনার প্রকার,—প্রথমটি কৈবল্যার্থিগণের ভগবদুপাসনা প্রকার, এবং দ্বিতীয়টি জ্ঞানিগণের ভগবদু-পাসনা প্রকার। উভয়েই মুক্তিলাভ করেন এবং ইহসংসারে পুনরাবর্তন করেন না। উভয়েই অর্চিরাদিমার্গে ব্রহ্মে গমন করেন। উভয়ের মধ্যে পার্থক্য এই যে তৎক্রতুন্যায়ে একে আপনাকে ব্রহ্মরূপে অনুভব করেন, অপরে আপনাকে ব্রহ্মশেষৈকরূপে অনুভব করেন।[২] রামানুজ ইহাও বলিয়াছেন যে "পরমমক্ষরং প্রকৃতিবিনির্মুক্তমাত্মস্বরূপং" (প্রকৃতি হইতে বিনির্মুক্ত আত্মস্বরূপই (গীতোক্ত) 'পরম অক্ষর' (বা ব্রহ্ম);[৩] "'পরমগতি' শব্দ দ্বারা নির্দিষ্ট 'অক্ষর' অর্থ 'প্রকৃতিসংসর্গ-বিযুক্ত স্বরূপে অবস্থিত আত্মা';"[৪] "নিখিলবেদান্তবেদ্য সেই অক্ষর মৎস্বরূপই (অর্থাৎ ভগবানের স্বরূপই);"[৫] "পরন্তু জ্ঞানীর প্রাপ্য তাহা হইতে অত্যন্ত বিভক্ত (অর্থাৎ ভিন্ন ও বিলক্ষণ);" উহা "পরপুরুষই"।[৬] এই বিষয়ে রামানুজ যামুনকে অনুসরণ করিয়াছেন। কেননা, যামুনও মনে করেন যে গীতার অষ্টম অধ্যায়ে অক্ষরযাথাত্ম্যোপাসকের এবং ভগবচ্ছরণার্থীর ভেদ ব্যাখ্যাত হইয়াছে।[৭] বেঙ্কটনাথ পরিষ্কার বলিয়াছেন যে তাহাতে তিনিও "স্বাত্মানুসন্ধানরূপ কৈবল্যাখ্য মোক্ষও" স্বীকার করিয়াছেন।[৮] রামানুজের 'শ্রীভাষ্যে' অন্যপ্রকার কথা আছে। তথায় তিনি বলিয়াছেন "কেননা, 'তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি' (তাঁহাকেই জ্ঞাত হইয়া অতিমৃত্যু বা মোক্ষ লাভ করে), 'তমেবং বিদ্বানমৃত ইহ ভবতি নান্যঃ পন্থাঃ' (তাঁহাকে এই প্রকারে অবগত হইয়া ইহলোকে অমৃত হয়, অপর পন্থা নাই), প্রভৃতি (শ্রুতিবচনসমূহ) দ্বারা ইহা প্রতিপাদিত হইয়াছে যে পরমপুরুষবেদনই অমৃতত্ব লাভের একমাত্র উপায়। পরমপুরুষের বিভূতি-ভূত (মোক্ষ) প্রাপক আত্মার স্বরূপযাথাত্ম্য অপবর্গের সাধন পরমপুরুষবেদনের উপযোগী বলিয়াই অবগন্তব্য, স্বতঃ (অর্থাৎ স্বতন্ত্রভাবে অপবর্গলাভের) উপায়রূপে নহে।[৯] সুতরাং এইখানে তিনি অতি পরিষ্কারভাবে বলিয়াছেন যে আত্মস্বরূপযাথাত্ম্যজ্ঞান মুক্তি নহে, মুক্তির সাধনমাত্র। তাই

১) 'হয়ত' কেন বলিতেছি তাহা কিঞ্চিত পরে বুঝা যাইবে।

২) গীতা, ৮।১১—৩, ১৪-৫ ও ২০-৩ শ্লোকের রামানুজ-কৃত ভাষ্য দেখ।

৩) গীতা, ৮।৩ রামানুজ-ভাষ্য।

৪) ঐ, ৮।২০-১ রামানুজ-ভাষ্য।

৫) ঐ, ৮।১১ রামানুজ-ভাষ্য।

৬) ঐ, ৮।২২ রামানুজভাষ্য।

৭) যামুনের 'গীতার্থসংগ্রহ', ১২শ শ্লোকে।

৮) 'ন্যায়সিদ্ধাঞ্জন', বেঙ্কটনাথ-প্রণীত, কৈবল্য-প্রকরণ (বেদান্তদেশিক গ্রন্থমালা, বেদান্তবিভাগ, ২য় সম্পুট, ২২১ পৃষ্ঠা)।

৯) 'শ্রীভাষ্য', ১।৪।১৯ (বঙ্গভাষান্তর, ৬৭৫ পৃষ্ঠা)।

বেঙ্কটনাথ বলিয়াছেন যে রামানুজ কৈবল্যকে মোক্ষ বলিয়া মানেন না।[১] তিনি ইহাও দেখাইয়াছেন যে রামানুজের অনুযায়ীদিগের মধ্যেও কেহ কেহ সেই প্রকারে কৈবল্যকে মোক্ষ বলিয়া স্বীকার করেন না।[২] তবে শ্রীনিবাসাদি কেহ কেহ করেন। 'গীতা' অতি স্পষ্ট বাক্যে বলিয়াছে যে অক্ষরোপাসকগণও পরমপুরুষকেই প্রাপ্ত হন,—"তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব"।[৩] সুতরাং তন্মতে অক্ষরোপাসকের এবং পরমপুরুষোপাসকের প্রাপ্য ফলে কোনই পার্থক্য নাই। তাই বেঙ্কটনাথ বলিয়াছেন যে "অতঃ সাম্প্রদায়িক এবায়ং কৈবল্যাখ্যো মোক্ষ ইতি কেচিৎ" ('সেইহেতু কেহ কেহ বলে যে এই কৈবল্য নামক মোক্ষ সাম্প্রদায়িক')।

ইহা বোধ হয় বলা উচিত যে আচার্য রামানুজের অনুযায়িগণ পরে পরে 'বড়্‌গল' ও 'তিংগল' নামে দুই মুখ্য উপভেদে বিভক্ত হইয়া পড়েন। প্রথম উপভেদের নেতা আচার্য বেঙ্কটনাথ। তিনি বর্তমান মাদ্রাজ প্রদেশের উত্তর ভাগের (যাহা 'আন্ধ্র' নামে খ্যাত) নিবাসী। উত্তরকে তামিল ভাষায় 'বড়্‌গলৈ' বলা হয়। তাহা হইতে তাঁহার মতানুযায়িগণ 'বড়্‌গল' নামে খ্যাত হয়। অপর উপভেদের নেতা লোকাচার্য এবং বর্বরমুনি। তাঁহারা মাদ্রাজ প্রদেশের দক্ষিণভাগের, তামিলনাড়্‌ প্রান্তের নিবাসী। দক্ষিণকে তামিল ভাষায় 'তিংগলৈ' বলা হয়। তাহা হইতে তাঁহাদের অনুযায়িগণ 'তিংগল' নামে খ্যাত হয়। বড়্‌গলগণ কৈবল্যকে প্রকৃত মুক্তি বলিয়া স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন, উহা এক অস্থায়ী অবস্থা মাত্র। পরন্তু তিংগলগণ কৈবল্যকে মুক্তি এবং স্থায়ী অবস্থা বলিয়া মানেন। বড়্‌গলগণের মতে, কৈবল্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ প্রাকৃত জগতের এক কোণে পড়িয়া থাকেন। পরন্তু তিংগলগণের মতে, উঁহারা অপ্রাকৃত জগতের কোন এক কোণে পড়িয়া থাকেন।

কেবল মুক্তের উল্লেখ প্রাচীন পাঞ্চরাত্রসংহিতাসমূহে নাই। অর্বাচীন 'বৃহদ্‌ব্রহ্মসংহিতা'য় আছে। তবে তত্রোক্ত কেবল মুক্ত পূর্বোক্ত কেবল মুক্ত হইতে ভিন্ন। উহাতে বিবৃত হইয়াছে যে কেবলমুক্তগণ 'তনুবর্জিত'; তাঁহারা বৈকুণ্ঠের শৈলপ্রাসাদহর্ম্যাদি হন।[৪] তাঁহারাও

পরন্তু পরে রামানুজ দ্বিবিধ উপাসকের উল্লেখ করিয়াছেন,—(১) এক যাহারা পরব্রহ্মকে উপাসনা করে, এবং (২) অপরে,—"যে চাত্মানং প্রকৃতিবিযুক্তং ব্রহ্মাত্মকমুপাসতে" ('আর যাহারা আত্মাকে প্রকৃতি হইতে বিযুক্ত এবং ব্রহ্মাত্মক বলিয়া, অথবা প্রকৃতি-বিযুক্ত আত্মাকেই ব্রহ্মরূপে, উপাসনা করে')। উভয়বিধ উপাসকই মুক্তিতে অর্চিরাদিমার্গে গমন করে। ('শ্রীভাষ্য', ৪।৩।১৪ ; আরও দেখ—৪।৪।১)। বেঙ্কটনাথ বলেন যে ১।২।১৭ সূত্রের ভাষ্যে রামানুজ প্রকারান্তরে বলিয়াছেন যে কেবলাত্মানুসন্ধায়ী ব্যক্তিদিগের অর্চিরাদিমার্গে গতি হয় না। (বেদান্তদেশিক গ্রন্থমালা, বেদান্তবিভাগ, ২য় সম্পুট, ২২৩-৪ পৃষ্ঠা)।

১) 'ন্যায়সিদ্ধাঞ্জন', (বেদান্তদেশিক গ্রন্থমালা, বেদান্তবিভাগে ২য় সম্পুট, ২২২ পৃষ্ঠা।

২) বেঙ্কটনাথ ইহাদের মধ্যে বরদবিষ্ণুমিশ্র, ভট্টপরাশর ও বিষ্ণুচিত্তের, নামোল্লেখপূর্বক, বচন অনুবাদ করিয়াছেন। (ঐ, ২২৩ পৃষ্ঠা)। তিনি নিজেও কৈবল্যকে মুক্তি মানেন না। তিনি লিখিয়াছেন, "কেচিত্তু ব্রহ্মানুভববৈমুখ্যেন নিত্যমাত্মানুভবসুখমিচ্ছন্তি ; ন তত্র ভাষ্যকারাদিসম্প্রদায়ং প্রমাণং যুক্তিং বা পশ্যামঃ, নিঃশেষকর্মক্ষয়ে স্বাভাবিকরূপাবির্ভাবেন ব্রহ্মানুভবাবশ্যম্ভাবাৎ ..পরপ্রাপ্ত্যাদিরহিতনিত্যকৈবল্যকল্পনা সূত্রভাষ্যশ্রুতিস্মৃত্যাস্তনাধেন ন সিধ্যতি" ইত্যাদি। (গীতা, ৮।২৩-৪ রামানুজ-ভাষ্য-তাৎপর্যচন্দ্রিকা)

৩) গীতা, ১২।৩-৪

৪) বৃহদ্‌ব্রহ্মসং, ১।২।১১, ১৪-৫ (পূর্বে দেখ)।

সেবকগণের ন্যায় সর্বভাবে ভগবানের শরণাগত হইয়া দুস্তর মায়া অতিক্রম করত মুক্ত হইয়াছেন।[১] একস্থলে আবার ইহাও উক্ত হইয়াছে যে কেবলগণ আত্মস্বরূপে ব্যবস্থিত থাকেন, আর ভক্তগণ দিব্যরূপে ভগবানের পরিচর্যা করেন।[২] 'বৃদ্ধহারীতাস্মৃতি'তেও কৈবল্য মুক্তির উল্লেখ আছে।[৩]

(৫) পৌষ্করপাদ্মাদি কোন কোন পাঞ্চরাত্রসংহিতায় উক্ত হইয়াছে যে জীব ব্রহ্মের ঔপাধিক অংশ। তাহা বুঝাইতে কোথাও কোথাও বিম্ব-প্রতিবিম্বের দৃষ্টান্ত আর কোথাও ঘটাকাশ-মহাকাশের দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে।[৪] রামানুজ তাহা মানেন নাই। তিনি বলিয়াছেন, উপাধি দ্বারা অবচ্ছিন্ন ব্রহ্মই জীব,—এই মতও সমীচীন নহে; কেননা, তাহাতে পূর্বে নির্দিষ্ট নিয়ন্তৃত্ব ও নিয়াম্যত্ব (অর্থাৎ ব্রহ্ম নিয়ামক, আর জীব নিয়াম্য) প্রভৃতি ব্যপদেশের নিশ্চয় বাধা হয়।"[৫] অন্যত্র তিনি ঐ অবচ্ছেদবাদ খণ্ডন করিয়াছেন।[৬] বিম্ব-প্রতিবিম্ব-বাদও তিনি খণ্ডন করিয়াছেন। তিনি বলেন, জীবকে ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব মানিলে হয়তঃ অনির্মোক্ষ প্রসঙ্গ হইবে, অথবা আত্মনাশই মোক্ষ হইবে।[৭] যামুনও প্রতিবিম্ববাদ খণ্ডন করিয়াছেন।[৮]

(৬) জয়াখ্যসাত্বতাদি প্রাচীনতম পাঞ্চরাত্রসংহিতাসমূহে অভেদ উপাসনার সুস্পষ্ট বিধান আছে। রামানুজ তাহা মানেন নাই। তিনি বলেন, ব্রহ্মকে আপনা হইতে ভিন্নরূপে কিংবা অভিন্নরূপে উপাসনা করিবে না, নিজের আত্মারূপেই উপাসনা করিবে। যেমন উপাসক প্রত্যগাত্মা স্বয়ং স্বীয় শরীরের আত্মা, তেমন পরব্রহ্মও প্রত্যগাত্মার আত্মা। সুতরাং নিজের (প্রত্যগাত্মার) আত্মারূপেই ব্রহ্মকে উপাসনা কর্তব্য,—নিজ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন কিংবা অভিন্নরূপে নহে।[৯]

কোন কোন বিশিষ্টদ্বৈতবাদী অভেদ-উপাসনা করিতেন বোধ হয়। 'বৃহদ্ব্রহ্মসংহিতা'য় বিবৃত ভাগবতধর্ম পরমৈকান্তিক ধর্ম বলিয়া উক্ত হইয়াছে।[১০] তথায় আরও কথিত হইয়াছে যে রামানুজ "ভবপাশবিমোচক পরমৈকান্তিক ধর্ম" সংস্থাপন করেন।[১১] রামানুজ নিজেও তাঁহার মতকে পরমৈকান্তিক মত বলিয়াছেন।[১২] সুতরাং পরমৈকান্তিক মত বিশিষ্টাদ্বৈত মতই। ঐ অনুমানের অপর বিশিষ্টতর হেতুসমূহও আছে। 'বৃহদ্ব্রহ্মসংহিতা'য় বিবৃত পরমৈকান্তিক ধর্মে অভেদ উপাসনার বিধান আছে। কথিত হইয়াছে যে স্বাত্মশুদ্ধির জন্য জীবকে নিজেকে ব্রহ্ম বলিয়া ভাবনা করিতে হইবে।

১) "মামেবং শরণং জাতাঃ সর্বভাবেন সিদ্ধজে।
অতীতা দুস্তরাং মায়াং কেবলাঃ সেবকা হি না॥"—(ঐ, ১।২।১৯)

২) ঐ, ১।৬।৮১

৩) 'বৃদ্ধহারীতস্মৃতি', ৩।৪০ আরও দেখ—(বিষ্ণু) ভাগপু, ৬।৮।৩২-৩

৪) পূর্বে দেখ।

৫) 'শ্রীভাষ্য', ২।৩।৪২ (বঙ্গভাষান্তর, ২য় খণ্ড, ২৭০ পৃষ্ঠা)।

৬) ঐ, ১।১।৪ (বঙ্গভাষান্তর, ১ম খণ্ড, ৩২৯-৩৩০ পৃষ্ঠা)।

৭) ঐ, ২।১।১৫ (বঙ্গভাষান্তর, ২য় খণ্ড, ৪৫-৭ ও ৫১-২ পৃষ্ঠা)।

৮) 'সিদ্ধিত্রয়' (আত্মসিদ্ধি), ৪০ পৃষ্ঠা

৯) 'শ্রীভাষ্য', ৪।১।৩

১০) বৃহদ্ব্রহ্মসং, ৪।১০।৫৩-৪

১১) ঐ, ২।৭।৬৭—(পূর্বে দেখ)।

১২) পূর্বে দেখ।

"ব্রহ্মৈবাহং ন সংসারী নিত্যমুক্তো ন শোকভাক্।
অচ্যুতোঽহমনন্তোঽহমব্যয়োঽপি স্বরূপতঃ ॥"[১]

'আমি নিশ্চয় ব্রহ্ম, সংসারী নহি। আমি নিত্যমুক্ত, শোকভাক্ নহি। আমি স্বরূপতঃ অচ্যুত, অনন্ত এবং অব্যয়।' "ইতি বেদোপনিষদা ভাবনা হ্যাত্মাশোধিনী" (বেদ ও উপনিষদ্ সম্মত এই ভাবনা নিশ্চয় আত্মশোধনী')।[২] নিজের তথা অপরের, ব্রহ্মাত্মত্বভাবনা দ্বারা নিশ্চয় মুক্তি লাভ হয়।[৩] "বন্ধমুক্তির জন্য শ্রুতিবাক্যসমূহ দ্বারা, তথা শত শত স্মৃতি এবং আগম বচন দ্বারাও, বোধিত আত্মার ব্রহ্মভাবত্ব ভাবনা করিবে। আমি মন নহি, বুদ্ধি নহি, চিত্ত নহি, ও অহঙ্কৃতি নহি (অর্থাৎ অন্তঃকরণ নহি); পৃথ্বী নহি, সলিল নহি, অগ্নি নহি, বায়ু নহি ও আকাশ নহি (অর্থাৎ পঞ্চমহাভূত নহি); গন্ধ নহি, রস নহি, রূপ নহি, স্পর্শ নহি ও শব্দ নহি (অর্থাৎ উহাদের পঞ্চগুণ নহি); আমি মায়া নহি এবং সংসৃতি নহি। আমি সনাতন ও চেতন, আত্মা এবং সকলের সাক্ষী। 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি (শ্রুতি)বাক্য হইতে আমি ব্রহ্মই, সংসারী নহি।"[৪] এই অভেদ ভাবনা প্রাণিগণের আত্মার শুদ্ধিকারক বলিয়া কথিত হয়।[৫] আত্মশুদ্ধিকারক বলিয়া উহা মুক্তিকারকও। অধিকন্তু বলা হইয়াছে যে মনুষ্য

"অভেদং জীবপরয়োর্যাবজ্জানাতি নৈব হি।
তাবদাচরিতৈর্নৈব সিদ্ধিঃ কল্পশতৈরপি ॥"[৬]

যাবৎ পর্যন্ত জীবের ও পরব্রহ্মের অভেদ নিশ্চিন্তরূপে জ্ঞাত না হয়, তাবৎ পর্যন্ত, এমন কি শতকল্পেও, (ধর্ম)আচরণ দ্বারা মুক্তি নিশ্চয় লাভ করে না।'

অন্যত্র আছে, জীব নারায়ণের অংশ। নারায়ণ স্বভাবনির্মল। সুতরাং তাঁহার অংশ জীবও স্বভাবতঃ নির্মল। পরন্তু উহা প্রকৃতির সঙ্গ বশতঃ,—প্রকৃতিজ পদার্থসমূহকে আত্মরূপে গ্রহণ করিয়া মালিন্য প্রাপ্ত হয় এবং বন্ধনগ্রস্ত হয়। তখন নিজেকে অজ্ঞ ও সংসারী মনে করিয়া সুখদুঃখভাগী হয়।[৭]

"ব্রহ্মৈবাস্মীতিবোধেন তৎসাদৃশ্যমুপেত্য সঃ।
নির্মলো ভবতি ব্রহ্মন্ মত্তেজো হ্যমলং মহৎ ॥"[৮]

'আমি ব্রহ্মই'—এই বোধে তাহারা সাদৃশ্য প্রাপ্ত হইয়া সে (পুনঃ)নির্মল হয়। কেননা, হে ব্রহ্মন্, সে আমারই অমল মহান্ তেজ।'

---

১) ব্রহদ্ব্রহ্মসং, ৪।১।৯৬ ২) ঐ, ৪।১।৯৭·১

৩) ঐ, ৪।১।১০৬·২—১০৭·২

৪) বৃহদ্ব্রহ্মসং, ৪।১।১১৩·২—১১৭

৫) ঐ, ৪।১।১১৮। ভগবান্ বিষ্ণুর সহিত নিজের অভেদ-ভাবনা দ্বারা যে সাধক ক্রমে নিষ্পাপ হয়, তাহার চিত্ত বিশুদ্ধ হয় এবং জ্ঞানলাভ হয়, তাহা 'বিষ্ণুপুরাণে'ও উক্ত হইয়াছে। ভক্ত প্রবর প্রহ্লাদ ঐ প্রকার ভাবনা দ্বারা নিষ্পাপ ও শুদ্ধচিত্ত হইয়াছিলেন। (বিষ্ণুপু, ১।১৯।৮৪-৬ ও ২০।১—পৃষ্ঠা দেখ)

৬) বৃহদ্ব্রহ্মসং, ৪।১।১১৯

৭) বৃহদ্ব্রহ্মসংহিতা, ২।২।৩২ ৮) ঐ, ২।২।৪৩

ইহাও বলা উচিত যে 'বৃহদ্ব্রহ্মসংহিতা'য় ভেদ-ভাবনার কথাও আছে। 'আমি দাস' বলিয়া ভাবনা করিবে। তৎপশ্চাৎ হরিকে স্বামী ভাবনা করিবে। চেতন ও অচেতন সর্বকে স্বামীর শরীর বলিয়া স্মরণ করিবে। আত্মার ধারক দেব হরিকে আত্মা বলিয়া স্মরণ করিবে। যাবৎ পর্যন্ত আত্মস্থিতি লাভ না হয় তাবৎ পর্যন্ত নিজের কর্তৃত্ব পরিত্যাগ করতঃ তাঁহার আজ্ঞাপালন রূপেই স্বোচিত কর্ম-কর্তব্য। ভগবচ্ছেষবৈভব স্বরূপস্থিতিকে আশ্রয় করত নিরবধি ও অত্যন্ত ভগবৎসুখ নিত্য আকাঙ্ক্ষা করিবে। পরমৈকান্তিকাত্যন্তপরভক্তি-পরায়ণ হইবে। তাহাতে নিত্যকৈঙ্কর্যস্বরূপস্থিতি নিশ্চয় প্রাপ্ত হইবে।"[১] উহাতে এই নিন্দাও আছে যে "বিষ্ণুর সমত্ব বুদ্ধির দ্বারা মনুষ্য নরকে গমন করে।"[২] অধিকারী ভেদে উক্ত বলিয়া মনে করিয়া ঐ সকল উক্তির সমন্বয় করিতে হইবে।

(৭) প্রাচীন পাঞ্চরাত্রসংহিতাসমূহের মতে জগৎ বস্তুতঃই বাসুদেবাত্মক। যথা 'পৌষ্কর-সংহিতা'য় আছে যে "বাসুদেবাত্মকং যস্মাৎ সর্বং স্থাবরজঙ্গমম্" ('যেহেতু চরাচর সমস্তই বাসুদেবাত্মক') সেইহেতু উহাদের মধ্যে ভাল ও মন্দ, উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট, ইত্যাদি ভেদ থাকিতে পারে না।[৩] 'পাদ্মসংহিতা'য় আছে, "বেদিতব্যং জগৎ সর্বং বাসুদেবময়ং সদা" ('সর্বজগৎ বাসুদেবময় বলিয়া সর্বদা বেদিতব্য')।[৪] 'বিষ্ণুসংহিতা'য় আছে, "বিষ্ণুঃ সর্বাত্মকো মতঃ" ('বিষ্ণু সর্বাত্মক বলিয়া বিবেচিত হয়');[৫]

"সর্বভূতানি চৈবাসৌ ন তদস্তীহ যন্ন সঃ।"[৬]

'সর্বভূত নিশ্চয় তিনিই। ইহসংসারে তাহা নাই, যাহা তিনি নহেন।' পরন্তু রামানুজ মনে করেন যে "ভগবৎপ্রবর্ত্যত্বেন ভগবদাত্মকত্বমুক্তম্" ('ভগবৎপ্রবর্ত্যত্ব' হেতু ভগবদাত্মকত্ব উক্ত হইয়াছে'।[৭])

দ্বৈতমত ও পাঞ্চরাত্রসংহিতা

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী যামুন-রামানুজাদির ন্যায় দ্বৈতবাদী মধ্বাদিও সর্বাংশে পাঞ্চরাত্র-শাস্ত্রকে অনুসরণ করেন নাই, তাঁহাদের স্বীকৃত কোন কোন দার্শনিক সিদ্ধান্তও পাঞ্চরাত্র-শাস্ত্রে পাওয়া যায় না। যথা,—

(১) বিশিষ্টাদ্বৈতাবাদিগণের সৃষ্টিবাদের ন্যায় দ্বৈতবাদিগণের সৃষ্টিবাদও জয়াখ্যাদি প্রাচীন পাঞ্চরাত্রসংহিতাসমূহে বর্ণিত সৃষ্টিবাদ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

(২) রামানুজের ন্যায় মধ্বও 'পরমসংহিতা'র বচন প্রমাণরূপে উদ্ধৃত করিয়াছেন।[৮] সুতরাং উহার প্রামাণ্য তিনি স্বীকার করেন। উহাতে সুস্পষ্টবাক্যে বলা হইয়াছে যে মুক্ত জীবের ও ব্রহ্মের কোন ভেদ থাকে না; কেননা, তখন ভেদের হেতুর অভাব হয়। রামানুজের ন্যায় মধ্বও তাহা মানেন নাই। মধ্ব কর্তৃক অনূদিত 'পরমসংহিতা'র এক বচনে আছে, যে জীববর্গ ভগবানের অংশসমূহ, ভগবান্ অংশী; স্ব স্ব কর্মবশতঃই অংশসমূহ অংশী হইতে পৃথক হইয়া পড়িয়াছে; পরন্তু উহারা পুনরায়, কর্মবন্ধ হইতে বিনির্মুক্ত হইয়া, তাঁহার সহিত ঐক্য প্রাপ্ত হয়।[৯] মধ্ব যেমন ব্রহ্মের সহিত জীবের ঐক্যতা-প্রাপ্তি মানেন না,

১) ঐ, ৪।২।১৭৪—৮ ২) ঐ, ৩।৮।৫৭·২ ৩) পৌষ্করসং, ৩২।১০৫-৬
৪) পাদ্মসং, ৩।২।৭২·১ ৫) বিষ্ণুসং, ৩।৩৩·১
৬) ঐ, ৩।৫০·১ ৭) গীতা, ১৩।৫ রামানুজভাষ্য
৮) 'ব্রহ্মসূত্র', ৩।৩।১৫ ও ৫৬ মধ্বভাষ্য ৯) ঐ, ৩।৩।৫৬ মধ্বভাষ্য (পূর্বে দেখ)

তেমন উহাদের অংশাংশী সম্বন্ধও মানেন না। কেননা, তাঁহার মতে জীব ব্রহ্ম হইতে অত্যন্ত ভিন্ন, পরন্তু অংশকে অংশী হইতে অত্যন্ত ভিন্ন বলা যায় না—অংশ ও অংশীর সম্বন্ধ বস্তুতঃ ভেদাভেদ।[১] 'ব্রহ্মসূত্রে'র একস্থলে ভগবান্ বাদরায়ণ ইহা উল্লেখ করিয়াছেন যে শ্রুতিতে জীব ব্রহ্মের অংশ বলিয়া ব্যপদেশ আছে।[২] মধ্ব বলেন, ঐ সকল শ্রুতি বচনের তাৎপর্য এই নহে যে জীব ব্রহ্মের বাস্তব অংশ। ব্রহ্মের সঙ্গে জীবের পিতা-পুত্র, সখা-সখা, ইত্যাদি সম্বন্ধের কথা কোন কোন শ্রুতিতে আছে। অপর শ্রুতিতে ঐ প্রকারে সম্বন্ধের দৃষ্টিতেই জীবকে ব্রহ্মের অংশ বলা হইয়াছে। ঐ বিষয়ে তৎকর্তৃক উদ্ধৃত একটা বচনে আছে, "যেহেতু (ভগবান্) হরি (জীবের) পুত্র (? পিতা), ভ্রাতা, সখা, স্বামী, ইত্যাদি বহু প্রকারে বেদে গীত হইয়া থাকেন, সেই হেতুই জীব তাঁহার অংশ। যেহেতু উহা (জীব) তাঁহা হইতে ভিন্ন বলিয়া এবং অভিন্ন বলিয়াও গীত হইয়া থাকে, সেইহেতু উহার অংশত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে মুখ্যতঃ ভেদাভেদ নহে।"[৩] পরন্তু অন্যত্র মধ্ব বলিয়াছেন "অংশাংশিনোরেকত্বমেব। অংশিকর্মনির্মিতশরীর এবাংশস্থ ভাবাৎ। জ্ঞানাদিভেদে বিদ্যমানেঽপি ন অংশাংশিনো পৃথগ্ভাব এব তদুপাসনাদিভোগাদংশস্থ" ['অংশ ও অংশীর নিশ্চয় একত্ব আছে। কেননা, অংশীর (পরমাত্মার) কর্মনির্মিত শরীরেই অংশ (জীব) বর্তমান আছে। জ্ঞানাদিভেদ বিদ্যমান থাকিলেও অংশ ও অংশীর পৃথক্ভাব নিশ্চয় নাই। কেননা, উপাসনাদির দ্বারাই অংশের ভোগ হয়']।[৪] এই মতের সমর্থনে তিনি 'পরমসংহিতা' হইতে পূর্বোক্ত বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন।

(৩) মধ্ব পঞ্চভেদবাদী। জীবের ও ঈশ্বরের ভেদ, জীবের ও জগতের ভেদ, জীবগণের পরস্পরের ভেদ, জগতের ও ঈশ্বরের ভেদ এবং জাগতিক বস্তুসমূহের পরস্পরভেদ— এই পঞ্চভেদ মধ্বের মতে সত্য এবং নিত্য। তিনি আরও বলেন যে ঐ পঞ্চভেদের জ্ঞান না হইলে জীবের মুক্তি হইতে পারে না। এই সকল প্রকারের কথা উপলব্ধ কোন পাঞ্চরাত্র-সংহিতায় নাই।

(৪) পৌষ্করাদি কোন কোন প্রাচীন পাঞ্চরাত্রসংহিতায় একশ্রেণীর জীবের সদ্ভাব উল্লিখিত হইয়াছে যাঁহাদের উপর ভগবানের নিজের এবং তাঁহার পরমধাম বৈকুণ্ঠের কোন না কোন কাজের ভার সমর্পিত আছে। সেই কারণে তাঁহাদিগকে বরাবর বৈকুণ্ঠে থাকিতে হয়।—তাঁহারা ভগবানের অপ্রীতিজনক কোন কাজ করেন না। তাই ভগবান্ তাঁহাদিগকে বৈকুণ্ঠ হইতে বহিষ্কার করেন না। অতএব তাঁহারা ইহসংসারে কখনও জন্মগ্রহণ করেন না।[৫] তাই তাঁহাদিগকে 'নিত্যমুক্ত' বলা হয়। ঐ নিত্যমুক্ত জীবের সদ্ভাব যামুনরামানুজাদি বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী পাঞ্চরাত্রিকগণ অঙ্গীকার করিয়াছেন। পরন্তু মধ্ব করেন নাই। তাঁহার মতে, এক

১) সমস্ত রাজকর্মচারীকেও রাজার অংশ বলা হয়। ঐ দৃষ্টিতে অংশ ও অংশীর সম্বন্ধ বস্তুতঃ ভেদও হইতে পারে।

২) 'ব্রহ্মসূত্র', ২।৩।৪৩

৩) এই বচন নাকি 'বরাহপুরাণে'র।

৪) 'ব্রহ্মসূত্র' ৩।৩।৫৫—৫৬ মধ্বভাষ্য

৫) তবে তাঁহারা কখন কখন ভগবানের ন্যায় স্বেচ্ছায় অবতার ধারণ করত পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিতে পারেন। ('যতীন্দ্রমতদীপিকা', ৭৯ পৃষ্ঠা)

ভগবান্ বিষ্ণু ব্যতীত অপর কেহ নিত্যমুক্ত নহে। যাঁহারা সংসার হইতে বিমুক্ত হইয়া বৈকুণ্ঠে গমন করিয়াছেন, তাঁহাদিগকেও তিনি এক দৃষ্টিতে নিত্যবদ্ধ বলিয়াছেন। ঐ বিষয়ে তিনি 'মুক্তিবিবেক' নামক এক গ্রন্থ হইতে প্রমাণও উদ্ধৃত করিয়াছেন,—"জীবের অন্ধত্ব অনাদি অবিদ্যা বশতঃ। পরন্তু যদি যোগ্যতা থাকে"[১] এবং অনুকূল প্রযত্নও হয়, তবে উহার নিশ্চয় অন্ত হয়। অন্যথা, (বিশেষতঃ) যে সকল মনুষ্যাদি (মুক্তির) অযোগ্য, তাহাদের অন্ধত্ব নিত্যই। পরন্তু সর্বজীবের বদ্ধত্ব নিয়মবশতঃ নিশ্চয় নিত্য। বিষ্ণুর অধীনত্বই 'বদ্ধত্ব', এবং তাঁহার অদর্শন 'অন্ধত্ব'। সুতরাং অন্ধত্বের ক্বচিৎ অনিত্যত্ব হইবে (অর্থাৎ কখন না কখন কাহারও না কাহারও ভগদ্দর্শন হইবে, অতএব তাহার অন্ধত্বের অন্ত হইবে)। পরন্তু (বদ্ধত্ব নিত্য, কেননা) মুক্তেরও বদ্ধত্ব থাকে, যেহেতু সে হরির অধীন থাকে। দুঃখ হইতে মুক্ত হইলেই 'মুক্ত' আখ্যা হয়; এবং হরির অধীনতা থাকিলে 'বদ্ধ' আখ্যা হয়। সুতরাং দুঃখ হইতে বিমোক্ষ হেতু যাহাদিগকে মুক্ত বলা হয়, তাহারা নিত্যবদ্ধও (কেননা, পূর্বের ন্যায় তখনও তাহারা হরির অধীন থাকে)। এক প্রভু হরি নারায়ণই নিত্যমুক্ত (অপর কেহ নহে)। স্বতন্ত্রত্ব হেতু স্বতন্ত্রত্ব সেই একেরই, অপর (কেহ স্বতন্ত্র) নহে।"[২]

(৫) মধ্ব কর্তৃক প্রপঞ্চিত জীবের গতিও কোন পাঞ্চরাত্রসংহিতায় পাওয়া যায় না। তাঁহার মতে ভগবান্ বিষ্ণুই আত্মা বা পরমাত্মা; তদ্ব্যতীত ব্রহ্মাদি কীট পর্যন্ত সকলেই জীব। তিনি লিখিয়াছেন,

"পরন্তু জীবসঙ্ঘ ত্রিবিধ,—দেব, মনুষ্য এবং দানব। তন্মধ্যে দেবগণ মুক্তিযোগ্য। মনুষ্যগণের মধ্যে যাহারা উত্তম, তাহারাও সেই প্রকার (অর্থাৎ মুক্তিযোগ্য)। যাহারা মধ্যম মনুষ্য তাহারা নিশ্চয়ই সর্বদাই স্মৃতিযোগ্য (অর্থাৎ ইহসংসারে আসিতে যাইতে থাকিবে)। অধম মনুষ্য নিরয়ার্থই (অর্থাৎ নিশ্চয় নরকে গমন করিবে)। পরন্তু দানবগণ নিশ্চয় তমে গমন করিবে। মুক্তি এবং তম নিশ্চয় নিত্য (অর্থাৎ অনন্ত); (কেননা) তদুভয় হইতে পুনরাবৃত্তি হয় না। দেবতাদিগের কখনও নিরয় কিংবা তমঃ প্রাপ্তি হয় না। অসুর-দিগের কদাচও কোন প্রকারেই কোথাও মুক্তি হয় না। মধ্যম মনুষ্যদিগের ঐ দুইটিই (অর্থাৎ মুক্তি ও তম) নিশ্চয়ই প্রাপ্তি হয় না। যেহেতু অসুরগণ সেই পরকে জ্ঞানীদিগের মত সদ্ভাবে গ্রহণ করে না, সেইহেতু তাহাদিগের তমঃপ্রাপ্তি নিয়মতঃই হইবে। দেবতা-দিগের মুক্তি তখনই হয়, যখন নিজ নিজ যোগ উপাসনা দ্বারা (ভগবান্) হরি (তাঁহাদিগের) প্রত্যক্ষগামী হন।[৩]

"সুরদিগের নিশ্চয় নিয়ত মোক্ষ লাভ হইবে। পরন্তু অসুরদিগের উহা নিশ্চয় কখনও হইবে না।"[৪]

---

১) মুক্তির যোগ্যতা ও অযোগ্যতা বিষয়ে মধ্বের মত পরে দেখ।

২) 'ভাগবততাৎপর্যনির্ণয়', ১১।১১।৬—৭ (গ্রন্থাবলী, ৮৯৭ পৃষ্ঠা)।

৩) 'মহাভারততাৎপর্যনির্ণয়', ১।৮৭—৯২ (গ্রন্থাবলী, ৯৩২'১ পৃষ্ঠা)।

৪) ঐ, ১০।৩৫'১ (গ্রন্থাবলী, ৯৭৯'১ পৃষ্ঠা)।

"দৈত্যগণ অনাদিকাল হইতে দ্বেষ-যুক্ত। বিষ্ণুর প্রতি (তাহাদিগের) বিবর্ধিত দ্বেষ আছে। (ভগবান্ বিষ্ণু) দৈত্যদিগকে অন্ধতমে নিপতিত করেন। কেননা, (সেই প্রকার) বিনিশ্চয় আছে। দ্বেষ পূর্ণ দুঃখাত্মক। নিঃশেষসুখবর্জিত অন্ধ তমে নিপতিতদিগের নিকট উহা অনন্ত কালই অবস্থিত থাকে। জীবাভেদ, (জীবের ও বিষ্ণুর) নিগুর্ণত্ব, (বিষ্ণুর) অপূর্ণ-গুণতা, অপরের তাঁহার সহিত সাম্য কিংবা তাঁহা হইতে আধিক্য, তাঁহার স্বগতভেদ, প্রাদুর্ভাবের বিপর্যাস, তাঁহার ভক্তের প্রতি দ্বেষ এবং তৎপ্রমাণের নিন্দা—এই সকল দ্বেষ-সমূহ বলিয়া অভিমত। এই সমস্ত বিহীন যে ভক্তি, তাহাই (প্রকৃত) ভক্তি বলিয়া নিশ্চিত। দেবতাদিগের ভক্তি অনাদি। তাহা নিশ্চয় ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া (ভগবান্‌কে) অপ-রোক্ষ দর্শনের হেতু হয় এবং তাহাই আবার মুক্তির হেতু। তাহাই আনন্দরূপে মুক্তদিগের নিকট নিত্য থাকে।······মনুষ্যদিগের মধ্যে যাহারা অধম তাহারা সদাই হরির প্রতি কিঞ্চিৎ দ্বেষযুক্ত। সেইহেতু তাহারাও নিত্যই দুঃখনিষ্ঠ। তাহাতে কোন সংশয় নাই। মধ্যমগণ মিশ্রভূত। সেইহেতু তাহারা নিত্য মিশ্রফলভাক্ বলিয়া স্মৃত। উত্তমগণ নিত্য কিঞ্চিৎ ভক্তিযুক্ত। সেই কারণে তাহারা মোক্ষাকাঙ্ক্ষী।"[১]

এইরূপে দেখা যায় মধ্ব জীববর্গকে উহাদের গতি অনুসারে চারি কোটিতে বিভক্ত করিয়াছেন। প্রথম কোটির জীব ক্রমে উর্ধ্বগতি লাভ করিতে করিতে মুক্তি লাভ করিয়া বৈকুণ্ঠে গমন করিবে। উহাদের কখনও কিঞ্চিন্মাত্রও অধোগতি হইবে না। চতুর্থ কোটির জীব উহার ঠিক বিপরীত ক্রমে বরাবর অধোগতি প্রাপ্ত হইবে এবং অন্তে অন্ধতমে (বা তমে) গমন করিবে। উহাদের কিঞ্চিৎমাত্রও উর্ধ্বগতি কখনও হইবে না। এই দুই কোটির জীব উহাদের চরমগতিতে, মুক্তিপদে কিংবা তমঃপদে অনন্তকাল বাস করিবে; তথা হইতে আর কখনও ইহসংসারে প্রত্যাবর্তন করিবে না। দ্বিতীয় কোটির জীব সততই মধ্যস্থানে অর্থাৎ ইহসংসারে থাকিবে। উহারা কখনও উর্ধ্বেও যাইবে না, অধেও যাইবে না। তৃতীয় কোটির জীব কখনও কখনও কিঞ্চিত অধোগতি প্রাপ্ত হইলেও, কখন কখন নরকে,—তমে নহে—গমন করিলেও তথা হইতে আবার সংসারে প্রত্যাবর্তন করিবে,—সুতরাং কিঞ্চিত উর্ধ্বে উঠিবে। সেই কারণেই বোধ হয় মধ্ব অন্ধতম বা তম এবং নরকের মধ্যে পার্থক্য করিয়াছেন। একবার তমে গমন করিলে আর নিষ্কৃতি নাই,—অনন্ত কাল ধরিয়া তথায় বাস করিতে হইবে। পরন্তু নরক হইতে, তথাকার ভোগ সমাপনান্তে, সংসারে প্রত্যাবর্তন হইবে। যদিও মধ্ব ইহা পরিষ্কার বলেন নাই, তথাপি মনে হয় যে নরক হইতে প্রত্যাবর্তনের পর আবার যথোচিত সাধন বলে উর্ধ্বগতিতে মুক্তিও লাভ করিতে পারে। অপর কথায় বলিলে তৃতীয় কোটির জীবের মুক্তিযোগ্যতা হওয়ার সম্ভাবনা আছে, দ্বিতীয় ও চতুর্থ কোটির জীবের তাহা হওয়ার সম্ভাবনাও নাই। অন্য দৃষ্টিতে মধ্ব জীবগণকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন;—দেবতা, মনুষ্য এবং অসুর। দেবতাগণ প্রথম কোটির, আর অসুরগণ চতুর্থ কোটির। মনুষ্যগণের মধ্যে চারই কোটির জীব আছে। উত্তম মনুষ্যগণ প্রথম কোটির বা দেব-কোটির এবং মধ্যম

১) ঐ, ১।১১১—৬, ১২০-১ (গ্রন্থাবলী, ৯৩৩।১ পৃষ্ঠা)।

মনুষ্যগণ দ্বিতীয় কোটির। অধম মনুষ্যগণের কেহ কেহ তৃতীয় কোটির। উহাদের মধ্যে অপর যাহারা অসুর প্রকৃতির তাহারা অসুরদিগেরই মত অনন্তনরকে গমন করিবে। নির্বিশেষাদ্বৈতবাদিগণ মধ্বের মতে দ্বেষী। কেননা, তাঁহারা নিগুর্ণব্রহ্মবাদ, একজীববাদ ও জীবব্রহ্মবাদ মানেন। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদিগণও অবশ্যই দ্বেষী, কেননা, উঁহারা বিষ্ণুর স্বগতভেদ মানেন। সুতরাং উঁহারা, তথা অপর বিষ্ণুদ্বেষিগণ, বৈষ্ণবদ্বেষিগণ, বেদদ্রোহিগণ প্রভৃতি, অনন্তনরকে গমন করিবেন।

অন্যত্র মধ্ব জীবগণের কিঞ্চিৎ ভিন্ন প্রকারে শ্রেণী বিভাগ করিয়াছেন। তন্মতে জীবগণ দ্বিবিধ—দুঃখ-অসংস্পৃষ্ট (বা দুঃখাতীত) বা মুক্ত এবং দুঃখ-সংস্পৃষ্ট (বা দুঃখসংস্থ)। "দেবতাগণ, পিতৃগণ, ঋষিগণ, (ধার্মিক) নৃপগণ এবং (উত্তম) মনুষ্যগণ—মুক্তগণ এই পঞ্চবিধ। দুঃখসংস্থগণ আবার দ্বিবিধ—মুক্তির যোগ্য এবং মুক্তির অযোগ্য। মুক্তিযোগ্যগণ দ্বিধা অবস্থিত—সৃতিসংস্থিত এবং তমোগ (বা নরকস্থ, অন্ধতমঃস্থ নহে)। মুক্তির অযোগ্য জীবগণ চতুর্বিধ—দৈত্য, রাক্ষস, পিশাচ এবং অধম মনুষ্য। উহারা সকলেই তমোযোগ্য বলিয়া প্রকীর্তিত। উহারা দ্বিধা অবস্থিত—প্রাপ্তান্ধতম এবং সৃতিসংস্থ।"[১] স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী বলিয়াছেন, "এই আচার্যের মতে, জীব তিন প্রকার—প্রথম প্রকার যাঁহারা ইহলোকের কর্মফলে অনন্ত বৈকুণ্ঠ লাভ করেন। দেবতা, পিতৃগণ, ঋষিগণ, রাজা ও সাধুগণ এই প্রথম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। তৃতীয় শ্রেণীর জীবের অনন্ত নরক। পাপের ফলে তাহাদিগকে অনন্ত নরক ভোগ করিতে হইবে। বিষ্ণুদ্বেষী, বৈষ্ণবদ্বেষী, বেদদ্রোহী, ভগবদ্‌দ্রোহী, প্রভৃতি এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। দ্বিতীয় শ্রেণীর (জীবের) এই উভয়ের কোনটিই লাভ হইবে না। তাহারা সংসারে নিয়ত পরিভ্রমণ করিতে থাকিবে। জন্মমৃত্যুর হাত কখনও ইহারা অতিক্রম করিতে পারিবে না।"[২]

নিত্যসংসারবন্ধনের কিংবা অনন্তনরকবাসের কথা কোন প্রাচীন পাঞ্চরাত্রসংহিতায় পাওয়া যায় না। 'পরমতত্ত্বনির্ণয়প্রকাশসংহিতা' এক অতি অর্বাচীন সংহিতায় নিত্যবদ্ধ জীবের উল্লেখ আছে। উহাতে আছে যে জীব চতুর্বিধ—মুক্ত, মুক্তিযোগ্য নিত্যবদ্ধ এবং তমোযোগ্য।[৩] তমোযোগ্যদিগের কেহ কেহ তমঃ প্রাপ্ত হইয়া থাকিবে। তাহারা, মধ্বের ভাষায়, "প্রাপ্তান্ধতম।" ঐ সংহিতা আমরা দেখি নাই। সুতরাং যাহারা অন্ধতম প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাদিগকে অনন্তকাল তথায় থাকিতে হইবে বলিয়া উহাতে আছে কিনা জানি না। সুতরাং উহাতে অনন্তনরকবাদ স্বীকৃত হইয়াছে কিনা বলিতে পারি না। মধ্ব 'প্রকাশসংহিতা' নামে এক গ্রন্থ হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। "জীবগণ স্বভাবতঃ ত্রিধা উত্তম, মধ্যম ও অধম। তন্মধ্যে দেবাদি উত্তম, মর্ত্যমধ্যগণ মধ্যম এবং অসুরাদি অধম। উহাদের অন্যথাভাব হয় না। শরীরসমূহের অন্যথাত্ব (বা পরিবর্তন) হইলে উহারা পুনরায় স্ব স্ব জাতিতেই আগমন করে। উত্তমগণ মুক্তিযোগ্য, মধ্যমগণ সৃতিযোগ্য এবং অপরে অন্ধতমোযোগ্য। পরন্তু (মুক্তির কিংবা অন্ধতমের) প্রাপ্তি সাধনের পূর্তি হইলেই (হইয়া থাকে)। পূর্তির অভাবে সকলেরই অনাদি

১) 'তত্ত্বসংখ্যান', মধ্ব প্রণীত ('বেদান্তদর্শনের ইতিহাসে'ধৃত, ৫৪৬ পৃষ্ঠা)
২) 'বেদান্তদর্শনের ইতিহাস', ৫৪৬ পৃষ্ঠা।
৩) পূর্বে দেখ।

(? অনন্ত) কাল সংস্থতি হয় বলিয়া স্মৃত হয়। হরির ইচ্ছায় সকলের পূর্তি নিশ্চয় নিত্যকাল হয় না। সেই হেতু এই অনাদি সংসার নিত্য চলিতেছে। মিথ্যাজ্ঞানাদি সমস্তই অধম জীবদিগের স্বাভাবিক গুণ বলিয়া জ্ঞেয়। মিশ্রিত গুণসমূহ মর্ত্যমধ্যদিগের এবং তত্ত্বজ্ঞান-বিষ্ণুভক্ত্যাদি দেবতাদিগের স্বাভাবিক গুণ বলিয়া জ্ঞেয়।" ইত্যাদি।[১] এইখানে নিত্যবদ্ধবাদ ও অনন্তনরকবাদের উল্লেখ আছে। পরন্তু 'প্রকাশসংহিতা' নামে কোন পাঞ্চরাত্রসংহিতা ছিল বলিয়া শ্রেডারের পাঞ্চরাত্রসংহিতার সূচীতে নাই, অপর কোথা হইতেও আমরা জানিতে পারি নাই।[২] অতি অর্বাচীন 'বৃহদ্‌ব্রহ্মসংহিতা'য় অনন্তনরকের উল্লেখ আছে। 'গীতা'র উক্ত আসুরী প্রকৃতির লোকদিগকে লক্ষ্য করিয়া[৩] উহাতে বলা হইয়াছে যে তাহারা

"ভুক্ত্বা ভোগান্ পতন্ত্যন্ধে নরকে ঘোরসঙ্কটে।
তামসীং যোনিমাসাদ্য নাবর্তন্তে হ্যধোগতাঃ॥"[৪]

'ভোগসমূহ ভোগ করত তামসী যোনি প্রাপ্ত হইয়া ঘোরসঙ্কটময় অন্ধনরকে নিপতিত হয়। (এই প্রকারে) অধোগত (উহারা তথা হইতে আর) নিশ্চয় আবর্তন করে না।' সুতরাং উহারা সেই অন্ধনরকে অনন্তকাল পড়িয়া থাকে।

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী মনে করেন যে হয়ত খ্রীষ্টধর্মমতের অনুকরণে আচার্য মধ্ব অনন্তনরকবাদ কল্পনা করিয়াছেন। "খ্রীষ্টানের মতে যাহারা খ্রীষ্টমতাবলম্বী নহে, তাহারাই অনন্তনরক ভোগ করিবে। এইরূপ মধ্ব মতেও বৈষ্ণববিদ্বেষীর অনন্তনরক। হইতে পারে—এই বিষয়ে মধ্ব খৃষ্টান মতের প্রভাবে প্রভাবিত হইয়াছিলেন।"[৫] ঐ অনুমান সত্য মনে হয় না। কেননা, ভাগবতধর্মের প্রাচীন গ্রন্থসমূহে প্রকারান্তরে অনন্তনরকের কথা আছে। যথা, 'গীতা'য় বিবৃত হইয়াছে যে ভগবানের প্রকৃতি ত্রিবিধ—দৈবী, আসুরী ও রাক্ষসী; আসুরী ও রাক্ষসী প্রকৃতি মোহিনী (বা মোহকরী)। আর দৈবী প্রকৃতি মোহনাশিনী ভগবানের ঐ ত্রিবিধ প্রকৃতি আশ্রয় করত মনুষ্যগণ তত্তৎ প্রকৃতির হয়। আসুরী ও রাক্ষসী প্রকৃতিকে আশ্রয়কারী মনুষ্যগণ "মূঢ়" বা মোহগ্রস্ত। তাহারা ভগবান্‌কে অবজ্ঞা করে। আর দৈবী প্রকৃতিকে আশ্রয়কারী মনুষ্যগণ "মহাত্মা"। তাহারা ভগবান্‌কে অনন্যচিত্তে ভজন করে।[৬] পরে ঐ সকল প্রকৃতির মনুষ্যের "সম্পদ্" বা গুণসমূহ বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করত ইহা বলা হইয়াছে যে "দৈবী সম্পদ্ বিমোক্ষায় নিবন্ধায়াসুরী মতা" ("দৈবী সম্পদ্

---

১) 'গীতাতাৎপর্যনির্ণয়', ৩।২৭—৩৫ (গ্রন্থাবলী, ৬৯৫'২ পৃষ্ঠা)

২) 'পরমতত্ত্বপ্রকাশসংহিতা'কে মধ্ব 'প্রকাশসংহিতা' নামে উল্লেখ করিয়াছেন বলিয়া অনুমান করিবার হেতু পাই নাই।

৩) আসুরী প্রকৃতি লোকের 'গীতা'য় প্রদত্ত বিবরণের কতেকাংশ 'বৃহদ্‌ব্রহ্মসংহিতা'য় অনূদিত হইয়াছে। বৃহদ্‌ব্রহ্মসং, ৪।১০।১৭'২-১৮=গীতা, ১৬।১৪'২-১৫

৪) বৃহদ্‌ব্রহ্মসং, ৪।১০।২১

৫) 'বেদান্তদর্শনের ইতিহাস', ৫৪৬ পৃষ্ঠা।

৬) গীতা, ৯।১১-৪ পরে আসুরী প্রকৃতি ও রাক্ষসী প্রকৃতিকে পৃথক গণনা করা হয় নাই। তাই বলা হইয়াছে যে "এই লোকে দুই প্রকার প্রাণীর সৃষ্টি (দেখা যায়) দৈব এবং আসুর।" (ঐ, ১৬।৬'১)

বিমোক্ষের হেতু এবং আসুরী (ও রাক্ষসী) সম্পদ্ নিবন্ধনের হেতু বলিয়া (তত্ত্বজ্ঞব্যক্তিগণ কর্তৃক) বিবেচিত হয়'।[১] 'নিবন্ধ' শব্দের অর্থ, আচার্য শঙ্কর বলেন, 'নিয়ত বন্ধ'। আসুরী (ও রাক্ষসী) প্রকৃতির মনুষ্যগণের গতি সম্বন্ধে কৃষ্ণ আরও পরিষ্কার করিয়া বলেন, "অশুভ-কর্মকারী, ক্রূর এবং (আমাকে) দ্বেষকারী সেই নরাধমগণকে আমি সতত সংসরণশীল আসুরী যোনিসমূহে নিক্ষেপ করি। হে কৌন্তেয়, আসুরী যোনি লাভ করিয়া তাহারা প্রত্যেক জন্মেই মোহগ্রস্ত থাকে এবং (সেইহেতু) আমাকে না পাইয়া (পরের জন্মে) তাহা হইতেও অধমগতি প্রাপ্ত হয়।"[২] এইরূপে দেখা যায় গীতার মতে দৈব-প্রকৃতির ব্যক্তিগণ ভগবদ্-ভক্তিপরায়ণ; তাহারা পুণ্যকর্ম করে এবং তাহার ফলে জন্মজন্মান্তরে ক্রমে উর্ধ্বগতি লাভ করে; পরিশেষে ভগবানের দর্শনলাভ করত মুক্তিলাভ করে। পক্ষান্তরে আসুরী প্রকৃতির লোকগণ ভগবদ্দ্বেষী হয়; তাহারা পাপকর্ম করে এবং তাহার ফলে জন্মে জন্মে ক্রমে অধোগতি প্রাপ্ত হয়; তাহারা কখনও ভগবানের দর্শন পায় না, সুতরাং মুক্তিলাভও করে না; তাহারা সংসারে নিত্য বদ্ধ থাকে। উহাদের কেহ কেহ অবশ্য নরকেও গমন করে। পরন্তু সেখানে অনন্তকাল থাকে কিনা গীতায় তাহা পরিষ্কার উক্ত হয় নাই, নারায়ণীয়াখ্যানে হইয়াছে।

"কর্মণা মনসা বাচা যো দ্বিষ্যাদ্বিষ্ণুমব্যয়ম্।
মজ্জন্তি পিতরস্তস্য নরকে শাশ্বতীঃ সমাঃ ॥
যো দ্বিষ্যাদ্বিবুধশ্রেষ্ঠং দেবং নারায়ণং হরিম্।
কথং নাম ভবেদ্দ্বেষ্য আত্মা লোকস্য কস্যচিৎ ॥"[৩]

যে মন, বাণী ও কর্ম দ্বারা অব্যয় বিষ্ণুকে দ্বেষ করে, তাহার পিতৃপুরুষগণ শাশ্বতীকালনরকে নিমগ্ন থাকে। যে বিবুধশ্রেষ্ঠ দেব নারায়ণ হরিকে দ্বেষ করে (তাহার অধোগতি ও নরকবাস কেন হইবে না? অধিকন্তু) লোকের আত্মা কি প্রকারে কাহারও দ্বেষ্য হইতে পারে?' ভগবদ্দ্বেষীর পিতৃপুরুষগণের যদি অনন্তনরক প্রাপ্তি হয়, তবে তাহারও অবশ্যই হইবে। এইরূপে ইহা বলা যাইতে পারে যে বিষ্ণুদ্বেষীর অনন্তকাল নরকে বাসের কথা মধ্ব ভাগবতধর্মের প্রাচীন গ্রন্থ হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। তবে তিনি উহা আরও ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করিয়াছেন। অদ্বৈতবাদীর অনন্তনরকবাস সম্বন্ধে মধ্ব 'স্কন্দপুরাণে'র নাম দিয়া একটা বচনও অনুবাদ করিয়াছেন।[৪] উহার মতে,—এই জগৎপ্রবাহ,—সৃষ্ট্যাদি, সংসৃতি, মুক্তি, দেব-ঋষিপ্রভৃতি জীব-ভেদ, পৃথিব্যাদি-লোকভেদ, সমস্তই—অনাদি এবং অনন্ত, সুতরাং সত্য—কখনও

১) গীতা, ১৬।৫·১

২) ঐ, ১৬।১৯—২০ 'গীতা'র অন্যত্র আছে সত্ত্বগুণবৃত্তস্থ লোকগণ ক্রমে উর্দ্ধে গমন করে, তমোগুণবৃত্তস্থ লোকগণ ক্রমে অধোগমন করে, এবং রজোগুণবৃত্তস্থ লোকগণ মধ্যে স্থিত থাকে। (গীতা, ১৪।১৮)

৩) মহাভা, ১২।৩৪৬।৬—৭ মধ্ব এই বচনের শেষ পঙক্তির ভিন্ন পাঠ ধরিয়াছেন, "কথং স ন ভবেদ্দ্বেষ্য আলোকান্তস্য কস্যচিৎ।" (গীতা, ৯।১২ মধ্বভাষ্য)

৪) 'ভাগবততাৎপর্যনির্ণয়' ৩।১১।১৩ (গ্রন্থাবলী, ৮১৬·২ পৃষ্ঠা)।

মিথ্যা নহে। যাহারা ঐ সকলকে মিথ্যা বলিয়া মনে করে, তাহারা "সর্বহন্তা"; তাহারা অন্ধতমে গমন করে।

"সর্বব্রহ্মত্ববেত্তারো জীবব্রহ্মত্ববেদিনঃ।
অন্যসাম্যবিদো বিষ্ণোর্বিষ্ণুদ্বেষ্টার এব চ॥
সর্বে যান্তি তমো ঘোরং ন চৈষামুত্থিতিঃ ক্বচিৎ।"

'যাহারা সমস্ত জগৎপ্রপঞ্চকে ব্রহ্ম বলিয়া জানে, যাহারা জীবকে ব্রহ্ম বলিয়া জানে, যাহারা অন্য (কোন দেবতাকে) বিষ্ণু সমান বলিয়া মনে করে এবং যাহারা বিষ্ণুদ্বেষী, তাহারা সকলেই ঘোর তমে গমন করে। (তথা হইতে) তাহাদের উত্থিতি হয় না।' অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন "সর্ব হইতে ভিন্ন তাঁহাকে যাহারা গুণবুদ্ধি হেতু নিজের সহিত ঐক্যরূপে মানিবে, তাহারা কৃপণ। তাহারা অন্ধ তমে নিপতিত হয়। তাহাতে কোন সংশয় নাই। নিত্য অতিশয় দুঃখী তাহাদিগের কখনও উত্থিতি হয় না।"[১] যেহেতু নরক হইতে তাহাদের কখনও উত্থিতি হয় না সেইহেতু তাহারা অনন্ত কাল পড়িয়া থাকিয়া দুঃখ ভোগ করে।

ভাগবতধর্মের মতে ভগবানের এক মহিমা এই যে তিনি সর্বত্র সমদৃষ্টি,—তাঁহার দ্বেষ্য কিংবা প্রিয় কেহই নাই; তিনি সর্বভূতের সুহৃৎ এবং সেইহেতু সর্বভূতের হিতে সর্বদা নিরত।[২] নিত্যবদ্ধবাদ ও অনন্তনরকবাদ স্বীকার করিলে ভগবানের ঐ মহিমা ব্যাহত হয়। সেই কারণে মনে হয় গীতার এবং নারায়ণীয়াখ্যানের তদ্বিষয়ক পূর্বোক্ত বচনসমূহ অর্থবাদমাত্র,—ভয়ানক বাক্যমাত্র। উহাদের উদ্দেশ্য ছিল লোককে ভয় দেখাইয়া কুপথ হইতে নিবৃত্ত করা। সুতরাং উহারা যথার্থ বাক্য নহে। পরন্তু মধ্ব উহাদিগকে যথার্থবাক্যরূপে গ্রহণ করেন। 'গীতা'য় যোগভ্রষ্টের "শাশ্বতী সমা" পুণ্যকারীদিগের লোকসমূহে বাস করার পর ইহলোকে পুনঃ জন্মগ্রহণ করার কথা আছে।[৩] সুতরাং ঐখানে 'শাশ্বতী সমা' পদ উহার আক্ষরিক অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই। অতি সুদীর্ঘ কালকেই আপেক্ষিক দৃষ্টিতে 'শাশ্বতী' সমা' বলা হইয়াছে। পরন্তু মধ্ব আক্ষরিক অর্থেই উহাকে গ্রহণ করিয়াছেন। তাই তিনি মনে করেন যে ভগবান্ "সাত্ত্বিক ব্যক্তিদিগেরই অনুগ্রাহক।" উহার সমর্থনে তিনি 'ব্রহ্মদর্শন' নামক এক গ্রন্থ হইতে একটা বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, "পরদেব নির্গুণ হইলেও সাত্ত্বিক দেবগণকে ও মনুষ্যগণকে অনুগ্রহ করেন; এবং মধ্য (প্রকৃতির) মনুষ্যগণকে উপেক্ষা করত অসুরগণকে ক্লেশ প্রদান করেন।"[৪] পক্ষান্তরে কোন কোন বৈষ্ণবসম্প্রদায় ইহা মানিতে আরম্ভ করেন যে ভগবান্ অহৈতুকী কৃপা করেন। "(বিষ্ণু)ভাগবতপুরাণে" আছে যে ভগবানের প্রতি দ্বেষ করিয়াও লোকে মুক্তিলাভ করিতে পারে তাহার দৃষ্টান্ত শিশুপালাদি।[৫] মধ্ব ঐগুলিকেও অর্থবাদ মনে করেন। তাঁহার সাম্যকথনও তিনি সেই প্রকার বলিয়া মনে করেন।[৬]

---

১) 'গীতাতাৎপর্যনির্ণয়' ২।৫০-১ (গ্রন্থাবলী, ৬৯৩'১ পৃষ্ঠা)।

২) পূর্বে দেখ। আরও দেখ,—"সর্বভূতহিতায়াসৌ স্থিতঃ সকলনিষ্কলঃ)"—(বিষ্ণুসং, ৩।৪২'১)

৩) গীতা, ৬।৪১ ৪) ঐ, ১০।২৬ (গ্রন্থাবলী, ৭৯৫ পৃষ্ঠা)

৫) (বিষ্ণু)ভাগপু, ৭।১।২৫-৩১

৬) মধ্ব বলেন, "ভক্তিপ্রিয়ত্বজ্ঞাপনার্থং নিত্যধ্যানস্তুত্যর্থং চ, স্বভক্তস্য কদাচিচ্ছাপবলাৎ দ্বেষিণোঽপি ভক্তিফলমেব ভগবান্ দদাতীতি। ভক্তা এব হি তে পূর্বং শিশুপালাদয়ঃ শাপবলাদ্ দ্বেষিণঃ। তৎপ্রশ্নপূর্বং পার্ষদত্বশাপাদি-

(৬) মধ্ব বলিয়াছেন, মোক্ষ একমাত্র ভগবানের প্রসাদেই লাভ করা যায়, অন্য কোন প্রকারে নহে। জীবের ভক্তি দ্বারা প্রসন্ন হইয়া ভগবান্ বিষ্ণু কৃপা করিয়া তাহাকে মোক্ষ দিতে পারেন, পরন্তু অপর কেহ জীবকে মুক্ত করিতে পারে না।[১] তিনি আরও বলিয়াছেন যে

"বিষ্ণুর্হি দাতা মোক্ষস্য বায়ুশ্চ তদনুজ্ঞয়া।
মোক্ষো জ্ঞানং চ ক্রমশো মুক্তিগো ভোগ এব চ॥
উত্তরেষাং প্রসাদেন নীচানাং নান্যথা ভবেৎ।
সর্বেষাং চ হরির্নিত্যং নিয়ন্তা তদ্বশাঃ পরে॥[২]

'বিষ্ণুই মোক্ষের দাতা। তাঁহার অনুজ্ঞায় বায়ুও মোক্ষের দাতা। মোক্ষানুকুল ভোগ,[৩] জ্ঞান এবং মোক্ষ—এই সমস্ত ক্রমশঃ উত্তরের অর্থাৎ বায়ুর) প্রসাদে অবরলোকগণের লাভ হয়; অন্যথা হয় না। (তবে তিনিও হরির আজ্ঞাধীন। সুতরাং) হরিই সকলের নিত্য নিয়ন্তা। অপর সকলে তাঁহার অধীন।' জীবের মুক্তি যে সর্বতোভাবে ভগবান্ বিষ্ণুর অধীন,—তাঁহার কৃপা ব্যতীত যে কাহারও মুক্তিলাভ হইতে পারে না, তাহা পাঞ্চরাত্রশাস্ত্রে পাওয়া যায়। পরন্তু বায়ুর প্রসাদ ব্যতীত যে কাহারও জ্ঞান এবং মুক্তি লাভ হইতে পারে না, এই প্রকার কথা উপলব্ধ কোন পাঞ্চরাত্রসংহিতায় আমরা পাই নাই। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী মনে করেন যে এইখানে মধ্বমতের উপর খ্রীষ্টমতের প্রভাব আছে বোধ হয়।[৪] খ্রীষ্টের অনুযায়িগণ মনে করেন যে যিশুখ্রীষ্টের শরণ গ্রহণ ব্যতীত কাহারও মুক্তি হইতে পারে না। মধ্ব এবং তদনুযায়িগণ সেই প্রকারে মনে করেন বায়ুর প্রসাদ ব্যতীত কাহারও মুক্তি লাভ হইতে পারে না। মধ্ব বায়ুর অবতার বলিয়া তাঁহার সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রসিদ্ধি আছে। তিনি নিজেও স্বীকার করিয়াছেন যে তিনি বায়ুর তৃতীয় তনু ("তনুস্তৃতীয়া পবনস্য সা")।[৫] সুতরাং ঐ উক্তির তাৎপর্য এই মনে হয় যে মধ্বের শরণগ্রহণ

কথনাচ্চিতজ্জ্ঞায়তে। অন্যথা কিমিতি তদপ্রস্তুতমুচ্যতে? ভগবতঃ সাম্যকথনং তু দ্বেষিণামপি দ্বেষমনিরূপ্য পূর্বতনভক্তিফলমেব দদাতীতি জ্ঞাপয়িতুম্" ইত্যাদি। (গীতা, ৯।১২ মধ্বভাষ্য)

১) 'মহাভারততাৎপর্যনির্ণয়', ১।৭৭-৮ (গ্রন্থাবলী, ৯৩১·২ পৃষ্ঠা)।

২) ঐ, ১।৭৯—৮০ (গ্রন্থাবলী, ৯৩১·২ পৃষ্ঠা)

৩) সাধারণতঃ ভোগ জ্ঞানোদয়ের, সুতরাং মোক্ষলাভের, প্রতিবন্ধক। পরন্তু মধ্ব বলেন যে এমন ভোগও আছে, যাহা উহাদের প্রতিবন্ধক না হইয়া বরং অনুকূল হয়। সেই প্রকার ভোগকেই তিনি "মুক্তিগ ভোগ বলিয়াছেন। ঐ প্রকারের কথা গীতায়ও আছে। কৃষ্ণ বলিয়াছেন যে কাম নরকের তিন দ্বারের অন্যতম। (গীতা, ১৬।২) তিনি আরও বলিয়াছেন যে নরকের অপর দুই দ্বার লোভ এবং ক্রোধও কাম-প্রসূত। (ঐ, ৩।৩৭-৯) তাই তিনি কাম ত্যাগ ব্যতীত শান্তি লাভ হইতে পারে না, কামত্যাগীই শান্তি লাভ করে। (ঐ, ২।৭০-১) পরন্তু তিনি আবার ইহাও বলিয়াছেন যে "ধর্মাবিরুদ্ধো ভূতেষু কামোঽস্মি" ('প্রাণিদিগের মধ্যে ধর্মের অবিরুদ্ধ কামও আমি' (ঐ, ৭।১১·২)

৪) 'বেদান্তদর্শনের ইতিহাস', ৫৪৬ পৃষ্ঠা।

৫) 'মহাভারততাৎপর্যনির্ণয়' ৩২।১৭৬·১ (গ্রন্থাবলী, ১৭২·১ পৃষ্ঠা); আরও দেখ ঐ, ৩২।১৮১·২ (ঐ, ১১৭৬·১ পৃষ্ঠা)। মধ্ব এই বলিয়া বায়ুর প্রশংসা করিয়াছেন যে "ন কশ্চিদ্বায়ুনা সমঃ" ('কেহই বায়ুর সমান নহে')। (ঐ, ১।৭৪·১) (ঐ, ৯৩১·১ পৃষ্ঠা) আরও দেখ—বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ভাষ্যের উপসংহার (গ্রন্থাবলী ৫৩৩·২ পৃষ্ঠা)

ব্যতীত কাহারও মুক্তি হইতে পারে না। অন্যত্র মধ্ব স্পষ্টতঃ বলিয়াছেন, যে হনুমান, ভীম ও মধ্ব—বায়ুর রূপত্রয় জানে, সে বেদবিদ্ এবং সে, তাঁহার প্রসাদে, তত্ত্ববিদ্‌ও হইবে। ঐ নামত্রয়ের রূপক ব্যাখ্যাও তিনি করিয়াছেন।[১] সুতরাং তাহাতে মধ্ব প্রকারান্তরে ইহা বলিয়াছেন যে তাঁহার প্রসাদ ব্যতীত তত্ত্বজ্ঞানলাভ হইবে না।

(৭) জয়াখ্যসাত্বতাদি প্রাচীনতম পাঞ্চরাত্রসংহিতাসমূহে অভেদ=উপাসনার সুস্পষ্ট বিধান আছে। রামানুজের ন্যায় মধ্বও তাহা মানেন নাই। তিনি বলিয়াছেন, "সর্ব হইতে ভিন্ন ঈশ্বরেশ্বরকে যে জীব হইতে অভেদভাবে স্মরণ করে, সে নিত্য অতিশয়দুঃখদ ঘোর অন্ধকার তমে গমন করে। পরন্তু যে সর্বোত্তম বিষ্ণুকে সর্ব হইতে ভিন্ন বলিয়া জানে, সে বাসুদেবের প্রসাদে নিত্যানন্দে গমন করে।[২]

'বৃহদ্‌ব্রহ্মসংহিতা' নামক এক অর্বাচীন পাঞ্চরাত্রসংহিতায় আছে

"যোঽসৌ তৃতীয়ঃ পরতন্ত্রয়োর্দ্বয়োঃ
স্বতন্ত্রসর্বজ্ঞচিদেকবিগ্রহঃ।"[৩]

অর্থাৎ ব্রহ্ম সর্বজ্ঞ এবং চিদেকবিগ্রহ। তিনি স্বতন্ত্র, আর জীব ও জগৎ পরতন্ত্র,—ব্রহ্মতন্ত্র জীব ও জগৎ এই দুই অপেক্ষায় ব্রহ্ম তৃতীয়। আচার্য মধ্বের মতও প্রায় সেই প্রকার,—পরন্তু ঐ গ্রন্থে ঐ বচনের অব্যবহিত পূর্বের শ্লোকে উক্ত হইয়াছে ব্রহ্ম "অদ্বয়শব্দবেদ্য।"[৪]

অচিন্ত্যভেদাভেদ মত ও পাঞ্চরাত্রসংহিতা

চৈতন্যদেবের অনুযায়ী বৈষ্ণবগণ অচিন্ত্যভেদাভেদবাদী বলিয়া খ্যাত। তাঁহারা আপনাদিগকে মুখ্যতয়া '(বিষ্ণু)ভাগবতপুরাণে'র অনুযায়ী বলিয়া ঘোষণা করেন। উহাই তাঁহাদের বেদ। উহা তাঁহাদের মতে "সর্বশাস্ত্রচক্রবর্তীপদ=প্রাপ্ত"। উহারও আবার তাঁহারা আপনাদের মনোমত ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। তাহার সমর্থনার্থ তাঁহারা অপরাপর পুরাণসমূহ হইতে, তথা পাঞ্চরাত্রতন্ত্রসমূহ হইতেও, স্বল্পবিস্তর সহায়তা গ্রহণ করিয়া থাকেন। পরন্তু তাহার বিরুদ্ধ হইলে অপর কোন প্রমাণ তাঁহারা গ্রহণ করেন না। কেননা, তাঁহাদের মতে, উহাই "সমস্ত প্রমাণসমূহের চক্রবর্তীভূত" এবং অপর সমস্ত শাস্ত্রের উপমর্দক। সুতরাং তাঁহাদিগকে ঠিক পাঞ্চরাত্রবাদী বলা যায় না। তাঁহাদের সর্বমূল সিদ্ধান্ত তিনটি,—

(১) কৃষ্ণই পরমতত্ত্ব,—স্বয়ং ভগবান্।

(২) পরমতত্ত্বের তিন রূপ,—ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্; (রূপত্রয়বাদ)

এবং

(৩) পরমতত্ত্বের পরা শক্তির তিনরূপ—বিষ্ণুশক্তি, ক্ষেত্রজ্ঞশক্তি ও অবিদ্যাশক্তি; অথবা পরা বা স্বরূপশক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তি; স্বরূপশক্তি অন্তরঙ্গা, জীবশক্তি তটস্থা, আর মায়াশক্তি বহিরঙ্গা। (শক্তিত্রয়বাদ)

---

১) ঐতরেয়োপনিষদ্‌ভাষ্য, ২।২ (মধ্ব গ্রন্থাবলী, ৩৮৫·২ পৃষ্ঠা) এই বচনটা নাকি 'ঐতরেয়সংহিতা'র।

২) বৃহদারণ্যকোপনিষদ্‌ভাষ্যের ও ছান্দোগ্যোপনিষদভাষ্যের উপসংহার দেখ। (গ্রন্থাবলী, ৫৩৩·২ ও ৬১৯·২—২০৬ পৃষ্ঠা)।

৩) বৃহদ্‌ব্রহ্মসং, ১।১।১৮·১ ৪) ঐ, ১।১।১৭·২

প্রথম দুইটি ('(বিষ্ণু) ভাগবতপুরাণে' আধারে কল্পিত[১] আর অপরটি 'বিষ্ণুপুরাণ' হইতে গৃহীত।[২] জীবগোস্বামী বলেন,[৩] পরমতত্ত্বের শক্তি অচিন্ত্য। উহা কল্পিত নহে, বাস্তব; আবার আগন্তুক নহে, স্বাভাবিক। ব্রহ্মের শক্তি যে অচিন্ত্য ও স্বাভাবিক, তাহা '(বিষ্ণু)ভাগবতপুরাণে এবং 'বিষ্ণুপুরাণে' উক্ত হইয়াছে।[৪] 'অচিন্ত্য শব্দের' অর্থ, আচার্য শ্রীধরস্বামী বলেন, "তর্কাসহ" অথবা "অচিন্ত্যা ভিন্নাভিন্নত্বাদিবিকল্পৈশ্চিন্তয়িতুমশক্যাঃ কেবলমর্থাপত্তিজ্ঞান-গোচরাঃ"।[৫] ব্রহ্মের শক্তি যে "অতর্ক্য", তাহা '(বিষ্ণু) ভাগবতপুরাণেও' আছে;[৬] এবং উহা যে স্বাভাবিক তাহা শ্রুতিতেও আছে।[৭] এইরূপে দেখ, ব্রহ্মের শক্তির স্বরূপ অচিন্ত্য এবং ব্রহ্মের সহিত উহার সম্পর্ক,—উহা ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন কি অভিন্ন তাহা অচিন্ত্য। তাহাতে ঐ মতবাদ অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ' নামে খ্যাত হয়। ব্রহ্মের শক্তি যে অচিন্ত্য এবং স্বাভাবিক তাহা আচার্য ভাস্কর এবং আচার্য নিম্বার্কও বলিয়াছেন।[৮] ভাস্করও বলিয়াছেন ব্রহ্মের ঐ শক্তি ত্রিবিধ—নিয়ন্তৃশক্তি, ভোক্তৃশক্তি ও ভোগ্যশক্তি,—ভোক্তৃশক্তি চেতন এবং জীবরূপে অবস্থান করে, আর ভোগ্যশক্তি অচেতন এবং আকাশাদিরূপে পরিণাম প্রাপ্ত হয়।[৯] তিনি ও নিম্বার্ক উভয়েই শক্তি-বিক্ষেপোসংহারাত্মক পরিণাম মানেন।[১০] তাঁহারা ভেদাভেদবাদী বা দ্বৈতাদ্বৈত-বাদী বলিয়া খ্যাত।

এই মাত্র পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে অচিন্ত্যভেদাভেদবাদিগণ কখন কখন প্রমাণও উদ্ধৃত করিয়া থাকেন। পরন্তু ঐ সকল প্রমাণের কোনটাই কোন প্রাচীন পাঞ্চরাত্রসংহিতার নহে। তাহাতে মনে হয়, তাঁহাদের মতবাদের কিছুই আদ্য পাঞ্চরাত্রসংহিতাসমূহে নাই। ব্যূহবাদ ও অবতারবাদ উহাদিগেতে বিবৃত আছে সত্য। পরন্তু অচিন্ত্যভেদাভেদবাদিগণ ঐ বাদদ্বয়কে যে প্রকারে ব্যাখ্যা করেন সেই প্রকারে উহাদিগেতে নাই। যাহা হউক, ঐসকল বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা আমরা এখানে করিব না। অচিন্ত্যভেদাভেদবাদী আচার্যগণ স্বয়ং

১) (বিষ্ণু)ভাগপু, ১।২।১১ ও ১।৩।২৮'১ ২) বিষ্ণুপু,

৩) 'ভগবৎসন্দর্ভ, ('শ্রীভাগবতসন্দর্ভ', জীবগোস্বামী প্রণীত, শ্যামলাল গোস্বামী কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত, কলিকাতা, ১৮২২ শকাব্দ, পৃষ্ঠা ৬২)

শক্তিশ্চ সা ত্রিধা—অন্তরঙ্গা বহিরঙ্গা তটস্থা চ। তত্রান্তরঙ্গয়া স্বরূপশক্ত্যাখ্যয়া পূর্ণেনৈব স্বরূপেণ বৈকুণ্ঠাদি-স্বরূপবৈভবরূপেণ চ তদবতিষ্ঠতে, তটস্থয়া রশ্মিস্থানীয়চিদেকাত্মশুদ্ধজীবরূপেণ, বহিরঙ্গয়া মায়াখ্যয়া প্রতিচ্ছবিগত-বর্ণশাবল্যস্থানীয়তদীয়বহিরঙ্গবৈভবজড়াত্মপ্রধানরূপেণ চেতি চতুর্ধাত্বম্। অতএব তদাত্মকত্বেন জীবস্যৈব তটস্থ-শক্তিত্বং প্রধানস্য চ মায়ান্তর্ভুতত্বমভিপ্রেত্য শক্তিত্রয়ং শ্রীবিষ্ণুপুরাণে গণিতম্।" (ঐ, ৬৫—৬ পৃষ্ঠা)

৪) (বিষ্ণু)ভাগপু, ৩।৩৩।৩ ও ১১।৩।৩৭; বিষ্ণুপু, ১।৩।১-২

৫) "অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবাস্তান্ন তর্কেন সাধয়েৎ।
প্রকৃতিভ্যঃ পরং যত্তু তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্॥"—(মহাভা, ৬।৫।১২

"যে ভাবা জগজ্জন্মোপাদাননিমিত্তপরিণামধর্মাধর্মাদয়ঃ পদার্থাশ্চিন্তয়িতুমযোগ্যাঃ।"—(নীলকণ্ঠ)

৬) (বিষ্ণু)ভাগপু, ৩।৩৩।৩ ৭) শ্বেতউ, ৪।১০; ৬।৮

৮) 'ব্রহ্মসূত্রে'র ভাস্করভাষ্য, ১।৪।২৫. ২।১।১৪; নিম্বার্কভাষ্য, ১।১।১ ও ৪

৯) 'ব্রহ্মসূত্র' ২।১।২৭

১০) ভাস্করভাষ্য, ১।৪।২৫; ২।১।১৪ ও ২; নিম্বার্কভাষ্য, ১।৪।২৬

তাঁহাদের মতবাদের ও পাঞ্চরাত্র মতের যে যে ভেদ বা ঐক্য নির্দেশ করিয়াছেন, তাহার কিছু কিছু এখানে প্রদর্শন করিব।

(১) অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ মতে,[১] কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্,—অবতার নহে, অবতারী অথবা আরও বলিতে, অবতারীর অবতারী। ভগবানের নানাবিধ অবতারসমূহের বর্ণনার পর '(বিষ্ণু) ভাগবতপুরাণে' উক্ত হইয়াছে যে

"এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং।[২]

ইহাঁরা পুরুষের (কেহ কেহ) অংশসমূহ এবং (কেহ কেহ) কলাসমূহ। পরন্তু কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।' পুরুষ ভগবানের আদ্য অবতার।[৩] প্রধানতঃ ঐ বচনদ্বয় মূলে অচিন্ত্যভেদাভেদবাদিগণ ঐ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। উহার সমর্থনে তাঁহারা 'ব্রহ্মসংহিতা'র প্রমাণও দিয়া থাকেন। পরন্তু প্রাচীন পাঞ্চরাত্রসংহিতাসমূহের মতে, কৃষ্ণ পরমতত্ত্ব নহেন, এক অবতার মাত্র; বাসুদেবই পরমতত্ত্ব এবং অবতারী। 'মহাভারতো'ক্ত পাঞ্চরাত্রমতেও তাহাই প্রকৃত তত্ত্ব। পাদ্মাদি কোন কোন পুরাণে নারায়ণকে পরমতত্ত্ব এবং সর্বাবতারী বলা হইয়াছে। জীবগোস্বামী তাহা জানিতেন। পরন্তু ('বিষ্ণু)ভাগবতপুরাণে'র প্রমাণের শ্রেষ্ঠত্ব ও বলবত্ত্ব, তথা তদ্ধেতু অন্যশাস্ত্রপ্রমাণোপমর্দকত্ব, অঙ্গীকার করিয়া তিনি কৃষ্ণকে স্বয়ং ভগবান্ এবং নারায়ণবাসুদেবাদিকে তাঁহার মূর্তিবিশেষসমূহ বলিয়া সিদ্ধ করিয়াছেন।[৪]

(২) জীবগোস্বামী বলেন,[৫] "অকিঞ্চনা", "আত্যন্তিকী", প্রভৃতি বিশেষণ দ্বারা বিশিষ্টা ভক্তি দ্বিবিধা—বৈধী ও রাগানুগা। শাস্ত্রোক্ত বিধিতে প্রবর্তিত ভক্তি বৈধী। উহা একাদশ-বিধ। উহারা যথাক্রমে এই,—(১) শরণাপত্তি, (২) গুর্বাদিসৎসেবা, (৩) শ্রবণ, (৪) কীর্তন, (৫) স্মরণ, (৬) পাদসেবন, (৭) অর্চন, (৮) বন্দন, (৯) দাস্য, (১০) সখ্য এবং (১১) আত্মনিবেদন। "বৈষ্ণবতন্ত্র" হইতে "আনুকূল্যস্য সঙ্কল্পঃ" ইত্যাদি বচন উদ্ধৃত করিয়া তিনি শরণাপত্তির লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন। গুরুসেবা সম্বন্ধে 'নারদপাঞ্চরাত্রে'র এবং পাদসেবন সম্বন্ধে 'অগস্ত্যসংহিতা' ও 'গারুড়সংহিতা'র বচন দিয়াছেন। অর্চনা সম্বন্ধে তিনি বলেন,[৬] তাহা আগমোক্ত-আবাহনাদিক্রমক। সেই মার্গে যদি শ্রদ্ধা থাকে, তবে যে মন্ত্রগুরুকে আশ্রয় করা হইয়াছে,

---

১) কৃষ্ণসন্দর্ভ, ('ভাগবতসন্দর্ভ' পৃষ্ঠা ৩০৯—)   ২) (বিষ্ণু)ভাগপু, ১।৩।২৮।১

৩) (বিষ্ণু)ভাগপু, ১১।৪।৩-৫

৪) জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন, "নন্নু পাদ্মোত্তরখণ্ডাদৌ সর্বাবতারী পরমব্যোমাধিপতির্নারায়ণ এবেতি শ্রূয়তে, পঞ্চরাত্রাদৌ তু বাসুদেবঃ। ন চ স স কৃষ্ণ এবেতি ব্যক্তব্যম্। তত্র স্থানপরিকরনামরূপাণাং ভেদাৎ। তর্হি কথং শ্রীকৃষ্ণস্যৈব সর্বাবতারিত্বং স্বয়ং ভগবত্ত্বং বা? অত্রোচ্যতে। শ্রীভাগবতস্য সর্বশাস্ত্র চক্রবর্তিত্বং" ইত্যাদি। "অতএব কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়মিতি সাবধারণা শ্রুতির্বাধিকেতি যুক্তমেব ব্যাখ্যাতং পূর্বমপি। ততশ্চ তে তু পরমব্যোমাধিপ-নারায়ণবাসুদেবাদয়ঃ শ্রীকৃষ্ণস্যৈব মূর্তিবিশেষা ভবেয়ুঃ।" ('কৃষ্ণসন্দর্ভ') (ভাগবতসন্দর্ভ', ৩৩৮—৯ পৃষ্ঠা) কৃষ্ণদাস কবি-রাজের মতও সেই প্রকার। ('চৈতন্যচরিতামৃত', আদিলীলা, ২য় পরিচ্ছেদ)

ইহা বোধ হয় বলা উচিত যে ঐ মত বৃন্দাবনবাসী গৌড়ীয়বৈষ্ণবদিগেরই। পরন্তু নবদ্বীপবাসী গৌড়ীয়বৈষ্ণব-দিগের মত ভিন্ন মনে হয়। যথা মুরারি গুপ্ত কৃষ্ণকে অবতার মানিয়াছেন। মুরারি জীবগোস্বামী ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ অপেক্ষা প্রাচীন। সুতরাং কৃষ্ণের স্বয়ংভগবত্ত্ববাদ পরে বৃন্দাবনে উদ্ভাবিত হয় বোধ হয়।

৫) 'ভক্তিসন্দর্ভ', ('ভাগবতসন্দর্ভ', পৃষ্ঠা ৫৯২)

৬) 'ভক্তিসন্দর্ভ' (ভাগবতসন্দর্ভ', ৬২৫ পৃষ্ঠা)

তাঁহাকে (তৎসম্বন্ধে) বিশেষভাবে জিজ্ঞাসা করিবে। কেননা, 'লব্ধানুগ্রহ আচার্যাত্তেন সন্দর্শিতাগমঃ' (আচার্য হইতে অনুগ্রহ লাভ করিয়া, তাঁহার দ্বারা সন্দর্শিত আগম) ইত্যাদি বাক্য তাহাই উদাহৃত হইয়াছে।" অনন্তর তিনি বলিয়াছেন

"যদ্যপি শ্রীভাগবতমতে পাঞ্চরাত্রাদিবদর্চনমার্গস্যাবশ্যকত্বং নাস্তি; তদ্বিনাপি শরণাপত্ত্যাদীনামেকতরেণাপি পুরুষার্থসিদ্ধেরভিহিতত্বাৎ; তথাপি" ইত্যাদি

"শ্রীভাগবতমতে পাঞ্চরাত্রাদি(মতের) ন্যায় অর্চনমার্গের আবশ্যকতা নাই। কেননা, তদ্বিনাও শরণাপত্ত্যাদির একটির দ্বারাও পুরুষার্থ সিদ্ধি হয় বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। তথাপি শ্রীনারদাদির মার্গ অনুসরণকারিগণের,—শ্রীগুরুচরণ কর্তৃক দীক্ষাবিধান দ্বারা শ্রীভগবানের সহিত সম্পাদিত সম্বন্ধবিশেষ চিকীর্ষুগণের, দীক্ষা কৃত হইলে, অর্চন করা অবশ্যই উচিত।" এইখানে ভাগবতমতানুযায়ী জীবগোস্বামী পাঞ্চরাত্রশাস্ত্রবিহিত অর্চনপদ্ধতি গ্রাহ্য বলিয়াছেন।

ইহা লক্ষ্য করা উচিত যে জীবগোস্বামী-প্রোক্ত একাদশবিধ বৈধী ভক্তির শ্রবণাদি নয়টি ('বিষ্ণু)ভাগবতপুরাণে' প্রহ্লাদ-কর্তৃক ব্যাখ্যাত নবধা ভক্তি, আর প্রথমটি তাঁহার নিজ স্বীকারোক্তি মতেই পাঞ্চরাত্রসংহিতোক্ত শরণাগতি বা প্রপত্তি। পূর্বে ইহা প্রদর্শিত হইয়াছে যে[১] অহির্বুধ্ন্যাদি পাঞ্চরাত্রসংহিতাসমূহের মতে ভক্তি ও প্রপত্তি ভগবৎপ্রাপ্তির স্বতন্ত্র মার্গ। বেঙ্কটনাথ বলিয়াছেন, কেহ কেহ ভক্তি এবং প্রপত্তির ঐক্যও মানিয়া থাকেন।[২] পরন্তু জীবগোস্বামী বলিয়াছেন শরণাগতি বৈধী ভক্তির সর্বপ্রথম ক্রম। ঐ প্রথম ক্রমের,—পাঞ্চরাত্রোক্ত শরণাগতির অন্তিম স্তর "আত্মনিক্ষেপ", আর বৈধীভক্তির অন্তিম ক্রমও "আত্মনিবেদন।" জীবগোস্বামী উহাদিগকে এই প্রকারে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি বলেন, "আত্মনিক্ষেপ' "কেনাপি দেবেন হৃদি স্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি" তথা করোমি"—এই গোতমীয়তন্ত্রোক্ত প্রকার;"[৩] আর 'আত্মনিবেদন' "দেহাদিশুদ্ধাত্মপর্যন্তস্য সর্বতোভাবেন তস্মিন্নেবার্পণম্" (অর্থাৎ দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রভৃতি আরম্ভ করিয়া শুদ্ধ আত্মা পর্যন্ত সমস্তই সর্বতোভাবে তাঁহাকেই সমর্পণ)। উহার লক্ষণ "আত্মার্থচেষ্টাশূন্যত্বং তন্ন্যস্তাত্মসাধনসাধ্যত্বং তদর্থৈকচেষ্টময়ত্বং চ" (অর্থাৎ আত্মার্থে চেষ্টশূন্যতা, একমাত্র তাঁহারই অর্থে চেষ্টাময়তা এবং নিজের সাধ্য-সাধনত্ব তাঁহাতেই ন্যস্ততা)। "এই আত্মার্পণ নিশ্চয় গো-বিক্রয়ের ন্যায়। যে গো বিক্রয় করিয়াছে, সে বিক্রীত গরুর ভরণপোষণাদির জন্য চেষ্টা করে না। (যাহাকে গো বিক্রয় করা হইয়াছে) তাহাকেই উহার শ্রেয়ঃসাধক করা হইয়াছে। সেই গরু উহারই কর্ম করিবে, বিক্রয়কারীর কর্ম আর করিবে না।"[৪]

(৩) পাঞ্চরাত্রশাস্ত্রোক্ত অর্চনাপদ্ধতিতে অর্চককে প্রথমে ভূতশুদ্ধ্যাদি দ্বারা অর্চ্য দেবতার সঙ্গে নিজের অভেদ ভাবনা করিতে হয়। জীবগোস্বামী বলেন, "তত্র ভূতশুদ্ধির্নিজাভিলষিত ভগবৎসেবৌপয়িক-তৎপার্ষদদেহভাবনাপর্যন্তৈব তৎসেবৈকপুরুষার্থিভিঃ কার্যা নিজানুকূল্যাৎ। এবং যত্র যত্রাত্মনো নিজাভীষ্টদেবতারূপত্বেন চিন্তনং বিধীয়তে তত্র তত্রৈব পার্ষদত্বে গ্রহণং ভাব্যম্। অহংগ্রহোপাসনায়াঃ শুদ্ধভক্তৈর্দৃষ্টত্বাৎ। ঐক্যঞ্চ তত্র সাধারণ্যপ্রায়মেব। তদীয়চিচ্ছক্তিবৃত্তিবিশুদ্ধ-সত্ত্বাংশবিগ্রহত্বাৎ পার্ষদানাম্।"[৫]

---

১) পূর্বে দেখ ২) পূর্বে দেখ। ৩) 'ভক্তিসন্দর্ভ' (ভাগবতসন্দর্ভ', ৫৯৩—৪

৪) ঐ (ঐ, ৬৪৬ পৃষ্ঠা) ৫) ঐ (ঐ, ৬৩২ পৃষ্ঠা)

(৪) কবিকর্ণপুর দেখাইতে চাহিয়াছেন যে পাঞ্চরাত্রমত সবিশেষব্রহ্মবাদই। তিনি 'হয়শীর্ষপাঞ্চরাত্রে'র এবং 'কপিলপাঞ্চরাত্রে'র বচন উদ্ধৃত করিয়া তাহা সিদ্ধ করিয়াছেন। 'হয়শীর্ষপাঞ্চরাত্রে' আছে, "যেই যেই শ্রুতি জল্পনা করিয়াছেন, (ব্রহ্ম) নির্বিশেষ, সেই সেই শ্রুতি (ইহাও) অভিধান করিয়াছেন যে (ব্রহ্ম) সবিশেষই। বিচার করিলে (দেখা যায় যে) উহাদের মধ্যে সবিশেষ (প্রতিপাদক বচনই) প্রায় বলীয়।"[১] "মূর্ত ও অমূর্ত প্রভেদে আনন্দ দ্বিবিধ বলিয়া প্রোক্ত হয়। মূর্ত অমূর্তের আশ্রয়। (ভগবান্) অচ্যুতই মূর্তানন্দ বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। অমূর্ত (আনন্দ) পরমাত্মাই। সদ্ব্যক্তিগণের মত এই যে উনি জ্ঞানরূপ, নির্গুণ, স্বস্বরূপ এবং কূটস্থ ব্রহ্ম। তত্ত্ববিচারে মূর্তের ও অমূর্তের ভেদ নাই। পরন্তু মণি ও উহার প্রভার ন্যায় ভেদ বেদসমূহদ্বারা কল্পিত হইয়াছে।"[২] 'কপিলপঞ্চরাত্রে' আছে, "মূর্ত এবং অমূর্ত—এই দুই ব্রহ্মই বিজ্ঞেয়। (বস্তুতঃ) উনি মূর্তামূর্তস্বভাব বিভু নারায়ণ বলিয়াই ধ্যেয়।"[৩]

ইহা বোধ হয় বলা উচিত যে চৈতন্যসম্প্রদায়িগণ রামানুজমত ও মধ্বমতকে সমীচীন বলিয়া মনে করিতেন না। কবিকর্ণপুরের 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়ে' আছে,[৪] চৈতন্যদেব দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া বলেন যে তিনি তথায় কতিপয় নারায়ণোপাসক বৈষ্ণব দেখিয়াছেন এবং অপর কতিপয় তত্ত্ববাদী বৈষ্ণব দেখিয়াছেন; উঁহাদিগের মত নিরবদ্য নহে। রামানুজ-পন্থী বৈষ্ণবকেই ঐখানে 'নারায়ণোপাসক বৈষ্ণব' এবং মধ্ব-পন্থী বৈষ্ণবকে 'তত্ত্ববাদী বৈষ্ণব' বলিয়াছেন।[৫]

অদ্বৈতশ্রুতির তাৎপর্য

ইহা প্রদর্শিত হইয়াছে যে আচার্য মধ্বের মতে, অদ্বৈতবাদিগণ,—যাহারা, ব্রহ্মের ও জীবের এবং ব্রহ্মের ও জগতের অভেদ, তথা জগৎপ্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব মানিয়া থাকে, তাহারা অন্ধ তমে নিপতিত হইবে এবং তথায় অনন্তকাল বাস করিবে। পরন্তু ঐ প্রকার অভেদ-বচন এবং মিথ্যাত্ব-বচন শ্রুতিতে পাওয়া যায়। যথা, "তত্ত্বমসি", "অয়মাত্মা ব্রহ্ম", এবং "সর্ব খল্বিদং ব্রহ্ম", "পুরুষ এবেদং সর্বং", "মায়ামাত্রমিদং দ্বৈতং", ইত্যাদি। মধ্ব বলেন, ঐ সকল বচনের তাৎপর্য যথাশ্রুতার্থে নহে, সম্পূর্ণ ভিন্নার্থে। "জীবের ও জগতের ঈশ্বর হইতে অভেদ বলিয়া যে বচন আছে, তাহা, তথা, জগৎ অতাত্ত্বিক (বা মিথ্যা)—এই বচন, বিষ্ণুর অধীনত্ব বাচক। (জীবের এবং জগতের ন্যায়) অবরের সহিত সেই পরমের অভেদ কি প্রকারে হইবে? যেহেতু

---

১) 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়', ১৫৩—৪ পৃষ্ঠা ২) ঐ, ১৫৪—৫ পৃষ্ঠা

৩) ঐ, ১৫৫ পৃষ্ঠা

৪) "কিয়ন্ত এব বৈষ্ণবা দৃষ্টাস্তেঽপি নারায়ণোপাসকা এব। অপরে তত্ত্ববাদিনস্তে তথাবিধা এব। নিরবদ্যং ন ভবতি তেষাং মতম্।" (ঐ, ১৭৪ পৃষ্ঠা)

৫) কবিকর্ণপুর লিখিয়াছেন যে দাক্ষিণাত্যে সাত্বতগণের সংখ্যা অতি কম ("বিরলা এব") ছিল এবং শৈবদিগের সংখ্যা "বহু" ছিল। (ঐ, ১৬৮ পৃষ্ঠা; আরও দেখ ১৭৪ পৃষ্ঠা)

ইহা নিত্য বর্তমান, সেইহেতু এই জগতের মিথ্যাত্ব কি প্রকারে হইবে?"[১] তিনি মনে করেন যে সাধারণ নিয়ম এই যে

"যদধীনা যস্য সত্তা তত্তদিত্যেব ভণ্যতে।
বিদ্যমানে বিভেদেঽপি মিথো নিত্যং স্বরূপতঃ॥"[২]

'যাহার সত্তা যাহার অধীন, তাহা তাহাই বলিয়া (শাস্ত্রে) কথিত হয়, যদিও উহাদের পরস্পরের মধ্যে স্বরূপতঃ বিভেদ নিত্য বিদ্যমান থাকে।' ঐ প্রকারের বচন মধ্বের লেখায় আরও অনেক পাওয়া যায়। যথা,—"হে কেশব, যেহেতু অবরের সত্তাও তোমার অধীন, সেইহেতু, স্বরূপতঃ (তাহা হইতে তোমার) সম্যক্ ভেদ বিদ্যমান থাকিলেও, তুমি তাহাই।"[৩] "জীবের সত্তাপ্রদত্ব এবং সদৃশত্ব হেতু কেশব উহার সহিত অভিন্ন বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন। পরন্তু তিনি স্বরূপতঃ জীব নহেন।"[৪] "বিশ্ব তাঁহার অধীন বলিয়া কথিত হয় যে 'বিশ্ব বিষ্ণুই'।"[৫] 'বৃহদ্‌ব্রহ্মসংহিতা'য় ঐ প্রকারের কথা আছে। নারায়ণ বলেন, তিনি ব্যতীত অপর যাহা কিছু বস্তু পরিদৃষ্ট হয়, তৎসমস্তই তাঁহার দ্বারা পরিচ্ছিন্ন।

"মমৈব শেষরূপত্বাদহমেব চ তদেব চ।
তত্তদাকারতস্তত্র তত্র চান্যত্র সংস্থিতঃ॥"[৬]

'আমারই শেষরূপ বলিয়া, তাহা আমিই। আমিই তথায় তথায় তত্তৎ আকারে, এবং অন্যত্রও (অর্থাৎ জগৎপ্রপঞ্চের বাহিরেও), সংস্থিত।'

"সর্বাধারতয়া ব্রহ্মন্নহমেকোঽদ্বয়ঃ পরঃ।
মদেকায়নতঃ সর্বমহমেব ন সংশয়ঃ॥"[৭]

'হে ব্রহ্মন্, সর্বের আধার বলিয়া আমি এক, অদ্বয় এবং পর। সর্ব মদেকায়ন বলিয়া নিশ্চয় আমিই। তাহাতে কোন সংশয় নাই।' "পুরুষ দ্বিবিধ বলিয়া বিবেচিত হয়,—এক আত্মা,

---

১) "জীবস্য জগতশ্চৈব যদীশাদভেদতো বচঃ।
অতাত্ত্বিকং জগচ্চেতি বিষ্ণ্বধীনত্ববাচকঃ॥
অভেদস্তু কুতস্তস্য পরমস্যাবরেণ তু।
মিথ্যাত্বং চ কুতস্তস্য জগতো নিত্যবর্তনাৎ॥ ইতি বারাহে।"
—('ভাগবততাৎপর্যনির্ণয়', ১০।৯৪।৩৭—৮) (গ্রন্থাবলী, ৮৮২·১ পৃষ্ঠা)।

২) ঐ, ২।৫।২ (গ্রন্থাবলী, ৮০২·২ পৃষ্ঠা। এই বচন নাকি 'ভবিষ্যৎপর্বে'র।

৩) ঐ, ২।৫।৮ (গ্রন্থাবলী, ৮০৩·১ পৃষ্ঠা। "ইতি মাৎস্যে"

৪) ঐ, ৪।২৮।৬২ (গ্রন্থাবলী, ৮৪২·২ পৃষ্ঠা)।

৫) ঐ, ১০।১৪।৪১ (গ্রন্থাবলী, ৮৬৮·১ পৃষ্ঠা)। আরও দেখ—"সর্বমেতদ্ব্রহ্মেত্যুচ্যতে, তদধীনসত্তাপ্রবৃত্তিমত্ত্বাৎ; ন তু তৎস্বরূপত্বাৎ। উক্তং হি,—

"ত্বদধীনং যতঃ সর্বমতঃ সর্বো ভবানিতি।
বদন্তি মুনয়ঃ সর্বে ন তু সর্বস্বরূপতঃ॥"—'ইতি পাদ্মে'
—(গীতা, ৪।২৪ মধ্বভাষ্য)

৬) বৃহদ্ব্রহ্মসং, ২।২।১০

৭) ঐ, ২।২।২৩

অপর পরমাত্মা। আত্মা আমার (পরমাত্মার) শেষভূত। (সেইহেতু) উহা নিশ্চয় আমিই। তাহাতে কোন সংশয় নাই।"[১]

মধ্ব মনে করেন যে শ্রুতি অপর এক দৃষ্টিতেও জীবকে ব্রহ্ম বলিয়াছেন,—জীব বিষ্ণুর প্রতিবিম্ব বলিয়া জীব বিষ্ণু হইতে ভিন্ন নহে। সুতরাং বিষ্ণুর সহিত জীবের তৎপ্রতিবিম্বরূপে ঐক্য আছে। তিনি ঐ বিষয়ে দুইটি শ্রুতিবচনও উদ্ধৃত করিয়াছেন,—

"ঐক্যং চাপি প্রতিবিম্বেন বিষ্ণোর্জীবস্যৈবৈতদৃষয়ো বদন্তি।"—('মাধুচ্ছন্দসশ্রুতি')

"ভৃত্যশ্চাহং প্রাতিবিম্ব্যেন সোঽস্মীত্যেবং হ্যুপাস্য পরমঃ পুমান্ সঃ।"—('অয়াস্যশাখা')

সুতরাং "প্রতিবিম্ব ভাবেই 'আমি তিনিই এবং ভৃত্যও' বলিয়া ভাবনা" (করিতে হইবে)। "প্রাতিবিম্ব্যং চ তৎসাম্যমেব"।[২] মধ্ব অন্যত্র বলিয়াছেন, মুক্ত জীবের দৃষ্ট কিংবা অদৃষ্ট কোন প্রকার এষণা থাকে না। সেইহেতু মুক্ত জীব সর্বদা নির্দুঃখ। অমুক্তের ব্যপেক্ষায় তিনি পূর্ণানন্দ। তাই মুক্ত জীবকে শ্রুতিতে পরব্রহ্ম বলা হইয়াছে। উঁহার পরব্রহ্মতা "বদ্ধজীবোচ্চতা" বলিয়া বিবেচিত হয়। যেহেতু জীব মুক্তিতে পরব্রহ্মত্ব লাভ করে, সেইহেতু উহাকে 'ব্রহ্ম' বলা হয়।[৩]

শ্রুতিতে আছে,

"তদ্যোঽহং সোঽসৌ যোঽসৌ সোঽহং"
"যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি"
"অহং ব্রহ্মাস্মি"

প্রভৃতি। মধ্ব বলেন, ঐ সকল বচনে 'অহং' শব্দের অর্থ 'অহেয়', 'ব্রহ্ম', বা 'পরিপূর্ণ' এবং 'অস্মি' শব্দের অর্থ 'সর্বদা অস্তি'। ব্রহ্ম সর্বগত ও সর্বনিয়ন্তা বা সর্বান্তর্যামী বলিয়া 'অহেয়'। ঐ সকল বাক্যের সম্যগ্ অর্থ পরিজ্ঞাত না হইয়া পাছে কেহ ভ্রান্তি বশতঃ জীব ও ব্রহ্মের অভেদ ধারণা করে সেই হেতু শ্রুতি নয় বার, "তৎসত্যং স আত্মাঽতত্ত্বমসি"—ভেদের কথা বলিয়া উহা নিরাকরণ করিয়াছেন।[৪] "তৎসত্যং ইত্যাদি বচন ছান্দোগ্যোপনিষদের।[৫] মধ্ব অতত্ত্বমসি পাঠ ধরিয়াছেন।[৬] অন্যত্র মধ্ব বলিয়াছেন 'অহং' ও 'অস্মি' উভয়ই বিষ্ণুর নাম।

"হংনাম হন্যমানত্বাজ্ জীবস্য সমুদাহৃতম্।
জীবাদন্যো যতো বিষ্ণুরহং-নামা ততঃস্মৃতঃ॥
স্মীতি জীবঃ সমুদ্দিষ্টঃ স্মীত্যল্পং স্মিতত্বতঃ।
পূর্ণত্বাদস্মিনামাসৌ পূর্ণঃ পূর্ণত্বহেতুতঃ॥" ইত্যাদি।[৭]

---

১) ঐ, ২।৩।২ আরও দেখ—ঐ, ৩।৬।২৮—৯ প্রভৃতি "তদ্বশত্বাত্ সোঽস্মীতি ভৃত্যোবের, ন তু স্বত ইতি চ।" —(গীতা, ৪।২৪ মধ্বভাষ্য)।

২) গীতা, ১৩।২৩ মধ্বভাষ্য। জীব যে বিষ্ণুর প্রতিবিম্ব তাহা মধ্ব অন্যত্রও বলিয়াছেন। যথা,— গীতা, ২।১৮ মধ্বভাষ্য; বৃহদারণ্যকভাষ্য, ৪।৫ (গ্রন্থাবলী, ৪৯৯·২ পৃষ্ঠা)।

৩) বৃহদারণ্যকভাষ্য, ৫।৫ (গ্রন্থাবলী, ৫০৪·২ পৃষ্ঠা)।

৪) 'বৃহদারণ্যকোপনিষদে'র মধ্বভাষ্য, ৩।৫।৪ (মধ্ব-গ্রন্থাবলী, ৪৭৫·১ পৃষ্ঠা)।

৫) ছান্দোগ্যউ, ৬।৮।৭

৬) ঐ, মধ্বভাষ্য দেখ। আরও দেখ—বৃহউ, মধ্বভাষ্য, ৩।৪।৫ (গ্রন্থাবলী, ৪৭৫ পৃষ্ঠা)

৭) ছান্দোগ্যভাষ্য, ৬।১৬ (গ্রন্থাবলী, ৬০৮·১ পৃষ্ঠা)।

ঐ সকল শ্রুতিবচন হইতে যাহারা জীব ও ব্রহ্মের ঐকাত্ম্য বা অভেদ কিংবা ভেদাভেদ শ্রুতিসিদ্ধ বলিয়া মনে করে, মধ্ব তাহাদিগকে তীব্র নিন্দা করিয়াছেন।[১]

"পুরুষ এবেদং সর্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভব্যং"—এই শ্রুতির তাৎপর্য, মধ্ব বলেন,[২] "পুরুষেণেদং সর্বং ব্যাপ্তং যদ্ভূতং যচ্চ ভব্যং", "পুরুষেণ হীদং সর্বং নেনীয়ত ইতি চ।" ঐ শ্রুতি হইতে কেহ যদি মনে করে যে সমস্ত জগৎ বস্তুতঃ ব্রহ্মই, তবে তাহা মিথ্যা হইবে। "তৃণ হইতে ও করীষ হইতে সমস্তই ভগবান্—এই দৃষ্টি মিথ্যা।" অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন যে[৩] ঐ শ্রুতিবাক্যে পুরুষের সর্বেশিতৃত্বই উক্ত হইয়াছে। "উতামৃতত্বস্যেশান" এই বাক্যশেষ হইতে তাহা জানা যায়। 'মহাভারতে'ও তাহা নির্দেশিত হইয়াছে,—

"পুরুষ এবেদং সর্বং ভূতং ভব্যং ভবচ্চ যৎ।
ইত্যুচ্যতে তদীয়ত্বান্ন তু সর্বস্বরূপতঃ॥
ভূতভব্যাদিজাতস্য মুক্তানামপি চেশ্বরঃ।
ইত্যুচ্যতে শ্রুতৌ বিষ্ণুঃ সর্বদা পুরুষোত্তমঃ॥"[৪]

জগন্মিথ্যা-শ্রুতির তাৎপর্য

উপরে বলা হইয়াছে যে 'জগৎ অতাত্ত্বিক (বা মিথ্যা'—এই প্রকার বচনের তাৎপর্য, মধ্বের মতে, এই যে জগৎ বিষ্ণুর অধীন। ঐ প্রকার বচনের ভিন্ন ব্যাখ্যাও তিনি দিয়াছেন।

"সংসারস্থমিদং সর্বমনিত্যত্বাদ্ বৃথা যতঃ।
অতঃ প্রাহুঃ স্বপ্নসমং প্রাজ্ঞা জগদিদং মৃষা॥"[৫]

'সংসারস্থ এই সমস্তই অনিত্য; সেই হেতু বৃথা। সেই কারণে প্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণ বলেন যে 'এই জগৎ স্বপ্নতুল্য মিথ্যা'।' মধ্ব বলিয়াছেন যে এই বচনটি 'বিষ্ণুসংহিতা'র। উহা কোন্ 'বিষ্ণুসংহিতা' জানি না। ঐ নামের একটা পাঞ্চরাত্রসংহিতা আছে। উহার মুদ্রিত ও প্রকাশিত সংস্করণে ঐ বচন কিংবা তদ্রূপ অপর কোন বচন নাই। তবে 'বৃহদ্‌ব্রহ্মসংহিতা' নামক পাঞ্চরাত্রসংহিতায় ঐ প্রকার বচন আছে।

"সদৈকরূপাভাবাত্তু জগন্মিথ্যেতি গীয়তে।
ন মিথ্যাঽন্যাদৃশং নৈব ভ্রমো রজ্জুভুজঙ্গবৎ॥"[৬]

'পরন্তু সদা একরূপের অভাব হেতু (অর্থাৎ একরূপ নহে বলিয়া) জগৎ মিথ্যা বলিয়া গীত হয়। উহা অন্য প্রকার মিথ্যা নহে; রজ্জুসর্পের ন্যায় ভ্রমও নিশ্চয় নহে।'

"অস্বাতন্ত্র্যাদসত্ত্বং তু মিথ্যাত্বং শ্রুতিরুজ্জগৌ।"[৭]

'পরন্তু অস্বাতন্ত্র্য হেতুই (জগতের) অসত্ত্ব এবং মিথ্যাত্ব শ্রুতিতে উদ্‌গীত হইয়াছে।'

১) বৃহদারণ্যকভাষ্য, ৩।৫।৫ (গ্রন্থাবলী, ৪৭৭·২ পৃষ্ঠা)।
২) ছান্দোগ্যভাষ্য, ৩।১৬ (গ্রন্থাবলী, ৩০৭·২ পৃষ্ঠা)।
৩) বৃহদারণ্যকভাষ্য, ৩।৫।৬ (গ্রন্থাবলী, ৪৮২·২ পৃষ্ঠা)।
৪) এই বচন 'মহাভারতে' নাই।
৫) 'ভাগবততাৎপর্যনির্ণয়' ৫।২৯।৮৩ (গ্রন্থাবলী, ৮৪৩·১ পৃষ্ঠা)।
৬) বৃহদ্ব্রহ্মসং, ৪।৮।৭৪
৭) ঐ, ৪।৮।১১৭২

মধ্ব বলেন,

"প্রপঞ্চো যদি বিদ্যেত নিবর্তেত ন সংশয়ঃ।
মায়ামাত্রমিদং দ্বৈতমদ্বৈতং পরমার্থতঃ॥"
"বিকল্পো বিনিবর্তেত কল্পিতো যদি কেনচিৎ।
উপদেশাদয়ং বাদো জ্ঞাতে দ্বৈতং ন বিদ্যতে॥"

ইত্যাদি শ্রুতি হইতে সিদ্ধ হয় যে ভেদ সত্য। "প্রপঞ্চো ভেদঃ যদি বিদ্যেত ভবেত উৎপদ্যেত তর্হি নিবর্তেত। অতো ন জীবেশ্বরাদিভেদ উৎপদ্যতে। কিন্তু নিত্য এব। অতো মায়য়া ভগবৎপ্রজ্ঞানেন মাতরং তং চ মাত্রং। ভগবাঞ্জানাতি রমতে চাস্মিন্ ভেদ ইতি। তচ্চ ভগবদ্রূপমদ্বৈতং পরমার্থো ভগবাংস্তদ্রূপেণাদ্বৈতং। যদদ্বৈতং নামোচ্যতে তৎ পরমার্থভগবদপেক্ষয়েত্যর্থঃ। স্বগতভেদো ভগবতি নাস্তীত্যুক্তং। ন চ কল্পনামাত্রো ভেদঃ। যদি কেনচিৎ কল্পিতো বিকল্পস্তথাপি নিবর্তেত। তস্মাদুপদেশাদয়মেব বাদঃ। কেনাপি তৎপ্রসাদেন বিনা-অবিজ্ঞাতত্বাদজ্ঞাতো ভগবাংস্তদ্গতো ভেদো ন বিদ্যত ইতি।

'জীবেশ্বরগতো জীবেষ্বথ জীবজড়াত্মনোঃ।
জড়েশয়োর্জড়েষ্বেবং পঞ্চভেদঃ প্রপঞ্চকঃ॥
প্রকৃষ্ট মোক্ষহেতুত্বাত্তজ্জ্ঞানং প্রেতি কথ্যতে।
প্রকৃষ্টপঞ্চকত্বাদ্বা প্রপঞ্চোঽয়ং প্রকীর্তিতঃ॥
যদ্যয়ং সাদিরেব স্যান্নিবর্তেত কদাচন।
ন নিবর্ততে যতস্তেন নায়ং সাদি র্ভবেৎ ক্বচিৎ॥
মায়েতি বিষ্ণুবিজ্ঞানং তন্মিতত্বাচ্চ ন ক্বচিৎ।
ভ্রান্তত্বমস্য যদ্বিষ্ণোর্নৈব ভ্রান্তিঃ কথঞ্চন॥
রমতে চাত্র যদ্বিষ্ণুর্ন হি ভ্রান্তো রমেদ্ধরি।
পরমার্থে হরৌ নৈব ভেদোঽস্তি জড়জীববৎ॥
যদ্যয়ং কল্পিতো ভেদঃ কস্মান্নৈব নিবর্ততে।
তস্মাদ্ভূতভবিষ্যাখ্য ভরদাখ্য পরাভিধা॥
তদন্যে চৈক এবাস্মিন্নোঙ্কারাখ্যে জনার্দনে।
অজ্ঞাতনামকে তস্মিন্ন ভেদোঽস্তি কথঞ্চন॥' ইতি 'ব্রহ্মতর্কে'

বিদিঃ কাদাচিৎকস্বরূপলাভ ইতি চ ধাতুঃ। ভিদ্যতেতি শব্দবদ্বিদ্যতিতি শব্দঃ। পরমার্থ ইতি বিশ্বতশ্চক্ষুরিতিযৎ সপ্তম্যর্থে। পরমার্থে দ্বৈতাভাবা এবেত্যর্থঃ। পরমার্থঃ পরমাত্মাঽদ্বৈত ইতি প্রথমার্থো বা। নহি বিদ্যমানং নিবর্তত ইতি নিয়মঃ। উৎপদ্যমানং প্রায়ো নিবর্ততে। জীবেশ্বর-প্রকৃত্যাদিকং বহুলং হি বিদ্যমানং ন নিবর্ততে। ন চ কল্পিতো বিকল্প ইতি পক্ষে কল্পিতো যদীতি যদিশব্দো যুজ্যতে। কল্পিতত্বং চেৎ শ্রুতেরভিপ্রায়ঃ অবিদ্যমানোঽয়ং প্রপঞ্চো বিনিবর্ততে-কল্পিতো বিকল্পো বিনিবর্তত ইত্যেব শব্দঃ স্যাৎ। ন তু নিবর্তেতেতি। অতঃ সত্যতাপরমিদং বাক্যং ভেদস্য।"[১]

১) ছান্দোগ্যোপনিষদ্ভাষ্য, ৬।২৯ (গ্রন্থাবলী, ৫৮৫ পৃষ্ঠা)

নিত্যবদ্ধবাদের কল্পনার হেতু

জীবগণ যথানিয়মে ক্রমাগত উর্ধ্ব কিংবা অধঃ গতিতে বৈকুণ্ঠে কিংবা অন্ধতমে যাইতে থাকিলে এবং তথা হইতে ইহসংসারে আর প্রত্যাবর্তন না করিলে কোন না কোন কালে,—সে কাল যতই সুদীর্ঘ হউক না কেন, এই সংসার অবশ্যই জীববিহীন হইয়া পড়িবে। জীব নিত্য বলিয়া নূতন নূতন জীবের উৎপত্তির কল্পনা করিয়া সংসার বরাবর জীবযুক্ত থাকিবে বলিয়া মনে করা যাইতে পারে না। জীবের সংখ্যা অনন্ত, সেইহেতু সংসার জীবহীন হইয়া পড়ার সম্ভাবনা নাই—এই কল্পনাও তত সমীচীন নহে। কেননা, কালও অনন্ত। সংসার জীবহীন হইয়া পড়িলে শাস্ত্রসমূহ নিষ্প্রয়োজন হইয়া পড়িবে। এই সকল ভাবিয়া সংসার যাহাতে জীবযুক্ত থাকে, সেই উদ্দেশ্যেই বোধ হয় আচার্য মধ্ব নিত্যবদ্ধবাদের কল্পনা করিয়াছেন। তন্মতে অযোগ্যতা হেতু কতিপয় মনুষ্য উর্ধ্বগতিতে বৈকুণ্ঠেও যাইবে না, কিংবা অধোগতিতে অন্ধ তমেও যাইবে না: উহারা কখনও জন্মমৃত্যুকে অতিক্রম করিতে পারিবে না। সুতরাং উহারা সংসারচক্রে নিত্যকাল আবদ্ধ থাকিবেই। সেই কারণে সংসার কখনও জীবহীন হইয়া পড়িবে না। অপর জীবগণ যদি নৈসর্গিক নিয়মে ক্রমাগত বৈকুণ্ঠে কিংবা অন্ধ তমে যাইতে থাকে, তবে সংসারে কোন না কোন কালে দৈব প্রকৃতির ও আসুর প্রকৃতির জীবের অভাব হওয়ার সম্ভাবনা হইবে। তখন মুক্ত হওয়ার লোকের অভাবে মুক্তিমার্গ রুদ্ধ হইয়া যাওয়ার এবং মুক্তিশাস্ত্রসমূহ নিষ্প্রয়োজনীয় হইয়া পড়ার সম্ভাবনা হইবে। ঐ প্রকার সম্ভাবনা পরিহারার্থ মধ্ব-কর্তৃক অনূদিত পূর্বে উক্ত 'প্রকাশসংহিতা'র বচনে আছে যে বৈকুণ্ঠের কিংবা অন্ধ তমের প্রাপ্তি সাধনের পূর্তি হইলেই হইয়া থাকে। পূর্তির অভাবে সকলের সংসৃতি অনন্ত কাল থাকিবে। ঐ পূর্তি আবার স্বাভাবিক নিয়মে হয় না, ভগবান্ হরির ইচ্ছাতেই হয়। তাঁহার ইচ্ছায় সকলের পূর্তি নিশ্চয় যথানিয়মে নিত্যকাল হয় না। সেইহেতু এই অনাদিসংসার অনন্তকাল চলিবে। অন্যত্র মধ্ব বলিয়াছেন যে নরোত্তমগণ মুক্তিপর, অসুরগণ তমোগ, এবং অপর সকলে সংসৃতিপর। "এই প্রকার নিয়ম সদাই (আছে)। কখন ও উহার অন্যথা হয় না। পরন্তু যাবৎ পূর্তি না হয়, তাবৎ সকলেই সংসৃতিগ।

"পূর্তিশ্চ নৈব নিয়মাদ্ভবিতা হি যস্মাৎ—
তস্মাৎ সমাপ্তিমপি ন যান্তি জীবসংঘাঃ ॥"

যেহেতু পূর্তিও (নৈসর্গিক) নিয়মে (আপনাপনি) নিশ্চয় হয় না, সেইহেতু (ইহসংসারে) জীববর্গের কখনও সমাপ্তি হয় না।"[১]

আচার্য রামানুজ ও পূর্বপক্ষে ঐ প্রকার শঙ্কা উত্থাপন করিয়াছেন। তাঁহার ঐ পূর্বপক্ষী অদ্বৈতবাদী। তিনি বলেন, "দ্বৈতবাদিগণেরও বদ্ধমুক্ত ব্যবস্থা উপপাদন করা কঠিন। কেননা, অনন্ত কল্প অতীত হইয়া গিয়াছে। এক এক কল্পে এক এক জনের মুক্তি হইলেও সমস্ত জীবের মুক্ত হইয়া যাওয়ার সম্ভাবনা থাকাতে, কাহারও অমুক্ত থাকা উপপন্ন হয় না।" ঐরূপে এই সম্ভাবনা উপস্থিত হয় যে জগৎ একদিন জীবহীন হইবে, সুতরাং বদ্ধমুক্তব্যবস্থা জগতে থাকিবে না। পূর্বপক্ষী ইহাও বলেন যে আত্মার সংখ্যা অনন্ত বলিয়া কল্পনা করিয়া ঐ দোষের

১) 'মহাভারততাৎপর্যনির্ণয়', ১।১৮'২—১৯'১ (গ্রন্থাবলী, ৯২৯'১ পৃষ্ঠা)।

পরিহার করা যায় না। পরন্তু রামানুজ তাহা মানেন নাই। তিনি উত্তর করেন যে "তদাত্মানন্ত্যেন পরিহৃতম্" (অর্থাৎ আত্মা অনন্ত বলিয়া সেই আপত্তি পরিহৃত হয়)। "ন চ তাবতা সর্বমুক্তিপ্রসঙ্গ আত্মস্বরূপানন্ত্যাৎ" ('তাহার দ্বারা সকলের মুক্তির প্রসঙ্গ হয় না; কেননা, আত্মা অনন্ত')।[১]

কোন কোন পাঞ্চরাত্রসংহিতায়ও ইহা উল্লিখিত হইয়াছে যে সমস্ত লোক মুক্ত হইয়া যাইতে থাকিলে মহান্ সৃষ্টিক্ষয় হইতে লাগিল এবং যাত্রীর অভাবে নরকসমূহ জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া পড়িতে লাগিল। তাহা দেখিয়া সৃষ্টিকর্তা ভগবান্ ব্রহ্মা মহাচিন্তিত হইয়া পড়েন এবং তাঁহার প্রার্থনায় ভগবান্ নারায়ণ তাহার প্রতীকার করেন। ঐ প্রতীকারের বিষয় আমরা পরে বিবৃত করিব। এখন এইমাত্র বলিব যে উহা উপরে বিবৃত প্রতিকার হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

'বিষ্ণুধর্মোত্তরপুরাণে'ও ঐ প্রশ্নের কিঞ্চিৎ ভিন্ন প্রকারের আলোচনা আছে। তথায় কথিত হইয়াছে যে বজ্র মহর্ষি মার্কণ্ডেয়কে বলেন "হে দ্বিজ, এক এক কল্পে এক এক জন নরের মুক্তি হইলেও (কালে) জগৎ (নর) শূন্য হইবে। কেননা, কালের আদি নাই (এবং অন্তও নাই)। সুতরাং কল্পসমূহে জীবের সংখ্যা সমান হইলে, মুক্তি কখনও উপপন্ন হয় না।" মার্কণ্ডেয় বলেন, "প্রত্যেক জীবের সর্গে (অর্থাৎ কল্পে) নর মুক্তিলাভ করিলেও অচিন্ত্যশক্তি ভগবান্ জগৎকে সদা পূর্ণ করেন। ব্রহ্মলোকে উপাগত মনুষ্যগণ ব্রহ্মার সহিত মুক্তি লাভ করে। (পরবর্তী) মহাকল্পে তদ্বিধ অপর মনুষ্যগণ সৃষ্ট হইয়া থাকে।"[২]

নিত্যবাদ বা নিত্যসংসারী জীবের সদ্ভাব আচার্য বেঙ্কটনাথও স্বীকার করিয়াছেন। তিনি এই প্রকারে জীবগণের বিভাগ করিয়াছেন,[৩]—আত্মা স্বতঃ সুখী; উপাধিবশতঃই সংসরণ করে বা সংসারী হয়। সুতরাং আত্মা দ্বিবিধ—সংসারী ও অসংসারী। সংসারী জীব পুণ্য-পাপাদিমান্, আর অসংসারী জীব পুণ্যপাপাদিরহিত। সংসারী জীব আবার দ্বিবিধ—নিত্য-সংসারী ও ভাবীসংসারবিরহী (অর্থাৎ যাহারা এখন সংসারী, পরন্তু ভবিষ্যতে সংসারী থাকিবে না)। যাহাদের সংসারবিচ্ছেদ যেমন অতীতে,—অনন্ত অতীত কল্পে হয় নাই, তেমন ভবিষ্যতেও—বর্তমান কল্পের বাকী সময়ে এবং অনন্ত আগামী কল্পেও, কারণের অনাগমন হেতু, হওয়ার সম্ভাবনা নাই, উহারা নিত্যসংসারী। ঐ প্রকার জীবের সদ্ভাবের এক প্রমাণ এই যে ভগবানের লীলাবিভূতি নিত্য বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। সংসারে বরাবর মানুষ না থাকিলে লীলা-বিভূতির নিত্যতা থাকিবে না। ঐ বিষয়ে অপর প্রমাণ এই যে ভগবান্ বলিয়াছেন "ক্ষিপাম্য-জস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু";[৪] "ন ক্ষমাপি কদাচন" ইত্যাদি। কেহ কেহ মনে করেন যে ঐ সকল বচনের তাৎপর্য এই যে ঐ সকল জীবের সংসারবিচ্ছেদ অতীব বিলম্বে হয়; পরন্তু এই নহে যে সংসারবিচ্ছেদ কখনও হইবে না। সুতরাং কাহারও সংসার নিত্য থাকিবে না।

১) 'শ্রীভাষ্য,' ২।১।১৫ (বঙ্গভাষান্তর, ২য় খণ্ড, ৫৭—৮ ও ৬৭—৮ পৃষ্ঠা)।

২) জীবগোস্বামীর 'প্রীতিসন্দর্ভে' ধৃত বিষ্ণুধর্মোত্তরপুরাণের বচন দেখ। ('ভাগবতসন্দর্ভ' ৬৯২—৩ পৃষ্ঠা)

৩) 'ন্যায়সিদ্ধাঞ্জন', জীববিভাগ-প্রকরণ (বেদান্তদেশিক গ্রন্থমালা, বেদান্তবিভাগ, ২য় সম্পুট, ২১৪—৩ পৃষ্ঠা)।

৪) গীতা, ১৬।১৯'২

অন্যথা নিত্যসংসার মানিলে, তাঁহারা বলেন, 'আমার মোক্ষ হইবে কি হইবে না'—এই সন্দেহ করিয়া কেহই মোক্ষে প্রবৃত্ত হইবে না। যাহাদের সংসার ভবিষ্যতে নিবৃত্ত হইবেই তাহারা ভাবীসংসারবিরহী। ব্রহ্মবিদের মোক্ষ বিষয়ক শাস্ত্ররচনসমূহ হইতে সিদ্ধ হয় যে কোন কোন সংসারীর সংসারবিচ্ছেদ হইবেই। সংসারী জীবগণ পুণ্য কিংবা পাপ কর্ম বশতঃ এই পৃথিবী হইতে স্বর্গে কিংবা নরকে গমনাগমন করিতে থাকে। অসংসারী আত্মা দ্বিবিধ—"সংসারাত্যন্তাভাববান্" (অর্থাৎ যাহারা কখনও সংসারী হয় নাই এবং কখনও হইবেও না ও "প্রধ্বস্তসংসার" (অর্থাৎ যাহারা সংসারী হইয়াছিল, পরন্তু বর্তমানে সেই সংসার প্রধ্বস্ত হইয়াছে)। পূর্বোক্তগণ "নিত্যস্থরি" বা 'নিত্যমুক্ত', আর উত্তরোক্তগণ মুক্ত। কাল অনাদি হইলেও প্রতিদিন সহস্র-জীবের মোক্ষ হইলেও সংসার কখনও জীবহীন হইবে না। কারণ জীব অনন্ত, আনন্ত্যের স্বভাব ঐ প্রকারই। নিত্য জীব স্বল্পসংখ্যক, আর মুক্ত অসংখ্যেয়। কেহ কেহ নিত্যসূরির সদ্ভাব স্বীকার করেন না। পরন্তু তাহা, বেঙ্কটনাথ বলেন, সঙ্গত নহে। কেননা, শ্রুতিতে উহাদের সদ্ভাবের উল্লেখ আছে—"সদা পশ্যতি সূরয়ঃ"। নিত্যস্থরিগণের সদ্ভাবের এবং অবান্তরভেদের উল্লেখ পাঞ্চরাত্রসংহিতাসমূহে বিশদভাবে বিবৃত হইয়াছে।

কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃতে' (১৫৩৮ শকাব্দে—১৬১৬ খ্রীষ্টাব্দে রচিত) আছে,[১] জীব দুই প্রকার—নিত্যমুক্ত ও নিত্যবদ্ধ বা নিত্যসংসারী। নিত্যমুক্ত জীবগণ নিত্য কৃষ্ণ-চরণে উন্মুখ এবং তাঁহার সেবা-সুখ ভোগ করেন। তাঁহারা 'কৃষ্ণ-পারিষদ' নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। নিত্যবদ্ধ জীবগণ পক্ষান্তরে নিত্য কৃষ্ণ হইতে বহির্মুখ। সেই দোষে মায়া পিশাচী তাহা-দিগকে দণ্ড প্রদান করে। তাহারা নিত্য সংসার ভোগ করে,—নরকাদি দুঃখ ভোগ করে; কাম ও ক্রোধের দাস হইয়া থাকে এবং আধ্যাত্মিক তাপত্রয় দ্বারা জীর্ণ হয়। তাহারা যে ঐ অবস্থা হইতে কখনও মুক্ত হইবে না তাহা নহে। কেননা কথিত হইয়াছে যে সংসারচক্রে ভ্রমণ করিতে করিতে কোন জীব যদি সৌভাগ্যবশতঃ কখনও কোন সাধু বৈদ্যের দর্শন পায় এবং তাঁহার কৃপা লাভ করে, তবে তাহার উপদেশ-মন্ত্রে উহার মায়া-পিশাচী পলায়ন করে; তখন সে কৃষ্ণ ভক্তি প্রাপ্ত হয় এবং কৃষ্ণের নিকটে গমন করে। তবে ঐ প্রকার সাধু বৈদ্যের দর্শন পাওয়া অতীব কঠিন। যেমন নদীর প্রবাহে প্রবাহমান কাষ্ঠ কখনও তীরে লাগে, তেমন সংসারে ভ্রমিতে ভ্রমিতে কেহ কেহ কোন ভাগ্যে উত্তীর্ণ হয়। কোন ভাগ্যে কাহারও সংসার ক্ষয়োন্মুখ হয়। তবে সাধু-সঙ্গে কৃষ্ণে রতি উৎপন্ন হয়। কৃষ্ণ যদি কোন ভাগ্যবানকে কৃপা করেন, তবে গুরু অন্তর্যামী রূপে আপনকে শিখান।" সুতরাং জীবকে অতি সুদীর্ঘকাল সংসারে আবদ্ধ থাকিতে হয়। তাই আপেক্ষিক দৃষ্টিতে বলা হইয়াছে যে সে নিত্য সংসারী বা নিত্যবদ্ধ। পরন্তু তাহার অর্থ ইহা নহে যে উহার কখনও মুক্তি হইবে না; কতিপয় জীব নিত্যই সংসারবন্ধনগ্রস্ত থাকিবে। এই মতের সমর্থনে ইহা বলা যাইতে পারে যে কৃষ্ণদাস কবিরাজের মতে, সর্ব জীবকে উদ্ধার করিতেই চৈতন্যদেবের আবির্ভাব হয়। এমন কি, যাহারা তাঁহার বিরোধী ছিল এবং তাঁহাকে নিন্দা করিত,—সেইহেতু তাঁহা হইতে দূরে সরিয়া থাকিত তাহাদিগকেও

---

১) 'চৈতন্যচরিতামৃত', মধ্যলীলা, ২২ পরিচ্ছেদ।

চাতুরী করিয়া নিকটে আনিয়া তিনি উদ্ধার করেন।[১] কথিত হইয়াছে যে[২] চৈতন্যদেবের পরম ভক্ত বাসুদেব দত্ত একদিন তাঁহার চরণ ধরিয়া এই নিবেদন করেন

"জগৎ তারিতে প্রভু তোমার অবতার। মোর নিবেদন এক কর অঙ্গীকার॥
করিতে সমর্থ তুমি মহাদয়াময়। তুমি মন কর তবে অনায়াসে হয়॥
জীবের দুঃখ দেখি মোর হৃদয় বিদরে। সব জীবের পাপ প্রভু দেহ মোর শিরে॥
জীবের পাপ লৈয়া মুঞি করোঁ নরকভোগ। সকল জীবের প্রভু ঘুচাও ভব-রোগ॥"

চৈতন্যের চিত্ত তাহাতে দ্রবীভূত হয়। তিনি বলেন, ভক্তবাঞ্ছাপূর্ণকারী কৃষ্ণ তাঁহার মনোবাঞ্ছা নিশ্চয় পূর্ণ করিবেন।

"ব্রহ্মাণ্ড-জীবের তুমি বাঞ্ছিলে নিস্তার।
বিনা পাপভোগে হবে সবার উদ্ধার॥"
"তোমার ইচ্ছামাত্র হবে ব্রহ্মাণ্ড-মোচন।
সর্ব মুক্ত করিতে কৃষ্ণের নাহি কিছু শ্রম॥"

সুতরাং চৈতন্যের অনুযায়িগণ ইহা জানেন না যে কতিপয় জীব নিত্য অমুক্ত থাকিবে।

ক্রমে ক্রমে সমস্ত জীব মুক্ত হইয়া গেলে সংসারের কি দশা হইবে?—ভগবানের লীলা-বিভূতির নিত্যতা কি প্রকারে থাকিবে? কোন কোন পাঞ্চরাত্রসংহিতা-কারের মনে ঐ বিষয়ে মহাচিন্তার উদয় হয়। তাই তাঁহারা ভগবান্‌কে দিয়া মোহশাস্ত্র প্রণয়ণ পূর্বক মানুষকে,—অন্ততঃ উহাদের কতিপয়কে বঞ্চনা করাইয়া সংসারে নিত্য আবদ্ধ রাখিয়া তাঁহার লীলাবিভূতির নিত্যতা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাঁহাদের অনুযায়ী আচার্য মধ্ব সোজাসুজি নিত্য-বদ্ধবাদের ও পূতিবাদের কল্পনা করিয়া উহার সুষ্ঠুতর ব্যবস্থা করিয়াছেন। আচার্য রামানুজ মনে করেন যে ঐ মহাচিন্তা বৃথা; কেননা, মানুষের সংখ্যা অনন্ত বলিয়া সংসারের কখনও মনুষ্যবিহীন হইয়া পড়ার,—সুতরাং ভগবানের লীলা-বিভূতির কোন হানি হওয়ার, সম্ভাবনা হইতে পারে না। পরন্তু তাঁহার অনুযায়ী আচার্য বেঙ্কটনাথ নিত্যবদ্ধবাদ অঙ্গীকার করিয়াছেন। চৈতন্যদেব মনে করেন যে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড মুক্ত হইয়া গেলেও কৃষ্ণের লীলার কোন হানি হয় না। তিনি বলেন, যেমন এক ডুমুর-গাছে বহু ফল লাগে, তেমন বিরজার জলে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড ভাসিতেছে। যেমন একটি ডুমুর ফল খসিয়া পড়িয়া নষ্ট হইলে নিজের কোন ক্ষতি হইয়াছে বলিয়া গাছ মনে করে না, তেমন একটি ব্রহ্মাণ্ড মুক্ত হইয়া গেলে নিজের কোন অপচয় হইয়াছে বলিয়া কৃষ্ণ মনে করেন না। বৈকুণ্ঠাদিধাম কৃষ্ণের অনন্ত ঐশ্বর্য। উহার চারিদিক ব্যাপিয়া যে পরিখা আছে, তাহাই কারণার্ণব। মায়া অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড লইয়া উহাতে ভাসিতেছে। রাই-পূর্ণ এক ভাণ্ডের ন্যায় ব্রহ্মাণ্ড-পূর্ণ মায়া কারণার্ণবে ভাসিতেছে। যেমন এই রাই নষ্ট হইলে রাই-ভাণ্ডের কোন হানি হয় না, তেমন এক ব্রহ্মাণ্ড নষ্ট হইয়া গেলে মায়ার,—সুতরাং কৃষ্ণের কোন হানি হয় না।

---

১) 'চৈতন্যচরিতামৃত', আদিলীলা, ৭ম পরিচ্ছেদ; আরও দেখ—ঐ, ১৬শ পরিচ্ছেদ।
২) ঐ, মধ্যলীলা, ১৫শ পরিচ্ছেদ।

"সব ব্রহ্মাণ্ড সহ যদি মায়ার হয় ক্ষয়। তথাপি না মানে কৃষ্ণ নিজের অপচয়॥
কোটী কামধেনুপতির ছাগী যৈছে মতে। ষড়ৈশ্বর্যপতি কৃষ্ণের মায়া কিবা করে॥"

অর্থাৎ মায়া এবং তজ্জনিত সৃষ্ট্যাদি কৃষ্ণের ঐশ্বর্য-লীলার অতি সামান্য বা নগণ্য অংশ। সুতরাং সমস্ত জীব মুক্ত হইয়া যদি এই বিশ্বসংসার সকারণ বিনষ্টও হয়। তথাপি লীলাময় কৃষ্ণের লীলার কোন হানি হইবে না।

এইরূপে প্রদর্শিত হইল যে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী আচার্য রামানুজ এবং দ্বৈতবাদী আচার্য মধ্ব পাঞ্চরাত্র আগমশাস্ত্রকে, বেদবৎ অপৌরুষেয় এবং প্রমাণ মানা সত্ত্বেও, সর্বতোভাবে অনুসরণ করেন নাই। তাঁহাদের কোন কোন দার্শনিক সিদ্ধান্ত উপলব্ধ কোন পাঞ্চরাত্রসংহিতায় নাই;—আরও বিশেষ কথা এই যে শ্রেষ্ঠতম বলিয়া পরিগণিত পাঞ্চরাত্রসংহিতাসমূহে নাই। অপর কোন কোন সিদ্ধান্ত কোন কোন সংহিতায় আছে, অন্যান্য সংহিতায় নাই। আবার কোন কোন সংহিতার মতের একাংশ মাত্র তাঁহারা অঙ্গীকার করিয়াছেন, অপরাংশ করেন নাই। তাহাতে ইহাও প্রকারান্তরে প্রদর্শিত হইয়া গিয়াছে যে বিভিন্ন পাঞ্চরাত্রসংহিতাসমূহের মধ্যে কোন কোন দার্শনিক সিদ্ধান্ত বিষয়ে মতভেদ এবং কোন কোন বিষয়ে এমন কি মতবিরোধও, আছে। পাঞ্চরাত্রবাদী ঐ আচার্যদ্বয়ের, কিংবা তাঁহাদের মতানুযায়িগণের, কেহই ঐ সকলের সমন্বয় করিতে প্রচেষ্টা করেন নাই। যেমন বিভিন্ন বেদবাক্যসমূহের সমন্বয় করিয়া বেদান্তাচার্য ভগবান্ বাদরায়ণ 'বেদান্তদর্শন' প্রণয়ন করেন, তেমন বিভিন্ন পাঞ্চরাত্রবচন-সমূহের সমন্বয় করিয়া 'পাঞ্চরাত্রদর্শন' প্রণয়নের প্রচেষ্টা কোন পাঞ্চরাত্রাচার্য করেন নাই। কেবল পাঞ্চরাত্রসংহিতার আধারেও তাঁহারা নিজ নিজ মতবাদ প্রপঞ্চিত করেন নাই। নবম খ্রীষ্টশতকের প্রারম্ভ হইতে কাশ্মীরে শৈবাগমসিদ্ধান্ত পুনরুদ্দীপিত হয়। তথাকার শৈবাগমাচার্যগণ কেবল শৈবাগমশাস্ত্রেরই আধারে নিজেদের মতবাদ প্রপঞ্চিত করেন। প্রবাদ আছে যে সুপ্রসিদ্ধ অদ্বৈতবেদান্তাচার্য শঙ্কর দিগ্‌বিজয়ার্থ কাশ্মীরে গমন করেন। তাঁহার অদ্বৈতমত দ্বারা প্রভাবিত হইয়া বোধ হয় তথাকার শৈবাচার্যগণ প্রাচীন শৈবতন্ত্রসমূহের অদ্বৈতপরক নূতন ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করেন এবং নবীন ঈশ্বরাদ্বয়বাদ প্রতিষ্ঠা করেন।[১] পরন্তু ঐ নবীনমত প্রপঞ্চনে তাঁহারা বেদান্তশাস্ত্রকে প্রমাণ বলিয়া মানেন নাই; সুতরাং উহার কোন সাহায্য গ্রহণ করেন নাই। তাঁহাদের আদ্যাচার্যদিগের অন্যতম আচার্য সোমানন্দ (৮৫০ খ্রীষ্টাব্দোপকাল) বরং বেদান্তবাদীদিগের মত খণ্ডন করিয়াছেন।[২] শ্রেষ্ঠতম আচার্য অভিনব-গুপ্তও (১০০০ খ্রীষ্টাব্দোপকাল) বেদান্তমত হইতে আপনাদের মতের পার্থক্য নির্দেশ করিয়াছেন। কোন কোন শৈবাগমে বেদান্তমতের তথা সাংখ্যাদি অপর মতের, নিন্দাপূর্বক সেই

১) দেখ—J. C. Chatterjee, "Kasmir Saivism" pp, 9—10; Dr. K. C. Pandey, "Abhinava Gupta" pp. 87—90 দ্বৈত, অদ্বৈত এবং দ্বৈতাদ্বৈত—এই ত্রিবিধ শৈবমত নবম খ্রীষ্ট শতকের বহু পূর্ব হইতে,—সম্ভবতঃ ৪০০ খ্রীষ্টাব্দোপকাল হইতে, প্রচলিত ছিল। নবম খ্রীষ্টশতকে কাশ্মীরের শৈবগণ অদ্বৈত শৈবমতে নবজীবন সঞ্চার করেন এবং উহাকে উজ্জীবিত করিয়া তুলেন, উহাকে নবরূপ প্রদান করেন। তখন তাঁহারা দ্বৈতপরক বলিয়া পূর্বে পরিচিত এবং ব্যাখ্যাত কতিপয় তন্ত্রেরও অদ্বৈতপরক নূতন ব্যাখ্যা করেন।

২) 'শিবদৃষ্টি', ৬।৯।

সকল মত হইতে শৈবমতের শ্রেষ্ঠত্ব খ্যাপিত হইয়াছে। যথা, 'মৃগেন্দ্রতন্ত্রে' উক্ত হইয়াছে যে বেদান্তসাংখ্যাদি মতসমূহের প্রণেতাগণ সর্বদর্শী বা সর্বজ্ঞ ছিলেন না। (সুতরাং তাঁহারা জানিতেন না যে তাঁহারা যাহাকে যাহাকে পরমতত্ত্ব বলিয়া নির্ণয় এবং ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহার তাহারও ঊর্ধ্বে প্রমেয় বস্তু ছিল)। সেই কারণে তাঁহাদের বস্তুসংগ্রহ স্ফুট নহে। তাঁহাদের দ্বারা নির্দেশিত উপায়সমূহ এবং ফলসমূহও তদ্বৎ অস্ফুট। শৈবাগমে তৎসমস্তই পরম।[১] 'ভার্গবোত্তরতন্ত্রে' আছে যে অন্য তন্ত্র অনুসারে মুক্তগণ শৈবাগমানুসারে মুক্তগণ অপেক্ষা নিকৃষ্ট।[২] সেইহেতু কাশ্মীরের নবীন শৈবাচার্যগণ ঐ সকল মতবাদের প্রতি মনে মনে বিরুদ্ধ ভাব পোষণ করিতেন।[৩] দাক্ষিণাত্যে বৈষ্ণবাগমসিদ্ধান্তও ঠিক সেই সময়েই পুনরুজ্জীবিত হয়। কেননা, তথাকার বৈষ্ণবাগমাচার্যদিগের আদ্যতম আচার্য নাথমুনি ৮২৪-৯২০ খ্রীষ্টাব্দে বর্তমান ছিলেন। পরন্তু উঁহারা (তথা দাক্ষিণাত্যের শৈবাগমাচার্যগণ) কাশ্মীরী শৈবাগমাচার্যগণের পন্থা অনুসরণ করেন নাই; বরং তাঁহাদের ঠিক বিপরীত পন্থা অনুসরণ করিয়াছেন। কেননা, প্রথমতঃ উহাঁরা অদ্বৈতপ্রভাব হইতে নিজেদের মুক্ত রাখিয়াছেন। দাক্ষিণাত্যের শৈব ও বৈষ্ণব আগমাচার্যগণ এবং কাশ্মীরী শৈবাগমাচার্যগণ সকলেই একবাক্যে অদ্বৈতবাদের তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন,—উহার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে নিজ নিজ মতবাদ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। পরন্তু কাশ্মীরী শৈবাচার্যগণ উহার দ্বারা বিশেষ প্রভাবিত হইয়াছিলেন, আর দাক্ষিণাত্যের আগমাচার্যগণ অদ্বৈতমতের প্রভাব সর্বতোভাবে পরিহার করিয়াছেন,—উহা হইতে আপনাদিগকে সম্পূর্ণ মুক্ত রাখিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ দার্শনিক তত্ত্বে তাঁহারা প্রধানতয়া বেদান্তীই। মুখ্যতয়া বেদবেদান্তের, তথা তদনুযায়ী কোন না কোন পুরাণের, আধারেই তাঁহারা নিজ নিজ সম্প্রদায়ে অনুসৃত তত্ত্ব নিরূপণ এবং ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহারা দেখাইতে চাহিয়াছেন যে তাঁহাদের নিজ নিজ সাম্প্রদায়িক মতই প্রকৃত বেদান্ত মত। প্রত্যেক সম্প্রদায়েই ভগবান্ বাদরায়ণের 'বেদান্তদর্শনে'র ভাষ্যবৃত্তিটীকাদি বিরচিত হইয়াছে এবং ইহা মনে করা হয় যে উহাঁদের মতই সূত্রকারের অভিপ্রেত মত। কাশ্মীরের শৈবাগমাচার্যগণ বাদরায়ণের 'বেদান্তদর্শনে'র ভাষ্যাদি রচনা করেন নাই, কিংবা বেদান্তমতের

১) 'মৃগেন্দ্রতন্ত্র', ১।২.১০-১।

২) "অন্যতন্ত্রেষু যে মুক্তা ধর্মাধর্মক্ষয়ান্নরাঃ।
তেঽত্র রুদ্রাণবঃ প্রোক্তা গুণত্রয়বিবর্জিতাঃ॥

—(ভট্টনারায়ণকণ্ঠ-ধৃত 'মৃগেন্দ্রতন্ত্র-বৃত্তি', ১।২।১১ ৭০ পৃষ্ঠা)।

৩) ঐ বিষয়ে ভট্টনারায়ণকণ্ঠ একজন প্রাচীন আচার্যের বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন,—
"স্বভাবপুরুষাব্যক্তকর্মকালাশ্বরাদিভিঃ।
পরমেশমদৃষ্ট্বৈব মুক্তির্মিথ্যৈব কল্পিতা॥"—(ঐ, ৭২ পৃষ্ঠা)

অঘোরশিবও একটা বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন,—
"বুদ্ধিতত্ত্বে স্থিতা বৌদ্ধা গুণেষ্বেবার্হতাঃ স্থিতাঃ।
স্থিতা বেদবিদঃ পুংসি অব্যক্তে পাঞ্চরাত্রিকাঃ॥"—(ঐ, ৭৪ পৃষ্ঠা)

তাই নারায়ণকণ্ঠ বলিয়াছেন যে উঁহাদের উপদিষ্ট মুক্তি প্রকৃতপক্ষে মুক্ত্যাভাসই। (ঐ, ৭৩ পৃষ্ঠা)। তিনি বেদান্তবাদিগণের সৃষ্টিবাদও নিরাকরণ করিয়াছেন। (ঐ, ৮০—৮১ পৃষ্ঠা)।

উপর কোন স্বতন্ত্র গ্রন্থও রচনা করেন নাই। যাহা হউক, এইরূপে দেখা যায়, দাক্ষিণাত্যের নবীন বৈষ্ণবাচার্যগণ যে পাঞ্চরাত্রিক তাহা কেবল ধর্মাচরণ বা কর্তব্য ধর্মকর্মাদি বিষয়ে। বেঙ্কটনাথ বলিয়াছেন, "প্রতিবুদ্ধবিষয়ভগবদনন্যভজনোপদেশপ্রবৃত্তং তু শাস্ত্রং পাঞ্চরাত্রম্" ('পরন্তু পাঞ্চরাত্রশাস্ত্র প্রতিবুদ্ধদিগের জন্য ভগবানের ভজনের উপদেশে প্রবৃত্ত')।[১] পূর্বে ইহা উক্ত হইয়াছে যে যদিও আদর্শ পাঞ্চরাত্রসংহিতায় জ্ঞান, যোগ, ক্রিয়া ও চর্যা—এই চারি পাদ আছে, বস্তুতঃ পাঞ্চরাত্রসংহিতার বেশীর ভাগে ক্রিয়া ও চর্যা বিবৃত হইয়াছে,—কোন কোন সংহিতায় জ্ঞানের ও যোগের বিবরণ মোটেই নাই। তাই বেঙ্কটনাথ সত্যই বলিয়াছেন যে পাঞ্চরাত্রশাস্ত্র, ভগবদ্‌ভজনের উপদেশেই প্রবৃত্ত। ঐ উপদেশই দাক্ষিণাত্যের নবীন বৈষ্ণবাচার্যগণ পাঞ্চরাত্র হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। পরন্তু সেইহেতু তাঁহারা নিজেদের অর্ধপাঞ্চরাত্রিক বলিয়া মনে করেন না। কেননা, তাঁহারা মনে করেন যে তত্ত্ব বিষয়ে বেদান্তের সহিত পাঞ্চরাত্রের কোন বিরোধ নাই। উহার সমর্থনে তাঁহারা একটা প্রাচীন বচনও উদ্ধৃত করেন,

"বেদান্তেষু যথাসারং সংগৃহ্য ভগবান্ হরিঃ।
ভক্তানুকম্পয়া বিদ্বান্ সংচিক্ষেপ যথাসুখম্॥"[২]

'(বেদান্তার্থ-) বিদ্বান্ ভগবান্ হরি ভক্তগণের প্রতি অনুকম্পা বশতঃ বেদান্তবাক্যসমূহের প্রকৃত সার সংগ্রহ পূর্বক সংক্ষেপ করিয়াছেন, এবং যাহাতে সুখবোধ্য হয় তেমন ভাবে (পাঞ্চরাত্রশাস্ত্রে প্রকট করিয়াছেন)।'[৩]

১) 'ন্যায়পরিশুদ্ধি' শব্দাধ্যায়ে ২য় আহ্নিক (বেদান্তদেশিক গ্রন্থমালা, বেদান্তবিভাগ, ২য় সম্পুট ১৬৭ পৃষ্ঠা।

২) যামুনাচার্যের 'আগমপ্রামাণ্য' ৫১ পৃষ্ঠা; রামানুজাচার্যের 'শ্রীভাষ্য' ২।২।৪২; বেঙ্কটনাথের 'পাঞ্চরাত্র-রক্ষা' ১ম পৃষ্ঠা; 'সেশ্বর মীমাংসা', ২য় অধিকরণ (বেদান্তদেশিক গ্রন্থমালা, বেদান্তবিভাগ, ২য় সম্পুট; ২৭ পৃষ্ঠা); ইত্যাদি। এই বচনটি 'মহাভারতে'র বলিয়া তাঁহারা মনে করেন। পরন্তু উত্তর ভারতে প্রচলিত 'মহাভারতে' উহা নাই।

৩) যামুন বলিয়াছেন, "স খলু ভগবান্ অমোঘসহজসংবেদনসাক্ষাদ্‌ভবদখিলবেদরাশিবিপ্রকীর্ণবিবিধবিধার্থবাদমন্ত্রাত্মকানেকশাখাধ্যয়নধারণাদিষ্বধীরধিয়ো ভক্তানবলোক্য তদনুকম্পয়া লঘুনোপায়েন তদর্থং সংক্ষিপ্যোপদিদেশ ইতি" [আগমপ্রামাণ্য, ৫১ পৃষ্ঠা]

একাদশ অধ্যায়

বৈখানস মত

(১)

অতিপ্রাচীন—বৈখানস মত বা বিধি বা সম্প্রদায় অতীব প্রাচীন বলিয়া মনে হয়। কেননা, বৈখানস ঋষিগণের উল্লেখ 'ঋগ্বেদে'ও পাওয়া যায়। 'ঋগ্বেদে'র ৯ম মণ্ডলের ৬৬তম সূক্তের দ্রষ্টা এক শত বৈখানস ঋষি। উহাতে সর্ব সমেত ৩০টি মন্ত্র আছে। তন্মধ্যে ১৯-২১তম মন্ত্রের দেবতা পবমান অগ্নি এবং অবশিষ্ট মন্ত্রসমূহের দেবতা পবমান সোম। প্রথমোক্ত মন্ত্রত্রয়কে লক্ষ্য করিয়া আচার্য শৌনক লিখিয়াছেন, "এই যে পার্থিব অগ্নি ইহা বিশ্বকে পবিত্র করে। সেই কারণে ইহা বৈখানস ঋষিগণ কর্তৃক 'পবমান' বলিয়া স্তুত হইয়াছেন।"[১] 'ঋগ্বেদে'র ১০ম মণ্ডলের ৯৯তম সূক্তের দ্রষ্টা বম্র নামক বৈখানস ঋষি এবং দেবতা ইন্দ্র।[২] শত বৈখানস ঋষি-দৃষ্ট পূর্বোক্ত মন্ত্রসমূহের কোন কোনটা 'সামবেদে'ও পাওয়া যায়।[৩] 'সামবেদে'র কতিপয় মন্ত্র 'বাম্র সাম' নামে অভিহিত হয়।[৪] উহাদের দ্রষ্টা বম্র বৈখানস।[৫] সুতরাং দ্রষ্টা ঋষির নাম অনুসারেই উহাদিগকে 'বাম্র সাম' বলা হয়।

ব্রাহ্মণগ্রন্থসমূহের মধ্যে 'তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণ' (বা 'পঞ্চবিংশব্রাহ্মণ'), 'জৈমিনীয়ব্রাহ্মণ' এবং 'সামবিধানব্রাহ্মণে' বৈখানস ঋষিগণের উল্লেখ পাওয়া যায়, অন্যত্র নহে।[৬] ঐ সমস্ত 'সামবেদে'র ব্রাহ্মণ। ঐ বেদের কোন কোন মন্ত্র 'বৈখানস সাম' নামে খ্যাত।[৭] ঐ নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে 'তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণে' নিম্নলিখিত কথা আছে,—[৮]

"বৈখানস ঋষিগণ ইন্দ্রের প্রিয় ছিলেন। রহস্যু দেব-মলিম্লুচ্ (অর্থাৎ দেবগণকে হরণকারী[৯] রহস্যু নামক অসুর) মুনিমরণ (নামক স্থানে) তাঁহাদিগকে মারিয়া ফেলেন। (তাঁহাদিগকে না দেখিয়া) দেবগণ (ইন্দ্রকে) জিজ্ঞাসা করেন, 'তোমার (প্রিয়) সেই ঋষিগণ

১) 'বৃহদ্দেবতা', ২।২৯

২) ঋক্‌সং, ১০।৯৯।৫ ও ১২ মন্ত্রে বম্রের নামোল্লেখ আছে। বম্র নামে একজন ঋষির উল্লেখ ঋগ্‌বেদে'র আরও দুই স্থলে আছে। (১।৫১।৯ ; ১১২।৫) পরন্তু তিনি বৈখানস কিনা. তথা তিনি এবং ১০।৯৯ সূক্তের দ্রষ্টা বম্র বৈখানস অভিন্ন ব্যক্তি কিনা বলা যায় না।

৩) ঋক্‌সং, ৯।৬৬।১০-২ = সামসং, উত্তরার্চিক, ১।১।৩

,, ৯।৬৬।১৯ = ,, ,, ৬।৩।১২ ; পূর্বার্চিক, ৬।১৪।১

,, ৯।৬৬।১৯ ২২ = ,, ,, ৭।১।১২

,, ৯।৬৬।২৫-৭ = ,, ,, ৫।২।১১

৪) তাণ্ড্যব্রা, ১৩।৩।১৮

৫) জৈমিব্রা, ৩।৯৯

৬) এক দৃষ্টিতে 'তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণে'ও বৈখানস ঋষিগণের উল্লেখ আছে বলা যায়। কেননা, 'তৈত্তিরীয়ারণ্যকে' উঁহাদের উৎপত্তির কথা আছে (পরে দেখ) এবং উহা 'তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণে'র অন্তর্গত।

৭) তাণ্ড্যব্রা, ১৪।৪।৬

৮) তাণ্ড্যব্রা, ১৪।৪।৭

৯) 'মলিম্লুচ্' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ 'মলী সন্ ম্লোচয়তি, ম্লুচ্ ইর গত্যাম্' ('যে মলযুক্ত হইয়া গমন করে') ; চৌর।

কোথায় আছেন?' (তখন ইন্দ্র) তাঁহাদিগকে অন্বেষণ করেন, (পরন্তু কোথাও) তাঁহাদিগকে পাইলেন না। তিনি এই সমস্ত লোক (আবার) খোঁজেন এবং মুনিমরণে (মৃতাবস্থায়) তাঁহাদিগকে পাইলেন। (তিনি) এই সাম দ্বারা তাঁহাদিগকে পুনঃ প্রাণবান্ করেন। (তাহাতে এই সাম 'বৈখানস সাম' নামে অভিহিত হইতে থাকে।) সেই সময়ে তিনি উহাই কামনা করিয়াছিলেন। তাহাতে বৈখানস সাম কামপ্রদ। সেই কারণে উহার দ্বারা (সমস্ত) কাম নিশ্চয় লাভ হয়।" অপর এক সাম সম্বন্ধে উহাতে উক্ত হইয়াছে যে "পুরুহন্‌ম (নামক) বৈখানস ইহার দ্বারা সহজে স্বর্গলোক প্রাপ্ত হন" ইত্যাদি।[১] বৈখানস আচ্ছাবক সামেরও উল্লেখ উহাতে আছে।[২] এই সকল হইতে মনে হইতে পারে যে বৈখানস ঋষিগণ 'সামবেদে'রই সঙ্গে বেশী সম্পর্কিত। পরন্তু ঐ অনুমান যথার্থ হইবে না। কেননা, 'ঋগ্বেদে'[৩] বৈখানস ঋষিগণের দৃষ্ট মন্ত্র আছে; এবং কোন কোন বৈখানসতন্ত্রের মতে, তথা কোন কোন শ্রৌতসূত্রের টীকাকারের মতে, বৈখানসসূত্র 'যজুর্বেদে'রই এক সূত্র।[৩]

'তৈত্তিরীয়ারণ্যকে' বৈখানস ঋষিগণের উৎপত্তির কথা আছে। আমরা তাহা কিঞ্চিৎ পরে বিবৃত করিব।

প্রাচীনতম ধর্মশাস্ত্রকার মহর্ষি গৌতম বৈদিক চাতুরাশ্রম্যের তৃতীয় আশ্রম বানপ্রস্থকে 'বৈখানস' বলিয়াছেন।[৪] তৎপরবর্তী ধর্মশাস্ত্রকারগণের প্রায় সকলেই তাহা অঙ্গীকার করিয়াছেন। 'বৌধায়নধর্মসূত্রে' আছে, "বানপ্রস্থ বৈখানসশাস্ত্রোক্ত আচারসমূহ সম্যক্ পালন করে।"[৫] 'মনুস্মৃতি'তেও আছে, বানপ্রস্থ "বৈখানস মতে স্থিত।"[৬] তাহাতে মনে হয় যে স্বপ্রণীত ধর্মশাস্ত্রে মহর্ষি বিখনস্ তৃতীয়াশ্রমী বানপ্রস্থিগণের আচারব্যবহারের বা ধর্মের যে সকল নিয়ম বিধিবদ্ধ করেন, সেই সকল অপর ধর্মশাস্ত্রকারগণও মানিয়া লইয়াছেন।[৭] তাহাতে

১) তাণ্ড্যব্রা, ১৪।৯।২৯ ঋগ্‌বেদে'র ৮।৭০ সূক্তের দ্রষ্টা ঋষির নামও পুরুহন্‌ম। উহার এক মন্ত্রে (৮।৭০।২) তাঁহার নামোল্লেখ আছে। তিনি আঙ্গিরস। আর 'পঞ্চবিংশব্রাহ্মণে' উক্ত পুরুহন্‌ম বৈখানস। তাঁহারা হয়ত ভিন্ন ব্যক্তি; অথবা, অভিন্ন,—কেননা, ইহাও হইতে পারে যে আঙ্গিরস বা অঙ্গিরা-গোত্রীয় পুরুহন্‌ম পরে 'বৈখানস' বা বৈখানসমতানুযায়ী হন।

২) তাণ্ড্যব্রা, ১৮।১১।১০   ৩) পূর্বে দেখ।

৪) 'গৌতমধর্মসূত্র', ৩।২

৫) "বানপ্রস্থো বৈখানসশাস্ত্রসমুদাচারঃ"—('বৌধায়নধর্মসূত্র', ২।১১।১৬)

৬) "পুষ্পমূলফলৈর্বাপি কেবলৈর্বর্তয়েৎ সদা।
কালপক্কৈঃ স্বয়ংশীর্ণৈর্বৈখানসমতে স্থিতঃ॥"—('মনুস্মৃতি', ৬।২১)

'বৈখানসসূত্রে' এক প্রকার বনস্থ সম্বন্ধে আছে,—

"মূলৈঃ ফলৈঃ পত্রৈঃ পুষ্পৈর্বা তত্তৎকালেন পক্কৈঃ স্বয়মেব সংশীর্ণৈঃ প্রাণং প্রবর্তয়ন্নুত্তরোত্তরেঽপ্যধিকং তপঃ সংযোগং ফলাদ্‌বিশিষ্টমাচরেৎ।"—('বৈখানসস্মার্তসূত্র', ৯।৫; ১২৫ পৃষ্ঠা)

আরও দেখ,—

"মূলৈরেকে ফলৈরেকে পুষ্পৈরেকে দৃঢ়ব্রতাঃ।
বর্তয়ন্তি যথান্যায়ং বৈখানসগতিং শ্রিতাঃ॥"—(মহাভা, ১২।২৪৪।১৩·২—১৪·১)

৭) বানপ্রস্থীদিগের আচারের জন্য 'বৌধায়নধর্মসূত্র', ২।১১।১৭ দেখ। আরও দেখ—'বৈখানসসূত্র', ৮।৬-৮; ৯।৩-৫; ১০।৫; 'বৌধায়নধর্মসূত্র', ৩।৩।১৫ ও ১৭; 'মনুস্মৃতি', মহাভা, ১২।২৪৪।৪—২২; ১৩।১৪১।৯৫; ১৪২।৪।

ঐ সকল সর্বমান্য হয়। সেই কারণে তৃতীয়াশ্রমিগণ ‘বৈখানসমতানুযায়ী’, সংক্ষেপে ‘বৈখানস’, বলিয়া অভিহিত হইতে থাকেন। মহর্ষি ভৃগুর ‘প্রকীর্ণাধিকারে’ এবং মহর্ষি মরীচির ‘আনন্দ-সংহিতা’য় তাহা স্পষ্টতঃ উক্ত হইয়াছে।[১] ‘আনন্দসংহিতা’য় আরও বিশেষ করিয়া বলা হইয়াছে যে উঁহারা “স্মার্ত বৈখানস।” ‘বৌধায়নধর্মশাস্ত্রে’ “ব্রহ্মবৈখানসদিগের” উল্লেখ আছে।[২] উহার টীকাকার গোবিন্দস্বামী বলেন, উহার অর্থ “ব্রহ্মা কর্তৃক দৃষ্ট বৈখানসগণ, অথবা যাহারা (পূর্বে গৃহস্থাশ্রমে) ব্রাহ্মণ ছিলেন (সেই সকল বৈখানসগণ)।” ‘বানপ্রস্থ’ অর্থে ‘বৈখানস’ শব্দের ব্যবহার কোন কোন পুরাণেও পাওয়া যায়।[৩]

ধর্মশাস্ত্রের ইতিহাস-লেখক ডক্টর শ্রীপাণ্ডুরঙ্গ বামন কানে মহাশয় মনে করেন যে উপলব্ধ ‘গৌতমধর্মসূত্র’ ৬০০-৪০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ কালের পরবর্তী হইতে পারে না।[৪] উপলব্ধ ‘বৌধায়ন-ধর্মসূত্র’ তদর্বাক্ কালের; কেননা, উহাতে দুইবার গৌতমের নামোল্লেখ আছে। তবে উহা ৫০০-২০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের মধ্যবর্তী কালের।[৫] কোন কোন লেখক উহাদিগকে আরও প্রাচীন মনে করেন। যথা,...............

মতে, বৌধায়ন ৮০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দোপকালে বর্তমান ছিলেন। যাহা হউক, অন্তত ইহা সত্য মনে হয় যে ৫০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের পূর্ব হইতে,—ঐ সময়ের কত পূর্ব হইতে তাহা নিরূপণের উপায় দেখা যায় না,—বানপ্রস্থ ‘বৈখানস’ নামে অভিহিত হইতেছে।

ইহা বিশেষ করিয়া উল্লেখ করা উচিত যে বৈখানসধর্মশাস্ত্রে যে কেবল তৃতীয়াশ্রমী বানপ্রস্থগণেরই ধর্ম লিপিবদ্ধ আছে, তাহা নহে; অপর তিন আশ্রমীরও ধর্ম উহাতে আছে। বস্তুতঃ বেদের বৈখানস শাখার অনুযায়ীদিগের বর্ণাশ্রমোচিত সর্বপ্রকার ধর্মের বিধি উহাতে আছে।[৬] সুতরাং ‘বৈখানসশাস্ত্রানুযায়ী’ অর্থে ‘বৈখানস’ শব্দ চারি আশ্রমের যে কোন আশ্রমস্থ

‘বৈখানসসূত্রে’ আছে, অনাহিতাগ্নি গৃহস্থ শ্রামণক অগ্নিকে সঙ্গে লইয়া সপত্নীক বনাশ্রমে গমন করিবে। (পরে দেখ)

“তপসাং শ্রমণমেতন্মূলং তস্মাদেতদগ্নিধানমেনমগ্নিং চ শ্রামণকমিত্যাহ বিখনাঃ।”

—(‘বৈখানসসূত্র’, ৯।৫ (১২৫ পৃষ্ঠা)

বানপ্রস্থের শ্রামণকাগ্নির উল্লেখ ‘গৌতমধর্মসূত্রে’ (৩।২৬), ‘বৌধায়নধর্মসূত্রে’ (২।১১।১৭) এবং ‘বাশিষ্ঠধর্মসূত্রে’ (৯।১০) আছে। শ্রামণকাগ্নি রক্ষার প্রথা বিখনসের পূর্বেও প্রচলিত ছিল বলিয়া মনে হয়। অন্ততঃ পক্ষে উহা তাঁহার নিজের উদ্ভাবিত নহে। কেননা, তিনি লিখিয়াছেন, কোন কোন আচার্যের মতে, ঔদুম্বর বানপ্রস্থ কেবল শ্রামণকাগ্নি স্থাপন করিবে এবং তাহাতে হবন করিবে। (‘বৈখানসসূত্র’, ৭।৮ (১১৬ পৃষ্ঠা)।

১) ‘প্রকীর্ণাধিকার’, ভৃগু-প্রণীত, ক্রিয়াপাদ, ৩০।৮৩·২—৮৪; ‘আনন্দসংহিতা’, ১১।৪-৫·১; আরও দেখ—“তৃতীয়াশ্রমিনঃ সর্বে স্মার্তা বৈখানসাঃ স্মৃতাঃ”—(আনন্দসং, ৯।৮·১)

২) “শাস্ত্রপরিগ্রহঃ সর্বেষাং ব্রহ্মবৈখানসানাম্”—(‘বৌধায়নধর্মসূত্র’, ৩।৩।১৮)

৩) যথা দেখ—লিঙ্গপু, ১।৮।১৭; বামনপু, ১৪।১৮·১

৪) P. V. Kane, History of Dharmasastras, Poona, 1930, p. 19

৫) ঐ, ২৮ পৃষ্ঠা

৬) মহর্ষি মরীচির ‘আনন্দসংহিতা’য় আছে,

“শ্রৌতস্মার্তাদিকং কর্মনিখিলং যেন সূত্রিতম্।

তস্মৈ সমস্তবেদার্থবিদে বিখনসে নমঃ॥”—(২।৮১; ১৪।৩৪·২—৩৫·১

ব্যক্তিকে বুঝাইতে পারে। গৌতমবোধায়নাদি ধর্মশাস্ত্রকারগণ যে উহাকে কেবল 'বানপ্রস্থাশ্রমী' অর্থে রূঢ় করিয়াছেন, তাহার হেতু এই যে বৈখানসশাস্ত্রানুযায়ীদিগের বানপ্রস্থাশ্রমীদিগেরই পালনীয় নিয়মসমূহ তাঁহারা অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, অপর আশ্রমীদিগের নহে। যাহা হউক, উহা সঙ্কুচিত অর্থই।

বৈখানস ঋষিগণের উল্লেখ 'রামায়ণে'র এবং 'মহাভারতে'র একাধিক স্থলে পাওয়া যায়।[১] 'মহাভারতে' উক্ত হইয়াছে যে "পুষ্কর' নামক পুণ্য পিতামহ-সর বৈখানস সিদ্ধ ঋষিগণের প্রিয় আশ্রম।"[২] আর্চিক পর্বতস্থ চন্দ্রমসতীর্থেও বৈখানস ঋষিগণ বাস করিতেন।[৩] বৈতরণী নদীর তীরেও উঁহাদের আশ্রম ছিল বোধ হয়।[৪] 'রামায়ণে' বিবৃত হইয়াছে যে দণ্ডকারণ্যে বহু বৈখানস ঋষি বাস করিতেন।[৫] হিমালয় পর্বত যে বৈখানস ঋষিগণের এক মুখ্য স্থান ছিল, তাহা উভয় গ্রন্থ হইতে জানা যায়।[৬] 'মহাভারতে'র কতিপয় স্থলে বৈখানসগণের বচনও উদ্ধৃত হইয়াছে।[৭]

এইখানে ইহাও বলা উচিত বোধ হয় যে প্রাচীন ঋষিদিগের বৈখানসগণের সমশ্রেণীর আরও কতিপয় গণেরও উল্লেখ 'ঋগ্বেদে' পাওয়া যায়। যথা অজগণ, পৃশ্নিগণ, অকৃষ্টগণ, মাষগণ, সিকতগণ, নিবাবরীগণ, বসুরোচিষ্‌গণ এবং বাতরশনগণ। মহর্ষি কাত্যায়নের 'সর্বানুক্রমণী'র মতে,[৮] 'ঋগ্বেদে'র ৯ম মণ্ডলের ৮৬তম সূক্তের দেবতা পবমান সোম; উহার ১-১০ মন্ত্রের দ্রষ্টা অকৃষ্ট ও মাষ নামক ঋষিগণ; ১১-২০ মন্ত্রের দ্রষ্টা সিকতগণ ও নিবাবরীগণ; ২১-৩০ মন্ত্রের দ্রষ্টা পৃশ্নিগণ ও অজগণ; ৩১-৪০ মন্ত্রের দ্রষ্টা উঁহারা সকলেই (অর্থাৎ অকৃষ্টগণ, মাষগণ, সিকতগণ, নিবাবরীগণ, পৃশ্নিগণ ও অজগণ); ৪১-৫ মন্ত্রের দ্রষ্টা অত্রিভৌম; এবং ৪৬-৮ মন্ত্রের দ্রষ্টা গৃৎসমদ শৌনক। 'ঋগ্বেদে'র ৮।৩৪।১৬-৮ মন্ত্রের দেবতা ইন্দ্র এবং দ্রষ্টা এক সহস্র বসুরোচিষ্‌ ঋষিগণ,—যাঁহারা আঙ্গিরস বা অঙ্গিরা-গোত্রীয় ছিলেন।[৯] 'ঋগ্বেদে'র

এই বচন উহার তথা আরও কতিপয় বৈখানস আগমের, মঙ্গলাচরণে পাওয়া যায়। যথা দেখ—কাশ্যপের 'জ্ঞানকাণ্ড', ভৃগুর 'যজ্ঞাধিকার' ইত্যাদি।

১) যথা দেখ.—

'রামায়ণ', ৩।৬।২, ৩।৩৫।১৫; ৪।৪০।৫৮; ৪।৪৩।৩২,৫২ ইত্যাদি।

'মহাভারত', ১।২১৩।৫—৬; ৩।১২৫।১৭; ৯।৪৫।৮'১; ১৩।৯০।৫৩—৪ ইত্যাদি

২) মহাভা, ৩।৮৯।১৬ ৩) মহাভা, ৩।১২৫।১৭

৪) কেননা, কথিত হইয়াছে যে বৈতরণী নদীতে গিয়া উহার জল স্পর্শ করিয়া যুধিষ্ঠির তপোবলে মনুষ্যস্বভাব হইতে রিক্ত হন ("মানুষাদস্মি বিষয়াদপেতঃ) এবং জপ-পরায়ণ মহাত্মা বৈখানসদিগের শব্দ শুনিতে পাইলেন। লোমশ ঋষি বলেন, যে স্থান হইতে ঐ শব্দ আসিতেছিল উহা ঐ স্থান হইতে তিন লাখ যোজন দূরে অবস্থিত ছিল। (মহাভা, ৩।১১৪।১৫—৬) তাহা অর্থবাদও হইতে পারে।

৫) 'রামায়ণ' ৩।৬।২; (পরে দেখ)

৬) মহাভা, ৫।১১১।১১; 'রামায়ণ', ৩।৩৫।১৫—৩০; ৪।৪০।৬০; ৪।৪৩।৩২

৭) মহাভা. ১২।২০।২৭; ২৬।৬; ৬০।৪৯-৫৩; ১৩।৯০।৫৩—৪; (পরে পরে যথাস্থানে উদ্ধৃত হইয়াছে)।

৮) 'ঋগ্বেদে'র ৯।৮৬ সূক্তের সায়ন-কৃত ভাষ্যের উপোদঘাতও দেখ।

৯) এই মন্ত্রত্রয়ের প্রারম্ভে বসুরোচিষ্‌গণের নাম উল্লিখিত হইয়াছে।

"আ যদিন্দ্রশ্চ দদ্বহে সহস্রং বসুরোচিষঃ" ইত্যাদি। (ঋক্‌সং, ৮।৩৪।১৬]

১০।১৩৬ সূক্তের দ্রষ্টা, কাত্যায়নের মতে, (১) জূতি, (২) বাতজূতি, (৩) বিপ্রজূতি, (৪) বৃষাণক, (৫) করিক্রতু, (৬) এতশ, এবং (৭) ঋষ্যশৃঙ্গ—এই সাত বাতরশন মুনি ; উহার দেবতা কেশিগণ, অর্থাৎ অগ্নি, সূর্য এবং বায়ু।[১] অজগণ, পৃশ্নিগণ, এবং বস্বরোচিষ্‌গণের উল্লেখ সামবিধান ব্রাহ্মণে আছে।[২] অরুণগণ, কেতুগণ এবং বাতরশনগণের উল্লেখ 'তৈত্তিরীয়ারণ্যকে' আছে।[৩] 'মহাভারতে' উঁহাদের প্রায় সকলের, তথা আরও অনেকের, নামোল্লেখ আছে।[৪]

বালখিল্য—প্রাচীন ঋষিদিগের এক গণ 'বালখিল্য' নামে খ্যাত। 'তৈত্তিরীয়ারণ্যকে' উঁহাদের উৎপত্তির কথা আছে। কথিত হইয়াছে যে বিশ্বস্রষ্টা প্রজাপতির বালসমূহই বালখিল্য ঋষিগণ রূপে উৎপন্ন হন।[৫] 'ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে'র মতে বালখিল্যগণ ব্রহ্মার মানস পুত্র ক্রতুর সন্তান।[৬] 'গরুড়পুরাণে' বিবৃত হইয়াছে যে বালখিল্য ঋষিগণ ব্রহ্মার মানস পুত্র ক্রতু ঋষির ঔরসে এবং দক্ষের কন্যা সুমতির গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। উঁহাদের সংখ্যা ষাট্ হাজার ছিল। উঁহারা সকলেই ঊর্ধ্বরেতা এবং প্রদীপ্ত ভাস্করের ন্যায় তেজস্বী ছিলেন। উঁহারা অঙ্গুষ্ঠপর্বমাত্র অর্থাৎ বামন ছিলেন।[৭]

প্রচলিত 'ঋগ্বেদে'র ৮ম মণ্ডলের ৪৯-৫৯ সূক্ত 'বালখিল্য' নামে খ্যাত।[৮] আচার্য শৌনক আটটী (৪৯-৫৬তম) বালখিল্য-সূক্তের উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার মতে, উহাদের দ্রষ্টা "তিগ্মতেজা ঋষিগণ"।[৯] কাত্যায়নের 'সর্বানুক্রমণী' হইতে সমস্ত বালখিল্য-সূক্তসমূহের ঋষিগণের এবং দেবতাগণের নাম জানা যায়। ৪৯-৫৬তম সূক্তের, ৫৪।৩-৪ মন্ত্র ব্যতীত, দেবতা ইন্দ্র। শৌনকও তাহা বলিয়াছেন। ৫৪।৩-৪ মন্ত্রের, তথা ৫৮তম সূক্তের, দেবতা বিশ্বে দেবা। ৫৭তম সূক্তের দেবতা অশ্বিনী-দ্বয়। এবং ৫৯তম সূক্তের দেবতা ইন্দ্র ও বরুণ। ঐ সকল সূক্তের দ্রষ্টা সকল ঋষিই কাণ্ব বা কণ্ব-গোত্রীয়।[১০] উঁহাদের মধ্যে প্রস্কণ্ব ঋষিই সমধিক প্রসিদ্ধ।[১১] মেক্‌ডোনেল ও কীথ মনে করেন যে 'তৈত্তিরীয়ারণ্যকে' উক্ত বালখিল্য ঋষিগণ উঁহারাই।[১২] তাহা কল্পনামাত্রই। কেননা, এক নাম-সাদৃশ্য ব্যতীত তাহার সমর্থক অপর কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

১) "মুনয়ো বাতরশনাঃ" [ঋক্‌সং, ১০।১৩৬।২·১]　　২] পরে দেখ।

৩] তৈত্তিআ, ১।২৩।২ ; ১।২৪।৪ ; ২।৭　　৪] মহাভা, ১২।১৬৬।২০—৫ পরে দেখ

৫) পরে দেখ।　　৬) ব্রহ্মাণ্ডপু, ২।৩৫।৯৪·১

৭) গরুড়পু, ১।৫।১৫·২—১৬

৮) দেখ—ঐতব্রা. ৫।১৫।১, ৩. ৪ ; ৬।২৪।১, ৪, ৫ ১০, ১১ ' কৌষীব্রা, ৩০।৪।৮ ; তাণ্ড্যব্রা, ১৩।১১।৩ ; ১৪।৫।৪ ; গোপব্রা, ২।৬।৯ ; ইত্যাদি।

৯) 'বৃহদ্দেবতা', ৬।৮৪

১০) ঐ সকল সূক্তের দ্রষ্টা যথাক্রমে এই—প্রস্কণ্ব, পুষ্টিগু, শ্রুষ্টিগু, আয়ু, মেধ্য, মাতরিশ্বা' কৃশ, পুষধ্র, মেধ্য, মেধ্য এবং সুপর্ণ।

১১) প্রস্কণ্ব ঋষি 'ঋগ্বেদে'র ১।৪৪-৫০, ৮।৪৯, এবং ৯।৯৫ সূক্তেরও দ্রষ্টা। কতিপয় মন্ত্রে তাঁহার নামেরও উল্লেখ আছে। (যথা—ঋক্‌সং, ১।৪৪।৬ ; ১।৪৫।৩ ; ৮।৩।৯ ; ৮।৫১।২ ; ৮।৫৪।৮) দেখ—'নিরুক্ত', ৩।১৭

১২) Macdonell & Kaith, Vedfa Index, Vol. II, p. 298

কোন কোন পুরাণে উক্ত হইয়াছে যে 'ঋগ্বেদে'র এক শাখার নাম 'বালখিল্য সংহিতা' ছিল ; উহার রচয়িতা বাষ্কলি ঋষি।[১] উহা এখন উপলব্ধ নহে।

'বামনপুরাণে' দ্বিবিধ বালখিল্য ঋষির উল্লেখ আছে। প্রথম প্রকার বালখিল্যগণ শুদ্ধচিত্ত ছিলেন। অব্যক্ত-জন্মা ভগবান্ ব্রহ্মা যখন বিশ্বসৃষ্টি করিতে চিন্তা করিতেছিলেন, তখন সর্বপ্রথমে, সনকাদিরও পূর্বে, ঐ বালখিল্যগণ উৎপন্ন হন। উঁহাদের সংখ্যা অষ্টাশী হাজার। উঁহারা সকলে ঊর্ধরেতা ছিলেন।[২] দ্বিতীয় বালখিল্যগণ সপ্ত প্রজাপতির পরে উৎপন্ন হন। তখন ব্রহ্মার মন রজোগুণ দ্বারা মোহিত ছিল। ঐ অবস্থায় উৎপন্ন বালখিল্যগণ কঠোর তপস্যায় এবং স্বাধ্যায়ে তৎপর হন। তাঁহারা সর্বদা স্নান-নিরত এবং দেবার্চন-পরায়ণ হন। তাঁহারা উপবাসসমূহ এবং তীব্র ব্রতসমূহ দ্বারা নিজেদের শরীরকে শোষণ করিতে থাকেন। তাহাতে তাঁহারা "ধমনি-সন্তত কৃশ" হন। দিব্য সহস্র বৎসর ধরিয়া ঐ প্রকারে দেবেশকে আরাধনা করিলেও ভগবান্ শঙ্কর তঁহাদের উপর পরিতুষ্ট হইলেন না।[৩] কেননা, মহাদেব স্বয়ং বলেন, তাহারা ধর্মের গহন গতি তত্ত্বতঃ জানে না। তাহারা ধর্মকেও বিশেষভাবে জানে না। তাহারা কামবিবর্জিত নহে, এবং ক্রোধ হইতেও নির্মুক্ত নহে। তাহারা কেবল মূঢ়বুদ্ধি।"[৪] তাঁহারা ঘোর তপস্যা সাধন করিতেন এবং হুতাগ্নিসদনক্রিয়া অধ্যয়ন করিতে করিতে কাষ্ঠলোষ্ট্র-সম স্থিত থাকিতেন।[৫] তাঁহারা বিবাহিত ছিলেন।[৬] উগ্র তপস্যার ফলে তাঁহাদের প্রকৃতি অতি উগ্র হইয়া পড়ে ; তাঁহারা ক্রূরকর্মা হন এবং অতি সহজে ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিতেন।[৭]

'মহাভারতে' এক বালখিল্যগণের উল্লেখ আছে যাঁহারা, সারস্বত্যগণের সহিত, বেন-পুত্র রাজা পৃথুর মন্ত্রী হইয়াছিলেন।[৮] উঁহারা পূর্বোক্ত ঋষি-গণ কিনা বলা যায় না।

বৈখানস, বালখিল্য ও বানপ্রস্থ—কিঞ্চিৎ পূর্বে ইহা উক্ত হইয়াছে যে গৌতম-বৌধায়নাদি ধর্মশাস্ত্রকারগণের মতে 'বৈখানস' বানপ্রস্থের নামান্তর ; সুতরাং বৈখানস ও বানপ্রস্থ অভিন্ন। পরন্তু অপর কোন কোন শাস্ত্র হইতে জানা যায় যে বৈখানস বানপ্রস্থের এক উপশ্রেণী। যথা, 'বৃহৎপারাশরীয়ধর্মশাস্ত্রে' উক্ত হইয়াছে যে বানপ্রস্থের চারি ভেদ,—(১) বৈখানস, (২) ঔদুম্বর, (৩) ফেনপ এবং (৪) বালখিল্য।[৯] উহাদের লক্ষণও তথায় নির্দিষ্ট হইয়াছে। "যে বনে বাস করত ফল, মূল এবং অক্লিষ্ট (অর্থাৎ স্বভাবতঃ উৎপন্ন,—কর্ষণ দ্বারা উৎপন্ন নহে) অন্ন দ্বারা অগ্নিকর্ম এবং পঞ্চ মহাযজ্ঞ করে, সেই আত্মবিৎ বৈখানস।"[১০] "যে বনস্থ বল্কলের চীবর ধারণ করে, অগ্নিকর্ম করে, এবং কার্তিক মাসের শেষে সমস্ত সঞ্চিত অন্ন পরিত্যাগ করে, সেই আত্মজ্ঞ বালখিল্য।"[১১] '(বিষ্ণু)ভাগবতপুরাণে'রও মতে বানপ্রস্থ ঐ

১) যথা দেখ—(বিষ্ণু)ভাগপু, ১৷৬৷৫৯
২) বামনপু, ৪৩৷৪০·২—৪১
৩) ঐ, ৪৩৷৪৪
৪) ঐ, ৪৩৷৫১-৫২·১
৫) ঐ, ৫৩৷৫৪·২ ও ৫৬
৬) ঐ, ৪৩৷৫৯
৭) ঐ, ৪৩৷৭৭·২—৮
৮) মহাভা, ১২৷৫৯৷১১১·১
৯) 'বৃহৎপারাশরীয়ধর্মশাস্ত্র', ১০৷১৫
১০) ঐ, ১০৷১৫
১১) ঐ, ১০৷১৯

চতুর্বিধ।[১] 'বৈখানসসূত্রে' আছে, সপত্নীক বানপ্রস্থ চতুর্বিধ—ঔদুম্বর, বৈরিঞ্চ্য, বালখিল্য এবং ফেনপ; আর অপত্নীক বানপ্রস্থ বহুবিধ।[২] ঐ সকল সংজ্ঞামাত্রের তুলনা করত ইহা অনুমান করা ঠিক হইবে না যে 'বৈখানসসূত্রে' যাহাকে 'বৈরিঞ্চ বানপ্রস্থ' বলা হইয়াছে, তাহাকেই অন্যত্র 'বৈখানস বানপ্রস্থ' বলা হইয়াছে। কেননা, 'বৈখানসসূত্রে' বৈরিঞ্চ বানপ্রস্থের যে লক্ষণসমূহ দেওয়া হইয়াছে, তাহাদের কিছু কিছু অপরের ঔদুম্বর বানপ্রস্থের লক্ষণসমূহের সঙ্গে কতেকটা মিলে; আর উহার ঔদুম্বরের লক্ষণসমূহের কিছু কিছু অপরের বৈখানসের লক্ষণসমূহের সঙ্গে কতেকটা মিলে।

বাল্মীকির 'রামায়ণে' বিবৃত হইয়াছে যে দণ্ডকারণ্যে বৈখানস, বালখিল্য, সংপ্রক্ষাল, মরীচিপ, অশ্মকুট্ট, পত্রাহারী, দন্তোলুখলী, উন্মজ্জক, গাত্রশয্যা, অশয্যা, অনবকাসিক্, সলিলাহারী, বায়ুভক্ষী, আকাশনিলয়, স্থণ্ডিলশায়ী, ঊর্ধবাসী, আর্দ্রপটবাস, প্রভৃতি বহু "মহান্ বানপ্রস্থগণ" বাস করিতেন। উঁহাদের "সকলেই ব্রাহ্মী শ্রীযুক্ত এবং দৃঢ়যোগসমাহিত।"[৩] সুতরাং তন্মতেও বৈখানস এবং বালখিল্য বানপ্রস্থদিগের দুই উপশ্রেণী। 'মহাভারতে'র এক স্থলেও তাহা উক্ত হইয়াছে।[৪]

পরন্তু 'মহাভারতে'র এক বচন হইতে মনে হয় যে বানপ্রস্থ, বৈখানস ও বালখিল্য ভিন্ন ভিন্ন।[৫] অপর এক বচন হইতে মনে হয় যে বানপ্রস্থ ও বালখিল্য ভিন্ন ভিন্ন।[৬] তবে ঐ বচনদ্বয়কে এই প্রকারেও ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে, যাহাতে পূর্বের ন্যায় বুঝা যাইবে যে বৈখানস ও বালখিল্য বানপ্রস্থেরই উপশ্রেণী। তাহাতে কিঞ্চিৎ দূরান্বয়-দোষ হয় বটে। পরন্তু পূর্বাপর সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য তাহা উপেক্ষা কর্তব্য।

বৈখানস এবং বালখিল্য ঋষিগণ যে ভিন্ন ভিন্ন, তাহা উপরে উক্ত বচনসমূহ ব্যতীত, 'রামায়ণে'র এবং 'মহাভারতে'র আরও কতিপয় বচন হইতে জানা যায়।[৭] 'তৈত্তিরীয়ারণ্যক'[৮] এবং 'বৈখানসসূত্র'[৯] হইতেও তাহা জ্ঞাত হয়। 'রামায়ণে'র এক স্থলে বিবৃত হইয়াছে যে

"তত্র বৈখানসা নাম বালখিল্যা মহর্ষয়ঃ।
প্রকাশমানা দৃশ্যন্তে সূর্যবর্ণাস্তপস্বিনঃ॥"[১০]

অধ্যাপক হপ্‌কিন্‌স মনে করেন যে এই বচনে বৈখানসগণকে ও বালখিল্যগণকে অভিন্ন বলা হইয়াছে।[১১]

---

১) "বৈখানসা বালখিল্যোদুম্বরাঃ ফেনপা বনে।"—(বিষ্ণু)ভাগপু, ৩।১২।৪৩'১)

২) 'বৈখানসস্মার্তসূত্র', ৮।৭—৮(১১৬—৭ পৃষ্ঠা)   ৩) 'রামায়ণ', ৩।৬।২-১৫

৪) মহাভা, ১২।২৪৪।২০—১ বানপ্রস্থের অপর শ্রেণীসমূহের জন্য দেখ—মহাভা, ১২।২৪৪।৫—১৪; ১৩।

৫) "বৈখানসা বালখিল্যা বানপ্রস্থা মরীচিপাঃ।
অজাশ্চৈবাবিমূঢ়াশ্চ তেজোগর্ভাস্তপস্বিনঃ॥
ঋষয়ঃ সর্ব এবৈতে পিতামহমুপাগমন্।"—(মহাভা, ১।২১৩।৫—৬'১)

৬) মহাভা, ১২।১৬৬।২৪—৫

৭) যথা দেখ—'রামায়ণ', ৩।৬।২; ৩।৩৫।১৫; ৪।৪৩।৩২; মহাভা, ৩।১২৫।১৭; ৯।৪৫।৮'১; ১৩।১৫।১০৭—৯

৮) পরে দেখ।   ৯) পূর্বে দেখ।

১০) 'রামায়ণ', ৪।৪০।৬০ 'তত্র, অর্থ 'তথায়',—উদয়পর্বতের সোমপ্রস শৃঙ্গে।'

১১) E. W. Hopkins, Epic Mythology. p.

হৈরণ্যগর্ভ বৈখানস—'মহাভারতে'র টীকাকার নীলকণ্ঠ মনে করেন যে উহাতে 'বৈখানস' সংজ্ঞার প্রয়োগ দুই অর্থে হইয়াছে,—এক বানপ্রস্থ, অপর হৈরণ্যগর্ভ (অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভের উপাসক বা ভক্ত বা অনুযায়ী)। তাই তিনি কখন কখন ব্যাখ্যা করিয়াছেন, 'বৈখানসদিগের' অর্থাৎ 'হৈরণ্যগর্ভদিগের',—'কর্মমার্গ ত্যাগ করত ধ্যান-পরায়ণদিগের';"[১] "বৈখানসদিগের হৈরণ্যগর্ভদিগের";[২] আর কখন কখন বলিয়াছেন, "বৈখানসদিগের বানপ্রস্থদিগের।"[৩] ইহা মনে করা যায় না যে সমস্ত বানপ্রস্থগণ হিরণ্যগর্ভের উপাসক বা অনুযায়ী, কিংবা হিরণ্যগর্ভের উপাসকগণ বা অনুযায়িগণ সকলেই বানপ্রস্থ। সুতরাং বানপ্রস্থকে এবং হৈরণ্যগর্ভকে অভিন্ন বলা যায় না। অতএব উঁহারা ভিন্ন ভিন্ন। উঁহাদিগকে ভিন্ন ভিন্ন মনে করিবার অপর হেতুও আছে। নীলকণ্ঠ বলিয়াছেন হৈরণ্যগর্ভ বৈখানসগণ কর্মমার্গ-ত্যাগী, আর বানপ্রস্থ বৈখানসগণ যজ্ঞপরায়ণ। তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে হৈরণ্যগর্ভ বৈখানসগণ ধ্যানপরায়ণ। ধ্যান যোগের অষ্ট অঙ্গের এক প্রধান অঙ্গ। তাহা হইতে অনুমান করা যায় যে ঐ বৈখানসগণ যোগ-পরায়ণ ছিলেন। 'মহাভারতে' উক্ত হইয়াছে যে যোগ-মতের প্রবর্তক পুরাতন হিরণ্যগর্ভ।[৪] সুতরাং যোগমতাবলম্বিগণ বা যোগপরায়ণগণ হিরণ্যগর্ভের অনুযায়ী। অতএব তাঁহাদিগকে 'হৈরণ্যগর্ভ' বলা যায়। আমাদের মনে হয় ঐ অর্থেই নীলকণ্ঠ এক শ্রেণীর বৈখানসকে হৈরণ্যগর্ভ বলিয়াছেন। উঁহারা বিখনসের মতানুযায়ী বলিয়া 'বৈখানস'। পরে প্রদর্শিত হইবে যে 'বৈখানসসূত্রে' নানা প্রকার যোগিগণের উল্লেখ আছে। উঁহারা বানপ্রস্থগণ হইতে ভিন্ন।

'মহাভারতে'র এক স্থলে উক্ত হইয়াছে যে বালখিল্য ঋষিগণ লোকপিতামহ ব্রহ্মার সভায় থাকেন;[৫] এবং সদা তাঁহার উপাসনা করেন।[৬] সুতরাং তাঁহাদিগকে 'হৈরণ্যগর্ভ' বলা যাইতে পারে। পরন্তু বালখিল্য ঋষিগণ যজ্ঞত্যাগী নহেন; তাঁহারা যজ্ঞ করেন।[৭] তাঁহারা বিশেষভাবে তপঃপরায়ণ, ধ্যান-পরায়ণ নহেন। সুতরাং নীলকণ্ঠ 'হৈরণ্যগর্ভ বৈখানস' নামে তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করেন নাই। 'বৈখানসসূত্রে' বানপ্রস্থদিগের এক উপভেদকে "বৈরিঞ্চ" নামে অভিহিত করা হইয়াছে।[৮] বিরিঞ্চি, ব্রহ্মা, হিরণ্যগর্ভ, প্রভৃতি শব্দ পর্যায়বাচী। সুতরাং ঐ উপভেদকে 'হৈবণ্যগর্ভ'ও বলা যায়। পরন্তু নীলকণ্ঠ 'হৈরণ্যগর্ভ' নামে উঁহাদিগকে লক্ষ্য করেন নাই। কেননা, ঐ বৈরিঞ্চ বানপ্রস্থগণ যজ্ঞাদি করিতেন।

যজ্ঞভক্ত বৈখানস—'মহাভারতে' বিবৃত হইয়াছে যে পুরাবিদ্ ব্যক্তিগণ "যজ্ঞ করিতে অভিলাষী বৈখানস মুনিদিগের" 'যজ্ঞগীতা' নামে এই গাথা কীর্তন করিয়া থাকেন,—

"শ্রদ্ধাসম্পন্ন জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি ধর্মানুসারে (সূর্যের) উদয় সময়ে ও অনুদয় (অর্থাৎ অস্ত)

---

১) "বৈখানসানাং হৈরণ্যগর্ভানাং কর্মমার্গং ত্যক্ত্বা ধ্যানপরাণামিত্যর্থঃ।" —(মহাভা, ৩।৮৯।১৬, নীলকণ্ঠের টীকা)

২) মহাভা, ১২।২০।১৬ নীলকণ্ঠের টীকা।

৩) "বৈখানসানাং বানপ্রস্থানাং" (মহাভা, ১২।২৬।৬ ও ৬০.৪৮ নীলকণ্ঠের টীকা)।

৪) মহাভা, ১২

৫) মহাভা, ২।১১।১৯·২

৬) মহাভা, ২।১১।৫১·২

৭) মহাভা, ৩।৯০।১০

৮) পূর্বে দেখ।

সময়ে অগ্নিতে হবন করেন। শ্রদ্ধাই (তাহার) কারণ। যাহা তাহার স্কন্ন (বা মরুদ্দৈবত্য) হয়, তাহা পূর্ব (বা আদ্য অগ্নিহোত্র); আর যাহা অস্কন্ন, তাহা উত্তর (বা সর্বোৎকৃষ্ট)। যজ্ঞ বহুবিধ এবং উহাদের অনুষ্ঠানের ফলও ভিন্ন ভিন্ন। জ্ঞাননিশ্চয়নিশ্চিত যে দ্বিজ ব্যক্তি সেই সমস্ত সম্যক্ প্রকারে এবং প্রকৃষ্টরূপে জানে, সেই পুরুষের উচিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া যজ্ঞ করা।

'স্তেনো বা যদি বা পাপো যদি বা পাপকৃত্তমঃ।
যষ্টুমিচ্ছতি যজ্ঞং যঃ সাধুমেব বদন্তি তম্॥
ঋষয়স্তং প্রশংসন্তি সাধু চৈতদসংশয়ম্।'[১]

চৌর কিংবা পাপী (যাহাই হউক না কেন),—এমন কি যদি পাপকৃত্তমও হয়, যে ব্যক্তি যজ্ঞ করিতে ইচ্ছা করে, ঋষিগণ তাহাকে সাধুই বলেন; এবং তাহাকে এই বলিয়া প্রশংসা করেন যে, 'এই ব্যক্তি যে সাধু তাহাতে কোন সংশয় নাই'। সুতরাং সর্বদা সর্বপ্রকারে যজ্ঞ করা বর্ণীদিগের উচিত। ইহাই নিশ্চিত সিদ্ধান্ত। যজ্ঞের সমান কিছুই ত্রিলোকে নিশ্চয় নাই।"[২]

ঐ যজ্ঞভক্ত বৈখানসগণকে নীলকণ্ঠ বানপ্রস্থ বলিয়াছেন। উঁহাদের মতের বিশেষ প্রচার ছিল দেখা যায়। কেননা, উঁহাদের ঐ 'যজ্ঞগীতা' মূলে ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে বলেন, বিদ্বান্ ব্যক্তিগণ বলেন যে অসূয়া-বিরহিত হইয়া এবং পবিত্র শ্রদ্ধা আশ্রয় করত শক্তি, তথা ইচ্ছা, অনুসারে যজ্ঞ করা মানুষের উচিত।

যজ্ঞত্যাগী বৈখানস—কোন কোন বৈখানস ঋষি বৈদিক যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানের প্রতি বিতৃষ্ণ ছিলেন দেখা যায়। কেননা, 'মহাভারতে'র এক স্থলে বিবৃত হইয়াছে যে, বৈখানসদিগের এই বচন শুনা যায় যে,—

"ঈহতে ধনহেতোর্যস্তস্যানীহা গরীয়সী॥"[৩]

অর্থাৎ বৈদিক যজ্ঞাদি ধন-সাধ্য। যাহার যথা-প্রয়োজন ধন নাই, তাহার যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানার্থ ধন সংগ্রহের আকাঙ্ক্ষা করা অপেক্ষা যজ্ঞাদি-অনুষ্ঠানের এবং ধন-সংগ্রহের আকাঙ্ক্ষা না করাই শ্রেষ্ঠ। টীকাকার নীলকণ্ঠ বলেন, উঁহাদের যুক্তি এই ছিল যে "প্রক্ষালনাদ্ধি পঙ্কস্য দূরাদস্পর্শনং বরং" (অর্থাৎ হাতে মাটি লাগাইয়া ধোওয়া অপেক্ষা উহাকে স্পর্শ না করা,—উহা হইতে দূরে থাকা উত্তম)। ইহার রহস্য কিঞ্চিৎ পরে বুঝা যাইবে। ঐ বৈখানসদিগকে নীলকণ্ঠ "হৈরণ্যগর্ভ" বলিয়াছেন। উঁহারা তাঁহার মতে কর্মত্যাগী ও ধ্যানপরায়ণ। তিনি আরও মনে করেন যে 'পুষ্কর' নামক পুণ্য পিতামহ-সর ঐ বৈখানসদিগেরই আশ্রম। তাহাতে মনে হইতে পারে যে উঁহারা লোক-পিতামহ ব্রহ্মার বা হিরণ্যগর্ভের ভক্ত ছিলেন।

---

১) মহাভা, ১২।৬০।৫২—৩৭১ 'যজ্ঞগীতা'র এই বচন 'ভগবদ্গীতা'র নিম্নোক্ত বচনের সহিত তুলনীয়,—

"অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ॥"—(গীতা, ৯।৩০)

২) মহাভা' ১২।৬০।৪৯—৫৩ 'যজ্ঞগীতা,র—

"ন হি যজ্ঞসমং কিঞ্চিৎ ত্রিষু লোকেষু বিদ্যতে।"—(মহাভা, ১২।৬০।৫৩২)

এই বচন 'ভগবদ্গীতা'র নিম্নোক্ত বচনের সহিত তুলনীয়,—

"ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।"—(গীতা, ৪।৩৮১)

৩) মহাভা, ১২।২০।৭১

'মহাভারতে' ঐ মতের কিঞ্চিৎ নিন্দাও আছে। মহর্ষি দেবস্থান বলেন,[১] ব্রহ্মপ্রাপ্তির জন্য ব্রহ্মবিদ্ ঋষিগণ কর্তৃক নিশ্চিত শ্রেণী চতুষ্পদী (অর্থাৎ চারি-আশ্রম-যুক্ত)। সেইগুলি ক্রমে ক্রমে,—একটির পর একটি করিয়া, জয় করিতে হয়, অর্থাৎ উত্তীর্ণ হইতে হয়। ঋষিদিগের মধ্যেও দেখা যায়, কেহ কেহ স্বাধ্যায়-নিষ্ঠ বা স্বাধ্যায়-যজ্ঞ-পরায়ণ ; কেহ কেহ জ্ঞান-নিষ্ঠ বা জ্ঞান-যজ্ঞ-পরায়ণ ; আর কেহ কেহ তপো-নিষ্ঠ বা তপো-যজ্ঞ-পরায়ণ। সুতরাং তাঁহাদিগকেও কর্মনিষ্ঠ বা যজ্ঞ-পরায়ণ বলিয়াই বুঝিতে হইবে।[২] যে ব্যক্তি এই সকল না বুঝিয়া, তথা আপন অধিকার না বুঝিয়া, বৈখানসদিগের ঐ বচন শুনিয়া কর্ম-নিষ্ঠার নিন্দা করে, এবং উঁহাদের ধর্ম উপাশ্রয় করে, তাহার দোষ বহু বৃদ্ধি পায়। যজ্ঞাদি সম্পাদনের বিধান শাস্ত্রে আছে। সুতরাং তদুদ্দেশ্যে ধন-সঞ্চয় অবশ্যই করিতে হয়। কেহ কেহ ইহা মনে করিতে পারে যে সে ধন-সঞ্চয় দ্বারা নিজেকে দূষিত করিবে, কেননা, ঐ ধনের হয়ত সদ্ব্যবহার হইবে ; নয়ত অসদ্ব্যবহার হইবে। অসদ্ব্যবহার হইলে দোষ হইবে এবং সেইহেতু নরকে পতন হইবে। আর সদ্ব্যবহার হইলে পুণ্য সঞ্চয় হইবে ; তদ্ধেতু স্বর্গভোগ হইবে ; এবং ভোগান্তে পুনঃ সংসারে আসিতে হইবে। আবার যজ্ঞাদির সম্পাদনে অনেক ত্রুটি হইবার সম্ভাবনা আছে ; তাহাতে যজ্ঞাদির দ্বারা যথাযথ ফল লাভ না হইয়া বিপরীত ফল লাভের সম্ভাবনা আছে ; সুতরাং ধন ও তৎসাধ্য যজ্ঞাদির দ্বারা নিঃশ্রেয়স লাভ হইতে পারে না। যে এই প্রকার মনে করে, দেবস্থান বলেন, সে বুঝিতে পারে না যে সে "ভ্রূণ হত্যা" করিতেছে ("আত্মানং দূষিতো বুদ্ধ্যা ভ্রূণহত্যাং ন বুধ্যতে")। তাৎপর্য এই যে শাস্ত্রবিহিত কর্মাদি না করিলে চিত্তশুদ্ধি হয় না এবং চিত্তশুদ্ধি না হইলে তত্ত্বজ্ঞানোদয় হয় না। সুতরাং শাস্ত্রবিহিত কর্মাদির অনুষ্ঠানের নিন্দা করিলে তত্ত্বজ্ঞানোৎপত্তির উপায়কে বন্ধ করা হয়,—তত্ত্বজ্ঞানাঙ্কুররূপী ভ্রূণকে হত্যা করা হয়। তাহাতে আত্মারূপী ভ্রূণকেও হত্যা করা হয় বা আত্মহত্যা করা হয়।[৩]

যজ্ঞভক্ত ও যজ্ঞত্যাগী বানপ্রস্থ—'মনুস্মৃতি'তে দুই প্রকার বানপ্রস্থের উল্লেখ আছে। (১) একপ্রকার বানপ্রস্থকে যজ্ঞ পূর্ববৎ করিতে হয়। কথিত হইয়াছে যে গৃহস্থকে যথাসময়ে অগ্নিহোত্র এবং অগ্নিপরিচ্ছদ (অর্থাৎ স্রুক্‌স্রুবাদি অগ্নিহোত্রের সাধনসমূহ) সঙ্গে লইয়া গ্রাম হইতে অরণ্যে প্রস্থান করত তথায় বাস করিতে হইবে। তাঁহাকে প্রতিদিন বিধিপূর্বক পঞ্চমহাযজ্ঞও করিতে হইবে। যথাবিধি বৈতানিক অগ্নিহোত্র, দর্শপৌর্ণমাস-যাগ, নক্ষত্র-যাগ, নবশস্য-যাগ, চতুর্মাস-যাগ এবং উত্তরায়ণ-দক্ষিণায়ন-যাগ করিতে হইবে।[৪] (২) দ্বিতীয় প্রকার বানপ্রস্থকে যজ্ঞাদি করিতে হয় না। তাঁহার সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে যে "যথাবিধি বৈতানিক অগ্নিসমূহকে (আপন) আত্মাতে সমারোপ করত অনগ্নি হইবেন। অনিকেত এবং ফলমূলাশন মুনি হইবেন। সুখপ্রদবিষয়সমূহের (উপভোগের) প্রতি প্রযত্নরহিত হইবেন। ব্রহ্মচারী ও

১) মহাভা, ১২।২০।৪-৮ ২) মহাভা, ১২।২০।৫·২—৬·১ ; ১২।২৬।৩-৫ ও ১৩।৯০।৫০ দেখ।

৩) দেখ—"আত্মানং ঘ্নন্তীত্যাত্মহনঃ। কে তে জনাঃ যেঽবিদ্বাংসঃ। কথং ত আত্মানং নিত্যং হিংসন্তি? অবিদ্যাদোষেণ বিদ্যমানস্যাত্মনঃ তিরস্করণাৎ। বিদ্যমানস্য আত্মনঃ যৎ কার্যং ফলমজরামরত্বাদিসংবেদনলক্ষণং তদ্ধতস্যেব তিরোভূতং ভবতীতি প্রাকৃতাবিদ্বাংসো জনা আত্মহন উচ্যন্তে।"—ঈশউ, ৩ শঙ্করভাষ্য)

৪) 'মনুস্মৃতি', ৬।৪

ধরাশায়ী হইবেন! বাস-গৃহে মমতা-রহিত হইয়া বৃক্ষমূলনিকেতন হইবেন। তপস্বী ব্রাহ্মণগণ হইতে, কিংবা বনবাসী অপর গৃহস্থ ব্রাহ্মণগণ হইতে, অথবা গ্রাম হইতে, প্রাণযাত্রোচিত ভিক্ষা আহরণ করত হাত, কিংবা বৃক্ষপত্র, কিংবা মাটীর পাত্র হইতে ভোজন করিবেন।"[১] ঐ দুই প্রকার বানপ্রস্থের উল্লেখ 'যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি'তেও আছে। মহর্ষি মনুর ন্যায় মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যও বলে যাচ্ছেন, গৃহস্থ আপন পত্নীকে সঙ্গে লইয়া, কিংবা পুত্রের হাতে বিন্যস্ত করিয়া, পরন্তু আপন অগ্নিকে ও উপাসনাকে সঙ্গে লইয়া, ব্রহ্মচারী হইয়া বনে গমন করিবেন।[২] অথবা তিনি আপন অগ্নিসমূহ আত্মসাৎ করত "অগ্নীন্ বাপ্যাত্মসাৎ কৃত্বা" বনে গমন করিবেন, বৃক্ষতল-নিবাসী হইবেন, এবং ভৈক্ষ্যচর্যা করিবেন।[৩] 'বাপি' শব্দ ব্যবহার হইতে অনায়াসে বুঝা যায় যে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের মতে অনগ্নি বানপ্রস্থ বৈকল্পিক। সুতরাং গৃহস্থ আপন ইচ্ছা, তথা অধিকার, অনুসারে দ্বিবিধ বানপ্রস্থের যে কোন একটি গ্রহণ করিতে পারে।

সাগ্নি ও অনগ্নি বানপ্রস্থের বিধান 'বৈখানসসূত্রে'ও আছে। উহাতে বিহিত হইয়াছে যে গৃহস্থ যথাসময়ে[৪] গৃহ পরিত্যাগ করত বনাশ্রমে যাইবেন! তিনি আপন পত্নীকে সঙ্গেও লইয়া যাইতে পারেন কিংবা গৃহে পুত্রের নিকটে পরিত্যাগ করত একাকীও যাইতে পারেন সপত্নীক বনে গেলে অগ্নিকেও সঙ্গে লইয়া যাইতে হইবে; আর অপত্নীক গেলে অগ্নিকেও পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন। সপত্নীক বনগমনেচ্ছু গৃহস্থ যদি আহিতাগ্নি হন, তবে বনাশ্রমে গমনকালে পঞ্চাগ্নিকে, কিংবা ত্রেতাগ্নিকে সঙ্গে লইবেন। আর যদি অনাহিতাগ্নি হন, তবে তিনি গৃহত্যাগের পূর্বে আপন ঔপাসনাগ্নিকে অরণীতে আরোপ করত মন্থন দ্বারা অগ্নি উৎপাদন করিয়া শ্রামণকবিধানে[৫] উহার প্রতিষ্ঠা করিবেন; অনন্তর উহাতে হবনাদিরপর ঐ শ্রামণকাগ্নিকে সঙ্গে লইয়া তৃতীয়াশ্রমে গমন করিবেন।[৭] সপত্নীক বনে গমনেচ্ছু আহিতাগ্নি গৃহস্থ যদি সমস্ত অগ্নিকে সঙ্গে লইয়া যাইতে ইচ্ছা না করেন, তবে উহাদিগকে অরণীতে আরোপ করত অগ্নি উৎপাদন পূর্বক শ্রামণকাগ্নিকে যথাবিধি সভ্যাগ্নির আয়তনে স্থাপন করত' সভ্যাগ্নিকে সঙ্গে লইয়া বনে গমন করিবেন। শ্রামণকাগ্নি সভ্যাগ্নির ভেদ বলিয়া কথিত হয়।[৭] সপত্নীক বান-প্রস্থকে প্রতিদিন সকালে ও বিকালে বন্যফলমূলাদির দ্বারা আপন অগ্নিসমূহে বা অগ্নিতে হোম করিতে হইবে।[৮] ঐ নিত্যহোম ব্যতীত তাঁহাকে দর্শপূর্ণমাস-যাগদ্বয়, চাতুর্মাস-যজ্ঞ, নক্ষত্রেষ্টি, এবং আগ্রয়ণেষ্টিও বন্যোষধিসমূহ দ্বারা পূর্ববৎ অনুক্রমে করিতে হইবে ("পূর্ববদ্‌যজেদনুক্রমাৎ")[৯]

"অপত্নীকশ্চ ভিক্ষুরগ্নৌ হোমং হুত্বা আরণ্যাদিপাত্রাণি চ প্রক্ষিপ্য পুত্রে ভার্য্যাং নিধায়

---

১) ঐ, ৬।২৪-৮ ২) 'মনুস্মৃতি', ৬।৩-৪; 'যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি', ৩।৪৫ ৩) ঐ, ৩।'৪-৫

৪) 'যথাসময়ে' অর্থ "পুত্রং পৌত্রং চ দৃষ্ট্বা তৎপুত্রাদীন্ গৃহে সংস্থাপ্য।"—'বৈখানস-স্মার্তসূত্র', ৯।১ (১২২ পৃষ্ঠা)।

৫) 'বৈখানসস্মার্তসূত্রে'র ৯।১-২ খণ্ডে "বনস্থের শ্রামণকবিধান" ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

৬) 'বৈখানসস্মার্তসূত্র', ৮।৬ (১১৫—৬ পৃষ্ঠা)। আরও দেখ—"বনেহগ্রৌ বিবিক্তে নদীতীরে বনাশ্রমং প্রকল্প্য যথোক্তমগ্নিকুণ্ডানি কুর্যাৎ। পত্ন্যা সহ অগ্নীনাদায় পাত্রাদিসংভারযুক্তো বনাশ্রমং সমাশ্রয়তি।" (ঐ, ৯।৩ (১২৩—৪ পৃষ্ঠা)

৭) 'বৈখানসস্মার্তসূত্র', ৯।৫ (১২৫ পৃষ্ঠা]। ৮] ঐ, ৯।৪ (১২৪ পৃষ্ঠা)

৯) ঐ, ৯।৫ (১২৫ পৃষ্ঠা)

তথাগ্নীনাত্মন্যারোপ্য বল্কলোপবীতাদীন্ ভিক্ষাপাত্রং চ সংগৃহ্যানগ্নিরদারো গত্বা বনে নিবসেৎ।” অর্থাৎ যে গৃহস্থ অপত্নীক বনে যাইতে ইচ্ছা করেন, তিনি ভিক্ষুবৎ অগ্নিতে হবন পূর্বক অরণ্যাদি পাত্রসমূহ উহাতে প্রক্ষেপ করিবেন। অনন্তর তিনি আপন স্ত্রীকে পুত্রের নিকটে রাখিয়া দিবেন। অতঃপর অগ্নিসমূহকে আত্মাতে সমারোপ করত বল্কল, উপবীত প্রভৃতি, তথা ভিক্ষা-পাত্র, সংগ্রহ করিয়া অনগ্নি এবং অদার গমন করিয়া বনে নিবাস করিবেন। তাঁহার আচার-ব্যবহার এই প্রকার বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে,—“অপত্নীক (বানপ্রস্থ) অনগ্নি, অদার (অর্থাৎ ব্রহ্মচারী)[১] এবং অনিকেতন হইয়া বৃক্ষমূলে বাস করিবেন। তিনি ভিক্ষুর ন্যায় বনস্থদিগের আশ্রমসমূহ কিংবা গৃহস্থগণের গৃহসমূহ হইতে ভিক্ষা আহরণ করত জলের পার্শ্বে (বসিয়া) শুদ্ধ পত্র হইতে প্রাণযাত্রামাত্র অন্ন ভোজন করিবেন। তিনি শরীর শোষণ করত পর পর তীব্র (হইতে তীব্রতর) তপস্যা করিবেন।”[২]

‘মহাভারতে’ পরমর্ষি ব্যাস শুকদেবের নিকট বানপ্রস্থাশ্রমের ধর্মসমূহ ব্যাখ্যা করেন।[৩] তিনি বলেন, বানপ্রস্থ ব্যক্তি গৃহস্থাশ্রমে থাকিতে যে সকল অগ্নির, তথা দেবগণের পরিচর্যা করিয়াছিল, বর্তমান আশ্রমেও সেই সকলের পরিচর্যা করিবেক। তাঁহাকে অগ্নিহোত্রাদি পঞ্চযজ্ঞ করিতে হইবে; সুতরাং গাই প্রভৃতি উহাদের অঙ্গসমূহও রক্ষা করিতে হইবে।[৪] তিনি আরও বলিয়াছেন, “অতিথিপূজার্থং যজ্ঞতন্ত্রার্থমেব বা” (‘অতিথিপূজার্থ কিংবা যজ্ঞ-তন্ত্রার্থই’) বানপ্রস্থকে দ্রব্যাদি সঞ্চয় করিতে হয়। উহাঁদের মধ্যে ঐ বিষয়ে চারি প্রকার বৃত্তি দেখা যায়। উহাঁদের (১) কেহ কেহ সদ্যঃপ্রক্ষালক (অর্থাৎ এক দিনসঞ্চয়ী,—যে দিন যাহা সঞ্চয় করেন, সেই দিনেই তাহা ব্যয় করেন); (২) কেহ কেহ মাসিক সঞ্চয়ী; (৩) কেহ কেহ বার্ষিক সঞ্চয়ী; আর (৪) কেহ কেহ দ্বাদশবার্ষিকসঞ্চয়ী।[৫] অনগ্নিক বানপ্রস্থের স্পষ্ট উল্লেখ ব্যাস করেন নাই। তবে বিভিন্ন প্রকার বানপ্রস্থগণের উল্লেখ প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন,

“বৈখানসা বালখিল্যাঃ সৈকতাশ্চ তথাঽপরে ॥
কর্মভিস্তে নিরানন্দা ধর্মনিত্যা জিতেন্দ্রিয়াঃ।
গতাঃ প্রত্যক্ষধর্মানস্তে সর্বে বনমাশ্রিতাঃ ॥”[৬]

‘বৈখানসগণ, বালখিল্যগণ এবং সিকতগণ, তথা অপরে, জিতেন্দ্রিয়, ধর্মনিত্য (অর্থাৎ নিত্য ধর্মাচরণে দৃঢ়ভাবে স্থিত) এবং প্রত্যক্ষধর্মা (অর্থাৎ তাঁহাদের ধর্মাচরণের ফল প্রত্যক্ষ দেখা যায়)। তাঁহারা “কর্মভিঃ নিরানন্দাঃ। বনাশ্রিত তাঁহারা সকলে (স্বর্গে) গমন করেন।’

---

১) ‘অদার’ ও ‘অপত্নীক’ শব্দ বস্তুতঃ একার্থকই। তাই এইখানে ‘অদার’ শব্দকে ‘ব্রহ্মচারী’ অর্থে ব্যাখ্যা কর্তব্য।

২) ‘বৈখানসস্মার্তসূত্র’, ১০।৫ (১৩৬—৭ পৃষ্ঠা)

৩) মহাভা, ১২।২৪৪।৫

৪) মহাভা, ১২।২৪৪।৫·২—৬ (‘বিষ্ণু)ভাগবতপুরাণে’ (১১।১৮।৮) আছে, নিগমবিদ্গণ এই বিধান করিয়াছেন যে “বনাশ্রমী” মুনিকে অগ্নিহোত্র, দর্শপূর্ণমাস, এবং চাতুর্মাস্য “পূর্ববৎ” করিতে হইবে।

৫) মহাভা, ১২।২৪৪।৮—৯ পরন্তু ‘স্মৃতিশাস্ত্রে’ “দ্বাদশবার্ষিকসঞ্চয়ী”র স্থলে “ষণ্মাসসঞ্চয়ী” আছে। সকলকেই আশ্বযুজমাসে পূর্বসংচয় পরিত্যাগ করিতে হইবে। (‘মনুস্মৃতি’, ৬।১৮, ১৫, যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি, ৩।৪৭; ‘বৃহৎপারাশরীয়স্মৃতি’, ১০।৭)

৬) মহাভা, ১২।২৪৪

"কর্মভিঃ নিরানন্দাঃ" বাক্যের প্রকৃত তাৎপর্য পরিষ্কার বুঝা যায় না। টীকাকার নীলকণ্ঠ লিখিয়াছেন, "নিরানন্দাঃ কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদিপরত্বাৎ"। সুতরাং তন্মতে উহার তাৎপর্য এই মনে হয় যে 'তাঁহারা কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদিকর্মপরায়ণ ; সেইহেতু নিরানন্দ।' 'নিরানন্দ' শব্দের আক্ষরিক অর্থ 'আনন্দরহিত', 'অপ্রসন্ন' গ্রহণ করিলে এই ব্যাখ্যা দ্বারা বৈখানসাদির উপর কটাক্ষ করা হয় ; কেননা, তাহাতে বলা হয় যে কঠোর তপস্যা হেতু তাঁহারা শ্রান্ত ও ক্লান্ত হইয়া আনন্দরহিত (বা অপ্রসন্ন) ছিলেন। আমাদের মনে হয় যে "কর্মভিস্তে নিরানন্দাঃ" বাক্যের প্রকৃত তাৎপর্য এই যে 'যাগযজ্ঞাদি কর্মসমূহ করিতে করিতে তাঁহারা ক্রমে উপলব্ধি করেন যে উহাদের দ্বারা অভীষ্ট অর্থাৎ পরমতত্ত্ব লাভ হইবে না ; তখন কর্মক্লান্ত ও কর্মশ্রান্ত চিত্তে তাঁহারা কর্মানুষ্ঠানের প্রতি নিরানন্দ অর্থাৎ উৎসাহ রহিত বা বিতৃষ্ণ হইয়া পড়েন। যেমন শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে. "পরীক্ষ্য লোকান্ কর্মচিতান্ ব্রাহ্মণো নির্বেদমায়ান্নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন",[১] সেই প্রকারই। যজ্ঞাদি কর্মানুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা তপস্যাদিও করিতেন। উহাদের অধিক মাহাত্ম্য উপলব্ধি ও তাঁহাদের যজ্ঞাদির প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে সহায় হয়। এই অর্থ গ্রহণ করিলে দেখা যাইবে যে যজ্ঞভক্ত ও যজ্ঞত্যাগী—এই দ্বিবিধ বানপ্রস্থের সদ্ভাব পরমর্ষি ব্যাসও স্বীকার করিতেন।

'মহাভারতে'র অন্যত্র ভগবান্ শঙ্কর কর্তৃক ব্যাখ্যাত বর্ণাশ্রমধর্মে "ঋষি ধর্ম" বা "মুনিধর্ম"কে বানপ্রস্থ ধর্ম হইতে পৃথক করা হইয়াছে।[২] বানপ্রস্থদিগের (অর্থাৎ বনে প্রকৃষ্টরূপে স্থিত ব্যক্তিদিগের) তিনি দুই ভেদ করিয়াছেন, এক, যাঁহারা দ্বিতীয়াশ্রম গার্হস্থ্য পরিত্যাগ করত তৃতীয়াশ্রম গ্রহণ পূর্বক, গ্রাম হইতে বনে প্রস্থান করত তথায় বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছেন এবং প্রকৃষ্টরূপে স্থিত হইয়াছেন, অপর "যাঁহারা" বননিত্য, বনচর, বনস্থ এবং বনগোচর ; বনকে গুরুরূপে গ্রহণ করত বনজীবীদিগের সহিত বাস করেন।"[৩] যাহা হউক, তন্মতে যেমন ঋষিগণ, তেমন বানপ্রস্থগণও যজ্ঞপরায়ণ ছিলেন।[৪]

স্বাধ্যায়নিষ্ঠ বৈখানস—'সামবিধান ব্রাহ্মণে' বিবৃত হইয়াছে যে প্রজাপতি-সৃষ্ট প্রাণিগণের মধ্যে "দেবগণ" (অর্থাৎ দেবপ্রকৃতির প্রাণিগণ) বিশ্বস্রষ্টা প্রজাপতির নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করেন, "আমরা কি প্রকারে স্বর্গলোকে গমন করিব?" প্রজাপতি তাঁহাদিগকে কতিপয় "যজ্ঞক্রতুসমূহ" প্রদান করেন, এবং বলেন, "এই সকলের দ্বারা তোমরা স্বর্গলোকে আসিবে।" সেই হইতে তাঁহারা ঐ সকল কর্মসমূহ অনুষ্ঠান দ্বারা স্বর্গলোকে গমন করেন। ইহা জানিয়া যাহারা ঐ সকল কর্ম-অনুষ্ঠান করিবে, তাহারাও স্বর্গলোকে গমন করিবে।[৫] অনন্তর অজগণ, পৃশ্নিগণ, বৈখানসগণ ও বসুরোচিষ্‌গণ,—যাঁহারা "আপূত" (অর্থাৎ "যাগসাধনা-ধ্যয়নাদি জন্য শুদ্ধিরহিত্র" (সায়ন), সুতরাং "হীন হইয়াছিলেন" (অর্থাৎ "যজ্ঞে অনধিকার হেতু

১) মুণ্ডকউ, ১।২।১২'১

২) মহাভা, ১৩।১৪১।৯১—১১৫ ও ১৪২।১ উভয়ের মধ্যে কোন কোন বিষয়ে সমানতাও ছিল। যথা,— সংপ্রক্ষাল ও অশ্মকুট্ট উভয়ের মধ্যে ছিল।

৩) মহাভা, ১৩।১৪২।১৩

৪) দেখ—মহাভা, ১৩।১৪১।১০৬—১১০, ১৪২।৬, ১৪—৫

৫) সামবিধানব্রা, ১।১।৬

স্বর্গফলহীন হইয়াছিলেন" (সায়ন), অথচ "কামেচ্ছু" (অর্থাৎ "স্বর্গলাভে অভিলাষী) ছিলেন, তাঁহারা প্রজাপতির নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করেন, "আমরা কি প্রকারে স্বর্গলোকে গমন করিব ?" প্রজাপতি—

"তেভ্য এতৎ স্বাধ্যায়াধ্যয়নং প্রাযচ্ছৎ তপশ্চৈতাভ্যাং স্বর্গং লোকমেষ্যথেতি। তাভ্যাং স্বর্গং লোকং আয়ন্ স্বর্গং লোকমেতি য এবং বেদ য় এবং বেদ।"

তাঁহাদিগকে স্বাধ্যায়াধ্যয়ন ও তপ প্রদান করেন, এবং বলেন, 'এই দুইয়েরই দ্বারা তোমরা স্বর্গলোকে আসিবে।' তাঁহারা তদুভয়ের (অনুষ্ঠান) দ্বারা স্বর্গলোকে গমন করেন। যাহারা ইহা জানে (এবং ঐ কর্মদ্বয় অনুষ্ঠান করিবে), তাহারাও স্বর্গলোকে গমন করিবে।'[১] এইখানে দ্বিবিধ প্রাচীন মনুষ্যগণের সদ্ভাবের প্রমাণ পাওয়া যায়। এক প্রকার মনুষ্য যাগযজ্ঞ-পরায়ণ ছিলেন। উহাঁরা 'দেবগণ' বলিয়া খ্যাত ছিলেন। অজ-পৃশ্নি-বৈখানসাদি অপরের যাগযজ্ঞে অধিকার ছিল না। সেই জন্য উহাঁরা তপ-স্বধ্যায়-নিষ্ঠ হন। ঐ দ্বিবিধ প্রাচীন মনুষ্যগণের সাধন-নিষ্ঠা ঐ প্রকারে ভিন্ন ভিন্ন হইলেও, সাধ্য পরম ফলে কোন তারতম্য ছিল না। কেননা, উভয়েই অন্তে স্বর্গলোকে গমন করিতেন।

'মহাভারতে' ও তাহার উল্লেখ আছে। তথায় উক্ত হইয়াছে যে ঋষিদিগের কেহ কেহ স্বাধ্যায়-নিষ্ঠ, কেহ কেহ জ্ঞান-নিষ্ঠ, এবং কেহ কেহ তপো-নিষ্ঠ। তাঁহাদের সকলেই অবশ্য ধর্ম-নিষ্ঠ বা কর্ম-নিষ্ঠ।[২] বৈখানসদিগের শাস্ত্র হইতে জানা যায় যে যজ্ঞাদিকর্মসমূহ জ্ঞান-নিষ্ঠদিগেতেই প্রতিষ্ঠা কর্তব্য (অর্থাৎ তাঁহাদের উপদেশ অনুসারেই ধর্ম-কর্মসমূহ অনুষ্ঠান করা উচিত)।[৩] অজগণ, পৃশ্নিগণ, সিকতাগণ, অরুণগণ, এবং কেতুগণও স্বাধ্যায়েরই দ্বারা স্বর্গে গমন করেন। অপরে অধ্যয়ন, যজ্ঞ, দান এবং দুর্গ্রহ ইন্দ্রিয়সমূহের নিগ্রহ—এই সকল বেদোক্ত কর্মসমূহ প্রাপ্ত হইয়া (উহাদের অনুষ্ঠান দ্বারা) সূর্যের দক্ষিণের পন্থা দ্বারা স্বর্গে গমন করেন। ঐ স্বর্গলোক ক্রিয়াবানদিগেরই। যোগিগণ উত্তর পথে সনাতন লোকে গমন করেন।[৪]

কথিত হইয়াছে যে বৈতরণী নদীতে গিয়া উহার জল স্পর্শ করিয়া যুধিষ্ঠির তপোবলে মনুষ্য-স্বভাব হইতে রিক্ত হন এবং জপ-পরায়ণ মহাত্মা বৈখানসদিগের শব্দ শুনিতে পাইলেন।[৫] উহাঁরা স্বাধ্যায়-নিষ্ঠ বৈখানসগণ বলিয়া মনে হয়।

---

১) সামবিধানব্রা, ১।১।৭ 'তপে'র ব্যাখ্যার জন্য 'সামবিধানব্রাহ্মণে'র ১।২ খণ্ড এবং 'স্বাধ্যায়াধ্যয়নে'র ব্যাখ্যার জন্য ১।৩—৪ খণ্ড দেখ।

২) মহাভা, ১২।২০।৫—৬ ; ১২।২৬।৩—৫ ও ১৩।৯০।৫০ দেখ।

৩) মূলে আছে—

"জ্ঞাননিষ্ঠেষু কার্যাণি প্রতিষ্ঠাপ্যানি পাণ্ডব।"—(মহাভা, ১২।২৬।৬'১)

নীলকণ্ঠ লিখিয়াছেন 'কার্যানি' স্থলে 'কব্যানি' পাঠান্তরও পাওয়া যায়। 'মহাভারতে'র অন্যত্র সমান প্রকরণে কব্যানি পাঠ আছে,—

"কব্যানি জ্ঞাননিষ্ঠেভ্যঃ প্রতিষ্ঠাপ্যানি ভারত।"—(মহাভা, ১৩।৯০।৫১'১)

ঐ পাঠ গ্রহণ করিলে পূর্ব বচনের তাৎপর্য হইবে, 'কব্যসমূহ জ্ঞাননিষ্ঠদিগকে প্রদান কর্তব্য।'

৪) মহাভা, ১২।২৬।৬'২

৫) মহাভা, ৩।১১৪।১৫ (পূর্বে দেখ)।

'বৈখানসসূত্রে' উক্ত হইয়াছে যে সপত্নীক বানপ্রস্থ "নিত্যস্বাধ্যায়ী" এবং তপঃপরায়ণ হইবেন ; তিনি "বেদবেদান্তেন ধ্যানযোগী তপঃ সমাচরতি" (বেদ ও বেদান্ত অনুসারে ধ্যানযোগ-পরায়ণ হন এবং তপশ্চর্যা করেন)।[১] পরন্তু তাহা বলিয়া ইহা বলা যায় না যে 'সামবিধান-ব্রাহ্মণে' উক্ত স্বাধ্যায়াধ্যয়ন এবং তপঃপরায়ণ বৈখানসগণ উহাঁরাই। কেননা, 'সামবিধান-ব্রাহ্মণে' উক্ত বৈখানসগণ যাগযজ্ঞ করিতেন না, আর 'বৈখানসসূত্র' মতে সপত্নীক বানপ্রস্থকে "পূর্ববৎ" যজ্ঞসমূহ করিতে হইবে।[২]

বৈখানসগণ বৈদিক—'সামবিধানব্রাহ্মণে'র মতে বৈখানসগণ, তথা অজপৃশ্ন্যাদিগণ, "আপূত" ছিলেন। আচার্য সায়ন বলেন, উহার অর্থ এই যে উহাঁরা "যাগসাধন-অধ্যয়নাদি-জন্য-শুদ্ধি-রহিত" ছিলেন। তিনি আবার ইহাও বলিয়াছেন যে ঐ বৈখানসগণ "শতসংখ্যক মন্ত্রদ্রষ্টাগণ।" যাঁহারা বেদের মন্ত্রের দ্রষ্টা তাঁহাদিগকে কি প্রকারে "অধ্যয়নাদি-জন্য-শুদ্ধি-রহিত" বলা যায়, তাহা পরিষ্কার বুঝা যায় না। যাহা হউক, সেইহেতু ইহা নিশ্চয় বলা যায় না যে ঐ বৈখানসগণ অবৈদিক কিংবা বেদ-বিরোধী ছিলেন। কেননা, 'সামবিধান-ব্রাহ্মণে'ই উক্ত হইয়াছে যে উঁহারা বৈদিক যাগযজ্ঞাদি না করিলেও, বেদমন্ত্রের "স্বাধ্যায়াধ্যয়ন" করিতেন এবং তপস্যা সহকারে উহার দ্বারা সর্বযজ্ঞের ফললাভ করিতেন।[৩] সুতরাং ইহা দেখা যায় যে যজ্ঞকারিগণের এবং বৈখানসগণের মতভেদ কেবল বৈদিক মন্ত্রের প্রয়োগ-পদ্ধতি বিষয়েই ছিল। উভয়েরই প্রয়োগ-পদ্ধতি ব্রাহ্মণ-সম্মত। অতএব ঐ বৈখানসগণ বৈদিকই ছিলেন। 'মহাভারতো'ক্ত যজ্ঞ-ত্যাগী বৈখানসগণও বৈদিকই ছিলেন। তাহার সাক্ষাৎ প্রমাণও উহাতে আছে। 'মহাভারতে' বিবৃত হইয়াছে যে চরাচর সমস্ত জগৎ-প্রপঞ্চ,—সমস্ত প্রাণিবর্গ, সৃষ্টি করিবার পর সর্বলোক-পিতামহ ব্রহ্মা "শাশ্বতং বেদপঠিতং ধর্মং প্রযুযুজে" ('বেদে উক্ত শাশ্বত ধর্ম প্রকৃষ্টরূপে যোজনা করেন')। সমস্ত দেবগণ,—আদিত্যগণ, বসুগণ, রুদ্রগণ, মরুদ্‌গণ, সাধ্যগণ, এবং অশ্বিনীগণ, তাঁহাদের আচার্যগণ ও পুরোহিতগণ সহ, সেই ধর্মে স্থিত। সিদ্ধগণ, তপোধনগণ এবং ভৃগু, অত্রি, অঙ্গিরা, কাশ্যপ, বসিষ্ঠ, গৌতম, অগস্ত্য, নারদ ও পর্বত—এই ঋষিগণ, তথা বালখিল্যগণ, প্রভাসগণ, সিকতগণ, ঘৃতপগণ, সোম-বায়ব্যগণ, বৈশ্বানরগণ, মরীচিপগণ, অকৃষ্টগণ, হংসগণ, অগ্নিযোনিগণ, বানপ্রস্থগণ, এবং পৃশ্নিগণ,—এই ঋষিগণ সেই "ব্রহ্মানুশাসনে স্থিত।"[৪] অন্যত্র "বৈখানস ঋষিগণের (এই) বচন" উদ্ধৃত হইয়াছে,—"বেদপারগ ব্রাহ্মণগণকে দূর হইতেই পরীক্ষা করিবে। উঁহারা প্রিয় (হউক) কিংবা দ্বেষ্য (হউক), শ্রাদ্ধ উঁহাদিগকেই আবাপন করিবে। যে ব্যক্তি সহস্র সহস্র অনৃত ব্রাহ্মণকে ভোজন করায়, (সে যে সমস্ত পুণ্যফল লাভ করে), এক মন্ত্রবিৎ ব্রাহ্মণ (যাহার ভোজন দ্বারা) প্রীত হয়, সেও সেই সমস্ত লাভ করিতে সমর্থ হয়।"[৫] তাহাতেও জানা যায় যে বৈখানসগণ বেদের প্রতি অতীব শ্রদ্ধা-পরায়ণ ছিলেন।

---

১) 'বৈখানসস্মার্তসূত্র', ১০।৫ (১৩৬ পৃষ্ঠা) ২) পূর্বে দেখ।
৩) 'সামবিধানব্রাহ্মণ', ১।৩-৪ খণ্ড ৪) মহাভা, ১২।১৬৬।২০-৫
৫) মহাভা, ১৩।৯০।৫৩-৪

বৈষ্ণব বৈখানস—যজ্ঞভক্ত বৈখানস মুনিদিগের পূর্বোক্ত "যজ্ঞগীতা"কে নীলকণ্ঠ "বিষ্ণুগীতা" বলিয়াছেন। তত্রোক্ত "যষ্টুমিচ্ছতি যজ্ঞং যঃ" বাক্যের অর্থ, তাঁহার মতে, "যে যজ্ঞকে অর্থাৎ বিষ্ণুকে যজ্ঞদানাদি দ্বারা আরাধনা করিতে ইচ্ছা করে।" এই অর্থ প্রকৃত বলিয়া গ্রহণ করিলে, জানা যায় যে ঐ বৈখানস মুনিগণ বিষ্ণু উপাসক ছিলেন এবং উহাঁরা যজ্ঞাদি দ্বারা ভগবান্ বিষ্ণুর উপাসনা করিতেন। বৈখানস আগমশাস্ত্রে বিবৃত ভগবান্ বিষ্ণুর অমূর্ত-অর্চনা ঠিক তাহাই। ঐ বৈখানস মুনিগণকে নীলকণ্ঠ বানপ্রস্থ বলিয়াছেন। এই কথা বলা অবশ্যই যাইতে পারে না যে সমস্ত বানপ্রস্থ বৈষ্ণব। নীলকণ্ঠই বলিয়াছেন, কোন কোন বৈখানস হৈরণ্যগর্ভ বা হিরণ্যগর্ভের উপাসক। সুতরাং উহা বৈষ্ণব বানপ্রস্থদিগের বা বৈখানসদিগের গীতা হইবে। যাহা হউক, অন্ততঃ কোন কোন বৈখানসগণ যে বিষ্ণুভক্ত ছিলেন তাহার অপর অকাট্য প্রমাণ 'মহাভারতে' আছে। 'নারায়ণীয়াখ্যানে' একান্তধর্মের আচার্য পরম্পরার বিবৃতিতে আছে, প্রথম কল্পে, যখন ভগবান্ নারায়ণের মুখ হইতে ব্রহ্মার মানস জন্ম হয়, তখন ফেনপ ঋষিগণ ঐ ধর্ম পরিগ্রহণ করেন; তাঁহাদের নিকট হইতে বৈখানসগণ, এবং বৈখানসগণ হইতে সোম উহা প্রাপ্ত হন।[১] শ্বেতদ্বীপে যেই সকল গুহ্য এবং তথ্যপূর্ণ নামে দেবর্ষি নারদ ভগবান্ নারায়ণের স্তুতি করেন, উহাদের মধ্যে আছে যে তিনি (নারায়ণ) "ফেনপাচার্য, বালখিল্য এবং বৈখানস।"[২] 'বৈখানসসূত্রে' বিষ্ণু-ভক্তির যথেষ্ট প্রমাণ আছে। তত্রোক্ত চতুর্বিধ সপত্নীক বানপ্রস্থের 'বৈরিঞ্চ' ও 'ফেনপ' নারায়ণ-পরায়ণ বা নারায়ণধ্যায়ী। তাহা পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে।[৩] 'বৃদ্ধহারীস্মৃতি'তে আছে যে, বৈখানস বিপ্রগণ হরিপূজন-তৎপর।[৪]

জ্ঞানমিথ্যাবাদী বৈখানস—কোন কোন বৈখানস মুনিগণ জগৎকে অসত্য বা মিথ্যা বলিয়া মনে করিতেন, বোধ হয়। কেননা, 'দেবীভাগবতে' উক্ত হইয়াছে যে

"বৈখানসা যে মুনয়ো মিতাহারা জিতব্রতাঃ।
তেঽপি মুহ্যন্তি সংসারে জানন্তোঽপি হ্যসত্যতাম্॥"[৫]

'বৈখানস নামক যে মিতাহারী এবং ব্রতজয়ী মুনিগণ, তাঁহারাও সংসারের অসত্যতা জানা সত্ত্বেও, উহাতে মোহগ্রস্ত হইয়া থাকেন।' প্রকরণ হইতে অনায়াসে বুঝা যায় যে ঐখানে 'বৈখানস' শব্দে বানপ্রস্থকে বা গৃহত্যাগীকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। উঁহারা অদ্বৈতবাদী ছিলেন।

যাস্ক বলেন,

"বিখননাদ্ বৈখানসঃ" (নিরুক্ত, ৩।৪।১৪)

টীকাকার দুর্গাচার্য বলেন,

"খন্যত্যামেতদগ্নিস্থানং চতুর্থোঽপ্যত্র ভবিষ্যতীত্যেবমনুব্যবহারাদত্রিরভবৎ। যথা চ বিখননাদ্ বৈখানসঃ।

১) পূর্বে দেখ। ২) মহাভা, ১২।৩৩৮ ৩) পূর্বে দেখ।

৪) "বৈখানসাস্তু যে বিপ্রাঃ হরিপূজনতৎপরাঃ।" ('বৃদ্ধহারিতস্মৃতি', ৮।৭৮-১)

৫) দেবীভাগপু, ১।১৯।১৭

ব্যুত্থাগ্নিং তস্মিন্নগ্নিস্থানে য উৎপন্ন স বিখননাদ্ বৈখানস এব নাম্নাঽভূত।"

সংজ্ঞা-নিরুক্তি—'বৈখানস' নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে একাধিক মত পাওয়া যায়। যথা,—

(১) বৈখানস ঋষিগণের উৎপত্তি সম্বন্ধে 'তৈত্তিরীয়ারণ্যকে' এই প্রকার কথা আছে,—

"ইহা (=এই পরিদৃশ্যমান জগৎপ্রপঞ্চ) (সৃষ্টির) পূর্বে আপ্ বা সলিলই ছিল। (সেই সলিলে এক) পুষ্করপর্ণে সেই এক প্রজাপতি সম্যগ্ আবির্ভূত হইয়া অবস্থিত ছিলেন। তাঁহার মনে এই কাম উৎপন্ন হইল যে 'ইহাকে সৃজন করিব।'...তিনি তপ করিলেন।[১] তপ করত তিনি (আপন) শরীরকে কম্পিত করিলেন। যাহা তাঁহার মাংস ছিল, তাহা হইতে অরুণগণ, কেতুগণ এবং বাতরশনগণ—(এই ত্রিবিধ) ঋষিগণ উৎপন্ন হইলেন। (তাঁহার) যে নখসমূহ (ছিল), উহারা বৈখানসগণ, এবং যে বালসমূহ (ছিল), উহারা বালখিল্যগণ (হইল)।"[২]

সুতরাং এতন্মতে যাঁহারা বিশ্বস্রষ্টা প্রজাপতির নখ হইতে উৎপন্ন, তাঁহারাই 'বৈখানস' অভিহিত হইতে থাকেন।[৩]

(২) ধর্মসূত্রের মতে যাঁহারা বৈখানস-শাস্ত্রকে অনুসরণ করে, তাঁহারা বৈখানস। বৈখানসশাস্ত্র বিখনস্ কর্তৃক বিরচিত। সুতরাং তন্মতে 'বৈখানস' শব্দের অর্থ 'বিখনসের অনুযায়ী'। তাই বেদ-ভাষ্যকার আচার্য সায়ন বলিয়াছেন, বৈখানস=বিখনসের পুত্র বা বিখনস্-গোত্রীয়।[৪] শিষ্যকেও গুরুর পুত্র বা গোত্রীয় বলা যায়।

(৩) 'শব্দকল্পদ্রুমে' আছে, যাঁহারা তপস্যা দ্বারা বিখনস্‌কে বা ব্রহ্মাকে জানেন, তাঁহারাই বৈখানস্। বৈখানস্=বিখনস্+অণ্=বিখনসের ভক্ত।

বৈখানস বা বিখনস্ ঋষি—বৈখানস আগমসমূহের মতে, উহাদের মূল 'বৈখানস-সূত্রে'র প্রণেতা বৈখানস বা বিখনস্ (বা বিখনা) ঋষি বা মুনি। যথা, মহর্ষি অত্রি বলিয়াছেন,

"যশ্চ বৈখানসীং শাখামাদাবধ্যাপয়ন্মুনীন্ ॥
নাম্না বিখনসং প্রাহুর্যং চ বৈখানসং তথা।
ঋষিণা তেন সংপ্রোক্তং সূত্রে বৈখানসে মতম্ ॥"[৫]

---

১) আচার্য সায়ন বলেন, ঐখানে 'তপ' উপবাসাদিরূপ নহে, 'স্রষ্টব্য বস্তু কীদৃশ'—এই পর্যালোচনারূপ। যেমন 'মুণ্ডকোপনিষদে' আছে, "যঃ সর্বজ্ঞঃ সর্ববিদ্ যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ।" (১।১।৯'১) প্রজাপতি পর্যালোচনারূপ তপ করত স্রষ্টব্য বিষয়সমূহ নিরূপণ করেন।

২) তৈত্তিআ, ১।২৩।১-৩

৩) পরন্তু 'মহাভারতে' আছে, বালখিল্যগণ ভগবান্ পশুপতির সৃষ্টি-যজ্ঞের কুশসমূহ হইতে এবং "মহর্ষিগণসংমত এবং তপোগুণেচ্ছু বৈখানসগণ ভস্মরাশি হইতে সমুৎপন্ন হয়।" (মহাভা ১৩।৮৫।১০৭'২-১৯৯'১ ; আরও দেখ—ব্রহ্মাণ্ডপু, ৩।১।৫৫'২-৫৭'১) তবে পশুপতির রোমসমূহই তাঁহার সৃষ্টি-যজ্ঞের কুশসমূহ মনে করিলে বালখিল্যগণের উৎপত্তি সম্বন্ধে 'তৈত্তিরীয়ারণ্যকে'র ও 'মহাভারতে'র মতভেদ থাকে না।

৪) "বৈখানসা বিখনস-পুত্রাঃ" (তাণ্ড্যব্রা, ১৪।৪।৭ সায়নভাষ্য) ; "বৈখানসা বিখনসঃ গোত্রঃ"—(ঐ, ১৪।৯।২৯, সায়ন-ভাষ্য)

৫) 'সমূর্তার্চনাধিকরণ', ১।২৯'২-৩০ ; আরও দেখ—২৭।২ ; ৩১।৫৮—৯'১ ; ৬৫।১১৫'২—৬ ; ৭৯।৪০

'যিনি আদিতে মুনিগণকে (বেদের) বৈখানসী শাখা অধ্যাপনা করেন,—যাঁহাকে (বিদ্বান্ ব্যক্তিগণ) বিখনস্, তথা বৈখানস, নামে অভিহিত করেন, সেই ঋষি কর্তৃক বৈখানসসূত্রে' (নিজের) মত সংপ্রোক্ত হইয়াছে।' মহর্ষি মরীচিও তাঁহাকে সেই প্রকারে কখন বিখনস্ ঋষি,[১] আর কখন বৈখানস মুনি,[২] আবার কখন বিখনা,[৩] বলিয়াছেন। মহর্ষি ভৃগু তাঁহাকে বৈখানস বা বিখনা মুনি বা মহর্ষি বলিয়াছেন।[৪]

'বৈখানসসূত্রে'রও মতে, উহার বক্তা বিখনস্ বা বিখনা।[৫] 'বৈখানসমন্ত্রসংহিতা'র মতে বিখনা মুনিদিগের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ,—"যেমন গোসমূহের মধ্যে ধেনু (বা দুগ্ধবতী গাভী), সুরসমূহের মধ্যে অদিতি, ঋভুগণের মধ্যে ব্রহ্মা, মুনিগণের মধ্যে বিখনা, কবিদিগের মধ্যে ভৃগু এবং যজ্ঞসমূহের মধ্যে অঙ্গিরা অতি (অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ)…।"[৬] 'বৈখানসসূত্রে' ঐ মন্ত্রের প্রতীক আছে।[৭]

পরন্তু বৈখানস মতের প্রবর্তক ঐ বৈখানস বা বিখনস্ বা বিখনা ঋষি বা মুনি প্রকৃত পক্ষে কে সেই বিষয়ে বৈখানস আগমকারদিগের মধ্যে বিস্তর মতভেদ দৃষ্ট হয়। স্ববিরচিত 'প্রকীর্ণাধিকারে' মহর্ষি ভৃগু বলিয়াছেন, "সৃষ্টিকালে ভগবান্ (বিষ্ণু) গুরু বিখনস্‌কে সৃষ্টি করত তাঁহাকে লোকসংরক্ষণক্ষম বেদসমূহ উপদেশ করেন। পুরাকালে পৃথিবীতে মধ্বাদি রাক্ষসগণ উৎপন্ন হয়; এবং বিধির উপর বার বার বল প্রয়োগ করত ঐ বেদসমূহ অপহরণ করে। তখন বিষ্ণু অকূপারে অন্তর্হিত রণবিক্রম সোমক রাক্ষসকে হনন করত বেদসমূহ অব্জজন্মাকে প্রদান করেন।"[৮] পরে উহার কিঞ্চিৎ ভিন্ন বিবরণ আছে।[৯] তথায় বিবৃত হইয়াছে যে পুরাকালে চতুর্মুখ ব্রহ্মা প্রলয় সাগরে সুদীর্ঘকাল প্রসুপ্ত ছিলেন। নিদ্রা হইতে জাগিয়া তিনি অখিল জগৎ পুনঃ সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করেন এবং তাহা প্রারম্ভ করিতে প্রচেষ্টা করেন। সুদীর্ঘকাল নিদ্রায় অভিভূত থাকাতে তিনি বেদসমূহ বিস্মৃত হইয়াছিলেন। সেই কারণে সৃষ্টি প্রারম্ভ করিতে পারিলেন না। পরন্তু বহু চিন্তা করিয়াও তিনি তাহার কারণ নিরূপণ করিতে পারিলেন না। অনন্তর তিনি চিন্তা পরিত্যাগ করত হৃৎপদ্ম মধ্যে ভগবান্ বিষ্ণুকে ধ্যান করত তাঁহাকে বার বার নমস্কার করেন; পাদ্যার্ঘাদির দ্বারা,—যেমন (বাহিরে) বিগ্রহে করা হইয়া থাকে, ঠিক তেমনই ভাবে, (মনে মনে) অর্চনা করেন, এবং তাঁহার স্তুতি করেন। তখন বিষ্ণুর কৃপায় সাঙ্গোপাঙ্গ সমস্ত বেদ, উপনিষদ্‌সমূহ, ন্যায়-মীমাংসা, ধর্মশাস্ত্র, চতুঃষষ্টিকলা, প্রভৃতি সমস্ত বিদ্যাস্থানসমূহ তাঁহার স্মৃতি পথে উদিত হইল।

---

১) 'বিমানার্চনাকল্প', ১ পটল (৩ পৃষ্ঠা); ৮৫ পটল (৪৯১ পৃষ্ঠা); আনন্দসং, ২।৮০-১; ৪।১৮; ইত্যাদি

২) আনন্দসং, ৩।১৯; ৪।১, ৩২ ইত্যাদি। ৩) আনন্দসং, ২।৮৬; ৬।৯; ইত্যাদি।

৪) যথা দেখ—'যজ্ঞাধিকার', ৫১।৯·১; 'প্রকীর্ণাধিকার', ১৮।২·১; ৩০।৫৬-৭, ৭০ ইত্যাদি।

৫) বৈখান্সাসূ, ৯।৫ (১২৫ পৃষ্ঠা); ১০।১৫ (১৪৪ পৃষ্ঠা)

৬) "ধেনুর্বহানামদিতিঃ সুরাণাং
ব্রহ্মা ঋভূণাং বিখনা মুনীনাম্।
ভৃগুঃ কবীনাং যথাঽংগিরোঽতি
যজ্ঞেষু পাত্রাণি তথা নিধার্যো॥"

৭) বৈখান্সাসূ, ৫।৪,৫ (৭৬, ৭৭ পৃষ্ঠা) ৮) 'প্রকীর্ণাধিকার', ক্রিয়াপাদ, ১৩।৫·২-৮ ৯) ঐ, ৩০।২১—

"অন্তর্হিতানাং খননাদ্ বিদ্যানাং তু বিশেষতঃ।
স বিভুঃ প্রোচ্যতে ব্রহ্মা বিখনা ব্রহ্মবাদিভিঃ ॥
বৈখানসশ্চ ভগবান্ প্রোচ্যতে স পিতামহঃ।"[১]

'অন্তর্হিত বিদ্যাসমূহের বিশেষভাবে খনন করেন বলিয়া সেই বিভু ব্রহ্মা ব্রহ্মবাদিগণ কর্তৃক 'বিখনা' বলিয়া প্রোক্ত হইয়া থাকেন। সেই ভগবান্ পিতামহ 'বৈখানস' বলিয়াও প্রোক্ত হইয়া থাকেন।' যাহা হউক, তখন ব্রহ্মা বেদ-দৃষ্টবর্ত্মে সমস্ত জগৎ নিঃশেষে সৃষ্টি করেন। তিনি আপন প্রাণ, চক্ষু, মর্মাভিমান, হৃদয়, শির, শ্রোত্র, উদান, ব্যান, সমান এবং অপান হইতে যথাক্রমে দক্ষ, মরীচি, নীললোহিত, ভৃগু, অঙ্গিরস, অত্রি, পুলস্ত্য, পুলহ, বশিষ্ঠ, এবং ক্রতু—এই দশ জন ঋষিশ্রেষ্ঠকে সৃষ্টি করেন, নীল লোহিত ব্যতীত অপর নয়জন 'নবব্রহ্ম' নামে খ্যাত। বিখনস মুনি উঁহাদিগকে 'বৈখানসী শাখা' অধ্যাপনা করেন। সুতরাং শ্রুতি-স্মৃতিবিধানে ঐ তত্ত্বদর্শী মহাত্মাগণ বিখনসের শিষ্য।

অপর এক গ্রন্থে ভৃগু অন্য প্রকার বিবরণ দিয়াছেন।[২] তিনি লিখিয়াছেন, আদ্য কলিযুগ সংপ্রাপ্ত হইলে সোমক রাক্ষস বেদ অপহরণ করত সমুদ্রমধ্যে লুকায়িত হয়। তখন ভগবান্ বিষ্ণু ব্রহ্মার প্রার্থনায়, মৎস্যরূপ ধারণ করত সমুদ্রমধ্যে প্রবেশ করেন; সোমককে বধ করত বেদ উদ্ধার করিয়া কমলযোনিকে প্রদান করেন। তাহাতে প্রফুল্লিত হইয়া পদ্মভূ নানা স্তুতিদ্বারা তাদৃশ পুণ্ডরীকাক্ষকে সন্তুষ্ট করেন এবং দণ্ডবৎ প্রণাম করত প্রেম সহকারে বলেন, "হে কমললোচন, তান্ত্রিক মার্গে ভবদর্চন (তোমা কর্তৃক) পূর্বে প্রোক্ত হইয়াছে। আমাদের মন (তাহার দ্বারা) প্রসন্ন হয় না। (অতএব) হে অচ্যুত, বৈদিক মার্গে ত্বদর্চা আমাকে যথাপূর্ব বল।') এই প্রকারে প্রার্থিত হইয়া ভগবান্ দেব, জগতের প্রীত্যর্থ, তথা যজ্ঞসমূহের পুরণার্থ, শ্রুতিপথাগত শাস্ত্র বলেন। উহা বহু বিস্তীর্ণ;—উহার শ্লোক-সংখ্যা সহস্রকোটি। উহা অনাদি ও অনন্ত; কেননা, উহার সূত্রমূল কল্পে কল্পে সমাশ্রিত। উহা সমস্ত আগমসমূহের, পুরাণসমূহের, স্মৃতিসমূহের, এবং সূত্র(গ্রন্থ) সমূহের, প্রত্যঙ্গোপাঙ্গশোভী (সমস্ত শাস্ত্রের) মূল। ভগবান্ বলেন, 'বেদসমূহ এবং বিখনস্‌শাস্ত্র প্রমাণ'। তিনি আরও বলেন, শ্রুতিতে আছে

"বৈখানসং পূর্বেহন্ সাম ভবতি"
"যে নখা ভুবি সংজাতাস্তে বৈখানসাঃ"[৩]

'যে নখসমূহ পৃথিবীতে উৎপন্ন হইল, উহারাই বৈখানস'। সুতরাং এই বৈখানস-মহার্ণব শাস্ত্র শ্রুত্যুক্ত। এই বলিয়া ভগবান্ সেই স্থানেই অন্তর্ধান হন। "তাহার পরে চতুর্মুখ (ব্রহ্মা) জটা, কাষায় এবং দণ্ড ধারণ করত মুনিবৃন্দসেবিত নৈমিষারণ্যে গিয়া বৈষ্ণব তেজ ধ্যান করত তপস্যা করিতে থাকেন। সুদীর্ঘ কাল পরে তিনি বেদমন্ত্রসমূহ দ্বারা অভিষ্টুত বিষ্ণুকৃত আগম, সশ্রৌত এবং সসূত্র, বিস্তরত দর্শন করেন। বিখনস্ নামক ধাতা সংক্ষিপ্ত করিয়া,—

১) 'প্রকীর্ণাধিকার', ক্রিয়াপাদ, ৩০।৫৬-৭'১

২) স্বকৃত 'পরমাত্মোপনিষদ্‌ভাষ্যে' (১২১-২ পৃষ্ঠায়) আচার্য শ্রীনিবাস-কর্তৃক ধৃত ভৃগু-বচন দেখ। এই বচন ভৃগুর কোন পুস্তকের তাহা উল্লিখিত হয় নাই।

৩) পূর্বে দেখ।

শাগোল্লিখিতরত্নবৎ সার গ্রহণ করিয়া, সার্ধকোটি প্রমাণ (গ্রন্থে) মরীচ্যাদি (আপন) সুত মুনিগণকে এই শাস্ত্র বুঝান। সেই মুনিগণ কর্তৃক উহা চতুর্লক্ষ-প্রমাণ (গ্রন্থে) সংক্ষিপ্ত হইয়াছে।"

মহর্ষি ভৃগুর এই বিবরণত্রয়ে অপরাপর বিষয়ে নানা পার্থক্য থাকিলেও এই বিষয়ে কোন বিরোধ নাই যে বিশ্বস্রষ্টা চতুর্মুখ ব্রহ্মা এবং বিখনস্ বা বৈখানস মুনি অভিন্ন ব্যক্তি,—বিখনা, বিখনস্, বা বৈখানস্ ব্রহ্মারই নামান্তর। তাহার অপর প্রকৃষ্ট প্রমাণও ভৃগুর কোন কোন পুস্তকে পাওয়া যায়। যথা, 'প্রকীর্ণাধিকারে' তিনি লিখিয়াছেন, "অপর শাস্ত্রসমূহের অপেক্ষা-বিরহিত, (অথচ) সর্বশাস্ত্রের অর্থসংগ্রহ রূপ এই বৈখানস শাস্ত্র পূর্বকালে অব্জজ (ব্রহ্মা) প্রণয়ন করেন।"[১] "আদিকালে ভগবান্ ব্রহ্মা বা বিখনা মুনি যজুর্বেদের শাখানুসারে (কিংবা (বেদের) যজুঃশাখা অনুসারে) মহত্তর সূত্র রচনা করেন।"[২]

স্বকৃত 'যজ্ঞাধিকারে' মহর্ষি ভৃগু বৈখানস মতের আচার্য-পরম্পরা সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে উহার আদি বক্তা ভগবান্ নারায়ণ।

"তস্মাদ্‌ব্রহ্মা বিরাট্ তস্মাৎ স এব বিখনা মুনিঃ।"[৩]

'তাঁহা হইতে ব্রহ্মা, তাঁহা হইতে বিরাট্ (উহা প্রাপ্ত হন)। তিনিই বিখনা মুনি।' তাঁহা হইতে ভৃগ্বাদি মুনিচতুষ্টয় উহার বিধি লাভ করেন।[৪] এইখানে 'তাঁহা হইতে বিরাট্' এই বাক্যাংশ 'তাঁহা হইতে ব্রহ্মা' বাক্যাংশের পুনরুল্লেখ মাত্র বলিয়া মনে করিলে ব্রহ্মা ও বিরাট্ অভিন্ন হন এবং তাহাতে ভৃগুর উপরে উদ্ধৃত উক্তিসমূহের সঙ্গে বিরোধ হয় না।

ভৃগুর 'অর্চনাধিকারে'র (? 'অর্চাধিকারে'র) এবং 'খিলাধিকারে'র উপক্রমে নাকি এই বচন আছে,—

"নারায়ণঃ পিতা যস্য মাতা চাপি হরিপ্রিয়া।
ভৃগ্বাদিমুনয়ঃ পুত্রাস্তস্মৈ বিখনসে নমঃ॥"[৫]

'নারায়ণ যাঁহার পিতা, এবং হরিপ্রিয়া যাঁহার মাতা, তথা ভৃগ্বাদি মুনিগণ যাঁহার পুত্র, সেই বিখনস্‌কে নমস্কার। এতাবৎ মাত্র উক্তি হইতে নিরূপণ করা যায় না যে এইখানে ভৃগু বিখনস্‌কে ব্রহ্মা হইতে ভিন্ন, কি অভিন্ন মনে করিয়াছেন। কেননা, ব্রহ্মা নারায়ণের নাভিকমল হইতে উৎপন্ন; সুতরাং তাঁহার পুত্র। বিখনস্ যদি ব্রহ্মারই নামান্তর হয়, তবে নারায়ণ বিখনসের পিতা। বিখনস ব্রহ্মা হইতে ভিন্ন হইয়াও নারায়ণের পুত্র হইতে পারেন। মরীচি তাহা স্পষ্টতঃ বলিয়াছেন। (পরে দেখ) যেহেতু ভৃগুর উক্ত পুস্তকদ্বয় আমরা দেখি নাই, সেইহেতু উহাদিগকে তিনি কোন্ মত প্রচার করিয়াছেন, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না।[৬]

---

১) "বৈখানসমিদং শাস্ত্রমন্যশাস্ত্রান্যনপেক্ষিতম্।
প্রনিনায়াব্জজঃ পূর্বং সর্বশাস্ত্রার্থসংগ্রহম্॥"
—('প্রকীর্ণাধিকার', ক্রিয়াপাদ, ২৬।৮)

২) "আদিকালে তু ভগবান্ ব্রহ্মা তু বিখনা মুনিঃ।
যজুঃশাখানুসারেণ চক্রে সূত্রং মহত্তরম্॥"
—('প্রকীর্ণাধিকার', ক্রিয়াপাদ, ৩০।৭০)

৩) 'যজ্ঞাধিকার', ৫১।৯·১ ৪) ঐ, ৫১।৮·২—

৫) 'বৈখানসাগমে'র সম্পাদক পণ্ডিত কে, সাম্বশিব শাস্ত্রী কর্তৃক উহার ভূমিকায় (পৃষ্ঠা ii ও ২) ধৃত।

৬) ঐ বিষয়ে পণ্ডিত সাম্বশিব শাস্ত্রীর মত পরে প্রদত্ত হইবে।

ব্রহ্মা এবং বিখনসের অভিন্নতার উল্লেখ অপর কোন কোন বৈখানস, তথা বৈখানসেতর, গ্রন্থেও পাওয়া যায়। যথা, 'নরসিংহ বাজপেয়ী প্রণীত 'প্রতিষ্ঠাবিধিদর্পণ' নামে বৈখানসদিগের এক অর্বাচীন গ্রন্থে আছে, "বৈদিক মন্ত্রযুক্ত বৈখানস (শাস্ত্র) সমগ্রতঃ নারায়ণ ব্রহ্মাকে বলেন। সেই বিরাজই এই বিখনা মুনীন্দ্র। তিনি কাশ্যপাদিকে উহা বলেন।"[১] মহর্ষি অত্রির 'সমূর্তার্চনাধিকরণে'র এক পাণ্ডুলিপিতে এই বিবৃতি পাওয়া যায় যে ভগবান্ নারায়ণ হংসরূপে ব্রহ্মাকে উপদেশ করেন এবং ব্রহ্মা সিদ্ধান্ত-ভেদে চারি মুখে চারি ঋষিকে তাহার উপদেশ করেন,—পূর্ব মুখে ভৃগুকে, দক্ষিণ মুখে কশ্যপকে, উত্তর মুখে আঙ্গিরসকে, এবং পশ্চিম মুখে অত্রিকে।[২] অপর পাণ্ডুলিপিসমূহে পাওয়া যায় না বলিয়া উহাকে অত্রির মূল 'সমূর্তার্চনাধিকরণে'র বচন বলা যায় না। সেই কারণে সম্পাদক মহাশয়গণও উহাকে মূলের মধ্যে ধরেন নাই। তবে ইহা নিঃসঙ্কোচে মনে করা যাইতে পারে যে উহা কোন অর্বাচীন বৈখানসের মত।

'শাণ্ডিল্যসংহিতা' নামক এক পাঞ্চরাত্রসংহিতায় আছে যে বৈখানস শাস্ত্র ব্রহ্মা-কর্তৃক উক্ত।[৩] সুতরাং উহার মতে বিখনস্ ব্রহ্মারই নামান্তর।

ব্রহ্মার বিখনা নামের উল্লেখ '(বিষ্ণু)ভাগবতপুরাণে' পাওয়া যায়। উহাতে আছে, শ্রীকৃষ্ণকে স্তুতি প্রসঙ্গে গোপীগণ বলেন, "হে সখে, তুমি বিখনস দ্বারা প্রার্থিত হইয়া বিশ্বরক্ষার্থ সাত্বতদিগের কুলে উদিত হইয়াছ।"[৪] যেমন টীকাকার শ্রীধর স্বামী বলিয়াছেন, ঐখানে 'বিখনস্' অর্থ 'ব্রহ্মা'।[৫]

মহর্ষি মরীচির 'আনন্দসংহিতা'র মতে বিখনস্ বা বৈখানস মুনি ব্রহ্মা হইতে ভিন্ন ব্যক্তি। উহাতে আবার ঐ বিষয়ে দুই প্রকার মত পাওয়া যায়। এক মতে বিখনস্ ব্রহ্মার পুত্র—ব্রহ্মার প্রথম সৃষ্ট মানস পুত্র; আর অপর মতে তিনি বিষ্ণুর পুত্র,—বিষ্ণুর মানস কিংবা ঔরস পুত্র।

---

১) 'বৈখানসাগমে'র ভূমিকায় ধৃত। (পৃষ্ঠা ii ও ২)

২) 'সমূর্তার্চনাধিকরণ', অনুবন্ধ ক, ৪৭৪ পৃষ্ঠা।

৩) শাণ্ডিল্যসং, ভক্তিখণ্ড, ১।১০।৩৫ (পূর্বে দেখ)।

৪) (বিষ্ণু) ভাগপু, ১০।৩১।৪

৫) '(বিষ্ণু) ভাগবতপুরাণে' বিবৃত হইয়াছে যে উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণকে বলেন,

"ক্রিয়াযোগং সমাচক্ষ্ব ভবদারাধনং প্রভো।
যস্মাৎত্বাং যে যথার্চন্তি সাত্বতাঃ সাত্বতর্ষভ ॥

নিঃসৃতং যে মুখাম্ভোজাদ্যদাহ ভগবানজঃ।
পুত্রেভ্যো ভৃগুমুখেভ্যো দেব্যৈ চ ভগবান্ ভবঃ ॥"
—(১০।২৭।১ ও ৩)

কেহ কেহ মনে করেন যে এই বচনে বিখনস কর্তৃক ভৃগুমরীচ্যাদিকে উপদিষ্ট ভগবদারাধনপদ্ধতিকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। যদি তাহা প্রকৃত হয়, তবে বলিতে হইবে যে বৈখানস'মতের প্রবর্তক বিখনস্, '(বিষ্ণু) ভাগবত-পুরাণে'রও মতে, ভগবান্ ব্রহ্মাই।

(১) মরীচি প্রথমে বলিয়াছেন,

"বিখনা ইতি চ প্রোক্তো মনসঃ খননাৎ স্মৃতঃ।
ব্রহ্মণশ্চ বিশেষেণ মুনীনাং প্রথমো মুনিঃ॥
স তু বৈখানসে সূত্রে বিষ্ণ্বর্চা মহাবৈদিকীম্।"[১]

ব্রহ্মার পুত্র মুনিদিগের মধ্যে প্রথম মুনি, মনের খনন হেতু বিশেষভাবে বিখনা বলিয়া প্রোক্ত হন। তিনি বৈখানস সূত্রে মহাবৈদিকী বিষ্ণ্বর্চা (ব্যাখ্যা করিয়াছেন)।' তিনি পরে ঐ বিষয়ের কিঞ্চিৎ বিস্তারিত বিবরণ দিয়াছেন।[২] কথিত হইয়াছে যে পুরাকালে ভগবান্ অচ্যুত বিশ্বকে সৃজনার্থ সর্গকরণচতুর চতুরানন ধাতাকে স্মরণ করেন; তাঁহার স্মরণমাত্রেই সমস্ত জগতের উৎপত্তি করিতে সক্ষম প্রভু ধাতা প্রাদুর্ভূত হন এবং প্রণতভাবে তাঁহার সম্মুখে স্থিত থাকেন। তখন ভগবান্ বিষ্ণু ব্রহ্মাকে চরাচর জগৎ সৃষ্টি করিতে আদেশ দেন। তিনি আরও বলেন যে ইহলোকে বিহার করিতে তাঁহার ইচ্ছা হইয়াছে। সেই কারণে, অধিকন্তু ব্রহ্মা-সৃষ্ট জগতের অবিচ্ছিন্ন প্রবৃত্ত্যর্থ,—ধর্মসংস্থাপনার্থ বেদশাস্ত্রার্থসিদ্ধ্যর্থ, তিনি অবতাররূপে জন্মগ্রহণ করিবেন। মনুষ্যগণ আলস্যপরায়ণ, অল্পসত্ত্ব এবং স্বল্পবুদ্ধি। মূর্খ তাহারা পরব্যূহাদির তত্ত্ব ধারণা করিতে পারে না। তাহারাও যাহাতে সুলভে জ্ঞানলাভ করিতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে তিনি, সর্বলোকের প্রতি অনুকম্পা বশতঃ, অর্চাবতার রূপে, ইহলোকে, শ্রীদেবী এবং ভূদেবীকে সহ, অবতীর্ণ হইতে ইচ্ছা করেন। "হে ব্রহ্মন্, সৃষ্টির আদিতে আমার অর্চার্থ এক মুনিসত্তমকে সৃষ্টি কর। তাহা হইতে জগতের সৃষ্টি অবিচ্ছিন্নভাবে প্রবর্তিত থাকিবে।"[৩] এই আদেশ পাইয়া ব্রহ্মা এক মহামুনিকে সৃষ্টি করিতে এক ক্ষণ চিন্তা করিলেন। "স্বীয় নির্মলতর চিত্তে চিন্তনের অনন্তরই কৃতিগণের শ্রেষ্ঠ (ব্রহ্মা) তথায় বিশেষ খনন করেন। সেই বিশেষ খনন হইতে,—তত্ত্বার্থপরিচিন্তন হইতে মহাতেজা এবং সাক্ষাৎ দ্বিতীয় বিষ্ণুর ন্যায় এক বেদশাস্ত্রার্থপারগ মহান্ ঋষিশ্রেষ্ঠ প্রাদুর্ভূত হন। ব্রহ্মার বিশেষ খনন হইতে জাত সেই মুনিসত্তমের, তদ্‌বদস্বর্থজ বাণীতে, বিখনস্ নামকরণ করেন।"[৪] অনন্তর ব্রহ্মা সঙ্কল্পবলে সনৎকুমার, সনক, সনাতন, সনন্দন নামে খ্যাত ব্রহ্মবিদ্যাবিশারদ এবং বিজ্ঞানসম্পন্ন চারি মুনিশ্রেষ্ঠকে সৃষ্টি করেন। "জ্ঞানাতিশয়বৈভব হেতু উঁহারা বিরক্তচিত্ত হন এবং উত্তম কৈবল্যপদ প্রাপ্ত হন।" তখন ব্রহ্মা স্বকর্ম-সাধক অপর ঋষিগণকে সৃষ্টি করেন। তিনি স্বীয় প্রাণ, চক্ষু, অভিমান, হৃদয়, শির, শ্রোত্র, উদান, ব্যান, সমান, এবং অপান হইতে যথাক্রমে দক্ষ, মরীচি, নীললোহিত, ভৃগু, আঙ্গিরস্, অত্রি, পুলস্ত্য, পুলহ, বশিষ্ঠ এবং ক্রতু—এই দশ ঋষিশ্রেষ্ঠকে সৃষ্টি করেন। নীললোহিত ব্যতীত অপর নয় জন "নবব্রহ্মা" নামে খ্যাত। "তখন ব্রহ্মা সকলের অগ্রজ শ্রেষ্ঠ আত্মপুত্র (বিখনস্) মুনিকে হরির সম্মুখে উপস্থিত করত বলেন, হে দেবদেব, হে সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারণ এবং জগন্নাথ ভগবান্, আপনার নিয়োগে এই মুনিসত্তম সৃষ্ট হইয়াছে। সৃষ্টির চিন্তা করিতে করিতে আমা হইতে এই ত্রিবিধ মুনিগণ উৎপন্ন হইয়াছে। এই চরাচর

১) আনন্দসং, ২।৮৬-৭.১ ২) ঐ, ৪।৬— ৩) ঐ, ৪।১৩
৪) ঐ ; ৪।১৫-৮.১

সমস্ত জগৎ ইহাদেরও দ্বারা কৃত। আমার পুত্রদিগের সকলের মধ্যে এই পুরুষোত্তম অগ্রজ। বৈষ্ণবদিগেরও মধ্যে ইনি অগ্রজ এবং শ্রেষ্ঠ। মুনিদিগের মধ্যে ইনি প্রথম মুনি। হে বিষ্ণু, বিশেষখনন হইতে জাত বলিয়া ইনি বৈখানস (নামে অভিহিত হয়)। ইনি ভৃগ্বাদিকে উপনয়ন করত সাবিত্রী উপদেশ করেন। ইনি পরব্রহ্মোপদেষ্টা। ইনিই গুরু বলিয়া স্মৃত। এতদুক্তপ্রকারেই আমার সমস্ত পুত্রগণ আধ্যাত্মিক, বৈদিক, এবং লৌকিক ধর্মসমূহ যথান্যায় আচরণ করে।" ইত্যাদি।[১]

মহর্ষি মরীচির এই দুই উক্তি হইতে অতি পরিষ্কার রূপে জানা যায় যে বৈখানস মতের প্রবর্তক বিখনস্ বা বৈখানস মুনি ব্রহ্মার মানস পুত্র,—বিষ্ণুর আদেশে সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইয়া ব্রহ্মা সর্ব প্রথমে তাঁহাকে সৃষ্টি করেন।

(২) পরন্তু মহর্ষি মরীচির পরের উক্তি হইতে জানা যায় যে বিখনস্ নারায়ণের পুত্র, ব্রহ্মার নহে। পরে এক স্থলে তিনি বলিয়াছেন,

"নারায়ণঃ পিতা যস্য মাতা যস্য চ তৎপ্রিয়া।
ভৃগ্বাদিমুনয়ঃ শিষ্যাস্তস্মৈ বিখনসে নমঃ॥"[২]

'নারায়ণ যাঁহার পিতা এবং উঁহার প্রিয়া (লক্ষ্মী) যাঁহার মাতা, তথা ভৃগু প্রভৃতি মুনিগণ যাঁহার শিষ্য, সেই বিখনস্‌কে নমস্কার।'

পরের সৃষ্টি বর্ণনাও পূর্বোক্ত সৃষ্টি-বর্ণনা হইতে কথঞ্চিৎ ভিন্ন। পরে বিবৃত হইয়াছে যে,[৩]—প্রলয়ে প্রকৃতির পর সাক্ষাৎ পুরুষ বিষ্ণু কারণাব্ধির জলে যোগনিদ্রার বশীভূত ছিলেন। সুদীর্ঘকাল ঐ প্রকারে নিদ্রিত থাকিয়া ভক্তবৎসল ভগবান্ বিষ্ণু অন্তে যোগনিদ্রা পরিত্যাগ করেন। তখন স্বাত্মাতে লীন প্রকৃতিকে এবং সমাহিত জীবরাশিরূপ আত্মাকে দেখিয়া আদর বশতঃ জীবেশ বিষ্ণু নারায়ণ সৃষ্টি করিতে চিন্তা করিতে লাগিলেন। স্মরণমাত্রেই তাঁহার নাভি হইতে এক কমল উদ্ভূত হইল এবং সেই কমলে পরমসুন্দর ব্রহ্মা উৎপন্ন হইলেন। জাতমাত্রেই তিনি বিষ্ণু ধ্যান-পরায়ণ হন। ভক্তবাৎসল্য-জলধি এবং করুণানিধি ভগবান্ বিষ্ণু পুত্র ব্রহ্মাকে দেখিয়া অতীব প্রীত হন এবং চরাচর জগৎপ্রপঞ্চ সৃষ্টি করিতে তাঁহাকে আদেশ দেন। এখানকার বর্ণনা প্রায় পূর্বোক্ত বর্ণনার ন্যায়।[৪] ঐরূপে আদিষ্ট হইয়া ব্রহ্মা সৃষ্টিকার্যে সমুদ্যত হন। পরন্তু জ্ঞানবিহীন হওয়াতে ব্রহ্মা সৃষ্টিকার্য অপরিজ্ঞাত ছিলেন। তাই বিশেষ চিন্তা করিয়াও তিনি ঐ মুনিকে সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইলেন না। তখন চতুর্মুখ ব্রহ্মা ভগবান্ বিষ্ণুকে প্রণাম করিয়া বলেন, "হে সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারণ দেবদেবেশ, আপনাকে নমস্কার। হে ভক্তবৎসল, ঐ মুনিকে সৃষ্টি করিতে আমি অসমর্থ।"[৫] তাঁহার সেই বচন শুনিয়া দেবদেব হরি স্বয়ং "চিন্তা করত স্বারাধনপরায়ণ এক মুনিকে সৃষ্টি করেন। প্রভু (বিষ্ণু) বেদান্ততত্ত্ব-মীমাংসা খনন করেন। (তাঁহারই) স্বাংশভূত ভগবান্ মুনিপুঙ্গব সংজাত হন। বৈকুণ্ঠের স্মরণে তখন রূপলক্ষণসৌন্দর্য, তেজোবদ্ধিব্যবিগ্রহ, শুদ্ধসত্ত্বময়, সাক্ষাৎমুনিবেশধারী, অব্যয়,

---

১) আনন্দসং, ৪।২৮— ২) আনন্দসং, ১৪।৩৭ ৩) ঐ, ১৫।২—

৪) 'আনন্দসংহিতা'র ৪।৮·২-১৩·১ এবং ১৫।৯·২-১৫·১ প্রায় সমান।

৫) ঐ, ১৫।১৭·২-১৮·১

চতুর্ভুজ, শঙ্খচক্রবরদাভয়চিহ্নিত, কুশাসনে সমাসীন, উর্ধ্বপুণ্ড্রপবিত্রক, কিরীটহারাভরণ-কুণ্ডলাঙ্গদভূষিত, শিখা, যজ্ঞোপবীত ও ত্রিদণ্ড দ্বারা শোভিত, উভয় হস্তে শুদ্ধকে সন্ধারণকারী এবং সুসমাহিত (মুনিপুঙ্গব) যথাকল্প আবির্ভূত হইলেন। বিশ্বকুটুম্বী বিষ্ণুর আত্মাই পুত্র নামে উৎপন্ন হইল। প্রাঞ্জলি হইয়া প্রণতভাবে স্থিত তাঁহাকে দেখিয়া সর্বভূতাত্মা (বিষ্ণু) 'মদৌরসে' ইত্যাদি বলিয়া উপনীত করত তাঁহার নামকরণ করেন। অন্বর্থযোগতঃ তাঁহাকে বিখনস বলিয়া তাঁহার নাম বিখনস করেন। হরি স্বয়ং বৈখানসকে এবং ব্রহ্মাকে উপনয়ন দেন। তিনি প্রথমে বিখনা মুনিকে সাবিত্রীদ্বয় এবং মূলমন্ত্র, সম্যক্ উপদেশ করেন। সেই মুনিশ্রেষ্ঠকে এবং বিধিকে সাক্ষাৎ মোক্ষপ্রদ এবং শুভ সর্বশাস্ত্র শিক্ষা দেন।[১] বেদসমূহের ব্যসনের পূর্বে যে সম্মিলিতাবস্থা সেই বৈখানসী শাখা মুনিকে অধ্যাপন করেন। অনন্তর ভক্তবৎসল ভগবান্ বিষ্ণু ব্রহ্মাকে বলেন, 'হে ব্রহ্মা, এই মুনিপুঙ্গব বিখনাকে তোমার অগ্রজ বলিয়া জান। অপ্রাকৃতশরীরত্ব, মদাজ্ঞাপরিপালনত্ব, মদৌরসসত্ত্ব, সদা-মৎকৃতকর্মকারিত্ব; এবং মদংশসম্ভবত্ব হেতু এই মুনীশ্বর সদা পূজ্য'।"[২] অনন্তর ব্রহ্মা বিষ্ণুর আদেশে সনকাদি মুনীশ্বরগণকে, তথা দক্ষাদি অপর মুনিগণকে সৃষ্টি করেন। তিনি উঁহাদিগকে বলেন

"বিষ্ণোঔরস-পুত্রোঽয়ং বর্ততে বিখনা মুনিঃ।
যূয়ং ভবত তচ্ছিষ্যাঃ শ্রীবিষ্ণোঃ শাসনাৎ পরম্॥"[৩]

'এই বিখনা মুনি বিষ্ণুর ঔরস পুত্র। শ্রীবিষ্ণুর পরম শাসনে তোমরা ইহার শিষ্য হও।' অনন্তর ব্রহ্মা ভগবান্ বিষ্ণুকে প্রণাম করত অপর সৃষ্টি-কার্যে প্রবৃত্ত হন। তিনি চরাচর সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করিলে পর বিষ্ণু বিখনস্‌কে বলেন, "হে পুত্র, তোমার কার্য-সাধকগণকে সৃষ্টি কর ('ত্বৎকার্যসাধকানেব সৃজ পুত্র')।" দেবেশ ঐ প্রকার বলিলে পর মুনিপুঙ্গব বিখনা ভৃগু, অত্রি, বশিষ্ঠ, জমদগ্নি, কাশ্যপ, বিশ্বামিত্র, ভরদ্বাজ এবং গৌতমকে, তথা বিষ্ণু-অর্চাপরায়ণ অপর মুনীশ্বরগণকে সৃষ্টি করেন, ("সসর্জ")।[৪] পরে আছে, বিষ্ণু বিখনস্‌কে বলেন, "আত্মা বৈ পুত্রনামাসি ত্বমেব মুনিসত্তম" ('হে মুনিসত্তম! তুমি পুত্র নামে আমার আত্মাই')।[৫]

'আনন্দসংহিতা'র এই দ্বিবিধ উক্তির মধ্যে কোন প্রকার সমন্বয় সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। বৈখানসের মতানুযায়ী তাঁহার ভক্তগণকে ভগবান্ বিষ্ণু তাঁহার পুত্র বলিয়াছেন।[৬] সুতরাং

---

১) "শ্রীমন্নারায়ণচরণৌ শরণং প্রপদ্যে। শ্রীমতে নারায়ণায় নমঃ"—এই মন্ত্র 'দ্বয়', এবং "শ্রীমতে নারায়ণায় নমঃ" 'মূলমন্ত্র' নামে খ্যাত।

২) আনন্দসং, ১৫।১৯—৩১ ৩) ঐ, ১৫।৩৯

৪) ভৃগু প্রভৃতি যে বিখনস্ কর্তৃক সৃষ্ট এবং তাঁহারই পুত্র তাহা এই বিবৃতিতে আরও অনেকবার উল্লিখিত হইয়াছে। যথা দেখ—১৫।৫০, ৫২, ৫৫

৫) আনন্দসং, ১৬।৪৮·২

৬) যথা, দেখ—

"বৈখানসা মদ্বংশস্থা সাত্ত্বিকাহারভোজনাঃ॥
সদা মদ্গতচিত্তত্বান্মৎপুত্রা ইতি কীর্তিতাঃ।"—(ঐ, ১৬,৩৯·২-৪০·১)
"বৈখানসা হি মৎপুত্রাঃ" (ঐ, ১৭।১৫·২)
"বৈখানসা মম সুতাঃ" (ঐ, ১৭।২০·১)

ব্রহ্মার পুত্র বিষ্ণুভক্ত বিখনস্‌কে বিষ্ণুর পুত্র বলা যায়। এই প্রকারে বিখনসের ব্রহ্মপুত্রত্ব ও বিষ্ণুপুত্রত্ব বিষয়ক কিম্বদন্তীদ্বয়ের সমন্বয় করা যাইতে পারিত। পরন্তু

(১) প্রথম বিবৃতি মতে, "মদর্চায়ৈ সৃজ ব্রহ্মন্ সৃষ্ট্যাদৌ মুনিসত্তমম্" বিষ্ণুর এই আদেশ পাইয়া ব্রহ্মা বিখনস্‌কে সৃষ্টি করেন। আর দ্বিতীয় বিবৃতি মতে, ঐ আদেশ ("মদর্চনার্থং সৃষ্ট্যাদৌ সৃজ ত্বং মুনিসত্তমম্") পাইয়া ব্রহ্মা বিশেষ চিন্তা করিয়াও ঐ মুনিকে সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইলেন না ("চিন্তয়িত্বা মুনিং স্রষ্টুমসমর্থো বভূব হ")। তিনি কাতর চিত্তে বিষ্ণুর নিকট আপন অসামর্থ্য জ্ঞাপন করিলে পর বিষ্ণু চিন্তা করত স্বারাধনপরায়ণ বিখনা মুনিকে সৃষ্টি করেন ("চিন্তয়িত্বাঽসৃজদ্বিষ্ণুঃ স্বারাধনপরং মুনিম্")।

(২) ভৃগু-আদি মুনীশ্বরগণ প্রথম বিবৃতি মতে, ব্রহ্মা-কর্তৃক সৃষ্ট, আর দ্বিতীয় বিবৃতি মতে বিখনা কর্তৃক সৃষ্ট।

এই দুই উক্তি-ভেদের সমন্বয় করা যায় না।

যাহা হউক, 'আনন্দসংহিতা'র ঐ উক্তিদ্বয়ের মধ্যে এক বিষয়ে সম্পূর্ণ ঐক্য আছে। তাহা এই যে,—ব্রহ্মা এবং বিখনা মুনি ভিন্ন ভিন্ন,—অভিন্ন নহেন। তাহার অপর প্রমাণও উহাতে আছে। যথা, এক স্থলে উক্ত হইয়াছে যে কোন সময়ে ব্রহ্মা, স্বপুত্রগণের সহিত, বিষ্ণুলোকে গমন করিয়া মহাবিষ্ণুর সেবায় নিরত ব্যক্তিগণের মধ্যে বৈখানস, অত্রি, ভৃগু প্রভৃতিকেও দেখেন।[১] জগতের রক্ষণার্থ অবতার গ্রহণ করিতে ব্রহ্মা বিষ্ণুর নিকট প্রার্থনা করেন। বিষ্ণু তাহাতে স্বীকৃত হন। ঐ আশ্বাস পাইয়া ব্রহ্মা স্বপুত্রগণ সহিত স্বলোকে প্রত্যাবর্তন করেন। তখন বিষ্ণু মুনিপুঙ্গব বিখনাকে তাঁহার ঐ অবতারের অর্চনা করিতে আদেশ দেন।[২]

তাহার অপর প্রমাণও কোন কোন বৈখানসাগমে পাওয়া যায়। যথা, মরীচির 'বিমানার্চনাকল্পে' এবং কাশ্যপের 'জ্ঞানকাণ্ডে' ভগবান্ বিষ্ণুর মন্দিরে প্রতিষ্ঠাপ্য তাঁহার পরিবার-দেবতাদিগের মধ্যে ব্রহ্মার এবং বিখনসের পৃথক্ নামোল্লেখ আছে। উঁহাদের স্থান, লক্ষণ, বীজ এবং আবাহনাদির মন্ত্রও ভিন্ন।[৩] ব্রহ্মা পরিষদ্-দেবতা এবং তাঁহার স্থান তৃতীয়াবরণে,—দক্ষিণে ভিত্তিপার্শ্বে, আর বিখনস্ মুখমণ্ডপ-দ্বারদেবতা এবং তাঁহার স্থান মুখমণ্ডপদ্বারের দক্ষিণে। ব্রহ্মার লক্ষণ ও বীজ এই,—

"রুক্মাভো হংসবাহনঃ কমণ্ডলুধ্বজোঽভিজিজ্জাতঃ সাবিত্রীপতিঃ উকারবীজো বেদরবো ব্রহ্মা।"

আর বিখনসের লক্ষণ ও বীজ এই,—

"স্ফটিকাভো হেমাঙ্গবরধরো রুরুবাহনঃ কুশধ্বজো বিধিজো দিব্যেশো নামাদ্যক্ষরবীজো দণ্ডধরঃ চতুর্ভুজো বেদরবো বিখনাঃ।"

আবাহনাদির মন্ত্র ব্রহ্মার এই,—

"ব্রহ্মাণং প্রজাপতিং পিতামহং হিরণ্যগর্ভং"'

---

১) আনন্দসং, ১৬।৫-৬ ; ২) ঐ, ১৬।১৭— ; ১৭।২—

৩) 'বিমানার্চনাকল্প', ১১১, ১১৩-৪ পৃষ্ঠা ; আরও দেখ—৫৭ পৃষ্ঠা ; 'বৈখানসাগম', ৫৭ ও ৫৯ পৃষ্ঠা (ঈষৎ পাঠান্তরে) ; 'জ্ঞানকাণ্ড', ৭৪ অধ্যায় (১২৩ পৃষ্ঠা)। 'জ্ঞানকাণ্ডে' লক্ষণ ও বীজের উল্লেখ নাই।

আর বিখনসের এই,—

"বিখনসং তপোযুক্তং সিদ্ধিদং সর্বদর্শনং।"[১]

অন্যত্র সর্বদেবত্যহোম-প্রকরণে উক্ত হইয়াছে যে ব্রহ্মাকে "ব্রহ্ম জজ্ঞান" ইত্যাদি এবং "হিরণ্যগর্ভ" ইত্যাদি মন্ত্রে, আর বিখনস্‌কে "বৈখানসায়" ইত্যাদি মন্ত্রে সভ্যাগ্নিতে হোম কর্তব্য।[২] সুতরাং ঐ সকল বৈখানসাগমের মতে ব্রহ্মা এবং বিখনা ভিন্ন ব্যক্তি।

'বৈখানসমন্ত্রসংহিতা'তে আছে "ব্রহ্মা ঋভূণাং বিখনা মুনীনাং" (অর্থাৎ ঋভুগণের মধ্যে ব্রহ্মা, আর মুনিদিগের মধ্যে বিখনা শ্রেষ্ঠ)। সুতরাং উহার মতে ব্রহ্মা ও বিখনা ভিন্ন ব্যক্তি।

'বৃদ্ধহারীতস্মৃতি' নামক বৈখানস বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের এক প্রাচীন (৭০০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে বিরচিত) ধর্মশাস্ত্রেও ব্রহ্মাকে এবং বিখনস্‌কে ভিন্ন বলা হইয়াছে।[৩]

শাতাতপ—বিখনস্‌ মুনি শাতাতপ নামেও অভিহিত হইতেন। মহর্ষি ভৃগু অতি স্পষ্ট বাক্যে তাহা বলিয়াছেন।

"নাম্না বিখনসং প্রাহুর্যং চ শাতাতপং তথা।"[৪]

'যাঁহাকে বিখনস্‌, তথা শাতাতপ, নামে অভিহিত করা হয়।' মহর্ষি কাশ্যপের 'জ্ঞানকাণ্ডে' আছে যে

"শাতাতপং তপোযুক্তং সিদ্ধিদং সর্বদর্শিনং"[৫]

—এই মন্ত্রে বৈখানসের আবাহনাদি করিতে হয়। তাহাতেও সিদ্ধ হয় যে বৈখানসের এক নাম শাতাতপ।[৬]

ভাগবত—'বৃদ্ধহারীতস্মৃতি'র মতে বিখনস্‌, সনন্দন, সনক, নারদ, ব্যাস প্রভৃতির মত একজন ভাগবত বা বৈষ্ণব; 'ভাগবতী ইষ্টি'তে অপর ভাগবতগণের ন্যায় তাঁহাকেও গন্ধপুষ্পাদির দ্বারা অর্চনা করিতে হয়।[৭]

নারায়ণাবতার—বৈখানসাগমে কখন কখন উক্ত হইয়াছে যে বৈখানস ঋষি ভগবান্‌ নারায়ণের অবতার। যথা, মহর্ষি অত্রি লিখিয়াছেন,

"বৈখানসাবতারেণ ভগবান্‌ সর্বেশ্বরো হরিঃ।
শাস্ত্রং বৈখানসং প্রাহ জীবানাং মুক্তিহেতবে॥"[৮]

'সর্বেশ্বর ভগবান্‌ হরি জীববর্গের মুক্তির জন্য বৈখানস অবতারে বৈখানস শাস্ত্র বলেন।'

---

১) 'জ্ঞানকাণ্ডে' এই মন্ত্রের কিঞ্চিৎ পাঠভেদ আছে,—"শাতাতপং তপোযুক্তং সিদ্ধিদং সর্বদর্শিনং।"

২) 'বিমানার্চনাকল্প', ৩২ পটল (২৩০ পৃষ্ঠা); 'জ্ঞানকাণ্ড', ৬৬ অধ্যায় (৯৬ পৃষ্ঠা)।

৩) পূর্বে দেখ।

৪) 'প্রকীর্ণাধিকার', ক্রিয়াপাদ, ৩০।৬২·২ ৫) 'জ্ঞানকাণ্ড', ৭৪ অধ্যায়, (১১৩ পৃষ্ঠা)

৬) 'বিমানার্চনাকল্পে', এই মন্ত্রের 'শাতাতপং' স্থলে 'বৈখানসং, পাঠ আছে। (পূর্বে দেখ) তাহাতে ইহা আরও দৃঢ় হয় যে শাতাতপ = বৈখানস।

৭) 'বৃদ্ধহারীতস্মৃতি', ১০।২০৯—

৮) 'সমূর্তার্চনাধিকরণ', ৬৫।১১৬; আরও দেখ—ঐ, ৭৮।৬

মহর্ষি ভৃগু লিখিয়াছেন,

"... ... ...যত্র নারায়ণো হরিঃ।
স্বাত্মানং জনয়ামাস লোককল্যাণহেতবে ॥
বৈখানসং বিখনসং বিরিঞ্চিমিতি যং বিদুঃ ॥"[১]

'যখন (অর্থাৎ যেই শ্রাবণী তিথিতে) (ভগবান্) নারায়ণ হরি লোক-কল্যাণ হেতু আপনাকে (মনুষ্যরূপে) উৎপন্ন করেন এবং যাঁহাকে (লোকগণ) বৈখানস্, বিখনস্ ও বিরিঞ্চি বলিয়া জানেন।' মরীচি কখন কখন বলিয়াছেন, বিখনস্ মুনি নারায়ণের "অংশ-সম্ভূত।"[২] তাহাতে বিখনস্ নারায়ণের অবতার হন। মরীচি আবার তাঁহাকে নারায়ণ কর্তৃক স্থষ্ট এবং নারায়ণের পুত্রও বলিয়াছেন।

কোন কোন বৈখানসাগমে কখন কখন পরব্রহ্মকে বা বিষ্ণুকে 'বৈখানস' বলা হইয়াছে।[৩] বৈখানস পরব্রহ্মের বা বিষ্ণুর অবতার। অবতারের নাম অবতারীতে আরোপ করা যায়। স্থতরাং পরব্রহ্মকে বা বিষ্ণুকে 'বৈখানস' বলা যায়। অথবা উপাসকের নামে উপাস্যকে অভিহিত করার প্রথা বেদে দেখা যায়। তদনুসারে বৈখানসের উপাস্য পরব্রহ্মকে বৈখানস বলা হইয়াছে, মনে করা যায়।

কোথাও কোথাও আবার পক্ষান্তরে বৈখানসকে বা বৈখানসমতানুযায়ী বৈষ্ণবকে বিষ্ণু বলা হইয়াছে, দেখা যায়।[৪] 'আনন্দসংহিতা'য় আরও উক্ত হইয়াছে যে যে ব্যক্তি বিষ্ণুর ও বৈখানসের মধ্যে অন্তর করে সে নরাধম।[৫] অপরে বলিয়াছেন, বৈখানসগণ বিষ্ণু-সদৃশ।[৬] তাহাতেই উহাদিগকে কখন কখন বিষ্ণুও বলা হইয়াছে মনে হয়। যাহা হউক, ঐ সকল উক্তি অর্থবাদ মাত্র।

আধুনিক লেখকদিগের মত—বৈখানস সম্প্রদায়ের প্রবর্তক বিখনস্ মুনি সম্বন্ধে আধুনিক লেখকদিগের ভিন্ন ভিন্ন জনে স্বল্পাধিক ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেন দেখা যায়। মহর্ষি মরীচির 'বিমানার্চনাকল্পে'র সম্পাদকত্রয়,—যাঁহারা স্বয়ং ঐ সম্প্রদায়-ভুক্ত এবং বিশিষ্ট ও পণ্ডিত ব্যক্তি—মনে করেন যে উনি হয়তঃ চতুরানন ব্রহ্মাই, অথবা "তদাবেশযুক্ত তচ্ছিষ্যপ্রবর বিখনা নামক মহর্ষি।"[৭] ঐ সম্প্রদায়ের অপর এক পণ্ডিত,—অধ্যাপক পার্থসারথি আয়েঙ্গার

১) 'প্রকীর্ণাধিকার', ক্রিয়াপাদ, ৩৬।১৮৪-৫·১ ২) আনন্দসং, ১৫।২০ ও ·৩১

৩) যথা,ভৃগু বলিয়াছেন

"কিং বহূক্তেন বিধিনা সর্বং বৈখানসং জগৎ ॥
পরস্মিন্ ব্যোম্নি যচ্চার্কে যত্তেজস্তু ত্রয়ীময়ম্।
তদ্‌বৈখানসং পরং ব্রহ্ম ইতি বেদাদধিমহি ॥
—('প্রকীর্ণাধিকার', ক্রিয়াপাদ, ৩০।৮৫·২-৮৬)

"তদা জ্যোতিঃ পরং ব্রহ্ম বৈখানসমনাময়ম্।" ইত্যাদি।—(ঐ, ৩৭।৫·২-৬)

৪) "যে নিন্দন্তি মহাত্মানং বিষ্ণুং বৈখানসং পরং।
বেদবেদান্তবেদ্যস্ত ভবন্তি মম নিন্দকাঃ ॥"
—(আনন্দসং, ১৪।৬১)

৫) ঐ, ১৩।৭ ৬) 'প্রকীর্ণাধিকার' ক্রিয়াপদ, ৩০।৮৮·১

৭) 'বিমানার্চনাকল্প', উপোদ্‌ঘাত, ২ পৃষ্ঠা

বলেন, "চতুর্মুখ ব্রহ্মা, বিশিষ্টাদ্বৈত শিক্ষা করিতে অভিলাষী হইয়া, বৈখানস নামক মনুষ্যরূপে ইহসংসারে অবতীর্ণ হন, এবং নৈমিষারণ্যে তপস্যা করেন। শ্রীবিষ্ণু তাঁহার উপর অতীব সন্তুষ্ট হন, এবং তাঁহাকে বৈষ্ণব সূত্র বুঝান।···(সুতরাং) (বৈখানস) সূত্রের প্রতিষ্ঠাতা ব্রহ্মার অবতার মাত্র।"[১] আবার তিনি কখন কখন বলিয়াছেন যে বিখনা ব্রহ্মা স্বয়ংই।[২] পণ্ডিত সাম্বশিব শাস্ত্রী মনে করেন যে ব্রহ্মা এবং বিখনা প্রকৃত পক্ষে ভিন্ন ব্যক্তিই। উঁহারা উভয়েই ভগবান্ নারায়ণের পুত্র। বিখনস্ ব্রহ্মা হইতে জ্যেষ্ঠ। তিনি নারায়ণ ও লক্ষ্মীর ঔরস পুত্র; আর ব্রহ্মা পরে নারায়ণের নাভিকমল হইতে জন্মগ্রহণ করেন। নারায়ণ হইতে বৈখানসতন্ত্রের উপদেশ প্রাপ্তির পর ব্রহ্মা স্বয়ংও বিখনস্ হন। তিনি বলেন, এই প্রকার মনে করিলে উপলব্ধ সমস্ত বচনের সুসমন্বয় হয়।[৩]

নারায়ণোপদিষ্ট—মহর্ষি বিখনস্ প্রকৃত পক্ষে কে? তিনি কি বিশ্বস্রষ্টা চতুরানন ব্রহ্মাই, না অপর কোন ব্যক্তি? যদি অপর ব্যক্তিই হন, তবে উনি প্রকৃত পক্ষে কে? এই সকল বিষয়ে বৈখানস আগমসমূহের মধ্যে বিস্তর মতভেদ বিদ্যমান থাকিলেও এই বিষয়ে বোধ হয় কোন মতভেদ নাই যে তিনি ভগবান্ বিষ্ণু হইতে প্রথম উপদেশ প্রাপ্ত হন। মহর্ষি অত্রি অতি সংক্ষেপে বলিয়াছেন যে তাঁহারা,—বৈখানসের শিষ্যগণ বৈখানস হইতে যেই শাস্ত্রের উপদেশ প্রাপ্ত হন উহা "বিখনোমুনয়ে পূর্বং বিষ্ণুণা সমুদীরিতম্" (পূর্বে বিষ্ণু কর্তৃক বিখনস মুনিকে সম্যক উদীরিত হইয়াছিল')।[৪] বিখনসের অপর শিষ্য ভৃগু এবং মরীচি ঐ বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ দিয়াছেন। 'মরীচি লিখিয়াছেন, বৈখানস সূত্র বা শাস্ত্র প্রথমে ভগবান্ বিষ্ণুর মুখ হইতে উত্থিত হয়, এবং ভগবান্ কর্তৃক বিখনস মুনিকে প্রোক্ত হয়; সেইহেতু উহা 'ভগবৎ-সূত্র' বা 'ভগবৎ-শাস্ত্র' বলিয়া প্রোক্ত হয়।[৫] তিনি পরে বর্ণনা করিয়াছেন যে ভগবান্ বিষ্ণু বিখনস্ মুনিকে প্রথমে সাবিত্রী এবং মূলমন্ত্রদ্বয় সম্যক উপদেশ করেন; তৎপরে সাক্ষাৎ মোক্ষপ্রদ এবং শুভ সর্বশাস্ত্র সর্বপ্রকারে জ্ঞাপন করেন; বেদসমূহের ব্যসনের পূর্বে যে সম্মিলিতাবস্থা সেই বৈখানসী শাখা অধ্যাপন করেন। বিষ্ণুর আদেশেই বিখনস ঐ মত জগতে প্রচার করেন।[৬] কিঞ্চিৎ পরে মরীচি আবার বলিয়াছেন যে পৃথিবীতে তাঁহার অর্চাবতারের আরাধনা প্রবর্তন করিতে ভগবান্ বিষ্ণু বিখনসকে বলেন।[৭] তখন বিখনা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, পৃথিবীতে আপনার আরাধনা কি প্রকারে করিব? তাহাতে বিষ্ণু বিখনস্‌কে দৈবিক ও মানুষ কর্ম সমূহ, বেদ ও আগমসমূহের অর্থ ও রহস্য, প্রভৃতি সমস্ত উপদেশ করেন।[৮]

---

১) 'বৈখানসশ্রৌতসূত্র', কলন্দ সম্পাদিত, ভূমিকা, xxix পৃষ্ঠা।

২) 'জ্ঞানকাণ্ড', পার্থসারথি আয়েঙ্গার-সম্পাদিত, গ্রন্থপরিচয়, ২-৩ পৃষ্ঠা।

৩) 'বৈখানসাগম', কে সাম্বশিব শাস্ত্রী-সম্পাদিত, ভূমিকা, ii-iii ও ২-৩ পৃষ্ঠা।

৪) 'সমূর্তার্চনাধিকরণ', ৩১।৫৮·১ আরও দেখ,—

"নারায়ণেন সংপ্রোক্তমেতদ্‌বিখনসে পুরা।"—(ঐ, ৭৮।২·২);

ঐ, ৭৮।৬·২; ইত্যাদি

৫) আনন্দসং, ১৪।৩৩·২-৩৪·১ ও ৪০—৪১·১ (পূর্বে দেখ)। ৬) ঐ, ১৫।২৭-২৯·১ (পূর্বে দেখ)।

৭) ঐ, ১৬।১৭— ৮) ঐ, ১৭।৪—

মহর্ষি ভৃগু এক স্থলে বলিয়াছেন যে বৈখানস মতের আদি বক্তা ভগবান্ নারায়ণই, "তাঁহা হইতে ব্রহ্মা বা বিরাট্ উহা প্রাপ্ত হন ; তিনিই বিখনা মুনি।"[১] আর এক স্থলে তিনি বলিয়াছেন যে ভগবান্ ব্রহ্মা বা বিখনস আদ্য কলিযুগে মৎস্য-রূপী ভগবান্ বিষ্ণুর নিকট এই প্রার্থনা করেন যে "হে অচ্যুত, বৈদিক মার্গে ত্বদর্চা আমাকে যথাপূর্ব বল।" ঐ প্রকারে প্রার্থিত হইয়া বিষ্ণু জগতের প্রীত্যর্থ, তথা যজ্ঞসমূহের পূরণার্থ, শ্রুতিপথাগত শাস্ত্র বহু বিস্তার পূর্বক ব্যাখ্যা করেন। অনন্তর ব্রহ্মা নৈমিষারণ্যে গিয়া সুদীর্ঘ কাল তপস্যা করিয়া ঐ শাস্ত্র পুনরায় দর্শন করেন।[২] ভৃগু অন্যত্র লিখিয়াছেন,[৩] ভগবান্ বিষ্ণু মুদান্বিত হইয়া বিখনস মুনির হাত ধরিয়া তাঁহাকে বলেন, "হে মহাযোগী বিখনস্! তুমি লোক সংরক্ষণার্থ শ্রুত্যুক্ত মার্গেই আমার পূজা সাদরে কর।" তখন বিখনা জিজ্ঞাসা করেন, "কোন বিধিতে কি কি মন্ত্র দ্বারা আমি তোমার পূজা করিব? হে স্বামী অব্যয় মহাবিষ্ণু, তোমার ভৃত্য আমাকে তাহা বল।" তাহাতে ভগবান্ বিষ্ণু বিখনস মুনিকে তাঁহার পূজা-পদ্ধতি উপদেশ করেন। তিনি "বৈষ্ণব মন্ত্রসমূহ সংগ্রহ করত বেদসমূহ সাঙ্গ উপদেশ করেন। মূলমন্ত্রদ্বয়াদি, তথা উপচারক্রম এবং জপহোমার্চনধ্যানক্রম, উপদেশ করেন। মানুষ ও দৈবিক (কর্মসমূহ),—(অধিক বলিতে) কি, সর্বশাস্ত্র হরি স্বয়ং (উপদেশ করেন)। (বৈখানস)মুনি (সেই সকল) উপদেশ-ক্রমেই অধ্যয়ন করেন। তৎপরে ভগবান্ কর্তৃক আজ্ঞপ্ত হইয়া সেই নবসংখ্যক-গণকে সৃষ্টি করিয়া সাঙ্গোপাঙ্গ সমস্তই সেই প্রকারে অধ্যাপন করেন। কশ্যপ, অত্রি, মরীচি, বশিষ্ঠ, অঙ্গিরস্, আমি(=ভৃগু), পুলস্ত্য, পুলহ, এবং ক্রতু—ইঁহারাই নবসংখ্যক। ইঁহারা বিখনসের শিষ্য এবং লোকানুগ্রহকারী।"

'বৃদ্ধহারীতস্মৃতি' নামক বৈখানস সম্প্রদায়ের এক প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে যে উহাতে ব্যাখ্যাত "পরমৈকান্ত্যসিদ্ধিদ" "বেদোপবৃংহিত বিশিষ্ট বৈষ্ণব ধর্মশাস্ত্রে" পরমাত্মা বিষ্বক্সেনকে ও ধাতাকে, বিষ্বক্সেন বিখনসকে, বিখনস ভৃগুকে, ভৃগু বৈবস্বত মনুকে এবং মনু হারীতকে বলেন। তত্রোক্ত ইষ্টিসমূহের এবং হরির উৎসবকর্মসমূহের বিধান বিষ্ণু বিখনসকে, বিখনস্ ভৃগুকে বলেন।[৪] সুতরাং উহার মতেও বিখনস্ মুনি ভগবান্ নারায়ণ হইতে স্বপ্রবর্তিত ধর্মের প্রথম উপদেশ প্রাপ্ত হন। 'গীতোপনিষদ' নামে এক অমুখ্য উপনিষদে আছে, বিষ্ণুর বাণী পুরাকালে বৈখানস ঋষির নিকট প্রকট হয় এবং তিনি সংখ্যারূপে সঙ্কল্প করত উহা প্রকাশ করেন।

প্রবর্তন-স্থান—বৈখানস মতের প্রথম প্রবর্তন নৈমিষারণ্যে হইয়াছিল, মনে হয়। কেননা, কোন কোন বৈখানস আগমে উক্ত হইয়াছে যে মহর্ষি বৈখানস নৈমিষারণ্যে স্বীয় শিষ্য-গণের নিকট স্বমতের প্রথম উপদেশ করেন। যথা মহর্ষি মরীচি বলিয়াছেন যে স্বায়ংভুব মনুর কালে ভগবান্ ব্রহ্মা সমস্ত লোকগণকে বিষ্ণুর নাম-বিহীনতা হেতু অজ্ঞান দ্বারা আবৃত, ব্যাধিসমূহ দ্বারা প্রপীড়িত, পাপসমাবিষ্ট এবং ক্রূর সমাবীক্ষণ করত কৃপাপরবশ

১) 'যজ্ঞাধিকার', ৫১।৮'২-৯ (পূর্বে দেখ)। ২) পূর্বে দেখ।

৩) 'বিমানার্চনাকল্পে'র এবং 'সমূর্তার্চনাধিকরণে'র উপোদ্ঘাতে (যথাক্রমে ৪-৫ ও xx-xxi

৪) পূর্বে দেখ।

হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করেন এবং জগতের রক্ষণার্থ পৃথিবীতে অবতার গ্রহণ করিতে মহা-বিষ্ণুর নিকট প্রার্থনা করেন। বিষ্ণু তাহাতে স্বীকৃত হন। তখন তিনি মুনি-পুঙ্গব বিখনস্‌কে বলেন, "হে বিখনা মুনি, সাধুগণের সংরক্ষণার্থ আমি, ভূমি এবং লক্ষ্মীর দ্বারা সমন্বিত হইয়া ভূলোকে অবতার গ্রহণ করিব। মৎকর্তৃক আদিষ্ট হইয়া তুমি=আমার পুত্রাদি ভৃগু-আদি মুনিগণ সহ, ভূলোকে, যেখানে তপস্যার উত্তম ফল, (প্রদায়ক) বিখ্যাত নৈমিষারণ্য আছে, সেইখানে (গিয়া) সত্রে সমাবিষ্ট হও। সেইখানে আমি অংশভাগ দ্বারা নর ও নারায়ণ ঋষিদ্বয় রূপে অবতার গ্রহণ করিব। হে প্রিয়, সেইখানে আমাকে অর্চনা কর। মৎপ্রিয় নৈমিষারণ্যে সদা আমার আজ্ঞা পালন করত নিত্য নারায়ণপরায়ণ হইয়া, তথা ভৃত্যগণ দ্বারা পূজিত হইয়া, শিষ্যগণ সহকারে, লোকহিতকর মহৎ সূত্র রচনা কর্তব্য। দৈবিক এবং মানুষ বলিয়া সূচিত (সমস্ত কর্ম) সংগ্রহ কর। আমি অর্চাবিগ্রহরূপে যেখানে যেখানে বাস করিব, হে মুনি, তৎসূত্রানুযায়িগণ সেখানে সেখানে আমাকে অর্চনা করুক। তৎসূত্রা-নুযায়িগণের সকলের,—সদা মৎকৃতকর্মকারীদিগের এবং মদাজ্ঞাপরিপালকদিগের, পুনর্জন্ম হইবে না। হে মহাভাগ মুনিপুঙ্গব বিখনস্‌, তুমি ভীত না হইয়া ভৃগু-আদি মুনিগণ সহকারে মদারাধনকৃৎ হও।"[১] ভগবানের ঐ আজ্ঞা শিরোধার্য করত বিখনা মুনি, শিষ্যগণ সহ, নৈমিষারণ্যে প্রবেশ করেন ("নৈমিষং প্রবিবেশ")। "স্বায়ংভুব মুনির কালে যুগাদিতে শুক্ল বৎসরে, শ্রবণা (নক্ষত্রে), শ্রাবণমাসে, শুক্ল পূর্ণিমায় সোমবারে, সিংহলগ্ন সংযুক্ত হইলে, বিখনা নৈমিষ্য(বন) প্রাপ্ত হইলেন। নিমেষক্ষেত্র নৈমিষে শিষ্যগণের সহিত বৈখানস মুনি সহর্ষে সূত্র (রচনা) করিতে প্রারম্ভ করেন। বৈখানস মুনি দ্বারা দ্বাত্রিংশৎ সংখ্যক প্রশ্নে নিষেকাদিশ্মশানান্ত মানুষ কর্ম সূচিত হইয়াছে। বিখনস্‌ কর্তৃক প্রোক্ত সূত্র সার্ধকোটি (গ্রন্থ) প্রমাণক। কর্ষণাদি-উৎসবান্ত দৈবিক (কর্ম)ও তৎকর্তৃক সূচিত হইয়াছে।"[২] এই রূপে দেখা যায়, বৈখানস মতের আদি গ্রন্থ, 'বৈখানসসূত্র' মহামুনি বিখনস্‌ কর্তৃক নৈমিষা-রণ্যে বিরচিত এবং শিষ্যগণের নিকট উপদিষ্ট হইয়াছিল। তাঁহার নিজের শিষ্য মহর্ষি মরীচি উহা বলিয়াছেন।

বিখনসের অপর এক শিষ্য, মহর্ষি ভৃগু, এক স্থলে বলিয়াছেন, "এই (বৈখানস) আগম শাস্ত্রের মূল, ('বৈখানসসূত্র' যাহার গ্রন্থ সংখ্যা) সার্ধকোটি প্রমাণ, ভগবান্‌ (বৈখানস) নৈমিষবনে আমাদিগকে উপদেশ করিয়াছিলেন।"[৩] অন্যত্র তিনি লিখিয়াছেন, "তাহার পরে চতুর্মুখ (ব্রহ্মা) জটা, কাষায় এবং দণ্ড ধারণ করত মুনিবৃন্দসেবিত নৈমিষারণ্যে গিয়া বৈষ্ণব তেজ ধ্যান করত তপস্যা করিয়া থাকেন। সুদীর্ঘ কাল পরে তিনি বেদমন্ত্রসমূহ দ্বারা অভিষ্টুত বিষ্ণূক্ত আগম, সশ্রৌত এবং সসূত্র, বিস্তরতঃ দর্শন করেন। বিখনস নামক ধাতা সংক্ষিপ্ত করিয়া—শাস্ত্রোল্লিখিতরত্নবৎ সার গ্রহণ করিয়া, সার্ধকোটি প্রমাণ (গ্রন্থে) মরীচ্যাদি (আপন) সুত মুনিগণকে এই শাস্ত্র বুঝান। সেই মুনিগণ কর্তৃক উহা চতুর্লক্ষ প্রমাণ (গ্রন্থে) সংক্ষিপ্ত হইয়াছে।"[৪]

---

১) আনন্দসং, ১৭।২৫=৩৩'১ ২) ঐ, ১৭।৩৫-৩৯'১

৩) 'প্রকীর্ণাধিকার', ক্রিয়াপাদ, ৩০।৯৩ ৪) পূর্বে দেখ।

প্রবর্তন-কাল—মহর্ষি মরীচি লিখিয়াছেন, "স্বায়ংভুব মনুর কালে, যুগাদিতে শুক্ল-সংবৎসরে, শ্রবণা (নক্ষত্রে), শ্রাবণমাসে, শুক্ল পূর্ণিমায়, সোমবারে, সিংহলগ্ন সংযুক্ত হইলে, বিখনা, নৈমিষ(বন) প্রাপ্ত হইলেন।" নিমেষক্ষেত্র নৈমিষে শিষ্যগণের সহিত বৈখানস মুনি সহর্ষে সূত্র(রচনা) করিতে প্রারম্ভ করেন।"[১] বেঙ্কটাচলস্থ ভগবান্ বেঙ্কটেশের উৎসব-সমূহ বর্ণনা করিতে গিয়া মহর্ষি ভৃগু বলিয়াছেন শ্রাবণী-উৎসব এই জন্য যে ঐ দিনে ভগবান্ বিখনস মুনিরূপে জন্মগ্রহণ করেন।[২]

বৈখানসসূত্র

(২)

বৈদিক—ইতিপূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে 'বৈখানসসূত্র' কাহারও কাহারও মতে 'কৃষ্ণযর্জু-বেদে'র এক সূত্র; আর কাহারও কাহারও মতে বৈখানস যর্জুবেদের এক শাখা,—'বৈখানসসূত্র' তথা 'বৈখানসমন্ত্রসংহিতা', ঐ শাখারই গ্রন্থ। সুতরাং উহারা বৈদিক। যেমন বৌধায়ন, আপস্তম্ব, প্রভৃতি ঋষিগণ প্রণীত 'কৃষ্ণযজুর্বেদে'র অপর সূত্রগ্রন্থসমূহে, তেমন বিখনস ঋষি প্রণীত সূত্রেও বৈদিক হিন্দুর অনুষ্ঠেয় নিষেকাদিশ্মশানান্ত সমস্ত ক্রিয়া বর্ণিত হইয়াছে। পরবর্তী বৈদিক ধর্মশাস্ত্রকারগণের কেহ কেহও অন্ততঃ কোন কোন বিষয়ে, 'বৈখানসসূত্রে'র মত অঙ্গীকার করিয়াছেন। তাহাতেও সিদ্ধ হয় যে বৈখানসসূত্র' বৈদিক। তাহার সাক্ষাৎ প্রমাণও উহাতে আছে। যথা, উহাতে বেদের মাহাত্ম্য বিবৃত হইয়াছে। কথিত হইয়াছে যে "পরত্রেহ শ্রেয়স্করো বেদস্তদধ্যেতব্যঃ" ('বেদ ইহকালের এবং পরকালের শ্রেয়ঃকারক; (সুতরাং) উহাকে অধ্যয়ন করা উচিত')।[৩] "সাঙ্গচতুর্বেদতপোযোগাদৃষিঃ" (অর্থাৎ সাঙ্গ চারি বেদে অভিজ্ঞ এবং তপঃপরায়ণ হইলেই ঋষি হয়)।[৪] কথিত হইয়াছে যে ব্রহ্মযজ্ঞ অহরহ অনুষ্ঠান করিতে হইবে।[৫] "ব্রহ্মযজ্ঞ সমস্ত যজ্ঞের আদি। সুতরাং উপনয়নের পর হইতে দ্বিজ-গণের উহা অবশ্য কর্তব্য।"[৬] ঐখানে 'ব্রহ্ম' শব্দের অর্থ—'বেদ' বা 'বেদমন্ত্র'; যথানিয়মে বেদের অংশবিশেষের পাঠই ব্রহ্মযজ্ঞ।[৭] বেদের নিত্য স্বাধ্যায়ের এই বিধান এবং উহার উচ্চ প্রশংসা হইতে বুঝা যায় যে বৈখানসগণ বেদের প্রতি কত শ্রদ্ধা-পরায়ণ ছিলেন। 'বৈখানসসূত্রে' আছে, নিত্য মনোবাণীকায়কর্মসমূহ দ্বারা শ্রুতিতে এবং স্মৃতিতে উদিত কর্ম করিলেই মনুষ্য আপন ধর্ম যথাযথ সমাচরণ করে।[৮] পক্ষান্তরে ইহাও কথিত হইয়াছে যে বেদসমূহকে এবং (তন্ত্রোক্ত) দেবগণকে "অবমাননা করিবে না, নিন্দা করিবে না। কেননা, (উহাদের) অবমন্তা এবং নিন্দক বিনাশ প্রাপ্ত হয়।"[৯]

'ঔশনস ধর্মশাস্ত্রে' উক্ত হইয়াছে যে "বৈখানস কর্তৃক উক্ত (বেদের) শাখা তন্ত্রমার্গ বিধিক্রিয়া। নিষেকাদিশ্মশানান্ত ক্রিয়া পূজাঙ্গসূচক।"[১০] সুতরাং তন্মতে বৈখানসশাখানুযায়ি-গণ প্রকৃত পক্ষে তান্ত্রিকই।

১) পূর্বে দেখ। ২) পূর্বে দেখ।
৩) 'বৈখানসস্মার্তসূত্র', ১।১২ (১২৯ পৃষ্ঠা) ৪) ঐ, ১।১ (২ পৃষ্ঠা)
৫) ঐ, ১।১ (পৃষ্ঠা) ৬) ঐ, ৯।১৩ (১৩০ পৃষ্ঠা) ৭) ঐ, ১।৪ (৬ পৃষ্ঠা)
৮) ঐ, ৯।১৫ (১৩২ পৃষ্ঠা) ৯) ঐ, ১০।৩ (১৪০ পৃষ্ঠা)
১০) 'ঔশনস ধর্মশাস্ত্র', ৪৭.২-৪৮.১ শ্লোক (জীবানন্দের 'ধর্মশাস্ত্রসংগ্রহ', ১ম খণ্ড, ৫০০ পৃষ্ঠা)

বিষ্ণ্বর্চনার মাহাত্ম্য—'বৈখানসসূত্রে' ভগবান্ নারায়ণের বা বিষ্ণুর প্রতি ভক্তির প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। পূর্বে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে।[১] উহাতে ভগবান্ বিষ্ণুর অর্চনার মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। কথিত হইয়াছে যে বিষ্ণু পরম দেবতা,—বিষ্ণুর অর্চনা করিলে সর্বদেবতারই অর্চনা হয়।

„নারায়ণাদেব সর্বার্থসিদ্ধিরিতি"[২]

'নারায়ণ হইতে নিশ্চয় সর্বার্থসিদ্ধি (হয়)।' "সেই হেতু গৃহে পরম (দেবতা) বিষ্ণুকে প্রতিষ্ঠা করত, (প্রতিদিন) সকালে ও সন্ধ্যায়, হোম করিবার পর, অর্চনা করিবে।"[৩] "দ্বিজাতি অতন্দ্রিত থাকিয়া নিত্য (নিজের) গৃহে কিংবা দেবায়তনে ভক্তি সহকারে ভগবান্ নারায়ণকে অর্চনা করিবে। তাহাতে সে বিষ্ণুর পরম পদে গমন করিবে। (শাস্ত্র হইতে) তাহা জানা যায়।"[৪] ঐ নিত্যার্চনা ব্যতীত বিষ্ণুর আরও দুই প্রকার অর্চনার বিবরণ 'বৈখানসসূত্রে' আছে—এক "বিষ্ণুবলি"[৫] অপর "নারায়ণবলি"[৬] নামে অভিহিত হয়। উহারা নৈমিত্তিক পূজা; সন্ন্যাসীর মৃত্যু হইলে কিংবা কাহারও অপঘাতে মৃত্যু হইলে তাহার জন্য নারায়ণ-বলি করিতে হয়।[৭] পরন্তু বিষ্ণুবলি কোন উপলক্ষে কর্তব্য তাহা পরিষ্কার বুঝা যায় না। যাহা হউক, ইহাও কথিত হইয়াছে যে যদি বিষ্ণুবলি ও নিত্যার্চনা যথাবিধি করিতে ত্রুটি হয়, তথা যদি কখনও নিত্যহোমের পর বিষ্ণুর অর্চনা করিতে ভুল হয়, তবে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। যদি কোন দিন সকালের হোমের পর বিষ্ণুর অর্চনা করা না হয়, তবে সেই দিন সন্ধ্যায়, আর যদি কোন দিন সন্ধ্যার হোমের পর বিষ্ণুর অর্চনা করা না হয়, তবে পরের দিন সকালে, অর্চন ও হবির্নিবেদন দুইবার করিতে হইবে।[৮]

মূর্তিপূজা ও ধ্যান—ভগবান্ বিষ্ণুর নিত্য অর্চনা হৃদয়ে কিংবা সম্মুখে স্থাপিত ঘটে বা তত্রস্থ শুদ্ধ জলে ধ্যান দ্বারাও হইতে পারে, অথবা মূর্তিতে নির্মাল্যাদি দ্বারাও হইতে পারে। বিষ্ণু বলিতে ঘটে বিষ্ণ্বাদি দেবতাগণকে আবাহন করত স্নপন, অর্চন, স্তুতি, নমস্কার প্রভৃতি করিতে হয়। নারায়ণ বলিতে নারায়ণের মূর্তিতে কিংবা একখণ্ড সুবর্ণকে প্রতীক রূপে সম্মুখে রাখিয়া তাহাতে আবহনাদি দ্বারা পূজা করিতে হয়। সুতরাং বৈখানসসূত্র' মতে, মূর্তিপূজা অত্যাবশ্যক বা অপরিহার্য নহে। অন্যবিধ পূজা হইতে উহার প্রাশস্ত্যও তাহাতে খ্যাপিত হয় নাই।

ধ্যান আবার নিষ্কল ও সকল ভেদে দ্বিবিধ। নিষ্কল ধ্যান কি প্রকার, তাহা পরিষ্কার করিয়া বলা হয় নাই। সকল রূপ—রক্তাভ, রক্তাস্যনেত্রপাণিপাদ, শ্রীবৎসাঙ্ক, চতুর্ভুজ, পীতাম্বরধর, এবং সৌম্য। ঐরূপ ধ্যান করত প্রণাম করিতে হইবে এবং তদুদ্দেশ্যে অগ্নিতে

---

১) পূর্বে দেখ। ২) 'বৈখানসস্মার্তসূত্র', ১০।৯ (১৩৯ পৃষ্ঠা)।

৩) ঐ, ৪।১০ (৬২ পৃষ্ঠা) ৪) ঐ, ৪।১২ (৬০ পৃষ্ঠা)।

৫) ঐ, ৩।১৩ (৪৪-৫ পৃষ্ঠা)। ৬) ঐ, ১০।৯-১০ (১৩৯-১৪১ পৃষ্ঠা)।

৭) ঐ, দেখ—ঐ, ৭।৪ (১০৭ পৃষ্ঠা); ১০।৮-৯ (১৩৯ পৃষ্ঠা)।

৮) ঐ, ৬।২০ (১০৩ পৃষ্ঠা) বিষ্ণুবলি হীন হইলে প্রায়শ্চিত্তের জন্য ৬।৩ (৬১ পৃষ্ঠা) দেখ।

আহুতি প্রদান করিতে হইবে।[১] মহর্ষি বিখনসের প্রকৃত সিদ্ধান্ত এই মনে হয় যে ভগবান্ বিষ্ণু বস্তুতঃ নিষ্কলই; তবে ধ্যানের সৌকর্যার্থ তাঁহাকে সকল বলিয়া কল্পনা করত ধ্যান করিতে হয়।[২] যাহা হউক, ঐ সকল রূপ ধাতুপ্রস্তরাদিতে ব্যক্ত হইলে উহা মূর্তি হয়। নিজের গৃহের একাংশে, কিংবা বাহিরে কোন পবিত্র স্থানে মন্দির নির্মাণ করত তাহাতে ভগবান্ বিষ্ণুর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে এবং নিত্য উহার অর্চনা করিতে হইবে।[৩]

কথিত হইয়াছে যে প্রতিষ্ঠার সময়ে বিম্বের মস্তকে স্বঃলোককে, নাভিতে ভুবঃলোককে, পাদে ভূঃলোককে এবং হৃদয়ে প্রণবকে বিন্যাস করিতে হইবে।[৪] নিত্য অর্চনে "তং যজ্ঞপুরুষং ধ্যায়ন্ পুরুষসূক্তেন সংস্তূয় প্রণামং কুর্যাৎ" ('উহাকে যজ্ঞপুরুষরূপে ধ্যান করত পুরুষসূক্তের দ্বারা সম্যক্ স্তুতি করিয়া প্রণাম করিতে হইবে')।[৫] তাহাতে নিশ্চিতরূপে জানা যায় যে ঐ বিম্ব বিরাট্পুরুষেরই প্রতিরূপ। সুতরাং উহার 'বিম্ব' নাম সার্থকই।

ভেদ ও অভেদ ধ্যান—ভগবান্ বিষ্ণুর ধ্যান উহার সহিত ধ্যাতা জীবের ভেদ কিংবা অভেদ ভাবে করা যায়। কেননা, কথিত হইয়াছে যে মনুষ্য দেহ হইতে প্রয়াণকালে দেবযান-মার্গে ও পিতৃযান-মার্গে প্রয়াণের পৃথক্ পৃথক্ ফল স্মরণ করিয়া "জ্যোতিষ্মতী শান্তি"কে জপ করিবেক; সমস্ত ইন্দ্রিয়সমূহকে উহাদের বিষয়সমূহ হইতে ক্রমে ক্রমে প্রত্যাহার করত এবং নিরোধ করত মনকে

"পদত্রয়ে নিবিষ্টে নানাবিধে স্বয়ংজ্যোতিষি ব্রহ্মণ্যদ্বিতীয়ে তদ্‌যোঽহংসো সোঽহমিত্যাত্মোপাসনক্রমেণ বা সমাদধীত। যস্মাৎ প্রয়াণকালে যং ধ্যায়তি তন্ময়ো ভবত্যাত্মেতি ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি।"[৬]

অর্থাৎ স্বয়ংজ্যোতি ব্রহ্মে মন সমাহিত করিবে। ব্রহ্ম হয়ত (জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি বা বৈশ্বানর, তৈজস ও প্রাজ্ঞ—এই) পদত্রয়ে নিবিষ্ট নানাবিধ অর্থাৎ সর্বাত্মক হইবে, অথবা তুরীয়পদস্থ অদ্বিতীয় বা ভেদরহিত অর্থাৎ সর্বাতীত হইবে।[৭] সর্বাত্মক ব্রহ্মের সহিত ভেদ-ভাবে, আর ভেদরহিত ব্রহ্মের সহিত অভেদ-ভাবে,—'উনি যাহা, আমি তাহাই'—এই আত্মোপাসনা ক্রমে সমাধি করিতে হইবে। কেননা, ব্রহ্মবাদিগণ বলেন, আত্মা প্রয়াণকালে যাহাকে ধ্যান করে দেহান্তে তন্ময় বা তাহাই হয়।'[৮] দেহ হইতে প্রয়াণকালে যে যে প্রকার ধ্যানের বিধান

---

১) ঐ, ৪।১১ (৬৩-৪ পৃষ্ঠা)।

২) কেননা, তিনি বলিয়াছেন. "নিষ্কলং দেবং হৃদয়ে তপ্তাংধাবে রুক্মাভং····· সকলং ধ্যাত্বা প্রণমেৎ" ইত্যাদি। (ঐ, ৪।১১ (৬৩-৪ পৃষ্ঠা)।

৩) 'বৈখানসসূত্রে'র ৪র্থ প্রশ্নের ১০ম ও ১১শ খণ্ডে মূর্তির প্রতিষ্ঠা-এবং ১২শ খণ্ডে উহার নিত্যার্চন পদ্ধতি বিবৃত হইয়াছে।

৪) 'বৈখানসস্মার্তসূত্র', ৪।১১ (৬৪ পৃষ্ঠা)। ৫) ঐ, ৪।১২ (৬৫ পৃষ্ঠা)

৬) 'বৈখানসস্মার্তসূত্র', ৫।১ (৬৮-৯ পৃষ্ঠা)

৭) ব্রহ্মের চারি পাদের বর্ণনার জন্য 'মাণ্ডুক্যোপনিষৎ' (২—) দেখ।

৮) 'গীতায়'ও সেই কথা উল্লিখিত আছে

"যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি··· ··· ··· ··· ॥"—('গীতা', ৮।৬)

আরও দেখ—'গীতা', ৮।৫, ৮, ১০

ঐখানে প্রদত্ত হইয়াছে, তৎপূর্বে,—দেহে বর্তমান থাকা কালেও সেই সেই প্রকার ধ্যান অবশ্যই করিতে হইবে। কেননা, "সদা তদ্‌ভাবভাবিত" না হইলে,—সমস্ত জীবনকাল ধরিয়া ঐ ঐ প্রকারে ধ্যান করিতে অভ্যস্ত না হইলে, মরণ-কালে তাহা করা সম্ভব হইবে না।[১] সুতরাং 'বৈখানসসূত্রে'র মতে, ভগবানের ধ্যান তাঁহার সহিত ভেদ-ভাবে কিংবা অভেদ-ভাবে করা যায়। পরে 'যোগে শ্রদ্ধা' প্রকরণে তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ বিবৃত হইবে। তবে ইহা গ্রহণ করা যাইতে পারে যে প্রথমে ভেদ-ভাবে, পরে অভেদ-ভাবে ব্রহ্মের ধ্যান করিতে হইবে, যদিও 'বৈখানসসূত্রে' তাহা স্পষ্টতঃ উল্লিখিত হয় নাই।

সগুন ও নির্গুণ ধ্যান—ইহা কথিত হইয়াছে যে

"সগুণে ব্রহ্মণি বুদ্ধিং নিবেশ্য পশ্চান্নির্গুণং ব্রহ্মাশ্রিত্য যত্নং কুর্যাদিতি বিজ্ঞায়তে।"[২]

'(প্রথমে) সগুণ ব্রহ্মে বুদ্ধি নিবিষ্ট করিয়া পরে নির্গুণ ব্রহ্মকে আশ্রয় করত যত্ন করিবে। (শাস্ত্র হইতে) তাহা বিজ্ঞাত হয়।' অত্রোক্ত সগুণ ব্রহ্ম পূর্বোক্ত 'পদত্রয়ে নিবিষ্ট নানাবিধ (অর্থাৎ সর্বাত্মক)' ব্রহ্মই, আর নির্গুণ ব্রহ্ম পূর্বোক্ত তুরীয়পদস্থ সর্বাতীত ব্রহ্মই বলিয়া মনে হয়। তাহাতে বুঝা যায় যে ব্রহ্মের সহিত প্রথমে ভেদাভেদ পরে অভেদ ভাবে ধ্যান কর্তব্য।

দেহ হইতে উৎক্রমণ—ইহশরীরে বর্তমান থাকিতে যাঁহারা পূর্বোক্ত আত্মোপাসনা দ্বারা ব্রহ্মের সহিত নিজের ঐকাত্ম্য সম্যক্ উপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁহারা "ব্রহ্মমুক্ত" বা সদ্যোমুক্ত। তাঁহাদিগের আত্মা অন্তকালে দেহ হইতে উৎক্রমণ করে না। অপর সকলের আত্মা করে। 'বৈখানসসূত্রে' জীবাত্মার দেহ হইতে উৎক্রমণের ক্রমের বিশদ বর্ণনা আছে। ঐ প্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে যে "ব্রহ্মমুক্ত ব্যতীত (দেহ হইতে) অভিনিষ্ক্রমণকারী আত্মার স্থিতি (এই প্রকার;—উহা শরীরের) উষ্মাকে উচ্ছ্বাসের ন্যায় মন্দ মন্দ ভাবে ঊর্ধ্বে বহন করিয়া লইয়া যায়। অনন্তর ভ্রাম্যমাণ বায়ুমূর্তির (অর্থাৎ ঘূর্ণির) ন্যায় বেগে উত্থিত হয়। তাহার কণ্ঠ খুরখুরায়মাণ হয়। (আত্মা) বিশ্বে বিহার করে ("বিশ্বমেব বিহরন্" অর্থাৎ সর্বদিকে বা যে কোন দিকে বা স্থানে যাইতে পারে)। জলৌকার ন্যায় পদান্তরকে লাভ করতই (পূর্ব) পদ হইতে উৎক্রমণ করে। ধর্ম ও অধর্ম, ঊর্ধ্বভাব, ও অধোভাব, জ্ঞান ও অজ্ঞান, এবং সুখ ও দুঃখ, ঈশ্বরের বশে, উহার সহিত প্রতিষ্ঠিত থাকে (অর্থাৎ উহার সঙ্গে গমন করে)।"[৩]

দেহ হইতে অভিনিষ্ক্রমণ করত আত্মা হয়ত অর্চিরাদির মার্গে ব্রহ্মলোকে গমন করে এবং তথা হইতে ইহসংসারে পুনরাবর্তন করে না। অথবা উহা ধূম্রাদিমার্গে চন্দ্রলোকে গমন করে এবং তথা হইতে ইহসংসারে পুনরাবর্তন করে।[৪] কোন্ আত্মা কোন্ মার্গে গমন করিবে, তাহা অবশ্যই উহার জ্ঞান ও কর্মের উপর,—প্রয়াণকালীন ভাবনার উপর নির্ভর করে। পরন্তু 'বৈখানসসূত্রে' তাহা পরিষ্কার করিয়া বলা হয় নাই। শবদাহের একটা মন্ত্রে আছে,

……………যাং গতিং যান্তি যুধি ভুবি শূরাঃ।
তনুত্যজো মোক্ষবিদো মনীষিণো বিধূতপাপাঃ বিরজাঃ বিশোকাঃ।
তাং গতিং গচ্ছ স্বগতিং নাকপৃষ্ঠং স্বধা নমঃ॥"[৫]

---

১) 'গীতা'তে আছে, "সদা তদ্ভাবভাবিতঃ" (৮।৬·২) ; "তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু মামনুস্মর" ইত্যাদি (৮।৭)।

২) 'বৈখানসস্মার্তসূত্র', ৮।১১ (১২১ পৃষ্ঠা)

৩) ঐ, ৫।১ (৬৯-৭০ পৃষ্ঠা)

৪) ঐ, ৫।১ (৬৮ পৃষ্ঠা)

৫) ঐ, ৫।৫ (৭৮ পৃষ্ঠা)

সুতরাং বিধূতপাপ, বিরজ এবং বিশোক মোক্ষবিদ্ মনীষিগণ দেহান্তে যে গতি প্রাপ্ত হন, বীরগণ যুদ্ধে দেহত্যাগ করতও সেই গতি প্রাপ্ত হন। উহা ব্রহ্মলোকই।

আত্মযজ্ঞ ও প্রাণাগ্নিহোত্র—'বৈখানসসূত্রে' আত্মযজ্ঞের বিবরণ আছে।[১] উহাতে "স্বয়ংজ্যোতি" আত্মা যজমান। বুদ্ধি পত্নী। হৃদয়পুণ্ডরীক বেদী। রোমসমূহ কুশসমূহ। প্রাণ গার্হপত্য, অপান আহবনীয়, ব্যান অন্বাহার্য, উদান সভ্য এবং সমান আবসথ্য—এই পঞ্চাগ্নি আছে। জিহ্বাদি ইন্দ্রিয়সমূহ যজ্ঞপাত্রসমূহ। রসাদি (উহাদের) বিষয়সমূহ হবি। উহার ফল ওমার্থ অবাপ্তি। এই প্রকারে এই আত্মযজ্ঞ একাধ্বর্যু।" এই আত্মযজ্ঞ সংকল্প করত প্রাণাগ্নিহোত্র আরম্ভ করিতে হয়। প্রথমে "অমৃতোপস্তরণমসি" বলিয়া অন্নকে প্রোক্ষণ করিবে এবং 'অন্নসূক্ত' দ্বারা উহাকে অভিমর্শন করিবে। অনন্তর "উর্জস্করং" ইত্যাদি[২] মন্ত্র দ্বারা কিছু জল পান করিবে। অতঃপর অঙ্গুষ্ঠ, অনামিকা, এবং মধ্যম—এই অঙ্গুলিত্রয় দ্বারা কিঞ্চিৎ অন্ন লইয়া "প্রাণায় স্বাহা; অপানায় স্বাহা; ব্যানায় স্বাহা; উদানায় স্বাহা; এবং সমানায় স্বাহা" বলিয়া (মুখে) পাঁচ আহুতি প্রদান করিবে। ঐ সময়ে বাম হাত দ্বারা অন্নপাত্রকে ছুঁইয়া থাকিতে হইবে" ইত্যাদি।

ব্রহ্মবাদিগণ বলেন, আত্মযাজিগণকে যাবজ্জীবন, সকালে ও সন্ধ্যায়, এই প্রকারে প্রাণাগ্নিহোত্র করিতে হইবে। যাহারা এই প্রকারে প্রাণাগ্নিহোত্র করিয়া ভোজন করে, তাহারা অপর কিছু না করিলেও ঋণত্রয় হইতে মুক্ত হইয়া ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হয়।[৩]

কথিত হইয়াছে যে সন্ন্যাসিগণকেও সাধারণতঃ ভিক্ষা আহরণ পূর্বক আত্মযজ্ঞ সংকল্প করত প্রাণাগ্নিহোত্রবিধানে ভোজন করিতে হইবে।[৪]

---

১) 'বৈখানসস্মার্তসূত্র', ২।১৮ (৩৪-৫ পৃষ্ঠা)।

উহার প্রারম্ভে (১।১ (১-২ পৃষ্ঠা) আছে যজ্ঞ ২২টি। তন্মধ্যে ব্রহ্মযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ এবং মনুষ্যযজ্ঞ—এই পাঁচটি অহরহ অনুষ্ঠান করিতে হয়। উহারা একই যজ্ঞের পাঁচ অঙ্গ। সুতরাং একত্রে এক যজ্ঞ বলিয়া পরিগণিত হয়। তদ্ব্যতীত

২) পাকযজ্ঞ ৭টি— (১) স্থালীপাক, (২) আগ্রয়ণ, ৩) অষ্টক, (৪) পিণ্ডপিতৃযজ্ঞ, (৫) মাসিশ্রাদ্ধ, (৬) চৈত্রী, ও (৭) আশ্বযুজী;

হবির্যজ্ঞ ৭টি— (১) অগ্ন্যাধেয়, (২) অগ্নিহোত্র, (৩) দর্শপূর্ণমাস, (৪) আগ্রয়ণ, (৫) চাতুর্মাস্য, (৬) নিরূঢ়পশুবন্ধ, ও (৭) সৌত্রামণী;

সোমযজ্ঞ ৭টি— (১) অগ্নিষ্টোম, (২) অত্যাগ্নিষ্টোম, (৩) উক্থ্য, (৪) ষোড়শী, (৫) বাজপেয়, (৬) অতিরাত্র, এবং (৭) অপ্তোর্যাম।

সুতরাং আত্মযজ্ঞ উহাদের হইতে ভিন্ন।

"উর্জস্করং বলকরং সোমমন্নাত্তমমৃতায় স্বাহা"

৩) 'বৈখানসস্মার্তসূত্র', ২।১৮ (৩৫ পৃষ্ঠা)

'ঔশনস স্মৃতি'তে উক্ত হইয়াছে যে আত্মযজ্ঞ ও প্রাণাগ্নিহোত্রে আত্মাকে প্রজাপতি বলিয়া মনে মনে ধ্যান করিতে হইবে ("ধ্যাত্বা তন্মানসে বেদমাত্মানং বৈ প্রজাপতিম্") ৩।৮৯.২ ১০১.১ "সর্বেষামেব যাগানামাত্মযাগঃ পরঃ স্মৃতঃ" ('আত্মযজ্ঞ সর্বযজ্ঞের মধ্যে নিশ্চয় শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্মৃত হয়')। (৩।১০৬.১) জীবানন্দের 'ধর্মশাস্ত্রসংগ্রহ,' ১ম ভাগ; পৃষ্ঠা ৫১৮, ৫১৯, ৫২০)

৪) 'বৈখানসস্মার্তসূত্র, ১০।৭ (১৩৮ পৃষ্ঠা)

উহাতে আর এক প্রকার আত্মযাজী যতির কথা আছে। উহারা ধর্ম ও অধর্ম উভয়কেই পরিত্যাগী, সুতরাং দেবপিতৃযজ্ঞাদি করেন না। উহারা সমস্তই আত্মাতে দেখেন, এবং সেই কারণেই 'আত্মযাজী' বলিয়া অভিহিত হন।[১] ব্রহ্মবাদিগণ বলেন, আত্মযাজী যতি "বেদাগ্নি" (অর্থাৎ জ্ঞানই তাঁহার অগ্নি) : সুতরাং হোমাদির জন্য বাহিরে অগ্নি রক্ষা করেন না,—তিনি "অনগ্নি"। "দেবসাযুজ্যক এবং পরকায় প্রবেশী যোগী"ও অনগ্নি।[২]

"পরমহংস ভিক্ষুকগণ" সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে, যে

"ন তেষাং ধর্মাধর্মৌ সত্যানৃতে শুদ্ধ্যশুদ্ধ্যাদি দ্বৈতং সর্বসমাঃ সর্বাত্মানঃ সমলোষ্টকাঞ্চনাঃ সর্ববর্ণেষু ভৈক্ষাচরণং কুর্বন্তি।"[৩]

'ধর্ম ও অধর্ম, সত্য ও অনৃত, শুদ্ধি ও অশুদ্ধি, প্রভৃতি দ্বৈত তাঁহাদের নাই। তাঁহারা সর্বাত্মা (অর্থাৎ সকলই তাঁহাদের দৃষ্টিতে আত্মাই; সুতরাং) সকল সমান,—লোষ্ট ও কাঞ্চন সমান। (সেইহেতু) তাঁহারা সর্ববর্ণের মধ্যে ভৈক্ষাচরণ করেন।'

অষ্টাক্ষর ও দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র—'বৈখানসসূত্রে' উক্ত হইয়াছে যে প্রতিদিন বিষ্ণুর নিত্যার্চনের উপসংহারে অষ্টাক্ষর এবং দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র উচ্চারণ করত তাঁহাকে পুষ্পগুচ্ছ প্রদান করিতে হইবে।[৪] "ওঁ নমো নারায়ণায়"—এই মন্ত্র অষ্টাক্ষর মন্ত্র বলিয়া খ্যাত; এবং "ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়"—এই মন্ত্র দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র বলিয়া খ্যাত। নারায়ণ বলিতে নারায়ণের মূর্তিকে 'পুরুষসূক্ত' দ্বারা স্নান করাইয়া "নারায়ণায় বিদ্মহে" ইত্যাদি বিষ্ণুগায়ত্রী কিংবা অষ্টাক্ষর-মন্ত্র দ্বারা বস্ত্র, উত্তরীয়, আভরণ, পাদ্য, আচমন, পুষ্প, গন্ধ, ধূপ, দীপ, অক্ষত এবং (পুনঃ) আচমন নিবেদন করত অর্চনা করিতে হয়।[৫]

অহিংসা—মহর্ষি বিখনস্ পশুহিংসার বিরোধী ছিলেন মনে হয়। তদুক্ত দশবিধ যমের দুইটি আনৃশংস্য এবং অহিংসা।[৬] তিনি আরও বলিয়াছেন,[৭] ধর্মশাস্ত্রে যেখানে মধু ও মাংস ভক্ষণের বিধান আছে, সেখানে সেখানে জলকে ও পিষ্টককে উহাদের "প্রতিনিধি" রূপে গ্রহণ করিতে হইবে। কেননা, বেদের এই অনুশাসন আছে যে

"আপো বৈ সর্বা দেবতাঃ সর্বার্থসাধকাঃ"[৮]

'জল সমস্ত দেবতা,—সর্বার্থসাধক।' "পশ্বর্থমোষধয়ঃ" ('ঔষধিসমূহ যজ্ঞের) পশু (রূপ) প্রয়োজন (সাধন করিবে)'।[৯] তিনি লিখিয়াছেন গৃহস্থাশ্রমী সাধারণত "সর্বপ্রাণিহিতোঃ

---

১) মূলে আছে, "সর্বমাত্মনি পশ্যন্ যতিরাত্মযাজিঃ"। 'মনুস্মৃতি'তে আছে

"সর্বভূতেষু চাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি।
সংপশ্যন্নাত্মযাজী স্যাৎ ·· ··· ॥

২) 'বৈখানসস্মার্তসূত্র', ৫।৮ (৮১ পৃষ্ঠা)

৩) 'বৈখানসস্মার্তসূত্র', ৮।৯ (১১৮ পৃষ্ঠা)।

৪) ঐ, ৪।১২ (৬৫ পৃষ্ঠা)। তৎপূর্বে "তদ্‌বিষ্ণোঃ পরমং পদং" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা বিষ্ণুকে একটী পুষ্প নিবেদন করিতে হইবে।

৫) ঐ, ১০।৯ (১৪০ পৃষ্ঠা)

৬) পূর্বে দেখ। ৭) 'বৈখানসস্মার্তসূত্র', ২।১৭ (৩৪ পৃষ্ঠা)

৮) এই শ্রুতির প্রথম ভাগ 'তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণে' (৩।২।৪।৩) পাওয়া যায়।

৯) এই শ্রুতি কোথাকার জানা নাই।

-দ্রোহেণৈব জীবেৎ” ('কোন প্রাণীর প্রতি দ্রোহ না করিয়া, (অধিকন্তু) সর্বপ্রাণীর হিতপরায়ণ হইয়াই জীবন ধারণ করিবেক')।[১]

উপুর্ধ্ব'পুণ্ড্র ধারণ—'বৈখানসসূত্রে' উর্ধ্বপুণ্ড্র ধারণের বিধান আছে। কথিত হইয়াছে যে প্রতিদিন হোমান্তে গার্হপত্য অগ্নির কুণ্ড হইতে ভস্ম গ্রহণ করিয়া ললাটে, হৃদয়ে, কুক্ষিতে, বাহুদ্বয়ে, এবং কণ্ঠে অগ্নির জ্বালারূপ চতুরঙ্গুল দীপবৎ উর্ধ্বাগ্র পুণ্ড্র ধারণ করিবে; তদ্দ্বারা শুভ লাভ হয়, এবং অন্তে আত্মযোগ লাভ হয়।[২] প্রতিদিন হোমান্তে বিষ্ণুর নিত্যার্চার বিধানও আছে। উর্ধ্বপুণ্ড্র উহার পূর্বে কি পরে ধারণ করিতে হইবে, তাহা পরিষ্কার করিয়া বলা হয় নাই। শঙ্খচক্রাদি ধারণের বিধান 'বৈখানসসূত্রে' নাই। কোন কোন বৈখানসতন্ত্রে পরিষ্কার উক্ত হইয়াছে যে তপ্তচক্রধারণ বৈখানসগণ ভিন্ন অপরেরই অর্থাৎ পাঞ্চরাত্রীদিগের বলিয়া প্রকীর্তিত হয়।[৩]

সকাম ও নিষ্কাম, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি—মহর্ষি বিখনস্ লিখিয়াছেন, "তাহার ফল (অর্থাৎ বর্ণাশ্রম—ধর্মাচরণ) নিশ্চয় দ্বিবিধ—সকাম ও নিষ্কাম। ইহসংসারে অভিবৃদ্ধি (হইবে) জানিয়া পুত্রাদিলাভের অভিকাঙ্ক্ষা, অথবা অন্য (অর্থাৎ পরলোকে অভিবৃদ্ধির জন্য) স্বর্গাদি-লাভের অভিকাঙ্ক্ষা (করত বর্ণাশ্রমধর্মাচরণ) সকাম বলিয়া কথিত হয়। কিছুরই অভিকাঙ্ক্ষা না করিয়া যথাবিহিতের অনুষ্ঠান নিষ্কাম বলিয়া কথিত হয়। তন্মধ্যে নিষ্কাম আচরণ (আবার) দ্বিবিধ-প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি। প্রবৃত্তি নামক (আচরণ) সংসারকে অনাদর পূর্বক সাংখ্যজ্ঞানকে সমাশ্রয় করত আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার এবং ধারণা সমাযুক্ত হইয়া বায়ু জয় করত অণিমাদি (অষ্ট) ঐশ্বর্য প্রাপক। তপস্যা (দ্বারা লঘু ফল) ক্ষয় প্রাপ্ত হয় বলিয়া এবং (সেইহেতু পুনঃ) জন্ম-প্রাপক হয় বলিয়া, তথা (তপস্যায়) ব্যাধিবাহুল্য হেতু, পরমর্ষিগণ উহাকে আদর করেন না। লোকসমূহের অনিত্যত্ব জানিয়া, পরমাত্মা ভিন্ন অন্য কিছু নাই বলিয়া (জানিয়া) সংসারকে অনাদর করিয়া—ভার্যাময় পাশ ছিন্ন করিয়া, জিতেন্দ্রিয় হইয়া শরীর পরিত্যাগ করত (অর্থাৎ দেহাতীত বা দেহাধ্যাস রহিত) ক্ষেত্রজ্ঞের ও পরমাত্মার যোগ করিয়া অতীন্দ্রিয়, সর্বজগদ্‌বীজ, অশেষবিশেষ, নিত্যানন্দ এবং অমৃতরসপানবৎ সর্ববা তৃপ্তিকর পরজ্যোতিতে প্রবেশ (আচরণ) নিবৃত্তি নামে (অভিহিত হয়)। (শাস্ত্র হইতে) ইহা বিজ্ঞাত হয়।"[৪] ইহা

১) 'বৈখানসস্মার্তসূত্র', ১০।১ (১৬৩ পৃষ্ঠা)। দেখ—'মনুস্মৃতি', ৪।২

২) 'বৈখানসশ্রৌতসূত্র', ২।৬ (২৬ পৃষ্ঠা)। (পূর্বে দেখ)

৩) "ঔখেয়ানাং গর্ভচক্রং ন্যাসচক্রং বনৌকসাম্।
বৈখানসান্ বিনাঽন্যেষাং তপ্তচক্রং প্রকীর্তিতম্॥"—(আনন্দসং, ৮।১৩)

৪) "তৎফলং হি সকামং নিষ্কামং চেতি দ্বিবিধং ভবতি। সকামং নামেহসংসারে পুত্রলাভাভিকাঙ্ক্ষণমন্যৎ স্বর্গাদিফলকাঙ্ক্ষণং বা। নিষ্কামং নাম কিঞ্চিদনভিকাঙ্ক্ষ্য যথাবিহিতানুষ্ঠানমিতি। তত্র নিষ্কামং দ্বিবিধং ভবতি প্রবৃত্তির্নিবৃত্তিশ্চেতি। প্রবৃত্তির্নাম সংসারমনাদৃত্য সাংখ্যজ্ঞানং সমাশ্রিত্য প্রাণায়ামাসনপ্রত্যাহারধারণাযুক্তো বায়ু-জয়ং কৃত্বাঽণিমাদ্যৈশ্বর্যপ্রাপণম্। তৎপুনরপি তপঃক্ষয়াজ্জন্মপ্রাপকত্বাদ্ব্যাধিবাহুল্যাচ্চ নাদ্রিয়ন্তে পরমর্ষয়ঃ। নিবৃত্তির্নাম লোকানামনিত্যত্বং জ্ঞাত্বা পরমাত্মনোঽন্যন্ন কিঞ্চিদস্তীতি সংসারমনাদৃত্য ছিত্ত্বা ভার্যাময়ং পাশং জিতেন্দ্রিয়ো ভূত্বা শরীরং বিহায় ক্ষেত্রজ্ঞপরমাত্মনোর্যোগং কৃত্বাতীন্দ্রিয়ং সর্বজগদ্বীজমশেষবিশেষং নিত্যানন্দমমৃতরসপানবৎ সর্বদা তৃপ্তিকরং পরংজ্যোতিঃপ্রবেশকমিতি বিজ্ঞায়তে।" ('বৈখানসসূত্র', ৮।৯='বৈখানসস্মার্তসূত্র', ৮।৯ (১১৮-৯ পৃষ্ঠা)

হইতে অতীব পরিষ্কাররূপে জানা যায় যে, তাঁহার মতে, নিষ্কাম ব্যক্তিগণ সংসারে অনাদর করেন ("সংসারমনাদৃত্য")। সেইহেতু উহাঁরা সংসারে,—কি ইহলোকে, কি পরলোকে, কোথাও,—কোন প্রকার অভ্যুদয় লাভের কামনা করেন না। সেই কারণেই উহাঁদিগকে 'নিষ্কাম' বলা হয়। পরন্তু উহাঁদের কেহ কেহ অণিমাদি অষ্টৈশ্বর্য লাভের আকাঙ্ক্ষা রাখেন। তাই উহাঁদিগকে প্রবৃত্তিপরায়ণ বলা হয়। অপরে তাহাকেও অনাদর করেন। তাই উহাঁদিগকে নিবৃত্তিপরায়ণ বলা হয়। নিবৃত্তিপরায়ণগণই বস্তুতঃ সম্যক্ নিষ্কাম। প্রবৃত্তি-পরায়ণদিগকে সম্যক্ নিষ্কাম বলা যায় না। কথিত হইয়াছে যে প্রবৃত্তিপরায়ণগণ সাংখ্যজ্ঞান সমাশ্রয় করত আসন-প্রাণায়ামাদি যোগাঙ্গসমূহ সিদ্ধ করিয়া অষ্টৈশ্বর্য লাভ করিতে আকাঙ্ক্ষা করেন। তাহাতে বুঝা যায় যে উহাঁরা সেশ্বর সাংখ্যমত বা যোগ-মত অনুযায়ীদিগের ন্যায়। ঐ উক্তির তাৎপর্য আরও মনে হয় যে উহাঁরা যোগমতাবলম্বীদিগের মত জগতের সদ্ভাবে বা সত্যতায় বিশ্বাস করিতেন। আর নিবৃত্তি-পরায়ণগণ তাহাতে বিশ্বাস করিতেন না। তাই কথিত হইয়াছে যে উহাঁরা জানেন যে পরমাত্মা ভিন্ন অপর কিছুই নাই। সাংখ্যবাদিগণের মত জগতের সত্যতা মানিলেও প্রবৃত্তিপরায়ণগণ তাঁহাদের মত দ্বৈতবাদী ছিলেন না। কেননা, মহর্ষি বৈখানস দ্বৈতবাদী নহেন,—তিনি অভিন্ননিমিত্তোপাদানকারণবাদী। সুতরাং তদনুযায়ি-গণের কেহ দ্বৈতবাদী নহেন। সুতরাং উহাঁদের প্রবৃত্তি-পরায়ণগণ ও নিবৃত্তিপরায়ণগণের মধ্যে মূল পার্থক্য ইহা মনে হয় যে প্রবৃত্তিপরায়ণগণ জগতের সত্যতা মানিতেন; সুতরাং উহাঁরা দ্বৈতাদ্বৈতবাদী বা ভেদাভেদবাদী ছিলেন; আর নিবৃত্তিপরায়ণগণ জগতের সত্যতা মানিতেন না,—এক পরমাত্মা ভিন্ন অপর কিছুরই সদ্ভাব মানিতেন না; সুতরাং উহাঁরা অদ্বৈতবাদী ছিলেন।

যোগে শ্রদ্ধা—'বৈখানসসূত্রে' যোগের প্রতিও বিশেষ শ্রদ্ধা দেখা যায়। উহার মতে ভগবান্ বিষ্ণুকে অর্চনার এক উপায় উহাঁর ধ্যান। কখন কখন বলা হইয়াছে যে নারায়ণকে ধ্যান করিবার পূর্বে প্রাণায়াম করিতে হইবে।[১] যম ও নিয়ম দ্বারা মনুষ্য ঋষিকল্প হয়।[২] "সংসারকে অনাদর পূর্বক সাংখ্য-জ্ঞানকে সমাশ্রয় করত আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার এবং ধারণা সমাযুক্ত হইয়া বায়ু জয় করত অণিমাদি (অষ্ট) ঐশ্বর্য প্রাপণ প্রবৃত্তি নামে (কথিত হয়)।"[৩]

ক্ষেত্রজ্ঞ এবং পরমাত্মার যোগই প্রকৃত 'যোগ'। উহার উপায় বা সাধনও যোগ নামে অভিহিত হয়। ঐ সাধন রূপ যোগের আট অঙ্গ—যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যা-হার, ধারণা, ধ্যান এবং সমাধি। এক স্থলে আছে,—সত্য, আনৃশংস্য, আর্জব, ক্ষমা, দম, প্রীতি, প্রসাদ, মার্দব, অহিংসা ও মাধুর্য—এই দশটি যম এবং স্নান, শৌচ, স্বাধ্যায়, তপ, দান, ইজ্যা, উপবাস, উপস্থ-নিগ্রহ, ব্রত ও মৌন—এই দশটি নিয়ম।[৪]

---

১) "শতং প্রাণায়ামাংশ্চ কৃত্বা ধ্যায়ন্ নারায়ণং"—(বৈখানসশ্রৌতসূত্র', ১।৪ (৫ পৃষ্ঠা)।

২) 'বৈখানসস্মার্তসূত্র', ১।১ (২ পৃষ্ঠা)   ৩) ঐ, ৮।৩ (১১৮ পৃষ্ঠা)

৪) ঐ, ৯।৪ (১২৪ পৃষ্ঠা) 'পাতঞ্জলযোগসূত্রে'র মতে যম ও নিয়ম প্রত্যেকে পঞ্চবিধ; অহিংসা, সত্য, অস্তেয়,

যোগী দ্বিবিধ—প্রবৃত্তি-পরায়ণ ও নিবৃত্তি-পরায়ণ। প্রবৃত্তি-পরায়ণ যোগী অণিমাদি ঐশ্বর্য লাভ করিতে আকাঙ্ক্ষা করেন। নিবৃত্তি-পরায়ণ যোগী উহাদিগকে সমাদর করেন না।[১]

নিবৃত্তি-পরায়ণ যোগিগণ আচার ভেদে ত্রিবিধ—(১) সারঙ্গ, (২) একার্ষ্য, এবং (৩) বিসরগ। উহাঁদের প্রত্যেকের আবার অনেক উপভেদও আছে। যথা,—সারঙ্গ যোগী চতুর্বিধ,—(১) অনিরোধক, (২) নিরোধক, (৩) মার্গগ, এবং (৪) বিমার্গগ। একার্ষ্য যোগী পঞ্চবিধ,—(১) দূরগ, (২) অদূরগ, (৩) ভ্রূমধ্যগ, (৪) অসংভক্ত, এবং (৫) সংভক্ত। বিসরগ যোগী অসংখ্য।[২]

"সারং ক্ষেত্রজ্ঞস্তং, গচ্ছন্তীতি সারঙ্গাঃ" ('সার' অর্থ 'ক্ষেত্রজ্ঞ' যাঁহারা তাহাতে গমন করে, তাঁহারা 'সারঙ্গ'। সারঙ্গ যোগীদিগের মধ্যে অনিরোধকগণ 'অহং ('আমি বিষ্ণুই')—এই মাত্র ধ্যান করেন,—সর্বদা ঐ বোধে স্থিত থাকেন। তাই তাঁহারা প্রাণায়ামাদি করেন না। (তাৎপর্য এই যে ক্ষেত্রজ্ঞের ও পরমাত্মার যোগই 'যোগ' নামে অভিহিত হয়। যাঁহারা এই বোধে স্থিত আছেন যে 'আমি বিষ্ণু বা পরমাত্মাই', তাঁহাদের যোগ হইয়া গিয়াছে। সুতরাং তাঁহাদিগকে উহার জন্য আর সাধন করিতে হয় না। অন্যবিধ সারঙ্গ যোগিগণকে যোগের অঙ্গসমূহ অল্পাধিক অনুষ্ঠান করিতে হয়)। নিরোধক সারঙ্গ-যোগিগণ প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, প্রভৃতি ষোল কলা অনুষ্ঠান করেন। মার্গগ-গণ প্রাণায়ামাদি ষড়ঙ্গ অনুষ্ঠান করেন। আর বিমার্গগগণ যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি—এই অষ্টাঙ্গের অনুষ্ঠান করেন না। পরন্তু তাঁহারা "ধ্যেয়মপ্যন্যথা কুর্বন্তি" ('ধ্যেয়কেও অন্যথা করেন)। (তাৎপর্য এই যে যোগানুষ্ঠানের লক্ষ্য ক্ষেত্রজ্ঞের ও পরমাত্মার যোগ। পরন্তু তাঁহারা যোগানুষ্ঠানের প্রতি এত জোর দেন যে উহাই তাঁহাদের একমাত্র ধ্যেয় হয়। ভগবানের ধ্যান কর্তব্য বলিয়া তাঁহারা মনে করেন না। সুতরাং ভগবান্ তাঁহাদের অধ্যেয় হয়। বোধ হয় সেই কারণেই তাঁহা-দিগকে 'বিমার্গগ' বলা হয়]।[৩]

"একা এবার্ষ্যা যেষাং ত একার্য্যাঃ" ('যাঁহাদের একই মাত্র আর্ষ্য (=দৃষ্টি দর্শন বা গতি) তাঁহারা একার্ষ্য")।[৪] পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে একার্ষ্য যোগী পঞ্চবিধ,—দূরগ, (২) অদূরগ,

ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ—এই পাঁচটী যম; শৌচ, সন্তোষ, তপ, স্বাধ্যায়, ও ঈশ্বর-প্রণিধান—এই পাঁচটি নিয়ম। ('যোগসূত্র', ২।৩০, ৩২) 'যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি'র (৩।৩১ -৩) মতেও যমও নিয়ম প্রত্যেকে দশ। পরন্তু উহারা বৈখানস প্রোক্ত দশ দশ যম ও নিয়ম হইতে কিঞ্চিৎ ভিন্ন।

১) পূর্বে দেখ। ২) 'বৈখানসস্মাত সূত্র', ৮।১০ (১১৯ পৃষ্ঠা)।

৩) ঐ, ৮।১০ (১১৯ পৃষ্ঠা)।

৪) এই পাঠ ত্রিভদ্রম ও কুম্ভকোনম্ সংস্করণদ্বয়ে ধৃত হইয়াছে। কলন্দের সংস্করণে "এক এবর্ষির্যেষাংত একার্ষাঃ" পাঠ আছে। ভাষ্যকারও সেই পাঠ ধরিয়াছেন। উহা শুদ্ধ নহে। 'মহাভারতে' উক্ত 'একায়নগত' ও 'একান্তী'র সঙ্গে তুলনীয়। 'ঈশোপনিষদে' (১৬) জগৎপোষক সূর্যকে 'একর্ষি' বলা হইয়াছে। উহার অর্থ, আচার্য শঙ্করের মতে 'একাকী গমনকারী'। 'একার্য্য' সংজ্ঞার তাৎপর্যও সেই প্রকার হইতে পারে।

(৩) ভ্রূমধ্যগ, (৪) অসম্ভক্ত, এবং (৫) সম্ভক্ত। দূরগগণের মার্গ এই,—তাঁহারা প্রথমে পিঙ্গলা নাড়ী দ্বারা আদিত্যমণ্ডলে অনুপ্রবেশ করত তত্রস্থ পুরুষের সহিত সংযুক্ত হন। অনন্তর চন্দ্রমণ্ডলে অনুপ্রবেশ করত তত্রস্থ পুরুষের সহিত সংযুক্ত হন। তৎপরে বিদ্যুৎ-মণ্ডলে অনুপ্রবেশ করত তত্রস্থ পুরুষের সহিত সংযুক্ত হন। পুনরায় ক্রমে বৈকুণ্ঠ-সাযুজ্য লাভ করেন (অর্থাৎ বৈকুণ্ঠে অনুপ্রবেশ করত তত্রস্থ পুরুষ বিষ্ণুর সহিত সাযুজ্য লাভ করেন)।[১] অদূরগগণের ধর্ম এই—তাঁহারা ক্ষেত্রজ্ঞ-দ্বারে (অর্থাৎ হৃদয়ে বা হৃদয়াকাশে) ক্ষেত্রজ্ঞের ও পরমাত্মার যোগ করাইয়া, সেইখানেই সমস্ত বিনাশ (অর্থাৎ সমস্ত জগৎপ্রপঞ্চের বিলয়) ধ্যান করত "আকাশবৎ সত্তামাত্রোঽহং" (আমি আকাশবৎ (নির্লেপ) সত্তামাত্রই')—এই ধ্যান করেন।[২] যাঁহারা ক্ষেত্রজ্ঞ ও পরমাত্মার যোগে (প্রাণবায়ুকে) অঙ্গুষ্ঠাদি পঞ্চ স্থান[৩] হইতে আকর্ষণ করত সত্ত্বরূপ অগ্নি দ্বারে ভ্রূ মধ্যে লইয়া পুনঃ পিঙ্গলা-দ্বার দিয়া উহাকে প্রলয় অর্থাৎ (পরমাত্মার সহিত) ক্ষেত্রজ্ঞের যোগ পর্যন্ত নিষ্ক্রমণ করেন, তাঁহারা 'ভ্রূমধ্যগ'। যাঁহারা 'অসম্ভক্ত' নামে অভিহিত হন তাঁহারা মন দ্বারা (পরমাত্মাকে) ধ্যান করেন; শ্রোত্র দ্বারা তৎপ্রতিপাদক আগম শ্রবণ করেন; চক্ষু দ্বারা দেবতার রূপ দর্শন করেন; ঘ্রাণ দ্বারা (তাঁহার) গন্ধ অনুভব করেন; এবং হস্ত দ্বারা তাঁহাকে নমস্কার করেন। যাঁহারা 'সংভক্ত' নামে অভিহিত হন, তাঁহারা জানেন যে, যেহেতু ব্রহ্ম সর্বব্যাপক, সেইহেতু ঐ পরমাত্মা যুক্ত এবং অযুক্ত[৪] সমস্তকে ব্যাপিয়া আকাশবৎ স্থিত আছেন। সুতরাং তাঁহারা আত্মাকে ব্রহ্ম হইতে অন্য বলিয়া কখনও প্রতিপাদন করেন না ("প্রতিপদ্যতে")। ইহা উক্ত হয় যে (ঐ বিষয়ে) ভ্রূমধ্যগতেরও সংশয়সমূহ নিশ্চয় নিষ্প্রমাণ। অতএব ব্রহ্মব্যতিরিক্ত অপর কিছু উপপন্ন হয় না।[৫]

"বিবিধসরণাদ্ বিবিধদর্শনাৎ কুপথগামিত্বাদ্ বিসরগাঃ।" অর্থাৎ বিবিধ দর্শন হেতু বিবিধ সরণে বা মার্গে বিবিধ সরণ বা গতি লাভ করেন বলিয়া, এবং সেই হেতু কুপথগামী বলিয়া, উহাঁরা 'বিসরগ' নামে অভিহিত হয়।[৬] "পুরাকালে প্রজাপতি (শাস্ত্রের প্রকৃত তত্ত্ব) উপদেশ গোপনার্থ বিসরগমত আবিষ্কার করেন। উহা দেখিয়া মুনিগণও মোহ প্রাপ্ত হন।

---

১) শ্রুতি মতে, "এষ আত্মা হৃদি" (জীবের আত্মা বা ক্ষেত্রজ্ঞ তাহার হৃদয়ে আছে)। যাঁহারা মনে করে যে পরমাত্মার সহিত যোগার্থ ক্ষেত্রজ্ঞকে শরীর হইতে উৎক্রমণ করত ঐ প্রকারে ক্রমে ক্রমে দূরে, (বৈকুণ্ঠে) গমন করিতে হইবে, তাঁহাদের 'দূরগ' নাম সার্থকই হইয়াছে।

২) ইহাদের মতে, পরমাত্মার সহিত যোগার্থ ক্ষেত্রজ্ঞকে দেহ হইতে উৎক্রমণ করিয়া অপর কোথাও যাইতে হইবে না, অর্থাৎ উহার স্বস্থান ত্যাগ করিয়া দূরে যাইতে হইবে না। তাই ইহাঁরা 'অদূরগ' বলিয়া অভিহিত হন। 'বৃহদারণ্যকোপনিষদে' (৪।৪।৬) ও আছে, "ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি।"

৩) পঞ্চ স্থান এই,—(১) পাদাঙ্গুষ্ঠ হইতে জানু পর্যন্ত, (২) জানু হইতে পায়ু পর্যন্ত, (৩) পায়ু হইতে হৃদয় পর্যন্ত, (৪) হৃদয় হইতে কণ্ঠ পর্যন্ত, এবং (৫) কণ্ঠ হইতে ভ্রূমাধ্য পর্যন্ত।

৪) যুক্ত=যোগী, অযুক্ত=অযোগী; অথবা যুক্ত=কর্মে বা আচরণে অভিযুক্ত, অযুক্ত=কর্মত্যাগী। 'তৈত্তিরীয়োপনিষদে' (১।১১।৪) আছে, "যুক্তা আযুক্তাঃ।" আচার্য শঙ্কর বলেন, "যুক্তা অভিযুক্তাঃ কর্মণি বৃত্তে বা। আযুক্তা অপরপ্রযুক্তাঃ।"

৫) 'বৈখানসস্মার্তসূত্র', ৮।১১ (১২০-১ পৃষ্ঠা)।

৬) ত্রিভিক্রম সংস্করণে কিঞ্চিৎ ভিন্ন পাঠ আছে, "বিবিধসারাণাং বিবিধদর্শনাৎ বিবিধগামিত্বাদ্ বিসরগাঃ।"

সুতরাং মনুষ্যগণের (কথা) আর কি? অহঙ্কার-যুক্ত বিসরগ পশুদিগের বহু জন্মান্তরে মুক্তি হয়, ইহজন্মে হয় না। সেইহেতু বিসরগ-মত অনুষ্ঠান করা উচিত নহে। কোন কোন বিসরগগণ কায়ক্লেশ দ্বারা, কেহ কেহ মন্ত্র-জপ দ্বারা, কেহ কেহ কোন না কোন প্রকার ধ্যান দ্বারা, কেহ কেহ কোন না কোন (বীজ) অক্ষর দ্বারা, (আর) কেহ কেহ বায়ু-জয় দ্বারা (যোগলাভ করিতে ইচ্ছা করে)। অপরে পরমাত্মার সহিত ক্ষেত্রজ্ঞকে সংযুক্ত করত ধ্যান করে। (পরন্তু প্রকৃত পক্ষে) উহারা সকলে পরমাত্ম-সংযোগ নিশ্চয় ইচ্ছা করে না। তাহারা বলে, 'পুরুষ হৃদিস্থই'। কেহ কেহ বলে, 'ধ্যান কিছুই নহে; যথোক্তানুষ্ঠানই যোগ।' এই প্রকার জানিয়া (অর্থাৎ নানা কল্পনা করিয়া) তাহারা মুক্তি (লাভ করিতে) আকাঙ্ক্ষা করে। সেই বিসরগ পশুদিগের বহু জন্মান্তরে মুক্তি হয়, ইহজন্মে হয় না। সুতরাং যাহারা এই জন্মেই মোক্ষলাভের আকাঙ্ক্ষা করে, বিসরগমত অনুষ্ঠান করা তাহাদের উচিত নহে।"[১]

নারায়ণ—মহর্ষি বিখনস্ মনে করেন যে নারায়ণ পরমাত্মা বা পরব্রহ্মই। অপর কথায় বলিলে যাঁহাকে শ্রুতিতে সাধারণতঃ পরমাত্মা বা পরব্রহ্ম নামে অভিহিত করা হইয়াছে তাঁহাকেই তিনি বিশেষভাবে নারায়ণ নামে অভিহিত করিয়াছেন। উহার সমর্থনে তিনি শ্রুতি হইতে এক প্রমাণও উপস্থিত করিয়াছেন,—

"নারায়ণঃ পরং ব্রহ্মেতি শ্রুতিঃ"

'শ্রুতিতে আছে, 'নারায়ণ পরব্রহ্মই।' ঐ শ্রুতিবচন 'তৈত্তিরীয়ারণ্যকে'র অন্তর্গত 'নারায়ণো-পনিষদে'রই।'[২] বিখনস্ আরও বলিয়াছেন, যে ধ্যানযোগী নারায়ণকে পরব্রহ্ম বলিয়া দর্শন করে এবং দৃঢ় ধারণা করে, সে দেহান্তে অক্ষর ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়।[৩] সুতরাং তাঁহার মতে

নারায়ণ = পরমাত্মা = পরব্রহ্ম বা অক্ষরব্রহ্ম।

তিনি

"নারায়ণায় বিদ্মহে বাসুদেবায় ধীমহি। তন্নো বিষ্ণুঃ প্রচোদয়াৎ।"[৪]

এই "বিষ্ণুগায়ত্রী"র উল্লেখ করিয়াছেন।[৫] সুতরাং তন্মতে

বিখনসের মতে 'সার' শব্দের অর্থ 'ক্ষেত্রজ্ঞ' বা জীব। সুতরাং এই পাঠান্তর মতে, (প্রতীয়মান) বিবিধ জীবগণকে (প্রকৃতপক্ষে) বিবিধ মনে করেন বলিয়া, এবং সেইহেতু বিবিধগামী বলিয়া উঁহারা 'বিসরগ' নামে অভিহিত হন। তাহাতে দেখা যায়, উঁহারা বহুজীববাদী ছিলেন।

১) 'বৈখানসস্মার্তসূত্র', ৮।১১ (১২১ পৃষ্ঠা)।

২) তৈত্তিআ, ১০।১১।১—২ দেখ। উহাতে আছে,

"নারায়ণঃ পরো জ্যোতিরাত্মা নারায়ণঃ পরঃ।
নারায়ণঃ পরংব্রহ্ম তত্ত্বং নারায়ণঃ পরঃ॥"

৩) "সদা অধ্যাত্মরতো ধ্যানযোগী নারায়ণং পরংব্রহ্ম পশ্যন্ ধারণাং ধারয়েদক্ষরং ব্রহ্মাপ্নোতি। নারায়ণঃ পরং ব্রহ্মেতি শ্রুতিঃ।" —('বৈখানসস্মার্তসূত্র', ১০।৭ (১৩৮ পৃষ্ঠা)। আরও দেখ—"পরমাত্মনে নারায়ণায় স্বাহেতি।" (ঐ, ৯।৬ (১২৬ পৃষ্ঠা)।

৪) তৈত্তিআ, ১০।

৫) 'বৈখানসস্মার্তসূত্র', ১০।৯ (১৪০ পৃষ্ঠা); আরও দেখ—ঐ, ১০।১০ (১৪০ পৃষ্ঠা)। আরও কয়েক প্রকার 'বিষ্ণুগায়ত্রী' আছে।

নারায়ণ = বাসুদেব = বিষ্ণু।

পরন্তু উহঁাদের মধ্যে কিঞ্চিৎ ভেদও তিনি করিতেন মনে হয়। কেন না, তিনি বলিয়াছেন যে নারায়ণ ঔপাসনাগ্নির অধিদেবতা, বাসুদেব পৌণ্ডরিকাগ্নির অধিদেবতা, এবং বিষ্ণু সভ্যাগ্নির অধিদেবতা; নারায়ণ সত্যলোক-পুরুষ, বাসুদেব তপ-লোক-পুরুষ, এবং বিষ্ণু জন-লোক-পুরুষ।[১] তবে ঐ ভেদ কর্মজ। সুতরাং নারায়ণ, বাসুদেব এবং বিষ্ণু—এই তিনটি একই পরম দেবতার,—পরমাত্মার বা পরব্রহ্মের তিন কর্মনাম মাত্র।

বিষ্ণুর বা নারায়ণের আরও কতিপয় প্রসিদ্ধ নাম আছে। মহর্ষি বিখনস্ বলিয়াছেন, বিষ্ণু বলিতে ও নারায়ণ বলিতে কেশব, নারায়ণ, মাধব, গোবিন্দ, বিষ্ণু, মধুসূদন, ত্রিবিক্রম, বামন, শ্রীধর, হৃষীকেশ, পদ্মনাভ, এবং দামোদর—এই দ্বাদশ নামে তাঁহাকে আবাহন, স্নপন, তর্পণ, নমস্কার, প্রভৃতি করিতে হইবে।[২] বিষ্ণুমূর্তির প্রতিষ্ঠায় নারায়ণ, বিষ্ণু, পুরুষ, সত্য এবং অচ্যুত—এই পঞ্চ নামে আবাহনাদি করিতে হয়।[৩] এক স্থলে ভগবান্ নারায়ণকে "দ্বাদশমূর্তি" বলা হইয়াছে।[৪] কেশবাদি দ্বাদশ কর্মজ নাম যুক্ত বলিয়াই তিনি 'দ্বাদশমূর্তি'।

পূর্বোক্ত তৈত্তিরীয়-শ্রুতির অনুসরণে আরও বলা হইয়াছে যে নারায়ণ সহস্রশীর্ষ, সহস্রাক্ষ এবং সহস্রপাদ পরম পুরুষই (অর্থাৎ বিরাট্পুরুষ)। তিনিই সর্বকারণ অব্যক্ত। তিনি যজ্ঞেশ্বর ও যজ্ঞাত্মা।[৫] সুতরাং তিনি জগতের নিমিত্ত এবং উপাদান উভয় কারণই; তিনি সর্বাত্মক।[৬]

বিষ্ণুর স্ত্রীর নাম শ্রী। তাই বিখনস্ বিষ্ণুকে কখন কখন বিশেষভাবে 'শ্রীপতি' নামে অভিহিত করিয়াছেন।[৭] বিষ্ণুমূর্তির প্রতিষ্ঠায় শ্রীর সঙ্গে সঙ্গে মহীকেও আবাহনাদি করিতে হয়। তথায় মহর্ষি বিখনস্ শ্রী ও মহীকে বিষ্ণু হইতে অভিন্ন মনে করিয়াছেন বোধ হয়।[৮]

মহর্ষি বিখনস্ এক স্থলে বলিয়াছেন, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র "ত্রিগুণেশ্বরগণ।"[৯] ইহা অনুমান করা যায় যে পূর্বোক্ত তৈত্তিরীয়-শ্রুতির অনুসরণে তিনি মনে করিতেন যে ব্রহ্মাদি ভগবান্ নারায়ণ হইতে বস্তুতঃ ভিন্ন নহেন।[১০] উহঁারা তাঁহার গুণাধিপতি মূর্তিত্রয় কিংবা গুণসাপেক্ষ নামত্রয় মাত্র। তবে তাহার সুস্পষ্ট উল্লেখ তিনি করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন, পরমর্ষিগণ

---

১) পরে দেখ।

২) 'বৈখানসস্মার্তসূত্র', ৩।১৩ (৪৪-৫ পৃষ্ঠা). ১০।১০ (১৪০-১ পৃষ্ঠা)

৩) ঐ, ৪।১১ (৬৪ পৃষ্ঠা)।

৪) "দ্বাদশমূর্তিং ধ্যায়ন্"—(ঐ, ১০।১০ (১৪০ পৃষ্ঠা)।

৫) 'বৈখানসস্মার্তসূত্র', ১০।১০ (১৪০ পৃষ্ঠা)

৬) পূর্বে দেখ। পূর্বোক্ত তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে স্পষ্টতঃই উক্ত হইয়াছে যে নারায়ণ "বিশ্বসম্ভুব"; "বিশ্বং নারায়ণং দেবং"; "বিশ্বং নারায়ণং হরিং"; "বিশ্বমিদং পুরুষঃ"; "নারায়ণং মহাজ্ঞেয়ং বিশ্বাত্মানং পরায়ণং"; "স ব্রহ্মা স শিবঃ স হরিঃ সেন্দ্রঃ সোঽক্ষরঃ পরমঃ স্বরাট্।"

৭) 'বৈখানসস্মার্তসূত্র', ৪।৮ (৬১ পৃষ্ঠা)

৮) কেননা কথিত হইয়াছে যে "নারায়ণং বিষ্ণুং পুরুষং সত্যমচ্যুতমনিরুদ্ধং শ্রিয়ং মহীমিতি নাম্নাবাহ্য" ইত্যাদি। (ঐ, ৪।১১ (৬৪ পৃষ্ঠা)

৯) ঐ, ৫।২ (৭১-২ পৃষ্ঠা)।

১০) উক্ত তৈত্তিরীয়শ্রুতিতে আছে, "স ব্রহ্মা স শিবং স হরিঃ সেন্দ্রঃ সোঽক্ষরঃ পরমঃ স্বরাট্।"

জানেন যে "পরমাত্মনোঽন্যন্ন কিঞ্চিদস্তীতি" ('পরমাত্মা ভিন্ন অন্য কিছুই নাই')[১] "তস্মাদ্ ব্রহ্ম-ব্যতিরিক্তমন্যন্নোপপদ্যতে" ('অতএব ব্রহ্মব্যতিরিক্ত অপর কিছু উপপন্ন হয় না।"[২]

মুক্তি—'বৈখানসসূত্রে' উক্ত হইয়াছে যে তুরীয়াশ্রমী সর্ববিধ ভিক্ষুকগণ "মোক্ষার্থী"। সুতরাং তন্মতে মোক্ষলাভ মনুষ্যের পরম ইষ্ট। পরন্তু মোক্ষের স্বরূপ কি? মুক্ত জীবের ভগবান্ হইতে কোন প্রকারের পার্থক্য বা কিঞ্চিন্মাত্রও ভিন্নরূপে ব্যক্তিত্ব থাকে কি থাকে না? যদি থাকে, তবে মুক্ত জীব কোথায় কি প্রকারে থাকে?—এই সকলের সুস্পষ্ট আলোচনা উহাতে নাই। তবে এখানে ওখানে প্রসঙ্গক্রমে কৃত উক্তিসমূহ হইতে মোক্ষের স্বরূপ নিরূপণ করা যায়।

কথিত হইয়াছে যে যে ব্যক্তি নিত্য ভক্তি সহকারে ভগবান্ নারায়ণকে অর্চনা করে, সে দেহান্তে বিষ্ণুর পরমপদে গমন করে ("তদ্‌বিষ্ণোঃ পরমং পদং গচ্ছতি")। অন্যত্র আছে, যে মৃত ব্যক্তির জন্য নারায়ণ-বলি করা যায় "সে অভীষ্ট পরাগতিলাভ করত বিষ্ণুলোকে মহিমা প্রাপ্ত হয় বা মহান্ হয় ('মহীয়তে')।"[৩] আরও কথিত হইয়াছে যে—যে ব্যক্তি দেহান্তে অর্চিরাদিমার্গে ব্রহ্মপদে গমন করে, সে ইহসংসারে পুনরাবর্তন করে না;[৪] যে ধ্যানযোগী নারায়ণকে পরব্রহ্ম বলিয়া দর্শন করে এবং দৃঢ় ধারণা করে, সে দেহান্তে অক্ষর ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়।[৫] এই সকল উক্তি হইতে জানা যায় যে 'বিষ্ণুর পরম পদে' বা 'ব্রহ্মপদে' বা 'বিষ্ণুলোকে' গমনই অথবা অক্ষরব্রহ্ম-প্রাপ্তিই মুক্তি।

মহর্ষি বিখনস বলিয়াছেন যে, মনুষ্য সত্তর বৎসর বয়সে "যোগার্থী" হইয়া "পরমাত্মাতে বুদ্ধি নিবেশ করত বন (বা বানপ্রস্থাশ্রম) হইতে সন্ন্যাস করিবে।"[৬] ক্ষেত্রজ্ঞ বা জীবাত্মা এবং পরমাত্মার যোগই তাঁহার মতে প্রকৃত 'যোগ'। তাঁহার ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে জীবাত্মা এবং পরমাত্মার ঐক্যই তদুক্ত যোগমার্গের পরমতত্ত্ব।[৭] বিখনস্ প্রকারান্তরে তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। কেননা, তিনি বলিয়াছেন যে নিবৃত্তি-কর্মে ক্ষেত্রজ্ঞ ও পরমাত্মার যোগ দ্বারা পরজ্যোতিতে (বা পরমাত্মায়) প্রবেশ হয়। সুতরাং তাঁহার মতে মুক্ত জীব পরমাত্মা হয়, বা পরমাত্মায় লয় পায়। তাই তিনি ক্ষেত্রজ্ঞ ও পরমাত্মার যোগকে কখন কখন "সংযোগ" বলিয়াছেন। আচার্য যাস্ক বলিয়াছেন, শ্রুতিতে 'সম্' উপসর্গ 'একীভাব' নির্দেশ করে।[৮] সুতরাং 'সংযোগ' শব্দের অর্থ 'ঐক্যভাবরূপ যোগ'।

বিখনসের মতে যে মুক্ত জীব পরমাত্মা হয়, তাহা প্রকারান্তরেও সিদ্ধ করা যায়। তিনি লিখিয়াছেন, "ব্রহ্মবাদিগণ বলেন, আত্মা (দেহ হইতে) প্রয়াণকালে যাহাকে ধ্যান করে, (পরে) তন্ময় (বা তাহাই) হয়।" তাই, তিনি বলেন, তখন ব্রহ্মের সহিত হয়ত ভেদভাবে, অথবা অভেদভাবে অর্থাৎ "তদ্‌যোঽসৌ সোঽহম্ ('উনি যাহা, আমি তাহাই')—এই আত্মো-

---

১) পূর্বে দেখ।   ২) পূর্বে দেখ।

৩) 'বৈখানসস্মার্তসূত্র', ১০।১০ (১৪১ পৃষ্ঠা)।   ৪) ঐ, ৫।১ (৬৮ পৃষ্ঠা)।

৫) ঐ, ১০।৭ (১৩৮ পৃষ্ঠা)।   ৬) ঐ, ৯।৬ (১২৫ পৃষ্ঠা)

৭) মহর্ষি বিখনস বলিয়াছেন, কুটীচক ভিক্ষুকগণ "যোগমার্গতত্ত্বজ্ঞ"। (ঐ, ৮।৯ (১১৭ পৃষ্ঠা) তাঁহার ভাষ্যকার বলিয়াছেন 'যোগমার্গতত্ত্ব' "জীবাত্মপরমাত্মনোরৈক্যম্"।

৮) 'নিরুক্ত', ১।৩

পাসনাক্রমে সমাধি করিবে।[১] তিনি আরও বলিয়াছেন যে যোগীদিগের কেহ কেহ "আমি বিষ্ণুই"—এই ধ্যান করেন ;[২] আর কেহ কেহ সমস্ত জগৎপ্রপঞ্চের বিলয় ধ্যান করত "আমি আকাশবৎ (নির্লেপ) সত্তামাত্রই"—এই ধ্যান করেন।[৩] ঐ প্রকার অভেদ ধ্যানকারী ব্যক্তিগণ দেহান্তে ব্রহ্মবাদিগণের ঐ সিদ্ধান্তমতে, ব্রহ্মের সহিত নিশ্চয় অভেদ লাভ করে'—ব্রহ্মনির্বাণ লাভ করে বা ব্রহ্ম হয়। যাহারা পরমাত্মার সহিত একত্ব লাভের ইচ্ছা করে না, বিখনস তাহাদের নিন্দা করিয়াছেন। যথা, নিবৃত্তিমার্গী যোগীদিগের 'বিসরগ নামে এক শ্রেণীকে তিনি তীব্র নিন্দা করিয়াছেন। কেননা, তাঁহারা "পরমাত্মসংযোগমেব নেচ্ছন্তি" ('পরমাত্মার সহিত সংযোগ বা ঐক্যই ইচ্ছা করেন না')। তাঁহাদের নানা জনে নানা উপায়ে "পরমাত্মনা ক্ষেত্রজ্ঞং সংযোজ্য ধ্যায়ন্তি" ('পরমাত্মার সহিত ক্ষেত্রজ্ঞ সংযুক্ত করত ধ্যান করেন") বটে। পরন্তু তাঁহারা প্রকৃতপক্ষে "পরমাত্মাসংযোগ" বা পরমাত্মৈক্য ইচ্ছা করেন না। "সেই বিসরগ পশুদিগের বহু জন্মান্তরে মুক্তি হয়, ইহজন্মে হয় না। সুতরাং যাহারা এই জন্মেই মোক্ষলাভের আকাঙ্ক্ষা করে, বিসরগমত অনুষ্ঠান করা তাহাদের উচিত নহে।"[৪] এই রূপে ইহা নিশ্চিত-ভাবে জানা যায় যে পরমাত্মৈক্য-লাভকেই মহর্ষি বিখনস জীবের পরম নিঃশ্রেয়স বলিয়া মনে করিতেন।

ইহশরীরে বর্তমান থাকিতে যাঁহারা ব্রহ্মাত্মৈক্য সম্যগ উপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁহারা সদ্যই ব্রহ্ম হইয়া যান,—তাঁহারা সদ্যোমুক্ত। বিখনস উহঁাদিগকে "ব্রহ্মমুক্ত" বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে ব্রহ্মমুক্ত ব্যতীত অপরের আত্মা অন্তকালে দেহ হইতে উৎক্রমণ করে। দেহ হইতে উৎক্রমণ করত কোন কোন জীবাত্মা অর্চিরাদিমার্গে ব্রহ্মপদে গমন করে, এবং তথা হইতে ইহ সংসারে পুনরাবর্তন করে না ; আর কোন কোন আত্মা ধূম্রাদি মার্গে চন্দ্রলোকে গমন করে এবং তথা হইতে ইহসংসারে পুনরাবর্তন করে। যাঁহারা ব্রহ্মপদে গমন করেন তাঁহারাও অবশ্য মুক্ত। তবে পূর্বোক্ত সদ্যোমুক্তদিগের তুলনায় তাঁহারা ক্রমমুক্ত। 'দূরগ' ও 'অদূরগ' যোগীর পার্থক্য উহাই। দূরগযোগী ক্রমমুক্ত, আর অদূরগযোগী সদ্যোমুক্ত। এইরূপে দেখা যায়, মহর্ষি বিখনস সদ্যোমুক্তি ও ক্রমমুক্তি—এই দ্বিবিধ মুক্তি স্বীকার করিতেন।

(৩) বৈখানস আগমসমূহ

বৈদিক—এবার আমরা মহর্ষি বিখনসের শিষ্যগণ কর্তৃক বিরচিত গ্রন্থসমূহে প্রপঞ্চিত দার্শনিক এবং ধার্মিক তত্ত্বের কিঞ্চিৎ পরিচয় সংক্ষেপে প্রদান করিব। ইহা প্রথমে বলা উচিত যে উহারা প্রকৃত পক্ষে আগম বা তন্ত্র গ্রন্থ হইলেও বৈদিক বলিয়াই খ্যাত। তাহার কারণ প্রথমতঃ এই যে উহারা, উহঁাদের নিজের স্বীকারোক্তি মতে, 'বৈদিক' 'বৈখানসসূত্রে'র একাংশের,—ভগবান্ বিষ্ণুর মূর্তিপূজা-বিষয়ক অংশের বিস্তার মাত্র। দ্বিতীয়তঃ, যেমন উহাদের উপক্রমে বিবৃত প্রশ্ন-প্রতিবচন হইতে নিঃসন্দিগ্ধরূপে জানা যায়, উহাদিগেতে শ্রুত্যনুকূল মার্গে বা বিধিতে চতুর্বেদোদ্ভবমন্ত্রসমূহ দ্বারা বিষ্ণুর অর্চনা-পদ্ধতি ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এই সকল পূর্বে উল্লিখিত

---

১) পূর্বে দেখ। ২) পূর্বে দেখ।
৩) পূর্বে দেখ।

হইয়াছে।[১] এইখানে আমরা তাহার অপর হেতু প্রদর্শন করিতেছি। মহর্ষি মরীচি বলিয়াছেন,

"বৈখানসমহাশাস্ত্রং সর্ববেদেষূদ্ধৃতং সর্ববেদার্থসারভূতং অপ্রতর্ক্যমনিন্দিতং বৈদিকৈ-রুপসেবিতং বিষ্ণোরারাধনং সর্বভূতহিতার্থায় শাব্দং প্রমাণমবলম্ব্য বিষ্ণুনা বিখনস উক্তম্।"[২] 'বৈখানস মহাশাস্ত্র সর্ব বেদ হইতে উদ্ধৃত এবং সর্ববেদার্থের সারভূত। উহা অপ্রতর্ক্য এবং অনিন্দিত, তথা বৈদিকগণ কর্তৃক উপসেবিত। উহা (ভগবান্) বিষ্ণুর আরাধন (পরক) এবং (স্বয়ং ভগবান্) বিষ্ণু কর্তৃক সর্বভূতের হিতার্থ, শাব্দপ্রমাণকে (অর্থাৎ বেদকে) অবলম্বন করত, (মহর্ষি) বিখনসকে উক্ত হইয়াছিল।' মহর্ষি ভৃগু লিখিয়াছেন যে "শ্রুত্যুক্ত মার্গে তাঁহাকে পূজা করিতে ভগবান্ বিষ্ণু বিখনস্ মুনিকে আদেশ করেন এবং স্বয়ং তাঁহাকে "বৈষ্ণব মন্ত্রসমূহ সংগ্রহ করত সাঙ্গ বেদসমূহ উপদেশ করেন।" ভৃগু অন্যত্র বলিয়াছেন, "সুতরাং ইহা উক্ত হইয়াছে যে, এই পৃথিবীতে যেই ব্যক্তি বৈদিক আচার (আচরণ) করিতে বাঞ্ছা করে এই শাস্ত্র তাহারই (জন্য)। অপর কাহারও জন্য নহে বলিয়াও ঈরিত হয়।"[৩] মহর্ষি অত্রি বলিয়াছেন, অত্রিমরীচ্যাদি মহর্ষি চতুষ্টয় প্রোক্ত বিষ্ণুর অর্চনা-পদ্ধতি "চতুর্বেদোদ্ভব মন্ত্রসমূহ সংযুক্ত এবং চতুর্বেদ-সমাশ্রিত।"[৪] মহর্ষি কাশ্যপ লিখিয়াছেন, বৈখানস শাস্ত্র আর্ষ শাব্দ প্রমাণকে অর্থাৎ বেদকে অবলম্বন করিয়া রচিত এবং উহার সারভূত;[৫] বৈখানস শাস্ত্রের পরম তত্ত্ব পরমাত্মা নারায়ণ যজ্ঞেশ; তিনি যজ্ঞ দ্বারা পূজিত হন; তিনি ত্রয়ীময়; সুতরাং বেদের স্বাধ্যায়, তথা বেদোক্ত কর্মসমূহ এবং তপস্যাসমূহ, দ্বারা তৃপ্ত হন।[৬]

বৈখানসাগমসমূহে আরও কথিত হইয়াছে যে, যে ব্রাহ্মণ বৈখানস সূত্রানুসারে নিষেকাদিক্রিয়ান্বিত, বেদবিৎ, নিত্যস্বাধ্যায়-পরায়ণ, এবং শ্রৌতাচারসমাযুক্ত, তাঁহাকেই আচার্য বরণ করিবে।[৭] আচার্য "বেদতত্ত্বার্থদর্শী" হইবেন।[৮] পক্ষান্তরে ইহাও কথিত হইয়াছে[৯] যে, "দেবতা, ব্রাহ্মণ, প্রাজ্ঞ ব্যক্তি, এবং বেদের দূষক ব্যক্তিকে"[১০] বা "বেদদূষক পাষণ্ডদিগকে আচার্য বরণ করিবে না। ইহাও উক্ত হইয়াছে যে বিষ্ণুর অর্চনার সময়ে প্রতিলোম ব্যক্তিগণ, বেদদূষকপাষণ্ডগণ এবং অপর সমস্ত পতিত জনগণ, যেন বিষ্ণুর পূজা দেখিতেও না পায়।[১১] মহর্ষি মরীচি বলিয়াছেন, "বেদদূষক পাষণ্ডগণ" প্রভৃতিকে দর্শন করিলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।[১২]

---

১) পূর্বে দেখ।

২) 'বিমানার্চনাকল্প', ১০১ পটল (৫২১ পৃষ্ঠা); আরও দেখ—ঐ, ১ পটল (২ পৃষ্ঠা); ১০১ পটল (৫১২ পৃষ্ঠা); 'জ্ঞানকাণ্ড', ২০ অধ্যায় (৩১ পৃষ্ঠা)।

৩) আচার্য শ্রীনিবাসের 'পরমাত্মোপনিষদ্ভাষ্যে' (১২২ পৃষ্ঠায়) ধৃত ভৃগুর বচন।

৪) 'সমূর্তার্চনাধিকরণ', ১।৩৮

৫) 'জ্ঞানকাণ্ড', ২০ অধ্যায় (৩১ পৃষ্ঠা)

৬) ঐ, ২ পৃষ্ঠা

৭) 'সমূর্তার্চনাধিকরণ', ২।২— ; ২৭।১০— ; 'বিমানার্চনাকল্প', ২ পটল (৫ পৃষ্ঠা)

৮) 'জ্ঞানকাণ্ড', ২১ অধ্যায় (৩১ পৃষ্ঠা)।

৯) 'বিমানার্চনাকল্প', ২৭ পটল (২০৩ পৃষ্ঠা)

১০) 'জ্ঞানকাণ্ড', ৫৯ অধ্যায় (৮৪ পৃষ্ঠা)

১১) 'সমূর্তার্চনাধিকরণ', ৪০।৬৫·২—৬৬; 'জ্ঞানকাণ্ড', ৭৩ অধ্যায় (১১২ পৃষ্ঠা)

১২) 'বিমানার্চনাকল্প', ৬৬ পটল (৪১০ পৃষ্ঠা)

এই সকল হইতে নিশ্চিত হয় যে বৈখানসগণ সম্যক্ প্রকারে বেদানুযায়ী। আদর্শ বৈখানসাগমের আলোচ্য বিষয়চতুষ্টয়ের অন্যতম যোগ। মহর্ষি মরীচি বলিয়াছেন, দশ প্রকার যম-গুণ এবং দশ প্রকার নিয়ম-গুণ—"এই বিংশতি গুণ দ্বারা যুক্ত ব্যক্তি যোগের অধিকারী হয়।" দশবিধ নিয়ম-গুণের একটি "বেদার্থ-শ্রবণ"।[১] সুতরাং, তাঁহার মতে, বেদার্থ-শ্রবণ ব্যতীত কেহ যোগের অধিকারী হয় না। তাহাতেও সিদ্ধ হয় যে মরীচি-প্রোক্ত মার্গ বৈদিক।

ইহাও বোধ হয় বলা উচিত যে অপর কোন কোন শাস্ত্রে বৈখানস মতকে অবৈদিক মনে করা হইয়াছে। যথা, 'দেবীভাগবতপুরাণে' উক্ত হইয়াছে যে ইহসংসারে যাহারা কুশাস্ত্র বা বেদবিরোধী শাস্ত্র অনুসরণ করে, তাহারা সকলে নরকে গমন করে।[২] তাদৃশ বেদবিরুদ্ধাচরণকারীর দুইটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে কামাচারী লিঙ্গধারী পাশুপতগণ এবং বৈখানসমতানুগ তপ্তমুদ্রাঙ্কিত ব্যক্তিগণ ("তপ্তমুদ্রাঙ্কিতা যে চ বৈখানসমতানুগাঃ")।[৩] "বেদমার্গ-বহিষ্কৃত তাহারা সকলে নরকে গমন করেন।"[৪] বৈখানস আগমশাস্ত্রের মতে বৈখানসগণ তপ্তমুদ্রা ধারণ করিবে না। যাহারা শাস্ত্রের সেই বিধান উল্লঙ্ঘন করিয়া কোন না কোন কারণে তপ্তমুদ্রা ধারণ করে, তাহাদিগকেই 'দেবীভাগবতপুরাণে' 'বেদবিরুদ্ধাচরণকারী বা বেদমার্গবহিষ্কৃত বলিয়া নিন্দা করা হইয়াছে বলা যায়। পরন্তু উহাতে ইহাও কথিত হইয়াছে যে "বেদনিষ্ঠ" ব্যক্তি ঊর্ধ্বপুণ্ড্র ধারণ করিবে না;[৫] ঊর্ধ্বপুণ্ড্র ধারণের বিধি বৈষ্ণবাগম-সিদ্ধ বটে;[৬] কিন্তু তদনুযায়িগণ "অশ্রৌতধর্মনিষ্ঠ"[৭],—"অশ্রৌততন্ত্রনিষ্ঠ";[৮] বৈদিক বৈষ্ণব ঊর্ধ্বপুণ্ড্র তপ্তমুদ্রাদি ধারণ করিবে না।[৯] তাহাতে ঊর্ধ্বপুণ্ড্রধারী বৈখানস বৈষ্ণবগণ উহার মতে অবৈদিক হইয়া পড়ে।

নারায়ণ—যেমন 'বৈখানসসূত্রে' তেমন বৈখানস আগমসমূহেও পরিষ্কার উক্ত হইয়াছে যে শ্রুতিতে যাহাকে পরমাত্মা বা পরব্রহ্ম বলা হয়, নারায়ণ তাহাই। শ্রুতিই তদ্বিষয়ে প্রমাণ।[১০] তিনি অক্ষর পরম জ্যোতি,—সনাতন পরম পুরুষ।[১১] মহর্ষি কাশ্যপ বলিয়াছেন পরমাত্মা নারায়ণকেই ব্রহ্মবিদ্‌গণ পর জ্যোতি ও অক্ষর ব্রহ্ম বলিয়া জানেন।[১২] মহর্ষি ভৃগু বলিয়াছেন,

---

১) বিমানার্চনাকল্প, ৯৬ পটল (৫১০-১ পৃষ্ঠা)।

২) দেবীভাগপু, ১১।১।২৯'২—৩০-১ ৩) ঐ, ১১।১।৩১'১

৪) ঐ, ১১।৩১'২ আরও দেখ—"কামচারাশ্চ যে সন্তি তপ্তমুদ্রাঙ্কিতাশ্চ যে" তাহারাও নরকে গমন করে। (ঐ, ১১।১৫।৩৯'২).

৫) ঐ, ১১।১৫।৬— ৬) ঐ, ১১।১৫।৭৮—, ১০৬-৮ ৭) ঐ, ১১।১৫।১১৩'১

৮) ঐ, ১১।১৫।১১৪'১ ৯) ঐ, ১১।১৫।১১৫

১০) যথা দেখ,—

"নারায়ণঃ পরং ব্রহ্ম পরমাত্মেতি বৈ শ্রুতিঃ।"— ('সমূর্তার্চনাধিকরণ', ৩১।৩৩'২)

"নারায়ণঃ পরং ব্রহ্ম পরমাত্মেতি কীর্ত্যতে॥— (ঐ, ৩৬।২'২)

"নারায়ণং পরং ব্রহ্ম পরমাত্মা পরোঽব্যয়ঃ॥

নারায়ণঃ পর ইতি শ্রুতিরাহ সনাতনী।" (আনন্দসং, ১।১১'২—১২'১)

১২) 'বিমানার্চনাকল্প', ১ পটল (৩ পৃষ্ঠা) ১৩) 'জ্ঞানকাণ্ড' ১ অধ্যায় (২ পৃষ্ঠা)।

"এইখানে (অর্থাৎ বৈখানস মতে) দেবতা নিশ্চয় একই। তিনি পরজ্যোতি (স্বরূপ) পরম পুরুষই।"[১] "নারায়ণই পর ব্রহ্ম। নারায়ণই পরম তত্ত্ব।"[২]

ভগবান্ নারায়ণ বিভু। তিনি সর্বব্যাপী,—এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সর্ববস্তুকে, অন্তরে ও বাহিরে, ব্যাপিয়া তিনি অবস্থিত আছেন। শ্রুতি বলিয়াছেন,[৩]

"যাঁহা হইতে পরও কিছু নাই, অপরও কিছু নাই; যাঁহা হইতে অণুতরও কিছু নাই, মহত্তরও কিছু নাই,—তিনি একাই আকাশে স্তব্ধ বৃক্ষের ন্যায় স্থিত আছেন। এই (পরিদৃশ্যমান) সমস্তই সেই পুরুষের দ্বারা পূর্ণ।"[৪]

"(তিনি) অণু হইতেও অণুতর, মহৎ হইতেও মহত্তর এবং গুহাস্থিত।"[৫]

"তৎ সমস্ত ব্যাপিয়া নারায়ণ স্থিত।"[৬]

মহর্ষি অত্রি বলিয়াছেন, সুতরাং তদ্‌রহিত কিছুই নাই। এমন কি, সূচীর অগ্রভাগের অর্ধমাত্রা পরিমাণ বস্তুও কোথাও নাই যাহা তদ্‌রহিত।[৭] "ঘৃত দুগ্ধে, তৈল তিলে, গন্ধ পুষ্পে, রস ফলে, মহাসার লৌহায় এবং অগ্নি কাষ্ঠে যেমন সংস্থিত থাকে, (নারায়ণ এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে) তেমন সংস্থিত আছেন।"[৮] মহর্ষি মরীচিও সেই প্রকারে বলিয়াছেন, "পরমাত্মা হইতে ভিন্ন কিছুই নাই। ঘৃত দুগ্ধে, তৈল তিলে, গন্ধ পুষ্পে, রস ফলে এবং অগ্নি কাষ্ঠে যেমন (থাকে) (পরমাত্মা) এই সমস্তকে তেমনই, অন্তরে অন্তরে, তথা বাহিরেও, ব্যাপিয়া আছেন। তিনি আকাশোপম।"[৯] মহর্ষি কাশ্যপ বলিয়াছেন, "যেমন লৌহায় মহাসার, মুকুলে গন্ধ, দুগ্ধে ঘৃত, মধুতে উদক, এবং তিলে তৈল তেমন সর্বব্যাপী, ব্যোমাভ এবং ব্রহ্মাদিরও অনভিলক্ষ্য বিষ্ণুর…।"[১০] ঐ প্রকারের দৃষ্টান্ত শ্রুতিতেও পাওয়া যায়।[১১]

ঘৃত ও দুগ্ধ, তৈল ও তিল, প্রভৃতির, তথা, আকাশের, দৃষ্টান্ত হইতে মনে হইতে পারে যে বৈখানসাগম মতে নারায়ণ চরাচর সর্বজগতে ওত-প্রোত হইলেও উহা হইতে বস্তুতঃ ভিন্ন। পরন্তু ঐ অণুমান সত্য হইবে না। কেননা, বৈখানসাগমে ইহাও অতীব স্পষ্টবাক্যে উক্ত

---

১) 'প্রকীর্ণাধিকার', ক্রিয়াপাদ ৩৬।১৪৯.২ ২) ঐ, ৩৬।২৫২.১

৩) শ্বেতউ, ৩।৯ ৪) 'বিমানার্চনাকল্প', ১ পটল (২-৩ পৃষ্ঠা) ; 'সমূর্তার্চনাধিকরণ' ৩১।৪৫

৫) আনন্দসং; ১।১৪.১ ৬) 'জ্ঞানকাণ্ড', ৬৮ অধ্যায় (১০০ পৃষ্ঠা)

৭) 'সমূর্তার্চনধিকরণ', ৩১।৪৫.২, ৫৬.১ ৮) ঐ, ৩১।৫৯.২—৬০.১

৯) 'বিমানার্চন্যকল্প', ৮৫ পটল (৪৯২ পৃষ্ঠা) ; আরও দেখ—

"সর্পিবৎ সর্বগং ক্ষীরেঽরণ্যোঽনলবৎ স্থিতং ॥

খং বায়ুবচ্চ… … … … ।

—(আনন্দসং, ১।২৫.২—২৬.১)

১০) 'জ্ঞানকাণ্ড', ২৪ অধ্যায় (৩৮ পৃষ্ঠা)

১১) যথা 'শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে' আছে, "যেমন তৈল তিলে, ঘৃত দধিতে, জল স্রোতে (অর্থাৎ বাহির হইতে দধিতে শুষ্ক, পরন্তু অন্তঃসলিলা নদীতে), এবং অগ্নি অরণিতে থাকে, তেমন পরমাত্মা (জীব) শরীরে আছেন।" (১।১৫) ঐ পরমাত্মা যে কেবল জীবদেহেই,—উহার অভ্যন্তরেই আছেন. তাহা নহে ; উহার বাহিরেও আছেন। তিনি সর্বত্রই আছেন। তিনি "সর্বব্যাপী"। দুধে ঘৃতের ন্যায় তিনি সর্বে স্থিত আছেন। (১।১৬.১)

হইয়াছে যে জগৎপ্রপঞ্চ বস্তুতঃ নারায়ণই,—নারায়ণ সর্বাত্মকই।[১] উহার সমর্থনে মহর্ষি মরীচি নিম্নলিখিত শ্রুতিবচনসমূহ উদ্ধৃত করিয়াছেন,—[২]

"পুরুষ এবেদং সর্বং"[৩]

"বিষ্ণুর্বৈ সর্বা দেবতাঃ"[৪]

"স ব্রহ্মা স শিব সেন্দ্র সোঽক্ষরঃ পরমঃ স্বরাট্"[৫]

"এষ ব্রহ্মা এষ ইন্দ্র এষ প্রজাপতিঃ এষ সর্বা দেবতাঃ"

মহর্ষি অত্রিও এই সকল শ্রুতিবচনের কোন কোনটা উদ্ধৃত করিয়াছেন।[৬] তিনি অপর শ্রুতিও উদ্ধৃত করিয়াছেন,—[৭]

"ত্বং স্ত্রী পুমাংস্ত্বং" ইত্যাদি।[৮]

"ত্বং ভূর্ভুবস্ত্বং" ইত্যাদি।

তিনি বলিয়াছেন, নারায়ণ সর্বাধার ও সর্বেশ, তথা সর্ববেদময়, সর্বদেবময়, সর্বযজ্ঞময়, সর্বধর্মময় এবং সর্বভূতাত্মক।[৯] মহর্ষি কাশ্যপ বলিয়াছেন,[১০] শ্রুতিতে আছে যে

"পুরুষ এবেদং সর্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভব্যং।" "আত্মৈবেদং সর্বম্"

মহর্ষি ভৃগু বলিয়াছেন, "বেদে, ভগবচ্ছাস্ত্রে, সাংখ্যে, যোগে, ধর্মশাস্ত্রে, এবং পুরাণে—মুনিগণ, দেবগণ ও মনুষ্যগণ, অর্থাৎ নিখিল ব্যক্তিগণ কর্তৃক নিত্য ইহা পঠিত হয় যে 'বিশ্বং বিষ্ণুময়ং জগৎ' (বিশ্বজগৎ বিষ্ণুময়)। যাহা কিছু ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্তমান, ইন্দ্রিয়সমূহ, ইন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহ, ভূতান্তঃকরণসমূহ, অব্যক্ত, ত্রিগুণ মায়া, বিদ্যাধর্মাদি, নিয়তি, কলা, এবং কাল তথা অপর সমস্ত কিছুই তন্ময়।…'সর্বভূতানি চৈবাসৌ ন তদস্তীহ যন্ন সঃ' ("সর্বভূত নিশ্চয় তিনিই। ইহসংসারে এমন কিছুই নাই, যাহা তিনি নহেন।)"[১১] মহর্ষি ভৃগু আরও বলিয়াছেন, "দেবতা ও মনুষ্যকে, তথা পশু, পক্ষী, পিপীলিকা, (প্রভৃতি) অপর (প্রাণিগণকে), তরু-পাষাণ-কাষ্ঠাদি (সমস্ত অচেতন পদার্থকে), ভূমি, জল, (তেজ, বায়ু) ও আকাশ (—এই পঞ্চমহাভূতকে) এবং দিক্‌সমূহকে, তথা নিজেকেও, যে ব্যক্তি দেবেশ জনার্দন হইতে ব্যতিরিক্ত বলিয়া জানে না, সেই পুণ্যাত্মাই ভাগবত বলিয়া স্মৃত।"[১২] সুতরাং যে জগৎকে বিষ্ণু হইতে বস্তুতঃ ভিন্ন মনে করে সে তাঁহার মতে বৈষ্ণব নহে।

---

১) যথা দেখ—'বিমানার্চনাকল্প', ৩ ও ২০৮ পৃষ্ঠা

২) ঐ, ১ পটল (২—৩ পৃষ্ঠা) ; আনন্দসং, ১।১৩

৩) ঋক্‌সং, ১০।৯০।২ ; বাজসং (মাধ্য), ৩১।২ ; কাণ্বসং, ৪।৫।১।২ ; সামসং, পূ, ৬।১৩।৫ ; অথসং, ১৯'৬।৪ ; তৈত্তিআ, ৩।১২।২ ; শ্বেতউ, ৩।১৫

৪) ঐতব্রা. ১।১

৫) মহোপনিষৎ, ১ অধ্যায় ; কৈবল্যউ, ১।৮'১

৬) 'সমূর্তর্চনাধিকরণ', ১।৭'১

৭) ঐ, ৫১।৪৬-৭

৮) অথসং, ১০।৮।২৭ ; শ্বেতউ. ৪।৩

১০) 'সমূর্তার্চনাধিকরণ'. ১।৯'২—১০ ; ৩১।৪৩'২—৪৪

১১) 'জ্ঞানকাণ্ড', ১ অধ্যায় (২ পৃষ্ঠা) ২৪ অধ্যায় (৩৮ পৃষ্ঠা)

১২) 'প্রকীর্ণাধিকার', ক্রিয়াপাদ, ৩৬।১৯৯—২০১, ২০২'২

১৩) 'প্রকীর্ণাধিকার', ক্রিয়াপাদ, ৩০।১৪০—২ ; আরও দেখ—৩০।১৩৯ ও ১৪৬

নারায়ণ এই নিখিল জগতের স্রষ্টা, পাতা এবং সংহর্তা। তিনি "সর্বকারণকারণ"[১] সুতরাং তিনি জগতের যেমন নিমিত্ত কারণ, তেমন উপাদান কারণও। তিনিই জগৎ হইয়াছেন। মহর্ষি কাশ্যপ বলিয়াছেন, "এই তিনি, স্বপ্নাদিরও অগোচর হইলেও, প্রকৃতিস্থ হইয়া ভূত, ভবৎ এবং ভব্য—ইহা (এই জগৎপ্রপঞ্চ) হন।"[২]

ভিন্ন ভিন্ন গুণ এবং কর্ম হেতু নারায়ণ ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। ঐ প্রকারে তাঁহার বিষ্ণু, বাসুদেব, মাধব, গোবিন্দ, প্রভৃতি বহু নাম আছে। তাঁহার নারায়ণ নামও সেই প্রকারের গুণকর্মজ। মহর্ষি অত্রি বলিয়াছেন, "নার" বলিয়া আখ্যাত জলে অয়ন হেতু (তিনি) 'নারায়ণ' বলিয়া স্মৃত হন। বিশ্বব্যাপনশীলত্ব হেতু তিনি 'বিষ্ণু' বলিয়া কীর্তিত হন। সর্ববস্তুনিবাসত্ব হেতু 'বাসুদেব' বলিয়া স্মৃত হন।"[৩] মহর্ষি ভৃগু বলিয়াছেন "বিশ্বব্যাপিতা হেতু ইনি শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ কর্তৃক 'বিষ্ণু' বলিয়া উদীরিত। 'পুর' নামক এই শরীরে শয়ন হেতু 'পুরুষ' বলিয়া স্মৃত।"[৪] "সর্বভূতে বসন হেতু বাসুদেব বলিয়া কথিত হন।[৫] "নরনারীর প্রকর্তৃত্ব হেতু, নরগণের অয়ন হেতু, এবং 'নার' নামক জলে অয়নত্ব হেতু তিনি নারায়ণ" ইত্যাদি।[৬] "যিনি প্রকৃতি হইতে পর অব্যয় পুরাণপুরুষ বলিয়া প্রোক্ত, তিনিই সর্বভূতাত্মা 'নর' বলিয়া অভিহিত হন। নর হইতে উৎপন্ন তত্ত্বসমূহ 'নারসমূহ' বলিয়া প্রচক্ষিত হন। সেইগুলি যাঁহার অয়ন তিনি 'নারায়ণ' বলিয়া স্মৃত হন।"[৭] মহর্ষি কাশ্যপ বলিয়াছেন,

"যদা নিষ্কলং সূক্ষ্মং পরং জ্যোতির্নারায়ণ ইতি চ কীর্ত্যতে যদা স্থূলঃ সকলস্তদা বিষ্ণুরিতি।"[৮]

'(পরমাত্মা যখন সূক্ষ্ম নিষ্কল পরজ্যোতিঃস্বরূপ তখন 'নারায়ণ' বলিয়া, আর যখন স্থূল সকল তখন 'বিষ্ণু' বলিয়া কীর্তিত হন।' (নিষ্কল ও সকলের তত্ত্ব কিঞ্চিৎ পরে ব্যাখ্যাত হইবে)

ভগবান্ নারায়ণের মহিমা এবং স্বরূপ মহর্ষি মরীচি সংক্ষেপে এই প্রকারে বর্ণনা করিয়াছেন,—[৯]

"হরি নারায়ণই পর। তিনি দেবগণের পরম দেব। তিনি বিশ্বের পতি, (পরন্তু তাঁহার নিজের কোন পতি নাই। তিনি) আত্মেশ্বর। তিনি শাশ্বত, শিব এবং অচ্যুত। সনাতনী শ্রুতি বলিয়াছেন,—

'নারায়ণ, পরব্রহ্ম, পরমাত্মা, পর ও অব্যয়।'

'নারায়ণ পর।'

---

১) আনন্দসং, ১।১৫'২ ও ২৭'১ ; সমূর্তার্চনাধিকরণ', ১।১১'২—১২'১ ; ৩১।৪২'১, ৪৩'১

২) 'জ্ঞানকাণ্ড', ১ অধ্যায় (২ পৃষ্ঠা)

৩) সমূর্তার্চনাধিকরণ', ৩১।৫৪'২—৫ ; আরও দেখ—১।৭'২—৮'১, ৯'১

৪) 'প্রকীর্ণাধিকার,, ৩৬।২০৭'২—২০৮'১ ৫) ঐ, ৩৬।২১০'১

৬) ঐ, ৩৬।২১২'২— ৭) ঐ, ৩৬।২৫০—১

৮) 'জ্ঞানকাণ্ড', ৫৫ অধ্যায় (৭৮ পৃষ্ঠা) ৯) আনন্দসং, ১।১০'২—২৭'১

'দেবগণের মধ্যে অগ্নি অবম, আর বিষ্ণু পরম। অপর সমস্ত দেবতা উঁহাদের অন্তরালবর্তী।'

'তিনি ব্রহ্মা। তিনি শিব। তিনি ইন্দ্র। তিনি স্বরাট্ পরম অক্ষর।'

'একমাত্র পুরুষই আছেন। ব্রহ্মাও নাই, শিবও নাই।'

'(তিনি) অণু হইতেও অণুতর, মহৎ হইতেও মহত্তর, এবং গুহাস্থিত।'

বেদেও পঠিত হয় যে "স্বাধেবাংশ্চ ভবশ্চ", "বিষ্ণবে চার্চতা"[১] সেইহেতু জনার্দনই দেবদেব। দেব হরি জগতের স্রষ্টা, পাতা এবং সংহর্তা। তিনি অখিল জগতের আশ্রয়। তিনি ত্রিগুণ; আবার নিত্য নির্গুণ, অতীন্দ্রিয় ও পর। তিনি বেদমূর্তি, লোকমূর্তি, ভূতমূর্তি, ত্রয়ীময় (বা বেদমূর্তি), পুণ্যমূর্তি, যজ্ঞমূর্তি, তেজোমূর্তি, চিন্ময় (বা চিন্মূর্তি), আনন্দমূর্তি, সৌম্যমূর্তি, এবং লোকমূর্তি, অথচ অমূর্তিমান্। তিনি বিশ্বচক্ষু, বিশ্বমুখ, বিশ্বহস্ত, বিশ্বপাদ, বিশ্বাত্মা, বিশ্ববেত্তা এবং বিশ্বগর্ভ। তিনি অজর ও অমর। তিনি বিশ্বেন্দ্রিয়গুণাভাস, (অথচ) বিশ্বেন্দ্রিয়বিবর্জিত। তাঁহাতে সর্ব, তাঁহা হইতে সর্ব, তিনি সর্বগ এবং সর্ব তিনিই। তিনি পরমধাম, পরমজ্যোতি, গুণাতীত এবং গুহাশয়। তিনি জ্ঞান-জ্ঞেয়-জ্ঞাতৃ-হীন অক্ষর বিজ্ঞানঘন। তিনি জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি এবং তুরীয়—এই অবস্থাসমূহে অবস্থিত। তিনি বহিঃপ্রজ্ঞ, অন্তঃপ্রজ্ঞ, ও প্রাজ্ঞ; আবার প্রজ্ঞও নহেন, অপ্রজ্ঞও নহেন। (তিনি উহাদিগেতে) ব্যবস্থিত নহেন। তিনি হৃদয়াকাশগোচর বৈশ্বানরাভাস(রূপে) স্থিত। তিনি হৃদয়কমলে অগ্নিশিখা মধ্যে প্রজ্জ্বলৎকণকের দ্যুতিস্বরূপ (অথবা) আকাশে বিদ্যুৎলেখার ন্যায় (দ্যুতিমান্), এবং বায়ুপ্রবাহবিহীন স্থানে রক্ষিত দীপশিখার ন্যায় (স্থির)। তিনি অবাঙ্মনসোগোচর এবং স্বসংবেদ্য জ্ঞান ও জ্ঞেয় স্বরূপ, তথা ঋতস্বরূপ, একাক্ষর ব্রহ্ম। তিনি সৎ ও অসৎ এবং উভয়েরই উপকারক; ওঁকারময়, নিত্য, অনন্ত, নিষ্কল, পর এবং অনন্তানন্দচৈতন্য। তিনি তেজোরূপ, আবার রূপবান্ নহেন। দুগ্ধে ঘৃতের ন্যায়, এবং অরণীতে অনলের ন্যায়, তথা আকাশ ও বায়ুর ন্যায় সর্বগ রূপে স্থিত। তিনি পরম এবং জ্ঞানদীপপ্রকাশক; আরাধ্য, নিখিলাধার, পুরাণ পুরুষোত্তম, বিষ্ণু, সর্বেশ্বর, শ্রীমান্ ও সর্বকারণকারণ ইত্যাদি। তিনি "শ্রোতপ্রিয়, শ্রুতিগ্রাহ্য, বৈদিকগণের বরপ্রদ, ব্রহ্মপ্রিয়, পরব্রহ্ম, ব্রহ্মণ্য, ব্রাহ্মণপ্রিয়, ব্রাহ্মণারাধিত এবং ব্রহ্মণ্যপ্রাপ্ত্যর্থ পরম।"[২]

মহর্ষি ভৃগু 'গীতা'র ভাষায় বলিয়াছেন, "তাঁহার পাণি ও পাদ সর্বত্র; চক্ষু, শির ও মুখ সর্বত্র; এবং শ্রবণ সর্বত্র। লোকে সমস্তকে সম্যক্ প্রকারে ব্যাপিয়া তিনি স্থিত। সমস্ত ইন্দ্রিয়সমূহের গুণসমূহ দ্বারা তিনি অবভাসিত হন। অথচ তিনি সর্বেন্দ্রিয়বিবর্জিত। তিনি অসক্ত (=সর্বসংশ্লেষবর্জিত), অথচ নিশ্চয় সর্বভৃৎ; (স্বয়ং) নির্গুণ, (তথাপি) গুণসমূহের ভোক্তা। সেই জ্ঞেয় অবিভক্ত (হইয়াও) সর্বভূতে বিভক্তের ন্যায় ('ইব') স্থিত। উহা (স্থিতিকালে) ভূতভর্তৃ, (প্রলয়ে) গ্রসিষ্ণু এবং (সৃষ্টিতে) প্রভবিষ্ণু। সেই জ্ঞেয় জ্যোতিষ্কদিগের জ্যোতি এবং তমের পরে। উহা জ্ঞান, জ্ঞেয়, এবং জ্ঞানগম্য, তথা সমস্ত (প্রাণীর) হৃদয়ে বিশেষরূপে স্থিত।"[৩] তারপর তিনি বলিয়াছেন, "উহা জগতের আদ্য ঈশ, পরেশ এবং পরমেশ্বর।

---

১) ঋক্সং, ১।১৫৫।১ ২) আনন্দসং, ১।৩৩—৩৪'১

৩) 'প্রকীর্ণাধিকার', ক্রিয়াপাদ, ৩৬।১৯০'২—৪'১='গীতা', ১৩।১৩-৪ ও ১৬-৭

বিষ্ণু বর ও অবর স্বরূপে সর্বহৃদয়ে স্থিত। ভগবান্ স্থূল, সূক্ষ্ম ও পর—এই ত্রিবিধরূপে অবস্থিত। তিনি প্রভবিষ্ণু, সদাবিষ্ণু এবং মহাবিষ্ণু বলিয়া স্মৃত; তিনি আত্মা, অন্তরাত্মা এবং পরমাত্মা বলিয়া সংস্মৃত। তিনি বিরাট্ ও লিঙ্গ; এবং অন্তরে ও বাহিরে সর্বত্র।" ইত্যাদি।[১]

প্রণব-স্বরূপ—মহর্ষি মরীচি প্রণবের স্বরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।[২] "প্রণব মন্ত্রসমূহের প্রাণ। উহা ব্রহ্মস্বরূপ। শ্রুতিই বলিয়াছেন 'ওমিতি ব্রহ্ম' (ওঁ ব্রহ্মই)।[৩] সুতরাং কৃৎস্ন জগৎ প্রণবই। প্রণব হইতে ভিন্ন কিছুই নাই। (ঋষিগণ) ভগবান্‌কে প্রণব বলিয়া থাকেন।"

যেহেতু প্রণব ব্রহ্মই এবং ব্রহ্ম সর্বাত্মক, সেইহেতু প্রণব সর্বাত্মক। প্রণবের সার্বাত্ম্য সিদ্ধ করিতে মরীচি বলিয়াছেন, প্রণবের তিন অক্ষর—অকার, উকার এবং মকার। উহারা যথাক্রমে ঋক্, যজু এবং সাম ও অথর্ব বেদময়; সত্ত্ব, রজ ও তম গুণ; শ্বেত, পীত ও কৃষ্ণবর্ণ; ভূ, ভুব ও স্বর্; তথা উহাদের অধিদেবতা, বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও শিব।

তিনি প্রকারান্তরে প্রণবকে বিশ্বরূপ বা বিরাট্‌পুরুষরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। প্রণব "পীতবর্ণ, সহস্রশীর্ষ, সহস্রাক্ষ, সহস্রবাহু, সহস্রোদর, এবং সহস্রপাদ। (অথবা প্রণব) ঊর্ধ্বকেশ, রক্তাস্যপাণিপাদ, ও শুকপিচ্ছাম্বরধর। বিষ্ণু উহার জীবাত্মা, ব্রহ্মা বুদ্ধি, ঈশ কোপ, সোম চিত্ত, তলাদিসপ্তপাতাল পাদ, ভুজঙ্গগণ অঙ্গুলিসমূহ, অপ্সরাগণ নদীসমূহ, ভূপ্রভৃতি সপ্তলোক কুক্ষি, বসুগণ নাভি, মহাণ্ড, বহিরণ্ড ও বৈষ্ণবাণ্ড শীর্ষসমূহ, অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞসমূহ কেশ, ব্যোম ললাট, ধ্রুব মেধা, চন্দ্র ও সূর্য চক্ষুদ্বয়, শুক্র ও বৃহস্পতি কর্ণদ্বয়, অশ্বিনীদ্বয় নাসাদ্বয়, বায়ু দন্ত, সরস্বতী জিহ্বা, সন্ধিদ্বয় ওষ্ঠ, নিত্যাগ্নিহোত্রাদি সমস্ত অগ্নিসমূহ বদন," ইত্যাদি। "জগৎ কৃৎস্নং প্রণবাৎ" ('এই নিখিল জগৎপ্রপঞ্চ প্রণব হইতে (উৎপন্ন হইয়াছে) সুতরাং প্রণব সর্বাত্মক)।

"ইহা জানিয়া ত্রিসন্ধিতে যথাশক্তি (প্রণব) জপ করিবে। ত্রিমাত্র কিংবা একমাত্র (জপ করিবে)। সর্বকার্যারম্ভের পূর্বে তিনবার প্রণব উচ্চারণ করত পরে সেই সেই কার্য আরম্ভ করিবে। সর্বত্র প্রণব পূর্বকই জপ আরম্ভ করিবে। যদি প্রণববিহীন হয়, তবে সমস্তই বিনষ্ট হয়। সেইহেতু প্রণব হইতে ভিন্ন মন্ত্র নাই বলিয়া (শাস্ত্র হইতে) জানা যায়।"[৪]

নিষ্কল ও সকল রূপ—বৈখানসাগমে কখন কখন বলা হইয়াছে যে ভগবান্ নারায়ণের রূপ দ্বিবিধ—নিষ্কল ও সকল। মহর্ষি অত্রি বলিয়াছেন, যাহা পর, সূক্ষ্ম এবং অক্ষর, তাহা নিষ্কল রূপ;[৫] আর যাহা স্থূল এবং সর্বের কারণ, তাহা সকল রূপ।[৬] যাহা সর্বভূতে সংস্থিত তাহা সূক্ষ্ম রূপ বলিয়া সমাখ্যাত হয়; আর স্থূলরূপ পরলোকে, লক্ষ্যাদি সহ, স্থিত।[৭] নিষ্কল রূপ সর্বত্র ব্যাপী, সর্বাত্মক, এবং অরূপী নির্মল তেজঃস্বরূপ;[৮] আর সকল রূপ সর্বাবয়ব-সম্পূর্ণ, সম্পূর্ণষড়্‌গুণাকর, এবং সকলেশ।[৯] অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন, নিষ্কল রূপ নির্গুণ, নির্মল,

---

১) প্রকীর্ণাধিকার', ক্রিয়াপাদ ৩৬।:৯৪.২— ২) 'বিমানার্চনাকল্প', ৮৩ পটল (৪৮৫—৭ পৃষ্ঠা)

৩) তৈত্তিউ, ১।৮ ৪) 'বিমানার্চনাকল্প'' ৪৮৭ পৃষ্ঠা।

৫) 'সমূর্তার্চনাধিকরণ', ৩৬।৩.১

৬) ঐ, ৩৬।৫.২; পরন্তু অন্যত্র আছে নিষ্কল রূপই "সর্বকারণ", সকল রূপ নহে। (পরে দেখ)

৭) ঐ, ৩১।৫৬.২—৫৭.১ ৮) ঐ, ৪৩।৪৮ ৯) ঐ, ৪৩।৫১

নিত্য ও অক্ষর তেজঃস্বরূপ ; উহা সর্বকারণ ; আর সকল রূপ তেজঃপূর্ণ বিষ্ণু ; উহা রক্তাভ, রক্তাস্য, রক্তনেত্র, সুখোদ্বহ, কিরীটহারকেয়ূরলম্বযজ্ঞোপবীতযুক্ত, কৌস্তুভোদ্ভাসিতোরস্ক, শ্রীবৎসাঙ্ক, শুকপিচ্ছাম্বরধর এবং সর্বাভরণভূষিত, উহা চতুর্ভুজ,—দক্ষিণের এক হস্তে ভক্তদিগের জন্য অভয় ধারণ করিয়াছেন, এবং বামের এক হস্ত নিজের কটি অবলম্বন করিয়া স্থিত, অপর দুই হস্তে শঙ্খ ও চক্র ধারণ করিয়াছেন। উহা প্রণবাত্মক।[১]

মহর্ষি মরীচি বলিয়াছেন যে নারায়ণের নিষ্কল রূপ, "শাশ্বত, অশরীর, সর্বভূতে অবস্থিত, অতিসূক্ষ্ম, অনিরুদ্দেশ্য, অতিমাত্র, অতীন্দ্রিয়, অব্যক্ত, প্রকৃতির মূল, অনাদিনিধন, অখিলজগৎস্থিতিলয়কারণ, অচিন্ত্য, নির্গুণ, অপ্রমেয় এবং অপ্রমত্ত সত্তামাত্র ;" আর সকল রূপ "তেজোভাস্বর, রুক্মবর্ণ, রক্তাস্য, রক্তনেত্র, শুচিস্মিত, জ্যোৎস্নাবভাসিতাধরপল্লব, সুস্নিগ্ধতনু, শঙ্খচক্রধর, এবং মুকুটহারকেয়ূরাদি আভূষণসমূহ দ্বারা ভূষিত।"[২] অন্যত্র তিনি সেই প্রকারে বলিয়াছেন, নিষ্কল রূপ "সর্বাধার, সনাতন, অপ্রমেয়, অচিন্ত্য, নির্গুণ ও নিষ্কল ; (তথা) দুগ্ধে ঘৃত, তিলে তৈল, পুষ্পে গন্ধ, ফলে রস এবং কাষ্ঠে অগ্নির ন্যায় সর্বব্যাপী, পরমাত্মা ;" আর সকল রূপ "সুবর্ণবর্ণ, রক্তাস্যনেত্রপাণিপাদ, সুখোদ্বহ, শুকপিচ্ছাম্বরধর, কিরীটকেয়ূরহারপ্রলম্বযজ্ঞোপবীতযুক্ত, শ্রীবৎসাঙ্ক, চতুর্ভুজ, শঙ্খচক্রধর,···এবং দেব্যাদিসর্বপরিষদ্‌যুক্ত প্রণবাত্মক বিষ্ণু। পরমাত্মা পর হইতেও পরতর।"[৩]

মহর্ষি কাশ্যপ লিখিয়াছেন, "ভগবানের রূপ দ্বিবিধ—অচল ও চল। তন্মধ্যে সর্বগ, ব্যোমাভ, অপোহলক্ষণ, এবং ব্রহ্মাদিরও দ্বারা অনভিলক্ষ্য নিষ্কল (রূপ) অচল। ······সেই অচলাত্মা হইতে যাহা ভিন্ন,—যাহা,সর্বদেবাত্মক এবং মৎস্যাদ্যংশজনক, সেই সকল (রূপ) চল। ···(নিষ্কল রূপ) পরজ্যোতিঃস্বরূপ এবং অলক্ষণ। উহা অরূপ। ···(পরমাত্মা) যখন সূক্ষ্ম নিষ্কল পরজ্যোতিঃস্বরূপ, তখন 'নারায়ণ' বলিয়া, আর যখন স্থূল সকল তখন 'বিষ্ণু' বলিয়া কীর্তিত হন। বিষ্ণু সুবর্ণবর্ণ রক্তাস্যপাণিপাদাক্ষ, শুকপিচ্ছাম্বরধর, কিরীটকেয়ূরহারপ্রলম্বকটিসূত্রোজ্জ্বলিত, শঙ্খচক্রধর, শ্রীবৎসাঙ্ক, এবং রক্ত (? রত্ন)ত্রয়সমন্বিত কিংবা সুবর্ণরজততাম্রদারুণ। সুতরাং উহা সলক্ষণই। ···পরন্তু অলক্ষণে তৎসমস্তই ভস্মসাৎ হয় ; কেননা, উহা নিষ্কল।"[৪] নিষ্কল রূপ বিভু এবং সর্বগ, এমন কোন স্থান নাই যেখানে উহা নিত্য নাই। সুতরাং উহার স্থানান্তরে গমনের কল্পনা সম্ভব নহে। সুতরাং উহা অচল। পক্ষান্তরে সকল রূপ পরিচ্ছিন্ন বলিয়া, উহার স্থানান্তরে গমন সম্ভব। সুতরাং উহা চল।

মহর্ষি ভৃগু বলিয়াছেন, "সর্বভূতের হিতার্থই নিষ্কল (বিষ্ণু) সকল (রূপে) স্থিত হন। এই প্রকারে সনাতন বিষ্ণু নিষ্কল এবং সকল বলিয়া জ্ঞেয়।"[৫] অনন্তর তিনি 'গীতা'র ভাষায়

১) সমূর্তার্চনাধিকরণ, ৩১;৪৬—৫১

২) 'বিমানার্চনাকল্প', ১ পটল (৪ পৃষ্ঠা) পরন্তু অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন যে সকলরূপ বিষ্ণুই সর্বকারণ। (আনন্দসং, ঃ।৪৩)

৩) 'বিমানার্চনাকল্প', ৩১ পটল (২২৪ পৃষ্ঠা) ; আরও দেখ—ঐ, ৮৫ ও ৮৬ পটল (৪৯২-৩ পৃষ্ঠা) (পরে দেখ) আনন্দসং, ১।৩৯—৪৩ সকলরূপ বিষ্ণু "লক্ষ্মীভূমিধর"। (আনন্দসং, ১৩৯'২)

৪) 'জ্ঞানকাণ্ড', ৫৫ অধ্যায় (৭৮ পৃষ্ঠা)। আরও দেখ—৬৪ অধ্যায় (৯১ পৃষ্ঠা) এবং ৬৯ অধ্যায় (১০৩—৪ পৃষ্ঠা)

৫) 'প্রকীর্ণাধিকার', ক্রিয়াপাদ, ৩৬।১৮৯'২—১৯০'১

"সর্বতঃ পাণিপাদংতৎ" ইত্যাদি বলিয়া বিষ্ণুর স্বরূপ নির্দেশ করিয়াছেন।[১] তাহাতে বোধ হয় যে বিরাট্ পুরুষ রূপকেই তিনি বিষ্ণুর সকল রূপ বলিয়া মনে করিতেন। অন্যত্র তিনি নারায়ণকে যেমন অপরিচ্ছিন্ন নিরাকার বলিয়াছেন, তেমন পরিচ্ছিন্ন সাকার বলিয়াও উল্লেখ করিয়াছেন। নারায়ণ

"দেশকালপরিচ্ছেদরহিতানন্তচিন্ময়ঃ ॥
সত্যজ্ঞানসুখানন্দস্বরূপঃ পরমেশ্বরঃ।"[২]

'দেশকালপরিচ্ছেদরহিত, (সুতরাং) অনন্ত, চিন্ময় এবং সত্য-জ্ঞান-সুখানন্দস্বরূপ পরমেশ্বর।' তিনি আবার "নিত্যমুক্তজনগণের আবাস, পরম ব্যোমের নায়ক, শ্রীভূমিনীলাদিসংসেব্য দিব্যমঙ্গলবিগ্রহ, শঙ্খচক্রগদাপানি" ইত্যাদি।[৩] প্রথমটী নিষ্কল রূপ, এবং অপরটি সকল রূপ। সুতরাং বিরাট্পুরুষরূপ এবং ক্ষুদ্র পুরুষরূপ উভয়েই ভৃগুর মতে সকল রূপ।[৪]

উক্ত উভয় রূপ অবশ্যই সমভাবে প্রকৃত হইতে পারে না। তাই মহর্ষি মরীচি বলিয়াছেন যে

"তদ্ধ্যানমথনসঙ্কল্পনাৎ সকলো ভবতি।"[৫]

"কাষ্ঠে অগ্নির্মন্থনাৎ জ্বলন্নিব নিষ্কলাত্মকো বিষ্ণুর্ধ্যানমথনেন ভক্ত্যা সঙ্কল্পনাৎ সকলো ভবতি।[৬]

অর্থাৎ যেমন কাষ্ঠে অন্তর্নিহিত অরূপ এবং অদৃশ্য অগ্নি মন্থন দ্বারা প্রজ্জ্বলিত হইয়া স্বরূপ এবং দৃশ্যমান্ হয়, তেমন সর্বজগৎপ্রপঞ্চের অভ্যন্তরে নিহিত নিষ্কল ও নীরূপ পরমাত্মা ধ্যান রূপ মন্থন দ্বারা, ভক্তি সহকারে সঙ্কল্পনবশতঃ, সকল রূপে প্রকটিত হন। মহর্ষি কাশ্যপও ঠিক সেই প্রকার বলিয়াছেন।

"যথা হ্যরণ্যামনলঃ সর্বগোঽপ্যেকদেশমথনাৎ জ্বলতি তথা সর্বগতস্যাবির্ভাবঃ। যথা সর্বগতো বায়ুঃ ব্যজনেন প্রকাশতে। তস্মাৎ ধ্যানমথনাৎ হৃদি আবির্ভবতি।"[৭]

'যেমন অগ্নি অরণীকাষ্ঠে সর্বগত হইলেও মন্থন দ্বারা একদেশে প্রজ্জ্বলিত হয়, তেমন (নিষ্কল) সর্বগত (পরমাত্মার একদেশে) আবির্ভাব হয়। যেমন সর্বগত বায়ু ব্যজন দ্বারা (প্রবাহিত হইয়া) প্রকাশিত হয়, তেমন (নিষ্কল সর্বগত পরমাত্মা) ধ্যানরূপ মন্থন দ্বারা হৃদয়ে (সকল রূপে) আবির্ভূত হন।' তাই "তত্ত্ববিদ্গণ বলেন যে ব্রহ্ম অচল এবং চল।" অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন, "সেই অব্যয়, সর্বব্যাপক, আকাশোপম এবং নিষ্কল পরমাত্মা জ্ঞান এবং ভক্তি দ্বারা যুক্তের অন্তরে সন্নিহিত হয়। শ্রুতিও বলিয়াছেন, 'আত্মা এই প্রাণীর (হৃদয়) গুহায় নিহিত।' সুতরাং ভক্তিমান্ ব্যক্তি সকল রূপ সম্যক কল্পনা করত ('সঙ্কল্প্য')" ইত্যাদি।[৮] ভগবান্

---

১) এইরূপ বর্ণনা পূর্বে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে।

২) 'প্রকীর্ণাধিকার', ক্রিয়াপাদ, ৩০।৩০.২—৩১.১

৩) ঐ, ৩০।৩২.২— ; আরও দেখ—৩৩।৯— (পরে দেখ)

৪) মহর্ষি মরীচিও এক স্থলে বিরাট্পুরুষকে সকল রূপ বলিয়াছেন। ('বিমানার্চনাকল্প,, ৮৬ পটল (৪৯৩ পৃষ্ঠা)) (পরে দেখ)

৫) 'বিমানার্চনাকল্প', ১ পটল (৪ পৃষ্ঠা)।

৬) ঐ, ৮৬ পটল (৪৯৩ পৃষ্ঠা)।

৭) 'জ্ঞানকাণ্ড', ২৪ অধ্যায় ৩৮ পৃষ্ঠা)।

৮) ঐ, ৫৫ অধ্যায় (৮৩ পৃষ্ঠা)। আরও দেখ—"তত্রাতোঽভীক্ষ্ণদর্শনযোগ্যং তৎ ভগবদ্রূপং কল্পয়েৎ।" (ঐ, ৫১ অধ্যায় (৭৪ পৃষ্ঠা)

বাদরায়ণও বলিয়াছেন, ব্রহ্ম প্রকৃতপক্ষে অরূপই তবে সংরাধনে রূপবান্ বলিয়া দৃষ্ট হইয়া থাকেন।[১]

মহর্ষি কাশ্যপ আরও বলিয়াছেন যে সকল রূপ,—শঙ্খচক্রধর বিষ্ণুরূপ রূপক কল্পনা মাত্র। "তাহাদের (প্রকৃতি ও পুরুষের বা শ্রী ও দেবেশের) উভয়ের দ্বারা প্রবর্তিত যে সংসার তাহা চক্র, সর্বলোকসার এবং সর্বপ্রাণীর হৃদয়ে স্থিত যে হংস নামক চেতনা-রূপ তাহা শঙ্খ, যাহা পৃথিব্যাদিপঞ্চাত্মা সর্বদেবময় ছন্দ তাহা পক্ষ, অনাদিনিধন এবং সর্বগ সর্বভূতাত্মা গরুড় নামক সুপর্ণ, পৃথিবী ও বায়ুর সংযোগ শার্ংগ ধনু, তেজোবায়ুময় বাণ, বিদ্যা ও অবিদ্যা তূণীর, লোকালোক পর্বত খেটক, কৃতান্ত নন্দক, দেহান্তরাত্মা সকলের দণ্ড দণ্ড, অপরাজিতাত্মাধার ধ্বজ, শব্দাত্মক ভেরী, লোকসন্তানভিত্তি নাগ, এবং বায়ুসমবায় অশ্ব বলিয়া শ্রুতিসমূহ বলেন।"[২] নারায়ণের বিরাট্‌পুরুষাকৃতিকেও তিনি "কল্পিত" বলিয়াছেন।[৩] নিষ্কল ভগবান্ কি প্রকারে সকল হন, তাহা ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বৈখানস আগমকারগণ "ভক্তি সহকারে সঙ্কল্পনে"র কথা বলিয়াছেন,[৪] উহার তাৎপর্য ইহাই,—নিষ্কলকে সকল বলিয়া সম্যক্ কল্পনা করা হয়,—সকল রূপ সম্যকরূপে কল্পিত। সুতরাং উহা প্রকৃত নহে। অতএব নারায়ণের প্রকৃত পরম স্বরূপ নিষ্কল।[৫] ধ্যানের সৌকর্যার্থই উহাকে সকল বলিয়া কল্পনা করা হইয়া থাকে।

যেহেতু ভগবান্ নারায়ণের সকল রূপ বাস্তব নহে,—কল্পিত,—ধ্যানের সৌকর্যার্থই বস্তুতঃপক্ষে নিষ্কল ও অরূপ পরমাত্মাকে সকল ও রূপবান্ বলিয়া কল্পনা করা হইয়া থাকে, সেইহেতু ইহা বলা যায় না যে তাঁহাকে একমাত্র চতুর্ভুজ শঙ্খচক্রধর বিষ্ণু রূপেই কল্পনা করিতে হইবে। ঐ অর্থে কেহ কেহ আপন আপন স্বাভাবিক রুচি অনুসারে তাঁহাকে শিবাদি অপর রূপেও কল্পনা করিতে পারে। তাই মহর্ষি মরীচি বলিয়াছেন,

"তস্মাদগ্নে র্বিস্ফুলিঙ্গা ইব ব্রহ্মেশানাদিদেবতারূপৈর্ভিন্নত্বাৎ কুলালচক্রস্থমৃদোঘটশরাবাদিভেদা ইব যদ্‌যদ্রূপং মনসা ভাবিতং তত্তদ্রূপো ভূত্বা বিষ্ণুঃ প্রকাশতে।"[৬]

---

১) "অরূপদেব

"অপিসংরাধনে

২) 'জ্ঞানকাণ্ড', ৩৫ অধ্যায় (৫২-৩ পৃষ্ঠা)।

৩) "অথাতো ভগবতো নারায়ণস্য আকৃতিলক্ষণং ব্যাখ্যাস্যামঃ। যস্যাস্যমগ্নির্দ্যৌর্মূর্ধা খং নাভিঃ ভূঃ পাদং চক্ষুষী অর্কনিশাকরৌ দিক্ শ্রোত্রে জ্যোতীংষ্যাভরণানি উদধয়োঽম্বরং ভূতানীন্দ্রিয়াণি অস্যাকৃতেঃ প্রমাণত্বং কল্পিতং ভৃগ্বাদিভিঃ। তদ্ধেতুভির্নাবমন্তব্যমমীমাংস্যম্।"—(ঐ, ৫০ অধ্যায় (৭০ পৃষ্ঠা)

৪) যথা দেখ—"ভক্ত্যা সঙ্কল্পনাৎ" ('বিমানার্চনাকল্প', ৪৯৩ পৃষ্ঠা); "বিষ্ণুং সকলং সঙ্কল্প্য" (ঐ, ২২৪ পৃষ্ঠা); "সঙ্কল্প্য ভক্ত্যা" ('জ্ঞানকাণ্ড', ৮৩ পৃষ্ঠা)

"চিন্তয়েৎ সকলং বিষ্ণুং অর্চাঙ্গং সর্বকারণম্॥
ধ্যাত্বৈবং বিগ্রহৈঃসর্বৈর্মনসৈব তু কল্পিতৈঃ।" —(আনন্দসং, ১।৪৩·২—৪৪·১)

৫) অত্রি বলিয়াছেন,

"নিত্যোঽচিন্ত্যোঽপ্রমেয়শ্চ নিগু ণোঽতীন্দ্রিয়ঃ পরঃ।"
—(সমূর্তার্চনাধিকরণ, ১।১১·১; ৩১।৪২·২)

৬) 'বিমানার্চনাকল্প', ৮৬ পটল (৪৯৩ পৃষ্ঠা)

অর্থাৎ যেমন অগ্নি বিস্ফুলিঙ্গসমূহরূপে ভিন্ন ভিন্ন হয়, তেমন পরমাত্মা বিষ্ণু ব্রহ্মা, শিব, প্রভৃতি দেবতাগণরূপে ভিন্ন ভিন্ন হন। কুলালের চক্রস্থ মৃত্তিকা যেমন তাহার মনের ভাবনা অনুসারে ঘট, শরাব, প্রভৃতি নানা প্রকারের নাম ও রূপ ধারণ করে, সাধকের অন্তঃস্থ ভগবান্‌ও তেমন তাহার মনের ভাবনা অনুসারে ব্রহ্মা, শিব, প্রভৃতি নানা প্রকার নাম ও রূপ ধারণ করেন। যে সাধক যেরূপ মনে মনে ভাবনা করে, ভগবান্ সেইরূপ হইয়াই তাহার নিকট আত্মপ্রকাশ করেন। মহর্ষি কাশ্যপও প্রায় সেই প্রকার বলিয়াছেন।[১] তবে বৈখানসগণ পরমাত্মাকে বিশেষভাবে চতুর্ভুজ শঙ্খচক্রধর বিষ্ণুরূপেই কল্পনা করিয়া থাকেন। তাঁহারা বিষ্ণুরূপেরই বিশেষ ভক্ত। সেইহেতু তাঁহারা বৈষ্ণব বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন।

শ্রী, ভূমি ও নীলা—পরম পুরুষ নারায়ণের এক জন নিত্যা এবং অনপায়িনী সহচরী আছেন। তিনি শ্রীনামে অভিহিত হন। সেইহেতু পরমপুরুষ কখন কখন 'শ্রীপতি' বা 'শ্রীর পতি' নামে উল্লিখিত হইয়া থাকেন। আবার কখন কখন বলা হয় যে তাঁহার সহচরী দুইজন—শ্রী এবং ভূ। সুতরাং তিনি শ্রীপতি ও ভূমিপতি। তিনি যাহা কিছু করেন উঁহার বা উঁহাদের সাহায্যেই করিয়া থাকেন। মহর্ষি-কাশ্যপ বলিয়াছেন, পরমাত্মা নারায়ণকেই ব্রহ্মবিদ্‌গণ পরজ্যোতি এবং অক্ষরব্রহ্ম বলিয়া জানেন : তিনি স্বপ্নাদিরও অগোচর হইলেও প্রকৃতিতে স্থিত হইয়া ভূত, ভবৎ, এবং ভব্য—ইহা (এই জগৎপ্রপঞ্চ) হন।[২] অন্যত্র তিনি লিখিয়াছেন,[৩]

"মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ মায়িনং তু মহেশ্বরম্।
তস্যাবয়বভূতৈস্তু ব্যাপ্তং সর্বমিদং জগৎ ॥"[৪]

'মায়াকে প্রকৃতি বলিয়া এবং মায়ীকে মহেশ্বর বলিয়া জানিবে। উহার (প্রকৃতির) অঙ্গভূত পদার্থসমূহ দ্বারা এই সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত।' এই শ্রুতি হইতে জানা যায় যে লোকযাত্রামূলা এক দেবী আছেন। সেইহেতু পরমর্ষিগণ উঁহারই সহিত দেবেশকে অর্চনা করেন। সেই দেবী 'শ্রী' বলিয়া প্রোক্ত হন। তিনি প্রকৃতি। তিনি শক্তি। এই জগতের সমস্ত স্ত্রী শ্রী বা প্রকৃতি হইতে "অভিন্ন", আর সমস্ত পুরুষ দেবেশ হইতে "অভিন্ন"। উঁহারা সঙ্গে সঙ্গেই থাকেন। সেইহেতু উঁহাদিগকে একত্রে অর্চনা করিতে হইবে। এই সংসার উঁহাদের উভয়েরই দ্বারা প্রবর্তিত। পরে তিনি আবার বলিয়াছেন, "প্রকৃতি এবং পুরুষ উভয়েই অনাদি। উহাদের (সংযোগ) দ্বারাই লোকপ্রবর্তন। সমস্ত বিকার-গুণসমূহ প্রকৃতি-সমদ্ভূত। কার্যকারণকর্তৃত্বে প্রকৃতিই হেতু। সেই প্রকৃতিই শ্রী বলিয়া ব্যাখ্যাত হয়। ···তিনি প্রসাদানুগ্রহপরা এবং বৈষ্ণববৎসলা। সেই কারণে শ্রীকে যত্ন সহকারে সাধন করিবে; আমরণ শ্রীকে আকাঙ্ক্ষা করিবে।"[৫] মহর্ষি মরীচিও প্রায় সেই প্রকার বলিয়াছেন,—"শ্রী বিষ্ণুর বিভূতি। তিনি নিত্যা, আদ্যন্তরহিতা, অব্যক্তরূপিণী, প্রমাণাপ্রমাণসাধারণভূতা, বিষ্ণুর সঙ্কল্পানুরূপা, নিত্যানন্দময়ী এবং মূলপ্রকৃতিরূপা শক্তি," ইত্যাদি।[৬]

---

১) 'জ্ঞানকাণ্ড', ৮৮ পৃষ্ঠা

২) 'জ্ঞানকাণ্ড', ১ অধ্যায় (২ পৃষ্ঠা) ৩) ঐ, ৩৫ অধ্যায় (৫২ পৃষ্ঠা)।

৪) শ্বেতউ, ৪।১০ ৫) 'জ্ঞানকাণ্ড', ৩৮ অধ্যায় (৫৬ পৃষ্ঠা)

৬) 'বিমানার্চনাকল্প', ৮৬ পটল (৪৯৩-৪ পৃষ্ঠা)

কোন কোন বৈখানসাগমে ভগবান্ বিষ্ণুর সহচরীদিগের মধ্যে শ্রীদেবী এবং ভূদেবী ব্যতীত এক নীলাদেবীরও উল্লেখ আছে। যথা, মহর্ষি ভৃগু বলিয়াছেন, বিষ্ণু "শ্রীভূমিনীলাদি-সংসেব্য দিব্যমঙ্গলবিগ্রহ।"[১]

'সীতোপনিষৎ' নামে এক অমুখ্য উপনিষদে শ্রী, ভূ এবং নীলার তত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে। কথিত হইয়াছে যে বিষ্ণুর পরাশক্তি 'মূলপ্রকৃতি' বা সংক্ষেপে 'প্রকৃতি' নামে অভিহিত হয়। প্রণবপ্রকৃতিরূপা বলিয়াই উহা 'প্রকৃতি' বলিয়া কথিত হয়।[২] ক্রিয়া ভেদে উহা ত্রিবিধা হয়,—ইচ্ছা শক্তি, ক্রিয়া শক্তি, এবং (জ্ঞান) শক্তি।[৩] ইচ্ছাশক্তি আবার ত্রিবিধা হয়,—শ্রী, ভূমি, এবং নীলা।[৪] শ্রী কল্যাণরূপিণী, ভূমি প্রভাবরূপিণী, আর নীলা পোষণরূপিণী। শ্রীদেবী ভগবানের সঙ্কল্প অনুসারে লোকরক্ষণার্থ ত্রিবিধ রূপ ধারণ করেন। তিনি শ্রী, তথা লক্ষ্মী, রূপে লক্ষ্যমান হন বলিয়া জানা যায়। ভূদেবী সসাগরা এবং সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরার, তথা ভূপ্রভৃতি চতুর্দশ ভুবনের, আধারাধেয়ভূতা প্রণবরূপা হন। আর বিদ্যুৎ-মালামুখী নীলা সমস্ত ঔষধিসমূহের এবং সমস্ত প্রাণিবর্গের (অর্থাৎ স্থাবর ও জঙ্গম সর্বভূতের) পোষণার্থ সর্বরূপা হন। মুখ্যতয়া নীলাদেবী সোম, সূর্য এবং অগ্নি—এই তিন রূপিণী। সোমরূপে তিনি ঔষধিসমূহকে পোষণ করেন। কল্পবৃক্ষ, পুষ্প, ফল, লতা, গুল্ম, প্রভৃতি ঔষধিসমূহ ভেষজরূপী। সোমরূপে তিনি মহাস্তোমফলপ্রদ অমৃতরূপিণী। তিনি অমৃত দ্বারা দেবগণকে, অন্ন দ্বারা অন্নভোজী প্রাণিগণকে এবং তৃণ দ্বারা তদ্ভোজী প্রাণিগণকে পোষণ করেন। নীলাদেবী এই প্রকারে সোমরূপে সমস্ত প্রাণিবর্গের তৃপ্তি সাধন করেন। সূর্যরূপে তিনি সমস্ত ভুবনকে প্রকাশ করেন: দিন, রাত্রি, পক্ষ, মাস, ইত্যাদি কালকে প্রকাশ করেন। অগ্নিরূপে তিনি প্রাণিগণের অন্ন-ভোজনার্থ ও জলপানার্থ ক্ষুধা ও পিপাসা'রূপা, দেবতাদিগের মুখরূপা, বনৌষধিদিগের শীত ও উষ্ণ রূপা, এবং কাষ্ঠের অন্তরে ও বাহিরে নিত্য ও অনিত্যরূপা হন।

এই তত্ত্ব-ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে পরে বৈখানস ঋষির নামোল্লেখ এবং বৈখানস মতের মাহাত্ম্য-খ্যাপন আছে। তাহাতে মনে হয় যে উহা বৈখানস সম্প্রদায়ের কোন না কোন আচার্যের হইবে। পূর্বোক্ত কাশ্যপের এবং মরীচির মত হইতে উহা কিঞ্চিৎ ভিন্ন।

বৈখানসাগমশাস্ত্রের মতে, মহাপ্রলয়ে যখন সমস্ত সৃষ্টজগৎপ্রপঞ্চ তিরোহিত হয়, তখন শ্রী বা প্রকৃতি ভগবান্ বিষ্ণুতে প্রলীন হন,—তাঁহা হইতে অপৃথগ্ভূতা হন; তার পর প্রলয়ান্তে নূতন সৃষ্টির প্রারম্ভে তিনি পুনরায় পৃথগ্ভূতা হন। কোথাও কোথাও আরও উক্ত হইয়াছে যে তখন বিষ্ণু শ্রীবৎস-রূপ হন: এবং যেহেতু শ্রী তখন তাঁহার বক্ষে স্থিত থাকেন সেইহেতু তিনি

১) 'প্রকীর্ণাধিকার', ক্রিয়াপাদ ৩০।৩৩·১

২) "প্রণবপ্রকৃতিরূপত্বাৎ সা সীতা প্রকৃতিরুচ্যতে।" (সীতোপনিৎ)

"প্রণবত্বাৎ প্রকৃতিরিতি বদন্তি ব্রহ্মবাদিনঃ" (রামোত্তরতাপিনীউপ)

৩) দেখ— "পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে
স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়া চ।" (শ্বেতউ, ৬।৮·১)

৪) শ্রেডার লিখিয়াছেন যে 'সীতোপনিষদে' শ্রী, ভূমি এবং নীলাকে যথাক্রমে দেবীর ইচ্ছা, ক্রিয়া, এবং সাক্ষাৎ শক্তির সহিত অভিন্ন বলা হইয়াছে। Introd. to the Pancaratra, p, 54) তাহা সত্য নহে

'শ্রীবৎসাঙ্ক' বলিয়া অভিহিত হন।[১] যেহেতু পৃথগ্ভূতা রূপে বোধগম্য প্রকৃতি তাঁহা হইতে নির্গতা হয়, সেইহেতু বলা হয় যে তিনি "প্রকৃতে মূর্লম্" ('প্রকৃতির মূল')।[২]

মূর্তিবাদ—বৈখানস আগম শাস্ত্রের মতে পরমতত্ত্ব নারায়ণের পাঁচটি "মূর্তি" আছে,—বিষ্ণু, পুরুষ, সত্য, অচ্যুত, এবং অনিরুদ্ধ। উঁহারা "পঞ্চমূর্তি" নামে খ্যাত।[৩] উঁহাদের মধ্যে বিষ্ণুকে (বা নারায়ণকে) "আদিমূর্তি" বলা হয়; এবং অপর চারি মূর্তিকে কখন কখন উঁহারই ভেদ বলিয়া মনে করা হইয়া থাকে।[৪] অথবা বলা হয় যে একই পরম পুরুষ সংজ্ঞা-ভেদে পাঁচ।[৫]

ঐ পঞ্চমূর্তি-ভেদ ঔপাধিক। অগ্নি, বায়ু, প্রভৃতির দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহা বিশদ করিয়া বুঝান হইয়াছে। মহর্ষি মরীচি লিখিয়াছেন,[৬]

"তথায় পরমাত্মাই পঞ্চধা হন।
'স বা এষ পুরুষঃ পঞ্চধা পঞ্চাত্মা'[৭]

---

১) "মহাপ্রলয়কালে তু সর্বলোকবিনাশনে॥
তস্মিন্ অপি চ কালে তু বৎসরূপাবসৎ স্বয়ং।
শ্রীবৎসাঙ্কো হরিস্তস্মাৎ যস্মাৎ শ্রীঃ বক্ষসি স্থিতাঃ॥
প্রলয়ান্তে পুনর্স্থষ্টৌ পৃথগ্ভূতা চ সা ভবেৎ।
স্ত্রীদেবতানাং সর্বাসাং বেদমূর্তিত্বমীয়ুসি॥ ইতি
—['পরমাত্মোপনিষদ্‌ভাষ্য' (১৪৪—৫ পৃষ্ঠা) ধৃত বচন]

আরও দেখ—আনন্দসং, ১৫।৫

২) 'বিমানার্চনাকল্প', ৪ পৃষ্ঠা।

১) 'সমূর্তার্চনাধিকরণ', ৩৭।২; 'বিমানার্চনাকল্প', ৯৫ পটল (৫০৯ পৃষ্ঠা); 'জ্ঞানকাণ্ড', ৩৩-৪ অধ্যায় (৫০—১ পৃষ্ঠা) ৭৭ অধ্যায় (১২১ পৃষ্ঠা)।

২) 'সমূর্তনাধিকরণ', ২১।২; ৩৭।৪'১, ১৫ ইত্যাদি; 'বিমানার্চনাকল্প', ৯৫ পটল (৫০৯ পৃষ্ঠা) 'বৈখানসাগম', ৭০ পটল (২৩২ পৃষ্ঠা); প্রকীর্ণাধিকার', ক্রিয়াপদ, ৩৩।১১; 'জ্ঞানকাণ্ড', ৭৭ অধ্যায় (১২১ পৃষ্ঠা)।

৩) একঃ পুরুষঃ পঞ্চভিঃ সংজ্ঞাভেদত্বাৎ"—('বৈখানসাগম', ৩৪ পটল (১৫১ পৃষ্ঠা)।

'বৈখানসগৃহ্যসূত্রে' আছে,

"নারায়ণং বিষ্ণুং পুরুষং সত্যমচ্যুতমনিরুদ্ধং শ্রিয়ং মহীমিতি নাম্নাহবাহ্য" ইত্যাদি। (৪।১১ (৬৪ পৃষ্ঠা) সুতরাং তন্মতে নারায়ণ, বিষ্ণু, প্রভৃতি একেরই সংজ্ঞাভেদ মাত্র।

'বৃদ্ধগৌতমসংহিতা'র একটা বচনে আছে, "তোমার মূর্তিসমূহ কীদৃশ? বৈখানসগণ কি প্রকার বলেন? আর পাঞ্চরাত্রিকগণ কি প্রকার বলেন?"—এই প্রশ্নের উত্তরে ভগবান্ কৃষ্ণ বলেন, "বৈখানসবিদ্ জনগণ" তাঁহাকে পুরুষ, সত্য, অচ্যুত এবং অনিরুদ্ধ বলেন, আর পাঞ্চরাত্রিকগণ তাঁহাকে বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন এবং অনিরুদ্ধ বলেন। ('বৃদ্ধগৌতমসংহিতা', ৮।৮২—৩, ৮৬'২—৮৮) তাহাতে ইহা দেখান হইয়াছে বোধ হয় যেন উভয়েই ভগবানের মূর্তি সংখ্যায় চার বলিয়া মানে। পরন্তু উহা ঠিক নহে। উক্ত সংহিতার একটা বচন এখানে উল্লেখ-যোগ্য। কৃষ্ণ বলেন,

"এতান্যন্যানি রাজেন্দ্র! সংজ্ঞাভেদেন মূর্তয়ঃ।
বিদ্ধ্যনর্থান্তরায়ৈব মামেব চার্চয়েদ্‌বুধঃ॥"

৪) 'বিমানার্চনাকল্প', ৯৭ পটল (৫০৯ পৃষ্ঠা; 'বৈখানসাগম', ৭০ পটল (২৩১—২ পৃষ্ঠা)।

৫) তৈত্তিআ, ১০।৬৩ 'বিষ্ণুপুরাণে' অক্রূর-কৃত কৃষ্ণ-স্তুতিতে আছে,
"ভূতাত্মা চেন্দ্রিয়াত্মা চ প্রধানাত্মা তথা ভবান্।
আত্মা চ পরমাত্মা চ ত্বমেকঃ পঞ্চধা স্থিতঃ॥"—(৫।১৮।৫০)

(সেই ঐ পুরুষ পঞ্চধা পঞ্চাত্মা (হন)—এই শ্রুতি (তাহা বলিয়াছেন)। সুতরাং আকাশাদি (পঞ্চ) মহাভূতসমূহেরই ক্রমে পরমাত্মায় ভেদ (হয়)। (অথবা) সভ্য, আহবনীয়, অন্বাহার্য, গার্হপত্য, এবং আবসথ্য—এই পঞ্চ অগ্নি (ভেদের) ন্যায়। শ্রুতি (বলিয়াছেন),

'পঞ্চধাঽগ্নীন্ ব্যক্রমদ্বিরাট্ স্রষ্টা'

(স্রষ্টা বিরাট্ অগ্নিকে পঞ্চধা করেন)। (অথবা) প্রাণাদিপঞ্চবায়ুভেদের ন্যায় (পরমাত্মা) পঞ্চমূর্তিভেদে ভিন্ন হন।[১] শ্রুতি (বলিয়াছেন),—

'পোপূয়মানঃ পঞ্চভিঃ স্বগুণৈঃ প্রসন্নৈঃ সর্বানিমান্ ধারয়িষ্যসি।'[২]

(পাঁচ প্রসন্ন স্বগুণ দ্বারা হইয়া তুমি এই সমস্ত ধারণ করিবে)।"

অত্রি বলিয়াছেন, "যেমন একই বায়ুর পঞ্চধা ভেদ কথিত হইয়া থাকে, তেমন (একই) বিষ্ণুর মূর্তির, সর্বপ্রাণীর হিতার্থই, নামরূপাদিভেদে পঞ্চধা ভেদ কথিত হয়। '(স বা) এষ পুরুষঃ পঞ্চধা পঞ্চাত্মা'—এই ঋক্‌শ্রুতি তাহা বলিয়াছেন। তথা (যেমন) তদর্থেই (অর্থাৎ সর্ব প্রাণীর হিতার্থেই) (বিদ্বান্‌গণ একই অগ্নির নামমন্ত্রক্রিয়াদিতে পঞ্চধা ভেদ করিয়া থাকেন, (তেমন) প্রভু হরির প্রতিষ্ঠায় পঞ্চধা ভেদ করিয়া থাকেন।"[২]

আবার কখন কখন বলা হইয়াছে যে আদিমূর্তি বিষ্ণুর ধর্মাদি গুণচতুষ্টয়-ভেদেই তাঁহার পুরুষাদি মূর্তি-চতুষ্টয় কল্পনা করা হইয়াছে; সুতরাং উঁহারা তাঁহার গুণস্বরূপই। মরীচি বলিয়াছেন, "সুতরাং বিষ্ণু, পুরুষ, সত্য, অচ্যুত এবং অনিরুদ্ধ—এই পাঁচ মূর্তির মধ্যে বিষ্ণু আদিমূর্তি, এবং (অপর) চারি মূর্তি তাঁহারই ভেদসমূহ। শ্রুতি বলিয়াছেন, 'তদ্বিষ্ণোঃ শ্রমাপনোদায় চতুর্গুণায়েতি' ('উঁহারা সেই বিষ্ণুর শ্রমাপনোদর্থ এবং চতুর্গুণার্থ)। সেই হেতু ব্রহ্ম চতুষ্পাদ হন। পাদ, অর্ধ (বা দ্বিপাদ), ত্রিপাদ, এবং কেবল ক্রমে ধর্ম, জ্ঞান, ঐশ্বর্য, এবং বৈরাগ্য,—এই (চারি) বিষয়-গুণ হেতু চারি মূর্তি হন। আদি মূর্তিরই চতুর্মূর্তিত্ব হেতু ক্রমে বিষ্ণু, মহাবিষ্ণু, সদাবিষ্ণু এবং সর্বব্যাপী নারায়ণ—এই চারিমূর্তি হন।[৩] বিষ্ণুর অংশ পুরুষ; মহাবিষ্ণুর অংশ সত্য; সদাবিষ্ণুর অংশ অচ্যুত, এবং সর্বব্যাপীর অংশ অনিরুদ্ধ—ধর্মাদি-ব্রহ্মগুণ দ্বারা এই চতুর্ধা ভিন্ন হন। পুরুষ পুরুষাত্মক, পরমপুরুষ, এবং ধর্মময়। সত্য সত্যাত্মক জ্ঞান, এবং সর্বতেজোময়। অচ্যুত অপরিমিত ঐশ্বর্য এবং শ্রীপতি। অনিরুদ্ধ মহান্ বৈরাগ্য এবং সর্বসংহার।"[৪] অন্যত্র তিনি লিখিয়াছেন, "সর্বেশ্বর এবং সর্বকারণকারণ শ্রীমান্ বিষ্ণু হীন, অধিকসম তত্ত্বভাব হেতু সর্বত চতুর্বিধ। পাদ, অর্ধ, ত্রিপাদ এবং কেবল হইতে সেই পুরুষাদি চারি মূর্তি প্রকল্পিত হইয়াছে। উঁহারা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারি বর্ণের ধর্মের সমৃদ্ধিপ্রদ; ভূ, ভুব, স্বঃ, ও মহ—এই চারি লোক বর্ণ সমাশ্রিত; এবং

---

১) 'বৈখানসগৃহ্যসূত্রে' বায়ুর ও অগ্নির পঞ্চভেদের সামঞ্জস্য প্রদর্শিত হইয়াছে। কথিত হইয়াছে যে 'প্রাণাগ্নিহোত্রবিধানে' প্রাণ গার্হপত্য, অপান আহবনীয়, ব্যান অন্বাহার্য, উদান সভ্য এবং সমান আবসথ্য। (বৈখাগৃহ্যসূ, ২।১৮ (৩৪ পৃষ্ঠা)।

২) 'সমূর্তার্চনাধিকরণ', ২৯।৬৫—২৭

৩) ঐ চারি মূর্তির নারায়ণের 'সর্বব্যাপী' বিশেষণ থাকাতে মনে হয়, অপর তিন মূর্তি সর্বব্যাপী নহেন; পরিচ্ছিন্নই।

৪) 'বিমানার্চনাকল্প', ৯৫ পটল (৫০৯—৫১০ পৃষ্ঠা); 'বৈখানসাগম', ৭০ পটল (২৩২ পৃষ্ঠা)

যাগাদি সর্ব ইষ্টের পূর্তির জন্য স্ব স্ব লাঞ্ছনযুক্ত আহবনীয়, অন্বাহার্য, গার্হপত্য, এবং আবসথক (অগ্নি)। এই প্রকারে (পরম পুরুষ) চারি গুণ দ্বারা ভিন্ন।"[১] মহর্ষি অত্রি বলেন, "ধর্ম, জ্ঞান, ঐশ্বর্য, এবং বৈরাগ্য—এই সকল আদিমূর্তির ভিন্ন ভিন্ন গুণসমূহ। পুরুষাদি চতুষ্টয় আদিমূর্তি বিষ্ণুরই ভিন্ন ভিন্ন মূর্তিসমূহ এবং তাঁহার গুণসমূহ ('তদ্‌গুণাঃ')। (যেমন) ঋক্, যজু, সাম, এবং অথর্ব—এই চারিটি বেদই, (তেমন পুরুষাদি বিষ্ণুই)। এ মূর্তিসমূহ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রের বৃদ্ধি-প্রদ। উঁহারা যথাক্রমে ভূ, ভুব, স্ব ও মহ—এই চারি লোক; এবং কৃত, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি—এই চারি যুগ। পুরুষাদি মূর্তিসমূহ এই প্রকারে চতুর্ধা সংভিন্ন।"[২] পুরুষ পুরুষাত্মা ও পরপুরুষ, তথা ধর্মময়; সত্য সত্যাত্মক জ্ঞান ও সর্বসংহার; অচ্যুত অপরিমিত ঐশ্বর্য ও শ্রীপতি; এবং অনিরুদ্ধ মহান্ বৈরাগ্য ও সর্বতেজোময়।[৩] মরীচির সহিত অত্রির এই বিষয়ে কিঞ্চিৎ মতভেদ দেখা যায়। মরীচির মতে সত্য সর্বতেজোময়, এবং অনিরুদ্ধ সর্বসংহার; আর অত্রির মত উহার ঠিক বিপরীত,—সত্য সর্বসংহার, এবং অনিরুদ্ধ সর্বতেজোময়। হইতে পারে যে উঁহাদের ঐ মতভেদ বাস্তব নহে,—উঁহাদের মূল রচনায় ছিল না; লিপিকরের কিংবা মুদ্রাকরের প্রমাদবশতই মুদ্রিত এবং প্রকাশিত গ্রন্থে দৃষ্ট হইতেছে মাত্র।[৪]

মহর্ষি কাশ্যপ লিখিয়াছেন, "সেই ব্রহ্মই সত্ত্বের উৎকর্ষ এবং নিকর্ষ বশতঃ প্রাণিগণের নিকট চতুর্ধা ভিন্ন হন। সত্ত্বত পাদ, অর্ধ (বা দ্বিপাদ), ত্রিপাদ এবং কেবল ক্রমে ধর্ম, জ্ঞান, ঐশ্বর্য, এবং বৈরাগ্য বিষয়ক এই চারি মূর্তি হইয়া থাকেন। এই মূর্তিসমূহে যে কূটস্থ সূক্ষ্মমূর্তি সত্তামাত্র, তিনিই এইখানে (অর্থাৎ এই বৈখানসশাস্ত্রে) বিষ্ণু নামে আখ্যাত পরব্রহ্ম।"[৫] পরে কিঞ্চিৎ বিস্তারিতভাবে তিনি বলিয়াছেন, "বিষ্ণু, পুরুষ, সত্য, অচ্যুত, এবং অনিরুদ্ধ—ইহারাই পঞ্চমূর্তি। উঁহাদের মধ্যে বিষ্ণু আদি এবং পরম। তাঁহা হইতে ধর্ম, জ্ঞান, ঐশ্বর্য এবং বৈরাগ্য—এই চারি গুণ দ্বারা পুরুষাদি চারি মূর্তি হয়। সুতরাং উঁহারা আদিমূর্তি হইতে অভিন্নই। পুরুষমূর্তি ধর্মগুণ দ্বারা, সত্যমূর্তি জ্ঞান দ্বারা, অচ্যুতমূর্তি ঐশ্বর্য দ্বারা, এবং অনিরুদ্ধমূর্তি বৈরাগ্যগুণ দ্বারা ভিন্ন। এই মূর্তিসমূহ চতুর্যুগ, চতুর্বর্গ, চতুর্বেদ, এবং চতুর্বর্ণ-সমৃদ্ধ-প্রদ হয়। পঞ্চমূর্তিবিধান একই আদিমূর্তিরই পঞ্চভেদকল্পনামাত্র।...যেমন একই অগ্নির কুণ্ড, দিক, নাম, মন্ত্র, এবং ক্রিয়া ভেদে পঞ্চধা অগ্নিহোত্রাহুতি, তেমন একই দেবেশেরই দিক্, গর্ভালয়, মূর্তি, নাম, মন্ত্র, এবং ক্রিয়া ভেদে পঞ্চধা অর্চন।"[৬]

মহর্ষি ভৃগু লিখিয়াছেন, "শ্রুতি-সম্মত ব্যূহ পঞ্চধা বলিয়া প্রোক্ত হয়। (কেননা,) দেব বিষ্ণু আদি ভেদে পঞ্চধা ব্যবস্থিত হন। শ্রুতি বলিয়াছেন, 'স বা এষ পুরুষঃ পঞ্চধা পঞ্চাত্মা';

---

১) আনন্দসং, ১।২৭-৩১'১ ২) 'সমূর্তার্চনাধিকরণ', ৩৭।৩-৬

৩) ঐ, ৪১।১০, ১৬, ২১'২ ও ২৬—৭

৪) কাশ্যপের মতে অনিরুদ্ধ 'সর্বতেজোময়'। ('জ্ঞানকাণ্ড', ৭৮ অধ্যায় (১২৬ পৃষ্ঠা) পরন্তু তিনি সত্যকে সর্বসংহার বলেন নাই।

৫) 'জ্ঞানকাণ্ড', ৩৫ অধ্যায় (৫২ পৃষ্ঠা)।

৬) 'জ্ঞানকাণ্ড', ৭৭ অধ্যায় (১২১ পৃষ্ঠা)।

তথা, 'পোপূয়মানঃ পঞ্চভিঃ স্বগুণৈঃ।' ঐ (পঞ্চ)মূর্তির আদিমূর্তি বিষ্ণু। পুরুষাদি ভিন্ন-লক্ষণ চারি মূর্তি উঁহারই ভেদসমূহ। শ্রুতিতে আছে, 'তদ্বিষ্ণোঃ শ্রমাপনোদায় চতুর্গুণায়েতি।' তাই বেদবিদ্গণ বলেন, 'ব্রহ্ম চতুষ্পাদ'। তাঁহা হইতে,—(তাঁহার) পাদ, অর্ধ (=দ্বিপাদ), ত্রিপাদ, এবং কেবল হইতে, শক্তিভেদে ক্রমে ধর্ম, জ্ঞান, ঐশ্বর্য, এবং বৈরাগ্য নামক গুণ দ্বারা যুক্ত, তথা নিজ নিজ বিষয়সমূহের দ্বারা যুক্ত, চারি মূর্তি হয়। চাতুরাত্ম্য আদিমূর্তিরই। উঁহারাই চারি মূর্তি। উঁহাদের নাম যথাক্রমে বিষ্ণু, মহাবিষ্ণু, সদাবিষ্ণু, এবং ব্যাপী নারায়ণ। বিষ্ণুর অংশ পুরুষ, মহাবিষ্ণুর অংশ সত্য, সদাবিষ্ণুর অংশ অচ্যুত, এবং ব্যাপী (নারায়ণের) অংশ অনিরুদ্ধ। ধর্মাদি ব্রহ্মগুণসমূহ দ্বারা চতুর্ধা উক্ত বলিয়া জান।"[১] তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন, "হে মুনিবরগণ, আমি পঞ্চমূর্তিসমূহের ভেদ বলিব। ধর্ম, জ্ঞান, ঐশ্বর্য, এবং বৈরাগ্য,—(এই গুণচতুষ্টয়) ব্যষ্টিরূপে পৃথক্ হইয়া পুরুষাদি মূর্তিসমূহ সম্পন্ন হয়। আর উহাদের সমষ্টিরূপ ইনি 'ভগবান্' বলিয়া উক্ত হন। সর্বব্যাপনশীলত্ব হেতু তিনি 'বিষ্ণু' বলিয়া অভিহিত হন। পুর তাঁহার দ্বারা উষিত বলিয়া তিনি 'পুরুষ' বলিয়া পরিকীর্তিত। স-কার জীবকে নির্দেশ করে, আর ত-কার পর-বাচক। যেহেতু উহাদের সংসর্গ-শক্তি, সেইহেতু 'সত্য' বলিয়া উদাহৃত হন। অ-কার পর-বাচক, আর চ-কার জীব-বাচক; উ-কার প্রকৃতি বলিয়া, এবং ত-কার কাল বলিয়া উক্ত হয়। তাই (তিনি) 'অচ্যুত' বলিয়া কথিত হন।"[২] প্রকারান্তরে তিনি বলিয়াছেন, "বিশ্বব্যাপিতা হেতুই ইনি 'বিষ্ণু' বলিয়া শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ কর্তৃক উদীরিত হন। পুর-সংজ্ঞক এই শরীরে শয়ন হেতু তিনি 'পুরুষ' বলিয়া স্মৃত। অবাধিতার্থত্ব এবং নিত্যত্ব হেতু তিনি 'সত্য' বলিয়া প্রকীর্তিত। অচ্যবন হেতুতেই সেই হরি 'অচ্যুত' বলিয়া সমুদীরিত। সর্বত্র অনিরোধন হেতু তিনি 'অনিরুদ্ধ' বলিয়া প্রোক্ত হন।"[৩]

যেহেতু পুরুষাদি চতুষ্টয়কে আদিমূর্তি বিষ্ণুর ধর্মাদিগুণভেদচতুষ্টয় জনিত মূর্তিভেদচতুষ্টয় মনে করা হয়, সেইহেতু বৈখানসাগমে কখন কখন বলা হইয়াছে যে বিষ্ণুই "চতুর্মূর্তি ও চতুর্গুণ"।[৪]

উপরে উল্লিখিত হইয়াছে যে বৈখানসশাস্ত্র মতে পরজ্যোতিঃস্বরূপ পরমাত্মার বিষ্ণুপুরুষাদি পঞ্চমূর্তিভেদকল্পনা অগ্নির গার্হপত্যাদি পঞ্চভেদকল্পনার ন্যায়। মহর্ষি অত্রি আরও বলিয়াছেন যে "ঐ পঞ্চ মূর্তিকে পঞ্চ অগ্নির অধিদেবতা বলিয়া পরিকল্পনা করিবে। বিষ্ণুমূর্তি সভ্যাগ্নির অধিদেবতা বলিয়া প্রকীর্তিত। সেই প্রকারে পুরুষ আহবনীয়াগ্নির দেবতা বলিয়া স্মৃত। সত্য অন্বাহার্যের এবং অচ্যুত গার্হপত্যের দেবতা (বলিয়া স্মৃত)। আবসথ্যের (অধিদেবতা) অনিরুদ্ধ। (এই রূপে) পঞ্চ (অগ্নির) পঞ্চ (অধি) দেবতা। বিষ্ণু মধ্যে, পুরুষ পূর্ব দিকে, সত্য দক্ষিণে, অচ্যুত পশ্চিমে, এবং অনিরুদ্ধ উত্তরে। তত্তৎ দেবতার

১) 'প্রকীর্ণাধিকার', ক্রিয়াপাদ, ৩৩।১৩-২১·১

২) 'মোক্ষোপায়-প্রদীপিকা'য় (১৫—৬ পৃষ্ঠায়) ধৃত ভৃগুর 'বাসাধিকারে'র বচন।

৩) 'প্রকীর্ণাধিকার', ক্রিয়াপাদ, ৩৬।২০৭·২-৯

৪) যথা দেখ,—

"প্রণম্য সর্বলোকেশং চতুর্মূর্তিং চতুর্গুণং।"—('সমূর্তার্চনাধিকরণ', ৯।১·১)

যথোচিত হোম তত্তৎ প্রদেশে প্রকল্পনা করিবে।”[১] পঞ্চ মূর্তিকে ঐ প্রকারে পঞ্চ অগ্নির অধিদেবতা বলিয়া পরিকল্পনা করার উল্লেখ ‘বৈখানসমন্ত্রসংহিতা’য় আছে।[২] অধ্যাপক রামকৃষ্ণ কবি বলেন, “ইহা প্রদর্শন করে যে বৈদিক অগ্নি-উপাসনা ধীরে ধীরে নিজেকে পঞ্চমূর্তি উপাসনাতে পরিণত করিয়াছে।”[৩]

বৈখানসাগমে কথিত হইয়াছে যে পুরুষাদি মূর্তিচতুষ্টয় আদিমূর্তি বিষ্ণুর ধর্মাদিগুণ-চতুষ্টয়ভেদে কল্পিত এবং তাঁহার গুণস্বরূপ। অধ্যাপক রামকৃষ্ণ কবি বলেন যে বিষ্ণুপুরুষাদি পঞ্চমূর্তি ভগবানের এবং তাঁহার গুণসমূহের অভিব্যক্তি বলিয়া মনে হয়। ‘বিষ্ণু’ সর্বব্যাপী,—দেশতঃ অনন্ত। ‘পুরুষ’ চৈতন্য,—যাহা প্রাণীদিগেতে প্রাণ উৎপন্ন করে। ‘সত্য’ স্থির বা অচল সত্তা,—যাহা কাল দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নহে, সুতরাং অনাদি অর্থাৎ অনুৎপন্ন। যাহা আপন স্বরূপ হইতে চ্যুত হয় না বা বিকারগ্রস্ত হয় না, অর্থাৎ যাহা বাহ্য প্রভাব বশতঃ কোন প্রকার পরিণাম প্রাপ্ত হয় না, তাহা ‘অচ্যুত’। যাহাকে বাহিরের কিছু দ্বারা হীন, সীমিত বা নিরুদ্ধ করা যায় না, তাহা ‘অনিরুদ্ধ’।[৪]

ইহা প্রণিধান কর্তব্য যে যে পরমাত্মার শ্রুত্যুক্ত পঞ্চমূর্তিভবন সম্বন্ধে মহর্ষি মরীচি, অগ্নির এবং বায়ুর দৃষ্টান্ত ব্যতীত, আকাশাদি পঞ্চমহাভূত ক্রমে পরমাত্মার ভেদ-ভবনের দৃষ্টান্তও দিয়াছেন। শ্রুতিতে আছে, পরমাত্মা হইতে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে তেজ, তেজ হইতে জল, এবং জল হইতে পৃথিবী ক্রমে উৎপন্ন হয়।[৫] তাহাতে মনে হইতে পারে যে বিষ্ণুপুরুষাদি পঞ্চমূর্তি পরমাত্মা হইতে সেই প্রকারে উৎপন্ন হয়। পরন্তু ঐ প্রকারের কোন স্পষ্ট উক্তি কোন বৈখানসাগমে আমরা এই পর্যন্ত পাই নাই। ‘জয়াখ্যসংহিতা’ নামে এক প্রাচীন পাঞ্চরাত্রাগমে প্রায় ঐ প্রকারের কথা আছে। তন্মতে বাসুদেব হইতে অচ্যুত, অচ্যুত হইতে সত্য, এবং সত্য হইতে পুরুষ বা অনন্ত ক্রমে উৎপন্ন হন :—প্রকাশস্বরূপ ভগবান্ বাসুদেব স্বীয় তেজ দ্বারা নিজেকে ক্ষুভিত এবং বিদ্যুৎবৎ স্বাদীপ্ত করত (“স্বাদীপ্তং ক্ষোভয়িত্বা তু বিদ্যুৎ-বৎ স্বেন তেজসা”) অচ্যুতকে সৃষ্টি করেন (“অচ্যুতং চাসৃজৎ”) ; অচ্যুত সেই প্রকারে নিজের স্বরূপকে ক্ষুভিত করত সত্যকে “উৎপন্ন করেন” ; ইত্যাদি।[৬]

বৈখানসাগমে কখন কখন বিবৃত হইয়াছে যে বিশ্বস্রষ্টা ভগবান্ ব্রহ্মা অগ্নিকে পঞ্চধা সৃষ্টি করেন, এবং পঞ্চ লোকে স্থাপন করেন। তিনি আহবনীয়কে স্বর্গলোকে, অন্বাহার্যকে

---

১) ‘সমূর্তার্চনাধিকরণ’, ২৯।৬৮—৭১ ; আরও দেখ—ঐ, ৩৮।৮.২-৯ ; ‘বিমানার্চনাকল্প’, ৩৭ পটল (২২৫—৬ পৃষ্ঠা) ; ‘জ্ঞানকাণ্ড’, ৭৮ অধ্যায় (১২৩ পৃষ্ঠা)।

২) উহাতে আরও আছে যে পৌণ্ডরীকাগ্নির অধিদেবতা বাসুদেব, ঔপাসনাগ্নির অধিদেবতা নারায়ণ, এবং শ্রামণকাগ্নির অধিদেবতা বিশ্বে দেবা। (‘বৈখানসস্মার্তসূত্রে’র কলন্দ-কৃত ইংরাজী ভাষান্তরের ১৮৮ পৃষ্ঠার ৭ পাদটীকা দেখ)। মারীচি লিখিয়াছেন,

“ব্যূহস্তু দেহচলনহেতুনাং মুনিপুঙ্গব॥
চতুর্ণাং মানসাদীনর্ণাং অধিদৈবতমেব হি।”—(আনন্দসং, ১৪।৯.২-১০.১

৩) ‘সমূর্তার্চনাধিকরণে’র ইংরাজী ভূমিকা, ৭—৮ পৃষ্ঠা।

৪) ঐ, ৯—১০ পৃষ্ঠা।

৫) যথা দেখ—তৈত্তিউ, ২।১ ; ‘ব্রহ্মসূত্র’

৬) পূর্বে দেখ।

অন্তরিক্ষ লোকে, গার্হপত্যকে ভুলোকে, আবসথ্যকে মহলোকে, এবং সত্য অগ্নিকে জনলোকে স্থাপন করেন।[১] সুতরাং ঐ পঞ্চ অগ্নির অধিদেবতা পঞ্চ মূর্তি ও ঐ পঞ্চ লোকে অবস্থিত বলিয়া মনে করিতে হইবে। 'বৈখানসমন্ত্রসংহিতা'য় তাহা পরিষ্কার উক্ত হইয়াছে,—বিষ্ণু "জন-পুরুষ", পুরুষ "স্বঃ-পুরুষ", সত্য "ভুবঃ-পুরুষ", অচ্যুত "ভূঃ-পুরুষ", অনিরুদ্ধ "মহঃ-পুরুষ", বাসুদেব "তপঃ-পুরুষ", এবং নারায়ণ "সত্য-পুরুষ"।[২] কোন কোন বৈখানসাগমেও তাহার উল্লেখ আছে।[৩]

অবতারবাদ—মহর্ষি মরীচি লিখিয়াছেন, সৃষ্ট জগতের অবিচ্ছিন্ন প্রবৃত্তির জন্য এবং বেদশাস্ত্রের অর্থসিদ্ধির জন্য সাধুদিগকে সংরক্ষণ এবং দুষ্টদিগকে বিনাশ করিয়া ধর্ম সংস্থাপন করিতে ভগবান্ নারায়ণ যুগে যুগে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া লীলা করেন।[৪] মহর্ষি কাশ্যপ বলিয়াছেন, যখন যখন ধর্মের গ্লানি হয়, তখন তখন উহাকে পরিপালনার্থ ভগবান্ নারায়ণ হইতে "প্রত্যংশরূপসমূহ" যুগে যুগে প্রজাত হয়।[৫] মহর্ষি ভৃগু বলিয়াছেন, "যখন ধর্মের গ্লানি এবং অধর্মের বৃদ্ধি হয়, তখন (জগতের) ভর্তা মহাবিষ্ণু নিজে নিজেকে অবতাররূপে (পৃথিবীতে) সৃষ্টি করেন।[৬]

বৈখানস শাস্ত্রে সাধারণতঃ উক্ত হইয়াছে যে "অবতার" বা "প্রাদুর্ভাব" দশটি,—মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নরসিংহ, বামন, (জামদগ্ন্য) রাম, (রাঘব) রাম, যাদব (রাম), কৃষ্ণ, এবং কল্কী।[৭] কোথাও কোথাও উঁহাদের প্রথম পাঁচটীকে "আবির্ভাব" ও "বর", এবং অপর পাঁচটিকে "প্রাদুর্ভাব" বলা হইয়াছে।[৮] উঁহাদের কাহারও কাহারও অবান্তর ভেদের কথাও আছে। যথা, কথিত হয় যে বরাহাবতার ত্রিবিধ—আদি-বরাহ, প্রলয়-বরাহ, এবং যজ্ঞ-বরাহ; নরসিংহ অবতার দ্বিবিধ—গিরিজ ও স্থূণাজ; এবং বামন বা ত্রিবিক্রম অবতার ত্রিবিধ।[৯] এবং দশ

১) 'বিমানার্চনাকল্প', ৩০ পটল (২১৫ পৃষ্ঠা); 'সমূর্তার্চনাধিকরণ', ২৯।১৪-৬; 'জ্ঞানকাণ্ড', ৫ অধ্যায় (৬ পৃষ্ঠা)।

মহর্ষি কাশ্যপ কিঞ্চিৎ ভিন্ন প্রকারেও বলিয়াছেন যে আহবনীয় স্বর্গলোক, অন্বাহার্য অন্তরিক্ষলোক, গার্হপত্য ভুলোক, আবস্থ্য মহ-লোক এবং সভ্যাগ্নি জন-লোক। ('জ্ঞানকাণ্ড', ৪৪ অধ্যায় (৬২ পৃষ্ঠা)

২) 'বৈখানসস্মার্তসূত্রে'র কলন্দ-কৃত ইংরাজী ভাষান্তরের ১৮৮ পৃষ্ঠার ৭ পাদটীকায় ধৃত বচন দেখ।

৩) 'বিমানার্চনাকল্প', ৩১ পটল (২২১ পৃষ্ঠা), 'জ্ঞানকাণ্ড', ৬৩ অধ্যায় (৯০ পৃষ্ঠা)

৪) আনন্দসং, ১৫।১০-১১; আরও দেখ—ঐ, ৪।৮'২-৯ 'গীতা'র এই সুপ্রসিদ্ধ বচনও উহাতে আছে,—

"পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্॥
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।"—(আনন্দসং, ১৬।১৩'২—১৪'১)

৫) 'জ্ঞানকাণ্ড', ৩৬ অধ্যায় (৫৪ পৃষ্ঠা)

৬) প্রকীর্ণাধিকার, ক্রিয়াপাদ, ৩৭।১৪৬

৭) 'সমূর্তার্চনাধিকরণ', ৫৮।২; 'বিমানর্চনাকল্প', ২১ পটল (১৪১ পৃষ্ঠা); ৫৫ পটল (৩৬৩ পৃষ্ঠা); **'বৈখানসাগম'**, ২২ পটল (৭২ পৃষ্ঠা); ৫৭ পটল (১৯৫ পৃষ্ঠা); 'জ্ঞানকাণ্ড', ৩৭ অধ্যায় (৫৪ পৃষ্ঠা); ৭৯ অধ্যায় (১২৭ পৃষ্ঠা; 'প্রকীর্ণাধিকার', ক্রিয়াপাদ, ১৩।৪'২—৫'১

৮) 'সমূর্তার্চনাধিকরণ', ৫৮।৩

৯) ঐ, ৫৮।২৫-৬; ৫৯।১, ৪৮; 'বিমানার্চনাকল্প', ৫৬ পটল (৩৬৬ পৃষ্ঠা); ৫৭ পটল (৩৬৯ ও ৩৭৪ পৃষ্ঠা)

অবতারের সকলেই আদিমূর্তি বিষ্ণুরই রূপভেদ।[১] সুতরাং উঁহাদিগের কাহারও অর্চনা করিলে আদিমূর্তিরই অর্চনা হয়। যেমন বিষ্ণুর প্রতিষ্ঠার্চনাস্নপনাদি করিতে হয়, তেমন উঁহাদেরও কর্তব্য।[২]

ভগবান্ বিষ্ণুর মৎস্যাদি চার অবতার ধারণের বিশেষ বিশেষ নিমিত্ত সম্বন্ধে বৈখানসাগমে মহাভারতপুরাণাদি হইতে কিঞ্চিৎ ভিন্ন প্রকারের কথাও পাওয়া যায়। যথা, কথিত হইয়াছে যে প্রাচীন কালে যুগের আদিতে মহাপ্রলয়ে এই জগৎ জলে নিমজ্জিত ছিল। তখন ভগবান্ বিষ্ণু মহামৎস্য হইয়া সমস্ত জল উপসংহৃত করেন। বেদসমূহের সমুদ্ধরণার্থও তিনি মৎস্যরূপ হন। অত্রি লিখিয়াছেন সৃষ্টির প্রারম্ভে এক মহত্তর অণ্ড উৎপন্ন হয়। সহস্র যুগ পর্যন্ত উহা ঐ এক রূপেই নিশ্চলভাবে ব্যবস্থিত রহিল। অনন্তর উহা চলিতে আরম্ভ করে। তাহা দেখিয়া ভগবান্ হরি চিন্তিত হইয়া পড়েন। তিনি কূর্মরূপ হইয়া ঐ অণ্ডকে ধারণ করেন।[৩] কাশ্যপ বলেন, কূর্ম প্রাদুর্ভাব দ্বিবিধ; স্বস্থান হইতে চলিত জগদণ্ডকে ধারণার্থ প্রথম, এবং অমৃতমন্থনে মন্দরাচলকে ভরণার্থ দ্বিতীয়।[৪] ভৃগু এই দ্বিতীয় কূর্মাবতারের উল্লেখ করিয়াছেন।[৫]

বিষ্ণুর বরাহাবির্ভাব ত্রিবিধ—আদি-বরাহ, প্রলয়-বরাহ, এবং নর-বরাহ বা যজ্ঞ-বরাহ। পুরাকালে ভগবান্ দেবতা, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, প্রভৃতি, স্থাবর ও জঙ্গম, নানাবিধ প্রাণী সৃষ্টি করেন। কালক্রমে উহাদের সংখ্যা এত বাড়িয়া গেল যে উহাদের ভারে অতীব প্রপীড়িত হইয়া পৃথিবী রসাতলে নিমগ্ন হয়। সেইখানে থাকিয়া পৃথিবী আপন উদ্ধারের জন্য ভগবান্ হরিকে ধ্যান করিতে লাগিল। তখন ভগবান্ মহাবরাহরূপ ধারণ করত পৃথিবীকে রসাতল হইতে উদ্ধৃত করেন। উহাই আদি-বরাহ। কল্পান্তে যখন মহাপ্রলয় হয় এবং সমস্ত সৃষ্টি জলময় হয়, তখন ঐ জলকে উপসংহৃত করিতে ভগবান্ বিষ্ণু বরাহরূপ ধারণ করেন। উহাকে প্রলয়-বরাহ বলা হয়। বলবান্ দৈত্যেন্দ্র হিরণ্যাক্ষ বর প্রাপ্ত হইয়া দর্পে উন্মত্ত হইয়া উঠে। ঐ দুর্বুদ্ধি তখন যজ্ঞ-বিদ্বেষক হয়। ভগবান্ বিষ্ণু "নরস্থকরমূর্তিমান্" হইয়া তাহাকে বধ করেন। ঐ মহাবলবান্ দৈত্যকে বধ করিবার পর তিনি "যজ্ঞং ব্যবর্দ্ধয়ৎ" ("যজ্ঞকে বিশেষরূপে ও বিবিধরূপে বৃদ্ধি করেন")। সেইহেতু তাঁহার ঐ অবতার 'যজ্ঞ-বরাহ' নামেও খ্যাত হয়।[৬]

নারসিংহ অবতার দ্বিবিধ বলিয়া প্রোক্ত হয়,—এক গিরিজ, অপর স্থূণজ। হিরণ্যকশিপু দৈত্য এই বর লাভ করে যে দেবতা, মনুষ্য কিংবা পশু দ্বারা,—জীব কিংবা অজীব দ্বারা, দিবাতে কিংবা রাত্রিতে, বাহিরে কিংবা অভ্যন্তরে, কুত্রাপিও তাহার বধ হইবে না। ঐ বর পাইয়া অতি গর্বিত হইয়া ঐ মহাদৈত্য দেবগণের বিদ্বেষী হয়। তখন ভগবান্ হরি তাহাকে বধ করিতে মনস্থ করিয়া উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাহার রাজধানী শোণিতপুরের

---

১) 'সমূর্তার্চনাধিকরণ', ৫৮।৪; 'জ্ঞানকাণ্ড', [৫৪ পৃষ্ঠা]

২) 'সমূর্তার্চনাধিকরণ', ৫৮।১০·১, ২৩·২; 'জ্ঞানকাণ্ড', [৫৪ পৃষ্ঠা]

৩) 'সমূর্তার্চনাধিকরণ', ৫৮।৫-৯·১

৪) 'জ্ঞানকাণ্ড', ৭৯ অধ্যায় [১২৭ পৃষ্ঠা]

৫) 'প্রকীর্ণাধিকরণ', ক্রিয়াপাদ, ১৩।১৪

৬) 'সমূর্তার্চনাধিকরণ'. ৫৮।২৪-৪৬; 'জ্ঞানকাণ্ড', ৭৯ ও ৮০ অধ্যায় [১২৮—৩০ পৃষ্ঠা]; (প্রকীর্ণাধিকার', ক্রিয়াপাদ) ১৩।২১

বহির্ভাগে অবস্থিত এক পর্বতের শৃঙ্গের উপরে, তাহার দ্বারা উৎপীড়িত দেবগণ ভগবান্‌কে নিবেদন করেন যে তিনি নারসিংহবপু (—যাহাকে মনুষ্যও বলা যায় না, পশুও বলা যায় না) ধারণ করত, দিন ও রাত্রি উভয়কে পরিত্যাগ করত সন্ধ্যায়, বাহ্য ও অভ্যন্তর পরিত্যাগ করত নিজের কোলের উপর রাখিয়া, জীবাজীব নখ দ্বারা তাহাকে বধ করিতে পারিবেন। ভগবান্ ঐ প্রকারে হিরণ্যকশিপু দৈত্যকে বধ করত পুনঃ পর্বতশিখরে আস্থিত হন। অনন্তর ব্রহ্মাদি দেবগণের স্তুতি দ্বারা শান্তি লাভ করেন। ভগবানের ঐ রূপ 'গিরিজ নারসিংহ' নামে অভিহিত হয়। উহার দীর্ঘকাল পরে হিরণ্যাখ্য নামক অসুর বর লাভ করত দেবতা, ঋষি, মনুষ্য প্রভৃতি সকলকে সর্বদা উৎপীড়ন করিতে আরম্ভ করে। ঐ দৈত্যকে বধার্থ ভগবান্ এক স্থূণার অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হন এবং ক্রোধাবিষ্ট ও মহাবল নারাসিংহবপু ধারণ করত প্রকট হন। উহাই স্থূণাজ নারসিংহ অবতার।[১] স্থূণাজ নারসিংহ মূর্তির দক্ষিণে প্রহ্লাদের মূর্তি স্থাপনের বিধান আছে।[২] তাহাতে মনে হয় যে স্থূণাজ নারসিংহ অবতারের সঙ্গে প্রহ্লাদের সম্পর্ক ছিল,—উহাই পুরাণোক্ত নৃসিংহাবতার। পরন্তু পুরাণের নৃসিংহাবতার প্রহ্লাদের পিতা হিরণ্যকশিপু দৈত্যকে বধ করেন, হিরণ্যাখ্যকে নহে। হিরণ্যাখ্য দৈত্যের সঙ্গে প্রহ্লাদের কি সম্পর্ক ছিল তাহা বৈখানস শাস্ত্রে উক্ত হয় নাই। 'প্রকীর্ণাধিকারে' মহর্ষি ভৃগু আরও চারি, সুতরাং সর্বসমেত ছয়, নরসিংহ অবতারের উল্লেখ করিয়াছেন,—গিরিজ, স্থূণাজ, সুদর্শন, লক্ষ্মী, পাতাল এবং পুষ্য নরসিংহ। গিরিজ নরসিংহ এবং স্থূণাজ নরসিংহ অবতারের বিবরণ প্রায় অত্রির 'সমূর্তার্চনাধিকরণে'র বিবরণের ন্যায়।[৩] সুদর্শনাদি চারি নরসিংহের লক্ষণও পৃথক্ পৃথক্ বর্ণিত হইয়াছে।[৪]

কোন কোন বৈখানসাগমে ভগবানের অপর "বিভবসমূহে"রও উল্লেখ পাওয়া যায়। যথা, ভৃগু এক স্থলে লিখিয়াছেন, "মৎস্যকূর্মাদি, তথা হয়গ্রীবাদি, বিভব বলিয়া বিবেচিত হয়।"[৫] মরীচি লিখিয়াছেন, মৎস্যাদি দশ অবতার ভগবানের "মুখ্যাবতার", অপর অবতার বহু বলিয়া স্মৃত হয়। স্থাবর ও জঙ্গম সর্বজগৎ বিষ্ণুময়। সুতরাং পৃথিবীতে বিষ্ণুরূপসমূহ বহু।[৬] পরে তিনি লিখিয়াছেন, "মৎস্যকূর্মাদি বিভবসমূহ রাক্ষসদিগের নিধনার্থই।"[৭] তাহাতে মনে হয় যে ভগবানের অপর বিভবসমূহ ধারণের উদ্দেশ্য ভিন্ন ছিল। নর ঋষি এবং নারায়ণ ঋষি বৈখানস শাস্ত্রে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া পরিগণিত হন। 'আনন্দসংহিতা'য় বিবৃত হইয়াছে যে ভগবান্ বিষ্ণু স্বয়ং মহর্ষি বিখনসকে বলেন যে তিনি নৈমিষারণ্যে "অংশভাগ দ্বারা" নর

১) 'সমূর্তার্চনাধিকরণ', ৫৯।১-৭, ২১।৪ ; আরও দেখ—'জ্ঞানকাণ্ড', ৮০ ও ৮১ অধ্যায় [১৩০-১ পৃষ্ঠা] (প্রকীর্ণাধিকার', ক্রিয়াপাদ) ১৩।৪৫

২) "প্রহ্লাদং দক্ষিণে কুর্যাৎ প্রাঞ্জলীকৃত্য সুস্থিতম্।"—('সমূর্তার্চনাধিকরণ', ৫৯।৩৩'১)
"প্রহ্লাদং বন্দ্যমানং চ কারয়েৎ।"—('বিমানার্চনাকল্প', ৫৭ পটল [৩৭১ পৃষ্ঠা] আরও দেখ—'জ্ঞানকাণ্ড', ৮১ অধ্যায় [১৩১ পৃষ্ঠা]

৩) 'প্রকীর্ণাধিকার', ক্রিয়াপাদ, ১৩।৪৫

৪) ঐ, ১৩।৬২—৬৪, ৬৫—৬, ৬৭—৮, ও ৬৯—৭০'১

৫] ঐ, ৩৩।২২'২

৬) আনন্দসং, ১৩।১৫-৭'১

৭) ঐ, ১৪।১০

এবং নারায়ণ ঋষিদ্বয়রূপে অবতার গ্রহণ করিবেন ;[১] এবং "কিয়ৎ কাল পরে বিষ্ণু নর ও নারায়ণ ঋষিদ্বয় রূপে বদরীখণ্ডে গিয়া লোকরক্ষা করেন।"[২] কোন কোন আগমে বিহিত হইয়াছে যে "নারায়ণং পুরাণেশং ত্রয়ীময়ং বিশ্বরূপং"—এই মন্ত্রে নারায়ণকে, এবং "সর্বাঙ্গং নরং সর্বযোনিং সনাতনং"=এই মন্ত্রে নরকে আবাহন, অর্চন প্রভৃতি করিতে হইবে।[৩] তাহাতেও জানা যায় যে উঁহারা বিষ্ণু বলিয়া বিবেচিত হন। পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে বৈখানস মতের প্রবর্তক বৈখানস বা বিখনস্ মুনিকে অবতার মনে করা হইত।[৪] 'প্রকীর্ণাধিকারে' শ্রীনিবাস নামে এক জন অবতারের কাহিনী সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে।[৫]

পঞ্চধাবস্থিতি—এই পর্যন্ত আমরা পরম তত্ত্ব পরমাত্মার তিন রূপে অবস্থিতির কথা ব্যাখ্যা করিয়াছি। এক পরম রূপ—যাহা নারায়ণ রূপই ; দ্বিতীয় উঁহার বিষ্ণুপুরুষাদি পঞ্চ মূর্তি বা ব্যূহ রূপে অবস্থিতি ; তৃতীয় উঁহার মৎস্যাদি অবতার-রূপ। উঁহার আরও দুইটি রূপ আছে,—এক অন্তর্যামী রূপ, অপর অর্চা-রূপ বা অর্চাবতার রূপ। তাই বৈখানসাগমে উক্ত হয় যে দেবদেব ভগবান্ বিষ্ণু পাঁচ রূপে "অবস্থিত" বা "আবিষ্কৃত",—(১) পর, (২) ব্যূহ, (৩) বিভব, (৪) অন্তর্যামী, এবং (৫) অর্চা বা অর্চাবতার।[৬] মহর্ষি ভৃগু বলিয়াছেন,—পর রূপ প্রকৃত পক্ষে অনৌপম্য এবং অনির্দেশ্য। সুসূক্ষ্মত্ব হেতুই উহা অনির্দেশ্য। তবে উহা অন্য রূপ গ্রহণ করে। উহা পূর্ণেন্দুসদৃশ কান্তি দ্বারা জগৎকে আপ্যায়িত করে। অনাদিমৎ পরব্রহ্ম সর্বহেয়বিবর্জিত। উহা সর্বভূতের অভ্যন্তরে উহাদের ব্যাপিয়া স্থিত। উহা পরম ধাম, পরম জ্যোতি, অমল, স্বচ্ছ, নির্দ্বন্দ্ব, নির্বিকল্পক, অচিন্ত্য, অপ্রমেয়, এবং অতীন্দ্রিয়। উহা বিভু, অনাদি ও অনন্ত, নিত্য ও সনাতন। উহা সর্বজ্ঞ এবং সর্বশক্তিময়। উহা দৃশ্য ও অদৃশ্য, সৎ ও অসৎ, আবার সতের ও অসতের পরে স্থিত। আবার হরি চতুর্ভুজ, শঙ্খচক্রগদাপদ্মদিব্যায়ুধ-ধারী, ষড়্গুণালঙ্কৃত, সম, সমবিভক্তাঙ্গ, সর্বাবয়বসুন্দর এবং দিব্যাভরণযুক্ত। তিনি সহস্রাদিত্যসঙ্কাশ দীপ্তিমান্ এবং পরম ব্যোমে অবস্থিত। নিত্যানপায়িনী শ্রী দ্বারা সংসেব্যমান জগৎপতি।[৭] এই বিবরণের প্রথমাংশ নিষ্কলরূপ-বিষয়ক, অপরাংশ সকল-রূপ-বিষয়ক। ভগবান্ নারায়ণের রূপ যে নিষ্কল ও সকল ভেদে দ্বিবিধ—তাহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে।[৮] ভৃগু-প্রদত্ত ব্যূহ রূপের বিবৃতি পূর্বে উদ্ধৃত হইয়াছে।[৯] তিনি বলিয়াছেন, মৎস্য-

১) ঐ, ১৭।২৭.২—২৮.১ (পূর্বে ৩১ পৃষ্ঠা দেখ)।
২) ঐ, ১৭।৫৩
৩) যথা দেখ—'জ্ঞানকাণ্ড', ৭৮ অধ্যায় (১২৬ পৃষ্ঠা)
৪) পূর্বে দেখ।
৫) 'প্রকীর্ণাধিকার', ক্রিয়াপাদ, ৩৭।১৪৫
৬) 'প্রকীর্ণাধিকার', ক্রিয়াপাদ, ৩৩।১—৪ ; আনন্দসং, ১৪।৮
৭) 'প্রকীর্ণাধিকার', ক্রিয়াপাদ, ৩৩।৫—
৮) পূর্বে দেখ। মহর্ষি ভৃগু বলিয়াছেন নিষ্কলরূপ

"দেশকালপরিচ্ছেদরহিতানন্তচিন্ময়ঃ ॥
সত্যজ্ঞানসুখানন্দস্বরূপ-পরমেশ্বরঃ।"

—('প্রকীর্ণাধিকার', ক্রিয়াপাদ, ৩০।৩০.২—৩১.১)

যার সকলরূপ "শ্রীভূমিনীলাদিসংসেব্য দিব্যমঙ্গলবিগ্রহ" ইত্যাদি। (ঐ, ৩০।৩৩—

৯) পূর্বে দেখ।

কূর্মাদি, তথা হয়গ্রীবাদি, বিভব বলিয়া বিবেচিত হয়। ভগবানের বিভবরূপ "নানাক্রিয়াকর্তৃরূপ"।[১] "অন্তর্যামী স্বরূপ চতুর্থ রূপ বলিয়া কথিত হয়। উহা নীবারশুকবৎ তন্বী, পীতাভা এবং তনূপমা। তস্যাঃ শিখায়া মধ্যে পরমাত্মা ব্যবস্থিতঃ' (উহার শিখার মধ্যে পরমাত্মা ব্যবস্থিত)।[২] শ্রুতিতে ইহা উক্ত হইয়াছে। অভিহিত হইয়াছে যে হৃদয়কমল মধ্যে জ্বলন্-মহাগ্নিতে বিশ্বার্চিজ্বালান্তে বিশ্বতোমুখে,—যাহা পাদতল হইতে আরম্ভ করিয়া শীর্ষাগ্র পর্যন্তকে সতত সন্তাপিত করিতেছে যে পীতাভা এবং নীবারশুকবৎ তন্বী শিখা আছে, সেই শিখার মধ্যে মহৎ প্রজ্বলিত জ্যোতিঃস্বরূপ, স্বসঙ্কল্পবিশেষ দ্বারা তপ্তজাম্বুনদপ্রভ, পীতাম্বরধর, সৌম্য, প্রসন্ন, শুচিস্মিত, পদ্মাক্ষ, রক্তনেত্রাস্যপাণিপাদ, চতুর্ভুজ, চক্রশঙ্খাভয়ধর, কটিন্যস্তান্যহস্তক, শ্রীবৎসাঙ্ক, মহাবাহু, এবং সর্বাভরণভূষিত সর্বাত্মা, শ্রী এবং ভূমি, তথা পার্ষদগণ, সমভিব্যাহারে, 'ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া' (মায়া দ্বারা সর্বভূতবর্গকে যন্ত্রারূঢ়ের ন্যায় ভ্রমণ করাইয়া) হৃদয়ে স্থিত আছেন। তিনিই সর্বকারণকারণ অন্তর্যামী বলিয়া বিজ্ঞেয়।"[৩] অর্চা-স্বরূপ পঞ্চম।[৪]

পরমপুরুষের ঐ পাঁচ প্রকারে অবস্থিতির হেতুও কোন কোন বৈখানসাগমে উক্ত হইয়াছে। মহর্ষি ভৃগু অতি সংক্ষেপে বলিয়াছেন যে "লোকগণকে অনুগ্রহার্থ,—ভক্তদিগকে অনুকম্পার্থ দেবদেব পরব্যূহাদিভেদে প্রবর্তিত হন।"[৫] মহর্ষি মরীচি বলিয়াছেন, "পর অখিলাণ্ডসমূহের সৃষ্টিমাত্র-প্রয়োজক। হে মুনিপুঙ্গবগণ, ব্যূহ দেহচলনের হেতুভূত মানসাদি চতুষ্টয়ের অধি-দেবতাই। মৎস্যকূর্মাদি বিভবসমূহ রাক্ষসদিগের নিধনার্থ। জগতের আনন্দকারক পুরাণপুরুষ হরি জগতের আধারার্থ অন্তর্যামী রূপে স্থিত। অনন্তর সর্বজীববর্গের দুঃখবিনাশের এবং সুলভে মোক্ষসিদ্ধির হেতুতে তিনি অর্চ স্বরূপ-ধারী হন।"[৬]

বৈখানসাগমশাস্ত্রে অর্চাস্বরূপের বহু মহিমা আছে। মহর্ষি মরীচি বলিয়াছেন, পরব্যূহাদি অপর রূপ সমূহ অতি কষ্টের পর মোক্ষ প্রদান করিয়া থাকেন। দুঃখসাধ্য অষ্টাঙ্গযোগ, কিংবা জ্ঞানাদি, কিংবা তপস্যাসমূহ দ্বারাই উঁহারা, চিরকাল পরে, অন্য উপায়ে সুদুর্লভ মোক্ষ জীবগণকে প্রদান করেন। পরন্তু অর্চারূপ সুলভেই,—আদর সহকারে নমস্কার পূজা ও মন্ত্র (জপ) দ্বারাই, তথা নিশ্চয় শীঘ্রই, পরম পদ প্রদান করেন। অর্চারূপের সৌলভ্য বর্ণনা করিতে তিনি সমর্থ নহেন। হরির পররূপ এবং ব্যূহরূপ নিত্যমুক্তগণেরই উপভোগ্য। বিভবরূপ একমাত্র তৎকাল-সন্নিকৃষ্ট ব্যক্তিগণ দ্বারাই লক্ষিত হয়। অন্তর্যামী-রূপের ধ্যান করা বিশুদ্ধ যোগসংসিদ্ধ ব্যক্তিগণেরই পক্ষে সম্ভব। আর অর্চারূপে সকলেই নিরঙ্কুশ অধিকার আছে। অর্চাবতার বিষয়ে যে সকল গুণ পূর্বে তাঁহার গুরু (বিখনস) কর্তৃক সংক্ষেপে উক্ত হইয়াছিল, সেইগুলি তিনি শত শত বর্ষেও বর্ণনা করিতে পারিবেন না।[৭] এই বর্ণনার

১) 'প্রকীর্ণাধিকার', ক্রিয়াপাদ, ৩৩।২১'২—২২
২) এই শ্রুতি বচন 'মহোপনিষদে' (১ম অধ্যায়ে) পাওয়া যায়।
৩) 'প্রকীর্ণাধিকার', ক্রিয়াপাদ, ৩৩।২৩—৩০
৪) ঐ, ৩৩।৩১'১
৫) 'প্রকীর্ণাধিকার', ক্রিয়াপাদ, ৩৩।২
৬) আনন্দসং, ১৪।৯—১২
৭) ঐ, ১৪।১৩-৮

শেষাংশ ('হরির পরব্রূপ' ইত্যাদি অংশ) ভৃগুর 'প্রকীর্ণাধিকারে'ও আছে।[১] উহাতে আরও কথিত হইয়াছে যে অর্চাস্বরূপ সর্বশ্রেষ্ঠ ফলপ্রদ।[২] "বিশেষভক্তিহেতুত্ব বশতঃ (উহা) পরম প্রথমারাধন। অর্চাবতার সকলের বন্ধু এবং ভক্তবৎসল।"[৩]

অনন্তমূর্তি—পরমাত্মা যে কেবল পাঁচ প্রকারে অবস্থিত আছেন, বা পঞ্চমূর্তি, তাহা নহে। তিনি প্রকৃত পক্ষে বহুরূপে,—অনন্ত রূপে অবস্থিত আছেন,—তিনি অনন্তমূর্তি। কেননা, তিনি সর্বাত্মক,—বিশ্বরূপ। এই নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রতি বস্তুই তাঁহার রূপ, মূর্তি বা ব্যূহ। ব্রহ্মাণ্ডে বস্তুর সংখ্যা অনন্ত। সুতরাং ভগবান্ অনন্তমূর্তি। মহর্ষি মরীচি বলিয়াছেন, "তিনি বেদমূর্তি, (বা জ্ঞানমূর্তি), লোকমূর্তি, ভূতমূর্তি, ত্রয়ীময় (বা বেদমূর্তি), পুণ্যমূর্তি, যজ্ঞমূর্তি, তেজোমূর্তি, চিন্ময় (বা চিৎমূর্তি), আনন্দমূর্তি, সৌম্যমূর্তি, এবং লোকমূর্তি, অথচ অমূর্তিমান্।"[৪] মহর্ষি ভৃগু বলিয়াছেন, তিনি "পঞ্চব্যূহ-চতুর্ব্যূহানন্তব্যূহাত্ম-বিগ্রহ।"[৫] পরে তিনি বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, "এইখানে (অর্থাৎ এই বৈখানসমতে) দেবতা নিশ্চয় একই। তিনি পরজ্যোতি পরমপুরুষ। 'স এব লোকে মায়য়া ভিদ্যতে বহুধা স্বয়া' (তিনি স্বকীয় মায়া দ্বারাই লোকে বহুধা ভিন্ন হন)। বিষ্ণ্বাখ্য তিনি স্বয়ং সৎবিধা মায়াকে বা প্রকৃতিকে বিভক্ত করত সত্বাদি-গুণ-ভেদে ত্রিধা স্থিত বলিয়া প্রতীয়মান হন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিব নামে তিনি (এই জগতের) সৃষ্টি, স্থিতি এবং লয় কারক বলিয়া স্মৃত। ধর্ম জ্ঞানাদি ভেদে তাঁহার মূর্তি বিষ্ণু-আদি চতুর্বিধই,—তথা উঁহারা চতুর্বর্গের ও চতুর্যুগের আশ্রয়,—বলিয়া বিজ্ঞেয়। বিষ্ণু, পুরুষ, সত্য, অচ্যুত ও অনিরুদ্ধ রূপে, উপনিষৎ ও (চারি) বেদ রূপে, কিংবা মহাভূতরূপে তিনি পাঁচ হইয়াছেন। মনঃশ্রোত্রাদি ছয় (ইন্দ্রিয়) দ্বারা, হৃদয়াদি (ছয়) অঙ্গ দ্বারা, কিংবা ঋষিগণ দ্বারা, তথা ষড়ক্ষরাত্মকরূপে তিনি (ষঠধা) ভিন্ন হন। সপ্ত ব্যাহৃতি, লোক, ছন্দ এবং ক্রতু দ্বারা তিনি সপ্তধা ভিদ্যমান বলিয়া বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ দ্বারা বিজ্ঞাতব্য। অষ্ট প্রকৃতিসমূহ এবং অষ্ট মূর্তিসমূহ দ্বারা, তথা নিত্য অষ্টাক্ষরাত্মক রূপে, তিনি অষ্টধা ভিন্ন হন। নারায়ণ, নৃসিংহ, বরাহ, বামন, রাম, ব্রহ্মা, ইন্দ্র, সূর্য এবং চন্দ্র—ইঁহাদের রূপে তিনি নবধা স্থিত। ইন্দু, অগ্নি, যম, নিঋৃতি, বরুণ, বায়ু, সোম, ঈশান, ব্রহ্মা, এবং অনন্ত—এই দশ (রূপে দশধা স্থিত)। তিনি একাদশ ইন্দ্রিয় রূপে, তথা দ্বাদশ মাসাধিপতি রূপে ভিন্ন। বিশ্বেদেবাদি রূপে তিনি ত্রয়োদশধা স্থিত। চাক্ষুষাদি মনুগণ রূপে তিনি চতুর্দশধা ভিন্ন। সেই প্রভু তিথিসমূহ রূপে পঞ্চদশধা ভিন্ন বলিয়া জ্ঞেয়। স্বরসমূহ রূপে, তথা দিক্, কোণ ও অবান্তর দিক্ রূপে ষোড়শধা ভিন্ন। (এই প্রকারে) অপর মূর্তিসমূহ দ্বারা তাঁহার বিস্তার বহুধা বলিয়া বিজ্ঞেয়। সেই বিশ্বাত্মক হরির মুখভেদ এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ, ষট্, প্রভৃতি বলিয়া, তথা তিনি বিশ্বতোমুখ বলিয়া, সমাখ্যাত। তাঁহার ভুজভেদও সেই প্রকারে দুই হইতে আরম্ভ করিয়া অনন্ত বলিয়া, তিনি বিশ্বতপাণি

---

১) 'আনন্দসংহিতা', ১৪।১৬-৭='প্রকীর্ণাধিকার', ক্রিয়াপাদ, ৩৩।৩১·২-৩৩·১ 'আনন্দসংহিতা'র ১৪।১৮ শ্লোক এবং 'প্রকীর্ণাধিকারে'র ক্রিয়াপাদ, ৩৩।৩৪·২—৩৫·১ প্রায় সমান।

২) 'প্রকীর্ণাধিকার', ক্রিয়াপাদ, ৩৩।৩১·১

৩) ঐ, ৩৩।৩৩·২=৩৪.১

৪) আনন্দসং, ১।১৬,২-১৭ (পূর্বে দেখ)।

৫) 'প্রকীর্ণাধিকার', ক্রিয়াপাদ, ৩০।৩১·২

বলিয়া স্মৃত। ইত্যাদি।[১] ফল কথা এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যাহা কিছু আছে, তৎসমস্তই তাঁহার মূর্তিসমূহ। সেই হেতু তাঁহার মূর্তিসমূহ সংখ্যাতীত বলিয়া প্রকীর্তিত। তাই 'পুরুষসূক্তে' সংপ্রোক্ত হইয়াছে যে "পুরুষ সহস্রশীর্ষ, সহস্রাক্ষ, সহস্রপাৎ" ইত্যাদি।[২]

তত্ত্বজ্ঞান—পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে আদর্শ বৈখানসাগমের আলোচ্য বিষয়চতুষ্টয়ের একটি জ্ঞান বা তত্ত্বজ্ঞান। মহর্ষি মরীচির 'বিমানার্চনাকল্পে' তত্ত্বজ্ঞান এই প্রকার বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে,—[৩]

"তস্য ভাবঃ তত্ত্বমিতি' ('তত্ত্ব' শব্দের অর্থ 'তাহার ভাব')। তাহার অর্থাৎ পরব্রহ্মের, পরমাত্মার, নারায়ণের ভাব। শ্রুতিও (বলিয়াছেন), 'তত্ত্বং নারায়ণঃ পরং' (নারায়ণই পরম তত্ত্ব)। তাঁহাকে অবগমনই জ্ঞান। 'তদ্বিদ্' অর্থাৎ 'ব্রহ্মবিদ্'। সুতরাং ব্রহ্মবাদিগণ বলেন, পরমাত্মা জ্ঞেয়, জীবাত্মা জ্ঞাতা, এবং শ্রুতিসমূহ জ্ঞান।

"সেই ব্রহ্মের স্বভাব (দ্বিবিধ),—নিষ্কল এবং সকল।

"নিষ্কল (স্বভাব এই)—পরমাত্মা হইতে ভিন্ন কিছুই নাই। যেমন ঘৃত দুগ্ধে, তৈল তিলে, গন্ধ পুষ্পে, রস ফলে, এবং অগ্নি কাষ্ঠে তেমন (পরমাত্মা) এই সমস্তকে অন্তরে অন্তরে, তথা বাহিরেও, ব্যাপিয়া আছেন। (শ্রুতিই বলিয়াছেন)—

'অন্তর্বহিশ্চ তৎ সর্বং ব্যাপ্য নারায়ণঃ স্থিতঃ'
'আকাশশরীরং ব্রহ্ম'

ব্রহ্ম আকাশ-শরীর। (তিনি স্বয়ং) অশরীর, (পরন্তু) সমস্ত শরীরে (উহাদের) ব্যাপিয়া অবস্থিত আছেন। বিশ্বব্যাপকশীলত্ব হেতু (তিনি) 'বিষ্ণু' (বলিয়া অভিহিত হন)। (তিনি) দৃশ্য ও অদৃশ্য। (তিনি) অতি স্বচ্ছ, অমল, নিত্য, অচিন্ত্য, অপ্রমেয়, নির্গুণ, নিশ্চল, নিরবয়ব, আদি ও অন্ত রহিত, নির্বিকল্প, নির্দ্বন্দ্ব, অনির্বচনীয় এবং অতীন্দ্রিয়। অতি সূক্ষ্ম বলিয়া তিনি অনির্দেশ্য। ব্রহ্মবাদিগণ বলেন, তিনি সৎ ও অসৎ, পরমধাম, পরজ্যোতি, সর্বশ, সর্বশক্তিময়, সর্বদেবময়, সর্বধর্মময়, সর্বাধার, সনাতন, জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়-জ্ঞান-হীন, জ্ঞানঘন, জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তি-তুরীয়-স্থানগ, বহিঃপ্রজ্ঞ, প্রজ্ঞাবস্থ, স্থূলসূক্ষ্মবিভাগে বৈশ্বানর তেজঃ-স্বরূপে ভোগ-পরায়ণ সকলের আত্মা এবং (হৃদয়) গুহায় নিহিত। শ্রুতিই বলিয়াছেন, '(তিনি) অণু হইতেও অণুতর, এবং মহৎ হইতেও মহত্তর। (তিনি) এই জীবের (হৃদয়)-গুহায় নিহিত আত্মা।' সুতরাং হৃদয়কমলের অভ্যন্তরস্থ আকাশে উপলব্ধ বৈশ্বানর-শিখার মধ্যে ত্রিগুণাত্মক বিষ্ণু পরমাত্মা অবস্থিত আছেন। শ্রুতিই বলিয়াছেন,

'তস্যাঃ শিখায়া মধ্যে পরমাত্মা ব্যবস্থিতঃ।
স ব্রহ্মা স শিব' ইত্যাদি।[৪]

---

১) ঐ, ৩৬।১৪৯'২— ২) ঐ, ৩৬।১৮১

৩) 'বিমানার্চনাকল্প', ৮৫—পটল। উপলব্ধ অপর কোন বৈখানসাগমে এই জ্ঞান-পাদ নাই।

৪) 'মহোপনিষদ্', ১ম অধ্যায়। বাসুদেবোপনিষৎ

'তাহার শিখার মধ্যে পরমাত্মা ব্যবস্থিত। তিনিই ব্রহ্মা, তিনিই শিব' এই প্রকারে (তিনি) নিষ্কল বলিয়া বিজ্ঞাত হওয়া যায়।'[১]

"অনন্তর সকল (স্বভাব)। যেমন মন্থন দ্বারা কাষ্ঠে (অন্তর্নিহিত) অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয়, তেমন ধ্যানরূপ মন্থন দ্বারা ভক্তি সহকারে সঙ্কল্পন বশতঃ নিষ্কলাত্মা বিষ্ণু সকল হয়। সুতরাং অগ্নির বিস্ফুলিঙ্গসমূহের ন্যায় ব্রহ্মা, ঈশান, প্রভৃতি দেবতারূপসমূহের ভিন্নত্ব হেতু কুলালচক্রস্থ মৃত্তিকার ঘট, শরাব, প্রভৃতি ভেদসমূহের ন্যায় যে যে রূপ মন দ্বারা ভাবিত হয়, সেই সেই রূপ হইয়া বিষ্ণু প্রকাশিত হন।[২] শ্রুতি বলিয়াছেন, এক (ও অদ্বিতীয়) স্বয়ংপ্রকাশ (বিশ্বকর্মা) গমনশীল (অর্থাৎ পরিণামী) বস্তুসমূহ দ্বারা দ্যাবা-পৃথিবীকে উৎপন্ন করিয়া (ধর্মাধর্মরূপ) বাহুদ্বয় দ্বারা উহাদিগকে সম্যক্ প্রেরণ করিতেছেন। সর্বত্র তাঁহার চক্ষু, সর্বত্র তাঁহার মুখ, সর্বত্র তাঁহার বাহু, এবং সর্বত্র তাঁহার পাদ।'[৩] সর্বব্যাপী অশরীর পরমাত্মাই সর্বভূতের প্রভব, রক্ষণ-সংহৃতি-নিমিত্ত-শরীরী হন। ব্রাহ্মণ (গ্রন্থে) আছে, 'অগ্নি দেবগণের অবম, বিষ্ণু পরম; অপর সমস্ত দেবতা উহাদের অন্তরালবর্তী।'[৪] সুতরাং অপর অব্যয় বিষ্ণু প্রধান। তিনিই পুরুষ। তিনি সমস্তের স্রষ্টা, পাতা, এবং সংহর্তা। পুরুষগণ তাঁহা হইতে ভিন্ন।

"শ্রী সেই বিষ্ণুর বিভূতি। তিনি নিত্যা, আদ্যন্তরহিতা, অব্যক্তরূপিণী, প্রামাণাপ্রমাণ-সাধারণভূতা, বিষ্ণুর সঙ্কল্পানুরূপা, এবং নিত্যানন্দময়ী মূলপ্রকৃতিরূপা শক্তি। পৌষ্কি প্রকৃতির অংশভূতা এবং তদ্ভিন্ন। স্ত্রীগণ তদ্ভিন্না, (পরন্তু) তদাত্মিকা। প্রকৃতি মায়া, বিষ্ণু মায়ী। প্রকৃতি ও পুরুষ—এই উভয়েই অনাদি। তদুভয়েরই (সংযোগ) হইতে লোকপ্রবৃত্তি হয়। সমস্ত বিকারসমূহ এবং গুণসমূহ প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন। কার্য, কারণ এবং কর্তৃত্বের হেতু প্রকৃতি, আর পুরুষ সুখদুঃখসমূহের ভোক্তৃত্বে হেতু। পুরুষ প্রকৃতিতে স্থিত হইয়া প্রকৃতিজ গুণসমূহ ভোগ করে।[৫]

"সেই প্রকৃতি দ্বিধা হয়,—চেতনা ও অচেতনা। অচেতনা (প্রকৃতি) পঞ্চমহাভূত, মন, বুদ্ধি, এবং অহঙ্কার রূপে অষ্টধা ভিন্ন (হয়)। অপর চেতনা (প্রকৃতি) জীবভূতা, তথা (অচেতনা) প্রকৃতি দ্বারা সদা সংশ্লিষ্ট।[৬] প্রকৃতিস্থ পুরুষগণ, বা জীবাত্মাগণ বা ক্ষেত্রজ্ঞগণ বহু। উহারাও নিত্য; (পরন্তু) অনাদি-অবিদ্যা-সঞ্চিত পুণ্যপাপফলভোগার্থ বহুবিধ দেহে প্রবেশ করত তত্তদভিমানী হইয়া তথায় শুভাশুভকর্মসমূহ করিয়া তত্তৎফলানুরূপ দেহ পুনঃ পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া থাকে বলিয়া বিজ্ঞাত হওয়া যায়।"[৭]

অনন্তর মরীচি সৃষ্টিতত্ত্ব এবং দেহতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন। নিষ্প্রয়োজন বোধে তাহা এখানে উল্লিখিত হইল না। তবে তাহার কোন কোন অংশ অন্যত্র যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

---

১) 'বিমানার্চনাকল্প', ৮৫ পটল (৪৯১-৩ পৃষ্ঠা)। ২) পূর্বে দেখ।
৩) তৈত্তিঅ, ১০।১।১৩ ৪) ঐতব্রা, ১।১
৫) দেখ-'গীতা', ১৩।১৯-২১'১ ৬) দেখ 'গীতা', ৭।৪-৫
৭) 'বিমানার্চনাকল্প', ৮৬ পটল (৪৯৩-৪ পৃষ্ঠা)

প্রণিধান করিলে দেখা যাইবে যে নিষ্কল স্বভাবের বর্ণনায় দুই প্রকারের উক্তি আছে, যথা, কথিত হইয়াছে যে নিষ্কল পরমাত্মা বা বিশ্বব্যাপী বিষ্ণু ত্রিগুণাত্মক ও সর্বশক্তিময়; তিনি সর্বাত্মক। তাঁহা হইতে ভিন্ন কিছুই নাই। তাহাতে মনে হয় নিষ্কল স্বরূপ সগুণ ও সবিশেষ। আবার ইহাও কথিত হইয়াছে যে উহা নির্গুণ, নিশ্চল, নিরবয়ব এবং নির্বিকল্প; জ্ঞাতৃ, জ্ঞেয় ও জ্ঞান—এই ভেদ-ত্রিপুটি বিরহিত জ্ঞানঘন। তাহাতে মনে হয় যে নিষ্কল স্বরূপ নির্গুণ ও নির্বিশেষ। এই উভয় ভাব অবশ্যই পরস্পর-বিরোধী। পরমাত্মায় উভয়ের সহাবস্থান কি প্রকারে সম্ভব হয়, তাহা বুঝাইতে মরীচি কোন প্রচেষ্টা করেন নাই। হয়তঃ উহা রহস্যময় মনে করিয়া তিনি পরিত্যাগ করিয়াছেন। কথিত হইয়াছে যে পরমাত্মার স্বরূপ অনির্বচনীয়। যাহা প্রকৃত পক্ষে অনির্বচনীয়, তাহাকে বচন দ্বারা বর্ণনা করিতে গেলে ঐ প্রকারের রহস্যপূর্ণ ভাষা ব্যবহার অনিবার্য হয়। অথবা উহার কারণ প্রকৃত পক্ষে অন্যও হইতে পারে। বৈখানসশাস্ত্রোক্ত দর্শন সাধারণতঃ দ্বৈতাদ্বৈতদর্শন হইলেও উহা অদ্বৈত দর্শন দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিল। তাই উহাতে কখন কখন অদ্বৈতদর্শনের আভাস পাওয়া যায়। অথবা উহা দ্বৈতদর্শন ও অদ্বৈতদর্শন উভয়ের সমন্বয় করিতে প্রচেষ্টা করিয়াছিল। তাই উহাতে যেমন দ্বৈতদর্শনের প্রকৃতি-পুরুষ-বাদ আছে, তেমন অদ্বৈতদর্শনের নির্গুণ-নির্বিশেষ-ব্রহ্ম-বাদও আছে। মহর্ষি অত্রি বলিয়াছেন, পরব্রহ্ম নারায়ণের "সূক্ষ্মরূপ সর্বভূতে সংস্থিত বলিয়া সমাখ্যাত। স্থূলরূপ পরলোকে লক্ষ্মী-আদির সহিত স্থিত। তদুভয়ের অভেদ-ভাবে ব্রহ্মের অর্চন হিতকর। ঐ বিশিষ্টাদ্বৈতপূজন পূর্বে বিষ্ণু কর্তৃক বিখনস মুনিকে সমুদীরিত হইয়াছিল এবং লোকানুগ্রহকারী বৈখানস মুনি কর্তৃক আমাদিগকে উক্ত হইয়াছিল।"[১] সেই প্রকারে মনে করা যাইতে পারে যে দ্বৈতদর্শন ও অদ্বৈতদর্শনকে অভিন্ন ভাবে গ্রহণ করিয়া, উহাদের সমাহার করিয়া বৈখানসশাস্ত্রের বিশিষ্টাদ্বৈতদর্শন প্রপঞ্চিত হইয়াছিল। তাই উহাতে অদ্বৈতদর্শনের কোন কোন সিদ্ধান্তও পাওয়া যায়।

শক্তিবিশিষ্টাদ্বৈতবাদ—দ্বৈতদর্শন ও অদ্বৈতদর্শনের ঐ প্রকারে সমাহার ও সমন্বয় করিতে গিয়া প্রাচীন বৈখানস আচার্যগণ দ্বৈতদর্শনের প্রকৃতি-পুরুষ-বাদের[২] পুরুষকে পরমপুরুষ বা পুরুষোত্তম নারায়ণ বা বিষ্ণু বলিয়া এবং প্রকৃতিকে তাঁহার নিত্যা শক্তি বা অনপায়িনী সহচরী শ্রী বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। শক্তি ও শক্তিমান্ সম্পূর্ণ ভিন্নও নহে, অভিন্নও নহে। উহারা এক দৃষ্টিতে ভিন্ন, অপর দৃষ্টিতে অভিন্ন। উহারা ব্যতীত অপর কোন বস্তু নাই। সুতরাং দৃষ্টিভেদে দ্বৈতকে যেমন সত্য, অদ্বৈতকেও তেমন সত্য বলা যায়।

'শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ' ও 'গীতা'র[৩] ন্যায় মনে করা হয় যে চেতন ও অচেতন সমস্ত

---

১) 'সমূর্তার্চনাধিকরণ', ৩১।৫৬'২-৯'১

২) প্রকৃতি-পুরুষ-বাদের প্রকার-ভেদ দৃষ্ট হয়। এক প্রকার বাদে প্রকৃতি এক, এবং পুরুষও এক; উহাদের কোনটিই একাধিক নহে। 'মহাভারতে'র অন্তর্গত 'গীতা'য়, (মহাভা, ৬ অধ্যায়) এবং 'বশিষ্ঠ-করালজনক-সংবাদ' (মহাভা, ১২।৩০২-৮ অধ্যায়) ঐ প্রকৃতিপুরুষবাদ আছে।

৩) শ্বেতউ, ৪।১০ (পূর্বে দেখ); 'গীতা', ৭।৪—

জাগতিক বস্তু ঐ প্রকৃতি বা শক্তি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। সুতরাং উহাই প্রকৃত পক্ষে চিদচিৎ জগৎপ্রপঞ্চের কারণ বা বীজ। যেহেতু বিষ্ণু উহা হইতে অভিন্ন, সেইহেতু ইহাও বলা যায় যে বিষ্ণু "সর্বকারণ", "জগদ্বীজ"।

আবার কখন কখন 'বৃহদারণ্যকোপনিষদে'র[১] অনুসরণে মনে করা হয় যে প্রকৃতি পরমপুরুষ বিষ্ণু হইতে উৎপন্ন। সুতরাং বিষ্ণু প্রকৃতির কারণ বা বীজ। প্রকৃতি সর্বকারণ। অতএব বিষ্ণুকে "সর্বকারণকারণ" বলা হয়।

যাহা হউক, ঐরূপে চিদচিৎজগৎপ্রপঞ্চ বিষ্ণুর শক্তি এবং তিনি শক্তিমান্ বা শক্তিবিশিষ্ট। ইহা শক্তিবিশিষ্টাদ্বৈতবাদই। বৈখানসাচার্য শ্রীনিবাস উহাকে 'লক্ষ্মীবিশিষ্টাদ্বৈতবাদ' বলিয়াছেন।

শক্তিমান্ বা শক্তিবিশিষ্ট বলিয়া ঐ বাদ মতে ব্রহ্ম সবিশেষই হন। সুতরাং উহাকে সবিশেষাদ্বৈতব্রহ্মবাদও বলা যায়। পরন্তু তন্মতে ব্রহ্মকে কোন প্রকারেই নির্গুণ ও নির্বিশেষ বলা যায় না।[২] অথচ কোন কোন বৈখানসাগমের কোন কোন বচন হইতে মনে হয় যে ব্রহ্মের প্রকৃত স্বরূপ নির্গুণ ও নির্বিশেষ। উহা নির্বিশেষাদ্বৈতব্রহ্মবাদেরই প্রভাব।

অদ্বৈতবাদ-প্রভাব—অন্ততঃ কোন কোন বৈখানসাগমে অদ্বৈতবাদের প্রভাবের আরও প্রকৃষ্ট পরিচয় আছে। আমরা তাহা প্রদর্শন করিতেছি।

বৈখানসাগমের সাধারণ সিদ্ধান্ত এই যে এই চরাচর জগৎপ্রপঞ্চ বস্তুতঃ ব্রহ্মই। ভৃগুর ভাষায় বলিতে,"সর্বভূত নিশ্চয় তিনিই। ইহসংসারে এমন কিছুই নাই, যাহা তিনি নহেন।"

"পুরুষ এবেদং সর্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভব্যম্"

"আত্মৈবেদং সর্বং"

প্রভৃতি শ্রুতিবচনসমূহ উদ্ধৃত করিয়া তাহা সমর্থন করা হইয়াছে। তিনিই এই জগৎ প্রপঞ্চ হইয়াছেন। কাশ্যপ বলিয়াছেন, "এই তিনি স্বপ্নাদিরও অগোচর হইলেও প্রকৃতিস্থ হইয়া ভূত, ভবৎ, এবং ভব্য—ইহা (এই জগৎপ্রপঞ্চ) হন।"[৩] মরীচি এই বিষয়ে দুইটি শ্রুতি বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন,[৪]

"যদা যদা প্রজাঃ সৃজেয়েতি সোঽকাময়ত তদা তদা স্বাভিমতানুরূপস্বরূপগুণস্বশক্ত্যা স্বলীলয়ৈব ইমং প্রপঞ্চং কার্যকারণভাবেন যথাপূর্বং সসর্জ।"

"আত্মন আকাশঃ সংভূতঃ। আকাশাদ্বায়ুঃ ইত্যাদি।[৫]

তাই সর্ব তিনিই,—তিনি সর্বাত্মক।

"তত্র সর্বং ততঃ সর্বং স সর্বং সর্বগশ্চ সঃ।"[৬]

---

১) বৃহউ, ১।৪ ব্রাহ্মণ　　২) দেখ—

"যো নির্গুণো স নির্লিপ্তঃ শক্তির্ভিন হি সংযুতঃ।
সিসৃক্ষুরাশ্রিতঃ শক্ত্যা নির্গুণঃ সগুণো ভবেৎ॥"
—(ব্রহ্মবৈবর্তপু, গণপতিখণ্ড (৩), ৪২।৩৬)

"সর্বাত্মনঃ কুতো রূপং নির্গুণস্থ কুতো গুণাঃ।
সত্যমুক্তং চ সতাস্য যৎতদেব যথোচিতম্॥"
—(ঐ(কৃষ্ণজন্মখণ্ড (৪) . ৯৪।৩৭)

৩) পূর্বে দেখ　　৪) 'বিমানার্চনাকল্প', ৮৭ পটল (৪৯৫ পৃষ্ঠা)

৫) তৈত্তিউ, ২।১ (ঈষৎ পাঠান্তরে)　　৬) আনন্দসং, ১।১৯-২

'তাঁহাতে সর্ব, তাঁহা হইতে সর্ব, তিনি সর্বগ, এবং সর্ব তিনিই।' তাহাতে দ্বৈতবাদ নিশ্চয় নিরস্ত হয়। পরন্তু তাহাতে ব্রহ্মপরিণামবাদ স্বীকৃত হয় এবং অদ্ভুত-বৈচিত্র্যময় এই জগৎপ্রপঞ্চ ব্রহ্মাত্মকরূপে সত্য বলিয়া স্বীকৃত হইয়া পড়ে। উহা দ্বৈতাদ্বৈতবাদই। তাহাতে সমষ্টি দৃষ্টিতে একত্ব যেমন সত্য, ব্যষ্টিদৃষ্টিতে,—পরব্রহ্ম নারায়ণের স্বগতভেদরূপে, নানাত্বও তেমন সত্য বলিতে হয়। পরন্তু মহর্ষি কাশ্যপ,

"নেহ নানাস্তি কিঞ্চন"

('ইহ জগতে কিঞ্চিৎ মাত্রও নানাত্ব নাই')—এই শ্রুতিবচন উদ্ধৃত করিয়া নানাত্বকে নিষেধ করিয়াছেন।[১] সুতরাং তাঁহার মতে নানাত্ব বস্তুত নাই। এই যে নানাত্ব প্রতীয়মান হইতেছে, তাহা ঔপাধিক, বাস্তব নহে। তিনি বিম্ব-প্রতিবিম্বের দৃষ্টান্ত দিয়া তাহা বুঝাইয়াছেন।

"যথাদর্শসহস্রেষু দৃশ্যতে পুরুষোত্তমঃ অম্ভস্বর্কবিম্বানি গিরিষু প্রতিশব্দ ইব তস্য নানাত্বম্। অর্থাৎ একই পুরুষ বহু আদর্শে প্রতিবিম্বিত হইয়া বহু পুরুষ বলিয়া দৃষ্ট হয়। একই সূর্য বহু জলপাত্রে প্রতিবিম্বিত হইয়া বহু সূর্যরূপে পরিদৃষ্ট হয়। একই শব্দ বহু গিরি-গাত্রে প্রতিফলিত হইয়া বহু প্রতিশব্দরূপে শ্রুতি গোচর হয়। ব্রহ্মের নানাত্বও সেই প্রকার। ব্রহ্মপরিণামবাদ-সম্ভাবনা নিষেধার্থ তিনি বলিয়াছেন,

"যথান্ধকারে রজ্জুঃ সর্পদণ্ডোদকধারা ইব ভাসতে তথা বিদ্যাৎ হরিঃ"

অর্থাৎ যেমন রজ্জু অন্ধকারবশত যেন ('ইব') সর্প, দণ্ড, কিংবা জল-ধারা বলিয়া প্রতিভাসিত হয়, তেমন ভগবান্ হরি অজ্ঞানান্ধকার বশত যেন জগদ্রূপে প্রতিভাসিত হইতেছেন। তাহাতে উপাধিসমূহের ব্রহ্মপরিণামরূপেও বা সত্যতা সম্ভাবনা নিরস্ত হয়; এবং বিবর্তবাদ স্থাপিত হয়। তাহাতে জগৎপ্রপঞ্চ রজ্জুসর্পবৎ ভ্রম বলিয়া সিদ্ধ হয়। পরন্তু নিরাধার ভ্রম হইতে পারে না। যেমন রজ্জু ব্যতীত সর্পদণ্ডাদি ভ্রম-প্রতীতি হইতে পারে না, তেমন ব্রহ্মরূপ আধার ব্যতীত জগৎ-ভ্রম-প্রতীত হইতে পারে না। সর্পদণ্ডাদিরূপে প্রতীয়মান হওয়ার কালেও রজ্জু যেমন সত্য সত্যই সর্পদণ্ডাদি হয় না, তেমন জগদ্রূপে প্রতীতির কালে ব্রহ্ম বস্তুতই জগৎ হন না। তাহা বুঝাইতে কাশ্যপ বলিয়াছেন,

"তস্মাদাত্মস্বভাবঃ প্রপঞ্চো ন প্রপঞ্চস্বভাব আত্মা"

'সেই কারণে প্রপঞ্চ পরমাত্ম-স্বভাব; কিন্তু পরমাত্মা প্রপঞ্চ-স্বভাব নহে।' সুতরাং জগৎপ্রপঞ্চ বা সর্ব বস্তুত ব্রহ্মে নাই, নারায়ণই বস্তুতঃ সর্বাত্মক নহেন। তাহা বুঝাইতে কাশ্যপ সমুদ্র এবং তরঙ্গেরও দৃষ্টান্ত দিয়াছেন,—

"সমুদ্রস্বভাবস্তরঙ্গে ন তরঙ্গস্বভাবঃ সমুদ্র ইতি যাবৎ।"

অর্থাৎ যেমন তরঙ্গ সমুদ্রস্বভাব, সমুদ্র তরঙ্গ-স্বভাব নহে, তেমন প্রপঞ্চ পরমাত্মা-স্বভাব, পরমাত্মা প্রপঞ্চ-স্বভাব নহেন। এই দৃষ্টান্ত ব্রহ্মপরিণামবাদও সূচনা করে। পরন্তু দৃষ্টান্ত সেই অংশেও নহে বলিতে হইবে। কিঞ্চিৎপরে অগ্নি ও বিস্ফুলিঙ্গসমূহের দৃষ্টান্ত আছে।

"যথাগ্নের্বিস্ফুলিঙ্গাঃ তথাত্মনো ব্রহ্মেশেন্দ্রাদয়ঃ।"[২]

---

১) 'জ্ঞানকাণ্ড', ২৪ অধ্যায় (৭৮ পৃষ্ঠা)

২) 'জ্ঞানকাণ্ড', ২৪ অধ্যায় (৭৮ পৃষ্ঠা)

'যেমন অগ্নি হইতে বিস্ফুলিঙ্গসমূহ, তেমন আত্মা হইতে ব্রহ্মা, শিব, ইন্দ্র, প্রভৃতি (নির্গত হয়)।' ইহাকে উপাধিবাদের অনুযায়ী গ্রহণ করা যাইতে পারে।[১] অথবা ইহা মনে করা যাইতে পারে যে অদ্বৈতবাদিগণ যেমন ব্যবহারভূমিতে সৃষ্টিতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে গিয়া ব্রহ্মপরিণামবাদ অভ্যুপগম করিয়া থাকে, কাশ্যপও সেইপ্রকারে উহার কথা বলিয়াছেন।

কাশ্যপ পরে বলিয়াছেন,[২] শ্রুতিতে যাহাকে বিশ্বগর্ভ, বিশ্বতশ্চক্ষু, বিশ্বতোমুখ, বিশ্বতাঃপাদ, বিশ্বতোহস্ত, বিশ্বাত্মক, বিশ্ববেত্তা, বিশ্বেন্দ্রিয়গুণাভাস, ও বিশ্বেন্দ্রিয়বিবর্জিত, তথা অনাদিনিধন ও ব্যোমাভ বলা হইয়াছে, তাহাকেই আবার জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞান (—এই ভেদ ত্রিপুটি)-বিহীন জ্ঞানঘন বলা হইয়াছে।' শ্রুতি আরও বলেন, তাহাই জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও তুর্য—এই অবস্থান (চতুষ্টয়) গত হইয়া চতুষ্পাৎ হয়। (প্রথম তিন অবস্থান গত হইয়া) উহা যথাক্রমে বহিষ্প্রজ্ঞ, অন্তঃপ্রজ্ঞ এবং প্রাজ্ঞ অবস্থা (প্রাপ্ত) হইয়া বৈশ্বানর, তৈজস ও হৃদয়াকাশ রূপে স্থূল, প্রবিবিক্ত ও আনন্দভুক্ হয়। ব্রহ্ম (প্রকৃতপক্ষে) তুরীয়ই। বৈখানস শাস্ত্রে সেই ব্রহ্মের ধর্ম, জ্ঞান, ঐশ্বর্য, এবং বৈরাগ্য বিষয়ক চারি মূর্তি কল্পনা করা হয়। "এই মূর্তিসমূহ সূক্ষ্মমূর্তি (অর্থাৎ যাহা সূক্ষ্মরূপে অনুস্যূত আছে, তাহা) কূটস্থ সত্তামাত্র। তাহাই এইখানে (অর্থাৎ বৈখানস শাস্ত্রে) 'বিষ্ণু' নামে আখ্যাত পরব্রহ্ম।" ঐ সর্বগত ব্রহ্ম নিরবয়ব। তাঁহার রূপসমূহ চিত্রের ন্যায় কল্পিত মাত্র। ঐ পরমাত্মা জ্ঞানগম্য। তিনি শুদ্ধ, অকর্তা, অবিকারী এবং অহেতু। যেহেতু তিনি অকর্তা, সেইহেতু তিনি জগতের সৃষ্ট্যাদি-কর্তা নহেন। যেহেতু তিনি অধিকারী, সেইহেতু তিনি জগদ্রূপে পরিণাম প্রাপ্ত হন নাই। যেহেতু তিনি 'অহেতু' বা অকারণ, সেইহেতু তিনি জগতের হেতু বা কারণ নহেন। তাই বলা হইয়াছে যে তিনি কূটস্থ নিরবয়ব সত্তামাত্র। যেহেতু তিনি নিরবয়ব, সেইহেতু তাঁহাতে ভেদ বা নানাত্ব নাই। তবে যে তাঁহাতে নানাত্ব প্রতীয়মান হইতেছে, তাহা ঘটাকাশবৎ ঔপাধিক, বাস্তব নহে।[৩]

কাশ্যপ বলিয়াছেন যে পরব্রহ্ম বা বিষ্ণু "প্রকৃতিস্থ" হইয়াই জগৎপ্রপঞ্চ হইয়াছেন। শ্বেতাশ্বতর শ্রুতির অনুসরণে তিনি প্রকৃতিকে মায়া, এবং বিষ্ণুকে মায়ী মহেশ্বরও বলিয়াছেন। মায়াকে আবার শক্তি, শ্রী, এবং দেবীও বলিয়াচেন।[৪] তাহাতে মনে হইবে যে প্রকৃতি বা মায়া সত্য, উহা বিষ্ণুর সৃষ্ট্যাদিকারিণী শক্তি। পরন্তু তাহা হইলে ব্রহ্মকে অকর্তা বলা যায় না।

মহর্ষি ভৃগু বলিয়াছেন,

"সত্তামাত্রং পরং ব্রহ্ম বিষ্ণ্বাখ্যমবিশেষণম্।[৫]

---

১) দেখ—"তস্মাদগ্নেঃ বিস্ফুলিঙ্গা ইব কালাগ্নিমেষা ইব জ্ঞানাংশা দেবা ভবন্তি।" —(ঐ, (৫২ পৃষ্ঠা)

২) ঐ, ৩৫ অধ্যায় (৫২ পৃষ্ঠা)

৩) "ব্রহ্মণঃ সর্বগতস্য নিরবয়বস্য লিপেরিব কল্প্যানি রূপাণি ভবন্তি।... জ্ঞানগম্যাকর্তুরধিকারিণঃ শুদ্ধস্যাহেতুকস্যাত্মনঃ পৃথক্ত্বং ঘটাকাশবৎ।" (ঐ)

৪) 'জ্ঞানকাণ্ড,, ৩৫ অধ্যায় (৫২ পৃষ্ঠা)। মরীচিও সেই প্রকার বলিয়াছেন। ('বিমানার্চনাকল্প', ৮৬ পটল (৪৯৩-৪ পৃষ্ঠা) (পূর্বে দেখ)।

৫) 'প্রকীর্ণাধিকার', ক্রিয়াপাদ, ৩৩।৩৮·২

'বিষ্ণু নামে আখ্যাত পরব্রহ্ম অবিশেষণ সত্তামাত্র'। একমাত্র অদ্বৈতবাদীই মানে যে পরব্রহ্মের কোন বিশেষণ নাই,—কোন বিশেষণ দ্বারা তাঁহাকে বিশিষ্ট করা যায় না; সুতরাং তিনি নির্গুণ-নির্বিশেষ।

বিষ্ণুলোক চতুষ্টয়—পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে বৈখানসাগম মতে আদিমূর্তি ভগবান্ বিষ্ণু তাঁহার ধর্ম, জ্ঞান, ঐশ্বর্য, এবং বৈরাগ্য—এই চারি গুণ ভেদে বিষ্ণু, মহাবিষ্ণু, সদাবিষ্ণু, এবং সর্বব্যাপী নারায়ণ—এই চারি মূর্তি হন। সুতরাং তন্মতে বিষ্ণুলোকও চারিটি। মহর্ষি অত্রি বলিয়াছেন, "আমোদ, প্রমোদ, সংমোদ, এবং বৈকুণ্ঠ—এই চারিটি বিষ্ণুলোক-সমূহ বলিয়া প্রকীর্তিত হয়।"[১] মহর্ষি মরীচি বলিয়াছেন, "স্বপ্রকাশ পরমাত্মা হইতে এক হিরণ্ময় অণ্ড উৎপন্ন হয়। তদন্তর্গত সমস্ত অণ্ডসমূহের উপরি সনাতন, নিত্য এবং অচিন্ত্য,—দেবগণেরও অনভিলক্ষণীয়, পরন্তু নিত্যশুদ্ধ (বুদ্ধ) মুক্তস্বভাব পুরুষগণ দ্বারা অনুভূয়মান, বৈষ্ণবাণ্ড (বা বৈষ্ণব ধাম) (বর্তমান আছে)। উহাতে আমোদ, প্রমোদ, সংমোদ, এবং বৈকুণ্ঠ—এই চারিটি বিষ্ণুলোক, একের উপরে একটি করিয়া যথাক্রমে, আছে। তথায় শতসহস্র হেমময় প্রাকার, গোপুর ও তোরণ যুক্ত এবং কণক কুসুমাদি দ্বারা অলঙ্কৃত ও অমৃতজলপরিপূর্ণ সরোবহ সমূহ দ্বারা সর্বতঃ প্রভাসমান দিব্যলোকে সহস্রাদিত্যসঙ্কাশ, হেমময় ও দ্বাদশতলযুক্ত, তথা নিত্যজ্ঞানক্রিয়ৈশ্বর্য ব্রহ্মাদিদেবগণ ও ঋষিগণ, এবং নিত্য ও দিব্য পরিজনগণ দ্বারা পরিশোভিত, মন্দির (আছে)। ঐ ব্যোমনিলয়ে পরমাত্মা স্বীয় সঙ্কল্প দ্বারা কল্পিত দেবী, ভূষণ ও আয়ুধগণ সহ আমোদে বিষ্ণু, প্রমোদে মহাবিষ্ণু, সংমোদে সদাবিষ্ণু, এবং বৈকুণ্ঠে সর্বব্যাপী নারায়ণ রূপে আসীন আছেন।

'তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং তং দেবতানাং পরমং চ দৈবতম্'।[২]

ইতি ('ঈশ্বরগণের পরম মহেশ্বর তাঁহাকে এবং দেবতাগণের পরম দেবতা তাঁহাকে)।"[৩]

চতুর্বিধ মুক্তি—বৈখানসাগম শাস্ত্রে সাধারণতঃ কথিত হয় যে মুক্তি চতুর্বিধ—সালোক্য সামীপ্য, সারূপ্য এবং সাযুজ্য। মরীচি লিখিয়াছেন, "সংসারবন্ধন হইতে মুক্তিই মোক্ষ; তাহাও আবার সমারাধনাবিশেষ বশতঃ সালোক্য, সামীপ্য, সারূপ্য এবং সাযুজ্য—এই চতুর্বিধ পদ প্রাপ্তিই। আমোদ-প্রাপ্তি সালোক্য, প্রমোদ-প্রাপ্তি সামীপ্য, সংমোদ-প্রাপ্তি সারূপ্য, এবং বৈকুণ্ঠ-প্রাপ্তি সাযুজ্য। উহা নিত্যানন্দস্বরূপ এবং অমৃতরসপানবৎ সর্বদা তৃপ্তিকর পরমাত্মার নিত্য-নিষেবণ,—পরজ্যোতিঃ-প্রবেশন। শ্রুতি বলিয়াছেন,

'তদ্‌বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ।'[৪]

সেই বিষ্ণুর পরম পদ সূরিগণ সর্বদা দর্শন করেন।"[৫] মহর্ষি কাশ্যপের 'জ্ঞানকাণ্ডে' ব্রহ্মলোক, বিষ্ণুলোক, বিষ্ণুর সামীপ্য, (বিষ্ণুর) সালোক্য, (বিষ্ণুর) সারূপ্য, এবং বিষ্ণুর সাযুজ্য প্রাপ্তির কথা আছে। কথিত হইয়াছে যে বিষ্ণ্বর্চনার অঙ্গীভূত ভিন্ন ভিন্ন কর্ম-সম্পাদনের ফলে ঐ

---

১) 'সমূর্তার্চনাধিকরণ', ৪৫।৮৬ ২) শ্বেতউ, ৬।৭।১

৩) 'বিমানার্চনাকল্প', ৮৭ পটল (৪৯৪-৫ পৃষ্ঠা); 'বৈখানসাগম', ৬৮ পটল (২২৬ পৃষ্ঠা)।

৪) ঋকসং

৫) বিমানার্চনাকল্প', ৯৪ পটল (৫০৮ পৃষ্ঠা); 'বৈখানসাগম', ৭০ পটল ২৩০ পৃষ্ঠা)।

সকলের মত ভিন্ন ভিন্ন লোক প্রাপ্তি হয়।[১] উহাদের পর পর পূর্ব পূর্ব হইতে শ্রেষ্ঠ মনে হয়। যাহা হউক, তথায় আরও আছে যে "অন্য-লোক-গত সকলে পুনরাবর্তী, বিষ্ণুলোক-গত ব্যক্তিগণের পুনরাবৃত্তি হয় না।" সুতরাং উহারা মুক্ত। বিষ্ণুর সাযুজ্য প্রাপ্ত মুক্ত "শ্যামলাঙ্গ, চতুর্ভুজ, শঙ্খচক্রধর এবং শ্রীবৎসবক্ষ হইয়া বৈনতেয়ভুজারূঢ় এবং সর্বদেবনমস্কৃত" হয়।

আচার্য শ্রীনিবাস লিখিয়াছেন,[২] ন্যাসবিদ্যা-নিষ্ঠ ব্যক্তিগণের অর্চিরাদিমার্গে পরমপদ প্রাপ্তি হয়। যোগনিষ্ঠ সাংখ্যদিগের আমোদ-প্রাপ্তি, একান্তীদিগের প্রমোদ-প্রাপ্তি, পরমৈকান্তী সিদ্ধদিগের সংমোদ-প্রাপ্তি, এবং পঞ্চকালরত পরমৈকান্তীদিগের শ্বেতদ্বীপাদি হইয়া ব্রহ্ম-প্রাপ্তি হয়। আমোদ-প্রাপ্তি কেবলের আমোদের জন্যই। তথায় আবার স্বানুভব মাত্রই হয়। ছান্দোগ্য (উপনিষদে আছে),

'যথাক্রতুরস্মিন্ লোকে পুরুষো ভবতি তথা ইতঃ প্রেত্য ভবতি'

(অন্যত্র আছে)

'তং যথা যথোপাসতে তদেব ভবতি।'

বিষ্ণুর পরমপদ—বৈখানসাগমসমূহের প্রারম্ভে বিবৃত ঋষি-প্রশ্ন-প্রতিবচন হইতে জানা যায় যে শ্রুত্যনুকুল মার্গে বৈদিক মন্ত্রসমূহ দ্বারা ভগবান বিষ্ণুকে অর্চনা করিলে "তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং" ('সেই বিষ্ণুর পরম পদ') লাভ হয়। উহাদের মূল 'বৈখানস সূত্রে'ও আছে যে নিত্য ভক্তি সহকারে ভগবান বিষ্ণুকে অর্চনা করিলে বিষ্ণুর পরম পদে গমন হয়। উহাই পরম প্রকৃত পদ; কেননা, তদপেক্ষা পরতর পদ নাই। মহর্ষি কশ্যপ বলিয়াছেন, "বৈষ্ণব পদ পুণ্য এবং পরাৎপরতর। উহা সর্বসিদ্ধিফলপ্রদ এবং সর্ববেদার্থবিদিত। উহা সর্ব্বদেবগণ কর্তৃক অভিষ্টুত এবং সর্বযোগিগণ দ্বারা অর্চিত।[৩] উহাকে প্রাপ্তিই বৈখানসগণের পরম ধ্যেয়।

বিষ্ণুর পরমপদকে উপরে উল্লিখিত চতুর্বিধ বিষ্ণুলোক হইতে এবং তৎপ্রাপ্তিকে সালোক্যাদি চতুর্বিধ মুক্তি হইতে ভিন্ন বলিয়া অনুমান করিবার একাধিক হেতু বৈখানস শাস্ত্রে পাওয়া যায়। প্রথম হেতু এই যে, মহর্ষি অত্রি লিখিয়াছেন, মনুষ্য "মৌদ্গিকান্ন প্রদান দ্বারা আমোদলোক প্রাপ্ত হয়; পায়সান্ন প্রদান দ্বারা প্রমোদে অধিগমন করে; কৃশরান্ন প্রদান দ্বারা সংমোদ-লোক প্রাপ্ত হয়; গোঘৃত দান দ্বারা বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্ত হয়। যাবকান্ন প্রদান দ্বারা সে পরম পদে গমন করে। শুদ্ধান্ন প্রদান দ্বারা সে বিষ্ণুলোকে মহিমা লাভ করে।"[৪] তাহাতে পরিষ্কার বুঝা যায় যে তিনি বিষ্ণুর পরম পদকে বিষ্ণুলোকসমূহ হইতে ভিন্ন মনে করিতেন। দ্বিতীয় হেতু এই যে মহর্ষি কাশ্যপ লিখিয়াছেন, ব্রহ্মবাদিগণ বলেন যে যাহার প্রতিষ্ঠিত বিষ্ণুমন্দিরে অর্চন এবং অগ্নিহোত্র অহীন এবং অবিচ্ছিন্নভাবে বরাবর চিরকাল পর্যন্ত প্রচলিত থাকে, সে ইহদেহে বরাবর সর্বপ্রকার সুখ উপভোগ করত দেহান্তে "সেই অব্যয়, শাশ্বত, এবং অতীন্দ্রিয়—এমন কি দেবগণেরও অনভিলক্ষ্য বৈষ্ণব পরম পদে গমন

১) 'জ্ঞানকাণ্ড', ২০ অধ্যায় (৩০ পৃষ্ঠা)।

২) 'পরমাত্মোপনিষদ্ভাষ্য', শ্রীনিবাসাচার্য্য-কৃত, ৯৩-৪ পৃষ্ঠা। আরও দেখ—'মোক্ষোপায় প্রদীপিকা, রঘুনাথ ভট্টাচার্য প্রণীত (১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দ), ৪৩ পৃষ্ঠা।

৩) 'জ্ঞানকাণ্ড', ২০ অধ্যায় (৩০ পৃষ্ঠা)

৪) 'সমূর্তার্চনাধিকরণ', ৪৫।৮৭-৯

করে। এবং তাহার পূর্বজ ২১ পিতৃপুরুষ ও অধোজ ২১ পুরুষ বিষ্ণুলোকে মহিমা প্রাপ্ত হয়।"[১]

ঐ অনুমানের অপর হেতু দার্শনিক। বিষ্ণুলোকে বিষ্ণুর সাযুজ্য প্রাপ্তি সকল আগমকারগণের মতে সর্বশ্রেষ্ঠ। ইতিপূর্বে তাহা উক্ত হইয়াছে। মহর্ষি কাশ্যপ আরও বলিয়াছেন যে বিষ্ণুর সাযুজ্য প্রাপ্ত ব্যক্তি "শ্যামলাঙ্গ, চতুর্ভুজ, শঙ্খচক্রধর এবং শ্রীবৎসবক্ষ হইয়া বৈনতেয়-আরূঢ় এবং সর্বদেবনমস্কৃত" হয়। উহা নারায়ণের সকল রূপই। সুতরাং বিষ্ণুলোকে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি সকলরূপের সঙ্গে সাযুজ্য-প্রাপ্তিই। বৈখানসাগম মতে সকল রূপ কল্পিত রূপ, প্রকৃত এবং পরম রূপ নহে। সুতরাং সকল রূপের সহিত সাযুজ্য-প্রাপ্তি পরম প্রাপ্তি হইতে পারে না। বিষ্ণুর প্রকৃত এবং পরম স্বরূপ নিষ্কল। সুতরাং তৎপ্রাপ্তিই পরম প্রাপ্তি হইবে। কাশ্যপ বলিয়াছেন বৈষ্ণব পরমপদ অব্যয়, শাশ্বত এবং অতীন্দ্রিয়,—এমন কি দেবতাগণেরও অনভিলক্ষ্য"; উহা "শাশ্বত, অনাদিমধ্যান্ত, অব্যক্ত এবং অতীন্দ্রিয়।"[২] সুতরাং উহা নিষ্কল রূপই।

নিত্যমুক্ত—উপরে যে মুক্তির কথা বলা হইয়াছে তাহা সংসার-বন্ধন হইতে মুক্তি। মহর্ষি মরীচি স্পষ্টতঃই বলিয়াছেন "সংসারবন্ধন হইতে মুক্তিই মোক্ষ।" যাঁহারা ঐ মুক্তি লাভ করত বিষ্ণুলোকে গমন করেন, তাঁহারা সংসার-বিমুক্ত। যেমন পাঞ্চরাত্রাগমেও অপর এক শ্রেণীর জীবের সদ্ভাব স্বীকৃত হইয়া থাকে যাঁহারা নিত্যই বিষ্ণুলোকে বাস করেন, যাঁহাদিগকে তথা হইতে চ্যুত হইয়া সংসার-বন্ধন-গ্রস্ত হইতে হয় নাই। উহাঁদিগকে 'নিত্যমুক্ত' বলা হইয়া থাকে,—যদিও প্রকৃত বলিতে 'মুক্ত' শব্দ তাঁহাদের প্রতি বস্তুতঃ প্রয়োগ করা যায় না। মহর্ষি ভৃগু বলিয়াছেন ভগবান্ বিষ্ণু "নিত্যমুক্তজনাবাস",[৩] তাঁহার সকল পররূপ "নিত্যমুক্তৈক-সম্ভাব্য" (অর্থাৎ একমাত্র নিত্যমুক্তগণই উহাকে সম্যক্ ভাবনা করিতে পারে)।[৪] মহর্ষি মরীচিও নিত্যমুক্তের উল্লেখ করিরাছেন।[৫]

জীবন্মুক্তি ও বিদেহমুক্তি—মনুষ্য ইহদেহ পরিত্যাগ করতই বিষ্ণুলোকে গমন করে, কিংবা বিষ্ণুর পরম পদ প্রাপ্ত হয়। সুতরাং উপরে যে মুক্তির কথা বলা হইয়াছে তাহা 'বিদেহমুক্তি'ই। পরন্তু ইহদেহ বর্তমান থাকিতেও মনুষ্য সংসার-বন্ধন হইতে এক প্রকারে মুক্তিলাভ করিতে পারে। ঐ অবস্থা প্রাপ্তিকে 'জীবন্মুক্তি' বলা হয়। মহর্ষি মরীচি লিখিয়াছেন, "(মনুষ্য) অষ্টাঙ্গযোগমার্গ দ্বারা নিত্য অণিমাদি (অষ্ট) ঐশ্বর্যও প্রাপ্ত হয়, জীবন্মুক্ত হয়।" তাহার পর দেহের অন্তকাল উপস্থিত হইলে যোগী যোগমার্গে উহা পরিত্যাগ করত বৈকুণ্ঠে গমন করে।[৬] সুতরাং তখন সে বিদেহমুক্তি লাভ করে।

---

১) 'জ্ঞানকাণ্ড', ৬৮ অধ্যায় (১০১ পৃষ্ঠা), আরও দেখ—ঐ, ৯০ অধ্যায় (১৫৫ পৃষ্ঠা)

২) "অব্যক্তং শাশ্বতং অনাদিমধ্যান্তমতীন্দ্রিয়ং দেবৈরপ্যনভিলক্ষ্যং যদ্ বৈষ্ণবং (পরমং) পদং"। ('জ্ঞানকাণ্ড', ৫৯ অধ্যায় (৮৩ পৃষ্ঠা)

৩) 'প্রকীর্ণাধিকার', ক্রিয়াপাদ, ৩০।৩২.২ ৪) ঐ, ৩৩।১০.১

৫) "নিত্যমুক্তোপভোগ্যত্বাৎ পর-ব্যূহাত্মনো হরেঃ।"

—(ঐ, ৩৩।৩১.২ ; আনন্দসং, ১৪।১৬.১)

৬) 'বিমানার্চনাকল্প', ১০০ পটল (৫১৯-২০ পৃষ্ঠা)। (পরে দেখ)

মুক্তি ভগবৎ-প্রসাদ-লভ্য—ভগবান্ নারায়ণের মায়া দ্বারা মোহিত হইয়াই জীব সংসারবন্ধনগ্রস্ত হইয়াছে। অপর কথায় বলিতে, ভগবান্ আপন মায়া দ্বারা মুগ্ধ করিয়াই জীবকে বন্ধনগ্রস্ত করিয়াছেন। সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত ভগবান্ আপন মায়ার মোহ অপসৃত না করেন, ততক্ষণ জীবের মুক্তি হইতে পারে না। সেই কারণে জীবের উচিত ভগবান্ নারায়ণকে সমাশ্রয় করত ভক্তি সহকারে তাঁহার উপাসনা করা। তিনি ভক্তবৎসল। উপাসনা করিলে তিনি ভক্তের প্রতি অনুকম্পা করত তাহাকে আপন মায়া হইতে মুক্ত করেন। অনন্তর আত্মা সম্যগ্‌জ্ঞানে প্রবেশ করে। তৎপশ্চাৎ আশ্রমধর্মযুক্ত হইয়া ভগবদারাধনা করে। সেই আরাধনা দ্বারা সংসারার্ণবে নিমগ্ন জীবাত্মা পরমাত্মা নারায়ণকে দর্শন করে। তিনিও অপুনরাবৃত্তিক দিব্যলোক প্রসাদ করেন। পশ্চাৎ (জীবাত্মা) কৃতকৃত্য হয়।"[১]

ভগবানের সমারাধনা—কথিত হইয়াছে যে ভগবানের সমারাধনা দ্বারা মনুষ্য ভগবানকে দর্শন করে এবং অনন্তর তাঁহার প্রসাদে মুক্তি লাভ করে। সুতরাং এখন বৈখানসাগমানুসারে ভগবানের সমারাধনার বিধির কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইবে।

মহর্ষি মরীচি 'বৈখানসসূত্র' হইতে একটা বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন,—[২]

"সর্ববৈদিকাচারাস্তপোযজ্ঞাশ্চ বিষ্ণুপূজাবিধের্ভেদঃ"

'সমস্ত বৈদিক আচারসমূহ, তপস্যা এবং যজ্ঞসমূহ বিষ্ণুপূজার ভিন্ন ভিন্ন বিধি।' সুতরাং তিনি উহা মানিতেন। মহর্ষি অত্রিও প্রকারান্তরে সেই কথা বলিয়াছেন;— "ঋষিগণ অখিল যজ্ঞসমূহ দ্বারা তাঁহাকেই যজন করেন এবং অর্চনা করেন। ঋক্, যজুঃ ও সাম বেদ (মন্ত্র) সমূহ দ্বারা উঁহারা তাঁহাকে স্তুতি করেন এবং প্রণাম করেন। তাঁহাকে তুষ্ট করিতে উঁহারা উপবাস, ব্রত, দান, স্বাধ্যায়, তপ, প্রভৃতি সমস্ত শ্রৌত কর্মসমূহ আচরণ করেন। তাঁহার স্মরণ দ্বারাই যজ্ঞ পূর্ণ হয়; আর (তাঁহার স্মরণে) প্রমাদ হেতু (যজ্ঞ) ন্যূন হয়। শ্রুতিই বলিয়াছেন, 'যজ্ঞের ধর্মত্ব বিষ্ণুই'।"[৩]

তবে বৈখানসাগমসমূহে সাধারণত বলা হয় যে ভগবান্ বিষ্ণুর সমারাধনা মুখ্যতঃ দ্বিবিধ—অমূর্ত এবং সমূর্ত। গার্হপত্যাদি অগ্নিসমূহে তদুদ্দেশ্যে হবন অমূর্ত আরাধনা, আর প্রতিমাতে পূজা সমূর্ত আরাধনা।[৪]

মরীচি আবার কখন কখন বলিয়াছেন, ভগবানের সমাশ্রয়ণ (বা সমারাধন) চতুর্বিধ—জপ, হোম, অর্চন ও ধ্যান। ভগবানকে ধ্যান করত সাবিত্রীপূর্বক বৈষ্ণবী ঋক্‌সমূহের কিংবা অষ্টাক্ষর মন্ত্রের অভ্যাস জপ। অগ্নিহোত্রাদিতে হবন হোম। নিষ্কল-সকল-বিভাগ জ্ঞাত হইয়া অষ্টাঙ্গযোগমার্গে পরমাত্মাকে জীবাত্মারূপে চিন্তন ধ্যান। গৃহে কিংবা দেবায়তনে

---

১) 'বিমানার্চনাকল্প', ৯৪ পটল (৫০৭-৮ পৃষ্ঠা); 'বৈখানসাগম', ৭০ পটল (২৩০ পৃষ্ঠা) [এই পাঠান্তরে—"সেই আরাধনা দ্বারা মগ্ন জীবাত্মা সংসার উত্তীর্ণ হয়,—পরমাত্মা নারায়ণে প্রবেশ করে।"]

২) 'বিমানার্চনাকল্প', ৮১ পটল (৪৮০ পৃষ্ঠা)

৩) 'সমূর্তার্চনাধিকরণ', ১।২৩-৫

৪) 'বিমানার্চনাকল্প', ১ পটল (৫ পৃষ্ঠা); 'বৈখানসাগম', ১ পটল (১ পৃষ্ঠা); 'সমূর্তার্চনাধিকরণ', ১।২৮'২—২৯'১; ২৭।১'২—; 'জ্ঞানকাণ্ড', ১ অধ্যায় (২ পৃষ্ঠা); 'যজ্ঞাধিকার', ১।১০

বৈদিক মার্গে প্রতিমাদিতে পূজা অর্চন।[১] এই চতুর্বিধ পূজার উল্লেখ ভৃগুও করিয়াছেন।[২] পূর্বোক্ত অমূর্ত আরাধনা পরোক্ত হোমই এবং পূর্বোক্ত সমূর্ত আরাধনা পরোক্ত অর্চনই।

মরীচি আবার কখন বলিয়াছেন, ভগবান্ নারায়ণের পূজামার্গ চতুর্বিধ—চরিত, ক্রিয়া, জ্ঞান, এবং যোগ।[৩] হোম বা অমূর্ত আরাধনা ঐ চরিতের এবং ধ্যান যোগের অন্তর্গত। অর্চন বা সমূর্ত আরাধনা ক্রিয়াই। মরীচি অন্যত্র প্রকারান্তরে লিখিয়াছেন, বিশ্বাত্মা বিষ্ণুর অর্চনা ত্রিবিধ—মানস, বাচিক, এবং কায়িক। কায়িক অর্চনা আবার দ্বিবিধ বলিয়া প্রোক্ত হয়,—অমূর্ত এবং সমূর্ত। সুতরাং বিষ্ণুর অর্চনা সর্বসমেত চতুর্বিধ। তন্মধ্যে মানস অর্চনা এই প্রকার,—বিবিক্ত স্থানে একাকী সুখাসনে কিংবা স্বস্তিকাসনে উপবিষ্ট হইবে। নিঃসঙ্গ, সংযতেন্দ্রিয়, এবং যমাদির দ্বারা উপেত হইয়া দৃষ্টি নাসাগ্রে স্থির করিবে। তদ্গতচিত্ত হইয়া ধ্যানে নিশ্চল হইবে। হৃদয়কমলে বিমল রবিমণ্ডল ধ্যান করত তন্মধ্যে ভগবানের সকল রূপ ধ্যান করিবে। অথবা হৃদয়ে নিত্য, অব্যক্ত, নির্গুণ, এবং পরাৎপর নিষ্কল স্বরূপের ধ্যান করিবে। ইহাই ভগবানের মানস পূজা। বেদমন্ত্রসমূহের দ্বারা পরমাত্মাকে স্তুতি করা তাঁহার বাচিক অভ্যর্থনা বলিয়া কথিত হয়। গার্হপত্যাদি অগ্নিতে তদুদ্দেশ্যে হবন অমূর্ত কায়িক অর্চনা। আর অর্ঘ্য, পাদ্য, আসন, প্রভৃতির দ্বারা প্রতিমায় কৃত পূজা সমূর্ত কায়িক অর্চনা বলিয়া মুনিপুঙ্গবগণ কর্তৃক প্রোক্ত হয়।[৪] ভৃগু এক স্থলে বলিয়াছেন, ভগবানের পূজা ত্রিবিধ—মানস-পূজা, হোম পূজা, এবং বের-পূজা।[৫]

বৈখানস শাস্ত্র মতে ভগবান্ নারায়ণের রূপ নিষ্কল ও সকল ভেদে দ্বিবিধ। ধ্যান বা মানস পূজা নিষ্কল রূপেরও হইতে পারে, সকল রূপেরও হইতে পারে। কাশ্যপ বলিয়াছেন, নিষ্কলারাধনা নিরালম্ব এবং সকলারাধনা সালম্ব।[৬]

বৈখানস শাস্ত্রে সমূর্তার্চনের শ্রেষ্ঠত্ব খ্যাপিত হইয়াছে, "বিষ্ণুর এই সমূর্ত পূজন যে ব্যক্তি ভক্তি সহকারে করে, সে সেই অতীন্দ্রিয় এবং অক্ষয় পরম পদে গমন করে;"[৭] সমূর্তার্চন "নিশ্চয় সর্বসিদ্ধিকর, সর্বশান্তিকর, এবং সর্বাশুভবিনাশক; উহা ঐহিক এবং আমুষ্মিক সমস্তই প্রদান করে, তাহাতে সংশয় নাই।"[৮] কাশ্যপ বলেন, অমূর্ত এবং সমূর্ত—উভয়বিধ অর্চন দ্বারা (ভগবানে) ভক্তি এবং শ্রদ্ধা উৎপন্ন হয়; আর ভক্তি এবং শ্রদ্ধাযুক্ত ব্যক্তির সর্বসংসিদ্ধিলাভ হয়; তবে সমূর্ত অর্চনে চক্ষুর ও মনের প্রীতি হয়, এবং সদা সংস্মৃতি হয়।[৯]

---

১) 'বিমানার্চনাকল্প'' ৯৫ পটল (৫০৮-৯ পৃষ্ঠা)।

২) 'বিমানার্চনাকল্পে'র উপোদ্ঘাতে (৪-৫ পৃষ্ঠা) এবং 'সমূর্তার্চনাধিকরণে'র উপোদ্ঘাতে ধৃত ভৃগুর বচন দেখ।

৩) 'বিমার্চনাকল্প', ৮৫ পটল (৫৯১ পৃষ্ঠা)। (পূর্বে দেখ)

৪) আনন্দসং, ১।৩৪'২-৪৭

৫) 'পাঞ্চরাত্ররক্ষায় (১৭৩ পৃষ্ঠায়) ধৃত ভৃগুর 'ক্রিয়াধিকারে'র বচন দেখ।

৬) 'জ্ঞানকাণ্ড', ১ অধ্যায় (২ পৃষ্ঠা)।

৭) 'সমূর্তার্চনাধিকরণ', ২৭।৫'২-৬'১

৮) ঐ, ২৭।৭'২-৮

৯) 'জ্ঞানকাণ্ড', ১ অধ্যায় (২ পৃষ্ঠা)।

অন্যত্র তিনি লিখিয়াছেন, "নিরালম্বারাধন সঙ্কল্পধনী শ্রেষ্ঠাশ্রমীদিগেরই জন্য। সম্যক্ সংসার-নিষ্ঠদিগের জন্য সালম্ব (আরাধন); কেননা, উহা ভুক্তি ও মুক্তি (উভয়) ফলপ্রদ। অভীক্ষ্ণ-দর্শন হইতে পরিচর্যা দ্বারা ভক্তি উৎপন্ন হয়। ভক্তিহীন মনুষ্যগণদ্বারা কৃত সমস্তই নিষ্ফল। সুতরাং ভক্তির হেতু বলিয়া সলক্ষণ পরমপুরুষরূপ (নির্মাণ) করত, শ্রীর সহিতই সংস্থাপন করিয়া, প্রকৃতি এবং পুরুষকে অর্চনা করিবে। সালম্ব আরাধনে কৌতুক-সম্পৎ সকলেরই সম্পৎ। শাস্ত্র হইতে তাহা বিজ্ঞাত হইয়া থাকে।"[১]

প্রতিমা-পূজা ব্যতীত অন্য প্রকার সমূর্ত অর্চনের কথাও বৈখানসশাস্ত্রে পাওয়া যায়। যথা অত্রি বলিয়াছেন সমূর্তার্চনা ত্রিবিধ—বিম্বে, কূর্চে এবং জলে অর্চন। কূর্চে ও জলে বিম্ববৎ ধ্যান করত বিম্বার্চনার বিধিতে অর্চনা করিতে হয়।[২] ঐ ত্রিবিধ অর্চনের উল্লেখ কাশ্যপও এক স্থলে করিয়াছেন।[৩] তিনি অন্যত্র লিখিয়াছেন, "স্থণ্ডিলে, কিংবা জলে, কিংবা আশয়ে দেবকে ধ্যান করত উক্ত মার্গে নমস্কার করত সে (মনুষ্য) সর্বপাপ হইতে বিনির্মুক্ত হইয়া বিষ্ণু-লোকে গমন করে। মন্দির প্রতিষ্ঠা করত শাশ্বতপূজাকারীদিগের আর কথা কি?"[৪] এইখানে তিনি চতুর্বিধ সমূর্তার্চনের উল্লেখ করিয়াছেন; অধিকন্তু তন্মধ্যে মন্দির প্রতিষ্ঠা করত প্রতিমা-পূজার শ্রেষ্ঠত্ব নির্দেশ করিয়াছেন।

প্রতিমা-পূজা শ্রেষ্ঠ—সর্ব প্রকার সমূর্ত অর্চনের মধ্যে প্রতিমা-পূজাকে শ্রেষ্ঠ মনে করা হয়। অত্রি লিখিয়াছেন, পিতামহ (ব্রহ্মা) পূর্বে বলিয়াছেন যে বিম্বপূজা উত্তম, কূর্চপূজা মধ্যম, এবং জল-পূজা অধম।[৫] কাশ্যপ বলিয়াছেন যে দেবেশের অর্চন নিত্য বেরেই কর্তব্য। বেরের অভাবে কূর্চ স্থাপন করত উহাতে, কিংবা জলে ভগবানকে ধ্যান করত অর্চনা কর্তব্য।[৬] সুতরাং তিনিও এক প্রকারে প্রতিমা-পূজার শ্রেষ্ঠত্ব খ্যাপন করিয়াছেন। মরীচি সাক্ষাদ্ভাবে এবং অতীব স্পষ্টবাক্যে তাহা বলিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, প্রতিমারাধন শ্রেষ্ঠ; কেননা, যজমানের অভাবেও উহা অবিচ্ছিন্নভাবে বর্তমান থাকে।[৭] তাৎপর্য এই যে প্রতিষ্ঠাতা যজমানের দেহত্যাগের পরেও তৎপ্রতিষ্ঠিত মন্দির ও প্রতিমা বর্তমান থাকে, এবং প্রতিমার পূজাও যথাযথ প্রচলিত থাকে; পরন্তু জপহোমাদি যজমানের দেহত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই বন্ধ হইয়া যায়। সেই কারণে প্রতিমার্চন জপাদি হইতে শ্রেষ্ঠ। প্রতিমার্চনের শ্রেষ্ঠত্বের অপর কারণ, তাঁহার মতে, এই যে ব্রহ্মার অনুশাসনমতে উহা "সর্বক্রতুফলপ্রদ এবং সর্বকামফলপ্রদ।"[৮] তিনি আরও লিখিয়াছেন, "(বিদ্বান্‌গণ) বলেন, যজ্ঞ দ্বারা স্বর্গফল লাভ হয়। সূরিগণ বলেন সাঙ্গত দেবপূজাদান ও যজ্ঞ; সকল যজ্ঞের মধ্যে দেবযজ্ঞ শ্রেষ্ঠ। কেননা, (উহা) করিলে যজমান শাশ্বত কাল স্বর্গে স্থিত হয়; যজমানের রাজার, রাষ্ট্রের এবং নিজ বংশের অভিবৃদ্ধিকর

---

১) ঐ, ৫৫ অধ্যায় (৭৮ পৃষ্ঠা)। ২) 'সমূর্তার্চনাধিকরণ', ৪৩।২৯

৩) 'জ্ঞানকাণ্ড', ৭৪ অধ্যায় (১১৩ পৃষ্ঠা)। (পরে দেখ) ৪) ঐ, ২০ অধ্যায় (৩০ পৃষ্ঠা)।

৫) 'সমূর্তার্চনাধিকরণ', ৪৩।৩০ ৬) 'জ্ঞানকাণ্ড', ৭৪ অধ্যায় (১৮৩ পৃষ্ঠা)

৭) 'বিমানার্চনাকল্প', ১ পটল (৫ পৃষ্ঠা)।

৮) ঐ, আরও দেখ,—

"এতেষ্বর্চনং সর্বার্থসাধনং স্যাৎ"—(ঐ, ৯৫ পটল (৫০৯ পৃষ্ঠা) অর্থাৎ জপ, হোম, অর্চন ও ধ্যান—এই চতুর্বিধ ভগবৎসমাশ্রয়ণের মধ্যে অর্চনই সর্বার্থসাধন।

হয়।"[1] তিনি যুগভেদেও বিভিন্ন পূজাপদ্ধতির শ্রেষ্ঠত্বের কথা বলিয়াছেন। যদিও প্রত্যেক যুগে সর্বপ্রকার পদ্ধতিতে বিষ্ণুর অর্চনা করা যায়, তথাপি, তিনি বলেন,

"কৃতে তু মানসং শ্রেষ্ঠং ত্রেতায়াং যজনং পরম্।
দ্বাপরে প্রতিমার্চা চ কলৌ চিন্তনমুত্তমম্॥"[2]

'কৃতযুগে মানস (অর্চনা) শ্রেষ্ঠ; ত্রেতাযুগে যজ্ঞ শ্রেষ্ঠ; দ্বাপরযুগে প্রতিমার্চনা শ্রেষ্ঠ; এবং কলিযুগে চিন্তন উত্তম।' যদিও ভাষাগত দৃষ্টিতে মানস পূজা বা ধ্যান এবং চিন্তন অভিন্ন, তথাপি প্রকরণ হইতে বুঝা যায় যে বাচিক অর্চনকেই তিনি এই বচনে 'চিন্তন' বলিয়াছেন।

মহর্ষি ভৃগু বলিয়াছেন, "অমূর্ত (অর্চন) যজমানের অভাবে নিশ্চয় বিনাশ পায়। প্রতিমারাধন অচ্ছিন্ন, শাশ্বত, এবং নিত্য, সুতরাং শ্রেষ্ঠ।"[3] তিনি আরও বলিয়াছেন, "তাঁহার মূর্তিসমূহ কার্যার্থ। উহারা লোককল্যাণকারক। সুতরাং সাকারকেই ভক্তি সহকারে পূজা করত এই সিদ্ধি লাভ করিবে। এই শাস্ত্র অবলম্বনেই অব্যয় বিষ্ণুকে পূজা করিবে। শাস্ত্রে যে ক্বচিৎ অনাশ্রয় কেবল ধ্যানের কথা প্রোক্ত হইয়াছে, কর্মস্থের ইন্দ্রিয় দৌর্বল্য হেতু, উহাতে অধিকার নাই।" "ভক্তি সহকারে নিরাকারে যে পূজা, যজ্ঞ, কিংবা ধ্যান, তাহা রমণীয়ের ন্যায় আভাত হয় বটে; পরন্তু তাহা অনর্থের হেতু। ইহার (মনুষ্যের) ইন্দ্রিয়সমূহ জন্মতঃই স্থূলভাব-প্রসঙ্গী। উহারা, তিনি সূক্ষ্ম বলিয়া, তাঁহাতে চিরকালেও প্রপদন করিতে পারে না। সুতরাং অচির কালের আর কথাই বা কি? রূপ ব্যতীত দেবের ধ্যান করিতে কেহই সমর্থ নহে। সর্বরূপ হইতে নিবৃত্ত হইলে বুদ্ধি কোথাও স্থির হয় না। (অধিকন্তু) নিবৃত্তি দ্বারা বুদ্ধি গ্লানি প্রাপ্ত হয় এবং নিদ্রা দ্বারা অভিভূত হইয়া পড়ে। সেই কারণে বিদ্বান্ ব্যক্তি বুদ্ধি দ্বারা সাকার তাঁহাকেই উপাসনা করিবে। তাঁহার (প্রকৃত স্বরূপ সত্যই) আছে পরন্তু তাহা পরোক্ষ বলিয়া কিঞ্চিৎ স্মরণ করিবে না। (সুতরাং) পণ্ডিত ব্যক্তি, কি মুক্ত্যর্থ কি (ইহপারলৌকিক অভ্যুদয়) ফলার্থ, সর্বদা তাঁহার উদ্দিষ্ট সাকাররূপ পরিত্যাগ না করিয়াই পরদেবতাকে উপাসনা করিবে। ভক্তি সহকারে কৃত অর্চন দ্বারা তুষ্ট হইয়া প্রজাপতি দেবপূজককে অনুগ্রহ করিতে চতুর্ভুজ, তথা প্রিয়া লক্ষ্মী সমাযুক্ত, হইয়া আবির্ভূত হন।[4] সুতরাং সেইরূপেই নারায়ণ বুধগণ কর্তৃক সদা ধ্যেয়, সেব্য, এবং অর্চনীয়। ঐ সাকারে শাস্ত্রদৃষ্ট বিধিতে কৃত পূজা, স্তুতি, কিংবা ধ্যান, নিশ্চয় তাঁহাকেই কৃত হয়।"[5] পরিশেষে ভৃগু বলিয়াছেন,

"তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন ভক্ত্যা পরময়া যুতঃ।
সমূর্তারাধনং কুর্যান্নান্যথা মুক্তিমাপ্নুয়াৎ॥"[6]

সুতরাং সর্বপ্রযত্নে, পরমভক্তি যুক্ত হইয়া, সমূর্তারাধন করিবে। অন্যথা মুক্তি প্রাপ্ত হইবে না।' মহর্ষি ভৃগু এক স্থলে বলিয়াছেন,[7]

---

১) বৈখানসাগম', ৩৯ পটল (১৩৪ পৃষ্ঠা); 'বিমানার্চনাকল্প', ২৯ পটল (২১১ পৃষ্ঠা ঈষৎ পাঠান্তরে)।

২) আনন্দসং, ১।৪৮ ৩) 'যজ্ঞাধিকার', ১।১১

৪) 'প্রকীর্ণাধিকার', ক্রিয়াপাদ, ৩৭।১৩২-৪'১ ৫) ঐ, ৩৭।১৩৬'২—১৪৪

৬) ঐ, ৩৭।২০৮ ৭) ঐ, ৩৩।৩৮'২—৪৬

"সত্তামাত্রং পরং ব্রহ্ম বিষ্ণ্বাখ্যমবিশেষণম্।"[১]

'বিষ্ণু' নামে আখ্যাত পরব্রহ্ম নির্বিশেষ সত্তামাত্র।' সেই হেতু উহা দুর্বিচিন্ত্য। তাতে আবার গ্রাম্যধর্মী মনুষ্যগণের মন বায়ুর ও তরঙ্গের ন্যায় চঞ্চল, অনালম্বন (অর্থাৎ উহার কোন নির্দিষ্ট আলম্বন নাই,—উহা কোন এক বিষয়ে বেশী ক্ষণ থাকে না), এবং অস্থির। সেই হেতু উহা সুসূক্ষ্ম ব্রহ্মকে গ্রহণ করিতে পারে না। শক্তিমান্ অধিকারী ব্রহ্মাভিমুখী হইয়া সম্যক্ প্রকারে অজস্র অভ্যাস করিতে থাকিলে বহু জন্মজন্মান্তরে ব্রহ্ম তাহার গ্রাহ্যের ন্যায় হয় ("ব্রহ্ম গ্রাহ্যেব জায়তে")। যদি কোন অন্তরায়-দোষ হেতু কোন অপকর্ষ বিচিন্তন না করে, তবে যোগারূঢ় যোগী মহাক্লেশে, এবং তালবৃক্ষের অগ্র হইতে তাল পতনের ন্যায় (আকস্মিকভাবে বা দৈবযোগে) পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। পরন্তু বিষয়াক্রান্ত-চিত্ত সাধারণ ব্যক্তিগণ জন্মজন্মান্তর ধরিয়া অভ্যাস করিলেও বিজ্ঞান কিংবা সমাধি দ্বারা বিষ্ণ্বাখ্য পরব্রহ্মকে লাভ করিতে পারে না। অল্পসার মনুষ্য কর্তৃক তাঁহাকে লাভ করিবার সাধন এই,—সুবর্ণরজতাদির দ্বারা বিষ্ণুর সুরূপা; প্রসন্নবদনেক্ষণা এবং প্রীতিকরী প্রতিমা নির্মাণ করাইয়া উহাকে অর্চনা করিবে ; প্রণাম করিবে, স্তুতি করিবে, এবং ধ্যান করিবে। তাহাতে চিত্তের দোষ অপাস্ত হইবে এবং বিশুদ্ধ চিত্ত ব্রহ্মস্বরূপে প্রবেশ করিবে।[২] তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন, পুষ্পাদি দ্বারা বের-পূজা যথাযথ করিতে সকলেই সমর্থ। অধিকন্তু উহা চক্ষু, মন এবং হৃদয়ের প্রীতি উৎপাদন করে। প্রীতি দ্বারা ভক্তি সঞ্জাত হয়। ভক্তের নিকট হরি সুলভ। সেই কারণে বের-পূজা মানস-পূজা এবং হোম-পূজা হইতে শ্রেষ্ঠ।[৩]

বৈখানসাগম মতে ভগবান্ স্বয়ং অর্চাতে অবতীর্ণ হন। সেইহেতু উহা অর্চাবতার নামেও কথিত হয়। ভগবান্ পাঁচরূপে "অবস্থিত" বা "আবিষ্কৃত"—পর, ব্যূহ, বিভব, অন্তর্যামী' এবং অর্চাবতার। পরব্যূহাদি আদ্য রূপ চতুষ্টয়ের উপাসনায় সকলের অধিকার নাই। পরন্তু অর্চাবতার রূপের উপাসনায় সকলের নিরঙ্কুশ অধিকার আছে। পরব্যূহাদি অতি কষ্টের পর এবং চিরকাল পরে মোক্ষ প্রদান করেন, আর অর্চাবতার সুলভেই এবং অচিরেই মোক্ষ প্রদান করেন। এই সকল কারণে বৈখানসাগমে ভগবানের অর্চারূপের বহু মহিমা খ্যাপিত হইয়াছে। তাহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে।[৪] কোন কোন বৈখানসাগমে অতীব স্পষ্ট বাক্যে আরও বিবৃত হইয়াছে যে অর্চায় পূজা প্রবর্তনার্থই মহর্ষি বিখনসের উৎপত্তি হয়।[৫] উৎপত্তির পরে ভগবান বিষ্ণু তাঁহার অর্চা-আরাধনা প্রবর্তন করিতে বিখনস্‌কে আদেশ করেন এবং বিখনস্ তাহাতে স্বীকৃত হন।[৬] কোন কোন বৈখানসাগমে পরিষ্কার উক্ত হইয়াছে যে উহাদের মূল আধার 'বৈখানসসূত্রে' সংক্ষেপে বিবৃত বিষ্ণু প্রতিমা পূজা-পদ্ধতির বিস্তারিত ব্যাখ্যার্থই উহারা বিরচিত হইয়াছে।[৭] এই সকল মনে রাখিলে বৈখানসাগমে প্রতিমা পূজার অত্যধিক প্রশংসা দেখিয়া আশ্চর্য হইবার কিছুই থাকে না।

---

১) 'প্রকীর্ণাধিকার', ক্রিয়াপাদ, ৩৩।৩৮'২ ২) ঐ, ৩৩।৩৯—৪৬

৩) বেঙ্কটনাথের 'পাঞ্চরাত্ররক্ষা'য় (১৭৩ পৃষ্ঠায়) ধৃত ভৃগুর 'ক্রিয়াধিকারে'র বচন দেখ।

৪) পূর্বে দেখ।

৫) আনন্দসং, ৪।১১'২—১৩ ; ১৫।১৩'২—১৫'১ ; পূর্বে দেখ ।

৬) আনন্দসং, ৪।৩৮— ; ১৬।১৭— ; পূর্বে দেখ । ৭) পূর্বে দেখ।

ইহাও প্রণিধান করা উচিত যে প্রতিমা-পূজার এত মাহাত্ম্য বর্ণন সত্ত্বেও বৈখানসাগমে এক প্রকারে উহার নিকৃষ্টতাও খ্যাপিত হইয়াছে। কেননা, কথিত হইয়াছে যে উহা নিম্ন অধিকারীদিগেরই জন্য,—জ্ঞানে ও ধ্যানে বা যোগে যাহাদিগের অধিকার নাই উহা তাহাদিগেরই জন্য। স্বকৃত 'বিমানার্চনাকল্পে'র উপসংহারে মহর্ষি মরীচি লিখিয়াছেন, "সংসার সমুদ্র উত্তরণের উপায় সাধন এই প্রকার জ্ঞানযোগ পুরাকালে ব্রহ্মা আমাকে প্রকৃষ্টরূপে অধিগম করাইয়াছিলেন। তাহাই মৎ-কর্তৃক তোমাদের নিকট উক্ত হইল। গুরুশিষ্যমার্গে এই জ্ঞানোপদেশ জ্ঞাত হইয়া পরে পরমাত্মাকে সদা দর্শন করিবে। যাহারা ঐ প্রকারে সদা ধ্যান করিতে সমর্থ নহে, তাহারা প্রতিমাদিতে পঞ্চমূর্তিনামভেদে সম্যক্ আবাহন করত অভ্যর্চনা করিবে। তাহাই সমূর্তার্চন। সর্বসিদ্ধিপ্রদ বলিয়া গৃহে কিংবা দেবায়তনে সমূর্তার্চনা নিশ্চয় করাইবে (বা করিবে)। অন্যথা পরমপদ প্রাপ্ত হইবে না। সুতরাং শ্রুতিচোদিত এই পরমগুহ্য জ্ঞানযোগ জ্ঞাত হইয়া সমাচরণ করিবে।"[১] মহর্ষি কাশ্যপ লিখিয়াছেন, "নিরালম্বারাধন সঙ্কল্পধনী শ্রেষ্ঠাশ্রমীদিগেরই জন্য। সম্যক্সংসারনিষ্ঠদিগের জন্য সালম্ব (আরাধন)।"[২] সুতরাং ইহা দেখা যায় যে সাধারণ অধিকারীও অতি সুখে করিতে পারে বলিয়াই বৈখানস শাস্ত্রে প্রতিমা-পূজার এত উচ্চ প্রশংসা করা হইয়াছে।[৩]

গৃহার্চা ও আলয়ার্চা—'বৈখানসসূত্রে' কথিত হইয়াছে যে ভগবান্ বিষ্ণুর অর্চা নিজের গৃহে কিংবা বাহিরে দেবালয়ে যে কোন এক স্থানে প্রতিষ্ঠা করত পূজা করা যাইতে পারে। তাহাতে লভ্য ফলে কোন পার্থক্য হয় না। পরন্তু বৈখানসাগমসমূহে দেবালয়ে অর্চনা এবং নিজের গৃহে অর্চনার মধ্যে পার্থক্য করা হইয়াছে; কথিত হইয়াছে যে আলয়ার্চা গৃহার্চা হইতে শ্রেষ্ঠ। যথা, মহর্ষি অত্রি বলিয়াছেন, সমূর্তার্চা গৃহার্চা এবং আলয়ার্চা ভেদে দ্বিবিধ;[৪] গৃহার্চা বলি-উৎসবাদি-বিহীন, সুতরাং নিকৃষ্ট; আর আলয়ার্চা বলি-উৎসবাদি, তথা সর্ব উপাচার সংযুক্ত, সুতরাং উৎকৃষ্ট।[৫] কাশ্যপ বলিয়াছেন, "আলয়ে সমূর্তার্চন বলি-উৎসবাদি-উপাচার-সংযোগ হেতু সম্পূর্ণ। উহা নিত্যও; কেননা, যজমানের অভাবেও অবিচ্ছিন্ন থাকে।"[৬] "সেইহেতু আলয়ে বিধি অনুসারে বিষ্ণুর নিত্যার্চন অনাহিতাগ্নি ব্যক্তিদিগের অগ্নিহোত্রের সমান হয়, এবং উহাদিগকে অগ্নিহোত্রের ফল প্রদান করে। এই দ্বিতীয় (অর্থাৎ আলয়ার্চা) আহিতাগ্নি ব্যক্তিদিগেরও সর্বপ্রায়শ্চিত্ত-হেতুক এবং সর্বকামাবাপ্ত্যর্থক হয়। যেহেতু আলয়ার্চন, যজমানের মৃত্যু হইলেও, অন্যের দ্বারা পৃথিবীতে অবিচ্ছিন্নভাবে প্রবর্তিত থাকে, সেই হেতু উহা শাশ্বত কাল থাকে। এই পরম পুণ্য নিত্য ভক্তি সহকারে যত্নতঃ করিবে।"[৭]

---

১) 'বিমানার্চনাকল্প', ১০০ পটল (৫২০ পৃষ্ঠা) ২) পূর্বে দেখ।

৩) 'গীতা'য় উক্ত হইয়াছে 'রাজবিদ্যা-রাজগুহ্য-যোগ' "প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্যং সুসুখং কর্তুমব্যয়ম্।" (৯।২)

৪) অত্রি বলেন, 'অর্চা', 'কৌতুক', 'প্রাণ' ও 'বর' শব্দ একার্থক। জলপুষ্পাদির দ্বারা অর্চ্যত্ব হেতু উহাকে 'অর্চা' বলা হয়। সর্বমঙ্গলকারিত্ব হেতু 'কৌতুক' বলা হয়। সকলের প্রাণভূতত্ব হেতু প্রাণ, এবং শ্রীদেবীর ও ভূদেবীর বরত্ব হেতু 'বর' বলা হয়। (সমূর্তার্চনাধিকরণ" ২৪।১'২—৩)

৫) 'সমূর্তার্চনাধিকরণ', ১।৩৫-৭ ৬) 'জ্ঞানকাণ্ড', ১ অধ্যায় (৩ পৃষ্ঠা)

৭) ঐ, অধ্যায় (২ পৃষ্ঠা)।

উহাদের দ্বারা লভ্য ফলেও কখন কখন পার্থক্য করা হইত মনে হয়। কেননা, মহর্ষি মরীচি লিখিয়াছেন, স্বগৃহে অর্চন 'স্বার্থ' বা 'আত্মার্থ', এবং বাহিরে দেবালয়ে অর্চন 'পরার্থ' নামে কথিত হয়;[১] 'পরার্থ' শব্দের তাৎপর্য 'উৎকৃষ্ট অর্থ' অর্থাৎ 'মোক্ষ'; মুমুক্ষুদিগকে মোক্ষ দান করে বলিয়াই উহা 'পরার্থ' বলিয়া কথিত হয়। পরার্থ জগচ্চক্ষু সূর্যের, আর স্বার্থ গৃহদীপের, তুল্য। কোন কোন পাঞ্চরাত্রসংহিতায়ও সেই প্রকার উক্তি আছে।[২]

প্রতিমা প্রতিষ্ঠার মহাফল—যেহেতু আলয়ার্চা দ্বারা মনুষ্য মোক্ষ পর্যন্ত লাভ করিতে পারে সেইহেতু বৈখানস আগমশাস্ত্রে বিষ্ণুর প্রতিমার প্রতিষ্ঠার অনেক পুণ্য ফল বর্ণিত হইয়াছে। যথা, মহর্ষি মরীচি বলিয়াছেন, "এই প্রকারে যে ব্যক্তি ভক্তি সহকারে বিষ্ণুর স্থাপন করে, সে যদি শ্রদ্ধাসম্পন্ন ব্রাহ্মণ হয়, তবে তাহার মন বাণী ও কায় দ্বারা কৃত পাপ ক্ষিপ্রই নাশ হয়। সে সর্ব যজ্ঞের ফল লাভ করত এবং সমস্ত কাম্য বস্তুসমূহ প্রাপ্ত হইয়া দশ পূর্বকে, দশ পরকে, এবং নিজেকে,—এই একবিংশতি জনকে বিষ্ণুর লোকে গমন করাইয়া বিষ্ণুর পরম সাযুজ্যপদ প্রাপ্ত হয়।[৩] ক্ষত্রিয় বিজয়, শ্রী ও কীর্তি লাভ করে; অন্যূন অনেক কোশ, অক্ষয় বল, ও সাগরান্ত মহী লাভ করে; এবং সর্ব ক্ষত্রিয়ের অভিবন্দ্য ও চক্রবর্তী হইয়া (দেহান্তে) বিষ্ণুর সারূপ্যপদ প্রাপ্ত হয়। বৈশ্য ধনধান্যসম্পূর্ণ, তেজস্বী, যশস্বী, পুত্রবান্, পশুমান্, এবং পূর্ণমনোরথ হইয়া (দেহান্তে) বিষ্ণুর সামীপ্য প্রাপ্ত হয়। শূদ্র স্বকুলকেতু, প্রজাবান্, তেজস্বী, যশস্বী, এবং পশুমান্ হইয়া,—ঐহিক ভোগসমূহ প্রাপ্ত হইয়া (দেহান্তে) বিষ্ণুর সালোক্যপদ প্রাপ্ত হয়।"[৪] মহর্ষি অত্রি লিখিয়াছেন, "যে ব্যক্তি ভক্তি সহকারে বিধি অনুসারে বিষ্ণুর প্রতিষ্ঠা করায় তাহার শারীরিক পাপ তৎক্ষণেই বিনাশ পায়। সে যাহা যাহা কামনা করে, তৎসমস্তই নিশ্চয় প্রাপ্ত হয়। তাহাতে সংশয় নাই। তাহার পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ, প্রভৃতি পূর্বগত পিতৃগণ, এবং মাতা ও মাতামহাদি যাহারা তাহার মাতৃপক্ষে জন্মিয়াছিলেন, তথা পুত্রপৌত্রাদি তাহার বংশজগণ,—একবিংশতি পুরুষ পর্যন্ত সকলেই সেই গতি লাভ করে, যাহা সে স্বয়ং লাভ করে। যাবৎ পর্যন্ত ইন্দ্রলোক বর্তমান থাকে, তাবৎ পর্যন্ত সে ঐ পূর্বগণ এবং পরগণ সহ স্বর্গে সম্যক্ বিহার করে। অনন্তর বিষ্ণুভূতসমন্বিত বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হয়। আভূতসংপ্লব পর্যন্ত তথায় যথাকাম সুখে বিহার করে। তৎপরে, ভূতবর্গেরও নাশ হইলে, বিষ্ণুর সাযুজ্য প্রাপ্ত হয়। (বিষ্ণুমূর্তির প্রতিষ্ঠা) আয়ু, আরোগ্য, আনৃণ্য এবং ধনধান্যের সমৃদ্ধি প্রদান করে। যজমান মৃত হইলেও সমূর্ত পৃথিবীতে স্থিত থাকে। যে উহাকে সম্যক্ পালন করে, সে প্রতিষ্ঠাতা হইতেও অধিক ফল লাভ করে। যজমান যদি ব্রাহ্মণ হয়, তাহার কায়কৃত সর্ব পাপ ক্ষণ মধ্যে বিনাশ পায় এবং সে নিশ্চয় সর্ব যজ্ঞের ফল লাভ করে। ক্ষত্রিয় বিজয়, কীর্তি, ধনধান্যাদি, সম্পদ, এবং সাগরান্তা পৃথিবীকে প্রাপ্ত হয়; অনন্তর সর্বক্ষত্রিয়ের অভিবন্দ্য এবং চক্রবর্তী হয়;

---

১) আনন্দসং, ৩।২৫ ও ১৩।৩২; আরও দেখ—ঐ, ৪।৩৯°২-৪০; ১৪।৪°১

২) পূর্বে দেখ।

৩) তাৎপর্য এই মনে হয় যে প্রতিষ্ঠা-কর্তা স্বয়ং বৈকুণ্ঠে গমন করিয়া বিষ্ণুর সাযুজ্য লাভ করে, আর তাহার পূর্ব ও পর পুরুষগণ অন্ত বিষ্ণু-লোকে গিয়া সালোক্যাদি লাভ করে।

৪) 'বিমানার্চনাকল্প' ৩৩ পটল (২৪১-২ পৃষ্ঠা); 'বৈখানসাগম', ৩৬ পটল (১২৮ পৃষ্ঠা) (ঈষৎ পাঠান্তরে)।

(দেহান্তে) বিষ্ণুসারূপ্য প্রাপ্ত হয়। বৈশ্য ধনধান্যার্থী, তেজস্বী, পশুবর্ধন, পুত্রবান্, এবং পশুমান্ হইয়া (দেহান্তে) বিষ্ণু-সালোক্য (? সামীপ্য) লাভ করে। শূদ্রও তাহার কুলের শ্রেষ্ঠ, প্রজাবান্, এবং জ্ঞানবান্ হয়; ইহলোকে সমস্ত সুখ লাভ করত সে (দেহান্তে) বিষ্ণুলোকে গমন করে।"[১] মহর্ষি কাশ্যপ বলেন, "এই প্রকারে প্রতিষ্ঠা-কর্ম করিলে যজমানের পূর্ব পূর্বজন্ম-সমূহে এবং ইহ জন্মে মন, বাণী ও কায় দ্বারা জাত সর্ব পাপ সেই দিনেই নাশ পায় এবং সে জ্ঞানযজ্ঞাদি দ্বারা সদ্য ব্রহ্মবর্চস্বী হয়। প্রতিষ্ঠান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া নিত্যার্চন সমগ্রত অহীন ও অবিচ্ছিন্ন ভাবে চিরকাল যাহাতে চলে, সেই উদ্দেশ্যে দীর্ঘস্থিতি সমবেক্ষণ করত যত্ন সহকারে ভগবৎপূজনার্থ, তথা তৎপূজকাদির ও আচার্যাদির নিত্যদক্ষিণার্থ, নানাবিধ ভূমিভোগসমূহ প্রচুর পরিমাণে নির্দিষ্ট করিবে এবং দেবতার পরিচ্ছদসমূহ প্রদান করিবে। ঐ প্রকারে চিরকাল নিত্যার্চন করাইবে। চিরকালার্চন দ্বারা সমস্ত অভীষ্ট কামসমূহ, তথা ভোগসমূহ, চিরকাল লাভ হয়।···সর্বদেবময় দেবেশের অর্চন সর্বশান্তিকর, তথা বেদসমূহের এবং বৈদিক বিধিসমূহেরও অভিবৃদ্ধিকর। উহা এই প্রকারে ভক্তি সহকারে, তথা যত্ন পূর্বক, যে করে সে দার, পুত্র, ক্ষেত্র, মিত্র, স্বকুল, পশু, ভৃত্য, বাহন, প্রভৃতির সমৃদ্ধি, সুবর্ণরত্নধান্যাদি সর্বসম্পদ, এবং ব্যাধি প্রভৃতি অশুভের বিনাশ লাভ করত অভীষ্ট সর্ব সুখসমূহ ইহলোকে দীর্ঘকাল উপভোগ করত (দেহান্তে) সেই অব্যয়, শাশ্বত, এবং অতীন্দ্রিয়,—এমন কি দেবগণেরও অনভিলক্ষ্য বৈষ্ণব পরম পদে গমন করে। এবং তাঁহার পূর্বজ ২১ পিতৃপুরুষ ও অধোজ ২১ পুরুষ বিষ্ণুলোকে মহিমা প্রাপ্ত হয়। ব্রহ্মবাদিগণ ইহা বলেন।"[২] মহর্ষি ভৃগু এক স্থলে অতি সংক্ষেপে বলিয়াছেন যে বিষ্ণুমূর্তি প্রতিষ্ঠার মহৎ ফল বর্ণনা করিতে তিনি সমর্থ নহেন; এমন কি, দেবগণও সমর্থ নহেন; (প্রতিষ্ঠাতা) "বৈকুণ্ঠের অধিপতি হইয়া স্বয়ং তৎসারূপ্য লাভ করে।"[৩] অন্যত্র তিনি কিঞ্চিৎ বিস্তারিতরূপে বলিয়াছেন, "যে কাষ্ঠ, শিলা, লৌহ, প্রভৃতির দ্বারা,—এমন কি মৃত্তিকা দ্বারাও বা, দেবালয় নির্মাণ করায়, তাহার ফল অনন্ত বলিয়া স্মৃত হয়। প্রত্যহ যজ্ঞ দ্বারা যজন-করিলে যে মহাফল লাভ করে, যে বিষ্ণুর মন্দির নির্মাণ করায় সে ইহসংসারে সেই ফল প্রাপ্ত হয়। 'ভগবানের গৃহ (নির্মাণ করিব)'—যে ব্যক্তি এই সঙ্কল্প করে সে তাহার কুলসমূহের আগামী শত, তথা সমতীত শত, (পুরুষকে) ত্রাণ করে।" ইত্যাদি।[৪]

ভগবান্ বিষ্ণুর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিলে যে কেবল যজমানের এবং তাহার পূর্বাপর বংশজগণের কল্যাণ হয় তাহা নহে, মরীচি বলেন, "তাহার গ্রামের, রাষ্ট্রের, এবং রাজার শান্তি, আয়ু, আরোগ্য, ধন, ধান্য, প্রভৃতিরও বৃদ্ধি হয়। সেই কারণে দেবযজন বিশিষ্ট বলিয়া বিজ্ঞাত হয়।"[৫] কাশ্যপ বলেন, তাহার গ্রামাদির অধিবাসী সকলেই তৎফল লাভ করে,—সকলে সর্বসম্পদ, অশুভ-নাশন এবং অগ্নিহোত্রফল চিরকাল অনুভব করে।[৬]

কথিত হইয়াছে যে দরিদ্র ব্যক্তি, ভগবানের মন্দির নির্মাণ করাইতে যাহার অর্থ নাই,

---

১) 'সমূর্তার্চনাধিকরণ', ৩৫।৬৬—৭৭·১

২) 'জ্ঞানকাণ্ড', ৬৮ অধ্যায় (১০০-২ পৃষ্ঠা)

৩) 'যজ্ঞাধিকার', ১৯।৭১

৪) 'প্রকীর্ণাধিকার', ক্রিয়াপাদ, ৩৫।১·২—

৫) 'বৈখানসাগম', ৩৬ পটল (১২৮ পৃষ্ঠা)

৬) 'জ্ঞানকাণ্ড', ৬৮ অধ্যায় (১০১ পৃষ্ঠা)

সে অপরের নিকট হইতে যাজ্ঞা দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করিয়া মন্দির নির্মাণ করাইবে। তাহাতেও অশক্ত হইলে অপর ধনী ব্যক্তিগণকে,—কি রাজা, গ্রামাধিপতি, গ্রামমুখ্য, বণিক্ কিংবা কোন অনুলোম ব্যক্তিকে পরামর্শ দিয়া মন্দির নির্মাণে প্রবৃত্ত করাইবে।[১]

পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে বৈখানস শাস্ত্র মতে বিষ্ণু পরব্যূহবিভবাদি নানা রূপে অবস্থিত পররূপ আবার নিষ্কল ও সকল ভেদে দ্বিবিধ। ব্যূহ বিষ্ণুসত্যাদি পঞ্চবিধ। এবং বিষ্ণুর অবতার মৎস্যাদি দশবিধ। সুতরাং প্রশ্ন করা যাইতে পারে যে বিষ্ণু-প্রতিমা বলিতে কাহাকে বুঝা যাইবে? উঁহাদের কাহাকে প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে? আগম-শাস্ত্রানুসারে উঁহাদের কোন একটির বা ততোধিকের প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিয়া অর্চনা করা যাইতে পারে। তবে, বিষ্ণু, সত্য, পুরুষ, অচ্যুত এবং অনিরুদ্ধ—এই পঞ্চের মূর্তি প্রতিষ্ঠাকে প্রশংসা করা যায়। মহর্ষি অত্রি লিখিয়াছেন, "বুধগণ বলেন, পঞ্চ মূর্তির অর্চন উত্তমোত্তম।"[২] "পঞ্চ মূর্তি স্থাপন নিত্য শান্তি, পুষ্টি ও সুখপ্রদ; সর্বলোকের আয়ুপ্রদ; চারিবর্ণের লোকের সমৃদ্ধি-কর; এবং চারি আশ্রমীর সিদ্ধিপ্রদ বলিয়া কীর্তিত।"[৩] কাশ্যপও বলিয়াছেন, চাতুর্বর্ণ্যসমৃদ্ধ্যর্থ পঞ্চমূর্তিবিধানে অর্চন শ্রেষ্ঠ।[৪]

যে পঞ্চমূর্তির স্থাপনে সমর্থ নহে, সে এক মূর্তির স্থাপন করিতে পারে। তাহা মধ্যম।[৫] ত্রিমূর্তি (= সত্য, পুরুষ ও অচ্যুত), চতুর্মূর্তি (= পুরুষ, সত্য, অচ্যুত ও অনিরুদ্ধ), ষণ্মূর্তি (= পঞ্চমূর্তি + বরাহ), এবং নবমূর্তি (= পঞ্চমূর্তি + বরাহ, নরসিংহ, নর ও নারায়ণ) স্থাপনা করিয়াও অর্চনা করা যায়।

আবার মন্দিরে দেবতার নানাবিধ মূর্তি বা বিম্ব স্থাপনেরও বিধান আছে। তন্মধ্যে বের বা ধ্রুব, কৌতুক, স্নপন এবং উৎসব বিম্ব মুখ্য।[৬] ধ্রুব পরমাত্মার নিষ্কল রূপের আর কৌতুক সকল রূপের, স্থানীয়।[৭] পরমাত্মার নিষ্কল ও সকল রূপের প্রতিমার এই 'ধ্রুব' ও 'কৌতুক' সংজ্ঞা হইতে বুঝা যায় যে নিষ্কল স্বরূপ ধ্রুব বা কূটস্থ নিত্য, উহা নিশ্চল ও নিষ্কম্প; অক্ষয়, অব্যয় ও অচ্যুত; সুতরাং উহা কোন প্রকারের পরিণাম বিরহিত; আর সকল রূপ কৌতুকময় বা লীলাময়,—পরিণামী।

কথিত হয় যে পঞ্চমূর্তির প্রতিষ্ঠায় ব্রাহ্মণাদি বর্ণভেদে এবং কৃতাদিযুগভেদে উঁহাদের বর্ণ ভিন্ন ভিন্ন হইবে। মহর্ষি অত্রি লিখিয়াছেন, "নারায়ণ সমস্ত পঞ্চ মূর্তির আদি বলিয়া স্মৃত। শ্যাম সমস্ত বর্ণসমূহের আদি বলিয়া উদাহৃত। সেইহেতু হরির শ্যামবর্ণ রূপ শ্রেষ্ঠতম বলা হয়। ব্রাহ্মণগণের হিতার্থ শ্বেতবর্ণ প্রশস্ত বলা হয়। রুক্মাভ ক্ষত্রিয়গণের হিতার্থক বলিয়া কথিত হয়। রক্তাভ প্রতিমা বৈশ্যদিগের নিশ্চয় হিতজনক বলিয়া প্রোক্ত হয়। শস্য-শ্যাম হরির রূপ শূদ্রদিগের ঋদ্ধিপ্রদ। চারি যুগকে লক্ষ্য করিয়া চারি বর্ণ ক্রমে জান।

১) ঐ, ৩১ ও ৩২ পৃষ্ঠা

২) 'সমূর্তার্চনাধিকরণ', ২।৪১'১

৩) ঐ, ৩৭।৭—৮'১

৪) 'জ্ঞানকাণ্ড', ৭৭ অধ্যায় (১২১ পৃষ্ঠা)

৫) 'সমূর্তার্চনাধিকরণ', ২।৪২'১

৬) ঐ, ৪।৬—৭ ; ২৪।১—

৭) ঐ, ৩৬।৩ ও ৫'২—৬'১ ; 'জ্ঞানকাণ্ড', ৫৫ অধ্যায় (৭৮ পৃষ্ঠা)।

সমস্ত যুগের মধ্যে শ্যাম যোগ্যতম। সর্ববর্ণের মধ্যে শ্যামই প্রশংসিত হয়। হরির শ্যামবর্ণ রূপ সর্বকামফলপ্রদ, সর্বপ্রকার ঋদ্ধিকারক, সর্বোপদ্রবনাশন, রাষ্ট্রের অভিবৃদ্ধিদ, রাজার বলবর্ধন, গ্রামের শান্তিকারক, শস্যসমূহের অভিবর্ধক, এবং সকলেরই পুষ্টি ও আয়ু বৃদ্ধি-কারক। উহা পত্নী, ভৃত্য প্রভৃতি মনুষ্যগণের, তথা পশুগণের, সমৃদ্ধি প্রদান করে। যজমানের অভীপ্সিত সর্ববস্তু নিশ্চয় শীঘ্র প্রদান করে। সুতরাং সর্বপ্রযত্নে শ্যামরূপ করিবে।"[১] মরীচি বলিয়াছেন, "দেব (বিষ্ণু) কৃতযুগে শ্বেতবর্ণ, ত্রেতায় রুক্মাভ, দ্বাপরে রক্তাভ, এবং কলিতে শ্যামবর্ণ। অথবা সমস্ত যুগেই শ্যামবর্ণ; কেননা, সমস্ত বর্ণের মধ্যে শ্যাম মুখ্য।"[২] পুরুষ শ্বেতাভ, সত্য অঞ্জনাভ, অচ্যুত কণকাভ, এবং অনিরুদ্ধ প্রবালাভ।[৩]

অর্চনাঙ্গ—প্রতিমা-অর্চনের ছয় মুখ্য অঙ্গ,—(১) কর্ষণ, (২) প্রতিষ্ঠা, (৩) পূজা, (৪) স্নপন, (৫) উৎসব, এবং (৬) প্রায়শ্চিত্ত।[৪]

(১) কর্ষণ—ভূমি পরীক্ষা হইতে আরম্ভ করিয়া মন্দির ও দেবপ্রতিমা নির্মাণ পর্যন্ত কর্ষণ।

(২) প্রতিষ্ঠা—মন্দির ও প্রতিমার প্রতিষ্ঠা।

(৩) পূজা—প্রত্যহ, তথা বিশেষ বিশেষ পর্ব দিনে এবং উপলক্ষে, প্রতিমার পূজা।

(৪) স্নপন--বিশেষ বিশেষ উপলক্ষে দেবতাকে স্নপন। অত্রি বলিয়াছেন, "উৎসবান্তে, বিষ্ণুর দিনে, সূর্য ও চন্দ্রের গ্রহণ দিনে, (উত্তর ও দক্ষিণ) অয়নে, প্রতিষ্ঠান্তে· বিষুপক্ষদিনে এবং অপর পুণ্য নক্ষত্রসমূহে যথাক্রমে স্নান করাইবে। গুরুশুক্রোদয়ে, অব্দান্তে, যুগান্তে, দুর্ভিক্ষে, অবগ্রহে এবং ব্যাধি-আদি-অশুভসম্ভবে সর্বোপদ্রবশান্ত্যর্থ এবং সর্বসমৃদ্ধ্যর্থ দেবেশকে ভক্তি সহকারে কলশ দ্বারা যথাবিধি স্নান করাইবে।"[৫] মরীচি বলেন, স্নপন ত্রিবিধ—নিত্য, নৈমিত্তিক এবং কাম্য। অয়নদ্বয়ে ও বিষুবে স্নপন নিত্য। সূর্যের ও চন্দ্রের গ্রহণের সময়ে স্নপন নৈমিত্তিক। অবশিষ্ট সময়ে স্নপন কাম্য।[৬]

(৬) প্রায়শ্চিত্ত—পূর্বোক্ত কর্মসমূহ যথাবিধি সম্পাদনে যদি জ্ঞাত কিংবা অজ্ঞাতসারে কোন ত্রুটি হয়, তাহার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। আরও কতিপয় কারণেও প্রায়শ্চিত্ত কর্তব্য। কাশ্যপ বলিয়াছেন, "ব্রহ্মবিদ্‌গণ বলেন, যেমন 'ঔষধসমূহের দ্বারা ব্যাধির শান্তি হয়, তেমন শান্তিকর্ম দ্বারা দোষ শান্ত হয়।' সুতরাং ন্যূনতা কিংবা অতিরিক্ততা হইলে সর্বত্র তৎক্ষণেই শান্তি করিবে। যদি করা না হয়, তবে রাজা এবং রাষ্ট্র বিনষ্ট হয়" ইত্যাদি।[৭] অপরেও ন্যূনাধিক সেই প্রকার বলিয়াছেন।[৮] আগমশাস্ত্রে নানাপ্রকার দোষের জন্য নানা

১) 'সমূর্তার্চনাধিকরণ', ২১।২-১০

২) 'বিমানার্চনাকল্প', ২০ পটল (১০৩ পৃষ্ঠা); 'বৈখানসাগম', ১৮ পটল (৫৩ পৃষ্ঠা)। আরও দেখ—বিমানার্চনাকল্প', ১৮ পটল (৯০ পৃষ্ঠা)।

৩) 'সমূর্তার্চনাধিকরণ', ৩৭।১৮·১, ২২·১, ২৫·২ ও ২৯·১; 'বিমানার্চনাকল্প', ২০ পটল (১০৩-৫ পৃষ্ঠা); 'জ্ঞানকাণ্ড', ৩৪ অধ্যায় (৫১ পৃষ্ঠা)।

৪) সমূর্তার্চনাধিকরণ ৪৯।১·২—৪

৫) 'সমূর্তার্চনাধিকরণ', ; 'বিমানার্চনাকল্প', ৬১ পটল (৩৮৭ পৃষ্ঠা); আরও দেখ—৫৪ পৃষ্ঠা।

৬) 'বিমানার্চনাকল্প', ৬৭ পটল (৪১৬ পৃষ্ঠা)

৭) 'জ্ঞানকাণ্ড', ৯২ অধ্যায় (১৫৭ পৃষ্ঠা)

৮) যথা দেখ—'সমূর্তার্চনাধিকরণ', ৬৬।১—৪; 'বিমানার্চনাকল্প', ৬১ পটল (২৮৮ পৃষ্ঠা)

প্রকার প্রায়শ্চিত্তের বিধান আছে। মহর্ষি মরীচি লিখিয়াছেন, নিত্যার্চনার পর দেবতার নিকট এই প্রকারে প্রার্থনা কর্তব্য,—

"হে জগৎপতি! তোমার পূজা যথাবিধি,—ন্যূনাতিরিক্তদোষরহিতভাবে করিতে ব্রহ্মাদি (দেবগণ)ও সমর্থ নহে। সুতরাং অজ্ঞান, অশক্ত, এবং অদৃঢ়াত্মা আমাদের (আর কথা কি)? হে বিষ্ণু! তোমার এই নিত্যার্চনায় যাহা যাহা অশোভন হইয়াছে, এই পূজা দ্বারা আমাদের সেই সমস্ত প্রশান্ত হউক।"[১]

ইতিপূর্বে উক্ত হইয়াছে যে বৈখানসগণ মনে করেন যে দেবতার অর্চনও এক প্রকার যজ্ঞ; উহার দ্বারা সমস্ত যজ্ঞের ফল লাভ হয়। মহর্ষি অত্রি বলিয়াছেন, প্রতিষ্ঠা, অগ্ন্যাধান, পর্বার্চনাদি ইষ্টি, এবং উৎসবাদি অবভৃথান্ত যজ্ঞ।[২]

শ্রদ্ধা ও ভক্তি—'বৈখানসসূত্রে' আছে, ভগবান নারায়ণের অর্চনা ভক্তি সহকারে করিতে হইবে। বৈখানস আগমসমূহে ভক্তির, তথা শ্রদ্ধার, উচ্চ প্রশংসা আছে। মহর্ষি কাশ্যপ বলিয়াছেন, "শ্রদ্ধা এবং ভক্তি যুক্ত ব্যক্তির সমস্তই নিশ্চয় সম্যক্ সিদ্ধ হয়;"[৩] "তপস্যা-সমূহ কিংবা পুণ্য কর্মসমূহ দ্বারা অথবা অপর কোন প্রকারে বৈষ্ণব পদ পাওয়া যায় না। একমাত্র ভক্তিরই দ্বারা উহা লাভ হয়, অপর (উপায়)সমূহ দ্বারা নহে। ভক্তি নিশ্চয় পরম পুণ্য। ভক্তি নিশ্চয় শুভপ্রদ। ভক্তি (ভগবান্‌কে) স্মরণকারীদিগের তৃষ্ণা-বৈতরণী উত্তীর্ণ হইবার নৌকা, সংবর্তক ও অতিবৃষ্টি হইতে রক্ষা, কাম-হলাহলাগ্নি (শান্ত্যর্থ) অমৃতধারা, সঙ্কল্প-বীজের ঘাতক, দেহবন্ধন হইতে মোক্ষ-প্রদায়িনী, সঙ্কল্প-কণ্টক-বিদ্ধ-বিশল্যকরণী, যোগর্ধি রূপ অঙ্কুরের বর্ধনী, অস্মি-ক্রকচচ্ছেদরোপ-সঞ্জীবনী, দুঃখত্রয়জালভেদিনী, এবং সুখ-চিন্তামণি-প্রদা।"[৪] "তাঁহার স্বরূপ-লক্ষণ নিশ্চিতরূপে জানিতে অসমর্থ হইয়া ব্রহ্মাদি (দেবগণ)ও তাঁহার রূপ সম্যক্ কল্পনা করত (স্ব স্ব) চিত্ত-ভিত্তিতে ভক্তি-তুলিকা দ্বারা বর্ণসমূহ দ্বারা প্রকৃষ্টরূপে চিত্রিত করিয়া অবলোকন করেন। সেই কারণে ভক্তিই (ভগবদ্দর্শনের) কারণ।"[৫] "সেই অব্যয়, সর্বব্যাপক এবং আকাশোপম, নিষ্কল পরমাত্মা জ্ঞান এবং ভক্তি দ্বারা যুক্তের অন্তরে সন্নিহিত হয়। শ্রুতিও বলিয়াছেন, 'আত্মা এই প্রাণীর (হৃদয়) গুহায় নিহিত।' সুতরাং ভক্তিমান্ ব্যক্তি (তাঁহার) সকল রূপ সম্যক্ কল্পনা করত উহাকে ভক্তি সহকারে এবং মন্ত্রসমূহ দ্বারা বিম্বে প্রতিষ্ঠাপিত করিলে দেব ভক্তের প্রতি অনুকম্পা বশত ঐ সকল রূপে ঐ বিম্বে সমাবিষ্ট হইয়া প্রতিষ্ঠিত হন।"[৬] এইরূপে মহর্ষি কাশ্যপ বহু প্রকারে ভক্তিকে অতি উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন। মহর্ষি মরীচি বলিয়াছেন, বিষ্ণুর অর্চনে "যদি দ্রব্য হীন হয়, তবে যজমানের এবং তাহার গ্রামেরও দ্রব্যহানি হয়; যদি ক্রিয়া হীন হয়, পুণ্যক্রিয়াহানি হয়; যদি মন্ত্র হীন হয়, স্বাধ্যায় ও আয়ুষ্য হানি হয়; আর যদি শ্রদ্ধা ও ভক্তি হীন হয়, তবে সর্বহানি হয়।"[৭] সুতরাং তিনিও শ্রদ্ধা-ভক্তিকে প্রাধান্য দিয়াছেন। অন্যত্র তিনি

---

১) 'বিমানার্চনাকল্প', ৭৯ পটল (৪৭৭ পৃষ্ঠা) ২) 'সমূর্তার্চনাধিকরণ', ২৭।৪-৫

৩) 'জ্ঞানকাণ্ড', ১ অধ্যায় (২ পৃষ্ঠা) ৪) ঐ, ২০ অধ্যায় (৩০ পৃষ্ঠা)

৫) ঐ, ৫১ অধ্যায় (৭৪ পৃষ্ঠা) ৬) ঐ, ৫৯ অধ্যায় (৮৩ পৃষ্ঠা (পূর্বে দেখ)।

৭) 'বিমানার্চনাকল্প', ৩৩ পটল (২৩৭-৮ পৃষ্ঠা)।

লিখিয়াছেন, ভগবান্ বিষ্ণু স্বয়ং মহর্ষি বিখনস্‌কে বলেন যে, কেবল ভক্তিমাত্রেই তিনি সদা সন্তুষ্ট হন।[১] মহর্ষি ভৃগু এই বলিয়া ভক্তির মাহাত্ম্য খ্যাপন করিয়াছেন,—"মনুষ্যগণের মধ্যে ব্রাহ্মণগণ শ্রেষ্ঠ। ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে বিপশ্চিদ্‌গণ (শ্রেষ্ঠ)। বিপশ্চিদ্‌গণের মধ্যে কৃতধী ব্যক্তিগণ (শ্রেষ্ঠ)। উহাদের মধ্যে কর্তাগণ (অর্থাৎ আচরণ-পরায়ণ ব্যক্তিগণ) (শ্রেষ্ঠ)। কর্তাগণের মধ্যে সেই ব্রহ্মবিদ্‌গণ (শ্রেষ্ঠ) যাহারা জনার্দনের ভক্ত। বিষ্ণুভক্তগণের মধ্যে বৈখানসগণ শ্রেষ্ঠ বলিয়া সর্বত্র স্মৃত হয়।"[২] "সহস্র সহস্র পূর্বজন্মের তপস্যা, ধ্যান, এবং সমাধি দ্বারা যাহাদের পাপ ক্ষীণ হইয়াছে সেইসকল মনুষ্যগণের (অন্তরে) কৃষ্ণে ভক্তি প্রকৃষ্ট রূপে উৎপন্ন হয়। অভাগবত ব্যক্তিগণ বিষ্ণুকে তত্ত্বত জানিতে, স্তুতি করিতে এবং দর্শন করিতে, তথা তাঁহাতে প্রবেশ করিতে (অর্থাৎ মোক্ষ লাভকরিতে), নিশ্চয় সমর্থ নহে।[৩] সুতরাং মূঢ়গণ কি প্রকারে সমর্থ হইবে? যে সকল মনুষ্য তাঁহাতে ভক্তি দ্বারা ভাবিত হইয়া পবিত্র হইয়া তদ্গতচিত্ত হইয়াছে, তাহারাই ভাগবত। তাহারা নিশ্চয় বিষ্ণুতে প্রবেশ করে।"[৪] "যখন মনুষ্যগণের পাপের ক্ষয় হয়, তখনই দেবতায়, ব্রাহ্মণে, এবং যজ্ঞপুরুষ বিষ্ণুতে নিশ্চলা শ্রদ্ধা হয়।"[৫] "ভাগবত নরগণ যে গতি প্রাপ্ত হয়, সুতপ্ত তপস্যা দ্বারা কিংবা বহুদক্ষিণ যজ্ঞসমূহ দ্বারাও নরগণ সেই গতি প্রাপ্ত হয় না।"[৬]

যোগ—পূর্বে ইহা উক্ত হইয়াছে যে ভগবান্ নারায়ণকে সমারাধনার এক মার্গ যোগ। মহর্ষি মরীচির 'বিমানার্চনাকল্পে' বৈখানসশাস্ত্র-সম্মত যোগের কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যায়।[৭] মহর্ষি পতঞ্জলির 'যোগদর্শনে'র ন্যায় উহাতেও কথিত হইয়াছে যে যোগের আট অঙ্গ—(১) যম, (২) নিয়ম, (৩) আসন, (৪) প্রাণায়াম, (৫) প্রত্যাহার, (৬) ধারণা, (৭) ধ্যান, এবং (৮) সমাধি। পরন্তু উহাতে ঐ সকল সংজ্ঞা কখন কখন 'যোগদর্শন' হইতে কিঞ্চিৎ ভিন্ন প্রকারে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। যথা, মরীচি লিখিয়াছেন

"জীবাত্মপরমাত্মনোর্যোগো যোগ ইত্যামনন্তি।"[৮]

'জীবাত্মা ও পরমাত্মার যোগই 'যোগ' বলিয়া কথিত হয়।'

যম দশবিধ—(১) অহিংসা, (২) সত্য, (৩) অচৌর্য, (৪) ব্রহ্মচর্য (=গৃহস্থের স্বদারনিরতি, আর অপরের সর্বত্র মৈথুন-ত্যাগ), (৫) দয়া, (৬) আর্জব, (৭) ক্ষান্তি, (৮) ধৈর্য, (৯) মিতাশন, এবং (১০) শৌচ। নিয়মও দশবিধ—(১) তপ, (২) সন্তোষ, (৩) আস্তিক্য, (৪) দান, (৫) বিষ্ণুপূজা, (৬) বেদার্থশ্রবণ, (৭) কুৎসিৎ কর্ম করণে লজ্জা, (৮) গুরুর উপদেশে শ্রদ্ধা, (৯) মন্ত্রাভ্যাস, এবং (১০) হোম। এই বিংশতি গুণ দ্বারা যুক্ত ব্যক্তিই যোগের অধিকারী হয়।

প্রত্যাহার পঞ্চবিধ যথা, (১) ইন্দ্রিয়সমূহকে সমস্ত বিষয় হইতে বলপূর্বক আহরণ,

---

১) "কেবলং ভক্তিমাত্রেণ সন্তুষ্টোঽস্মি সদা মুনে"

—(আনন্দসং, ১৬।৩৯·১

২) 'প্রকীর্ণাধিকার' ক্রিয়াপাদ, ৩০।১২৩·২—৫·১

৩) 'গীতা'র ১১।৫৪ শ্লোকের তুল্য।

৪) 'প্রকীর্ণাধিকার', ক্রিয়াপাদ, ৩০।১২৮—১৩০

৫) ঐ, ৩০।১৩৪

৬) ঐ, ১১।১৪৭

৭) 'বিমানার্চনাকল্প', ৯৬-১০০ পটল (৫১০-৫২০ পৃষ্ঠা)

৮) ঐ, ৫১০ পৃষ্ঠা।

(২) সমস্তকে আত্মাতে আত্মবৎ ঈক্ষণ, (৩) বিহিত কর্মসমূহ বাহিরে না করিয়া মনে মনে করণ (অর্থাৎ মানস অনুষ্ঠান), (৪) পাদাঙ্গুষ্ঠ হইতে আরম্ভ করিয়া মূর্ধান্ত পর্যন্ত অষ্টাদশ মর্মস্থানসমূহে[১] বায়ু (মনে মনে) আরোপ ও ধারণ করত এক স্থান হইতে অপর স্থানে, অধ হইতে উপরের দিকে, তথা ঊর্ধ হইতে অধ দিকে, যথাক্রমে সমাকর্ষণ, এবং (৫) নাভিমার্গ-সমূহে বায়ু আরোপ করত নিরোধন।

ধারণা অষ্টবিধ। যথা, "(১) আত্মাতে যমাদিগুণযুক্ত মনের স্থিতি, (২) হৃৎপদ্মের অভ্যন্তরস্থ আকাশে ও বাহ্যাকাশে ধারণ, (৩-৭) পৃথিব্যাদি পঞ্চ মহাভূতে দেবদিগের পঞ্চ ধারণ, এবং (৮) হৃৎপদ্ম মধ্যে পরমাত্মার আনন্দ-বিগ্রহ ধারণ। পাদ হইতে জানু পর্যন্ত পৃথিবীস্থান। তথায় ল-কার-সংযুক্ত বায়ু আরোপ করত অনিরুদ্ধ-মূর্তিকে ধ্যান করত ধারণ করিবে। জানু হইতে পায়ু পর্যন্ত জলের স্থান। তথায় ব-কার-সংযুক্ত বায়ু আরোপ করত অচ্যুত-মূর্তিকে ধ্যান করত ধারণ করিবে। পায়ু হইতে হৃদয় পর্যন্ত অগ্নির স্থান। তথায় র-কার-সংযুক্ত বায়ু আরোপ করত সত্য-মূর্তিকে ধ্যান করত ধারণ করিবে। হৃদয় হইতে ভ্রূমধ্য পর্যন্ত বায়ুর স্থান। তথায় য-কার-সংযুক্ত বায়ু আরোপ করত পুরুষ-মূর্তিকে ধ্যান করত ধারণ করিবে। ভ্রূমধ্য হইতে মূর্ধা পর্যন্ত ব্যোমের স্থান। তথায় হ কার-সংযুক্ত বায়ু আরোপ করত বিষ্ণু-মূর্তিকে ধ্যান করত ধারণ করিবে।...নাড়ীসমূহে অ-কার-সংযুক্ত বায়ু আরোপ করত প্রণব দ্বারা (সমাকর্ষণ করত) হৃৎ(কমল) মধ্যে ধারণ করিবে। স্ব স্ব সংহৃতি-করণে প্রণবের নাদান্তে শুদ্ধ স্ফটিকসঙ্কাশ পরমানন্দবিগ্রহ পরমাত্মা নারায়ণকে ধ্যান করত ধারণ করিবে। নিয়মাদি সংযুক্ত হইয়া এই সকল ধারণা নিত্য আচরণ করিবে।"

"পরমাত্মনো জীবাত্মনা চিন্তনং ধ্যানম্"[২]

"পরমাত্মার জীবাত্মা রূপে চিন্তন ধ্যান। পরমাত্মা দ্বিবিধ—নিষ্কল ও সকল। নিষ্কল অদৃশ্য,—এমন কি দেবগণেরও অনভিলক্ষ্য। সকল দ্বিবিধ—নির্গুণ ও সগুণ। নির্গুণ নিষ্কলস্বভাব। পরমাত্মা হইতে ভিন্ন কিছুই নাই। কাষ্ঠে অগ্নির ন্যায় সর্বকে ব্যাপিয়া (তিনি স্থিত। তিনি) আকাশোপম। নিষ্কল সকলের আত্মগুহায় নিহিত, অন্তরে ও বাহিরে সংস্থিত, দৃশ্য ও অদৃশ্য, স্থূল ও সূক্ষ্ম, অমল, অত্যচ্ছ, অপ্রমেয়, নিরবয়ব, নিরুদ্যোগ, নিত্য, অচিন্ত্য এবং নিষ্কল। তাঁহাকেই প্রাণায়াম, প্রত্যাহার ও ধারণা দ্বারা আত্মসংস্কার করত আত্মা রূপে দর্শন করিবে ('আত্মনা পশ্যেৎ')। দেহ মধ্য হইতে মূর্ধা পর্যন্ত ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে অন্তরাত্মা

---

১) আঠার মর্মস্থান এই— (১) পাদ, (২) গুল্‌ফ, (৩) জঙ্ঘামধ্য, (৪) চিতিমূল, (৫) জানু, (৬) উরুমধ্য, (৭) পায়ুমূল, ৮) দেহমধ্য, (৯) মেঢ্র (মূল), (১০) নাভি, (১১) হৃদয়, (১২) কণ্ঠ (কূবর), (১৩) তালুমূল, (১৪) নাসিকামূল, (১৫) অক্ষিমণ্ডল, (১৬) ভ্রূমধ্য, (১৭) ললাট, এবং (১৮) মূর্ধা। উহাদের প্রমাণ এই,— পাদাঙ্গুষ্ঠ হইতে ৪॥ অঙ্গুল পাদ; তৎপরের ১ অঙ্গুল গুল্‌ফ; তৎপরের ১০ অঙ্গুল জঙ্ঘামধ্য; এই প্রকারে পর পর চিতিমূল ১০ অঙ্গুল, জানু ২ অঙ্গুল, উরুমধ্য ৯ অঙ্গুল, পায়ুমূল ৯ অঙ্গুল, দেহমধ্য সাড়ে তিন, মেঢ্রমূল আড়াই, নাভি ৪, হৃদয় ১১, কণ্ঠকূবর ১২, তালুমূল ৬, নাসিকামূল ৪, অক্ষিমণ্ডল ২, ভ্রূমধ্য ২, ললাট ২ এবং মূর্ধা ৩ অঙ্গুল প্রমাণ। (ঐ, ৫১৪-৫ পৃষ্ঠা) "এতেষু স্থানেষু মনসা বায়ুমারোপ্য স্থানাৎ (স্থানং) সমাকৃষ্য নিরোধং চোর্ধ্বিতোঽধশ্চ যথাক্রমেণ করোতি।" (৫১৫ পৃষ্ঠা)

২) ঐ, ৫১৬ পৃষ্ঠা

নারায়ণ,—সর্বজগৎকারণ, অব্যয় অব্যক্ত এবং এক রূপ পরজ্যোতি জ্বলিতেছেন,—অবভাসিত হইতেছেন। শ্রুতি বলিয়াছেন, 'নারায়ণঃ পরং জ্যোতিরাত্মা নারায়ণঃ পরঃ।' সুতরাং প্রধানপরম এবং অব্যয় বিষ্ণু সদা ধ্যেয়। এই এক (প্রকার) নির্গুণ ধ্যান। নিষ্কল পরজ্যোতি স্বয়ংই প্রাণায়ামসমূহ দ্বারা বিকশিত হৃদয়কমলের অভ্যন্তরস্থ আকাশে বৈশ্বানর-শিখার মধ্যে কৃষ্ণপিঙ্গল, ঊর্ধ্বরেতা, বিরূপাক্ষ, বিশ্বরূপ এবং পরমানন্দবিগ্রহ পুরুষ হয়। পরম ভক্তি সহকারে তাঁহাকে দর্শন করিবে। তাঁহাতে সন্নিহিত হইবে। ইহাও নির্গুণ ধ্যান বলিয়া (শাস্ত্র হইতে) বিজ্ঞাত হওয়া যায়।"[১]

সগুণ ধ্যান চতুর্বিধ। যথা,

(১) প্রাণায়াম দ্বারা বিকসিত হৃদয়কমলের অভ্যন্তরস্থ আকাশে বৈশ্বানরশিখার মধ্যে চতুরস্র, হেমাভ, এবং বিন্দু সহকারে যকার-বীজান্বিত মাহেন্দ্রমণ্ডল (ধ্যান করত), তন্মধ্যে অর্ধচন্দ্রাকৃতি, শ্বেত, এবং বিন্দু সহকারে বকার-বীজান্বিত বারুণমণ্ডল ধ্যান করত, তন্মধ্যে প্রণববেষ্টিত সুবর্ণাভ আদিবীজকে স্মরণ করত, ভক্তি সহকারে প্রজ্বলিত জ্যোতি রূপই কল্যাণ-গুণ-নিধি সকলকে দেবী, ভূষণ ও আয়ুধ, তথা পরিষদ্‌গণসহ সম্যক্ কল্পনা করত পূর্ববৎ ধ্যান করিবে।

(২) হৃদয়পদ্মের অভ্যন্তরস্থ আকাশে বৈশ্বানর শিখার মধ্যে অগ্নিমণ্ডলকে পূর্ববৎ ধ্যান করত তন্মধ্যে পরজ্যোতিরূপই যজ্ঞমূর্তি সকলকে দেবী, ভূষণ ও আয়ুধ সহকারে, তথা পরিষদগণ দ্বারা আবৃত রূপে, সম্যক্ কল্পনা করত পূর্ববৎ ধ্যান করিবে এবং অগ্নিহোত্রাদি হোম করিবে।

(৩) হৃৎপদ্মে (অভ্যন্তরস্থ আকাশে) বৈশ্বানরশিখার মধ্যে অর্কমণ্ডলকে পূর্ববৎ ধ্যান করত, পদ্মমধ্যে পরজ্যোতি(রূপ)ই তরুণাদিত্যসঙ্কাশ সকল বিষ্ণুকে সম্যক্ কল্পনা করত পূর্ববৎ ধ্যান করিবে।

(৪) হৃদয়কমলের অভ্যন্তরস্থ আকাশে বৈশ্বানরশিখার মধ্যে সোমমণ্ডলকে পূর্ববৎ ধ্যান করত তন্মধ্যে পরজ্যোতি(রূপ)ই শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশ সকল নারায়ণমূর্তি সম্যক্ কল্পনা করত ধ্যান করিবে। এই চতুর্বিধ সগুণ ধ্যানই সর্বসিদ্ধিপ্রদ এবং সর্বত্র প্রযোক্তব্য। তবে প্রথমোক্ত সগুণ ধ্যান উত্তম। এই চতুর্বিধ সগুণ ধ্যান বৈদিক। অপর সমস্ত সগুণ ধ্যান অবৈদিক, সুতরাং জঘন্য।

ঐ ষড়্‌বিধ প্রকারে ভগবান্ নারায়ণকে (ধ্যান করিতে) নিত্য অভ্যাস করিবে। সমাধি দ্বারা সমস্তই দর্শন করে বলিয়া জানা যায়।

"জীবাত্মা ও পরমাত্মার সমাবস্থাই সমাধি। যেমন অনুষ্ণ উপল (খণ্ড) আদিত্যদর্শন বশত উষ্ণত্ব আশ্রিতের ন্যায় হয়, তথা পরমাত্মদর্শন বশতঃ প্রত্যগাত্মা নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাব পরমানন্দময়ত্ব প্রাপ্ত হইয়া পরমাত্মা নারায়ণকে সদা দর্শন করে,—নিশ্চয় অনুভব করে।

"(মনুষ্য এই) অষ্টাঙ্গযোগমার্গ দ্বারা নিত্য অণিমাদি (অষ্ট) ঐশ্বর্যও প্রাপ্ত হয়, জীবন্মুক্ত হয়।"[২]

১) 'বিমানার্চনাকল্প', ৯৯ পটল (৫১৬-৭ পৃষ্ঠা) ২) ঐ, ১০০ পটল (৫১৯ অধ্যায়)

অনন্তর অন্তকাল উপস্থিত হইলে, যোগী যোগবলে সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বারসমূহ নিরুদ্ধ করত হৃদয়-কমলে প্রাণবায়ুকে আরোপ করত, তদন্তরস্থ আকাশে পরজ্যোতিতে মনোবৃত্তিকে সুসংযত করত পরমাত্মাকে দেখিতে দেখিতে ভ্রূমধ্যে প্রাণকে আরোপ করত বিন্দুনাদ সহ প্রণবাক্ষর দ্বারা সমুত্থাপিত করত প্রাণত্যাগ করে। তখন "প্রাণ সহ সমস্তই আত্মাতে প্রলীন হয়। তখন পরমাত্মা সহ বৈকুণ্ঠ প্রাপ্ত হয়।"[১]

ধ্যান—ধ্যানও বিষ্ণুকে সমারাধনার এক মার্গ। উহা অবশ্য অষ্টাঙ্গ যোগেরই এক অঙ্গ। তবে স্বতন্ত্র ভাবেও উহার বিধান বৈখানস শাস্ত্রে পাওয়া যায়। কাশ্যপ বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি নিত্য,—প্রতিদিন প্রাতঃকালে নিজের হৃদয়ে শ্বেতবর্ণ, ত্রিবেদীর দ্বারা অলঙ্কৃত, এবং অষ্টসহস্রদলযুত ইলাকৃতিকে ধ্যান করত তন্মধ্যে সহস্রজ্বালাযুত আগ্নেয় মণ্ডলকে, এবং তন্মধ্যে প্রণবকে ধ্যান অভ্যাস করে, তাহার সমস্ত পাপরাশি বিধূত হয় এবং সে বিষ্ণুলোকে গমন করে। এমন কি প্রয়াণকালেও যদি কেহ ঐ প্রকার ধ্যান করে, তবে সে শ্যামলাঙ্গ, চতুর্ভুজ এবং শঙ্খচক্রগদাধর হইয়া গজেন্দ্রে আরোহণ করিয়া, সুরগণ দ্বারা নমস্কৃত ও স্তুত হইয়া, সমস্ত লোক অতিক্রম করত বিষ্ণুলোকে গমন করে।[২] ইহা বিশেষভাবে লক্ষিতব্য যে এইখানে প্রণবকে ধ্যানের বিধান আছে, বিষ্ণুমূর্তিকে কিংবা অপর কোন দেবমূর্তিকে নহে। কাশ্যপ অন্যত্র বলিয়াছেন যে জগদাধার কপিল ব্রাহ্ম আসনে বসিয়া

"নিত্যমনাদ্যমক্ষররূপমচিন্ত্যং কূটস্থং যৎ পরং তজ্জিজ্ঞাসয়া ধ্যানযুক্তঃ"[৩]

'নিত্য, অনাদি, অক্ষর, অচিন্ত্য এবং কূটস্থ যে পর (তত্ত্ব) তাহাকে জানিতে ইচ্ছা করিয়া ধ্যানযুক্ত আছেন।'

বর্ণাশ্রমাচার—'বৈখানসসূত্রে' বিহিত ধার্মিক আচারসমূহ চাতুর্বর্ণ্য এবং চাতুরাশ্রম্য মূলক।[৪] তাই বৈখানস আগমসমূহেও বর্ণাশ্রমবিহিত কর্মসমূহ যথাশক্তি আচরণের প্রশংসা আছে। যথা, মহর্ষি ভৃগু বলিয়াছেন, "ভগবান হরি বর্ণাশ্রম(বিহিতধর্ম) আচরণ দ্বারা যেমন পরিতুষ্ট হন, (নানাবিধ) দানসমূহ এবং তপস্যাসমূহ দ্বারা তেমন প্রীত হন না।"[৫] বিষ্ণুর নিত্য ও নৈমিত্তিক অর্চনা 'বৈখানসসূত্রে' উক্ত ধর্ম-ব্যবস্থার অঙ্গীভূত ছিল। তন্মতে দ্বিজাতিকে অতন্দ্রিত থাকিয়া প্রতিদিন সকালে ও সন্ধ্যায়, হোম করিবার পর, নিজের গৃহে কিংবা বাহিরে দেবালয়ে, ভক্তি সহকারে ভগবান নারায়ণকে অর্চনা করিতে হইবে। সুতরাং তদুক্ত বর্ণাশ্রমাচার পালনে বিষ্ণুর সমারাধনাও হইয়া যায়। তাই ভৃগু বলিয়াছেন, 'পরম-পুরুষ বিষ্ণু বর্ণাশ্রমাচারবান্ পুরুষ দ্বারাই আরাধিত হন। অপর পন্থা তাঁহার তোষ-কারক নহে।"[৬] সুতরাং তাঁহার মতে স্বীয় বর্ণ এবং আশ্রমের জন্য শাস্ত্রে বিহিত কর্ম-সমূহ যথাশক্তি সমাচরণ করতই বিষ্ণুকে অর্চনা করিতে হইবে; অন্যথা বিষ্ণু তুষ্ট হইবেন না; সুতরাং

---

১) ঐ, ৫২০ পৃষ্ঠা।

২) 'জ্ঞানকাণ্ড', ৫ অধ্যায় (৬ পৃষ্ঠা)   ৩) ঐ, ২ অধ্যায় (৩ পৃষ্ঠা)

৪) মহর্ষি ভৃগু লিখিয়াছেন, 'বৈখানসসূত্র' "বর্ণাশ্রমচারাযুক্ত এবং শ্রৌতস্মার্তর্চসমন্বিত।" ('প্রকীর্ণাধিকার' ক্রিয়াপাদ, ৩০।৭১'১)

৫) ঐ, ২০।১৫৪   ৬) ঐ, ৩০।১৫৫

অর্চনা ব্যর্থ হইবে।[১] পরে তিনি লিখিয়াছেন, যে বর্ণাশ্রমধর্মাচরণ দ্বারাই ভগবানের প্রসাদ লাভ করা যায়। যেহেতু এই প্রকার (অর্থাৎ যেহেতু একমাত্র ভগবান বিষ্ণুর প্রসাদেই মনুষ্য তাঁহার মায়া হইতে মুক্ত হইতে পারে) সেই হেতু কর্মসাধন শরীর লাভ করত মনুষ্যগণের উচিত তাঁহার প্রসাদার্থ শুভ কর্ম করা। স্ববর্ণাশ্রমকর্মসমূহ দ্বারা তিনি প্রসাদিত হইলে সকলেরই সমস্ত কাম্য বস্তুসমূহ (ইহদেহে থাকিতে) হস্তগত হয়, এবং (দেহের) অন্তে মুক্তি করস্থিত হয়।"[২] শূদ্রগণের এবং সঙ্কর বর্ণদিগের বিষ্ণু-অর্চনের অধিকার নাই। বৈখানসাগমে উহাদিগকে বিষ্ণুকে প্রতিষ্ঠার অধিকার দেওয়া হইয়াছে। মরীচি লিখিয়াছেন, শূদ্রগণের এবং সমস্ত সঙ্করজ ব্যক্তিগণের তথা দ্বিজ স্ত্রীগণের ও যাহারা ইহজন্মে দেহান্তে বিষ্ণু-সাযুজ্য লাভ করিতে আকাঙ্ক্ষা করে, তাহারা গ্রামে বৈখানস-শাস্ত্রোক্ত বিধানে বিষ্ণুকে প্রতিষ্ঠা করাইয়া বৈখানস বিপ্রগণ দ্বারা অর্চন করাইবে। তাহাতে তাহারা বর্ণাশ্রমফল লাভ করত বিষ্ণুর পরম পদে গমন করিবে। সুতরাং ঐ প্রকারে ভগবানকে সমাশ্রিত তাহারাও ভগবৎ-তুল্য।[৩] কাশ্যপ লিখিয়াছেন, "এই নিত্য অগ্নিহোত্রে এবং (বিষ্ণু)পূজায় চারি বর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণাদি তিন বর্ণেরই অধিকার শাস্ত্রে বিহিত। চতুর্থ শূদ্র, তথা অনুলোম (সঙ্কর জাতি)ও, সকলের নেতা রাজাকেই যজমান বলিয়া সঙ্কল্প করাইয়া (ঐ সকল) করাইবে। প্রতিলোমদিগের, অন্তরালদিগের এবং ব্রাত্যদিগের অধিকার নিশ্চয় নাই। ইহা কাশ্যপ (বলেন)।"[৪] অত্রির মতে, ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়, তথা নিগমমার্গে দীক্ষিত শূদ্রগণ এবং অনুলোমগণ, যজমান হইতে পারে।[৫] সুতরাং সঙ্করবর্ণের অধিকার বিষয়ে ইঁহাদের দুইজন মরীচির মত তত উদার নহেন।

বৈখানসাগমে চাতুরাশ্রম্যের কিঞ্চিৎ শিথিলতাও দেখা যায়। কেননা, মহর্ষি ভৃগু এক স্থলে লিখিয়াছেন

"অসন্ত্যজ্য চ গার্হস্থ্যমতপ্ত্বা চ তথা তপঃ।
ছিনন্তি বৈষ্ণবীং মায়াং কেশবারাধনে রতাঃ॥
বিষয়ানবিরোধেন সেবমানোঽপি মাধবম্।
অর্চয়ানস্তরন্ত্যেনাং বিষ্ণুমায়াং দুরত্যয়াম্॥"[৬]

(ভগবান) কেশবের আরাধনে রত ব্যক্তিগণ গার্হস্থ্য সংত্যাগ না করিয়াও, সুতরাং তপস্যা না করিয়াও (অর্থাৎ বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস আশ্রমদ্বয় অঙ্গীকার না করিয়াও) বৈষ্ণবী মায়াকে ছিন্ন করে। মাধবকে অর্চনাশীল ব্যক্তিগণ, (উহার) অবিরোধে বিষয়সমূহ সেবা করিতে থাকিলেও, দুরত্যয়া বিষ্ণু-মায়া উত্তীর্ণ হয়।' মায়া নাশ হইলেই মনুষ্যের মুক্তি হয়। সুতরাং তন্মতে মুক্তিলাভার্থ গার্হস্থ্যাশ্রমকে অতিক্রম করত পরবর্তী আশ্রমদ্বয়ে পর পর প্রবেশ করা

---

১ মহর্ষি কাশ্যপ পক্ষান্তরে বলিয়াছেন যে বিষ্ণুপূজা বিনা বেদসমূহ, শাস্ত্রসমূহ এবং আচারসম্পদ্ শুভদ হয় না, যেমন আদিত্য ব্যতীত লোকসমূহ মনোরম হয় না, ইন্দ্রিয়সমূহ অকর্মণ্যতা প্রাপ্ত হয়। ('জ্ঞানকাণ্ড', ২০ অধ্যায় (২৯ পৃষ্ঠা)

২) ঐ, ৩৭।১৩০-১ ৩) আনন্দসং, ১৪।৫৪.২—৫৭

৪) 'জ্ঞানকাণ্ড', ৯০ অধ্যায় (.৫৫ পৃষ্ঠা); আরও দেখ—৩১ পৃষ্ঠা

৫) 'সমূর্তার্চনাধিকরণ', ৭৮।১৭ ৬) 'প্রকীর্ণাধিকার', ক্রিয়াপাদ, ৩৭।১২৮-৯

মানুষের প্রয়োজন নাই। সমস্ত বৈখানস আগমের সিদ্ধান্ত যে উহাই, তাহা প্রকারান্তরেও প্রমাণ করা যায়। কেননা, উহাদের মতে ভগবান বিষ্ণুর মন্দির এবং প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিলে, তথা প্রতিমার সেবাপূজাদি যাহাতে চিরকার চলে, সেই প্রকার বন্দোবস্ত করিলে, মনুষ্য বিষ্ণুলোক গমন করত বিষ্ণুর সাযুজ্য প্রাপ্ত হয়। ঐ সকল ব্যাপার অবশ্যই বিত্ত-সাধ্য। তদর্থে প্রয়োজন বিত্ত গৃহস্থেরই থাকা সম্ভব, ভিক্ষোপজীবী সন্ন্যাসীর কিংবা বানপ্রস্থীর নহে। সুতরাং মুক্তিলাভার্থ ধনী গৃহস্থকে গার্হস্থ্যাশ্রম পরিত্যাগ করত বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করিতে হয় না। কেননা, তিনি বিষ্ণুমন্দির নির্মাণাদি করিয়াই মুক্তিলাভের অধিকারী হন। যাহার যথা-প্রয়োজন স্বকীয় ধন নাই, কথিত হইয়াছে যে সে অপর ধনী ব্যক্তিগণের নিকট হইতে যাচ্ঞা করিয়া লব্ধ অর্থে ঐ কর্ম সম্পাদন করিবে, কিংবা অপর ধনী ব্যক্তিকে পরামর্শ দিয়া,—প্রেরণা করিয়া ঐ কর্ম করাইবে। তাহাতেও সে মুক্তিলাভের অধিকারী হইবে। সুতরাং বানপ্রস্থ-সন্ন্যাসের প্রয়োজন তাহারও নাই।

ব্রহ্মার্পণ—মহর্ষি ভৃগু লিখিয়াছেন

"ফলাভিসন্ধিরহিতং সর্বং কর্মাখিলং কৃতম্।
ব্রহ্মার্পণধিয়া কুর্যাৎ স ভবেদ্ বৈষ্ণবোত্তমঃ॥"[১]

যে ব্যক্তি তৎকৃত সমস্ত কর্ম ফলের অভিসন্ধিরহিত হইয়া ব্রহ্মার্পণ বুদ্ধিতে করে সে বৈষ্ণবোত্তম।

সাম্প্রদায়িকতা—বৈখানস শাস্ত্র মতে ভগবান নারায়ণ সর্বাত্মক। সুতরাং তিনি সর্বদেবতাত্মক। তাই বলা হয় যে

"সর্বদেবময়ো বিষ্ণুঃ সর্বে হ্যেব তদাত্মকাঃ।"[২]

'বিষ্ণু সর্বদেবময়; কেননা, সমস্তই তদাত্মক।'

"সর্বে বিষ্ণুময়া দেবাঃ সর্বশাস্ত্রেষু কীর্তিতাঃ॥"[৩]

'সর্বশাস্ত্রে কীর্তিত হইয়াছে যে সমস্ত দেবতা বিষ্ণুময়।' নিম্নলিখিত শ্রুতিবচনসমূহ উদ্ধৃত করিয়াও তাহা সিদ্ধ করা হইয়াছে;—[৪]

"বিষ্ণুর্বৈ সর্বা দেবতাঃ;"
"স ব্রহ্মা স শিবঃ সেন্দ্রঃ" ইত্যাদি ;
"এষ ব্রহ্মা এষ ইন্দ্র এষ প্রজাপতিঃ এষ সর্বা দেবতাঃ।"

মহর্ষি ভৃগু বলিয়াছেন, "ব্রহ্মা, রুদ্র, ইন্দ্র, প্রভৃতি অপর সকলে সেই আদ্যদেবতা (বা বিষ্ণুই) বলিয়া স্মৃত হন। শাস্ত্রে যে সকল অবতার পূর্বে উদিত হইয়াছে, তাঁহারাও বৈষ্ণব (বা বিষ্ণুময়)। পরমার্থে (উঁহারা আদ্যদেবতা হইতে) ভিন্ন নহেন। (সুতরাং উঁহাদের) পরস্পরের মধ্যেও ভেদ নাই।[৫] অধিকন্তু বৈখানসশাস্ত্র মতে পরমাত্মা স্বরূপত নিষ্কল। ধ্যানের সৌকর্যার্থেই

১) 'প্রকীর্ণাধিকার', ক্রিয়াপাদ, ৩০।১১৭·২—১১৮·১
২) 'প্রকীর্ণাধিকার', ক্রিয়াপাদ, ৩৬।১৮৭·১ আরও দেখ—"সর্বদেবময়ো বিষ্ণুঃ"—(ঐ, ৩৬।২৪৭·১)
৩) ঐ, ৩৬।১৮৮·২ ৪) পূর্বে দেখ।
৫) 'প্রকীর্ণাধিকার', ক্রিয়াপাদ, ৩৬।২৫৭·২—৮

তাঁহাকে সকল বলিয়া কল্পনা করা হয়। ঐ সকল রূপ যেমন চতুর্ভুজ শঙ্খচক্রধর বিষ্ণু বলিয়া তেমন ব্রহ্মা, শিব, প্রভৃতিও বলিয়া কল্পনা করা যাইতে পারে। যে সাধক যেইরূপ তদ্‌গতচিত্তে ধ্যান করে ভগবান সেইরূপ হইয়াই তাহার নিকট আত্মপ্রকাশ করেন।[১] এই দার্শনিক সিদ্ধান্তানুসারে যে কোন দেবতারূপে ভগবানের সমারাধনা করা যায়।

পরন্তু বিষ্ণুরূপের প্রতি পরম প্রীতি বশতঃ বৈখানসগণ, অপর দেবতারূপের উপাসনাকে নিকৃষ্ট মনে করিতে লাগিলেন, এবং উহার নিন্দা করিতে লাগিলেন। মহর্ষি ভৃগু বলিয়াছেন, "সেই হেতু[২] সেই দেবেশ্বরেশ্বরে সমস্ত সমারোপ করত যে উপাসনা হয় উহাই করা বুধগণের উচিত হয়। যদি তাঁহাকে অন্যত্র সমারোপ করত উপাসনা করা হয়, উহা অন্যদেবার্চা হয়। সেই হেতু উহার ফল পরিমিত হয়। যাহারা অন্যদেবতাভক্ত হইয়া শ্রদ্ধান্বিত হইয়া যজন করে, তাহারাও সেই দেবেশকেই যজন করে; (পরন্তু) অবিধিপূর্বক (করে)।"[৩]

পরে পরে বৈখানসগণ ঐ প্রকৃত এবং উচ্চ দার্শনিক সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ বিস্মৃত হন। তখন তাঁহারা মনে করিতে লাগিলেন যে সমস্ত দেবতাকে অভিন্ন মনে করা অজ্ঞান মাত্র। ভৃগু বলিয়াছেন,

„যে তু সামান্যভাবেন মন্যন্তে পুরুষোত্তমম্ ॥
রুদ্রাদিভিঃ সহাজ্ঞানাৎ তেঽপি জ্ঞেয়াঃ অবৈষ্ণবাঃ।"[৪]

'যাহারা অজ্ঞান বশত পুরুষোত্তমকে (বিষ্ণুকে) রুদ্রাদির সহিত সমানভাবে মানে, তাহারাও অবৈষ্ণব বলিয়া জ্ঞেয়।' মরীচি তাহাদিকে 'পাষণ্ড' বলিয়াছেন।[৫] আরও কথিত হইয়াছে যে ঐ অবৈষ্ণবকে দূর হইতেই সর্বপ্রযত্নে পরিত্যাগ করা উচিত।[৬] তাই বৈখানসশাস্ত্রে বিষ্ণু ভিন্ন অন্য দেবতার পূজাদি নিষিদ্ধ হইয়াছে। মহর্ষি মরীচি বলিয়াছেন, "নিত্য বিষ্ণু-পাদাম্বুজকে আশ্রয় (করিবে)। অন্য দেবতাকে নমস্কার করিবে না; অন্য দেবকে পূজা করিবে না; এবং অন্য দেবকে স্মরণ করিবে না। যে ব্যক্তি হৃদিস্থ পরম দেব, পতি এবং ঈশ্বর নারায়ণকে পরিত্যাগ করত অন্যকে প্রীতি সহকারে নমস্কার করে, সে পাপভাক্।"[৭]

'আনন্দসংহিতা'র মতে, বৈখানস মতানুসারে ভগবানকে অর্চন ব্যতীত অপর কোন মত অনুসারে অর্চন করিয়া, এমন কি স্বয়ং ভগবান কর্তৃক প্রোক্ত পঞ্চরাত্র মত অনুসারে অর্চন করিয়াও, মনুষ্য মোক্ষলাভ করিতে পারে না। কথিত হইয়াছে যে—বৌদ্ধ, আর্হত, শৈব,

---

১) পূর্বে দেখ।

২) যেইহেতু, নারায়ণ পরব্রহ্মই,—নারায়ণই পরমতত্ত্ব; "মহাত্মাগণ সংজ্ঞাভেদসমূহ দ্বারা সদা তাঁহাকেই উপাসনা করেন;" তিনি সর্ববস্তুতে বিদ্যমান,—তিনি ভিন্ন কোন বস্তু নাই। (ঐ, ৩৬।২৫২—২৫৪·২

৩) ঐ, ৩৬।২৫৪·২—২৫৭·১ এই বচনের শেষাংশ ঈষৎ পরিবর্তন করিয়া 'গীতা' (৯।২৩) হইতে গৃহীত।

৪) ঐ, ৩০।১২২·২—১২৩·১   ৫) আনন্দসং, ১৩।২৪

৬) 'প্রকীর্ণাধিকার', ক্রিয়াপাদ, ৩০।১২২·১

৭) আনন্দসং, ১৩।২৬-৭ ভৃগুও লিখিয়াছেন,

"নান্যং দেবং নমস্কুর্যাৎ নান্যং দেবং প্রপূজয়েৎ।"

—('প্রকীর্ণাধিকার', ক্রিয়াপাদ, ৩০।১১৮ ২

পাশুপত, কাপাল এবং পাঞ্চরাত্র—এই ছয় মত 'সময়' বলিয়া স্মৃত হয়। সময় অনুসারে অর্চন জন্মান্তরে মোক্ষফলপ্রদ, আর বৈদিক (বা বৈখানস মত) অনুসারে অর্চন সেই জন্মেই মুক্তিদ। বৈদিকানুসারে অর্চনা-কারী ব্যক্তি দেহান্তে চতুর্ভুজ এবং শঙ্খচক্রধর হইয়া গরুড়ারূঢ় হইয়া গগনমার্গে গমন করত বিষ্ণুর পার্ষদত্ব লাভ করে। আর সময়ানুসারে অর্চনা-কারী পৃথিবীতে পুনর্জন্ম লাভ করত বৈদিকানুসারে অর্চনা করিয়া দেহান্তে মোক্ষলাভ করে। সুতরাং যে সকল মনুষ্য সদ্য মুক্তিফল কামনা করে, তাহারা বৈখানস মত অনুসারে ভগবানের অর্চনায় বদ্ধাঞ্জলিপুট এবং ভক্তিযুক্ত হইয়া প্রবৃত্ত হইবেক।[১]

মহর্ষি অত্রি বলিয়াছেন যে সৌম্য বলিয়া খ্যাত বৈখানস বিধি ব্যতীত, আরও অনেক প্রকার বৈষ্ণব বিধি, তথা শৈবাদি বিধিসমূহও, আছে। সুতরাং ভগবানকে অর্চনার বিধি বহু বলিয়া স্মৃত হয়। পরন্তু যেহেতু বিষ্ণু সৌম্যমূর্তি, সেইহেতু তাঁহাকে অর্চনার বিধিই সৌম্য বলিয়া প্রকীর্তিত হয়। শৈবাদি বিধিসমূহ ক্রূর। অধিকন্তু ঐ সকল সময় বেদমূলক নহে। উহারা তান্ত্রিক বলিয়া স্মৃত।[২]

মহর্ষি কাশ্যপের 'জ্ঞানকাণ্ডে' বিষ্ণুপূজার ন্যায় শিবপূজারও প্রশংসা এাছে। তিনি স্থান ও জাতি ভেদে উভয়েরই পূজার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন 'ভগবান বিষ্ণু ভিন্ন অপর দেবতাগণ মনুষ্যগণের সেব্য নহে। ব্রাহ্ম (তেজ), শম, দম, সত্যত্ব, প্রভৃতি সাত্ত্বিক গুণসমূহ বিষ্ণুরই প্রসাদে (মনুষ্যগণ লাভ করিতে পারে)। সুতরাং ব্রাহ্ম তেজ তাহারই প্রসাদে বৃদ্ধি পায়। সেই কারণে গ্রামে এবং অগ্রহারে ভগবান হরিকে পূজা করা উচিত। যোদ্ধাদিগের রথ, অশ্ব, হস্তী, আয়ুধ প্রভৃতি, তথা জয় বীর্যাদি, রাজসগুণসমূহ রুদ্রেরই শক্তি দ্বারা প্রকৃষ্টরূপে সিদ্ধ হয়; কেননা, হরই উগ্ররূপ। সেই কারণে নগরী প্রভৃতিতে হরকে পূজা করা উচিত।"[৩] তবে বিষ্ণুপূজার প্রশংসা করিয়া তিনি আবার বলিয়াছেন, "বিষ্ণু সর্বত্র পূজ্য; (কেননা) তাঁহার পূজাবিধান হইতেই ধর্মসিদ্ধি হয়। বর্ণাশ্রমধর্মসমূহ এবং শ্রৌতধর্ম-সমূহ বিষ্ণুর প্রসাদে সিদ্ধ হয়।······তাঁহার নিত্য আরাধন করা বিপ্রগণের উচিত। সুতরাং ইষ্টাপূর্তের অভিবৃদ্ধির জন্য ভগবানের সেবা করা উচিত। বিষ্ণ্বারাধনান্বিত দেশে দেবগণ, ঋষিগণ এবং পিতৃগণ সকলেই পূজিত হন। তিনি (বিষ্ণু) পূজিত না হইলে, উঁহারা পূজিত হইলেও অপূজিতই (থাকেন)। বিষ্ণুপূজাবিহীন দেশে বিপ্র কখনও বাস করিবে না। কেননা, তথাকার স্বভাব তামস।[৪] পরে তিনি বলিয়াছেন, "দ্বিজ নিত্য ভগবান বিষ্ণুকে ব্রহ্মাকে, সূর্যকে, স্কন্দ এবং সরস্বতীকে অর্চনা করিবে। পরন্তু ক্ষত্রিয়, আর্য্যা, গণেশ, সূর্য, বিষ্ণু ও রুদ্র; বৈশ্য কুবের, দুর্গা, শ্রী ও সরস্বতীকে; এবং শূদ্র দ্বিজকে, তথা ভগবান বিষ্ণু, চন্দ্র, ইন্দ্র ও বিনায়ককে নিত্য যত্ন ও পূজা করিবে।······বিষ্ণুপূজাবিহীন গৃহ চণ্ডাল গৃহের সমান। [illegible]মুখ্যগণ তথায় প্রবেশ করিবে না। তদধিপতির সঙ্গে অবস্থান ও সম্ভাষণ করিবে না।"[৫]

১) আনন্দসং, ১৪।৪২'২ 　 ২) সমূর্তার্চনাধিকার', ৮০।১'২—৩'১

৩) 'জ্ঞানকাণ্ড', ১৭ অধ্যায় (২৪-৫ পৃষ্ঠা)। 　 ৪) ঐ, ১৭ অধ্যায় (২৫ পৃষ্ঠা)।

৫) ঐ, ১৯ অধ্যায় (২৯ পৃষ্ঠা)

দ্বাদশ অধ্যায়

পাঞ্চরাত্রমত ও বৈখানসমত

পাঞ্চরাত্রমত এবং বৈখানসমতের মধ্যে কতিপয় বিষয়ে ঐক্য আছে, আর অপর কতিপয় বিষয়ে অনৈক্য আছে। বর্তমান অধ্যায়ে আমরা তাহা অতি সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

কোন কোন পাঞ্চরাত্রসংহিতার মতে পাঞ্চরাত্রশাস্ত্রই প্রকৃত ভাগবতশাস্ত্র, আর বৈখানস-শাস্ত্র উহার পরবর্তী কালের এক শাখাভেদ মাত্র। অপর কোন কোন পাঞ্চরাত্রসংহিতার মতে বৈখানসগণ পাঞ্চরাত্রিগণের বা ভাগবতধর্মিগণের এক উপশ্রেণী। বোধ হয় সেই কারণেই অর্বাচীন কালে কোন কোন পাঞ্চরাত্রী আচার্য বৈখানসশাস্ত্রকে 'আর্যপাঞ্চরাত্র' শাস্ত্র এবং তন্নিষ্ঠগণকে 'কল্পভাগবত' বলিয়াছেন।[১] পক্ষান্তরে কোন কোন বৈখানসাগমে উক্ত হইয়াছে যে বৈখানসশাস্ত্রই প্রকৃত ভাগবতশাস্ত্র,[২] এবং পাঞ্চরাত্রিগণ বৈখানসগণের এক উপশ্রেণী মাত্র। যথা, মহর্ষি মরীচি লিখিয়াছেন, "বৈখানস ত্রিবিধ বলিয়া বিবেচিত হয়,—শুদ্ধ, মিশ্র, এবং স্মার্ত। উহারা যথাক্রমে সৌম্য, মিশ্র, এবং শুদ্ধ বৈষ্ণব। যাহারা বৈখানসসূত্র অনুসারে নিষেকাদিক্রিয়ান্বিত তাহারা শুদ্ধ বৈখানস বলিয়া প্রোক্ত হয়। তাহারাই সৌম্য বৈষ্ণব বলিয়া স্মৃত। যাহারা বৈখানসসূত্রেতর সূত্র অনুসারে নিষেকাদিক্রিয়ান্বিত, পরন্তু বৈখানসাগমোক্ত দীক্ষায় দীক্ষিত তাহারা মিশ্র বৈখানস বলিয়া প্রোক্ত হয়। তাহারা মিশ্র বৈষ্ণব বলিয়া স্মৃত। মিশ্র বৈষ্ণব দ্বিবিধ—নিগম-দীক্ষিত এবং আগম-দীক্ষিত। নিগম বিখনা-প্রোক্ত, আর আগম হরি-চোদিত। বৈখানস নিগম, আর পাঞ্চরাত্র আগম।···তৃতীয়াশ্রমী সকলেই স্মার্ত বৈখানস বলিয়া স্মৃত।"[৩] অপর কোন কোন পাঞ্চরাত্রাগমের, তথা বৈখানসাগমের মতে, পাঞ্চরাত্রমত, বৈখানসমত এবং ভাগবতমত ভিন্ন ভিন্ন।[৪] অপর কোথাও কোথাও তাহার উল্লেখ পাওয়া যায়।[৫]

নিম্নোক্ত প্রকার অনুমান করিলে ঐ সকল বিভিন্ন উক্তিসমূহের সমন্বয় হইতে পারে মনে হয়:—

ভাগবতমতই মূল মত। পাঞ্চরাত্রমত এবং বৈখানসমত উহা হইতে পরে পরে সমুদ্ভূত হয়; সুতরাং উহার শাখা-মত বা উপসম্প্রদায়মাত্র। ভাগবতমতের শাখা-ভেদ হিসাবে পাঞ্চরাত্রমতকে এবং বৈখানসমতকে ভাগবতমতও অবশ্যই বলা যায়। পরন্তু উহাদের মধ্যে স্বল্পাধিক অন্তর্ভেদ অবশ্যই আছে। তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ঐ মতত্রয়কে ভিন্ন ভিন্নও বলা যায়। পাঞ্চরাত্রমতবাদিগণ নিজেদের শাস্ত্রকে মূল ভাগবতশাস্ত্রের সহিত একীভূত এবং অভিন্ন মনে করিয়া উহার শাখা বৈখানসশাস্ত্র পাঞ্চরাত্রশাস্ত্রের শাখাভেদ বলিয়া মনে করিয়া

---

১) পূর্বে দেখ　　২) আনন্দসং (পূর্বে দেখ)।

৩) আনন্দসং, ৯।১-৫, ৮.১　　৪) পূর্বে দেখ

৫) যথা দেখ—'শাম্বোপপুরাণ' (পরে দেখ);

থাকে। ঠিক সেই প্রকারে বৈখানসমতবাদিগণ নিজেদের শাস্ত্রকে মূল ভাগবতশাস্ত্রের সহিত একীভূত এবং অভিন্ন মনে করিয়া উহার শাখা পাঞ্চরাত্রশাস্ত্রকে বৈখানসশাস্ত্রের শাখাভেদ বলিয়া মনে করিয়া থাকে। মূলভাগবতশাস্ত্র বিলুপ্ত হইয়া যাওয়াতেই তদাধারে বিরচিত নিজ নিজ শাস্ত্রকে ঐ মূল শাস্ত্র বলিয়া প্রচার করিতে পাঞ্চরাত্রিগণের এবং বৈখানসগণের খুবই সুবিধা হইয়াছিল। মূলভাগবতশাস্ত্র বর্তমান থাকিলে তাহারা ঐরূপ করিতে অবশ্যই পারিত না। প্রতিপক্ষগণ, তথা অপর বিদ্বান ব্যক্তিগণ,—যাঁহারা উভয় সম্প্রদায়ের কোনটির অন্তর্ভুক্ত নহেন, তাঁহারা—উহা না মানিলেও প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মধ্যে উহা বিশ্বাস করা হইত, এবং সেই হেতু সাম্প্রদায়িক গ্রন্থসমূহে উহা স্থান পাইয়াছে। মূল ভাগবতশাস্ত্র সুদীর্ঘ কালান্তরে বিলুপ্ত হইয়া গেলেও মূল ভাগবতমত একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যায় নাই। কালের দারুণ প্রভাবে অতি ক্ষীণপ্রভ হইয়াও উহা পুনরায় উদ্দীপিত হইয়া উঠে। তাই নিষ্পক্ষ পর্যবেক্ষকগণ বলিতে থাকেন যে পাঞ্চরাত্রমত এবং বৈখানসমত ভাগবতমতের উপভেদ মাত্র।

এই অনুমানের অন্তর্ভুক্ত তিন বিষয় প্রকৃত বলিয়া পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে,—(১) মূল ভাগবতশাস্ত্রের বিলুপ্তি, (২) পাঞ্চরাত্রমত ও বৈখানসমত ভাগবতমতের উপভেদ বলিয়া প্রবাদ, এবং (৩) ভাগবতমতের ক্ষীণপ্রভ ও পুনরুদ্দীপ্ত হওয়া। এই শেষোক্ত বিষয়ের সুস্পষ্ট উল্লেখ 'ভগবদ্‌গীতা'য় আছে। ইহাও এইখানে পুনঃ উল্লেখ করা উচিত বোধ হয় যে দ্বিতীয় বিষয় যেমন অপর বিদ্বান ব্যক্তিগণ,—যাঁহারা পাঞ্চরাত্র কিংবা বৈখানস কোন সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত নহেন, তাঁহারা—তেমন উভয় সম্প্রদায়ের বিদ্বানগণও স্বীকার করেন। ঐ অনুমানের সমর্থক অপর প্রমাণসমূহও আছে। যথা—

(১) পাঞ্চরাত্র এবং বৈখানস,—উভয় মতের উপাস্য দেবতা এক ও অভিন্ন। উনি বিষ্ণু বা নারায়ণই। শ্রুতিতে যাঁহাকে পরমাত্মা বা পরব্রহ্ম বা পরমপুরুষ (—সংক্ষেপে পুরুষও) বলা হয়, তিনিই উভয় মতে বিশেষভাবে বিষ্ণু বা নারায়ণ নামে অভিহিত হন। সেই কারণে উভয়েই বৈষ্ণব মত। বিষ্ণু বা নারায়ণ বিশেষভাবে 'ভগবান্' বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকেন। সেইহেতু উভয়েই ভাগবতমত বলিয়াও অভিহিত হয়। উভয়েই বিষ্ণুকে প্রাপ্তির ভিন্ন ভিন্ন মার্গ। মহর্ষি মরীচি তাহা স্পষ্টতঃই বলিয়াছেন।[১] উভয়েরই অভিধ্যেয় বিষ্ণুর উত্তম সমারাধনা।

(২) ঐ ভগবান্ নারায়ণকেই উভয় মতের আচার্যগণ স্ব স্ব মতের আদ্য প্রবর্তক বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। 'শাণ্ডিল্যসংহিতা'য় উক্ত হইয়াছে যে বৈখানসমত ব্রহ্মা কর্তৃক, আর পাঞ্চরাত্রমত নারদ-কর্তৃক উদিত। ব্রহ্মা এবং নারদ উভয়েই যে ভগবান্ নারায়ণ হইতে স্ব স্ব মতের প্রথম উপদেশ প্রাপ্ত হন, তাহাও উহাতে, তথা অপর সর্বত্র, কথিত হইয়াছে।[২]

১) আনন্দসং, ৯।৬'১

২) 'মহাভারতে'র নারায়ণীয়াখ্যানে বিবৃত হইয়াছে যে বদরিকাশ্রমে নারায়ণ ঋষি হইতে এবং শ্বেতদ্বীপে ভগবান্ নারায়ণ হইতে উপদেশ প্রাপ্তির পর দেবর্ষি নারদ ব্রহ্মার সদনে গিয়া "পরে পরে পঞ্চরাত্র বলিয়া অভিহিত" সেই "মহোপনিষৎ" বা "বেদসম্মিত পুরাণ" "যথাদৃষ্ট" এবং "যথাশ্রুত" শ্রবণ করান। (মহাভা, ১২।৩৩৯।১১২—) (পূর্বে দেখ)

'আনন্দসংহিতা'য় আছে যে বৈখানসমত বিখনস্ কর্তৃক এবং পাঞ্চরাত্রমত হরি কর্তৃক প্রোক্ত।[১] উহাতে আবার ইহাও উক্ত হইয়াছে যে বিখনা মুনি ভগবান্ বিষ্ণুর নিকট প্রথম উপদেশ প্রাপ্ত হন। "ইহা বৈষ্ণব শাস্ত্র ; কেননা, ইহা প্রথমে বিষ্ণুর মুখ হইতে উত্থিত হয়। এই শাস্ত্র পূর্বে বিখনস্ মুনিকে ভগবান্ কর্তৃক উক্ত হইয়াছিল। সেইহেতু বৈখানস(শাস্ত্র) ইহজগতে ভগবৎ-শাস্ত্র বলিয়া স্মৃত হয়। পাঞ্চরাত্র(শাস্ত্র)ও তেমন ভগবান্ কর্তৃক পৃথগ্‌ভাবে উক্ত হয়।"[২] স্বপ্রবর্তিত ধর্মের প্রথম উপদেশ যে বিখনস মুনি ভগবান্ নারায়ণ হইতে প্রাপ্ত হন, প্রায় সমস্ত বৈখানস আগমকারগণ তাহা বলিয়াছেন।[৩]

(৩) পাঞ্চরাত্র আগমসমূহে অতি স্পষ্ট বাক্যে উল্লিখিত হইয়াছে যে উহাদের মূল 'একায়ন শ্রুতি' বা 'একায়ন বেদ'—যাহা 'মূল বেদ' বলিয়া খ্যাত। বৈখানস আগমসমূহে উক্ত হইয়াছে যে উহাদের মূল বিখনস্ মুনি প্রণীত 'বৈখানস সূত্র'। মরীচির 'আনন্দসংহিতা'য় এবং ভৃগুর 'প্রকীর্ণাধিকারে' উক্ত হইয়াছে যে 'বৈখানস সূত্র' 'বৈখানসী শাখা'রই সূত্র। সুতরাং উহাদের মতে বৈখানস আগমসমূহের মূল 'বৈখানস শাখা'। উহাদের, তথা 'সীতোপনিষদে'র মতে 'বৈখানসী শাখা' সমষ্ট্যাত্মক বেদ বা মূল বেদেরই নাম। মূলবেদ হিসাবে একায়ন শ্রুতি এবং বৈখানসী শাখা অভিন্ন বলিয়া মনে হয়,—একই বেদেরই ভিন্ন ভিন্ন নামদ্বয় বলিয়া মনে হয়। বৈখানসাচার্য শ্রীনিবাসও তাহাই মনে করেন। উহার সমর্থনে তিনি 'ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে'র একটা বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন।[৪] উহাতে, পুষ্করতীর্থের বৈভব বর্ণনায়, "নিম্নগানাং যথা গঙ্গা" (অর্থাৎ নদীসমূহের মধ্যে যেমন গঙ্গা নদী শ্রেষ্ঠ) ইত্যাদি বলিয়া আরম্ভ করিয়া অন্তে উক্ত হইয়াছে যে

"......................তথা বৈখানসো বরঃ ॥
শ্রুতীনামাদিভূতা তু শ্রুতিরেকায়নী মতা।
যথা মুনীনাং বিখনা আদিভূত উদাহৃতঃ ॥
সূত্রাণাং তৎপ্রণীতং তু যথা শ্রেষ্ঠতরং স্মৃতম্।
তথৈব পুষ্করো রাজন্ তীর্থানাং উত্তমোত্তমঃ ॥"

'...তেমন বৈখানস শ্রেষ্ঠ। যেমন শ্রুতিসমূহের মধ্যে একায়নী শ্রুতি আদিভূত বলিয়া বিবেচিত হয়, তেমন মুনিগণের মধ্যে বিখনা (মুনি) আদিভূত বলিয়া উদাহৃত হয়। যেমন সূত্রসমূহের মধ্যে তৎপ্রণীত সূত্র শ্রেষ্ঠতর বলিয়া স্মৃত হয়, তেমন হে রাজন, তীর্থসমূহের মধ্যে পুষ্কর (তীর্থ) নিশ্চয় উত্তমোত্তম।' শ্রীনিবাস বলেন, এই বচনে উক্ত 'একায়ন শ্রুতি' 'বৈখানসী শাখা'ই ; কেননা, উহাই একায়ন বেদ বলিয়া প্রসিদ্ধ।[৫] মহর্ষি অত্রি লিখিয়াছেন, বৈখানস শাস্ত্রই প্রকৃত একায়নশাস্ত্র, পাঞ্চরাত্রশাস্ত্র একায়ন শ্রুতির মন্ত্রসমূহ দ্বারা সংমিশ্রিত মাত্র।

---

১) আনন্দসং, ৯।৫ ২) ঐ, ১৪।৪০-১ ৩) পূর্বে পৃষ্ঠা।

৪) 'পরমাত্মোপনিষদ্ভাষ্য', ১৯৯-২০০ পৃষ্ঠা। বম্বইয়ের শ্রেষ্ঠি খেমরাজ শ্রীকৃষ্ণদাস কর্তৃক ১৮৫৩ শকাব্দে প্রকাশিত 'ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে' এই বচন আমরা পাই নাই।

৫) শ্রীনিবাস লিখিয়াছেন, "একায়নীশ্রুতিঃ বৈখানসী শাখা একায়নবেদত্বেন প্রসিদ্ধত্বাৎ"। তাঁহার টীকাকার সুন্দররাজ লিখিয়াছেন, "শ্রীবৈখানসীশাখায়াঃ একায়নী-শব্দবাচ্যত্বমুৎকর্ষং চ দর্শয়িতুং ব্রহ্মবৈবর্তবচনমুদাহরতি" ইত্যাদি।

"বৈখানসং শ্রীশাস্ত্রং প্রাহুরেকায়নাভিধম্।"[১]

'(বিদ্বান ব্যক্তিগণ) বৈখানস (শাস্ত্রকে) 'শ্রীশাস্ত্র' এবং 'একায়নাভিধ (শাস্ত্র)'ও বলেন।'

"একায়নগতৈর্মন্ত্রৈঃ সংমিশ্রং তান্ত্রিকং স্মৃতম্॥"[২]

'(যাহা) একায়নগত মন্ত্রসমূহ দ্বারা সংমিশ্রিত, (তাহা) তান্ত্রিক বলিয়া স্মৃত হয়।'[৩] যাহা হউক, এইরূপে অন্ততঃ ইহা জানা যায় যে পাঞ্চরাত্রমত এবং বৈখানসমত উভয়ের মূল একই।[৪]

(৪) 'আনন্দসংহিতা'য় বিবৃত হইয়াছে যে ভগবান্ বিষ্ণু কোন সময়ে বৈখানস মুনিকে তাঁহার প্রিয় নৈমিষারণ্যে গিয়া সত্রে সমাবিষ্ট হইতে আদেশ করেন।৭ তিনি আরও বলেন যে

"তত্রাহমংশভাগেন নরনারায়ণাত্বয়ী"
অবতারং করিষ্যামি তত্র মামর্চয় প্রিয়।"[৫]

'সেইখানে আমি অংশভাগ দ্বারা নর ও নারায়ণ ঋষিদ্বয় রূপে অবতার গ্রহণ করিব। হে প্রিয়, তুমি সেইখানে আমাকে অর্চনা কর।' নর ও নারায়ণ ঋষিকে ভগবান্ বিষ্ণুর অবতার রূপে স্বীকার এবং পূজা করিতে, তথা জগতে প্রচার করিতে, বিষ্ণু বিখনস্‌কে আদেশ করেন। তাঁহার আদেশ শিরোধার্য করিয়া বিখনা মুনি নৈমিষারণ্যে উপস্থিত হন।

"কচিৎ কালান্তরে বিষ্ণুঃ নরনারায়ণাত্বয়ী।
বদরীখণ্ডমাসাদ্য লোকরক্ষাং চকার হ॥
তস্যাবতারং জ্ঞাত্বা তু বিখনা মুনিপুঙ্গবঃ।
তত্র গত্বা জগন্নাথং নরনারায়ণাত্মকম্॥
প্রণম্য শিরসা ভূমৌ শ্রীবিষ্ণোরাজ্ঞয়া মুনিঃ।
আরাধনং তদা চক্রে যদর্থমবতারিতঃ॥"[৬]

'কিয়ৎ কাল পরে বিষ্ণু নর ও নারায়ণ ঋষিদ্বয় রূপে বদরীখণ্ডে গিয়া লোকরক্ষা করেন। তখন মুনিপুঙ্গব বিখনা তাঁহার অবতার জানিয়া শ্রীবিষ্ণুর আজ্ঞা অনুসারে সেইখানে গিয়া নর ও নারায়ণ রূপী জগন্নাথকে ভূমিনতশিরে প্রণাম করেন এবং আরাধনা করেন। (এইরূপে) যদর্থে তিনি অবতীর্ণ হইয়াছিলেন (তাহা পূর্ণ করেন)।' এই আখ্যায়িকার তাৎপর্য এই মনে হয় যে বৈখানসমত নারায়ণ ঋষির মতের অনুযায়ী,—উহাতে নারায়ণ ঋষিকে বিষ্ণুর অবতাররূপে পরিগৃহীত এবং পূজিত হয়। নর ও নারায়ণ ঋষির মূর্তি প্রতিষ্ঠার এবং পূজার

১) 'সমূর্তার্চনাধিকরণ', ৬৫।১১৭।১ ২) ঐ, ৭৮।৪.২ ৩) পরে দেখ।

৪) বৈখানস এবং একায়ন যজুর্বেদের ভিন্ন ভিন্ন শাখা বলিয়াও প্রসিদ্ধি আছে। পাঞ্চরাত্রাচার্য যামুনের মতে একায়নশাখা যজুর্বেদের বাজসনেয়শাখার অন্তর্গত। ('আগমপ্রামাণ্য' পৃষ্ঠা, ৬৯, ৭০ ও ৮৫)। কেহ কেহ আরও বিশেষ করিয়া বলেন যে কাণ্ব শাখাই একায়নশাখা। বৈখানস শাখা, 'আনন্দসংহিতা'র মতে, যজুর্বেদের এক স্বতন্ত্র শাখা, আর অপরের মতে, তৈত্তিরীয় শাখার অন্তর্গত। এই হিসাবে পাঞ্চরাত্রেরও বৈখানসের মূল ভিন্ন ভিন্ন।

৫) আনন্দসং, ১৭।২৭.২—২৮.১

৬) আনন্দসং, ১৭।৫৩-৫

বিধান অপর বৈখানসাগমেও পাওয়া যায়।[১] পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে নারায়ণ ঋষি মূল ভাগবতধর্মের প্রতিষ্ঠাতা, এবং পাঞ্চরাত্রমত উহা হইতে নির্গত,— উহার এক শাখারূপী।[২] 'আনন্দসংহিতা'র ঐ উক্তি হইতে মনে হয় যে বৈখানসমতও সেই প্রকারে উহা হইতে নির্গত, উহার এক শাখারূপী।

(৪) পাঞ্চরাত্র এবং বৈখানস উভয় মতের আদ্য আচার্যগণের এবং শাস্ত্রকারগণের অনেকে অভিন্ন বলিয়া দেখা যায়। অপর কথায় বলিতে প্রসিদ্ধ প্রাচীন ঋষিগণের অনেকে উভয় মতের গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ আছে। বৈখানসাগম মতে দক্ষ মরীচি, ভৃগু, আঙ্গিরস, অত্রি, পুলস্ত্য, পুলহ, বশিষ্ঠ, এবং ক্রতু—এই নয় জন ঋষি "নবব্রহ্মা" নামে খ্যাত। উঁহারা বিশ্বস্রষ্টা ব্রহ্মার মানস পুত্র।[৩] সৃষ্টির প্রারম্ভে ব্রহ্মা স্বীয় অমোঘ সঙ্কল্প বলে আপন শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ হইতে উঁহাদের বিভিন্ন জনকে সৃষ্টি করেন। উঁহারা সকলেই বিখনস মুনির অন্তেবাসী শিষ্য।[৪] কোথাও আছে, কাশ্যপ, অত্রি, মরীচি, বশিষ্ঠ, আঙ্গিরস, ভৃগু, পুলস্ত্য, পুলহ, এবং ক্রতু,—এই নয় জন ঋষি বিখনস কর্তৃক সৃষ্ট এবং তাঁহার শিষ্য।[৫] আবার অন্যত্র আছে ভৃগু, অত্রি, বশিষ্ঠ, মরীচি, জমদগ্নি, কাশ্যপ, বিশ্বামিত্র, ভরদ্বাজ এবং গৌতম— ইঁহাদিগকে বিখনস সৃষ্টি করেন, এবং উঁহারা তাঁহার শিষ্য।[৬] ভৃগ্বাদি ঋষিগণই বৈখানস-দিগের বংশকর্তা বলিয়া তাঁহাদের শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে।[৭] বিখনস মুনির ঐ নবশিষ্যের মধ্যে মরীচি, অত্রি, ভৃগু এবং কাশ্যপ—এই চারি জন বৈখানসাগমকার বলিয়া প্রসিদ্ধ।[৮] মহর্ষি অঙ্গিরাও কোন কোন গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন ; কিংবা কোন কোন বিষয়ে তাঁহার বিশিষ্ট মত ছিল। কেননা, ঐ আগমকারগণের কেহ কেহ তাঁহার বচন বা মত প্রমাণরূপে

১) বৈখানসশাস্ত্রে নর ও নারায়ণ ঋষিকে ভগবান্ নারায়ণরূপে, তথা অর্জুন এবং কৃষ্ণ রূপেও, পূজা করা হইত দেখা যায়। কেননা, কোথাও কোথাও উক্ত হইয়াছে যে "সর্বাঙ্গং নরং সর্বযোনিং সনাতনং"—এই মন্ত্রে নর ঋষিকে, আর "নারায়ণং পুরাণেশং ত্রয়ীময়ং বিশ্বরূপং"- - এই মন্ত্রে নারায়ণ ঋষিকে আবাহন পূজাদি করিতে হইবে। (যথা দেখ—জ্ঞানকাণ্ড,, ৭৮ অধ্যায় (১২৬ পৃষ্ঠা) আবার কোথাও কোথাও উক্ত হইয়াছে যে উঁহাদিগকে যথাক্রমে "নরং পার্থং গুড়াকেশং শ্বেতবাহনং" এবং "নারায়ণং কৃষ্ণং শৌরিং ভক্তবৎসলং"— এই দুই মন্ত্রে আবাহন পূজাদি করিতে হইবে। (যথা দেখ—'বিমানার্চনাকল্প', ৪৪ পটল (২২৯ পৃষ্ঠা)

২) পূর্বে দেখ।

৩) "নব ব্রহ্মাণ ইত্যেতে পুরাণে নিশ্চয়ং গতা" (এই নয়জন নবব্রহ্মা বলিয়া পুরাণেও প্রসিদ্ধি আছে)। (ব্রহ্মাণ্ডপু, ১।৫।৭০-১, বিষ্ণুপু, ১।৭।৫-৬'১) 'মহাভারতে'র মতে, ভৃগু এবং দক্ষ ব্যতীত ব্রহ্মার মরীচ্যাদি অপর সাত পুত্র "সপ্ত ব্রহ্মাণ ইত্যেতে পুরাণে নিশ্চয়ং গতাঃ"। (মহাভা, ১২।২০৮।৩'২—৫'১) হরিবংশ ১।১।৩৩

৪) 'প্রকীর্ণাধিকার', ক্রিয়াপাদ, ৩০।৫৮—৬৪ ; আনন্দসং, ৪।২২—৭ ; ১৪।৩৭ (পূর্বে দেখ

৫) আনন্দসং, ২।৮৪-৫

৬) পূর্বে দেখ

৭) "বৈখানসানাং ভৃগ্বাদ্যাঃ বংশকর্তারঃ ঈরিতাঃ ॥"— (আনন্দসং, ৪।২৭'২)

"বৈখানসস্ত ভৃগ্বাদ্যাঃ বংশকর্তার ঈরিতাঃ ॥"— (আনন্দসং, ১৫।৬০'২)

ইহা বোধ হয় বিশেষভাবে বলা উচিত যে এই দুই বচনে 'ভৃগ্বাদি' শব্দে একই ঋষিসংঘকে লক্ষ্য করা হয় নাই। প্রথম বচনে ভৃগ্বাদি 'আনন্দসংহিতা'র ৪।২২-৭ শ্লোকে উল্লিখিত 'নব'ব্রহ্মা' নামে খ্যাত ব্রহ্মার নয় মানস পুত্র। আর দ্বিতীয় বচনে ভৃগ্বাদি 'আনন্দসংহিতা' ১৫।৪৮-৯ শ্লোকে উল্লিখিত বিখনা-সৃষ্ট নয় ঋষি।

৮) পূর্বে দেখ। 'প্রকীর্ণাধিকার', ক্রিয়াপাদ, ১৭।১৬৪'২

উদ্ধৃত করিয়াছেন।[১] পাঞ্চরাত্রাগমশাস্ত্র হইতে জানা যায় যে উহারা পাঞ্চরাত্রমত সম্বন্ধেও গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। শ্রেডার কর্তৃক সংগৃহীত পাঞ্চরাত্রসংহিতাসমূহের সূচীতে উহাদের নাম এবং সংখ্যা নিম্ন প্রকার বলিয়া লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে,—

(১) মরীচিসংহিতা (১১৮ সংখ্যক সংহিতা),
(২) আত্রেয়-সংহিতা (১৩),
(৩) ভার্গব-সংহিতা বা ভার্গবীয়-সংহিতা (১০৭),
(৪) কাশ্যপ-সংহিতা বা কাশ্যপীয়-সংহিতা (৩১),
(৪) অঙ্গিরা-সংহিতা বা আঙ্গিরস-সংহিতা (২)

বিখনসের শিষ্য বলিয়া খ্যাত, তথা উপরে উক্ত, অপরের বিরচিত পাঞ্চরাত্র-সংহিতাও আছে।[২]

'মহাভারতে'র নারায়ণীয়াখ্যানের বিবৃতি মতে ব্রহ্মার মানস পুত্র—মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, এবং বশিষ্ঠ—এই সাত জন ঋষি 'সপ্ত চিত্রশিখণ্ডি' নামে খ্যাত এবং সাত্বতধর্মের আদ্যাচার্য; দক্ষ একান্ত ধর্মের আচার্য।[৩] ইহাও কথিত হইয়াছে যে উঁহারা "ধারণাঃ সর্বলোকানাং সর্বধর্মপ্রবর্তকাঃ" (অর্থাৎ সর্বধর্মের প্রবর্তক এবং তদ্দ্বারা সর্বলোকের ধারক)।[৪]

দেবর্ষি নারদ, নারায়ণীয়াখ্যানের মতে, বদরিকাশ্রমে নারায়ণ ঋষির নিকটে এবং শ্বেতদ্বীপে ভগবান্ নারায়ণের নিকটে ভাগবতধর্মের অথবা পরে পরে পাঞ্চরাত্র বলিয়া কথিত ধর্মের উপদেশ লাভ করেন এবং পরে অন্যের নিকটে প্রচার করেন। পাঞ্চরাত্রশাস্ত্রের মতে নারদ পাঞ্চরাত্রমতের আচার্য। যথা, 'জয়াখ্যসংহিতা'য় উক্ত হইয়াছে যে দেবর্ষি নারদ প্রথমে ভগবান্ নারায়ণ হইতে এবং উহার দীর্ঘ কাল পরে বদরিকাশ্রমে তাঁহার অবতার ভগবান্ নারায়ণ ঋষি হইতে ভগবদ্ধর্মের উপদেশ লাভ করেন; নারদ হইতে শাণ্ডিল্য উহা প্রাপ্ত হন। 'সাত্বতসংহিতা'য় বিবৃত হইয়াছে যে দেবর্ষি নারদ মলয়াচলস্থ "বিষ্ণুর আরাধনা পরায়ণ" এবং "হরির পদ প্রার্থী" মুনিগণকে "সাত্বতক্রিয়ামার্গে" নিযুক্ত করেন। 'লক্ষ্মীতন্ত্রে'ও উক্ত হইয়াছে যে মলয়শৈলস্থ ধর্মতৎপর মুনিগণ "ভগবদ্ধর্মবেদী ব্রহ্মসঙ্কাশ নারদ" হইতে "সাত্বতবিজ্ঞান" —"সত্ত্বসংশ্রয় সাত্বত(বিজ্ঞান),—মোক্ষৈকপরলক্ষণ শুদ্ধ ভগবানের ধর্ম" শ্রবণ করেন। পরে

---

১) যথা দেখ—'জ্ঞানকাণ্ড', ৫৪, ৫৯-৬০, এবং ১৬৪ পৃষ্ঠা;

২) শ্রেডারের পাঞ্চরাত্রসংহিতা-সূচীতে উহাদের নাম ও সংখ্যা এই প্রকার বলিয়া আছে,—দক্ষসংহিতা (৬০), ক্রতু-সংহিতা (৩৬), বশিষ্ঠ-সংহিতা (১৪৯), পৌলস্ত্য-সংহিতা (৯৩), পৌলহ-সংহিতা (৯৪), গৌতম-সংহিতা বা গৌতমীয়-সংহিতা (৪৪), বিশ্বামিত্র-সংহিতা (১৫৪), জমদগ্নি-সংহিতা বা জামদগ্ন্য-সংহিতা (৪৬), এবং ভারদ্বাজ-সংহিতা (১০৬)।

৩) পূর্বে দেখ।
'ঈশ্বর-সংহিতা'য় (১।৩১-৫) আছে, সপ্ত চিত্রশিখণ্ডিগণ পাঞ্চরাত্রতন্ত্র প্রণয়ণ করেন।

৪) মহাভা, ১২।৩৩৫।৫৫·২; আরও দেখ—
"এতাভির্বিধতে লোকস্তাভ্যঃ শাস্ত্রং বিনিঃসৃতম্।"— মহাভা, ১২।৩৩৫।৩০·২)

উঁহাদের প্রার্থনায় তিনি উঁহাদিগকে 'লক্ষ্মীতন্ত্র' ব্যাখ্যা করেন।[১] 'অহির্বুধ্ন্যসংহিতা'য় আছে, নারদ ভগবান্ অহির্বুধ্ন্য হইতে "দিব্য পাঞ্চরাত্রময় জ্ঞানের উপদেশ লাভ করেন। 'ঈশ্বর-সংহিতা'র মতে, নারদ ভগবান নারায়ণ ঋষির আদেশে বদরিকাশ্রমে হরির পদ লাভের আশায় তপস্যায় নিরত মুনিগণকে সাত্বতশাস্ত্র উপদেশ করেন।[২] পাঞ্চরাত্রসংহিতাসমূহের একটি নারদ কর্তৃক বিরচিত।[৩] 'শাণ্ডিল্যসংহিতা'র মতে, সমগ্র পাঞ্চরাত্রমত "নারদ-কর্তৃক উদিত।"[৪] পরবর্তী পাঞ্চরাত্রাচার্যগণ মনে করেন যে নারদ পাঞ্চরাত্র-সম্প্রদায় প্রবর্তকদিগের অন্যতম বলিয়া পাঞ্চরাত্রশাস্ত্রে স্মৃত হন।[৫] বৈখানস আগমশাস্ত্রের মতে, নারদ বৈখানস মতের আচার্য। যথা, 'আনন্দসংহিতা'য় বিবৃত হইয়াছে যে ভাগবতোত্তম দেবর্ষি নারদ পরমর্ষি ব্যাসের পুত্র ভাগবতাগ্রণী শুকের প্রার্থনায় তাঁহার নিকটে বৈখানসমতানুযায়ী বিষ্ণু-পূজা-প্রকরণ ব্যাখ্যা করেন। মহর্ষি মরীচি তাহা সুপ্রভাদি মুনিগণকে উপদেশ করেন।[৬]

পাঞ্চরাত্রশাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে যে কাশ্যপ, গৌতম, ভৃগু, অঙ্গিরা, প্রভৃতি আট জন মুনি শ্রেষ্ঠ পাঞ্চরাত্রপরায়ণ এবং পরমৈকান্তী। একমাত্র তাঁহারাই এবং তাঁহাদের গোত্রজ ব্যক্তিগণই হরির পরার্থ যজনে অধিকারী, অপরে নহে। অপর কোন ভাগবত যদি মোহবশতঃ পরার্চনা করে, তবে রাজার ও রাষ্ট্রের দোষ হইবে।[৭] সুতরাং কাশ্যপাদিই পাঞ্চরাত্রদিগের মুখ্য বংশ-প্রবর্তক।

ঐ সকল তথ্য বিবেচনা করিলে পাঞ্চরাত্রমত এবং বৈখানসমতের মধ্যে যে কতিপয় বিষয়ে ঐক্য আছে, তাহা অতি স্বাভাবিক মনে হইবে। আর উভয়ের মধ্যে কতিপয় বিষয়ে অনৈক্য না থাকিলে উহারা ভিন্ন ভিন্ন মত বলিয়া পরিগণিত হইত না।

পাঞ্চরাত্রী আচার্য বেঙ্কটনাথ (১২৬৯-১৩৬৯ খ্রীষ্টাব্দ) লিখিয়াছেন যে বৈখানস এবং পাঞ্চরাত্র আগমশাস্ত্রদ্বয়ের মধ্যে তত্ত্ব বিষয়ে কোন বিরোধ নাই; কর্তব্যক্রিয়াদি বিষয়েই ভেদ আছে। প্রতিনিয়ত অধিকারী-ভেদ বশতঃই কর্তব্যক্রিয়াদির ভেদ উপপন্ন হইয়াছে। যেমন বৈদিক কল্পশাস্ত্রসমূহের মধ্যে প্রক্রিয়া-ভেদ আছে, যেমন পাঞ্চরাত্রের আগম-সিদ্ধান্ত, দিব্য-সিদ্ধান্ত, তন্ত্র-সিদ্ধান্ত এবং তন্ত্রান্তর-সিদ্ধান্ত—এই অবান্তর ভেদ-চতুষ্টয়ের মধ্যে ক্রিয়াদি

---

১) 'লক্ষ্মীতন্ত্র', ১।১৯— ২) পূর্বে দেখ।

৩) শ্রেডারের পাঞ্চরাত্রসংহিতা-সূচীর ৭০ সংখ্যক পুস্তক।

৪) "বৈখানসং পাঞ্চরাত্রং ব্রহ্মোক্তং নারদোদিতম্।"

—(শাণ্ডিল্যসং, ভক্তিখণ্ড, ১।১০।৩৫'১।)

৫) যথা, প্রসিদ্ধ পাঞ্চরাত্রাচার্য যামুন লিখিয়াছেন,

"যতো নারদশাণ্ডিল্যপ্রমুখাঃ পরমর্ষয়ঃ।
স্মর্যন্তে পাঞ্চরাত্রেঽপি সম্প্রদায়প্রবর্তকাঃ॥"

—('আগমপ্রামাণ্য', ৬ পৃষ্ঠা)

আরও দেখ—ঐ, ৪৬ পৃষ্ঠা।

৬) আনন্দসং, ৩।১— ; ৪।১— ৭) লক্ষ্মীতং, ৪১।৬৮—

সম্বন্ধে ভেদ আছে, বৈখানস এবং পাঞ্চরাত্র শাস্ত্রদ্বয়ের ভেদও তদ্বৎ।[১] যামুন-রামানুজাদি তৎ-প্রাক্ পাঞ্চরাত্র বৈষ্ণবাচার্যগণের লেখায় আমরা ঐ বিষয়ে কিছুই পাই নাই।

যাহা হউক, বেঙ্কটনাথের ঐ উক্তির পূর্বাংশ সম্পূর্ণ সত্য নহে। কেননা, বৈখানস এবং পাঞ্চরাত্র আগমশাস্ত্রদ্বয়ের মধ্যে তত্ত্ববিষয়েও কিছু কিছু ভেদ আছে দেখা যায়। আমরা তাহা ক্রমে প্রদর্শন করিব।

(১) **ষাড়্‌গুণ্যবাদ**—পাঞ্চরাত্রসংহিতাসমূহে বিশেষভাবে উক্ত হইয়াছে যে বিষ্ণু বা নারায়ণ "ষাড়্‌গুণ্য", ষাড়্‌গুণ্যমহিমান্বিত" বা "ষাড়্‌গুণ্যবিগ্রহ।" অর্থাৎ তিনি জ্ঞান, শক্তি, ঐশ্বর্য, বল, বীর্য এবং তেজ—এই ছয় গুণ সমন্বিত,—তিনি ষড়্‌গুণময়। সেইহেতু তাঁহাকে 'ভগবান' বলা হয়। এই ষাড়্‌গুণ্যবাদ পাঞ্চরাত্রোক্ত সৃষ্টিবাদের সহিত অতি ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। উহাদের উন্মেষ দ্বারাই সৃষ্টি আরম্ভ হয়। জগতের সৃষ্টি সম্পর্কেই ব্রহ্মে ঐ ছয় গুণভেদের সম্ভাব স্বীকার করিতে হয়। সুতরাং উহাদের ব্যতীত বিষ্ণুর স্রষ্টৃত্ব সিদ্ধ হয় না। আবার ইহাও বলা হয় যে প্রকৃত পক্ষে বিষ্ণুর শক্তি প্রকৃতি বা লক্ষ্মীই ষাড়্‌গুণ্যা বা ষাড়্‌গুণ্যবিগ্রহা। ঐ ষাড়্‌গুণ্য শক্তি দ্বারা পরিবৃংহিত বলিয়াই বিষ্ণুকে ষাড়্‌গুণ্য বলা হয়। কোন বৈখানস আগমে ঐ ষাড়্‌গুণ্যবাদ আমরা পাই নাই। মহর্ষি ভৃগুর 'প্রকীর্ণাধিকারে'র এক স্থলে ভগবান বিষ্ণুর স্তুতিতে আছে যে তিনি "জ্ঞান-শক্তি-বলৈশ্বর্য-বীর্য-তেজোনিধি।"[২] অন্যত্র আছে যে বিষ্ণুর পর রূপ "অন্যূনানতিরিক্তৈঃ স্বৈগুণৈঃ ষড়ভিরলংকৃতঃ।"[৩] পরন্তু উহাতেও ষাড়্‌গুণ্যবাদকে কোন মহত্ত্ব দেওয়া হয় নাই; সেই কারণে উহার রহস্যও ব্যাখ্যাত হয় নাই।

(২) **সৃষ্টিবাদ**—পাঞ্চরাত্রাগম ও বৈখানসাগমের সৃষ্টিবাদ কথঞ্চিৎ ভিন্ন ভিন্ন। উভয়েরই মতে, বিষ্ণু শক্তিমান্। বিষ্ণুর পরা শক্তি মূল প্রকৃতি, শ্রী, লক্ষ্মী, প্রভৃতি নামেও অভিহিত হয়। প্রলয়ে ঐ শক্তি বিষ্ণুতে স্তিমিতভাবে প্রলীন থাকে;—এমন ভাবে প্রলীন থাকে যে বিষ্ণু হইতে উহার পার্থক্য অনুভূতিগোচর হয় না। উহা বিষ্ণুর সহিত অপৃথগ্‌ভূতা হয়, উহা বিষ্ণুভাব প্রাপ্ত হয়।[৪] তখন বিষ্ণু ও লক্ষ্মী একতত্ত্বের ন্যায় স্থিত হয়।[৫] তারপর যখন ঐ শক্তির উন্মেষ হয়,—বিষ্ণু হইতে উহা পৃথগ্‌ভূতা হয়, তখন সৃষ্টি আরম্ভ হয়। আবার যখন নিমেষ হয়,—শক্তি বিষ্ণু হইতে অপৃথগ্‌ভূতা হয়, তখন প্রলয় হয়। সুতরাং বিষ্ণুর পরাশক্তির উন্মেষ ও নিমেষ, বিকাশ ও সংকোচে বা বিক্ষেপ ও উপসংহারে জগতের সৃষ্টি ও প্রলয় বা আবির্ভাব ও তিরোভাব হয়। মোটামুটি বলিলে, এতাবৎ মাত্রে

---

১) 'ন্যায়পরিশুদ্ধি', বেঙ্কটনাথ-প্রণীত, শব্দাধ্যায়ে ২য় আহ্নিক ('বেদান্তদেশিক গ্রন্থমালা', বেদান্ত-বিভাগ, ২য় সম্পুট, ১৬৯ পৃষ্ঠা)।

২) 'প্রকীর্ণাধিকার', ক্রিয়াপাদ, ৩০।৪০ ৩) ঐ, ৩৩।১০২

৪) "ব্রহ্মভাবং ব্রজত্যেবং সা শক্তির্বৈষ্ণবী পরা।"
নারায়ণং পরং ব্রহ্ম শক্তির্নারায়ণী চ সা॥
—(অহির্বুধ্ন্যসং, ৪।৭৭)

৫) ঐ, ৪।৭৮

উভয় আগমের মধ্যে ঐক্য আছে। পরন্তু সূক্ষ্মবিচারে প্রথম উন্মেষের পরের ক্রম সম্বন্ধে উভয়ের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য আছে।

সমস্ত পাঞ্চরাত্রসংহিতার সৃষ্টিবাদ এক প্রকার নহে। উহাদের রত্নত্রয় বলিয়া খ্যাত সংহিতাত্রয়ের অন্যতম 'জয়াখ্যসংহিতা'য় বিবৃত হইয়াছে যে সৃষ্টি ত্রিবিধ বা তিন স্তরে হয়। উহারা পর পর এই,—(১) বৈষ্ণব সর্গ, (২) প্রাধানিক সর্গ, এবং (৩) ব্রাহ্ম সর্গ। প্রথম স্তরে সৃষ্টি সাক্ষাৎ বিষ্ণু হইতে হয়। সেই হেতু উহা বৈষ্ণব সর্গ বলিয়া কথিত হয়। দ্বিতীয় স্তরে প্রধান হইতে এবং তৃতীয় স্তরে ব্রহ্মা হইতে সৃষ্টি আরম্ভ হয়। সেই হেতু উহারা যথা ক্রমে প্রাধানিক এবং ব্রাহ্ম সর্গ নামে উল্লিখিত হয়। অবশ্য প্রধান এবং ব্রহ্মা বিষ্ণু হইতেই উৎপন্ন হয়। সুতরাং দ্বিতীয় এবং তৃতীয় সর্গও বস্তুত বৈষ্ণব সর্গই। তবে উহাদের নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যহেতু প্রথম সর্গ হইতে পার্থক্য নির্দেশার্থ উহারা বিশেষভাবে প্রাধানিক এবং ব্রাহ্ম সর্গ বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকে। আদ্য সৃষ্টি শুদ্ধ সৃষ্টি। কেননা, অশুদ্ধির হেতুভূত সত্ত্বাদি মায়িক গুণত্রয়ের সংস্পর্শ উহাতে নাই। ব্রাহ্ম সর্গ স্থূল।[১]

আদ্য সৃষ্টিতে বিষ্ণু বা বাসুদেব হইতে অচ্যুত, অচ্যুত হইতে সত্য, এবং সত্য হইতে পুরুষ পর পর ক্রমে উৎপন্ন হন। প্রকাশ-স্বরূপ ভগবান বাসুদেব স্বীয় তেজ দ্বারা নিজেকে ক্ষুভিত এবং বিদ্যুদ্বৎ স্বাদীপ্ত করত অচ্যুতকে সৃষ্টি করেন। ঠিক সেই প্রকারে নিজের স্বরূপকে ক্ষুভিত করত অচ্যুত সত্যকে এবং সত্য পুরুষকে উৎপন্ন করেন। অচ্যুত, সত্য, এবং পুরুষ এই ত্রিতয় চিৎস্বরূপ, শান্তসংবিৎস্বরূপ বাসুদেবে অবস্থিত এবং এক দৃষ্টিতে তাঁহা হইতে, তথা পরস্পর অভিন্নই। পুরুষ সর্বভূতের আশ্রয় এবং অন্তর্যামী। যেমন প্রজ্জ্বলিত অগ্নি হইতে বিস্ফুলিঙ্গসমূহ নির্গত হয়, তেমন পুরুষ হইতে, তাঁহার ইচ্ছা ব্যতীতও, দেব মনুষ্যাদি প্রাগ্‌বাসনানিবদ্ধ জীবসমূহ উৎপন্ন হয়। আদ্য অবতারগণও তাঁহারই সত্ত্বজ অংশ।[২]

অতঃপর প্রাধানিক সর্গ। প্রধান অচেতন বা জড়। পরন্তু ব্রহ্মে অভিন্নভাবে সংস্থিত চেতন আত্মতত্ত্ব (পুরুষতত্ত্ব) দ্বারা প্রেরিত হইয়া উহা চেতনবৎ ব্যবহার করে এবং সৃষ্টি করে। চুম্বকের সংযোগে জড় লৌহ যেমন চলমান হয়, চেতন পুরুষের সংযোগে অচেতন প্রধানের ক্রিয়াও তদ্রূপ। প্রধান সত্ত্বাদিগুণত্রয়াত্মক। সৃষ্টির পূর্বে গুণত্রয় অবিভক্তই থাকে। সৃষ্টিতে উহারা বিভক্ত হয়। প্রথমে প্রধান হইতে সত্ত্বগুণ উৎপন্ন হয়। অনন্তর ক্রমে সত্ত্ব হইতে রজ এবং রজ হইতে তম উৎপন্ন হয়। ঐ গুণত্রয়ময় প্রধান হইতে বুদ্ধি (বা মহত্তত্ত্ব), বুদ্ধি হইতে অহঙ্কার ইত্যাদি ক্রমে উৎপন্ন হয়। এই প্রাধানিক সর্গ সাংখ্যদর্শনোক্ত সৃষ্টিবাদের ন্যায় বটে; তবে কোন কোন অংশে ভিন্নও। প্রধান জড়। সেই হেতু প্রাধানিক সর্গও স্বভাবতই জড়াত্মক।[৩]

ব্রাহ্ম সর্গের প্রারম্ভে বাসুদেব আপন নাভিকমল হইতে উদ্গত কমলে ব্রহ্মাকে সৃষ্টি

---

১) জয়াখ্যসং, ২।৭৩-২—৭৫·১ ২) পূর্বে দেখ। ৩) জয়াখ্যসং, ৩।১—

করেন। পরে ব্রহ্মা চরাচর জগৎপ্রপঞ্চকে সৃষ্টি করেন।[১] এই সৃষ্টির বিবরণ যেমন মহাভারত-পুরাণাদিতে পাওয়া যায়, ঠিক তেমনই।[২]

'অহির্বুধ্ন্যসংহিতা'র মতেও সৃষ্টি চারি স্তরে হয়। উহার স্তর-বিভাগও জয়াখ্য-সংহিতা'র স্তর-বিভাগ হইতে ভিন্ন। উহারও মতে প্রথম সৃষ্টি শুদ্ধ সৃষ্টি, পরের সৃষ্টি শুদ্ধেতর। উহার মতে সৃষ্টির প্রারম্ভে শক্তির উন্মেষে প্রথমে ষড়্‌গুণের যুগপৎ উন্মেষ হয়। তাহার পর ক্রমে ক্রমে দুই দুই গুণের আধিক্য হয়। জ্ঞান ও বল গুণের আধিক্য লইয়া সঙ্কর্ষণ, ঐশ্বর্য ও বীর্য গুণের আধিক্য লইয়া প্রদ্যুম্ন, এবং শক্তি ও তেজ গুণের আধিক্য লইয়া অনিরুদ্ধ ক্রমে উৎপন্ন হন।[৩] প্রত্যেকে নাকি তৎপূর্ব হইতে ১৬০০ বৎসর পরে উৎপন্ন হন। অনন্তর বাসুদেবাদি চারি ব্যূহ হইতে কেশবাদি দ্বাদশ ব্যূহান্তর এবং বিভবাদি উৎপন্ন হয়। এতাবৎ পর্যন্ত শুদ্ধসৃষ্টি। তাই কথিত হয় যে শুদ্ধসৃষ্টি ব্যূহ-বিভবাত্মিকা। অতঃপরের সৃষ্টি ব্যূহগণ দ্বারা কৃত হয়। তাই কথিত হয় যে শুদ্ধেতর সৃষ্টি তন্মূলা। উহা ত্রিবিধ—পুরুষ, কাল, এবং গুণ। প্রদ্যুম্ন নিজ শরীর হইতে অষ্ট মনু, সূক্ষ্ম কাল, নিয়তি এবং গুণকে উৎপন্ন করেন। তাঁহার নিজ সঙ্কল্প দ্বারা চোদিত হইয়া তাঁহার মুখ হইতে দুই মনু এক ব্রাহ্মণ ও এক ব্রাহ্মণী উৎপন্ন হয়। সে প্রকারে তাঁহার বাহু হইতে ক্ষত্রিয়-মিথুন, উরু হইতে বৈশ্য-মিথুন, পাদ হইতে শূদ্র-মিথুন, ললাট হইতে নিয়তি, ভ্রূ হইতে কাল এবং কর্ণ হইতে গুণ উৎপন্ন হয়। ঐ মনুদিগকে সমষ্টিত 'পুরুষ' এবং গুণকে (বা গুণ-সাম্যকে) প্রকৃতি বা শক্তি বলা হয়। তাই বলা হয় যে প্রদ্যুম্ন পুরুষ, প্রকৃতি এবং কালকে উৎপন্ন করেন। অনন্তর তিনি উহাদিগকে অভিবৃদ্ধি করিতে অনিরুদ্ধকে আদেশ দেন। অনিরুদ্ধ সেই আদেশ পালন করেন। তিনি উহাদিগকে নিজ মধ্যে গ্রহণ করেন,—স্বমূর্তিভূত করেন; এবং স্বীয় তেজ ও যোগবলে পোষণ ও সংবর্ধন করেন। সহস্র বৎসর পরে তাঁহার সঙ্কল্প দ্বারা চোদিত হইয়া উহারা তাঁহা হইতে পর পর ক্রমে নির্গত হয়। অনিরুদ্ধ হইতে প্রথমে পুরুষ উৎপন্ন হয়। অনন্তর তিনি পুরুষ হইতে শক্তিকে, শক্তি হইতে নিয়তিকে, নিয়তি হইতে কালকে, কাল হইতে সত্ত্বগুণকে, সত্ত্ব হইতে রজোগুণকে এবং রজ হইতে তমোগুণকে পর পর উৎপন্ন করেন। ইহার পরের তৃতীয় স্তরের সৃষ্টি প্রায় সাংখ্যোক্ত সৃষ্টির মত।[৪] সুতরাং উহা 'জয়াখ্যসংহিতা'র প্রাধানিক সর্গের মত। চতুর্থ সৃষ্টি ব্রাহ্ম সৃষ্টি। কথিত হইয়াছে যে মহদাদিবিশেষান্ত সৃষ্টির পর ভগবান বিষ্ণু উহাদের দ্বারা এক অণ্ড উৎপন্ন করেন। ঐ অণ্ড সপ্তদশ আবরণ দ্বারা পরিবেষ্টিত। অনন্তর সেই অণ্ডে ভগবান বিষ্ণু নিজ শক্তিসমূহ দ্বারা উচ্চাবচ সর্বভূতের কর্তা প্রজাপতিকে সৃষ্টি করেন। জগন্ময় হরি স্বশক্তিভূত কাল সমন্বিত হইয়াই মহদাদি সৃজ্য পদার্থসমূহ সৃষ্টি করেন। তিনিই ব্রহ্মা রূপে চিদচিৎ-মিশ্রিত এই বিচিত্র জগৎ, তত্তৎ-শক্তি সমন্বিত হইয়া, উৎপন্ন করেন।[৫]

---

১) ঐ, ২।৩৪—

২) 'জয়াখ্যসংহিতা'র সৃষ্টিবাদ সম্বন্ধে আরও জানিতে হইলে উহার ইংরাজী ভূমিকার ১৮—২২ পৃষ্ঠা দেখ।

৩) পূর্বে দেখ।   ৪) অহির্বুধ্ন্যসং, ৩০।৩—

৫) ঐ, ৩০।৮—

এই বিষয়ে অধিক জানিতে ইচ্ছা হইলে শ্রেডারের Introduction to Pancaratra (২৭—৮৬ পৃষ্ঠা) দেখ।

বৈখানসাগমে বিবৃত সৃষ্টিক্রম শ্রুতিতে ও পুরাণে বর্ণিত সৃষ্টি প্রক্রিয়ার অনুরূপ। মহর্ষি মরীচি বস্তুতঃ শ্রুতির বচন উদ্ধৃত করিয়াই সৃষ্টি-ক্রম ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন,—[১]

"যখন যখন তিনি এই কামনা করেন যে 'প্রজাগণকে সৃষ্টি' করিব, তখন তখন স্ব-শক্তি দ্বারা—স্বলীলা দ্বারাই, স্বাভিমতানুরূপ এবং স্বরূপগুণ এই প্রপঞ্চকে কার্য-কারণ-ভাবে যথাপূর্ব সৃষ্টি করেন।"[২]
—ইহাই শ্রুতি (বলিয়াছেন)। সমস্ত জীবগণের প্রভু সিসৃক্ষু ব্রহ্মার স্বেচ্ছা দ্বারা ভূতবর্গ সৃষ্ট হইল। শ্রুতি (বলিয়াছেন),—

'আত্মা হইতে আকাশ উৎপন্ন হয়। আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল, জল হইতে পৃথিবী, পৃথিবী হইতে ওষধিসমূহ, ওষধিসমূহ হইতে অন্ন, এবং অন্ন হইতে ভূতসমূহ উৎপন্ন হয়।'[৩]—ইতি।"
আবার পুরাণের অনুসরণে তিনি বলিয়াছেন,—

"প্রলয়কালে ভুজঙ্গপতিভোগ (পর্যঙ্ক) শয়নে শায়িত নারায়ণের নাভি-কমল হইতে একদা ব্রহ্মা উদ্ভূত হন। ভগবানের অংশ ঐ চতুর্মুখ (ব্রহ্মাই) সমস্ত জগতের সৃষ্টি করেন বলিয়া (শাস্ত্র হইতে) বিজ্ঞাত হওয়া যায়।"[৪]
অন্যত্র মরীচি এই পৌরাণিক মতের কিঞ্চিৎ বিস্তারিত বিবরণ দিয়াছেন।[৫] মহর্ষি ভৃগুও এই মতের উল্লেখ করিয়াছেন।[৬]

(৩) মূর্তিবাদ—বৈখানসাগমের মূর্তিবাদ পাঞ্চরাত্রাগমের ব্যূহবাদ বা মূর্তিবাদ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। প্রথমে ইহা বলা উচিত যে বৈখানসাগমে বিশেষভাবে 'মূর্তি' সংজ্ঞাই সাধারণত ব্যবহৃত হইয়া থাকে, আর পাঞ্চরাত্রাগমে 'ব্যূহ' সংজ্ঞা, যদিও 'মূর্তি' সংজ্ঞারও প্রয়োগ উহাতে একেবারে অসাধারণ নহে। পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে ভগবান্ বাসুদেবের ব্যূহের সংখ্যা সম্বন্ধে পাঞ্চরাত্রিকদিগের মধ্যে মতভেদ আছে; —কাহারও কাহারও মতে ব্যূহের সংখ্যা চার, কাহারও কাহারও মতে পাঁচ, কাহারও কাহারও মতে নয়, ইত্যাদি। তবে সাধারণত ইহা সমধিক বলা হয় যে পাঞ্চরাত্রাগমের মতে ভগবান্ বাসুদেবের ব্যূহ চারিটি। পরন্তু বৈখানসাগমের মতে ভগবান্ বিষ্ণুর মূর্তি পাঁচটি। পাঞ্চরাত্রাগমের পঞ্চ-ব্যূহবাদ হইতেও বৈখানসাগমের পঞ্চমূর্তিবাদ ভিন্ন। পাঞ্চরাত্রের চতুর্ব্যূহবাদ মতে ভগবান্ বাসুদেবের চারি ব্যূহ এই,—বাসুদেব, সংকর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, এবং অনিরুদ্ধ। পঞ্চব্যূহবাদে ইঁহাদের উপরে অপর এক বাসুদেবের সম্ভাব মানা হইয়া থাকে, যিঁনি পরবাসুদেব নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। বৈখানসাগমের পাঁচ মূর্তি এই,—বিষ্ণু, পুরুষ, সত্য, অচ্যুত, এবং অনিরুদ্ধ। পাঞ্চরাত্রাগম মতে, বাসুদেবে জ্ঞানাদি ষড়্গুণ সমভাবে বর্তমান; সংকর্ষণাদি ত্রিতয়ে ঐ ষড়্গুণ অনুস্যূত থাকিলেও দুই দুই গুণের আধিক্য আছে। বৈখানসাগমে ষাড়্-গুণ্যবাদ নাই; তাই পঞ্চমূর্তিতে ষড়্গুণ সমভাবে আছে, কি বিষমভাবে আছে, তাহার বিচারও

১) 'বিমানার্চনাকল্প'' ৮৭ পটল (৪৯৫ পৃষ্ঠা) ২) এই বচন কোন শ্রুতির বলিতে পারি না।
৩) তৈত্তিউ, ২।১ (ঈষৎ পাঠান্তরে) ৪) 'বিমানার্চনাকল্প', ৮৭ পটল (৪৯৬ পৃষ্ঠা)
৫) পূর্বে দেখ। ৬) পূর্বে দেখ।

নাই। অচ্যুত, সত্য ও পুরুষের উল্লেখ, তথা বাসুদেব হইতে উঁহাদের উৎপত্তির ক্রমের বিবরণ, 'জয়াখ্যসংহিতা'য় আছে বটে, পরন্তু উঁহারা বৈখানসাগমের পঞ্চমূর্তির তন্নামীয় হইতে অবশ্যই ভিন্ন। পাঞ্চরাত্রাগমের ব্যূহান্তরবাদ এবং বিশ্বেশ্বর-বাদ বৈখানসাগমে নাই।[১] ব্যূহান্তরগণের কেশবাদি দ্বাদশ নামের উল্লেখ 'বৈখানসসূত্রে' আছে। তথায় কথিত হইয়াছে যে বিষ্ণু বলিতে এবং নারায়ণ বলিতে কেশবাদি দ্বাদশ নামে বিষ্ণুকে আবাহনাদি করিতে হইবে। ঐগুলি তাঁহার কর্মজ নাম। ঐ দ্বাদশ নাম যুক্ত বলিয়া বিষ্ণুকে কখন কখন "দ্বাদশমূর্তি"ও বলা হয়।[২] পরন্তু বৈখানসশাস্ত্রে কেশবাদিকে ব্যূহান্তর বলা হয় না,—যেমন পাঞ্চরাত্রাগমে বলা হইয়া থাকে। পাঞ্চরাত্রাগমে বাসুদেবাদি চারি ব্যূহ হইতে কেশবাদি দ্বাদশ ব্যূহান্তরের উৎপত্তির বিবরণ আছে। বিষ্ণ্বাদি পঞ্চমূর্তির সহিত কেশবাদির কোন প্রকার সম্বন্ধের কথা কোন বৈখানসাগমে আমরা এই পর্যন্ত পাই নাই।

(৪) **অবতার-বাদ**—বৈখানসাগমশাস্ত্রের অবতার-বাদও পাঞ্চরাত্রাগমশাস্ত্রের অবতার-বাদ হইতে কথঞ্চিৎ ভিন্ন। ইহা পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে অবতারের বা বিভবের সংখ্যা সম্বন্ধে পাঞ্চরাত্রতন্ত্রসমূহের মধ্যে মতভেদ আছে; কাহারও কাহারও মতে অবতার ১০টী; কাহারও কাহারও মতে ৩৯টী; আর কাহারও কাহারও মতে ২৬টী। 'পৌষ্কর', 'পাদ্ম' প্রভৃতি যে সকল তন্ত্রে প্রাদুর্ভাবের সংখ্যা মৎস্যাদি দশ মানা হয়, উহাদিগেতে ঐ সকল প্রাদুর্ভাব হইতে উৎপন্ন অপর প্রাদুর্ভাবের,—'প্রাদুর্ভাবান্তরে'র বা 'প্রাদুর্ভাবোত্তরে'র, কথা আছে। সুতরাং অবতারের সংখ্যা উহাদের মতেও প্রকৃত পক্ষে দশাধিকই। পরন্তু বৈখানসাগমের মতে আবির্ভাব বা প্রাদুর্ভাব দশই—মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নরসিংহ, বামন, (জামদগ্ন্য) রাম, (রাঘব) রাম, (যাদব) রাম, কৃষ্ণ এবং কল্কী। প্রাদুর্ভাবান্তরের কথা বৈখানসাগমে নাই। পাঞ্চরাত্রাগমের মতে সকল অবতার ভগবান্ বিষ্ণুর বা বাসুদেবের অবতার নহেন; তাঁহাদের কেহ কেহ সংকর্ষণাদি ব্যূহেরও অবতার; আর কেহ কেহ অবতারের অবতার। 'জয়াখ্যসংহিতা'র মতে, সমস্ত আদ্য অবতারগণ পুরুষের সাত্ত্বিক অংশ হইতে উৎপন্ন। 'পৌষ্কর-সংহিতা'র মতে দশাবতারের কতিপয় বাসুদেব হইতে, আর কতিপয় সংকর্ষণাদি ব্যূহ হইতে উৎপন্ন হন। পাদ্মসংহিতা'য় পরিষ্কার নির্দেশিত হইয়াছে যে "দশমূর্তি"র মৎস্য, কূর্ম ও বরাহ, বাসুদেব হইতে; নৃসিংহ, বামন ও জামদগ্ন্য রাম সংকর্ষণ হইতে; রাঘব (রাম) ও হলী (রাম) প্রদ্যুম্ন হইতে; এবং কৃষ্ণ, ও কল্কী অনিরুদ্ধ হইতে উৎপন্ন হন। 'লক্ষ্মীসংহিতা' ও 'বিষ্বক্‌সেনসংহিতা'র মতে অবতারগণের সকলেই অনিরুদ্ধ হইতে উৎপন্ন হন। পরন্তু বৈখানসাগমের মতে দশাবতারের সকলেই আদিমূর্তি বিষ্ণুরই রূপভেদ; সুতরাং উঁহাদের কাঁহারও অর্চনা করিলে আদিমূর্তিরই অর্চনা হয়।[৩]

১) চব্বিশ মূর্তির কথা মহর্ষি ভৃগুর 'প্রকীর্ণাধিকারে' পাওয়া যায়। পরন্তু তাহা পাঞ্চরাত্রাগমের প্রভাব জনিত বলিয়া মনে হয়। তাহার আলোচনা পরে করা যাইবে।

২) পূর্বে দেখ।

৩) যথা দেখ—'সমূর্তার্চনাধিকরণ', ৫৮।৪, ১০, ২৩-৪ ইত্যাদি।

পাঞ্চরাত্রসংহিতাসমূহের বিভবগণকে মুখ্য এবং গৌণ—এই দুই কোটিতে বিভক্ত করা হয়। পৌষ্করাদি প্রাচীন সংহিতাসমূহের মতে সমস্ত বিভবই মনুষ্যগণের পূজনীয়। পরন্তু কোন কোন অর্বাচীন সংহিতার মতে মুখ্য বিভবগণই উপাস্য, গৌণ বিভবগণ নহে। উহাদের মতে, পরশুরাম গৌণ অবতার, সুতরাং অনর্চ্য। বৈখানসাগমে প্রাদুর্ভাবগণের মুখ্য ও গৌণ বিভাগ, সুতরাং উপাস্য ও অনুপাস্য বা অর্চ্য ও অনর্চ্য বিভাগ নাই। তন্মতে সমস্ত অবতারেরই সমর্চনা কর্তব্য। মহর্ষি মরীচি অতি স্পষ্ট বাক্যে বলিয়াছেন,

"মৎস্যাদ্যবতারাণাং রূপভেদ এব শক্তিভেদো নৈব ভবেৎ। তস্মাৎ প্রতিষ্ঠাদীনি সর্বাণি বিষ্ণোরিব সমাচরেৎ।"[১]

মৎস্যাদি অবতারসমূহের মধ্যে রূপভেদই আছে, শক্তিভেদ নিশ্চয় নাই। সুতরাং বিষ্ণুর ন্যায় (উহাদেরও) প্রতিষ্ঠাদি সমস্ত কর্ম সমাচরণ করিবে।' বিশেষভাবে বলিলে, তিনি বলিয়াছেন যে পরশুরামের প্রতিষ্ঠায় তাঁহার রূপ হয়ত দ্বিভুজ পরশুধর কিংবা চতুর্ভুজ বিষ্ণু হইবে; তাঁহাকে "রামং ঋষিসুতং বিষ্ণুং পরশুপাণিং" মন্ত্রে আবাহন এবং "বিষ্ণুর্বরিষ্ঠ" ইত্যাদি মন্ত্রে হবন করিতে হইবে।[২] ভৃগু এবং অত্রিও তাহা বলিয়াছেন।[৩] অত্রি অতীব স্পষ্ট বাক্যে বলিয়াছেন যে পৃথিবী দুরাত্মা রাজাদিগের ভারে প্রপীড়িত হইলে, তাহাদিগকে বধ করিতে উদ্‌যোগী হইয়া ভগবান্ হরি জমদগ্নিসুত রূপে ইহলোকে অবতীর্ণ হন।[৪]

(৫) মুক্তি—মুক্তি সম্বন্ধেও বৈখানসাগম এবং পাঞ্চরাত্রাগমের মধ্যে কিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে বলিয়া মনে হয়। কেননা, মহর্ষি মরীচি লিখিয়াছেন,

"বৈখানসানাং সর্বেষাং তথা বৈ পাঞ্চরাত্রিণাম্॥
একস্মিন্ তু প্রবিষ্টানাং পদং বিষ্ণোরনশ্বরম্।
অন্যস্মিন্ তু প্রবিষ্টানাং পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে॥"[৫]

'সমস্ত বৈখানসদিগের তথা পাঞ্চরাত্রীদিগের, মধ্যে একটাতে (বৈখানসাগমে) প্রবিষ্টদিগের বিষ্ণুর অনশ্বর পদ (প্রাপ্তি হয়), আর অপরটাতে (=পাঞ্চরাত্রাগমে) প্রবিষ্টদিগের পুনর্জন্ম হয় না।' বৈষ্ণব পদ প্রাপ্তি এবং অপুনর্জন্মের মধ্যে পার্থক্য কি,—তাহা তিনি খুলিয়া বলেন নাই। তবে তাঁহার লেখার ধরণ দেখিয়া মনে হয় বৈখানসাগম-সম্মত মুক্তি এবং পাঞ্চরাত্রাগম-সম্মত মুক্তির মধ্যে কিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে বলিয়া তিনি মনে করিতেন। পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে বৈখানসাগম মতে বিষ্ণুলোক চারিটী—আমোদ, প্রমোদ, সংমোদ এবং বৈকুণ্ঠ; উহাদের একটি আর একটির উপরে যথাক্রমে অবস্থিত; বিষ্ণুর পরমপদ উহাদের হইতে ভিন্ন এবং শ্রেষ্ঠ। ঐ চতুর্বিধ বিষ্ণুলোকের কথা এক 'শ্রীপ্রশ্নসংহিতা' ব্যতীত অপর কোন পাঞ্চরাত্রাগমে আমরা পাই নাই। বৈকুণ্ঠে বিষ্ণুর সাযুজ্য প্রাপ্তিকেই পাঞ্চরাত্রিগণ সাধারণতঃ পরম মুক্তি মনে করেন। পরন্তু বৈখানসদিগের পরম ধ্যেয় বিষ্ণুর পরম পদ প্রাপ্তি। ইহারই

---

১) বিমানার্চনাকল্প', ৫৮ পটল (৩৭৯ পৃষ্ঠা); 'বৈখানসাগম', ৬০ পটল (২০৫ পৃষ্ঠা)

২) 'বিমানার্চনাকল্প', ৫৮ পটল (৩৭৫-৬ পৃষ্ঠা); 'বৈখানসাগম', ৫৯ পটল (২০০-২০১ পৃষ্ঠা)

৩) 'সমূর্তার্চনাধিকরণ', ৬০।১—১০ এবং 'প্রকীর্ণাধিকার', ক্রিয়াপাদ, ১৫।১—৯ দেখ।

৪) 'সমূর্তার্চনাধিকরণ', ৬০।১-২ ৫) আনন্দসং, ৯।৬২-৭

প্রতি লক্ষ্য করিয়াই বোধ হয় মহর্ষি মরীচি বৈখানসদিগের এবং পাঞ্চরাত্রীদিগের ধ্যেয় পরম মুক্তিকে ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তবে তিনি ইহা স্বীকার করিয়াছেন যে, যাহারা বিষ্ণুর সাযুজ্য মাত্র লাভ করিতে আকাঙ্ক্ষা করে, তাহারা সকলেই হয়ত বৈখানসমতাশ্রিত কিংবা পাঞ্চরাত্রমতাশ্রিত বৈষ্ণব হইবে।[১]

ধার্মিক আচারসমূহের কতিপয় সম্বন্ধেও পাঞ্চরাত্রাগম এবং বৈখানসাগমের মধ্যে ঐক্য আছে। অর্থাৎ কতিপয় ধার্মিক আচারের বিধান উভয় আগমে সমভাবে পাওয়া যায়। যথা, উভয় আগমে ঊর্ধ্বপুণ্ড্রধারণ এবং পঞ্চকালোপাসনার বিধান আছে। পাঞ্চরাত্রিগণ যে পঞ্চকালপরায়ণ, তাহা পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। তখন ইহাও উক্ত হইয়াছে যে সেইহেতু পাঞ্চরাত্রধর্মকে কখন কখন 'পঞ্চকালধর্ম' বা 'পাঞ্চকালিক ধর্ম'ও বলা হয়।[২] বৈখানসাগমেও আছে, "বৈদিকগণ বিখনা-প্রোক্ত সূত্রে বিহিত সংস্কারসমূহ দ্বারা সংস্কৃত, নিত্য ভগবানকে সমাশ্রিত, এবং পঞ্চকালপর।"[৩] "প্রাতঃকালে অভিগমন, তাহার পরে উপাদান, মধ্যাহ্নে ইজ্যা, অপরাহ্নে স্বাধ্যায়, এবং সায়ংকালে যোগ—(এই সকল) পঞ্চকাল বলিয়া উদাহৃত হয়।"[৪] ইহা বিশেষভাবে লক্ষ্য কর্তব্য যে এই বৈখানসাগম-বচনে সায়ংকালকেই যোগ-কাল বলা হইয়াছে, আর পাঞ্চরাত্রাগমের মতে নিশাশেষই যোগ-কাল।

বৈখানসাগমের মতে সমস্ত ধর্মকর্মের অনুষ্ঠান ঊর্ধ্বপুণ্ড্র ধারণ পূর্বকই করিতে হইবে। যথা, মহর্ষি মরীচি বলিয়াছেন, "নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্মসমূহ ঊর্ধ্বপুণ্ড্র ধারণ করতই করিবে। ঊর্ধ্বপুণ্ড্র ধারণ করিলে অশুচি (মনুষ্য) নিশ্চয় শুচি হয়; তাহার সর্বমঙ্গল এবং বংশবৃদ্ধি হয়। ঊর্ধ্বপুণ্ড্র (ধারণ) ব্যতীত জপ, হোম, অর্চনা, ধ্যান প্রভৃতি করিবে না। যদি কর, তবে নিষ্ফল হইবে। সেইহেতু ঊর্ধ্বপুণ্ড্র ধারণ করিবে।"[৫] "ঊর্ধ্বপুণ্ড্র (ধারণ) ব্যতীত এক মুহূর্তও (কোন ধর্ম-কর্ম) আচরণ করিবে না। ঊর্ধ্বপুণ্ড্রাকৃতিকে দেখিলে মৃত্যুও দূরে গমন করে। সে সর্বপাপ হইতে বিনির্মুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করে। (তাহা শাস্ত্র হইতে) বিজ্ঞাত হয়।"[৬] ললাটাদি দ্বাদশ স্থলে কেশবাদি দ্বাদশ নাম প্রণব পূর্বক এবং নম অন্তে উচ্চারণ করত দ্বাদশ ঊর্ধ্বপুণ্ড্র ধারণ করিতে হইবে। ললাটে ওঁ কেশবায় নমঃ', কুক্ষিতে ওঁ নারায়ণায় নমঃ', হৃদয়ে 'ওঁ মাধবায় নমঃ', কণ্ঠে 'ওঁ গোবিন্দায় নমঃ' উদরের দক্ষিণ পার্শ্বে 'ওঁ বিষ্ণবে নমঃ', উদরের বামপার্শ্বে 'ওঁ বামনায় নমঃ' কণ্ঠের দক্ষিণ পার্শ্বে ওঁ ত্রিবিক্রমায় নমঃ', কণ্ঠের বাম পার্শ্বে ওঁ হৃষীকেশায় নমঃ', দক্ষিণ বাহুমধ্যে ওঁ মধুসূদনায় নমঃ', বামবাহু মধ্যে 'ওঁ শ্রীধরায় নমঃ', পৃষ্ঠে 'ওঁ পদ্মনাভায় নমঃ' এবং ককুদে ওঁ দামোদরায় নমঃ বলিয়া ঊর্ধ্বপুণ্ড্র ধারণ করিতে হইবে।[৭] অথবা কেবল অষ্টাক্ষর কিংবা দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র উচ্চারণ করত দ্বাদশ ঊর্ধ্বপুণ্ড্র ধারণ করা যায়।[৮] অপরেও অল্লাধিক ভাবে সেই প্রকার বলিয়াছেন।[৯]

---

১) ঐ, ১৪।৬৩ আরও দেখ—পূর্বে পৃষ্ঠা।

২) পূর্বে ২৪-২৫ পৃষ্ঠা দেখ। আরও দেখ—'পাঞ্চরাত্ররক্ষা', পৃষ্ঠা ৪৭—

৩) আনন্দসং, ১৪।২৯'২—৩০'১ ৪) 'বাসাধিকারে' ভৃগু ('মোক্ষোপায়-প্রদীপিকা'য় ধৃত, ৪৩ পৃষ্ঠা)।

৫) 'বিমানার্চনাকল্প', ৮১ পটল (৪৮১ পৃষ্ঠা)। ৬) ঐ, ৪৮২ পৃষ্ঠা।

৭) ঐ, ৪৮১-২ পৃষ্ঠা। ৮) আনন্দসং, ১২।১—

৯) যথা দেখ—'সমূর্তার্চনাধিকরণ', ৬৫।১২৬—১৩৪

বৈখানসাগম ও পাঞ্চরাত্রাগম উভয়েই অর্চাবতার-বাদী অর্থাৎ উভয়েরই মতে, ভগবান্ বিষ্ণু স্বয়ংই অর্চায় অবতীর্ণ হন এবং ভক্তের পূজা গ্রহণ করেন। সেই কারণে উভয়ত্র প্রতিমা-পূজার অধিক মাহাত্ম্য খ্যাপিত হইয়াছে। প্রতিমা-পূজায় প্রথমে মন্ত্র দ্বারা বিষ্ণুকে প্রতিমায় আবাহন করিতে হয় এবং পরে প্রতিমা হইতে তাঁহাকে উদ্বাসন করিতে হয়। তদ্বিষয়ে এই শঙ্কা করা যায় যে,—বিষ্ণু ত সর্বব্যাপী ; সর্বত্রই তিনি আছেন ; সুতরাং তাঁহার আবাহন ও উদ্বাসন কি? সুতরাং ঐ সকল অযৌক্তিক। বৈখানসাগমে ঐ শঙ্কা বস্তুতঃই উত্থাপিত হইয়াছে।[১] এবং তাহার সমাধানও করা হইয়াছে। মহর্ষি কাশ্যপ বলিয়াছেন, "ব্রহ্মবাদিগণ বলেন, 'পূজাভিমুখীকরণই সর্বব্যাপী ও ব্যোমাভ, তথা ব্রহ্মাদিরও অনভিলক্ষ্য, বিষ্ণুর আবাহন এবং স্বেচ্ছানুমোদনই উদ্বাসন।··· যেমন অগ্নি অরণীতে সর্বগ হইলেও একদেশমথনে প্রজ্বলিত হয়, তেমন সর্বগতের আবির্ভাব। যেমন সর্বগত বায়ু ব্যজন দ্বারা প্রকাশিত হয়, তেমন (সর্বগত বিষ্ণু) ধ্যানমথন দ্বারা হৃদয়ে আবির্ভূত হয়। পশ্চাৎ ভক্তিযুক্ত আবাহন, ধ্যান, জপ, হোম, প্রভৃতির দ্বারা তৃপ্ত হইয়া যথাভিমত বস্তু প্রদান করেন।"[২] পরে তিনি লিখিয়াছেন, "কেহ কেহ বলেন, 'বিশ্বব্যাপী তাঁহার বিশ্বের একত্র (বা এক দেশে) স্মরণই আবাহন।"[৩] অত্রিও বলিয়াছেন, "সর্বত্র ব্যাপী সেই পরমাত্মা শ্রীবিষ্ণুর যে একত্র স্মরণ তাহাই আবাহন বলিয়া কথিত হয়।"[৪] তিনি আরও বলিয়াছেন, ভক্তের প্রতি অনুকম্পা বশতঃ তিনিও স্বীয় সুবিস্তৃত বিভূতি সংক্ষিপ্ত করত একত্র স্থিত হন, যেমন কলাপী কলাপক হয়। যেমন অরণীতে ব্যাপ্ত বহ্নি একত্র জ্বলিত হয়, তেমন (সর্বব্যাপী) বিষ্ণু ধ্যান দ্বারা ভক্তের হৃদয়ে প্রকাশিত হয়।··· মন্ত্রসমূহ দ্বারা স্থলে কূর্চে, কিংবা জলে দেব আবাহিত হইলেই পূজিত হইয়া, ভক্তানুকম্পা-বশতঃ (তাহাতে) স্থিত থাকিয়া, পূজা গ্রহণ করেন।"[৫] অরণীর দৃষ্টান্ত মরীচিও দিয়াছেন।[৬] পাঞ্চরাত্রাগমে ঠিক সেই প্রকার শঙ্কা এবং সমাধান আছে। যথা, 'পাদ্মসংহিতা'য় আছে, 'সর্বব্যাপী দেবদেবের আবার প্রতিমায় প্রতিষ্ঠা কীদৃশ?' উত্তরে বলা হইয়াছে,—হরি সর্বভূতের আত্মা, সুতরাং সর্বব্যাপী, হইলেও মন্ত্রের বীর্যের মাহাত্ম্যে প্রতিমায় প্রকর্ষরূপে সন্নিহিত হন

"উর্ধ্বপুণ্ড্রৈর্দ্বাদশভিঃ কশ্যপাদ্যুক্তমার্গতঃ।" (ঐ, ৩১।৩'১)

উর্ধ্বপুণ্ড্রধারণের বিধান 'বৈখানসসূত্রে'ও আছে। (পূর্বে পৃষ্ঠা) 'বাসুদেবোপনিষদে'ও পাওয়া যায়। উহাতেও কথিত হইয়াছে যে ব্যক্তি গোপীচন্দন দ্বারা উর্ধ্বপুণ্ড্রধারণ করে, সে সমস্ত পাতক হইতে মুক্ত হইয়া পবিত্র হয়। তাহার পাপবুদ্ধি আর হয় না। সে সমস্ত তীর্থস্থানের এবং সমস্ত যজ্ঞ অনুষ্ঠানের পুণ্যফল লাভ করে। সে সমস্ত দেবগণের পূজ্য হয়। শ্রীমন্নারায়ণে তাহার অচলা ভক্তি হয়। তাহাতে সে সম্যক্ জ্ঞানলাভ করত বিষ্ণু-সাযুজ্য প্রাপ্ত হয়। সে ইহসংসারে পুনরাবর্তন করে না। অর্থাৎ সে মুক্ত হয়। সুতরাং মুমুক্ষু ব্যক্তি "অপরোক্ষ-আত্মসিদ্ধির জন্য" গোপী চন্দন দ্বারা, অথবা, তাহার অভাবে, তুলসীর মূলের মৃত্তিকা দ্বারা, নিত্য উর্ধ্বপুণ্ড্রধারণ করিবেন।

১) যথা দেখ—''সমূর্তার্চনাধিকরণ', ৩১।৬০'২—৬১।১
২) 'জ্ঞানকাণ্ড', ২৪ অধ্যায় (৩৮ পৃষ্ঠা)।
৩) ঐ, ৬৪ অধ্যায় (৯১ পৃষ্ঠা)
৪) 'সমূর্তার্চনাধিকরণ', ৩১।৬২'১-৬৩'১
৫) ঐ, ৩১।৬৩'২-৬৫'১, ৬৬।২—৬৭'১
৬) 'বিমানার্চনাকল্প', ৩১ পটল (২২৪ পৃষ্ঠা)

এবং অশেষ কামসমূহ প্রদান করেন। অগ্নি কাষ্ঠকে সর্বত্র ব্যাপিয়া অদৃশ্যরূপে স্থিত থাকে এবং উহাকে দগ্ধ করে না। পরন্তু অরণীতে মন্থন দ্বারা উৎপন্ন হয়, প্রকৃষ্টরূপে দৃশ্য হয় এবং দহনাদি কর্মসমূহও করে। তেমনই সর্বগত বিষ্ণু প্রাকৃতজনগণ দ্বারা দৃষ্ট হয় না; পরন্তু মন্ত্রীর মন্ত্রগৌরব বশতঃ প্রতিকৃতিতে দৃষ্ট হন।[১] 'সাত্বতসংহিতা'য় আছে, "হে ভগবন্! যদিও তুমি নিশ্চয় সর্বত্রগ তথাপি আমি তোমাকে আবাহন করিতেছি, যেমন ব্যজন দ্বারা (সর্বত্রগ) বায়ুকে (আবাহন করা হয়)। যেমন (সর্বত্র) গূঢ় অগ্নি মন্থন দ্বারা উপগত হয়, তেমন তুমি আবাহিত হইয়া অর্চাতে উপগত হও।"[২] মহর্ষি অত্রি বলিয়াছেন যে ভগবান্ বিষ্ণুর আবাহনের ঐ ব্যাখ্যা মহামুনি মার্কণ্ডেয় প্রদান করিয়াছিলেন।[৩]

দীক্ষাদি কতিপয় ধার্মিক কর্তব্যক্রিয়াদি বিষয়ে পাঞ্চরাত্রাগম এবং বৈখানসাগমের মধ্যে মতভেদ আছে।

পাঞ্চরাত্রাগমের মতে, তন্ত্রোক্ত দীক্ষাবিধি অনুসারে দীক্ষিত হইলেই তন্ত্রোক্ত পদ্ধতিতে ভগবানের সমারাধনায় মনুষ্যের অধিকার হয়, অন্যথা হয় না। যথা, 'জয়াখ্যসংহিতা'য় উক্ত হইয়াছে যে দীক্ষা দ্বারাই সিদ্ধি এবং মুক্তি উভয়েরই জন্য দেবতা, অগ্নি এবং গুরুর পূজায় অধিকার জন্মে।[৪] 'পৌষ্করসংহিতা'য় আছে যে দীক্ষা লাভ হইলেই অচ্যুতারাধনায় এবং নিঃশ্রেয়সপদপ্রাপ্তিতে মনুষ্যের অধিকার জন্মে।[৫] 'সাত্বতসংহিতা'র মতে দীক্ষা লাভ করিলে মনুষ্য ইহজীবনে ভোগ, কিংবা দেহান্তে অভিমত পদ বা কৈবল্য, অথবা উভয়ই লাভ করিতে পারে।[৬] সর্বমন্ত্রের সিদ্ধির জন্য, তথা উহাদের সাধনার অধিকার লাভের জন্য, দীক্ষা অবশ্যই গ্রহণ করিতে হইবে।[৭] 'অহির্বুধ্ন্যসংহিতা'য় উক্ত হইয়াছে যে আচার্য হইতে জন্মের পূর্বে দ্বিজাতিগণ "অব্রত"ই থাকে। আচার্য দ্বারা উপনয়ন-সংস্কার এবং সাবিত্রী উপদেশ কৃত হইলে তাহাদের দ্বিতীয় জন্ম হয়। উহাকে আচার্য হইতে জন্ম বা দিব্য জন্মও বলা হয়। তারপর যজ্ঞ-দীক্ষা দ্বারা তাহাদের তৃতীয় জন্ম লাভ হয়।[৮] এই শেষোক্তটি পাঞ্চরাত্রানুসারে দীক্ষাই। 'পাদ্মসংহিতা'য় আছে, "যাহারা দীক্ষা-সংস্কার বর্জিত তাহারা অধিকারী নহে। যেমন ব্রাহ্মণাদি দীক্ষারই দ্বারা বৈদিক যজ্ঞাদি সম্পাদনে অধিকারী হয়, তেমনই দীক্ষাবিধি দ্বারা যথোদিত জন্ম প্রাপ্ত ব্যক্তিগণই ভগবানের পূজাবিধিতে অধিকারী হয় বলিয়া প্রকল্পিত হইয়া থাকে।"[৯] যাহারা পাঞ্চরাত্রোক্ত মার্গে চক্রমণ্ডলে দীক্ষা গ্রহণ পূর্বক দ্বাদশাক্ষরবিদ্যা দ্বারা বিষ্ণুর সমর্চনা করত (পাঞ্চরাত্র)শাস্ত্রোক্ত বিধিতে আরাধনা

১) পাদ্মসং, ৩।২৬।১—

২) সাত্বতসং, ২৫।১১৯ লক্ষ্মী বলেন, "যেমন ষাড়্‌গুণ্যবিগ্রহ দেব বিষ্ণু সর্বভূত তেমন তাদৃশী অভূতা আমিও নিশ্চয় সর্বভূতাত্মভূতস্থা। সমস্তই যখন বৈষ্ণব বশ, তখন সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত আছি বলিয়া আমার এবং নারায়ণের (অর্চায়) প্রতিষ্ঠা বস্তুত কি হইবে? ঐ প্রকৃত ভাব মনে আরূঢ় হয় নাই বলিয়া অর্চা, প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি বিকল্পসমূহ প্রবিজৃম্ভিত হইয়াছে।"—(লক্ষ্মীতন্ত্র, ৪৯।৬৩—৫)

৩) সমূর্তার্চনাধিকরণ, ৩১।৬৫'২

৪) জয়াখ্যসং, ১৬।৩-৪'১

৫) পৌষ্করসং, ৩৬।২৫১—২'১

৬) সাত্বতসং, ১৯।৩-৪

৭) ঐ, ২০।২; আরও দেখ১৬—৩৯'২—৪০'১; ১৮।৩।২

৮) অহির্বুধ্ন্যসং, ১৫।৩৬—৭'১

৯) পাদ্মসং, ৪।১।৮'২—১০'১ (তেলেগু সংস্করণ)

করে তাহাদেরই হৃদয়কমলে পরম পুরুষ সাক্ষাৎ আবির্ভূত হন; তাহারাই বিষ্ণুমায়া উত্তীর্ণ হয়; অপর জনগণ উত্তীর্ণ হয় না।[১]

শ্রুতির অনুযায়ী স্মৃতিশাস্ত্রের মতে উপনয়নাদি-সংস্কার হইলে দ্বিজাতির সমস্ত বৈদিক কর্মসমূহের অনুষ্ঠানে অধিকার জন্মে। পাঞ্চরাত্রশাস্ত্রের মতে তন্ত্রোক্ত প্রকারে ভগবানের সমারাধনায় অধিকার সিদ্ধির জন্য ঐ স্মার্ত সংস্কার হইতে ভিন্ন, তন্ত্রোক্ত পদ্ধতিতে দীক্ষা লক্ষণ সংস্কার গ্রহণ করিতে হইবে। পাঞ্চরাত্রিগণ সাবিত্রী-অনুবচন প্রভৃতি ত্রয়ীধর্ম পরিত্যাগ করত একায়ন-শ্রুতি-বিহিত সংস্কারসমূহ করিয়া থাকে।[২] সেই কারণে লোকে পাঞ্চরাত্রমতকে অবৈদিক বলিয়া নিন্দা করিত। পাঞ্চরাত্রাচার্য যামুন তাহার উল্লেখ করিয়াছেন।[৩] ঐ নিন্দার উত্তরে তিনি বলিয়াছেন যে বৈদিকগণ এবং পাঞ্চরাত্রিগণের অধিকার ভিন্ন ভিন্ন; সুতরাং তাহাদের দীক্ষাদি সংস্কারও ভিন্ন ভিন্ন; উভয়ের সমুচ্চয় হইতে পারে না। সেই কারণে বৈদিক সংস্কার অগ্রহণ হেতু পাঞ্চরাত্রিগণের অব্রাহ্মণ্য-দোষ হয় না।[৪] যামুন মনে করেন যে পাঞ্চরাত্রোক্ত বিধানে বৈষ্ণব-দীক্ষা গ্রহণের অবশ্য-কর্তব্যতার উল্লেখ 'মহাভারতে'ও আছে।[৫] তিনি আরও দেখাইতে চাহিয়াছেন যে, যে সকল ব্রাহ্মণ পাঞ্চরাত্রশাস্ত্র-সিদ্ধ দীক্ষা-সংস্কার বিরহিত হইয়া বৃত্ত্যর্থ দেবপূজা করে, কিংবা দেবকোশোপজীবী হয়, তাহারাই দেবল নামে অভিহিত হয়।[৬]

পাঞ্চরাত্রসংহিতাসমূহে দীক্ষা সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে।[৭]

বৈখানসাগম মতে, বৈখানসগণের বিশেষ দীক্ষার প্রয়োজন নাই। মরীচি বলিয়াছেন, "শ্রীবিষ্ণুর দাস্য কর্মে অপর বিপ্রগণের স্বীকারার্থই মহর্ষিগণ দীক্ষার বিধি বর্ণনা করিয়াছেন বলিয়া জানিবে। বৈখানস বিপ্রদিগের দীক্ষা পরিকীর্তিত হয় নাই।"[৮] ভৃগু বলেন,

---

১) ঐ, ১৬।৩১—৩৩·১ (তেলেগু সংস্করণ); আরও দেখ—ঐ, ৪।২১।২০·২—২৪

২) দেখ—'আগম-প্রামাণ্য', ৮৫ পৃষ্ঠা। ৩) 'আগম-প্রামাণ্য', ৩০ পৃষ্ঠা।

৪) ঐ, ৮৫ পৃষ্ঠা। যামুন ইহাও বলিয়াছেন যে বর্ত্তমানে ভাগবতগণ সাবিত্রী-অনুবচনাদি ত্রয়ীধর্মও সমাচরণ করিয়া থাকে; সুতরাং তৎ-ত্যাগ নিমিত্ত ব্রাত্যত্বাদি সন্দেহ তাহাদের হইতে পারে না। (ঐ, ৮৬ পৃষ্ঠা)

৫) উহার সমর্থনে যামুন 'মহাভারতে'র শান্তিপর্ব হইতে নিম্নোক্ত বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন,—

"অবশ্যং বৈষ্ণবো দীক্ষাং প্রবিশেৎ সর্বযত্নতঃ।
দীক্ষিতায় বিশেষেণ প্রসীদেৎ নান্যথা হরিঃ॥
বসন্তে দীক্ষয়েৎ বিপ্রং গ্রীষ্মে রাজন্যমেব চ।
শরদঃ সময়ে বৈশ্যং হেমন্তে শূদ্রমেব চ॥
স্ত্রিয়ং চ বর্ষাকালে তু পাঞ্চরাত্রবিধানতঃ।"
—('আগম-প্রামাণ্য', ৫৪ পৃষ্ঠা)

এই বচন 'মহাভারতে'র শান্তিপর্বে, কিংবা অপর কোন পর্বে আমরা পাই নাই।

৬) ঐ, ৭৮-৯ পৃষ্ঠা। (পরে দেখ)

৭) যথা দেখ—জয়াখ্যসং, ১৬ পটল, সাত্বতসং, ১৮—২১ পরিচ্ছেদ; অহির্বুধ্ন্যসং, ২০ অধ্যায়; পাদ্মসং, ৪।২ অধ্যায়; ঈশ্বরসং, ২১ অধ্যায়; লক্ষ্মীতং, ৪১শ অধ্যায়।

৮) আনন্দসং, ১৩।৪০·২—৪১ এক স্থলে মরীচি বৈখানসাগমোক্ত দীক্ষার কথা বলিয়াছেন,—

"বৈখানসাগমোক্তায়াং দীক্ষায়াং যে তু দীক্ষিতাঃ॥"—(ঐ, ৯।৩·২)

"দীক্ষাযুক্তস্তু তান্ত্রিকঃ" ('পরন্তু যাহা দীক্ষাযুক্ত তাহা তান্ত্রিক')।[১] "যাহা দীক্ষিতগণ কর্তৃক ক্রিয়মাণ, তাহা মিশ্র (তান্ত্রিক) বলিয়া অভিহিত হয়।"[২] মিশ্র তান্ত্রিক পাঞ্চরাত্র নামেও প্রোক্ত হয়।[৩] তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন পাঞ্চরাত্র "তাপাদিপঞ্চসংস্কার-দীক্ষাবান্‌গণ কর্তৃক সমর্চিত।"[৪] তাই পাঞ্চরাত্রিগণ 'দীক্ষিত' বলিয়াও অভিহিত হইয়া থাকে।

বৈখানসগণ বৈখানসসূত্রে'র অনুযায়ী—ঐ সূত্রানুসারেই সর্বক্রিয়া করিয়া থাকেন। উহা কৃষ্ণযজুর্বেদেরই সূত্রবিশেষ। সুতরাং তাঁহারা কৃষ্ণযজুর্বেদী। পরন্তু পাঞ্চরাত্রিগণ শুক্লযজুর্বেদী। তাঁহারা উহার কাণ্ব এবং মাধ্যন্দিন উভয় শাখাকেই মানিয়া থাকেন। তাঁহারা "কাত্যায়ন-মুনিপ্রোক্তসূত্রকর্মক্রিয়াশ্রিত।"[৫] প্রসঙ্গক্রমে ইহা বলা যাইতে পারে যে, 'আনন্দসংহিতা'র মতে বৈখানসসূত্রানুযায়ী বৈদিক বৈষ্ণবগণের এবং কাত্যায়নসূত্রানুযায়ী তান্ত্রিক বৈষ্ণবগণেরই ভগবান বিষ্ণুর অর্চা পূজায় অধিকার আছে; "বৈখানসসূত্র এবং কাত্যায়নসূত্র ব্যতীত অপর সূত্রসমূহ দ্বারা সংস্কৃত যে অপর দ্বিজাতিগণ আছে, তাহারা বৈদিক বলিয়া সংপ্রোক্ত হয় না, কিংবা তান্ত্রিক বলিয়াও স্মৃত হয় না; (যেহেতু) তাহারা ভগবচ্ছাস্ত্র-বিবর্জিত, (সেইহেতু) তাহারা (বিষ্ণুর অর্চার পূজায়) অনর্হ ব্রাহ্মণ বলিয়া প্রোক্ত হয়।"[৬]

বৈষ্ণবদিগের এক সংস্কার চক্রধারণ। তবে ঐ বিষয়ে তাঁহাদের বিভিন্ন উপসম্প্রদায়ের মধ্যে উপভেদ আছে। বৈখানসগণ বলেন, তাঁহাদের সকলের মাতার গর্ভে থাকিতেই চক্র-ধারণ হয়। যেমন শালগ্রামের গর্ভে চক্র-ধারণ হয়, তাঁহাদেরও তেমনই।[৭] ভগবান নারায়ণ স্বয়ংই বৈখানসগণকে মাতার গর্ভেই নিজ মুদ্রা ধারণ করান।[৮] সেইহেতু তাঁহারা 'গর্ভ বৈষ্ণব' নামে অভিহিত হন।[৯] যাহা হউক, তাঁহারা তদর্থে এক অনুষ্ঠানও করিয়া থাকেন।

উহা ভিন্ন তত্ত্ব। 'শক্তিসঙ্গম-তন্ত্র' নামক তন্ত্রে (১৫৮০ খ্রীষ্টাব্দোপকালে রচিত) বৈখানস দীক্ষার উল্লেখ আছে। উহার প্রথম খণ্ডে (কালীখণ্ডে; 'গায়কবাড় সংস্কৃত সিরিজে' প্রকাশিত, বরোদা, ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দ) আছে,

"বৈখানসাদিদীক্ষাভৈর্যুক্তো বৈষ্ণব এব চ।"—(৮।২৬·২)

"বৈখানসাদিদীক্ষাভৈর্ভূষিতঃ স্মার্তবৈষ্ণবঃ।"—(৮।৪৩·১)

১) 'যজ্ঞাধিকার', ৫১।৩·২ ২) ঐ, ৫১।৭·১

৩) ঐ, ৫১।৫

৪) 'প্রকীর্ণাধিকার', ক্রিয়াপাদ, ৩০।৭·১ মহর্ষি মরীচিও বলিয়াছেন যে পাঞ্চরাত্রানুসারিগণ পঞ্চসংস্কার সংযুক্ত তাহারা অপর (অর্থাৎ বৈখানসসূত্র হইতে ভিন্ন কাত্যায়ন)সূত্র দ্বারা সংস্কৃত; এবং অবান্তর বৈষ্ণব নামে অভিহিত হইয়া থাকে। (আনন্দসং, ৮।১৭-১৮·১; ১৪।৩০—৩১·১

৫) লক্ষ্মীতং, ৪১।৬৯—'আনন্দসংহিতা'য়ও আছে,—

"কাত্যায়নমুনিপ্রোক্তসূত্রোক্তসকলক্রিয়াঃ ॥

পাঞ্চরাত্রেণ শাস্ত্রেণ দীক্ষিতাস্তান্ত্রিকাঃ স্মৃতাঃ।"—(১৪।৩০·২—৩১·১)

আরও দেখ—ঐ, ৮।১৭—১৮·১

৬) আনন্দসং, ২৪।২৮—৩০·২

৭) আনন্দসং, ৪।৫৩-৪·১ আরও দেখ—

"বৈখানসো জন্মনি চক্রধারী"—(ঐ, ৮।২)

৮) 'প্রকীর্ণাধিকার', ক্রিয়াপাদ, ৩০।৮৮-২—৯·১

৯) ঐ, ৩০।৮৮২; আনন্দসং, ৮।৩; আরও দেখ—আনন্দসং, ৪।৫১·১; ৮।১০·২-১১, ১০।১—

শিশু মাতৃগর্ভে থাকিতে তাঁহারা যথাবিধি বিষ্ণুবলি করিয়া থাকেন। ঐ অগ্নিতে ধাতু-নির্মিত চক্রকে তপ্ত করিয়া ঘৃতে ছাপ দেওয়া হয় এবং সেই ঘৃত মাতাকে পান করান হয়। উহাকে গর্ভে চক্রধারণ বলা হয়। তারপর শিশুর জন্মের পরও ঐ প্রকারে বিষ্ণুবলি করিয়া তপ্ত-চক্রাঙ্কিত ঘৃত তাহাকে পান করান হয়।[১] সুতরাং বৈখানসগণ "গর্ভচক্র"। পাঞ্চরাত্রিগণ শিশুর জন্মের পরে উপনয়নসংস্কারের সময়ে উপনয়নাগ্নিতে চক্রকে তপ্ত করিয়া তাহার বাহু-মূলদ্বয়ে ছাপ দিয়া থাকেন।[২] বৈখানসশাস্ত্রে উহাকে "বাহুচক্র" বলা হয়। চক্রকে জলে ডুবাইয়া ভুজদ্বয়ে ছাপ প্রদানকে "ন্যাসচক্র" বলা হয়।[৩] সুতরাং চক্রধারণ ত্রিবিধ—গর্ভচক্র, তপ্তচক্র এবং ন্যাসচক্র।[৪] "ঔখেয়দিগের গর্ভচক্র, বানপ্রস্থদিগের ন্যাসচক্র, এবং বৈখানস বিনা অপর (বৈষ্ণবদিগের) তপ্তচক্র বলিয়া প্রকীর্তিত হয়।"[৫]

বৈখানসগণ মনে করেন গর্ভচক্র উত্তম, ন্যাসচক্র মধ্যম, বাহুচক্র অধম, এবং চক্র-হীন অধমাধম।[৬] বৈখানসগণের পক্ষে তপ্তমুদ্রা ধারণ অতি গর্হিত মনে করা হয়। মরীচি বলেন, বৈখানসদিগের মধ্যে "যাহার অজ্ঞান, মোহ, অর্থলোভ কিংবা পরপীড়ন হেতু তপ্তমুদ্রা (ধারণ) হয় (শাস্ত্রে) তাহার জন্য প্রায়শ্চিত্ত বিহিত হইয়াছে। শ্রীবৈখানসসূত্রস্থ ব্যক্তি যদি তপ্তমুদ্রাঙ্কিত হয় তবে সে তৎপশ্চাৎ দেবমন্দিরে প্রবেশ করিবে না এবং পূজাও নিশ্চয় করিবে না।"[৭] তবে তিনি ইহা বলিয়াছেন যে বৈখানসগণ অপরকে তপ্তমুদ্রা ধারণ করাইবে; বৈখানসেতর ব্যক্তিগণ বৈখানসের দ্বারা তপ্তমুদ্রা ধারণ করিবে, কেননা, তাহা অতি-পুণ্যজনক; সুতরাং অতি প্রশস্ত।[৮]

বৈখানস আগমে পাঞ্চরাত্র আগমকে এই বলিয়া নিন্দা করা হইয়াছে যে বৈখানস বৈদিক আর পাঞ্চরাত্র অবৈদিক বা তান্ত্রিক; বৈখানস সৌম্য, আর পাঞ্চরাত্র আগ্নেয় বা তামস; বৈখানস শ্রীকর, আর পাঞ্চরাত্র শ্রীকর নহে; সুতরাং ভগবানের সমর্চনায় বৈখানস মুখ্য, আর পাঞ্চরাত্র গৌণ। মহর্ষি কাশ্যপের 'জ্ঞানকাণ্ডে' সংক্ষেপে এই মাত্র উক্ত হইয়াছে যে "বৈখানস এবং পাঞ্চরাত্র—এই বিধানদ্বয় বিষ্ণুর তন্ত্র। বৈখানস সৌম্য, (আর) পাঞ্চরাত্র আগ্নেয়;" বৈখানস বিধান ভুক্তি-মুক্তি-ফল-প্রদ।[৯] মহর্ষি ভৃগু লিখিয়াছেন, "বৈষ্ণব শাস্ত্র বৈখানস ও পাঞ্চরাত্র,—যথাক্রমে বৈদিক ও তান্ত্রিক—এই দ্বিবিধ বলিয়া মুনিগণ কর্তৃক পরিকীর্তিত হইয়াছে। বৈখানস বৈদিক। উহা বৈদিক দ্বিজগণ কর্তৃক অর্চিত হয়; এবং ঐহিক ও আমুষ্মিক ফলপ্রদ, তথা সৌম্য বলিয়া প্রকীর্তিত। পাঞ্চরাত্র আগ্নেয়, অবৈদিক ও

---

১) আনন্দসং, ৪।৫৫'২-৮'১

২) কেহ কেহ এক বাহুমূলে শঙ্খের এবং অপর বাহুমূলে চক্রের ছাপ ধারণ করেন। কেহ কেহ শরীরের অন্যান্য স্থলে ভগবানের অপরাপর অস্ত্রেরও মুদ্রা ধারণ করিয়া থাকেন।

৩) এই চক্রধারণকে দীক্ষাও বলা হয়। তাই কথিত হয় যে দীক্ষা ত্রিবিধ—গর্ভ-চক্রদীক্ষা, বহিস্তপ্তচক্রদীক্ষা এবং ন্যাসচক্রদীক্ষা। (ঐ, ৮।২৫-২৮'১)

৪) ঐ, ৮।১

৫) ঐ, ৮।১৩; আরও দেখ—৮।২৮'২—২৯; ৯।৮-৯

৬) ঐ, ৪।৫৪'২—৫৫'১ আরও দেখ—৮।১০'২—

৭) ঐ, ৪।৬০-১

৮) ঐ, ৪।৬২-৭'১

৯) 'জ্ঞানকাণ্ড', ১০৫ অধ্যায় (১৭১ পৃষ্ঠা)

অতাত্ত্বিক ; এবং তাপাদিপঞ্চসংস্কার দ্বারা দীক্ষিতগণ কর্তৃক অর্চিত ; সেইহেতু অশ্রীকর বলিয়া প্রোক্ত হয়। উহা কেবল আমুষ্মিক ফলপ্রদ।"[১] মরীচি 'বিমানার্চনাকল্পে' সংক্ষেপে বলিয়াছেন, "বৈষ্ণব (আগম) দ্বিবিধ—বৈখানস এবং পাঞ্চরাত্র। বৈখানস (সৌম্য), বৈদিক, বৈদিকগণ কর্তৃক অর্চিত, এবং ঐহিক ও আমুষ্মিক ফলপ্রদ। পাঞ্চরাত্র আগ্নেয়, অবৈদিক, দীক্ষিতগণ দ্বারা অর্চিত, এবং (কেবল) আমুষ্মিক ফলপ্রদ।"[২] 'আনন্দসংহিতা'য় তিনি লিখিয়াছেন, "বৈখানস ও পাঞ্চরাত্র যথাক্রমে বৈদিক ও তান্ত্রিক। তদুভয়ের মধ্যে বৈখানস শ্রেষ্ঠ, (কেননা, উহা) ঐহিক ও আমুষ্মিক (ফল) প্রদ ; আর তান্ত্রিক পাঞ্চরাত্র গৌণ, (কেননা, উহা কেবল) আমুষ্মিক (ফল) প্রদ। বৈখানসসূত্র অনুসারে দেবদেব শাঙ্গীর অর্চন সর্বশান্ত্যর্থ, তথা রাজার ও রাষ্ট্রের অভিবৃদ্ধিকারী হয়। বেদবিৎ ব্যক্তি দ্বারাই পূজা করাইবে। অপরের দ্বারা কৃত পূজা নিষ্ফল হয়। তন্ত্র অনুসারে পূজন রাজার ও রাষ্ট্রের বিনাশ-কারী হয়। (তবে) বৈদিক মতে পূজা সম্ভব না হইলে তন্ত্র মতে পূজার বিধান দেওয়া যাইতেছে।"[৩] মহর্ষি অত্রির 'সমূর্তার্চনাধিকরণে' ঐ বিষয়ে বিস্তারিত উক্তি আছে। "বৈষ্ণব (শাস্ত্র) দ্বিবিধ বলিয়া বিবেচিত হয়,—বৈখানস এবং পাঞ্চরাত্র। পূর্ব বৈদিক বলিয়া প্রোক্ত হয়, অপর তান্ত্রিক বলিয়া বিবেচিত হয়। বিখনস্ কর্তৃক প্রোক্ত বৈদিক শাস্ত্র বৈখানস বলিয়া স্মৃত হয়। সর্বেশ্বর ভগবান্ হরি জীবগণের মুক্তির জন্য বৈখানসাবতারে বৈখানস শাস্ত্র উপদেশ করেন। (বিদ্বান্ ব্যক্তিগণ) বৈখানস (শাস্ত্রকে) শ্রীশাস্ত্র এবং একায়নাভিধ (শাস্ত্র)ও বলেন। পুরাকালে একায়নাখ্য শাস্ত্র দ্বারা (ভগবান্) হরিকে ইহসংসারে অর্চনা করাতে সমস্ত জীবকোটি (দেহান্তে) শ্রীহরির সান্নিধ্যে গমন করিত ; (উহাদের কেহই) স্বর্গে যাইত না, কিংবা নরকেও যাইত না ; তথা জন্ম-মৃত্যুও প্রাপ্ত হইত না। শ্রীশাস্ত্রেরই রক্ষণার্থ', তথা আপৎকালে পূজনার্থ, (ভগবান্ হরি) পুনরায় পাঞ্চরাত্র নামক উত্তম বৈষ্ণব শাস্ত্র উপদেশ করেন। (ভগবানের) সমর্চনায় বৈখানস মুখ্য, আর পাঞ্চরাত্র গৌণ। বৈদিক মুখ্য বলিয়া উদ্দিষ্ট হয়, আর তান্ত্রিক গৌণ বলিয়া স্মৃত হয়।··· বৈখানসসূত্র অনুসারে নিষেকাদিক্রিয়ান্বিত ব্রাহ্মণগণ পরম সাত্ত্বিক সৌম্য বৈষ্ণব বলিয়া প্রোক্ত হন। বৌধায়নাদিসূত্রোক্ত নিষেকাদিক্রিয়ান্বিত, তথা কাত্যায়নাদি (সূত্রানুসারে নিষেকাদিক্রিয়ান্বিত), এবং পাঞ্চরাত্রবিধানে তপ্তচক্রাঙ্কিত ব্যক্তিগণ ইহসংসারে পাঞ্চরাত্রাধিকারী তামস বৈষ্ণব বলিয়া প্রোক্ত হয়।"[৪] পরে আছে, বিষ্ণুর তন্ত্র বৈখানস ও পাঞ্চরাত্র, বৈদিক ও তান্ত্রিক, এবং সৌম্য ও আগ্নেয়—যথাক্রমে এই দ্বিবিধ বলিয়া প্রোক্ত হয়। ইহা (বৈখানস-তন্ত্র) পুরাকালে ভগবান্ নারায়ণ কর্তৃক বিখনস্‌কে সংপ্রোক্ত হইয়াছিল। ইহা চতুর্বেদের সহিত সংমিশ্রিত, (সেইহেতু) বৈদিক বলিয়া পরিকীর্তিত হয়। যাহা নারায়ণেরই দ্বারা সূর্যের নিকট সংন্যস্ত হইয়াছিল, এবং ক্রমে আপৎকালে যাজ্ঞবল্ক্যাদি দ্বারা সংপ্রাপ্ত হইয়াছিল, তথা যাহা একায়নগত মন্ত্রসমূহ দ্বারা সংমিশ্রিত, তাহা তান্ত্রিক বলিয়া স্মৃত হয়। বৈখানস বৈদিক,

---

১) 'প্রকীর্ণাধিকার', ক্রিয়াপাদ, ৩৪।৪-৮-১

২) 'বিমানার্চনাকল্প', ৭৭ পটল (৪৬৭ পৃষ্ঠা)

৩) আনন্দসং, ১৩।১—৪

৪) 'সমূর্তার্চনাধিকরণ', ৮৫।১১৪'২—১২০, ১২২'২—১২৫

আর পাঞ্চরাত্র তান্ত্রিক। বৈখানস সৌম্য, আর পাঞ্চরাত্র আগ্নেয় বলিয়া প্রোক্ত হয়।[১] সৌম্য-মূর্তি ভগবানের স্বাংশভূত (বিখনস্) মুনিকে প্রদত্ত হইয়াছিল বলিয়া, তথা সৌম্য বেদের স্বাংশভূত বলিয়া (বিখনস্-প্রোক্ত শাস্ত্র 'সৌম্য বৈখানস' নামে প্রকীর্তিত হয়)।[২] বৈদিক মন্ত্রযুক্ত সৌম্য বৈখানস নারায়ণ প্রথমে উপদেশ করেন। সৌম্য বেদের রক্ষণার্থ অঙ্গীকৃতত্ব হেতু তথা কেবল মোক্ষপ্রদত্ব হেতু, পাঞ্চরাত্র আগ্নেয় বলিয়া (স্মৃত হয়)।[৩] সেই বাসুদেবই উহা উপদেশ করেন।"[৪]

এইরূপে দেখা যায়, বৈখানস আগমশাস্ত্রে পাঞ্চরাত্রমত অপেক্ষা বৈখানসমতের উৎকৃষ্টত্ব প্রণীত হইয়াছে। ঐ দুই মতে বিষ্ণুকে পূজার ফলের পার্থক্যও উল্লিখিত হইয়াছে। কথিত হইয়াছে যে বৈখানস বিধিতে বিষ্ণুকে পূজা করিলে ঐহিক এবং আমুষ্মিক উভয়বিধ ফল লাভ হয়, আর পাঞ্চরাত্র বিধিতে পূজা করিলে কেবল আমুষ্মিক ফল লাভ হয়। মহর্ষি মরীচি কখন কখন কিঞ্চিৎ ভিন্ন মতও প্রকাশ করিয়াছেন বোধ হয়। পূর্বে উক্ত হইয়াছে বৈখানস ও পাঞ্চরাত্র আগমশাস্ত্র মতে বিষ্ণুর আরাধনা গৃহার্চা ও আলয়ার্চা বা স্বার্থ ও পরার্থ ভেদে দ্বিবিধ; 'পরার্থ' অর্থ 'মোক্ষ'। মহর্ষি মরীচি বলিয়াছেন, বৈখানসসূত্রে স্বার্থ এবং পরার্থ উভয়ই প্রকীর্তিত হইয়াছে, আর অপর সমস্ত সূত্রসমূহে কেবল স্বার্থই।[৫] তাহাতে প্রথমোক্ত মতের বিরোধ হয়। তবে অপর সূত্রসমূহের মধ্যে তিনি পাঞ্চরাত্রকে ধরেন নাই মনে করিলে দোষ হয় না। অন্যত্র তিনি অতি পরিষ্কারভাবে বলিয়াছেন যে বৈখানসমতানুসারে ভগবানকে অর্চনা ব্যতীত পাঞ্চরাত্র কিংবা অপর কোন মতানুসারে ভগবানকে অর্চনা করিয়া মনুষ্য মোক্ষ লাভ করিতে পারে না। বৈখানস মতানুসারে অর্চনাকারী ব্যক্তি এই জন্মের অন্তেই মুক্তি লাভ করিতে পারে। পরন্তু পাঞ্চরাত্রমতানুসারে অর্চনাকারী ব্যক্তি মৃত্যুর পর পৃথিবীতে পুনর্জন্ম লাভ করত বৈদিকানুসারে অর্চনা করিয়াই দেহান্তে মোক্ষলাভ করিতে পারে।[৬]

কোন্ স্থলে কোন্ মতে ভগবান্ বিষ্ণুর পূজা কর্তব্য বৈখানসশাস্ত্রে তাহাও নির্দেশিত হইয়াছে। যথা, অত্রি বলিয়াছেন, "গ্রামাদিতে (ভগবান্ বিষ্ণুর পূজাদি) মুখ্য (অনুসারে)

---

১) ইহা বোধ হয় বলা উচিত যে ১০৮ প্রখ্যাত পাঞ্চরাত্রসংহিতাসমূহের একটি 'সৌম্য সংহিতা' আর একটি 'আগ্নেয়সংহিতা' নামে খ্যাত। (শ্রেডারের পাঞ্চরাত্রসংহিতা-সূচীর যথাক্রমে ২০১ ও ১২ সংখ্যক সংহিতা)। ঐখানে সোম-প্রোক্ত পাঞ্চরাত্রকে 'সৌম্যসংহিতা', আর অগ্নিপ্রোক্ত পাঞ্চরাত্রকে 'আগ্নেয়-সংহিতা' বলা হইয়াছে। এইখানে উহাদিগকে লক্ষ্য করা হয় নাই; কেননা, এইখানে সমগ্র বৈখানস আগমশাস্ত্রকে 'সৌম্য', আর সমগ্র পাঞ্চরাত্র আগম শাস্ত্রকে 'আগ্নেয়' বলা হইয়াছে।

২) অত্রি অন্যত্র বলিয়াছেন,

"বিষ্ণোক্তৎ সৌম্যমূর্তেস্তু বিধিঃ সৌম্যঃ প্রকীর্তিতঃ।"

—('সমূর্তার্চনাধিকরণ', ৮০।২'১)

৩) এই নিরুক্তির তাৎপর্য পরিষ্কার বুঝা যায় না।

৪) 'সমূর্তার্চনাধিকরণ', ৭৮।১'২—৭ আরও দেখ—ঐ, ২।৩০'২—৩২'১; ৮০।১০-১, ২০'২

"অবেদমূলাঃ সময়া যস্মাত্তে তান্ত্রিকাঃ স্মৃতাঃ।"— (ঐ, ৮০।৩'১)

৫) দেখ—আনন্দসং ৩।২৬; ১৩।৩৩; ১৪।৫

৬) পূর্বে দেখ।

হইবে, আর বনাদিতে গৌণ (অনুসারে)। মুখ্যে গৌণ করিবে না, (পরন্তু) গৌণে মুখ্য সমাচরণ করিতে পারিবে।"[১] তিনি পরে বলিয়াছেন, "সৌম্যং সর্বত্র সংপূজ্যং" (সৌম্যবিধি অনুসারে সর্বত্র পূজা করা যায়')। বিশেষতঃ গ্রামসমূহে এবং নগরসমূহে, রাজার (কিংবা অন্যের প্রতিষ্ঠিত) মন্দিরসমূহে, তথা গৃহস্থগণের গৃহসমূহে, সৌম্য মতে পূজা কর্তব্য। পরন্তু গ্রামের (ও নগরের) বাহিরে,—অরণ্যে, পর্বতে, নদীতীরে, সমুদ্রতীরে, এবং নদী ও সমুদ্রের সঙ্গমস্থলে, মুমুক্ষুদিগের আশ্রমসমূহে, এবং অপর বিবিক্ত স্থানসমূহে, বনস্থ মুমুক্ষু যতিগণ দ্বারা আগ্নেয় অনুসারে পূজা কর্তব্য।[২] "গ্রামে বৈখানস বিধিতে বিষ্ণুকে সমর্চনা করিবে। তাহাতে গ্রামের যজমানের, তথা (ঐ গ্রামের) রাজার রাষ্ট্রের, সর্বসম্পৎ-সমৃদ্ধি হইবে। এবং ভক্তিমান্ (যজমান) দেহান্তে বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হইবে। বিখনা মুনি তাহা বলিয়াছেন।"[৩] "গ্রামাদিতে এবং জনযুক্ত গৃহসমূহে,—সর্বত্র পাঞ্চরাত্র অনুসারে বিষ্ণুকে অর্চনা করিবে না,— ইহাই শাস্ত্রের অনুশাসন। বৈখানস বিধি অনুসারে ক্রমে অর্চনা করাইবে। গ্রামের বাহিরে এবং একান্ত স্থানসমূহে,— যথা, নদী, পাহাড়, কিংবা বনের পার্শ্বে কিংবা অন্তে পাঞ্চরাত্র অনুসারে অর্চনা করিবে (বা করাইবে)।"[৪] অত্রির ন্যায় অপরেও বলিয়াছেন, "সৌম্যং সর্বত্র সংপূজ্যম্" ('সৌম্য বিধি অনুসারে সর্বত্র পূজা করা যায়')।[৫] মরীচি সেই প্রকারে আরও বলিয়াছেন, গ্রামাদিতে গৃহের অভ্যন্তরাংশে, ব্রাহ্মণদিগের গৃহসমূহে, এবং পশ্চিমে বিশেষভাবে সৌম্যমতে অর্চনা করিবে। আর গৃহের বাহিরে—অরণ্য-পর্বতাদি স্থানসমূহে, আগ্নেয় মতে অর্চনা করিবে।[৬] তবে তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে দণ্ডক গ্রামের অভ্যন্তরে তান্ত্রিক বিধিতেই পূজা কর্তব্য, বৈদিক বিধিতে নহে।[৭] মহর্ষি কাশ্যপ লিখিয়াছেন, "সুতরাং গ্রাম, নগর, পত্তন, প্রভৃতিতে, তথা গৃহসমূহে, বৈখানস বিধানে ভগবানকে পূজা করিবে। কেননা, উহা ভুক্তিমুক্তিফলপ্রদ এবং সৌম্য। নদীতীরে, পাহাড়ে ও বনপ্রদেশে, তথা জনসমূহ হইতে দূরে বিবিক্ত স্থানে পাঞ্চরাত্র (বিধান) অনুসারেই অর্চনা করিবে। কেননা, উহা তান্ত্রিক এবং আগ্নেয়। সমৃদ্ধিকাম ব্যক্তি কদাচিৎও জনাকীর্ণ স্থানে (পাঞ্চরাত্র বিধানে) পূজা করাইবে না। যদি করায়, তবে তাহা বিনাশের হেতু হইবে।"[৮] ভৃগু বলিয়াছেন, "সৌম্যং সর্বত্র সংপূজ্যম্। বিশেষতঃ গ্রামাদিতে এবং ব্রাহ্মণদিগের গৃহসমূহে সৌম্য অনুসারেই হরিকে অর্চনা করিবে। সেই প্রকার অবাস্বাঙ্গালয়ে, পর্বতারণ্যাদিতে, এবং বিবিক্ত স্থানসমূহে আগ্নেয় অনুসারে অর্চনা করিবে। পরন্তু বিপ্রাবাসে এবং জনাবাসে তদনুসারে নিশ্চয় করিবে না।"[৯]

বৈখানস আগমে উক্ত হইয়াছে যে তন্ত্র-সঙ্কর করিলে মহা অনর্থ আপতিত হয়, সেইহেতু উহা করিতে নাই। অত্রি বলিয়াছেন, "যে তন্ত্রকে আশ্রয় করিয়া কর্ষণাদি প্রথমে কৃত

১) 'সমূর্তার্চনাধিকরণ', ৬৫।১২১ ২) ঐ, ৭৮।৮-১০
৩) ঐ, ৭৯।৩৯-৪০ ৪) ঐ, ৮০।১৫-১৭'১
৫) যথা দেখ—'বিমানার্চনাকল্প', ৭৭ পটল (৪৬৭ পৃষ্ঠা) ; 'প্রকীর্ণাধিকার', ক্রিয়াপাদ, ৩০।৮'২
৬) 'বিমানার্চনাকল্প', ৭৭ পটল (৪৬৭-৮ পৃষ্ঠা)। ৭) ঐ, ৩ পটল (১০ পৃষ্ঠা)।
৮) 'জ্ঞানকাণ্ড', ১০৫ অধ্যায় (১৭১ পৃষ্ঠা) ৯) 'প্রকীর্ণাধিকার', ক্রিয়াপাদ, ৩০।৮'২-১০

হইয়াছিল, প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত (ক্রিয়া) সেই তন্ত্র অনুসারেই করিবে। তন্ত্রসঙ্কর করিবে না। তন্ত্র-সঙ্কর-দোষ হেতু যজমানের ও তাহার গৃহের, তথা (তাহার) গ্রামের, বিপদ হয়; রাজা এবং রাষ্ট্র বিনাশ পায়।"[১] যেখানে বৈখানস তন্ত্রোক্ত বিধিতে পূজাদি প্রথম হইতে প্রচলিত আছে, সেইখানে পরে পাঞ্চরাত্র তন্ত্রোক্ত বিধিতে পূজাদি প্রবর্তন করিলেও তন্ত্র-সঙ্কর দোষ হয়। পরন্তু তদ্বিপরীত করিলে, অর্থাৎ যেখানে পাঞ্চরাত্র বিধিতে পূজাদি প্রচলিত আছে, সেইখানে তৎপরিবর্তে বৈখানস বিধিতে পূজাদি প্রবর্তন করিলে তন্ত্রসঙ্কর দোষ হয় না। যথা, অত্রি বলিয়াছেন, "গ্রামে, নগরে, কিংবা পত্তনে প্রথম হইতে পাঞ্চরাত্রমতানুসারে বিষ্ণুর অর্চনা বর্তমান থাকিলেও যদি পরে সৌম্য মার্গে পূজা করা হয়, তবে দোষ হয় না; বরং লাভ হয়। সুতরাং সৌম্য মার্গেই পূজা করিবে। ইহাই শাস্ত্রের অনুশাসন। পরন্তু যেখানে কেশব পূর্ব হইতে সৌম্য মার্গে পূজিত হইতেছেন, সেইখানে যদি (পরে) পাঞ্চরাত্রমত অনুসারে পূজিত হন, তবে সর্বহানি ধ্রুবই হইবে।[২] তিনি আরও বলিয়াছেন, কোন দ্বিজ যদি মোহ কিংবা অজ্ঞান বশতঃ বৈখানসার্চিত স্থানে পাঞ্চরাত্রমতে মন্ত্রতন্ত্রক্রিয়াদির বিনিয়োগ করিতে ইচ্ছা করে, তবে সেই দুরাত্মা দেহান্তে রৌরব নরকে গমন করিবে; ইহজন্মে সে চণ্ডাল-সদৃশ বলিয়া কীর্তিত হয়। তাহার মন্ত্রতন্ত্রক্রিয়াদি সমস্তই নিশ্চয় বিনষ্ট হইবে। সুতরাং যাহাতে তন্ত্রসঙ্কর না হয় তাহার জন্য যথাসাধ্য সর্বপ্রকারে সাবধান থাকিবে। যদি কখনও কোন কারণে বৈখানসার্চিত স্থানে অন্য তন্ত্রের সঙ্কর হইয়া পড়ে, তবে সদ্য প্রায়শ্চিত্ত করিবে, এবং প্রায়শ্চিত্তের পর পুনঃ বৈখানস বিধিতে সমর্চনা করিবে।[৩] মহর্ষি কাশ্যপও সেই প্রকার বলিয়াছেন, "বৈখানসবিধানে অর্চিত স্থানে আগ্নেয় (বিধানে) আচরণ করিবে না। যদি করা হয়, তবে ভস্মসাৎ হয়। ঐ দোষ শমনার্থ মহাশান্তি হোম, ব্রাহ্মণদিগকে পরিবেষন, এবং বাস্তুশুদ্ধি করত পূর্ববৎ স্থাপন করিবে। পরন্তু আগ্নেয়ে সৌম্যের সংবেশ সমৃদ্ধিকরণার্থক হয়; সেইহেতু সম্যক্ আচরণ করিবে।"[৪] মরীচি এবং ভৃগু বলিয়াছেন, যদি সৌম্য বা বৈখানস বিধিতে আগ্নেয় পাঞ্চরাত্রের সঙ্কর হয়, তবে রাজার ও রাষ্ট্রের বিনাশ হয়।[৫] "সেই দোষ শমনার্থ অজ্ঞাগ্নিতে মহাশান্তি হবন করিয়া, অষ্টোত্তরশত কলশ জল দ্বারা দেবতাকে স্নান করাইয়া, বৈষ্ণবদিগকে সম্যক্ পূজা এবং ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইয়া পুনঃ সেই (সৌম্য) বিধিতে (পূজাদি) করাইবে।"[৬] তবে কোন কোন মূর্তি পূর্বে পাঞ্চরাত্রবিধিতে প্রতিষ্ঠিত এবং অর্চিত হইলেও, যদি বর্তমানে উহার অর্চনা হীন হয়, তবে বৈখানস বিধিতে উহার অর্চনা প্রারম্ভ কর্তব্য। তাহাতে রাজার এবং রাষ্ট্রের সমৃদ্ধি হইবে।[৭] "বর্তমানে অর্চনে হীনে

---

১) 'সমূর্তার্চনাধিকরণ', ৭৮।১১-২ . আরও দেখ—ঐ, ৮০।১২

২) 'সমূর্তার্চনাধিকরণ', ৭৮।২৪·২—২৭·১

৩) ঐ, ৭৮।৬২·২—৭ আরও দেখ—৮০।৩·২-৬·১, ১২, ২৮—

৪) 'জ্ঞানকাণ্ড', ১০৫ অধ্যায় (১৭১ পৃষ্ঠা)

৫) 'বিমানার্চনাকল্প', ৭৭ পটল (৪৬৮ পৃষ্ঠা) ; 'প্রকীর্ণাধিকার', ক্রিয়াপাদ, ৩০।১১

৬) 'বিমানার্চনাকল্প', ৭৭ পটল (৪৬৮ পৃষ্ঠা) ; আরও দেখ—'প্রকীর্ণাধিকার', ক্রিয়াপাদ, ৩০।১২—১৪·১

৭) 'বিমানার্চনাকল্প', ৭৭ পটল (৪৬৮ পৃষ্ঠা) ; 'প্রকীর্ণাধিকার', ক্রিয়াপাদ, ৩০।১৪·২—১৫

সতি" ('যদি বর্তমানে (উহার) অর্চনা হীন হয়')—মরীচির উক্তির এই অংশের, তথা "কালেনাস্তর্হিতে" ('যদি কালান্তরে অন্তর্হিত হয়')—ভৃগুর উক্তির এই অংশের, প্রতি ধ্যান দেওয়া উচিত। তাহা হইতে বুঝা যায় যে যদি অর্চনা হীন বা লোপ না হয়, তবে পূর্ব হইতে প্রচলিত পাঞ্চরাত্র-পূজা-বিধি পরিবর্তন করা উচিত নহে। তাঁহারা এই প্রকার মনে করিতেন। পরন্তু অত্রির মতে গ্রামনগরাদিতে পাঞ্চরাত্রবিধি মতে পূজা পূর্ব হইতে যথাযথ বর্তমান থাকিলেও ("অর্চনে বর্তমানেঽপি"), তৎপরিবর্তে সৌম্য মার্গে পূজা প্রচলন করিবে,—তাহাই বৈখানস শাস্ত্রের অনুশাসন। কাশ্যপও তাহা মনে করিতেন। অপরেও সেই কথা বলিয়াছেন, "পরন্তু দীক্ষাযুক্ত আগ্নেয় পাঞ্চরাত্র তান্ত্রিক, ঐ তন্ত্র অবৈদিক বলিয়া সৌম্য এবং বৈদিক বৈখানস অনুসারে দেবদেবকে (=বাসুদেবকে) সমর্চনা করিবে।"[১]

কেবল পূজাবিধিতে নহে, পূজকাদিতেও তন্ত্রসঙ্কর বৈখানসাগমে নিষিদ্ধ হইয়াছে; কেননা, তাহাতেও অনর্থ সমুপস্থিত হয়। যথা, অত্রি বলিয়াছেন, যেখানে বৈদিকগণ কর্তৃক বিষ্ণুর পূজাদি হয়, সেইখানে আচার্য, ঋত্বিক, অর্চক, পরিচারক এবং পাচক,—অর্থাৎ পূজাদিতে প্রয়োজনীয় সমস্ত সহকারী ব্যক্তিগণকেই বৈখানস হইতে হইবে। 'বৈখানসসূত্র' অনুসারে নিষেকাদি-ক্রিয়ান্বিত ব্রাহ্মণগণেরই দ্বারা আচার্যত্বাদি কর্ম করাইবে। অন্যথা বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। শুদ্ধ বৈখানসের অভাবেও যদি কোন বৈদিক কর্মে পাঞ্চরাত্রে দীক্ষিত বৈদিকেতর ব্যক্তিগণ দ্বারা আচার্যত্ব, আর্ত্বিজ্য, কিংবা অর্চকত্ব করান যায়, তবে সেই কর্ম বিফল হয়। তাহাতে কোন সংশয় নাই। পাঞ্চরাত্রে দীক্ষিত কোন তান্ত্রিক যদি কোন বৈদিক ক্রিয়াতে আচার্যত্ব, আর্ত্বিজ্য, কিংবা অর্চকত্ব করিতে ইচ্ছাও করে, তবে তাহার ব্রহ্মজ্ঞান বিনষ্ট হইবে। তবে বৈদিক ক্রিয়াতে পরিচারকের এবং পাচকের কর্ম, শুদ্ধ বৈখানসের অভাবে, পাঞ্চরাত্রমত অনুসারে দীক্ষিত ব্যক্তিগণ দ্বারা করান যাইতে পারে। অন্য তন্ত্রে দীক্ষিত ব্যক্তিগণ অপেক্ষা উহারা বরং যোগ্য এবং সুপ্রশস্ত। কেননা, পাঞ্চরাত্রশাস্ত্র অনুসারে দীক্ষিত মনুষ্যগণও বিষ্ণুর কৈঙ্কর্য করণের যোগ্য হয়;—তাহাতে সংশয় নাই।[২] মহর্ষি মরীচিও প্রায় সেই কথা বলিয়াছেন।[৩]

পাঞ্চরাত্রতন্ত্রেও তন্ত্রসঙ্করকে দোষ বলা হইয়াছে এবং সেইহেতু নিষিদ্ধও হইয়াছে। পরন্তু উহা কিঞ্চিৎ ভিন্ন প্রকারের এবং আরও কঠোর। উপরে প্রদর্শিত হইয়াছে যে বৈখানসতন্ত্র মতে তন্ত্রসঙ্কর মুখ্যতঃ দুই প্রকারে হয়,—(১) কর্ষণাদিপ্রতিষ্ঠান্ত কার্য বৈখানসতন্ত্র মতে আরম্ভ করিয়া পাঞ্চরাত্রতন্ত্র মতে সমাপন করিলে; এবং (২) যেখানে বৈখানস বিধি-অনুসারে

১) বেঙ্কটনাথের 'পাঞ্চরাত্ররক্ষা'য় (২৫ পৃষ্ঠা) এবং অপ্পয়দীক্ষিতের 'বেদান্তকল্পতরুপরিমলে' (২।২।৪৫) ধৃত বৈখানস-তন্ত্র-বচন।

২) 'সমূর্তার্চনাধিকরণ', ২৮।২৭.২—৩৫

এই গ্রন্থে এমন কি ইহাও আছে যে প্রতিষ্ঠা, অর্চন. স্নপন, উৎসব, প্রভৃতিতে যদি কোন বৈখানসের বিপ্র,—যথা দীক্ষিত তান্ত্রিক. অন্য তন্ত্রপরায়ণ ব্যক্তি, কিংবা দেবল ব্রাহ্মণ, কোন মূর্তিকে প্রমাদবশত স্পর্শ করে, তবে মহাশান্তি এবং অধিবাস পূর্বক ঐ মূর্তির পুনঃ প্রতিষ্ঠাদি করিতে হইবে। (ঐ, ৭৮।১৮-২১.১)

৩) আনন্দসং, ১৩।৩৭—৪১.১

পূজাদি কর্তব্য বলিয়া শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে এবং প্রচলিতও আছে, সেইখানে পাঞ্চরাত্র-বিধিতে পূজাদি প্রবর্তন করিলে। তদ্বিপরীত করিলে তন্ত্রসঙ্কর-দোষ হয় না। বরং উহা করাই উচিত। আত্রেয়, মারীচ, কাশ্যপীয়, এবং ভার্গব—এই চতুর্বিধ বৈখানসতন্ত্রসমূহের পরস্পরের মধ্যে সঙ্কর হেতুও কোন দোষ হয় না।[১] যেই বিষয়ে বৈখানসতন্ত্রে কোন বিধান নাই, সেই বিষয়ে পাঞ্চরাত্রতন্ত্র অনুসারে কার্য করা যাইতে পারে। তাহাতে দোষ হইবে না।[২] পরন্তু পাঞ্চরাত্রতন্ত্রে তন্ত্রসমূহের পরস্পরের সঙ্কর সর্বপ্রকারে নিষিদ্ধ হইয়াছে। পাঞ্চরাত্রতন্ত্রসমূহ চারি কোটিতে বা শাখায় বিভক্ত,—(১) আগমসিদ্ধান্ত, (২) মন্ত্রসিদ্ধান্ত, (৩) তন্ত্রসিদ্ধান্ত, এবং (৪) তন্ত্রান্তরসিদ্ধান্ত। প্রত্যেক কোটীতে আবার অনেকবিধ তন্ত্র আছে,—প্রত্যেক সিদ্ধান্ত-শাখার তন্ত্র নামক অনেক উপশাখা আছে।[৩] সিদ্ধান্ত-সঙ্কর ও তন্ত্রসঙ্কর পাঞ্চরাত্রশাস্ত্রে সম্পূর্ণতঃ নিষিদ্ধ হইয়াছে। যথা, 'পাদ্মসংহিতা'য় উক্ত হইয়াছে যে "যেই সিদ্ধান্তমার্গে আদিতে কর্ষণাদি ক্রিয়া কৃত হইয়াছে, তদনুসারেই অপর সকল কর্ম করিতে হইবে, অন্য কোন সিদ্ধান্ত-মার্গ অনুসারে নহে। তন্ত্রসমূহের মধ্যেও সেই প্রকারে যদনুসারে কর্ষণাদি ক্রিয়া (প্রথমে) কৃত হইয়াছে, তদনুসারেই সকল কার্য করা উচিত, অপর কোন তন্ত্রের মার্গ অনুসারে নহে। যদি কোন বিষয় কোন তন্ত্রে অনুক্ত থাকে, পরন্তু অপর কোন তন্ত্রে কথিত হইয়া থাকে, তবে সেই তন্ত্র হইতে সেই বিষয় নিশ্চয় গ্রহণ কর্তব্য। সুতরাং সিদ্ধান্ত-সঙ্কর এবং তন্ত্র-সঙ্কর নিশ্চয় দোষের হেতু হয়,—তাহাতে নিজের ও নিজের গৃহের, তথা রাজার ও রাষ্ট্রের, বিনাশ হয়। যদি প্রমাদ বশতঃ সিদ্ধান্ত-সঙ্কর (কিংবা তন্ত্রসঙ্কর) হইয়া পড়ে, তবে তাহার শান্তি করিতে হইবে" ইত্যাদি।[৪] উহাতে আরও উক্ত হইয়াছে যে, যে ব্যক্তি এক তন্ত্র বা সিদ্ধান্ত অনুসারে দীক্ষিত হইয়াছে, সে অপর তন্ত্র কিংবা সিদ্ধান্ত অনুসারে কর্ষণাদি ক্রিয়া করাইবে না। যে এক তন্ত্রের বা সিদ্ধান্তের অনুযায়ী সে অন্য তন্ত্র কিংবা সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কার্যে আচার্য কিংবা ঋত্বিক্‌ও হইবে না।[৫] 'ঈশ্বরসংহিতা'য় আছে, যাহার যেই সিদ্ধান্ত অনুসারে পূর্বে দীক্ষাদি লাভ হইয়াছে, তাহাকে পরে সেই সিদ্ধান্তোক্ত মার্গেই সমস্ত কর্ম করিতে হইবে, অপর কোন মার্গে নহে। কেননা, তখন অপর সিদ্ধান্তে উক্ত মার্গে কর্ম করিলে সিদ্ধান্ত-সঙ্কর হইবে। শাস্ত্র-বিশারদ ব্যক্তি সিদ্ধান্ত-সঙ্কর কখনও করিবে না।[৬] সিদ্ধান্ত-সঙ্কর হইলে রাজা, রাষ্ট্র, প্রভৃতির অনর্থ হয়।[৭] যদি কেহ, এমন কি না জানিয়াও, সিদ্ধান্ত-সঙ্কর করে, সে সদা সমস্ত জগতের, বিশেষতঃ নিজের বংশের সঙ্কর করে।[৮] তবে উহাতে ইহাও আছে যে যেখানে মুনিবাক্যোক্ত মার্গে পূজাদি হয়, সেইখানে দিব্যমার্গে পূজা করিতে ইচ্ছা হইলে, মুনিমার্গ পরিত্যাগ পূর্বক দিব্যমার্গে পূজাদি

১) 'সমূর্তার্চনাধিকরণ,, ৭৮।৬১'২।৬২'১ ; ৮০।২০

২) ঐ, ৭৮।৬০'২

৩) যথা দেখ—পৌষ্করসং, ৩৮।২৯৩'২— ; পাদ্মসং, ৪।১৯।১০৯— ; ঈশ্বরসং, ২১।৫৬০— ; ইত্যাদি।

৪) পাদ্মসং, ৪।১৯।১১৯'২—১২৩'১ ৫) ঐ, ৪।১৯।১২৭'২—১২৯'১

৬) ঈশ্বরসং, ২১।৫৫৭'২—৮, ৫৮২—৩ ; ১৯।৪৫৫'২—৭ ৭) ঐ, ২১।৫৮৪

৮) ঈশ্বরসং, ২৩।৩১'২—৩৩

করা যায়। পরন্তু যেখানে দিব্যমার্গে নিত্য পূজাদি হয়, সেইখানে দিব্যমার্গ পরিত্যাগ করত মুনিমার্গে পূজাদি কর্তব্য নহে। যদি কেহ মোহবশতঃ সেই প্রকার করে, তবে তাহার ইহদেহে ভক্তি বীজ সহ অচিরে বিনষ্ট হয়, এবং মন্ত্রসিদ্ধিসমূহ বিমুখ হয়, আর দেহান্তে ঘোর নরকে গমন হয়, তথা রাজা ও রাষ্ট্র বিনষ্ট হয়। সুতরাং দিব্যমার্গ কখনও পরিত্যাগ করিতে নাই। যেখানে তামস মার্গে পূজাদি হয়, সেখানে রাজস মার্গে, এবং যেখানে রাজস মার্গে পূজাদি হয়, সেখানে সাত্ত্বিক মার্গে পূজা করিলে সিদ্ধি লাভ হয়। পরন্তু বিপরীত করিবে না।[১] আচার্য বেঙ্কট নাথ এই সকল বিষয় বিস্তারিতরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন।[২] তিনি 'কালোত্তরসংহিতা' নামক এক পাঞ্চরাত্রসংহিতা হইতে বৈখানস ও পাঞ্চরাত্রের পরস্পরের সঙ্কর প্রতিষেধক একটা বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, "হে দ্বিজ, যেই মূর্তি কিংবা প্রাসাদ যেই শাস্ত্র অনুসারে প্রথমে সমারব্ধ হইয়াছে, সেই শাস্ত্র অনুসারেই উহার অর্চনা (ও প্রতিষ্ঠা) করিবে। যে সেই শাস্ত্র পরিত্যাগ করত অন্য শাস্ত্রোক্ত মার্গে যজন করিতে ইচ্ছা করে, সে কর্তার, রাজার এবং রাষ্ট্রের বিনাশ করিতে ইচ্ছা করে। প্রাজ্ঞ ব্যক্তি কদাচও শাস্ত্রসঙ্কর করিবে না। শাস্ত্রসঙ্কর-দোষ বশতঃ মহান দোষ নিশ্চয়ই হইবে।"[৩]

বৈখানস তন্ত্রশাস্ত্রে পাঞ্চরাত্র তন্ত্রবিধির প্রতি যেমন কটাক্ষ আছে, জয়াখ্যাদি প্রাচীন পাঞ্চরাত্রসংহিতাসমূহে বৈখানসতন্ত্রবিধির প্রতি তেমন কোন কটাক্ষ পাওয়া যায় না।[৪] পরন্তু পরবর্তী পাঞ্চরাত্রসংহিতাসমূহে বৈখানসতন্ত্রবিধির প্রতি স্বল্প-বিস্তর নিন্দা আছে। যেমন 'ঈশ্বরসংহিতা'য় আছে, অপর কোন সিদ্ধান্তে উক্ত কিছু যদি ইষ্টতম হয়, তাহা যদি নিজ সিদ্ধান্তের অবিরোধী হয়, তবে প্রতিগ্রহণ করা যাইতে পারে; পরন্তু যদি বিরোধী হয়, তবে পরিত্যাগ করিতে হইবে। বৈখানসতন্ত্রসমূহে এবং শৈবপাশুপততন্ত্রসমূহে বিহিত সমস্তই বিরুদ্ধ।[৫] তাৎপর্য এই যে শৈবপাশুপততন্ত্রসমূহের ন্যায় বৈখানসতন্ত্রসমূহ হইতেও পাঞ্চরাত্রিক কিছু গ্রহণ করিবে না; কেননা, উহাদের সিদ্ধান্ত পাঞ্চরাত্রসিদ্ধান্তের বিরোধী। উহার অন্যত্র আছে, যে দেবতার প্রতিষ্ঠা পাঞ্চরাত্রোক্ত মার্গে হইয়াছে, উহার পূজা যদি কখন বৈখানসগণ কর্তৃক কৃত হয়, তবে পুনরায় উহার প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।[৬] 'শ্রীপ্রশ্নসংহিতা'র মতে বৈখানস ঋষি, তথা ভৃগু প্রভৃতি তাঁহার শিষ্যগণ, কর্তৃক রচিত শাস্ত্র, বিষ্ণুর পূজার্থ, এবং "পাঞ্চরাত্রসম" বটে; পরন্তু যেমন শৈবাদি তেমন তদনুযায়ী কেহ যদি পাঞ্চরাত্রমতানুসারে পূজিত কোন বিম্বকে স্পর্শ করে, তবে উহা দূষিত হইবে; সেই কারণে উহার প্রায়শ্চিত্ত

---

১) ঐ, ২৩।৩৯—৪৯

২) 'পাঞ্চরাত্ররক্ষা', পৃষ্ঠা ১০। সমস্ত শাস্ত্র বচনসমূহ পর্যালোচনা করত বেঙ্কটনাথ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, "অতো বৈখানস-পাঞ্চরাত্রয়োঃ পাঞ্চরাত্রাবান্তরভেদচতুষ্কস্য তত্তদবান্তরতন্ত্রভেদানাং চ পরস্পরমসঙ্করেণৈব সর্বদা স্থিতিরিতি সিদ্ধম্।" (ঐ, ৩০ পৃষ্ঠা)

৩) ঐ, ১ অধিকার, ২০-১ পৃষ্ঠা।

৪) 'সাত্বতসংহিতায়', আছে, "যে ব্যক্তি অচ্যুতের তত্ত্ব এবং পাঞ্চরাত্রের অর্থ, তথা নানাশাস্ত্রোক্তলক্ষণ সবৈষ্ণবী দীক্ষা জানে না, তাহার সহিত ভিন্নক্রমেও সম্বন্ধ করিবে না।" (২১।৪৫'২—৪৬) তাহাতে প্রকারান্তরে বৈখানসের নিন্দা হইয়াছে।

৫) ঈশ্বরসং, ২১।৫৮৫—৬ ৬) ঐ, ১৯।৪৫৮

সংস্কার করিতে হইবে।[১] আচার্য বেঙ্কটনাথ 'তন্ত্রসারসমুচ্চয়' নামক পাঞ্চরাত্রীদিগের এক গ্রন্থ হইতে বৈখানস বিধির সাক্ষাৎ নিন্দা সূচক এক বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, "বৈখানস অশ্রীকর, অসৌম্য এবং অসাত্ত্বিক।...(সুতরাং) তদ্‌বিধান পরিত্যাগ করত পাঞ্চরাত্র অনুসারে পূজা করিবে।[২]

আচার্য বেঙ্কটনাথ লিখিয়াছেন,

"পরস্পরাক্ষেপবচনানি তু ইক্ষুভক্ষকৃতিচিকীর্ষুভিরসহিষ্ণুভিরুপক্ষিপ্তানি বা স্বশাস্ত্রপ্রশংসার্থবাদরূপাণি বেতি ন ততো বিরোধঃ।"[৩]

অর্থাৎ বৈখানস আগমশাস্ত্রে এবং পাঞ্চরাত্র আগমশাস্ত্রে পরস্পরের আক্ষেপ সূচক যেই সকল বচন অধুনা পাওয়া যায় সেইগুলি তত্তৎ-মতানুসারে পূজা দ্বারা লভ্য বস্তুসমূহের লোভে অপর মতের অসহিষ্ণু ব্যক্তিগণ কর্তৃক প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। অথবা, সেইগুলি স্ব স্ব শাস্ত্রের প্রশংসার্থবাদরূপ। সুতরাং উভয় শাস্ত্রের মধ্যে বিরোধ নাই। সেইহেতু তিনি মনে করেন যে ঐ প্রকার বচনসমূহ যথার্থতঃ গ্রহণ করিতে নাই। আচার্য অপ্পয় দীক্ষিত বলেন, পাঞ্চরাত্রশাস্ত্রে বেদনিন্দক পরিগ্রহণ, বৈদিক-সংস্কার-বর্জন, ক্ষুদ্রবিগ্রাবাহুল্য, প্রভৃতি বেদ-প্রতিষিদ্ধ বিষয়সমূহ বহুশঃ আছে, "ঐ প্রকারে অবৈদিকত্ব হেতুতেই পাঞ্চরাত্রের বৈদিকাপরিগ্রাহ্যত্ব বৈখানসশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে।"[৪] তাহাতে মনে হয় পাঞ্চরাত্রের নিন্দাসূচক বৈখানস আগমশাস্ত্রের বচনসমূহ তিনি যথার্থতঃ গ্রহণ করিয়াছেন।

বৈখানস ব্যতীত অপর সমস্ত বৈষ্ণবদিগকে শঙ্খ ও চক্রের তপ্ত মুদ্রা ধারণ করিতে হইবে বলিয়া শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে। মহর্ষি মরীচি লিখিয়াছেন, "(বৈখানসসূত্র ব্যতীত) অপর সমস্ত সূত্রানুযায়ী সমস্ত বিষ্ণুভক্তদিগের তপ্তমুদ্রাবিধিক্রম বৈখানসেরই দ্বারা কর্তব্য। মনুষ্য, যদি বৈখানসের হাত দ্বারা তপ্ত(শঙ্খ)চক্রাঙ্কিত হয়, তবে একুশ কুল উদ্ধার করত বিষ্ণুলোকে গমন করে। যদি বৈখানসের হস্ত দ্বারা শঙ্খচক্রাঙ্কিত হয়, তবে (মনুষ্য) নিশ্চয় কল্পকোটিশত জন্মের পাপসমূহ হইতে বিশুদ্ধাত্মা হয়।" ইত্যাদি।[৫] অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন যে ভগবান্ বিষ্ণুকে পূজা করিতে বৈখানস কুলে উৎপন্ন ব্যক্তিগণেরই মুখ্য অধিকার আছে,—উঁহারাই শ্রেষ্ঠ বিষ্ণুসম্পূজক।[৬] "পুণ্য এবং সনাতন জিষ্ণু বিষ্ণু হরিকে সেই (অর্থাৎ বৈখানসই) পূজা করিবে। মহাপ্রভুকে পূজা করিতে অপরের অধিকার নাই। অবৈখানস জাতীয় কেহ যদি হরিকে সম্পূজন করে, তবে সে দেবলক নামে (কথিত হয়। সে) সর্বকর্মবহিষ্কৃত হয়।"[৭] যে ব্রাহ্মণ "বৃত্ত্যর্থ" দেবপূজা করে, অর্থাৎ দেবপূজা দ্বারা লভ্য বস্তু দ্বারা জীবন ধারণ করে, স্মৃতিশাস্ত্রে তাহাকে দেবল বা দেবলক ব্রাহ্মণ বলা বলা হইয়াছে। স্মৃতিশাস্ত্রের মতে, দেবলক ব্রাহ্মণ অতি নিন্দিত। মরীচি ও ভৃগু দেবলক ব্রাহ্মণকে নিন্দা করিয়াছেন,—তাঁহাকে "সর্বকর্ম-

---

১) শ্রীপ্রশ্নসং, ৫০।১৬০-৬ ২) 'পাঞ্চরাত্ররক্ষা', ২৫ পৃষ্ঠা।

৩) 'ন্যায়পরিশুদ্ধি', বেঙ্কটনাথ-প্রণীত, শব্দাধ্যায়ে ২য় আহ্নিক ('বেদান্তদেশিক গ্রন্থমালা', বেদান্ত-বিভাগ ২য় সম্পুট, ১৬৯ পৃষ্ঠা)। আরও দেখ—'পাঞ্চরাত্ররক্ষা', ২৫ পৃষ্ঠা।

৪) 'বেদান্তকল্পতরুপরিমল', ২।২।৪৫ ৫) আনন্দসং, ৪।৬২—৬৪—৬৭

৬) ঐ,৩।১৮'২— ৭) ঐ, ৩।২২-৩ ; আরও দেখ—৩।২৭

বহিষ্কৃত” বলিয়াছেন।[১] পরন্তু, তাঁহারা মনে করেন যে বৈখানসদিগের দেবলত্ব-দোষ হইবে না।[২] মরীচি বলেন “বৈখানস দ্বিজ আত্মার্থ এবং পরার্থ,—স্বগৃহে এবং হরিমন্দিরে, দেবদেবেশ বিষ্ণুকে অর্চনা করিবেন। যে সকল বিপ্র আলয়ে অর্চনা করিতে অধিকারী নহেন, তাঁহারা যদি বিষ্ণুকে পূজা করেন, তবে তাঁহারা নিশ্চয় দেবলক বলিয়া জ্ঞেয়। (তাঁহারা) সর্বকর্মবহিষ্কৃত। পরন্তু হরিপূজনতৎপর যে সকল বৈখানস বিপ্রগণ, তাঁহারা, হরিপাদাব্জ সংশ্রয় হেতু, দেবলক বলিয়া জ্ঞেয় নহেন।”[৩] ভৃগু বলিয়াছেন, “যে বিপ্র বৈখানস নহে, সে যদি আলয়ে হরিকে পূজা করে, তবে সে দেবলক নামে (অভিহিত হয়)। সে নিশ্চয় সর্বকর্মবহিষ্কৃত।”[৪] এই প্রকারের উক্তিসমূহ হইতে মনে হয়, বেঙ্কটনাথ সত্যই বলিয়াছেন যে প্রাপ্য বস্তুর লোভেই বৈখানসগণ অপর কাহারও বিষ্ণুর পূজায় এবং অপর ধর্মকর্মসম্পাদনে অধিকার নাই বলিয়াছেন, তথা বৈখানস দ্বারা পূজাদির অত্যধিক মাহাত্ম্য খ্যাপন করিয়াছেন।

পাঞ্চরাত্রাচার্যপ্রবর,—পাঞ্চরাত্রসম্প্রদায়ের আধুনিক কালের শ্রেষ্ঠতম আচার্য, রামানুজের জীবনচরিত পর্যালোচনা করিলে দেখা যায়, দাক্ষিণাত্যের যে যে বিষ্ণুমন্দিরে তিনি বৈখানসাগম অনুসারে পূজাদি হইতে দেখিয়াছিলেন;—ঐ প্রকার মন্দিরের সংখ্যা তাঁহার সময়ে কম ছিল না,—তথায় তথায় তিনি পাঞ্চরাত্রাগম অনুসারে পূজাদি চালাইতে প্রচেষ্টা করিয়াছিলেন। অধিকাংশ স্থলে তিনি কৃতকার্যও হইয়াছিলেন। কেবল অল্প কয়েক স্থলে তিনি কৃতকার্য হন নাই,—মন্দিরের অধিকারিগণ আপনাদের পূর্ব হইতে প্রচলিত পূজা-পদ্ধতি তাঁহার অনুরোধে পরিত্যাগ করিতে স্বীকৃত হন নাই। তিরুপতির সুপ্রসিদ্ধ বেঙ্কটেশ ভগবানের মন্দির উহাদের অন্যতম। ঐখানে অদ্যাপিও বৈখানসমত অনুসারে পূজাদি হইয়া থাকে। যাহা হউক, উহা ভিন্ন কথা। ইহা মনে করা সমীচীন হইবে না যে রামানুজ উপলভ্য বস্তুর লোভেই বৈখানসমতানুসারে পূজাদির স্থলে পাঞ্চরাত্রমতানুসারের পূজাদি চালাইয়াছিলেন। অপর কথায়, বেঙ্কটনাথের পূর্বোক্ত বচন যথাযথ গ্রহণ করিলে যেমন মনে করিতে হইবে, রামানুজের বেলায় সেই প্রকার মনে করা ঠিক হইবে না। তাই মনে করিতে হইবে যে—রামানুজ পাঞ্চরাত্রশাস্ত্রের প্রতি পরম শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলেন; সেইহেতু পাঞ্চরাত্রশাস্ত্রে বৈখানসমতের প্রতি যে আক্ষেপ আছে, তাহাকে তিনি যথার্থ বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছিলেন; সুতরাং তিনি

---

১) ঐ, ৩।২৩, ২৭ ; ; ৪।৭৮.২—৮৩.১ ; ১৩।৩৫ ; প্রকীর্ণাধিকার, ক্রিয়াপাদ, ১৮।২৪

২) “বৈখানসানাং তদ্দোষো নাস্তি মৎকৃতজন্মনান্।” ঐ, আনন্দসং, ৪।৮৩.২

৩) ঐ, ১৩।৩৪-৬ ‘সাত্বতসংহিতা’য়ও দেবলকের তীব্র নিন্দা আছে। কথিত হইয়াছে যে দেবলকের দর্শন কিংবা স্পর্শন কিংবা উহার সহিত সম্ভাষণও করিতে নাই। তবে তন্মতে “যে বৃত্ত্যর্থ ভগবদ্‌বিম্ব গ্রহণ করত নগরের আপণ বিপণিসমূহ পরিভ্রমণ করে” সেই দেবলক। (সাত্বতসং, ১১।২৯.২—২০)
পাঞ্চরাত্রী আচার্য যামুন ইহা সিদ্ধ করিতে চাহিয়াছেন যে যাহারা বৃত্ত্যর্থ বিষ্ণু ভিন্ন রুদ্রাদি অপর দেবতাকে পূজা করে, কিংবা তৎকোশোপজীবী হয়, সেই সকল ব্রাহ্মণই দেবল; যে সকল ব্রাহ্মণ পাঞ্চরাত্র-সিদ্ধ দীক্ষা-সংস্কার বিরহিত হইয়া বিষ্ণু পূজা করে কিংবা তৎকোশোপজীবী হয়, তাহারাও দেবল; তাদৃশ দেবল ব্রাহ্মণকেই স্মৃতিশাস্ত্রে নিন্দা করা হইয়াছে। (‘আগমপ্রামাণ্য’, ৭৮-৯ পৃষ্ঠা) সুতরাং তন্মতে পঞ্চরাত্রোক্ত দীক্ষায় দীক্ষিত ব্রাহ্মণ ব্যতীত অপর কাহারও বৃত্ত্যর্থ দেবপূজায় অধিকার নাই।

৪) ‘প্রকীর্ণাধিকার’, ক্রিয়াপাদ, ১৮।২৪

পাঞ্চরাত্র পূজা-পদ্ধতিকে বৈখানস পূজা-পদ্ধতি অপেক্ষা প্রশস্ততর মনে করিতেন ; এবং সেই কারণেই উহাকে সর্বত্র চালাইতে প্রচেষ্টা করিয়াছিলেন। যাহা হয়ত মূলে অর্থবাদ মাত্র ছিল, শাস্ত্রবচনের প্রতি অত্যধিক শ্রদ্ধা বশতঃ তাহাকে যথার্থ বলিয়া গ্রহণ করিয়াই তিনি সাম্প্রদায়িক চক্করে নিপতিত হন।

কালক্রমে বৈখানসমত এবং পাঞ্চরাত্রমত একের উপর অন্যের কিছু কিছু প্রভাব পড়িয়াছিল মনে হয়। একই দেশে একই কালে প্রচলিত দুই ধর্মমতের একের উপর অন্যের প্রভাব কিছু না কিছু স্বভাবতঃই পড়িয়া থাকে। ততোধিক একই দেবতার উপাসনা বিষয়ক হইলে তাহার সম্ভাবনা আরও বাড়িয়া যায়। যাহা হউক আমরা এখানে বৈখানসমত এবং পাঞ্চরাত্রমতের পরস্পর প্রভাবের দুই একটি দৃষ্টান্ত সংক্ষেপে প্রদর্শন করিব।

পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে মহর্ষি ভৃগুর 'প্রকীর্ণাধিকারে' ভগবান্ বিষ্ণুকে কখন কখন পাঞ্চরাত্রাগমের ন্যায় ষড়্‌গুণযুক্ত বলা হইয়াছে।[১] উহাতে পঞ্চরাত্রসম্মত চব্বিশ মূর্তির রূপ ও আয়ুধবিন্যাসের বর্ণনার উল্লেখ, তথা উঁহাদের আবাহনপূজাদির বিধান আছে।[২] ঐ সকল হইতে মনে হয় যে উহাতে পাঞ্চরাত্রাগমের প্রভাব পড়িয়াছিল।

'বিষ্বক্‌সেনসংহিতা'; 'বিহগেন্দ্রসংহিতা' প্রভৃতি অর্বাচীন কোন কোন পাঞ্চরাত্রসংহিতা'য় বৈকুণ্ঠে ভগবান বিষ্ণুর শ্রী, ভূ (বা ভূমি), এবং নীলা নামে তিন সহচরীর বা শক্তির সদ্ভাবের উল্লেখ আছে।[৩] পরন্তু জয়াখ্যসাত্বতাদি প্রাচীন পাঞ্চরাত্রসংহিতাসমূহে নীলাদেবীর উল্লেখ নাই। তাহাতে মনে হয় যে উনি পাঞ্চরাত্রাগমে পরে পরে অপর শাস্ত্র হইতে গৃহীত হইয়াছেন। 'সীতোপনিষৎ' নামে এক অমুখ্য উপনিষদে শ্রী, ভূ ও নীলার তত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ঐ উপনিষৎ বৈখানসমত-প্রভাবিত বলিয়া মনে করিবার হেতু আছে। ভৃগুর 'প্রকীর্ণাধিকারে'ও উঁহাদের উল্লেখ আছে। তাহাতে অনুমান হয় যে বৈখানসশাস্ত্র হইতেই পরবর্তী পাঞ্চরাত্রশাস্ত্রে নীলাদেবী গৃহীত হইয়াছেন।" পরন্তু এই অনুমানের বিরুদ্ধে এই বলা যাইতে পারে যে 'প্রকীর্ণাধিকারে' পাঞ্চরাত্রমতের প্রভাব আছে ; অপর কোন বৈখানসাগমে নীলাদেবীর উল্লেখ আমরা এই পর্যন্ত পাই নাই ; এবং 'সীতোপনিষদে'র রচনা কাল জানা নাই।[৪]

পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে পাঞ্চরাত্রসংহিতাসমূহের মধ্যে একমাত্র 'শ্রীপ্রশ্নসংহিতা'তেই আমরা এ পর্যন্ত চতুর্বিধ বিষ্ণুলোকের উল্লেখ পাইয়াছি। উহাদের অবস্থান তথায় এই প্রকার বলিয়া বিবৃত হইয়াছে। জনলোকের বাহিরে তপঃলোক, তাহার বাহিরে সত্যলোক, উহাদের অধিপতি যথাক্রমে জনার্দন, পুরুষোত্তম এবং পদ্মনাভ। এই পর্যন্ত ব্রহ্মাণ্ড। অণ্ডের বাহিরে, উহাকে ব্যাপিয়া, জল আছে। তাহার বাহিরে ক্রমে তেজ, বায়ু, আকাশ, অহঙ্কার, বুদ্ধি এবং অব্যক্ত আছে। অব্যক্তের বাহিরে "প্রমুদন" বা "সালোক্য বৈকুণ্ঠ।" ঐ প্রথম

---

১) পূর্বে দেখ। ২) 'প্রকীর্ণাধিকার' ক্রিয়াপাদ, ১৭শ অধ্যায়।

৩) স্বপ্রণীত 'স্তোত্ররত্নভাষ্যে' (৩৩ শ্লোকের ভাষ্যে') আচার্য বেঙ্কটনাথ কর্তৃক ধৃত 'বিষ্বক্‌সেন-সংহিতা'র বচনে তথা 'বলপৌষ্করে'র বচনে, আছে যে ভগবান্ বিষ্ণু বৈকুণ্ঠে শ্রী, ভূমি এবং নীলা দ্বারা সেবিত হইয়া থাকেন। 'বিহগেন্দ্রসংহিতা'দির প্রমাণ শ্রেডার দিয়াছেন। Introduction to the Pancaratara ৫৪ পৃষ্ঠা দখ)।

৪) শ্রেডারও প্রায় সেই অনুমান করিয়াছেন। Introduction to the Pancaratra, ৫৩-৫ পৃষ্ঠা দেখ)।

বৈকুণ্ঠের অধিপতি মায়াদেবীসমন্বিত ভগবান অনিরুদ্ধ। তাহার উপরে "আমোদন বা সামীপ্য-বৈকুণ্ঠ" আছে তাহার অধিপতি জয়া দেবী সহ ভগবান প্রদ্যুম্ন। তাহার উপরে "সম্মোদন বা সারূপ্য-বৈকুণ্ঠ" যথায় কীর্তি দেবী সহ ভগবান সঙ্কর্ষণ বিরাজিত আছেন। তাহার উর্ধ্বে "আনন্দাখ্য সাযুজ্য বৈকুণ্ঠ", যথায় চতুর্ভুজ বাসুদেব, লক্ষ্মীদেবী সহ, ভোগ্যাসনে, স্থিত আছেন। তিনি সৃষ্ট্যর্থ পদ্ম, স্থিত্যর্থ সুদর্শন, মোক্ষপ্রদানার্থ পাঞ্চজন্য, সংভৃত্যর্থ কৌমুদকী এবং ধর্মসংস্থাপনার্থ নন্দক ও শার্ঙ্গ ধারণ করিতেছেন। উহার কোটিযোজন উপরে "পরম পদ পরমানন্দ নামক বৈকুণ্ঠ" আছে।[১]

বৈখানস এবং পাঞ্চরাত্র উভয়বিধ বৈষ্ণবগণ উর্ধ্বপুণ্ড্র ধারণ করিয়া থাকেন। উর্ধ্বপুণ্ড্র ধারণের বিধান বৈখানস সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা বিখনস্ মুনি 'বৈখানসসূত্রে' এবং তাঁহার শিষ্য মরীচ্যাদির আগমগ্রন্থসমূহে আছে। আগমগ্রন্থে উহার মহিমাও খ্যাপিত হইয়াছে। পরন্তু জয়াখ্য প্রাচীন পাঞ্চরাত্রসংহিতাসমূহে তদ্‌বিষয়ে কোন বিধান পাওয়া যায় না। 'সাত্বতসংহিতা'র[২] এবং 'জয়াখ্যসংহিতা'র বিস্তার বলিয়া খ্যাত 'পাদ্মসংহিতা'য় উহার বিধান আছে।[৩] 'অহির্বুধ্ন্যসংহিতা'য়[৪] তাহার উল্লেখ আছে। এই সকল গ্রন্থ অবশ্যই 'বৈখানসসূত্রে'র বহু কাল পরের। তাহা হইতে মনে হইতে পারে যে উর্ধ্বপুণ্ড্র ধারণের বিধি পরবর্তী পাঞ্চরাত্রিগণ প্রাচীন বৈখানস বিধি হইতে অনুকরণ করিয়াছেন। 'ঈশ্বরসংহিতা'য় একটা মন্ত্রের প্রতীক আছে,—"ধৃতোর্ধ্বপুণ্ড্রঃ কৃতচক্রঃ।[৫] ঐ মন্ত্র কোন্ গ্রন্থের এবং সেই গ্রন্থ 'বৈখানসসূত্র' হইতে প্রাচীন কিনা বলা যায় না। সুতরাং তদ্বলে পূর্বোক্ত অনুমানকে খণ্ডন করা যায় না।

ঐ পরস্পর-প্রভাবের প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় 'বৃদ্ধহারীতস্মৃতি'তে। পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে 'বৃদ্ধহারীতস্মৃতি'তে ব্যাখ্যাত বৈষ্ণবধর্মের আচার্য পরম্পরা হইতে নিশ্চিত হয় যে উহা বৈখানসদিগেরই স্মৃতিগ্রন্থ; কেননা, উহার বক্তা মহর্ষি হারীত মহর্ষি বিখনসের শিষ্য মহর্ষি ভৃগুর শিষ্য (বা প্রশিষ্য) বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়াছেন। তাহার অপর প্রমাণও আছে। 'বৈখানসসূত্র' এবং বৈখানস আগমসমূহের ন্যায় উহাতেও উক্ত হইয়াছে যে,—শ্রুতি বলিয়াছেন, "দেবতাদিগের মধ্যে অগ্নি অবম এবং বিষ্ণু পরম; অপর সমস্ত দেবতা উঁহাদের অন্তরালবর্তী;" সেই হেতু অগ্নিতে পরমাত্মা বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে যাহা হবন করা যায়, তাহা "সর্বদেবের উপজীবন" হয়।[৬]

উহাতে আরও উক্ত হইয়াছে যে অগ্নিই ভগবান বিষ্ণুর মুখ বা জিহ্বা। সুতরাং উহাতে হবনই বিষ্ণুর উত্তম যজন।[৭] এই প্রত্যক্ষ শ্রুতি আছে যে "যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ"; সুতরাং বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে যজ্ঞই পরম ধর্ম।[৮] অগ্নিতে হবন দ্বারা পরমাত্মা (বিষ্ণু), শ্রী সহ, পরম

১) শ্রীপ্রশ্নসং, ২৩।১৫৫-১৮০ ২) পাদ্মসং, ৪।৩।১৯ (তেলগু সংস্করণ)

৩) সাত্বতসং, ২০।২-৩ ৪) অহির্বুধ্ন্যসং, ২৮।৯ আরও দেখ—ঈশ্বরসং, ২।৩

৫) ঈশ্বরসং, ১৮।৫০৭২, ৫১২১

৬) 'বৃদ্ধহারীতস্মৃতি', ১০।৮-১০ ('স্মৃতীনাং সমুচ্চয়ঃ', পুণা, ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দ, ৩২৪ পৃষ্ঠা)

৭) ঐ, ৮।১১-২ ও ১০।১৪-৮ (ঐ, ২৭৮ ও ৩২৫ পৃষ্ঠা) ৮) ঐ, ৮।৮ (২৭৮ পৃষ্ঠা)

প্রীতি লাভ করেন। এতদ্বিনা অপর কিছুতেই ভগবান পুরুষোত্তম তুষ্ট হন না। নিত্যমুক্ত এবং সংসার-বিমুক্ত ঈশ্বরগণও বিষ্ণুর ভোগার্থ সদা তাহা করিয়া থাকেন। সুতরাং মুমুক্ষু-গণেরও তাহা সর্বদা করা উচিত।[১] অধিকন্তু "চতুর্বিধ প্রাণিবর্গ যজ্ঞার্থই সংসৃষ্ট হইয়াছে। (সুতরাং যজ্ঞানুষ্ঠান উহাদের সহজাত ধর্ম) যজ্ঞার্থ কর্ম ভিন্ন অপর কর্ম উহাদের বন্ধনের হেতু হয়।"[২] যজ্ঞপন্থী বৈখানসদিগের উল্লেখ 'মহাভারতে'ও পাওয়া যায়।[৩]

'বৃদ্ধহারীতস্মৃতি'তে বৈদিক মার্গের প্রশংসা এবং অবৈদিক মার্গের নিন্দা আছে। কথিত হইয়াছে যে শ্রৌত পদ্ধতিতে পূজা ভগবান বিষ্ণুর এবং ভগবতী শ্রীর প্রিয়তম; সেই হেতু মনীষিগণ শ্রৌত পদ্ধতিতেই হরিকে অর্চনা করেন।[৪] বৈদিক মার্গেই পরমেশ্বর বিষ্ণুকে পূজা করিতে হইবে; অন্যথা নরকে পতন হইবে; তিনশত কোটি কল্প পর্যন্ত তথায় থাকিতে হইবে।[৫] "সুতরাং বৈষ্ণব শ্রুতিতে উক্ত মার্গেই বিষ্ণুকে পূজা করিবেক। অর্চায় পুষ্প অর্চনা করিবে; অগ্নিতে ঘৃত দ্বারা হবন করিবে; মন দ্বারা ধ্যান করিবে; এবং বাণী দ্বারা উত্তম বৈদিক মন্ত্রসমূহ জপ করিবে।"[৬] "বেদে যে বষট্কার আছে, তাহা হরির অত্যন্ত প্রিয়। বেদেরই অনুসারে সমিধ ও আজ্য দ্বারা যে আহুতি, নমস্কার সহকারে, স্বাহা ও স্বধা দ্বারা হুত হয়, তাহা 'বৈষ্ণব' বলিয়া স্মৃত হয়। "যো মনসা স বরঃ" এই ঋকে তাহা প্রোক্ত হইয়াছে। সুতরাং ব্রাহ্মণ বেদেরই অনুসারে সদা অধ্বরে হরিকে যজন করিবে।"[৭] সমস্ত ইষ্টি "বৈদিক বিধিতেই যথাশক্তি সমাচরণ করিবে। অবৈদিক-ক্রিয়া-জুষ্ট (বিধি) প্রযত্ন সহকারে পরিত্যাগ করিবে।"[৮] "যে ব্যক্তি শ্রুতিস্মৃত্যুদ্‌গীত ধর্ম পরিত্যাগ করে, সে বৈষ্ণবাধম; সে পাষণ্ডী বলিয়া বিজ্ঞেয়। সে সর্বলোক গর্হিত।"[৯] "পরন্তু যে বেদোদিত ধর্ম ত্যাগ করত বিষ্ণুকে সমর্চনা করে, সে পাষণ্ডী বলিয়া বিজ্ঞেয়। সে নরকে অধিগমন করে। বেদসমূহ সর্বদাই ভগবান বাসুদেবের প্রাণ। যাহারা তদুক্ত কর্ম করে না, তাহারা হরির প্রাণহর্তা হয়।" ইত্যাদি।[১০] কথিত হইয়াছে যে অবৈদিক বৈষ্ণব মার্গের প্রবর্তক শাণ্ডিল্য; ঐ অপকর্ম হেতু উহাকে নরকে যাইতে হইয়াছিল।[১১]

ইহা বোধ হয় বিশেষ করিয়া বলা উচিত যে 'বৃদ্ধহারীতস্মৃতি'র মতে ভৃগ্বাদি বৈখা-নসগণ কর্তৃক প্রোক্ত বিষ্ণুপূজাবিধির ন্যায় বশিষ্ঠাদি মহর্ষিগণ, তথা সনকাদি যোগিগণ কর্তৃক প্রোক্ত বিষ্ণুপূজাবিধিও শ্রৌত। প্রাচীন বৈদিক বৈষ্ণবগণ উহা আচরণ করিতেন।[১২] সৃষ্টির

১) ঐ, ১০।১০-২ (৩২৪-৫ পৃষ্ঠা)
২) ঐ, ১০।১৩ (৩২৫ পৃষ্ঠা) 'গীতা'র ৩।৯ ও ১০ শ্লোকের সহিত তুলনীয়।
৩) পূর্বে দেখ।
৪) 'বৃদ্ধহারীতস্মৃতি', ১১।৭৬ (৩৪৩ পৃষ্ঠা)।
৫) ঐ, ১০।২৩ (৩২৫ পৃষ্ঠা)।
৬) ঐ, ১০।২৪ (৩২৫ পৃষ্ঠা)।
৭) ঐ, ১০।৬০-৬২·১ (৩২৭ পৃষ্ঠা)।
৮) ঐ, ১০।২৪৩·২—২৪৪·১
৯) ঐ, ১১।১৬৮ (৩৪৭ পৃষ্ঠা)।
১০) ঐ, ১১।১৭৫—(৩৪৮ পৃষ্ঠা)।
১১) বিশেষ বিবরণ পরে দেখ।
১২) 'বৃদ্ধহারীতস্মৃতি', ১১।১-২ (৩৪০ পৃষ্ঠা)

প্রথমে ভগবান ব্রহ্মা ধর্মরক্ষার্থ মনু, ভৃগু, বশিষ্ঠ, মরীচি, দক্ষ, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ এবং অত্রি—এই নয় জনকে সৃষ্টি করত "পরম ভাগবতধর্ম" উপদেশ করেন।[১] তিনি নারদকেও উহা উপদেশ করেন।[২]

বৈখানসাগমের ন্যায় 'বৃদ্ধহারীতস্মৃতি'তেও দেবলক ব্রাহ্মণকে "সর্বকর্মবহিষ্কৃত" বলিয়া নিন্দা করা হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলা হইয়াছে যে "পরন্তু হরিপূজন-তৎপর যে বৈখানস বিপ্রগণ, তাঁহারা, হরিপাদাব্জ সংশ্রয় হেতু, দেবলক বলিয়া জ্ঞেয় নহেন।"[৩]

এই সকল বিষয়ে বৈখানস শাস্ত্রের অনুযায়ী হইলেও, 'বৃদ্ধহারীতস্মৃতি', অপর কতিপয় বিষয়ে পাঞ্চরাত্রাগমের অনুযায়ী। এখন আমরা তাহা প্রদর্শন করিব।

'বৃদ্ধহারীতস্মৃতি'তে বিহিত হইয়াছে যে ধর্মাকাঙ্ক্ষী বৈষ্ণবকে পঞ্চসংস্কার অবশ্যই গ্রহণ করিতে হইবে; কেননা, উহাই পরম ধর্ম এবং সর্বকর্মের মধ্যে প্রধান।[৪] উহার মতে, পঞ্চসংস্কারসম্পন্ন ব্যক্তিই মহাভাগবত;[৫] "পঞ্চসংস্কার পূর্বকই গুরু মন্ত্র অধ্যাপন করিবে। পরমৈকান্ত্যসিদ্ধ্যর্থ পঞ্চসংস্কার কর্তব্য।"[৬] পঞ্চসংস্কার ব্যতীত কেহ বৈষ্ণব হইতে পারে না।[৭]

বৈষ্ণবের পঞ্চসংস্কারের আদ্য সংস্কার চক্রাদিধারণ।[৮] দক্ষিণ অংসে তপ্ত চক্রের, বাম অংসে তপ্ত শঙ্খের, কপালে তপ্ত গদার, হৃদয়ে তপ্ত নন্দকের এবং মস্তিষ্কে তপ্ত শার্ঙ্গের ছাপ ধারণ করিতে হয়। উহাকে "তাপক্রিয়া" বলা হয়।[৯] ইহাও কথিত হইয়াছে বাহুমূলদ্বয়ে কেহ কেহ প্রতপ্ত শঙ্খ ও চক্রের, আর কেহ কেহ কেবল চক্রের ছাপ ধারণ করে। উহার মতে, তপ্তমুদ্রাধারণ শ্রুতি, তথা পুরাণ, ইতিহাস এবং সাত্ত্বিক স্মৃতি, বিহিত। উহাতে তপ্তসংস্কারের অতি প্রশংসা আছে। পক্ষান্তরে যাহারা চক্রাদি ধারণ করে না, তাহাদের তীব্র নিন্দা আছে।[১০] তপ্তচক্রধারণ সমস্ত ধর্মাচরণের অঙ্গ এবং ধর্মতঃ বৈষ্ণবত্ব। সুতরাং উহা অবশ্যই কর্তব্য।[১১] উহা ব্যতীত বৈষ্ণবত্ব হয় না।[১২] তপ্তচক্রাদি ধারণ না করিলে কেহ এমন কি বিপ্রও হইতে পারে না।[১৩] উহা পরিত্যাগ করিলে বিপ্রত্ব হইতে পতন হয়।[১৪] "শঙ্খচক্রোর্ধ্বপুণ্ড্রাদিরহিত ব্রাহ্মণ" নিন্দিত।[১৫]

---

১) ঐ, ৮।১-৫

২) ঐ, ৭।২৭২-৪ (২৭৮ পৃষ্ঠা)

৩) ঐ, ৮।৭৮=আনন্দসং, ১৩।৩৬ (পূর্বে দেখ)। 'বৃদ্ধহারীতস্মৃতি'র মতে শিবপরায়ণ ব্রাহ্মণগণই দেবলক,—উহারাই সর্বকর্মবহিষ্কৃত। (৮।৭৭) (২৮২ পৃষ্ঠা)।

৪) 'বৃদ্ধহারীতস্মৃতি', ১।২৮ (২৩৭ পৃষ্ঠা) ৫) পূর্বে দেখ।

৬) ঐ, ৮।৬৩ (২৮১ পৃষ্ঠা) আরও দেখ—ঐ, ১১।৩৩৪—৮ (৩৫৫ পৃষ্ঠা)

৭) ঐ, ১।২৪ ; ৯।৪৪৮

৮) ঐ, ২।৩ অপর চারি সংস্কার এই,—পুণ্ড্রসংস্কার (২।৫০—৯৩), নামসংস্কার (৩য় অধ্যায়), মন্ত্রসংস্কার (৪র্থ অধ্যায়), এবং যোগতন্ত্রসংস্কার (বা বিম্বার্চনে নিয়োগ সংস্কার) (৫ম অধ্যায়)।

৯) ঐ, ২।১৮—২১

১০) ঐ, ২।২২— ; আরও দেখ—১।২৪, ২৭ ; ৮।৩৭·১— ; ১১।১৯৪

১১) ঐ, ৮।৩৬—৪০ ১২) দেখ—ঐ, ৮।৬৯, ৮১ | ৪.১ ; ৯।১৫৪-৫

১৩) ঐ, ৮।৪০।২—৪৩ ১৪) ঐ, ৮।৬২ ১৫) ঐ, ২।৪২—৩

'বৃদ্ধহারীতস্মৃতি'র ব্যূহবাদ ঠিক পাঞ্চরাত্রের ব্যূহবাদের ন্যায়।[১] উহাতে কেশবাদি দ্বাদশ মূর্তির[২], তথা চব্বিশ মূর্ত্যন্তরের[৩] বর্ণ-আয়ুধবিন্যাসাদির বর্ণনা আছে। পাঞ্চরাত্রাগমের ন্যায় উহাতেও পরশুরাম অবতারের পূজাদি নিষিদ্ধ হইয়াছে।[৪] তৎস্বীকৃত মুক্তিও পাঞ্চরাত্রা-গমোক্ত মুক্তির ন্যায়।[৫]

বৃদ্ধহারীতস্মৃতি ও পরমৈকান্তী

'বৃদ্ধহারীতস্মৃতি'র মতে একমাত্র পরমৈকান্তীই বৈষ্ণব, অপর কেহ বৈষ্ণব নহে। অবৈষ্ণব বহুশাস্ত্রজ্ঞ হইলেও মুক্তি লাভ করিতে পারে না, আর বৈষ্ণব বর্ণবাহ্য হইলেও বিষ্ণুর পরম পদে গমন করে। সুতরাং উহার মতে পরমৈকান্তী ব্যতীত অপর কেহ মুক্তি লাভ করিতে পারে না।

উহা "পারমৈকান্ত্যসিদ্ধিদ বেদোপবৃংহিত বিশিষ্ট বৈষ্ণব ধর্মশাস্ত্র"ই। কথিত হইয়াছে যে হারীত-প্রোক্ত ঐ পরমধর্মসংহিতা অবলোকন করত যে বিষ্ণুকে পূজা করে, সে পারমৈকান্ত্য লাভ করে। এমন কি, যে ব্যক্তি সমাহিত হইয়া ভক্তিসহকারে উহা শ্রবণ করে, কিংবা অপরকে শ্রবণ করায়, সেও নিশ্চয়ই পরমৈকান্তসিদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

---

১) ঐ, ৬।১৬৪'২— (পূর্বে দেখ) ২) ঐ, ২।৮০—৯১

৩) ঐ, ১০।১১০'২— ১২৮

৪) ঐ, ১০।১৪৬'২। বুদ্ধাবতারের পূজাও অবশ্যই নিষিদ্ধ হইয়াছে ৫) ঐ, ১০।৩২৪

ত্রয়োদশ অধ্যায়

স্কন্দপুরাণে

প্রাচীন ভাগবতধর্মের রূপান্তরের প্রকৃষ্টতম প্রমাণ পাওয়া যায় 'স্কন্দপুরাণে'। উহার এক উপখণ্ড 'বাসুদেব-মাহাত্ম্য' নামে কথিত হয়। পূর্বে ইহা উক্ত হইয়াছে যে "উহা 'মহাভারতে'র নারায়ণীয়াখ্যানের মূলের পরিবর্তিত এবং পরিবর্ধিত সংস্করণ মাত্র,—অথবা, খুব প্রকৃত বলিতে, পরিবিকৃত রূপ মাত্র। তাহাতে কোন সংশয় নাই। নারায়ণীয়ধর্ম সম্বন্ধে ভীষ্ম যাহা যাহা যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছিলেন বলিয়া 'মহাভারতে' বিবৃত হইয়াছে, তাহা তাহা ভগবান স্কন্দ মহর্ষি সাবর্ণির নিকট পুনঃ বিবৃত করেন বলিয়া 'স্কন্দপুরাণে' উক্ত হইয়াছে।"[১] সুতরাং 'মহাভারতে'র নারায়ণীয়াখ্যানের বিবৃতির সহিত 'স্কন্দপুরাণে'র বাসুদেব-মাহাত্ম্যের বিবৃতির তুলনা করিলে ভাগবতধর্ম যে কালক্রমে কতটা রূপান্তরিত হইয়াছিল তাহা অতি পরিষ্কারভাবে দেখা যাইবে।

বাসুদেব-মাহাত্ম্যের মতে ভগবান্ বাসুদেবের স্বরূপ সম্বন্ধে নারায়ণ ঋষি দেবর্ষি নারদকে বলেন, "যিনি সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত বলিয়া শ্রুতিতে বর্ণিত হন, এবং ত্রিগুণব্যতিরিক্ত পুরুষ (বলিয়া সাংখ্য-শাস্ত্রে ও যোগ-শাস্ত্রে কথিত হন), তিনিই দিব্য-বিগ্রহ মহাপুরুষ বাসুদেব বলিয়া (একান্তধর্ম-শাস্ত্রে) উক্ত হন। প্রভু তিনি নারায়ণ ঋষি, বিষ্ণু, কৃষ্ণ এবং ভগবান্‌ও বলিয়া (অভিহিত হন)।"[২] তাঁহা হইতে পরতর কেহই নাই। ব্রহ্মপুরেশ্বর সেই কৃষ্ণই আমাদের আত্মা বলিয়া বিজ্ঞেয়।[৩] সেই ভগবান্ অখিলকারণ এবং দিব্যমূর্তি পুরুষোত্তম।[৪] "তিনি সদা অখণ্ডানন্দরূপ, শুদ্ধ এবং অচ্যুত থাকেন। তিনি গুণাতীত এবং অদ্ভুতাকৃতি। তাঁহার অঙ্গসমূহ তেজঃপুঞ্জ দ্বারা অভিরুদ্ধ (অর্থাৎ তেজঃপুঞ্জ দ্বারা সর্বতোভাবে আবৃত বলিয়া,—অতীব তীব্র তেজোময় বলিয়া, তাঁহার অঙ্গসমূহ সাধারণের দৃষ্টিগোচর হয় না)। তাঁহার রূপ, বর্ণ, বয়স এবং অবস্থা নিশ্চয়ই প্রাকৃত নহে। পরন্তু ঐ সমস্তই তাঁহার নিশ্চয় আছে। (ভোগের) সমস্ত উপকরণসমূহও তাঁহার আছে। তাঁহার সমস্তই দিব্য। তিনিই ঐকান্তিক ভক্তগণের পরম গতি।"[৫] তাঁহার ঐ দিব্যমূর্তি অপরে দেখিতে না পাইলেও, তাঁহার ঐকান্তিক ভক্তগণ দেখিতে পায়। উহারা তাঁহার অত্যন্ত প্রিয়। সেইহেতু তিনি তাহাদিগকে আপন প্রকৃত দিব্যরূপ দেখিবার শক্তি দেন।[৬] সেই পরমাত্মা বাসুদেব এমন গুণসম্পন্ন যে যাহারা "আত্মব্রহ্মৈক্যসম্পন্ন এবং বিনিবৃত্তগুণ" তাহারাও তাঁহাকে ভক্তি করে।[৭] তাঁহার

---

১) পূর্বে দেখ।

২) স্কন্দপু, ২।৯।৩।৫-৬

৩) ঐ, ২।৯।৩।৮

৪) ঐ, ২।৯।১৯—১৪'২—১৫ ১

৫) ঐ, ২।৯।১৯।১৭—৮

৬) ঐ, ২।৯।১৯।১৪—৫

৭) ঐ, ২।৯।১৯।১৯ নারায়ণ পূর্বে বলিয়াছেন, "ব্রহ্মৈক্য-প্রাপ্ত এবং বিঘ্নবিরহিত ব্রহ্মশিবাদি (দেবতাগণ)ও শ্রীবিষ্ণুকে ভক্তি করেন, তাঁহাতে এমন মহাগুণসমূহ আছে।" (ঐ, ২।৯।৩।৪০)

মাহাত্ম্য বর্ণনা করিতে কেহই সমর্থ নহে। তিনি অচিন্ত্য অনন্ত শক্তিসমূহের অধিপতি। তিনি "আত্মাত্মা, অক্ষরাত্মা এবং দিব্যদৃগীক্ষ্য আকাশ-নির্মল ও সন্মাত্র পুরুষ। তিনি সকল-কল্যাণগুণময় এবং নির্গুণ।" তিনি ঈশ্বরেশ্বর।[১]

সনাতন পরমাত্মা ভগবান্ বা পরমেশ্বর বাসুদেব অক্ষরধামে বা ব্রহ্মধামে বাস করেন।[২]

নারায়ণ ঋষি সাংখ্য দ্বারা নিশ্চিত জ্ঞানের স্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।[৩] কেননা, তাঁহার মতে, উহা লাভ করা একান্তধর্মীর পক্ষে অত্যাবশ্যক। তিনি বলেন, যাহার দ্বারা ক্ষেত্রাদি জানা যায় তাহাই জ্ঞান।

পরব্রহ্ম বাসুদেব জগৎপ্রপঞ্চের সৃষ্টির পূর্বে বৃহৎ অক্ষর ধামে এক ও অদ্বিতীয় এবং নির্গুণ দিব্যবিগ্রহ ছিলেন। যেমন সূর্যের কিরণসমূহ রাত্রিতে তিরোভূত থাকে, তেমন মূল প্রকৃতি, আপন কার্যসমূহের এবং কালের সহিত, তখন প্রকাশ-স্বরূপ অক্ষর তেজে তিরোভূত ছিল। তারপর যখন ব্রহ্মাসমূহকে সৃষ্টি করিতে তাঁহার মনে ইচ্ছা হইল, তখন তাঁহা হইতে প্রথমে কাল, তৎপরে মূলপ্রকৃতি বা মহামায়া, আবির্ভূত হইল। বাসুদেব অক্ষরস্বরূপে থাকিয়া ও সিসৃক্ষাবশতঃ যখন ঐ কাল-শক্তিকে গ্রহণ করিয়া মহামায়ার প্রতি ঈক্ষণ করেন, তখন উহা ক্ষুভিত হয়। তখন উহা হইতে কোটি কোটি প্রধান এবং পুরুষ উৎপন্ন হয়। প্রভুর ইচ্ছায় পুরুষগণ প্রধানসমূহে সংযুক্ত হয় এবং গর্ভাধান করে। তাহাতে অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডসমূহ উৎপন্ন হয়। প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি-ক্রম এই প্রকার,—পুরুষের হিরণ্ময় বীর্য দ্বারা প্রধান হইতে প্রথমে মহৎ উৎপন্ন হয়। অনন্তর মহৎ হইতে অহঙ্কার এবং অহঙ্কার হইতে সত্ত্বাদি গুণত্রয় উৎপন্ন হয়। তামস অহঙ্কার হইতে পঞ্চ তন্মাত্র ও রজোগুণযুক্ত অহঙ্কার হইতে দশ ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি ও মহাপ্রাণ, এবং সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে ইন্দ্রিয়দেবতাগণ ও মন উৎপন্ন হয়। এইরূপে সমস্ত তত্ত্ব উৎপন্ন হইবার পর, উহারা বাসুদেবের দ্বারা প্রেরিত হইয়া স্ব স্ব অংশসমূহ দ্বারা 'বিরাট্' সংজ্ঞক চরাচর-সংশ্রয়, "ঐশ্বর বপু" উৎপন্ন করে। সেই বৈরাজ পুরুষ স্ব-সৃষ্ট জলে শায়িত হন। সেই হেতু তিনি নিগমাদিতে 'নারায়ণ' বলিয়া প্রোক্ত হন। উঁহার নাভিপদ্ম হইতে রজোগুণময় ব্রহ্মা, হৃদয়কমল হইতে সত্ত্বগুণময় বিষ্ণু, এবং ললাট হইতে তমোগুণময় হর উৎপন্ন হন। ঐ তিন স্থান হইতে আবার তামসী দুর্গা, রাজসী সাবিত্রী, এবং সাত্ত্বিকী শ্রীও উৎপন্ন হন। উঁহারা বিরাজের আদেশে, যথাক্রমে হর, ব্রহ্মা এবং বিষ্ণুর অনুগত হন। দুর্গার অংশে চণ্ডিকাদি শক্তিসমূহ, সাবিত্রীর অংশে ত্রয়ী-আদি শক্তিসমূহ এবং শ্রীর অংশে দুঃসহা-প্রমুখা শক্তিসমূহ উৎপন্ন হয়। ঐ সময়ে ব্রহ্মা অজ্ঞানাচ্ছন্ন হইয়া পড়েন। চারিদিকে চাহিয়া তিনি কিছুই দেখিলেন না। এমন কি নিজেকেও,—তিনি কে, কোথা হইতে আসিয়াছেন এবং কোথায় অবস্থিত আছেন, তাহাও তিনি বুঝিলেন না। তাহাতে তিনি অতীব বিষণ্ণ হইয়া পড়েন। অদৃশ্যমূর্তি ভগবান্ তাঁহাকে বলেন, 'তপ কর, তপ কর।' তাহা শুনিয়া তিনি তপ আরম্ভ করেন। অতি দীর্ঘ কাল ব্যাপী তপস্যার ফলে তাঁহার চিত্ত শুদ্ধ হইলে পর ভগবান্ অচ্যুত তাঁহাকে সমাধিতে বৈকুণ্ঠ ধাম দর্শন করান।

১) ঐ, ২।৯।১৯।২০

২) ঐ, ২।৯।১৯।১০-১

৩) স্কন্দপু, ২।৯।২৪ অধ্যায়

তথায় সত্ত্বাদি প্রাধানিক গুণত্রয় নাই; কাল এবং মায়া জনিত ভয়ও নাই। এক সঙ্গে উদিত অযুত সূর্যের তেজের ন্যায় উহা ভাস্বর। ঐ তেজোরাশির মধ্যে ব্রহ্মা "রম্যদিব্যাসিতাকৃতি" বাসুদেবকে দর্শন করেন। উনি চতুর্ভুজ, শঙ্খচক্রগদাপদ্মধর, পীতাম্বর, এবং মহারত্নকিরীটাদিবিভূষিত। তিনি শ্রীর সহিত সিংহাসনে উপবিষ্ট। নন্দতার্ক্ষ্যাদি চতুর্ভুজ পার্ষদগণ, অষ্টসিদ্ধিগণ, এবং ষড়্-ভগগণ তাঁহার সেবায় নিরত। ব্রহ্মা করজোড়ে তাঁহাকে প্রণাম করেন এবং তাঁহার নিকটে সৃষ্টিশক্তি প্রার্থনা করেন। ভগবান্ ব্রহ্মাকে এই বর দেন যে সমাধির দ্বারা তাঁহার (বাসুদেবের) এবং বিরাটের "ঐক্য" ভাবনা করিয়া তিনি (ব্রহ্মা) প্রজাসৃষ্টি করিতে সমর্থ হইবেন। এইরূপে সৃষ্টিশক্তি লাভ করিয়া ব্রহ্মা সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করেন। ইত্যাদি

সর্বাধীশ বাসুদেব প্রকৃতি এবং পুরুষে, তথা উহাদের কার্যসমূহে অন্বিত থাকিয়াও স্বধামে তৎসমস্ত হইতে পৃথক্ আছেন। যেমন অগ্নি, বরুণ, প্রভৃতি স্ব স্ব স্থানে থাকিয়াও তেজাংশসমূহ দ্বারা ব্যাপী হয়, তেমন ভগবান্ বাসুদেব আপন ধামে স্ব-স্বরূপে থাকিয়াও স্বীয় তেজাংশসমূহ দ্বারা এই সমস্ত লোক ব্যাপিয়া আছেন। তিনি সৃষ্টির পূর্বে যেমন সচ্চিদানন্দ, শুদ্ধ, নির্গুণ এবং নির্মল এক ছিলেন, সৃষ্টির পরেও, সমস্ত প্রপঞ্চান্বিত হইলেও, ঠিক তেমনই আছেন। বায়ু, অগ্নি, জল, এবং পৃথিবীতে, তথা উহাদের কার্যবস্তুসমূহে অন্বিত থাকিয়াও আকাশ যেমন পূর্ববৎ এবং নির্মল থাকে, বাসুদেবও তেমন সর্বপ্রপঞ্চে অন্বিত থাকিয়াও পূর্ববৎ এবং নির্মল আছেন। তিনি সকলের উপাস্য এবং নিয়ন্তা, তথা ব্যাপক, বলিয়া পরিকীর্তিত হন। আত্যন্তিক লয়ে (বা মহাপ্রলয়ে)[১] তিনি সৃষ্টির পূর্বে যেমন ছিলেন, পুনরায় তেমনই হন। যাঁহাকে 'বৈরাজ পুরুষ' বলিয়া বলা হইয়াছে, তিনি 'ঈশ্বর' বলিয়াও অভিহিত হন। তিনি স্বতন্ত্র এবং সর্বজ্ঞ। মায়া তাঁহার বশীভূত। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব তাঁহারই, রজ-আদিগুণোপেত এবং স্বগুণানুগুণক্রিয়াশীল স্বরূপত্রয়।[২]

"দেবতা, অসুর, মনুষ্য, প্রভৃতি যাহারা ব্রহ্মা হইতে সমুৎপন্ন হয়, তাহারা 'জীব' নামে অভিহিত হয়। তাহারা অল্পজ্ঞ এবং পরতন্ত্র।"[৩]

"জীবগণের এবং ঈশ্বরগণের শরীরসমূহ 'ক্ষেত্র' নামে সংজ্ঞিত হয়। ঐ সকল মহদাদিতত্ত্বময়। যাহারা ঐ সকলকে জানে তাহাদিগকে 'ক্ষেত্রজ্ঞ' বলা হয়। ক্ষেত্রসমূহের এবং ক্ষেত্রজ্ঞগণের, তথা প্রধান, পুরুষ, মায়া, কালশক্তি, এবং অক্ষর পরমাত্মার পৃথক্ পৃথক্ লক্ষণসমূহ দ্বারা যে জ্ঞান তাহাকেই 'জ্ঞান' বলা হয়।"[৪]

উপরে উক্ত হইয়াছে যে নারায়ণ ঋষির মতে ভগবান্ বাসুদেবের অপ্রাকৃত দিব্যরূপ অপর কেহ দেখিতে পায় না, একমাত্র তাঁহার একান্তিক ভক্তগণই উহা দেখিতে পায়।

---

১) নারায়ণ-ঋষি পরে বলিয়াছেন, যখন মায়া, পুরুষ এবং কাল অত্যক্ষরতেজে, তাঁহার ইচ্ছায় তিরোহিত হয়, একমাত্র সেই প্রভুই বর্তমান থাকেন, তখনই আত্যন্তিক নামক প্রলয় হয়। (স্কন্দপু, ২।৯।২৫।৫৯) সুতরাং উহা অপর পুরাণের মহাপ্রলয়ই।

২) ঐ, ২।৯।২৪।৬৫—৭১

৩) ঐ, ২।৯।২৪।৭২

৪) ঐ, ২।৯।২৪।৭৩—৭৪

উহারা তাঁহার অত্যন্ত প্রিয়। সেইহেতু তিনি উহাদিগকে তাঁহার প্রকৃত দিব্যরূপ দেখিবার শক্তি প্রদান করেন। তাহা অল্পাধিক ভিন্ন প্রকারে নারায়ণ ঋষি বারংবার বলিয়াছেন। যথা, একস্থলে তিনি বলিয়াছেন, "হে নারদ, আমার সেই স্বরূপ দান, যজ্ঞ এবং যোগ দ্বারা তথা বেদসমূহ এবং তপস্যা দ্বারাও, দেখা যায় না। পরন্তু একান্তিক ভক্তবরগণ অনন্যা ভক্তি দ্বারা উহা দেখিতে পায়। তোমার আমাতে অনন্যা ভক্তি, তথা জ্ঞান ও বৈরাগ্য যুক্ত স্বধর্ম, আছে। অতএব তুমি তাহার দর্শন পাইবে,—যাহা সুরেশ্বরাদিরও দুষ্প্রাপ্য।"[১] অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি ঐকান্তিক ধর্মের আচরণ রূপ তপস্যা দ্বারা বাসুদেবকে প্রীত করে, সে ধন্যতম। কেননা, ঐ তপস্যা দ্বারা তাহার চিত্ত অতি বিশুদ্ধ হয়, এবং তখন সে সেই সৎপতির মাহাত্ম্য যথাযথ জ্ঞাত হয়।[২] তাহাতে নারদ জিজ্ঞাসা করেন, "হে ভগবান্, তোমার সম্মত সেই একান্তধর্ম,—যাহার দ্বারা বিশ্বাত্মা বাসুদেব সর্বদা প্রীত হন, আমাকে বল।"[৩] নারায়ণ ঋষি উত্তর করেন,

"স্বধর্ম-জ্ঞান-বৈরাগ্যৈঃ সহ লক্ষ্মীবদীশ্বরে।
তস্মিন্ননন্যা ভক্তির্যা ধর্ম একান্তিকঃ স বৈ ॥"[৪]

'লক্ষ্মী-যুক্ত বিষ্ণুতে, স্বধর্ম, জ্ঞান এবং বৈরাগ্য সহকারে, অনন্যা ভক্তিই সেই একান্তিক ধর্ম।' "উহার দ্বারা স্বয়ং গোলোকাধিপতি নিশ্চয় অতি প্রসন্ন হন; এবং সেই ভক্তও পরিপূর্ণ-মনোরথ হয়।"[৫] অনন্তর তিনি পৃথক্ পৃথক্ ভাবে স্বধর্মাদির লক্ষণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তদ্ব্যাখ্যাত জ্ঞানস্বরূপ উপরে বিবৃত হইয়াছে। স্বধর্ম সম্বন্ধে তিনি বলেন, বর্ণসমূহের এবং আশ্রমসমূহের যে পৃথক্ পৃথক্, সামান্য ও সবিশেষ, সদাচার, তাহাই স্বধর্ম বলিয়া উদীরিত হয়।"[৬] নাশবান্ বস্তুসমূহে অরুচিই বৈরাগ্য।[৭] মায়া বা মূল প্রকৃতি এবং পুরুষ হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত আকৃতিসমূহ ভগবানের কালশক্তির অধীন এবং তাহার দ্বারা বিনাশিত হইয়া থাকে। বিবেকী পুরুষগণ প্রত্যক্ষ, অনুমান এবং শাব্দ প্রমাণ দ্বারা আকৃতিসমূহের অসত্যতা এবং আত্মাসমূহের সত্যতা নিশ্চিত করিয়াছেন। কাল নিত্য, নৈমিত্তিক, প্রাকৃত এবং আত্যন্তিক—এই চতুর্বিধ রূপে সমস্ত বস্তুকে ক্ষয়গ্রস্ত করিতেছে। এই সমস্ত দেহী ও দেহ পরিণামী,—নিত্য ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে।[৮] সুতরাং সমস্ত সৃষ্ট বস্তুকে অসৎ জানিয়া তৎপ্রতি অরুচিই বৈরাগ্য। পরিশেষে নারায়ণ ঋষি বলেন, "বাসুদেব ব্যতীত অপর সমস্ত দেবতাকে কাল ও মায়া দ্বারা বশীকৃত জানিয়া উঁহাদিগেতে প্রীতি পরিত্যাগ পূর্বক গাঢ় স্নেহ সহকারে নিত্য তাঁহার সেবাই 'ভক্তি' বলিয়া প্রগীত হয়। যে ব্যক্তি তাঁহার শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, চরণসেবন, পূজা, প্রণাম, দাস্য, সখ্য এবং আত্মনিবেদন—এই নববিধ ভাব দ্বারা আদর সহকারে অনন্য বুদ্ধিতে তাঁহাকেই সেবা করে, সেই 'ভক্ত' বলিয়া কথিত হয়।

১) ঐ, ২।৯।৪।৪-৫
২) ঐ, ২।৯।১৯।২৩—২৬
৩) ঐ, ২।৯।২০।১
৪) ঐ, ২।৯।২০।৪ ; আরও দেখ—২।৯।২৫।৬৪
৫) ঐ, ২।৯।২০।৫
৬) ঐ, ২।৯।২০।১১
৭) ঐ, ২।৯।২৫।১ ও ৬০
৮) ঐ, ২।৯।২৫।২-৩

হে মুনি, স্বধর্মপ্রমুখ তিনটি দ্বারা যুক্ত এই ভক্তি 'একান্তিক ধর্ম' বলিয়া প্রোক্ত হয়। এবং (যে উহাতে স্থিত) সে 'ভাগবত'। সাক্ষাৎ ভগবানের কিংবা তাঁহার তাদৃশ ভক্তগণের সঙ্গ হইতেই পুরুষগণ একান্তিক ধর্ম প্রাপ্ত হয়, অপর কোন প্রকারে নহে। মুমুক্ষু পুরুষদিগের সর্বাভদ্র-বিনাশন এবং নিঃশ্রেয়স-কর এতাদৃশ শ্রেষ্ঠ সাধন অপর কিছুই নাই। হে মুনিসত্তম! মনুষ্য একান্তধর্মসিদ্ধ্যর্থ ক্রিয়াযোগ-পরায়ণ হইবেক,—যাহাতে কর্মসমূহের নৈষ্কর্ম্য (সিদ্ধি) হয়।"[১]

বৈদিক কর্ম সম্বন্ধে নারায়ণ ঋষি বলেন, উহারা প্রবৃত্ত ও নিবৃত্ত ভেদে দ্বিবিধ। পুরুষার্থ উপলব্ধির জন্য, লোকগণের অধিকার ভেদে, ঐ দুই প্রকার কর্ম বেদে বিহিত হইয়াছে। উভয়বিধ সমস্ত কর্মই গুণাত্মক। উহাদের দ্বারা স্বর্গাদি লোকসমূহ প্রাপ্তি হয় সত্য, পরন্তু ভগবৎ-ধাম লাভ হয় না। সেইহেতু উহাদের দ্বারা আবার আগমন বন্ধ হয় না। তবে যদি "বিষ্ণু-সম্বন্ধ কৃত" হয়, তবে দ্বিবিধ বৈদিক কর্মই নির্গুণ হয়। তখন উহাদের ফল মনুষ্যের নিজের অভীষ্ট হইতেও অধিক হয় এবং অক্ষয় হয়। সেই সকল ভক্ত ভগবানের ধামে যায় এবং তথা হইতে ইহসংসারে পুনরাবর্তন করে না। সেই হেতু বিবেকিগণ প্রবৃত্ত বা নিবৃত্ত যে কর্মই করুক না কেন, সকলই নিত্য বিষ্ণু-ভক্তি-যুক্ত করিয়া অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। তাহারা বাসুদেবের অঙ্গ বলিয়া ভাবনা করত দেবগণের এবং পিতৃগণের পূজা অহিংসা-পূজা-বিধিতে প্রতিদিন যথাযথ করিয়া থাকে। অধিকন্তু ভগবান্ যাহাকে প্রবৃত্ত বা নিবৃত্ত যে কর্মে যথাধিকার নিযুক্ত করিয়াছেন, সে সেই কর্মই করিয়া থাকে। কেহই তৎপ্রতিষ্ঠিত মর্যাদা কখনও উল্লঙ্ঘন করে না। ভগবান্ সকলেরই সমস্ত মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন। ভক্তি সহকারে কৃত হইলে তিনি প্রীত হইয়া অল্প পুণ্য কর্মের মহৎ এবং অক্ষয় ঈপ্সিত ফল প্রদান করেন। ঐ সকল কর্মীদিগের মধ্যে যাহারা ইহলোকে তাঁহার ভক্তি দ্বারা একান্তিত্বে আশ্রিত হয়,—এক বাসুদেব ব্যতীত অপর সমস্ত বিষয়ের বাসনা যাহাদের সম্যক্ বিনষ্ট হইয়াছে সেই সকল ভক্তগণ প্রাকৃত দেহান্তে তাঁহার ধামে গমন করে। তথায় "দেহৈরপ্রাকৃতৈরেব প্রেম্না পরিচরন্তি তং" (অর্থাৎ অপ্রাকৃত দেহ ধারণ করত প্রেম সহকারে বাসুদেবের পরিচর্যা করে)। অন্য ভক্তগণও কালে তদুপাসনার দার্ঢ্য বশত বাসনাসমূহ বিনষ্ট হইলে, ঐকান্তিক ভক্তগণের ন্যায় তাঁহাকে লাভ করে। "যে ব্যক্তি যে কোন ভাবে তাঁহার সম্বন্ধিত হউক না কেন, সে নিশ্চয়ই অপর জীবের ন্যায় কিঞ্চিৎ মাত্রও সংসৃতি প্রাপ্ত হয় না।"[২] মানুষ কর্মযোগের কিংবা জ্ঞানযোগের,—যাহারই সংসিদ্ধি আকাঙ্ক্ষা করুক না কেন, বিষ্ণুর আশ্রয় গ্রহণ করিলেই কর্ম নির্বিঘ্ন হয় এবং দ্রুতফলপ্রদ হয়। সুতরাং স্বাভীষ্টফলসিদ্ধ্যর্থ সকলের প্রীতি সহকারে যথাবিধি তাঁহার উপাসনা করা কর্তব্য।[৩] "যে সকল ভক্ত ঐকান্তিক ভক্তি দ্বারা তাঁহার "অক্ষরসাম্যতা" প্রাপ্ত হইয়াছে তাঁহারাই সেই অখিলকারণকে দর্শন করিতে পায়। অপর কেহ সেই দিব্যমূর্তি ভগবান পুরুষোত্তমকে দর্শন করে না।[৪]

নারায়ণ ঋষির মতে একান্তধর্মসিদ্ধ্যর্থ মনুষ্যকে ক্রিয়াযোগ-পরায়ণ হইতে হইবে। নারদের

---

১) স্কন্দপু, ২।৯।২৫।৬১—৭ ২) ঐ, ২।৯।৩।৩৮

৩) ঐ, ২।৯।৩।১০-৪০ — ৪) ঐ, ২।৯।১৯।১৪—১৫'১

প্রার্থনায় তিনি তৎসম্মত ক্রিয়াযোগ ব্যাখ্যা করেন।[১] প্রথমে তিনি বলেন যে বাসুদেবের পূজাবিধি বা ক্রিয়াযোগ বেদসমূহে বহুধা বর্ণিত হইয়াছে। ভক্তগণের রুচির বৈচিত্র্য হেতু, তথা বাসুদেবের মূর্তিসমূহের বহুবিধত্ব হেতুই, উহা বহুধা বিস্তৃত হইয়াছে। অনন্তর তিনি সংক্ষেপে উহাদের ভক্তিবিবর্ধন সার বর্ণনা করেন। তিনি বলেন চারি বর্ণের এবং চারি আশ্রমের পুরুষগণের, তথা চারিবর্ণের স্ত্রীগণের, যাহারা যাহারা বৈষ্ণবী দীক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহারা ঐ ক্রিয়াযোগের অধিকারী। দ্বিজগণ বেদ, পুরাণ এবং তন্ত্রে উক্ত মন্ত্রসমূহের দ্বারা, তথা মূল মন্ত্র দ্বারা, পূজা করিবে; আর স্ত্রীগণ ও শূদ্রগণ কেবল মূল মন্ত্র দ্বারা পূজা করিবে। শ্রীকৃষ্ণের মূলমন্ত্র ষড়ক্ষর ('ওঁ কৃষ্ণায় নমঃ')। সকলে নিজ নিজ স্বধর্ম যথাবিধি নিষ্কপটচিত্তে পালন করত ভক্তি সহকারে বাসুদেবের পূজা করিবে। প্রথমে একান্তধর্মস্থ ব্রাহ্মণ সদ্‌গুরু হইতেই বৈষ্ণবী দীক্ষা গ্রহণ কর্তব্য। জ্ঞান এবং ভক্তি সম্পন্ন হইলেও যিনি স্বধর্মরহিত, কিংবা স্ত্রীহৃতাত্মা, তাঁহাকে গুরু করিতে নাই। দীক্ষিত ব্যক্তি গলায় তুলসীর মালা এবং ললাটাদিতে গোপীচন্দন দ্বারা উর্ধ্বপুণ্ড্র ধারণ করিবে। অনন্তর গুরুভক্তিপরায়ণ হইয়া গুরু হইতে আগমোক্ত পূজাবিধি উত্তমরূপে জানিয়া পূজা আরম্ভ করিবে। প্রতিমা শৈলী, ধাতুময়ী, দার্বী, লেখ্যা, কিংবা মণিময়ী হইতে পারে। বাসুদেবের প্রতিমা শ্বেত, রক্ত, পীত, কিংবা কৃষ্ণবর্ণ হইবে। কৃষ্ণের মূর্তি দ্বিভুজ কিংবা চতুর্ভুজ হইবে। দ্বিভুজ মূর্তি দুই হাতে মুরলী ধারণ করিবে; অথবা ডান হাতে চক্র ও বাম হাতে শঙ্খ, কিংবা ডান হাতে পদ্ম ও বাম হাতে অভয় ধারণ করিবে। চতুর্ভুজ মূর্তি শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী হইবে। উভয়বিধ হরিমূর্তির বামে শ্রীকে স্থাপন করিবে। কেবল মুরলীধর মূর্তির পাশে রাসেশ্বরী রাধা থাকিবে। লক্ষ্মী এবং রাধা উভয়েই দ্বিভুজা হইবে। "একান্তধর্মসিদ্ধ্যর্থ বাসুদেবের পূজা করিব"—এই সঙ্কল্প করত নিজের, তথা প্রতিমার, অঙ্গসমূহে মন্ত্রন্যাস করিতে হইবে। দ্বিজগণের ন্যাস-মন্ত্র—(বাসুদেবের) দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র, বৈষ্ণবগায়ত্রী, নারায়ণাষ্টাক্ষর ও বিষ্ণুষড়ক্ষর; আর অপরের ন্যাস-মন্ত্র এই তিনটি—বাসুদেবাষ্টাক্ষর, হরিপঞ্চাক্ষর ও কেশব-ষড়ক্ষর। হোমেও ঐ সকল মন্ত্র প্রযোজ্য। অনন্তর পাপাত্মক বপুকে দগ্ধ করত "শুদ্ধস্য স্বাত্মনস্ত্বৈক্যং ভাবয়েৎ ব্রহ্মণা স্থিরঃ" ('ব্রহ্মের সহিত শুদ্ধ আপনার ঐক্য স্থির ভাবে ভাবনা করিবে')।[২] অক্ষর-ব্রহ্মরূপ হইয়া অনন্তর অব্যগ্রচিত্তে প্রাণায়াম করত হৃদয়ে প্রভু রাধাকৃষ্ণকে ধ্যান করিবে।"[৩] ইত্যাদি। কথিত হইয়াছে যে, যে ব্যক্তি ঐ মহাপূজা বিধানে প্রতিদিন ভক্তি সহকারে বিষ্ণুকে সমর্চনা করে, সে তাঁহার পার্ষদ হয়। সে পূজক দিব্যাঙ্গ হইয়া দিব্য বিমানে আরোহণ করত ভাস্বর এবং দেবেপ্সিত গোলকাখ্য হরির ধামে গমন করে। যদি কেহ ফলাভিসন্ধিযুক্ত হইয়াও বা প্রতিদিন তাঁহাকে অর্চনা করে, তবে সে যথাভিলষিত কাম এবং অর্থ, তথা ধর্ম এবং মোক্ষও লাভ করে। যে ঐ প্রকার মহাপূজাবিধানে পূজা করিতে সমর্থ নহে,

১) ঐ, ২।৯।২৬।২—২৯।৪৫
২) স্কন্দপু, ২।৯।২৮।৮'২
৩) ঐ, ২।৯।২৮।৯

সে যথালব্ধ উপচারসমূহ দ্বারা রাধা সহ একমাত্র হরিরই অর্চনা করিবে।[১] নারায়ণ ঋষি উপসংহারে বলেন, মুমুক্ষু গ্রাম্যসুখে ইতস্তত বিচরণশীল স্বীয় মনকে নিয়মন করত বিষ্ণুপূজায় প্রযত্নশীল হইবে। মনুষ্য মহাব্রতাচারী, বহুতপস্যাপরায়ণ, স্বধীতবেদ, বুদ্ধিমান, কিংবা সাংখ্য ও যোগ পরিশীলনপরায়ণ হইলেও হরির অর্চনা বিনা সিদ্ধিলাভ করে না।[২]

বাসুদেবার্চন রূপ ঐ ক্রিয়াযোগ একাগ্র মনে সম্পাদন করিলেই সিদ্ধি-প্রদ হয়। মনের নিগ্রহ ব্যতীত হরির অর্চা অভীষ্টফলপ্রদ হয় না।[৩] তাই নারায়ণ ঋষি মনকে নিগ্রহ করিবার উপায় বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, মনোনিগ্রহের নির্দোষ উপায় বিষয়ে বৈরাগ্য এবং বিষ্ণুধ্যানাভ্যাস। তাহার অপর বহু উপায় থাকিলেও, তাঁহার মতে, অষ্টাঙ্গযোগাভ্যাস শ্রেষ্ঠ এবং সদ্য ফলপ্রদ।[৪] অন্তকাল উপস্থিত হইলে যোগী স্বেচ্ছায় যোগ-সমাধি দ্বারা দেহত্যাগ করে। সে প্রাণবায়ুকে ক্রমে ক্রমে ব্রহ্মরন্ধ্রে লইয়া গিয়া মায়াময় সমস্ত জাগতিক পদার্থের বাসনা পরিত্যাগ পূর্বক একমাত্র বাসুদেবে মনোনিবেশ করত নিজ কলেবর ত্যাগ করে। অনন্তর সে তমের পারে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ধামে গমন করে এবং দিব্যবিগ্রহ হইয়া তাঁহাকে সেবা করিয়া আনন্দ করে।[৫]

দেবর্ষি নারদ ভগবান্ নারায়ণ ঋষির অনুমতি লইয়া বদরিকাশ্রম হইতে ক্ষীরোদ মহাসাগরের উত্তর দিকে 'শ্বেত' নামে প্রথিত বিশাল দ্বীপে গমন করেন। উহা "দেদীপ্যমানো বিততেন সর্বতো জ্যোতিশ্চয়েনাতিসিতেন নিত্যম্" ('সর্বদিকে বিতত শ্বেত জ্যোতিপুঞ্জ দ্বারা নিত্য দেদীপ্যমান')।[৬] বোধ হয় সেই হেতুতেই উহা শ্বেতদ্বীপ নামে অভিহিত হয়। যাহা হউক, উহা নানাবিধ ফুলের ও ফলের বৃক্ষসমূহ দ্বারা আকীর্ণ। ঐখানে অতিমধুর শব্দযুক্ত পক্ষিবরগণ আছে; নয়নরুচিকর পশুসমূহ আছে। স্থাবর এবং জঙ্গম যেই সকল জীব ঐখানে বাস করেন, তাঁহারা সকলেই নিশ্চয়ই মুক্ত। উঁহাদের কেহ কেহ দ্বিভুজ, কেহ কেহ চতুর্ভুজ। কেহ কেহ শ্বেতবর্ণ, আর কেহ কেহ নবনীরদাভ।[৭] উঁহাদের রূপ অতীব মনোহর। যে সকল মনুষ্য পূর্ব পূর্ব কল্পে রমাপতির একান্তোপাসনা দ্বারা ব্রহ্মভাব সংপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন,— অজরত্ব ও অমরত্ব লাভ করিয়াছিলেন, অক্ষরাখ্য সেই সকল পুরুষই, বাসুদেবকে সেবা করিতে শ্বেতদ্বীপে স্থিত আছেন। উঁহারা স্বতন্ত্র; কাল ও মায়া উভয়েরই ভয়ের অতীত। পুনঃ প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে তাঁহারা অক্ষরধামে থাকিবেন। বর্তমান কল্পের মায়াধীন এবং ক্ষর পুরুষগণের কেহ কেহও যথোচিত সাধনবলে শ্বেতদ্বীপ প্রাপ্ত হয়।[৮] সুতরাং শ্বেতদ্বীপ বৈষ্ণবধাম—হরিভক্তজনাবাস। একান্তভক্তি দ্বারাই লোকে উহা লাভ করিতে পারে। উহা ভুবিস্থ হইলেও অপ্রাকৃত। তথাকার সকলেই দিব্যদেহ। উহা গোলোক, ব্রহ্মলোক, বৈকুণ্ঠ প্রভৃতির দ্বারভূত। ভগবদ্ভক্তগণের যে যেই ধামে যাইতে ইচ্ছা করে, শ্বেতমুক্তগণ তাহাকে

---

১) ঐ, ২।৯।২৯।৩৪-৭
২) ঐ, ২।৯।২৯।৪৮-৯
৩) ঐ, ২।৯।২৯।৪৭ ; ৩০।২-৪
৪) ঐ, ২।৯।৩০।৭—৯ ; ২১
৫) ঐ, ২।৯।৩০।২৩—৩১
৬) ঐ, ২।৯।৪।৯
৭) পরন্তু পরে আছে, শ্বেতমুক্তগণের বর্ণ চন্দ্রপ্রভার ন্যায় শ্বেতই। (ঐ, ২।৯।১৬।৩)
৮) স্কন্দপু, ২।৯।৪।৯

সেই ধামে লইয়া যান।[১] "যাহারা এই প্রকারে একান্তিকধর্ম অনুসারে পরব্রহ্ম নারায়ণকে আরাধনা করে, তাহারা শ্বেতমুক্ত হয়।"[২]

শ্বেতদ্বীপে উপস্থিত হইয়া নারদ পরম ব্রহ্মকে দর্শনের অভিলাষী হইয়া কৃচ্ছ্র তপস্যা করেন এবং দ্বাদশাক্ষরমন্ত্র-জপপরায়ণ হন। কৃষ্ণের বা বিষ্ণুর একান্তিক ভক্ত জানিয়া শ্বেতমুক্তগণ তাঁহাকে সমাদর করেন। তিনি উঁহাদিগের নিকটে তাঁহাকে "সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম ভগবান্ কৃষ্ণকে" দর্শন করাইতে প্রার্থনা করেন। তখন একজন শ্বেতমুক্ত, কৃষ্ণ দ্বারা অন্তরে প্রেরিত হইয়া, নারদকে সঙ্গে লইয়া ঊর্ধ্বে আকাশমার্গে যাত্রা করেন। তাঁহারা পর পর দেবতাদিগের ধাম, সপ্তর্ষিদিগের লোক, ধ্রুবলোক, মহর্লোক, জনলোক, তপলোক এবং ব্রহ্মলোক অতিক্রম করত ভূমি, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, অহঙ্কার, মহৎ ও প্রকৃতি—পর পর এই অষ্ট আবরণ ভেদী মার্গ প্রাপ্ত হন। ঐ সকলও অতিক্রম করত পরিশেষে উজ্জ্বল তেজোময় অদ্ভুত গোলোক ধামে উপনীত হন। তথায় বিরজা নদী আছে; নানাপ্রকার বৃক্ষলতাদি ও ফলফুলাদি আছে; নানাপ্রকারের মনোমুগ্ধকর পশুপক্ষী-আদি আছে; ভোগবিলাসের নানাবিধ উপকরণসমূহ আছে; গোপগোপীগণ আছে; রাধার সহিত কৃষ্ণের লীলাবিলাসের পৃথক্ পৃথক্ কুঞ্জসমূহ আছে, কৃষ্ণভক্তদিগের কোটি কোটি বিমান আছে, ইত্যাদি।[৩] ঐ গোলোকের এক স্থলে সর্বাশ্চর্য এবং মনোহর কৃষ্ণের মন্দির আছে। ঐ গোলোক ধাম,—যাহাকে সাত্বতগণ 'ব্রহ্মপুর' এবং 'ভগবদ্ধাম'ও বলে, একসঙ্গে উদিত কোটি কোটি সূর্যের তেজের সমান দিব্য এবং শ্বেততর মহাতেজ দ্বারা পরিবেষ্টিত। ঐ তেজ সর্বদিক্ ব্যাপী। প্রকৃতিতে, পুরুষে এবং তাহাদের কার্য্যসমূহেও সর্বশঃ ব্যাপ্ত। উহা সচ্চিদানন্দ-লক্ষণ অক্ষর ব্রহ্ম বলিয়া কথিত হয়।

"কৃষ্ণস্যানুগ্রহো যস্মিন্ স তেজসি তমীক্ষতে।
কেবলং তেজ এবান্যে পশ্যন্তি ন তু তং মুনে॥"[৪]

'হে মুনি, যাহার প্রতি কৃষ্ণের অনুগ্রহ হয়, সে সেই তেজের মধ্যে কৃষ্ণকে দেখে। অপর সকলে কেবল তেজই দেখে, তাঁহাকে দেখে না।' দেবর্ষি নারদ কৃষ্ণমন্দিরে মণীন্দ্রসারসমূহ এবং রত্নেন্দ্রসারসমূহ দ্বারা বিনির্মিত সিংহাসনে উপবিষ্ট ভগবান্ কৃষ্ণকে,—নির্গুণ নারায়ণকে দর্শন করেন। সাত্বতগণ উঁহাকে সর্বজ্ঞ ঈশ্বর, পুরুষোত্তম এবং বাসুদেব বলেন। কেহ কেহ উঁহাকে পরমাত্মা বলে। কেহ কেহ উঁহাকে পরব্রহ্ম, আর কেহ কেহ পরাৎপর ব্রহ্ম বলে। কোন কোন ভক্তগণ উঁহাকে পরমেশ্বর ভগবান্ বিষ্ণু বলে। তিনি সদা কিশোর, তাঁহার অঙ্গ সহস্র সহস্র কন্দর্পের ন্যায় মনোহর। জয়া ললিতা সখীগণ সহ রাধা দ্বারা, তথা সত্যভামা-জাম্ববতী প্রমুখ সখীগণ সহ লক্ষ্মী দ্বারা তিনি সমর্চ্যমান ইত্যাদি।[৫] ঐ অত্যদ্ভুত দিব্যমূর্তি তাঁহাকে দেখিয়া নারদ,—যাঁহার সমস্ত ইন্দ্রিয় তাঁহার রূপসৌরভ দ্বারা হৃত হইয়াছিল, যাঁহার দৃষ্টি আনন্দবারি দ্বারা প্রতিরুদ্ধ হইয়াছিল এবং যাঁহার রোমসমূহ প্রেমে খাড়া হইয়াছিল

১) ঐ, ২।৯।৭।৩৫
২) ঐ, ২।৯।৭।৪০
৩) ঐ, ২।৯।১৬।৩
৪) ঐ, ২।৯।১৭।৭
৫) ঐ, ২।৯।১৭।১

দণ্ডবৎ প্রণাম করেন এবং প্রেমবিহ্বল চিত্তে তাঁহার স্তুতি করেন। ভগবান্ কৃষ্ণ নারদকে বলেন,[১] যে, তিনি অক্ষরধাম গোলোকে রাধা ও লক্ষ্মী সংযুক্ত হইয়া, স্বাশ্রিতগণ সহ, নিত্য বাস করেন।[২] স্বতন্ত্র এবং সর্বকর্মফলপ্রদ বাসুদেব স্বরূপ তিনি সর্বদেহিগণের অন্তর্যামিরূপে বর্তমান আছেন। বৈকুণ্ঠ নামক মহাধামে লক্ষ্মী, তথা নন্দ গরুড়প্রমুখ পার্ষদগণ সহ, চতুর্ভুজ রূপে বাস করেন। তেজোময় দিব্যধামে শ্বেতদ্বীপে তিনি শ্বেতমুক্তগণকে পঞ্চকাল স্বদর্শন প্রদান করেন। তিনি অনিরুদ্ধ, প্রদ্যুম্ন এবং সঙ্কর্ষণ নামক স্বরূপে অনেক কোটি ব্রহ্মাণ্ডের সর্গ, স্থিতি এবং লয় করেন ইত্যাদি। ভগবান্ কৃষ্ণ পরিশেষে নারদকে বলেন, "হে মুনি, আমি যাদৃশ এবং যদ্রূপ, তথা আমার মহিমা যাবৎপরিমাণ, তৎসমস্তই আমার একান্তিক ভক্তগণ জানে। সেই সৎপুরুষগণের হৃদয়ে চিন্তনীয় বস্তু একমাত্র আমিই এবং আমারও হৃদয়ে চিন্তনীয় বস্তু একমাত্র তাহারাই। তাহাদের ইষ্ট আমি ভিন্ন অপর কিছু নহে। আমারও ইষ্ট তাহারা ভিন্ন অপর কিছুই নহে। যেমন পতিব্রতা নারীগণ নিজ নিজ গুণসমূহ দ্বারা সৎপতিকে বশীভূত করে, তেমন ভক্তগণ নিজ গুণসমূহ দ্বারা আমাকে বশীভূত করে। আমি শ্রীর সহিত পরতন্ত্রের ন্যায় তাহাদের অনুগমন করি। যেখানে যেখানে তাহারা থাকে, সেখানে সেখানে আমি নিশ্চয় থাকি। পৃথিবীতে মুমুক্ষুগণের একমাত্র সৎসঙ্গ হইতেই মৎপ্রাপ্তি হয়; অপর কোন উপায়ে নহে। হে দেবর্ষি, ইহা সত্য বলিয়া তুমি অবধারণ কর। মনুষ্যগণ যখনই আমার শরণ গ্রহণ করে, তখনই জীববন্ধন মায়া হইতে নিশ্চয় মুক্ত হয়। যে কোন ভাবে আমাতে প্রপন্ন পুরুষ যথেষ্ট সুখ লাভ করে, অপর জীববৎ সংসৃতি প্রাপ্ত হয় না।"[৩]

এখন নারায়ণীয়াখ্যানের ভাগবতধর্ম-বিবরণের সহিত বাসুদেব-মাহাত্ম্যের এই একান্তধর্ম বিবরণের তুলনা করা যাউক। দেখা যায় যে,—

(১) নারায়ণীয়াখ্যানের মতে বাসুদেব বা নারায়ণই পরমতত্ত্ব। পরন্তু বাসুদেব-মাহাত্ম্যের মতে শ্রীকৃষ্ণই পরমতত্ত্ব। বাসুদেব-মাহাত্ম্যে নারায়ণ ঋষি প্রথমে প্রথমে বলিয়াছেন যে বাসুদেবই পরমতত্ত্ব; তাঁহা হইতে পরতর কিছুই নাই; যাঁহাকে শ্রুতিতে সত্য, জ্ঞান ও ব্রহ্ম বলা হয়, তাঁহাকেই একান্তধর্মশাস্ত্রে বাসুদেব বলা হয়; তাঁহাকে বিষ্ণু, কৃষ্ণ ও ভগবান্‌ও বলা হয়। পরন্তু পরে পরে তিনি বাসুদেব, নারায়ণ, বিষ্ণু ও কৃষ্ণের মধ্যে কিঞ্চিৎ পার্থক্যও করিয়াছেন দেখা যায়। কেননা, তিনি বলিয়াছেন যে বাসুদেব সৃষ্টির পূর্বেও ছিলেন; তিনি অখিল-কারণ। পঁচিশ তত্ত্ব সৃষ্ট হইবার পর বাসুদেবের প্রেরণায় স্ব স্ব অংশসমূহের দ্বারা যে "ঐশ্বর বপু" উৎপন্ন করে, উহাই 'বিরাট' ও 'নারায়ণ' নামে অভিহিত হইয়া থাকে। সুতরাং নারায়ণ সৃষ্টির অনেক পরের তত্ত্ব। খুব বলিতে, 'নারায়ণ' বাসুদেবের পরবর্তী ঔপাধিক নাম। তাই বোধ হয়, বাসুদেব ও নারায়ণের ঐক্য ভাবনার কথাও আছে। বাসুদেব এবং কৃষ্ণেরও সেই প্রকার ভেদের কথা তিনি বলিয়াছেন। অপরেও কখন কখন

১) ঐ, ২।৯।১৮।৬

২) পরে আছে, অক্ষরধামে বা ব্রহ্মধামে সনাতন পরমাত্মা ভগবান বাসুদেব থাকেন। (ঐ, ২।৯।১৯।১০-১)

[নারায়ণ ঋষি ও নারদ]

৩) স্কন্দপু, ২।৯।১৮।৬১—৭

বলিয়াছেন, কৃষ্ণই পরব্রহ্ম পুরুষোত্তম বাসুদেব।[১] পরন্তু আবার ইহাও পরিষ্কার বলা হইয়াছে কৃষ্ণের কিংবা তাঁহার পরম ধাম গোলোকের সর্বতঃ পরিবেষ্টিত মহাতেজই সচ্চিদানন্দ-লক্ষণ অক্ষর ব্রহ্ম বলিয়া কথিত হয়। তেজ ও তেজবানের মধ্যে কিঞ্চিৎ ভেদ অবশ্যই আছে। সুতরাং কৃষ্ণ এবং অক্ষর ব্রহ্মের মধ্যে কিঞ্চিৎ ভেদ অবশ্যই আছে। তাই বলা হইয়াছে যে যাহারা তেজঃপুঞ্জকে দেখে তাহারা কৃষ্ণকে দেখে না। আরও দেখ, বিষ্ণুর ধাম বৈকুণ্ঠ এবং কৃষ্ণের ধাম গোলোকের মধ্যে পার্থক্য করা হইয়াছে। গোলোকে কৃষ্ণ নারদকে বলেন যে তিনি গোলোকে রাধা এবং লক্ষ্মী সহ, আর বৈকুণ্ঠে কেবল লক্ষ্মী সহ, বাস করেন। বাসুদেব-স্বরূপ তিনি সর্বদেহিগণের অন্তর্যামিরূপে আছেন। ব্রহ্মলোক বৈকুণ্ঠ এবং গোলোক হইতে ভিন্ন।

(২) নারায়ণীয়াখ্যান মতে, পরমতত্ত্ব বাসুদেব সর্বগত,—বিভু ; সুতরাং নিরাকার। পরন্তু বাসুদেবমাহাত্ম্যের মতে, পরমতত্ত্ব পরিচ্ছিন্ন,—সাকার ; তিনি পুরুষরূপবিশেষ,—"দিব্যমূর্তি" বা "দিব্য-বিগ্রহ"। তিনি আপন ধামবিশেষেই থাকেন এবং স্বীয় তেজাংশসমূহেরই দ্বারা চরাচর সমস্ত জগৎপ্রপঞ্চকে ব্যাপিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার বিভুত্ব বা সর্বগতত্ব তেজেরই দ্বারা। অগ্নি ও সূর্যের দৃষ্টান্ত দ্বারা ঐ কল্পনাকে বিশদ করা হইয়াছে। আরও কথিত হইয়াছে যে কৃষ্ণ যাহাকে কৃপা করিয়া দিব্য-দৃষ্টি প্রদান করেন, সেই তাঁহার দিব্য-মূর্তি দেখিতে পায় ; অপরে কেবল তেজঃপুঞ্জই দেখে। ঐ তেজঃপুঞ্জই নাকি সচ্চিদানন্দলক্ষণ অক্ষর ব্রহ্ম। ভগবান্ বাসুদেব যে মহাতেজোময়, তাহা নারায়ণীয়াখ্যানেও উক্ত হইয়াছে। সেইহেতু তাঁহাকে কখন কখন "সহস্রার্চিষ্ দেব" বলা হইয়াছে।[২] ইহাও কথিত হইয়াছে যে প্রভামণ্ডল হেতু সেই ভগবান্ দুর্দর্শ ;[৩] তাঁহার তীব্র তেজ দ্বারা দৃষ্টি রুদ্ধ হইয়া যায় বলিয়া লোকে তাঁহাকে দেখে না ;[৪] যাহার প্রতি তিনি প্রসাদ করেন, সেই তাঁহাকে দেখিতে পায়।[৫] পরন্তু তথায় ইহা উক্ত হয় নাই,—ইহার আভাসমাত্রও নাই যে ঐ প্রভামণ্ডলের মধ্যে কোন পরিচ্ছিন্ন মূর্তি আছে। ভগবান্ নারায়ণ নারদকে কৃপা করিয়া যে রূপ দর্শন করান, উহা "বিশ্বরূপ" বা "বিশ্বমূর্তি"। তিনি ইহাও পরিষ্কার বলেন যে উহা মায়া ; তিনি স্বেচ্ছায় ঐ রূপ গ্রহণ করিয়াছেন এবং ইচ্ছামাত্রে উহাকে বিনষ্ট করিতে পারেন। সুতরাং তাঁহার কোন বাস্তব আকৃতি নাই,—তিনি নিরাকৃতি। পরন্তু বাসুদেব-মাহাত্ম্যের মতে, তাঁহার আকৃতি বাস্তব।

(৩) ভগবান্ কৃষ্ণের পরমধামকে বাসুদেব-মাহাত্ম্যে গোলোক বলা হইয়াছে। নারায়ণীয়াখ্যানে নারায়ণ ঋষি কিংবা স্বয়ং ভগবান্ নারায়ণ কেহই গোলোকের নামোল্লেখও করেন নাই। ব্রহ্মা ও বার্ষ্ণেয় বাসুদেব গোলোকের নাম করিয়াছেন। ব্রহ্মা বলেন যে গোলোক ও ব্রহ্মলোক ভগবানের হয়শীর্ষাবতারের ওষ্ঠদ্বয়।[৬] বার্ষ্ণেয় বাসুদেব অর্জুনকে বলেন যে তিনি নানাবিধরূপে ভূলোকে, ব্রহ্মলোকে, এবং গোলোকে বিচরণ করেন।[৭] এই উল্লেখমাত্র

---

১) যথা দেখ— "বাসুদেবঃ পরং ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণঃ পুরুষোত্তমঃ"—(ঐ, ২।৯।২।১১'১) [স্কন্দ]
"ভগবন্তং পরং ব্রহ্ম সাক্ষাৎ কৃষ্ণমহং প্রভুম্।" (ঐ, ২।৯।১৬।৭'১) [নারদ] ইত্যাদি।

২) যথা দেখ—মহাভা, ১২।৩৩৬।৯'১ ; ৩৩৯।১৩০'১ ; ৩৪০।৯'১ ইত্যাদি।

৩) মহাভা, ১২।৩৩৬।৫৫'১

৪) মহাভা, ১২।৩৩৬।৩৩'১, ৪৩'১

৫) মহাভা, ১২।৩৩৬।২০'১ ; আরও দেখ—৩৩৯।১২-৫

৬) মহাভা, ১২।৩৪৭।৫২'২

৭) মহাভা, ১২।৩৪২।১৩৮

ব্যতীত গোলোক সম্বন্ধে আর কিছুই নারায়ণীয়াখ্যানে নাই। ঐ উল্লেখের প্রকরণদ্বয় নারায়ণীয়াখ্যানে পরে পরে সংযোজিত হইয়াছে। মূল নারদ-নারায়ণ-সংবাদে গোলোকের উল্লেখমাত্রও নাই। পরন্তু বাসুদেব-মাহাত্ম্যে গোলোকের বিস্তারিত বর্ণনা আছে।[১] উহা পরমতত্ত্ব কৃষ্ণের পরমধাম।

(৪) নারায়ণীয়াখ্যানে পরমতত্ত্ব বাসুদেবের কোন শক্তির বা সহচরীর তথা সহচর বা পার্ষদগণের, সদ্ভাবের উল্লেখই নাই। নারদ-কৃত নারায়ণের স্তুতিতে আছে যে উনি লক্ষ্ম্যাবাস, বিদ্যাবাস, কীর্ত্যাবাস এবং শ্রীবাস।" বিশ্বরূপধর ভগবান্ নারায়ণ তাঁহাকে বলেন যে অপর সমস্ত বস্তুর ন্যায় শ্রী, লক্ষ্মী, কীর্তি, ককুদ্মিনী পৃথিবী এবং বেদমাতা সরস্বতী দেবীও উঁহাতে নিবাস করেন।[২] পরন্তু শ্রীলক্ষ্মী-আদির সঙ্গে বাসুদেবের কোন বিশেষ সম্পর্কের,—পতিপত্নী-সম্পর্কের উল্লেখ উহাতে নাই। বাসুদেব-মাহাত্ম্যে পরমতত্ত্বের পত্নী এবং সহচর উভয়ই আছে। বৈকুণ্ঠে তিনি শ্রী-পতি বা লক্ষ্মী-পতি; নন্দগরুড়াদি পার্ষদগণ তাঁহার সেবায় নিরত। আর গোলোকে তাঁহার দুই স্ত্রী রাধা ও লক্ষ্মী; উভয়ের আবার পৃথক্ পৃথক্ সখীগণ আছে; রাধার সহিত কৃষ্ণের লীলাবিলাসের নানা স্থানসমূহ আছে; এবং ঐ লীলাবিলাসের সহচর বহু গোপ ও গোপী আছে।

(৫) প্রাচীন ভাগবতধর্মের এক মুখ্য তত্ত্বসিদ্ধান্ত জগদ্‌ব্রহ্মবাদ; অর্থাৎ চরাচর নিখিল জগৎপ্রপঞ্চ বস্তুত বাসুদেবই; সুতরাং বাসুদেব সর্বাত্মা। এই সিদ্ধান্ত নারায়ণীয়াখ্যানে একাধিক প্রকারে প্রপঞ্চিত হইয়াছে। পরন্তু বাসুদেব-মাহাত্ম্যে উহার উল্লেখ মাত্রও নাই। তাহাতে মনে হয় যে তখন ঐ সিদ্ধান্ত পরিত্যক্ত হইয়াছিল।

(৬) নারায়ণীয়াখ্যানের মতে, "জীব স্বরূপতঃ বাসুদেবই, বাসুদেবই শরীরে প্রবেশ করিয়া জীব সাজিয়াছেন।" "যে মতবাদে জীবকে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন মনে করা হয়, এবং জীব বহু বলিয়া মানা হয়, ভগবান্ নারায়ণ উহার নিন্দা করিয়াছেন।" পরন্তু বাসুদেব মাহাত্ম্যের মতে জীব ব্রহ্ম হইতে ভিন্নই এবং বহুও। অধিকন্তু উহার মতে জীব জন্মবান্।

(৭) নারায়ণীয়াখ্যানের মতে, যেহেতু ব্রহ্মই জীব সাজিয়া সংসার-বন্ধন-গ্রস্ত হইয়াছেন, সেইহেতু সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হইলে জীব পুনঃ ব্রহ্মই হয়; অতএব মুক্ত জীবে ব্যক্তিত্ব থাকে না; তাই মুক্তিকে কখন কখন ব্রহ্মে প্রবেশ, আর কখন কখন নির্বাণ বলা হইয়াছে। পরন্তু বাসুদেব-মাহাত্ম্যের মতে, মুক্ত জীবের ব্যক্তিত্ব থাকে,—সে প্রাকৃত দেহ পরিত্যাগ করত অপ্রাকৃত দিব্যদেহ ধারণ করে এবং শ্বেতদ্বীপে, বৈকুণ্ঠে কিংবা গোলোকে গিয়া ভগবানের পরি-চর্যা করত আনন্দ করে। এমন কি যাহারা ব্রহ্মের সহিত আপন ঐক্য উপলব্ধি করিয়াছে, তাহাদেরও ব্যক্তিত্ব বিনষ্ট হয় না, তাহারাও ভগবানের সেবা করে। যথা কথিত হইয়াছে যে "ব্রহ্মৈক্য-প্রাপ্ত এবং বিঘ্নবিরহিত" ব্রহ্মাশিবাদি দেবতাগণও বিষ্ণুকে ভক্তি করেন; যাহারা "আত্মাব্রহ্মৈক্যসম্পন্ন এবং বিনিবৃত্তগুণ" তাহারাও বাসুদেবকে ভক্তি করে; যাহারা ঐকান্তিক ভক্তি দ্বারা "অক্ষরসাম্য" প্রাপ্ত হইয়াছে তাহারাই অখিলকারণ বাসুদেবকে দর্শন করে।

---

১) স্কন্দপু, ২।৯।১৬ অধ্যায়। ২) মহাভা, ১২।৩৩৯।৫৫'২—৬'১

কথিত হইয়াছে যে গোলোকে কৃষ্ণভক্তদিগের কোটি কোটি বিমান আছে। যাহারা নিবৃত্তি-ধর্মানুসারে বাসুদেবকে উপাসনা করত গুণত্রয়কে বশীভূত করিয়াছে এবং "ব্রহ্মাত্মৈক্যভাব" লাভ করিয়াছে, তাহারা নাকি মহর্লোকাদিতে গমন করে এবং বৈরাজ পুরুষকে স্তুতি করত সুখে নিবাস করে।[১]

প্রাচীন ভাগবতধর্মে সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা ছিল না। নারায়ণীয়াখ্যানে শিবোপাসনা ও বিষ্ণুপাসনার মধ্যে কোন ভেদ করা হয় নাই। কথিত হইয়াছে যে, যে রুদ্রকে জানে, সে নারায়ণকেও জানে; এবং যে রুদ্রের অনুগত, সে নারায়ণেরও অনুগত।" অধিকন্তু ইহাও আছে যে যাহারা প্রবুদ্ধ এবং সেই ভাবে আচরণকারী, তাহারা ব্রহ্মাকে, শিবকে কিংবা অপর যে কোন দেবতাকে উপাসনা করুক না কেন, পরমতত্ত্ব বাসুদেবকেই প্রাপ্ত হয়।' আর বাসুদেব-মাহাত্ম্যের মতে "বাসুদেব ব্যতীত অপর সমস্ত দেবতাকে কাল ও মায়া দ্বারা বশীকৃত জানিয়া উঁহাদিগেতে প্রীতি পরিত্যাগ পূর্বক গাঢ় স্নেহ সহকারে নিত্য তাঁহার সেবাই 'ভক্তি' বলিয়া প্রগীত হয়।" ইত্যাদি। সুতরাং দেখা যায় যে উহাতে সাম্প্রদায়িকতা চরমে উঠিয়াছে। জীবসেবা ভগবানের সেবা, সর্বভূতহিতে রতি, নিষ্কামকর্ম, প্রভৃতি প্রাচীন ভাগবত ধর্মের কতিপয় বৈশিষ্ট্যের কথা নারায়ণীয়াখ্যানে আছে পরন্তু বাসুদেব-মাহাত্ম্যে নাই। নারায়ণীয়াখ্যানে ইহা বার বার প্রোক্ত হইয়াছে যে নারায়ণ ঋষি কর্তৃত প্রবর্তিত ধর্ম বেদের অনুযায়ী,—উহা "চতুর্বেদ-সমন্বিত", "বেদসম্মিত" ইত্যাদি। পরন্তু বাসুদেব-মাহাত্ম্যে আছে যে নারায়ণ ঋষি বলেন যে বৈদিক কর্ম দ্বারা স্বর্গাদি লাভ হয় বটে, ভগবৎ-ধাম লাভ হয় না, সুতরাং মুক্তিও লাভ হয় না, একমাত্র "বিষ্ণুসম্বন্ধ কৃত" হইলেই তদ্দ্বারা ভগবৎ-ধামও লাভ হয়। অতএব তাহাতে বেদের নিন্দাই করা হইয়াছে। বাসুদেব-মাহাত্ম্যের মতে, নারায়ণ ঋষি নারদকে বলেন যে একান্তধর্ম-সিদ্ধ্যর্থ ক্রিয়াযোগ-পরায়ণ হইতে হইবে এবং ক্রিয়াযোগ সিদ্ধ্যর্থ অষ্টাঙ্গযোগাভ্যাস করিতে হইবে; তাই তিনি ক্রিয়াযোগ ও অষ্টাঙ্গযোগ ব্যাখ্যা করেন। নারায়ণীয়াখ্যানে ঐ সকল কথা নাই।

সারতঃ পুনরায় বলিলে, নারায়ণীয়াখ্যানের বিবরণ হইতে অবগতি হয় যে নারায়ণ কর্তৃক প্রবর্তিত ধর্ম অদ্বৈতপরক এবং অতি উদার ও অসঙ্কীর্ণ বা অসাম্প্রদায়িক; আর বাসুদেব-মাহাত্ম্যের বিবরণ হইতে মনে হয় যে উহা দ্বৈতপরক এবং অতি অনুদার ও সঙ্কীর্ণ বা সাম্প্রদায়িকতা-দোষ-দুষ্ট। ক্রমে ক্রমে বিকৃত হইতে হইতেই নারায়ণীয় ধর্ম এই প্রকারে সম্পূর্ণ রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছে। এই রূপান্তর কখন এবং কি প্রকারে হইয়াছে তাহা অনুমান করা যায়। পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে '(বিষ্ণু)ভাগবতপুরাণে' প্রাচীন ভাগবতধর্মের দার্শনিক সিদ্ধান্তের কোন পরিবর্তন হয় নাই; উহা পূর্বের মতন অদ্বৈতবাদই রহিয়া গিয়াছে। কেবল ধার্মিক সিদ্ধান্তেরই কিছু কিছু পরিবর্তন হইয়াছে। বৈখানসাগমের দার্শনিক সিদ্ধান্ত, যতটা আমরা আজ পর্যন্ত জানিতে পারিয়াছি, শক্তিবিশিষ্টাদ্বৈতবাদই। যদিও উপলব্ধ কোন কোন বৈখানসসংহিতায় অদ্বৈতবাদের প্রভাব সুস্পষ্টতঃ দেখা যায়, দ্বৈতপরক কোন বৈখানসাগম আমরা আজও পর্যন্ত দেখি নাই। পাঞ্চরাত্রসংহিতাসমূহের প্রাচীনগুলিতে যেমন অদ্বৈতপ্রভাব আছে,

---

১) স্কন্দপু, ২।৯।২৫।৪১—৪২

অর্বাচীন কোন কোন সংহিতায় তেমন দ্বৈত প্রভাব আছে। পূর্বে ইহা প্রদর্শিত হইয়াছে যে "পাঞ্চরাত্রসংহিতাসমূহে প্রাচীন পাঞ্চরাত্রমতের দার্শনিক সিদ্ধান্ত ক্রমে ক্রমে পরিবর্তিত হইতে হইতে সম্পূর্ণ বিপরীত দশা প্রাপ্ত হইয়াছিল,—পূর্ণ বা নির্বিশেষ অদ্বৈতবাদ হইতে দ্বৈতাদ্বৈতবাদের মধ্য দিয়া সম্যক্ দ্বৈতবাদে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল।" আরও দেখ, বাসুদেব-মাহাত্ম্যে উক্ত হইয়াছে যে নারায়ণ ঋষি নারদকে বলেন যে ভগবান বাসুদেব নারায়ণ ঋষি এবং কৃষ্ণ নামেও অভিহিত হইয়া থাকেন। নারায়ণীয়াখ্যানে তাহা নাই। নারায়ণ ঋষি প্রকৃত পক্ষে তাহা বলিতেও পারেন না। কেননা, বাসুদেবের ঐ নামদ্বয় তাঁহার নিজের এবং তাঁহার অবতার বলিয়া প্রখ্যাত যাদব কৃষ্ণের অনুসারেই পরে পরে প্রচলিত হইয়াছিল, উঁহাদিগকে বাসুদেবের অবতার বলিয়া পরিগ্রহণ করিয়াই উঁহাদের ভক্তগণ উঁহাদের নাম বাসুদেবে আরোপ করেন। পরমতত্ত্ব ভগবানের কৃষ্ণ নাম বর্তমান 'মহাভারতে' এবং '(বিষ্ণু) পুরাণে' পাওয়া যায়। পরন্তু উঁহাদিগেতে রাধা নামে কৃষ্ণের কোন শক্তি, পত্নী বা সহচরীর উল্লেখ নাই। উপলব্ধ কোন বৈখানসাগমে কৃষ্ণের কিংবা রাধার নাম নাই—কৃষ্ণাবতারের উল্লেখ অবশ্যই আছে। প্রাচীন পাঞ্চরাত্রসংহিতাসমূহেও রাধা-কৃষ্ণ-তত্ত্ব সম্বন্ধে কিছুই নাই। পরন্তু 'গৌতমীয়তন্ত্রা'দি কতিপয় অর্বাচীন পাঞ্চরাত্রতন্ত্রসমূহে রাধা-কৃষ্ণ-তত্ত্বকে পরমতত্ত্ব বলা হইয়াছে। বাসুদেব-মাহাত্ম্যেও তাহাই আছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়েও তাহা মানা হয়। এই সকল হইতে অনুমান হয় যে অর্বাচীন পাঞ্চরাত্রমতের প্রামাণ্যসিদ্ধ্যর্থই প্রাচীন নারায়ণীয় ধর্মকে পরে পরে অত রূপান্তরিত করা হইয়াছিল এবং 'স্কন্দপুরাণে'র বাসুদেব-মাহাত্ম্যে উহাকে স্থান দেওয়া হইয়াছিল।

'স্কন্দপুরাণে'র অন্যত্র বিবৃত হইয়াছে যে সাত্ত্বিক ধর্মই ভাগবতধর্ম। ধর্ম—সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস ভেদে ত্রিবিধ।

(১) **সাত্ত্বিক ধর্ম**—যাহা দ্বারা চিত্তবিশুদ্ধি হয়, সুতরাং যাহা সদ্‌ব্যক্তিগণের উপকারক, তথা যাহা কাহারও দ্বারা নিন্দিত হয় না, তাহাই সাত্ত্বিক ধর্ম। শ্রুতিতে ও স্মৃতিতে উদিত ধর্ম যদি নিষ্কামভাবে কৃত হয়, তথা লোকবিরুদ্ধ না হয়, তবে উহা সাত্ত্বিক ধর্ম হয়। বর্ণ ও আশ্রম বিভাগ অনুসারে শাস্ত্রে বিহিত নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য—এই ত্রিবিধ ধর্মসমূহ যদি ভগবান বিষ্ণুকে সমর্পিত হয়, তবে সাত্ত্বিক হয়।

(২) **রাজস ধর্ম**—অপর দেবতাগণের প্রীতির জন্য সকামভাবে অনুষ্ঠিত ধর্মসমূহ রাজস।

(৩) **তামস ধর্ম**—যক্ষরাক্ষসাদির প্রীতির জন্য অনুষ্ঠিত ধর্মসমূহ, যেগুলি লোকনিষ্ঠুর, হিংসাত্মক, সুতরাং নিন্দিত, তামস বলিয়া স্মৃত হয়।

সাত্ত্বিক ধর্ম শুভ ভাগবতধর্ম।[১] "যাহারা সত্ত্বগুণে স্থিত হইয়া বিষ্ণুর প্রীতিকর শুভ সাত্ত্বিক ধর্মসমূহ নিত্য নিষ্কামভাবে আচরণ করে, তাহারাই ভাগবত বলিয়া স্মৃত।"[২] "যাহারা সদাচাররত, সকলের উপকারক এবং সদাই মমতাবিহীন, তাহারাই ভাগবত বলিয়া স্মৃত।"[৩]

দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত।

১) স্কন্দপু, ২। বৈশাখমাসমাহাত্ম্য। ২০।৫৩—৮ ২) ঐ, ২০।৫৮ ৩) ঐ, ২০।৬১